ঋগ্বেদ-সংহিতা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে

ভূমিকা : শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-৭০০০০৭

Rikveda Samhita

প্রকাশক ঃ
আবদুল আজীজ আল্‌-আমান এম. এ.
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭ ॥

মুদ্রণ ঃ
বর্ণমালা
১/১ বি জাননগর রোড
কলকাতা ৭০০০১৭ ॥

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৮ ভাদ্র ১৩৫৮

প্রকাশকের নিবেদন

বেদের তৃতীয় খণ্ড (ঋগ্বেদের দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হল। এখণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামবেদ এবং ঋগ্বেদ-এর প্রকাশ সম্পূর্ণ হল। চতুর্থ খণ্ডে যজুর্বেদ, পঞ্চম বা শেষ খণ্ডে প্রকাশিত হবে অথর্ব বেদ।

ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলেছিলাম যে, দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টাংশে দেবতাদের পরিচয়, ঋষিদের বিবরণ ইত্যাদি থাকবে। প্রথম খণ্ডে শ্রদ্ধেয় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকায় দেবতাদের বিস্তারিত বিবরণ আছে, বর্তমান খণ্ডে সমগ্র ঋগ্বেদের কোন কোন সূক্তের টীকায় দেবতা ও ঋষিদের পরিচয় দেওয়া আছে তার একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করে দিলাম। এ তালিকা থেকে দেবতা ও ঋষিদের পরিচয় পাওয়া সহজ হবে। এ ছাড়া ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি তালিকা থেকে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ, বিজ্ঞানচর্চা, কৃষিকার্যের অবস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। এ তথ্যপঞ্জী গবেষণার কাজেও কিছুটা সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বেদ প্রকাশের অন্তরালে যাঁরা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু ও শ্রীরণব্রত সেন। এছাড়া বেদ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর একটি মূল্যবান তালিকাও প্রস্তুত করে দিয়েছেন শ্রীরণব্রত সেন। এঁদের কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। প্রুফ দেখেছেন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী, সৈয়দ বেসারত আলী এবং দিলীপ দাস। আজ গ্রন্থ প্রকাশের শুভ মুহূর্তে আমি এঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই।

সূচীপত্র

দেবতাদের পরিচয়

[নিম্নলিখিত ঋক্ সমূহের টীকাগুলি দেখুন]

অগ্নি—১।১।১ ও ১।১২।৬ ও ১।১৩।১ ও ১।৬০।১
বায়ু—১।২।১
ইন্দ্র—১।২।৪ ও ১।২৩।৩ ও ১।১১২।২৩ ও ১০।৫৪।৩
বরুণ—১।২।৭ ও ৭।৮৬।৮ ও ৭।৮৭।৭
মিত্র—১।২।৭ ও ৭।৮৬।৮ ও ৭।৮৭।৭
দ্যোঃ ও পৃথিবী—১।২২।১৩ ও ১০।৫৪।৩
অদিতি, আদিত্য ও দিতি—১।১৪।৩ ও ১।৪১।১ ও ২।২৭।১ ও ৫।৬২।৮
ও ১০।৭২।৮
সূর্য ও সবিতা—১।২২।৫
অশ্বিদ্বয়—১।৩।১ ও ১০।১৭।২ এবং ১।১১২ ও ১।১১৬ ও ১।১১৭ সূক্তের
সমস্ত টীকাগুলি দেখুন।
মরুৎগণ—১।৬।৪ ও ৫।৫২।১৭ ও ৮।৯৬।৮
সোম—১।২।১ ও ১।৮০।২ ও ৯।১।১
পূষা—১।৪২।১ ও ৬।৫৪।৭
ব্রহ্মণস্পতি—১।১৮।১
বিষ্ণু—১।২২।১৬
রুদ্র—১।৪৩।১
ত্বষ্টা—১।২০।৬ ও ১০।৮।৯ ও ১০।১০।৫
যম—১।৩৫।৬ ও ১০।১০।১ ও ১০।১৪।১ ও ১০।১৭।২
ঋভুগণ—১।২০।১ ও ১।১১০।২ ও ১।১৬১।৬
বিবস্বান্—১০।১৭।২
ক্ষেত্রপতি—৪।৫৭।১
বাস্তোস্পতি—৭।৫৪।১
উষা—১।৫০।২৩ ও ১।৪৯।৩
সরস্বতী—১।৩।১০ ও ১।১৪২।৯
ইলা—১।১৩।২৯ ও ১।১৪২।৯ ও ৩।১।২৩ ও ৬।৫৩।১৬
ভারতী—১।১৪২।৯
ইন্দ্রাণী—১।৮২।৫ ও ১।১০৬।৬ ও ৩।৬০।৬
সূর্যা—১।১১৬।১৭
সীতা—৪।৫৭।৭
সরণ্যু—১০।১৭।২
সরমা—১০।১০৮।১
যমী—১০।১০।১ ও ১০।১৭।২
দেবপত্নীগণ—১।২২।১১
৩৩ দেব—১।৩৪।১১ ও ৮।২৮।১ ও ৮।৩০।২ ও ৮।৫৫।৩ ও ৮।৩৯।৯
ও ৮।৫৭।২ ও ৯।৯২।৪
৩৩৩৯ দেব—৩।৯।৯ ও ১০।৫২।৬
বিশ্বকর্মা—১০।৮১।১ ও ১০।৮২।১
প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ—১০।১২১।১

ঋষিদের পরিচয়

[নিম্নলিখিত ঋকসমূহের টীকাগুলি দেখুন]

মনু—১।৭১।৩ ও ১।১১২।১৬ ও ১।১২৮।২ ও ১।১৩৯।৯ ও ৫।৪৫।৬ ও ৮।১৯।২৫ ও ৮।২৩।১৭ ও ৮।২৭।৭ ও ৮।৫২।১

ভৃগু—১।৭১।৩ ও ২।১।১ ও ৩।৫।১০ ও ১০।১৪।৬

বিশ্বামিত্র—৩।১।১ ও ৩।৩৩।১ ও ৩।৫৩।২৪ ও ৩।৬২।১৮ ও ৭।১।১ ও ৭।১০৪।১৩

বামদেব—১।১১৯।৭ ও ৪।১।১ ও ৪।২।১৫ ও ৪।১৮।১

অত্রি—১।১১২।৭ ও ১।১১৬।৮ ও ১।১৩৯।৯ ও ৫।১।১

ভরদ্বাজ—১।১১২।১৩ ও ৬।১।১

বসিষ্ঠ—৩।৫৩।১ ও ৩।৩৫।২৪ ও ৭।১।১ ও ৭।১৮।২৩ ও ৭।৩৩।৯ ও ৭।১০৪।১৩ ও ১০।১৫।৮

কণ্ব—১।১১৮।৭ ও ১।১৩৯।৯ ও ৮।১।১ ও ৮।৬।৩৯

অঙ্গিরা—১।৩১।১ ও ১।৭১।৩ ও ১।১৩৯।৯ ও ৪।২।১৫ ও ৯।১।১

কক্ষীবান্—১।১৮।১ ও ১।১১২।১১ ও ১।১২৫।১

শুনঃশেপ—১।২৪।১

কুৎস—১।৩৩।১৪ ও ১।৬৩।৩ ও ৪।১৬।১০

পুরুকুৎস—১।৬৩।৭ ও ১।১১২।১৪ ও ৪।৪২।৮ ও ৮।১৯।৩৭

ত্রসদস্যু—১।১১২।১৪

অথর্বা—১।৭১।৩ ও ৬।১৬।১৩ ও ১০।১৪।৬

দধীচি—১।৭১।৩ ও ১।১১৬।১২ ও ১।১৩৯।৯

কৃষ্ণনামক ঋষি—১।১১৬।২৩ ও ১।১১৭।৭ ও ৮।৮৬।১

কৃষ্ণনামক অনার্যযোদ্ধা—১।১০১।১ ও ১।১৩০।৮ ও ৮।৯৬।১৩

দীর্ঘতমা—১।১১২।১১

আপ্ত্যাত্রিত—১।৫২।৫ ও ১।১০৫।১১ ও ১।১৫৮।৫ ও ২।১১।১৯ ও ৬।১৬।৪

গৃৎসমদ—২।১।১

গোতম—১।১১৬।৯

চ্যবন—১।১১৬।১০

উশনা—১।৫১।১০ ও ৮।২৩।১৭

অগস্ত্য—১।১৭১।৫

কক্ষীবানের দুহিতা ঘোষা—১।১১৭।৭ ও ১০।৪০।১

অত্রির দুহিতা অপালা—৮।৯১।১

অত্রিবংশীয়া বিশ্ববারা—৫।২৮।১

ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান

[নিম্নলিখিত ঋক্ সমূহের অনুবাদ ও টীকাগুলি দেখুন] ·

বিত্র, অহি, শুষ্ম ইত্যাদি—১।১১।৭ ও ১।৩২।১ ও ১।৫২।১৫
বল ও বৃসয়ের কথা—১।১১।৫ ও ১।৯৩।৪ ও ৬।৬১।৩
সরমা ও পণিদিগের কথা—১।৬।৫ ও ১।৩২।১৫ ও ১০।১০৮।১
ইন্দ্রের অশ্ব ও সূর্যের অশ্ব—১।৬।১ ও ১।৫০।৯
ঋক্ষ বা সপ্তর্ষি নক্ষত্র— ১।২৪।১০
অসুর শব্দের বৈদিক অর্থ—১।২৪।১৪ ও ১।৫৪।৩ ও ২।১।৬ ও ৩।৩।৪ ও ৪।২।৫ ও ৫।১২।১ ও ৬।২২।২ ও ৭।২।৩ ও ৮।১৯।২৩ ও ৯।৭৩।১ ও ১০।১০।২
অগ্নিযজ্ঞ প্রথার উৎপত্তি—১।৭।১৩
বর্তিকা পক্ষীর কথা—১।১১৬।১৪
উর্বশী ও পুরূরবার কথা—১।২০।১ ও ৪।২।১৮ ও ৫।৪১।১৯ ও ১০।৯৫।১
বৃবু নামক সূত্রধারের কথা—৬।৪৫।৩৩
ইন্দ্র ও ত্বষ্টপুত্র বিশ্বরূপের কথা—১০।৮।৯
যম ও যমীর কথা—১০।১০।১
নচিকেতার কথা—১০।১৩৫।৭
সোমরস ও শ্যেনপক্ষীর কথা—৮।৮২।৯ ও ৯।৬২।৪
সোমপানে অমরত্ব লাভ—৯।১০৮।৩ ও ৯।১১০।৮
দক্ষের কন্যা ইলা বা অদিতি—৩।২৭।১০ ও ১০।৭২।৪
গন্ধর্ব—৩।৩৮।৬ ও ৯।৮৩।৪ ও ১০।১০।৪
অপ্সরা—১।৭৮।৩ ও ৯।৮৩।৪
গায়ত্রী—৩।৬২।১০
হংসবতী ঋক্—৪।৪০।৫
পুরুষ সূক্ত—১০।৯০।১
ঋগ্বেদের শব্দ ও অক্ষর সংখ্যা—১০।১১৫।১০
জীবাত্মা ও পরমাত্মা—১।১৬৪।২০ ও ১০।১১৪।৫ ও ১০।১৭৭।১
ধর্মপিপাসা ও পাপের অনুশোচনা—২।২৮।১১ ও ৭।৮৬।৮ ও ৭।৮৭।৭ ৭।৮৯।১
স্বর্গলোকের বর্ণনা—৯।১১৩।৭ ও ১০।১৪।১ ও ১০।১৪।৬
পিতৃলোক স্বর্গে বাস করেন—১০।১৪।৬ ও ১০।১৫।১ ও ১০।১৫।১০ ও ১০।১৬।৪ ও ১০।৫৬।৩ হইতে ৫
বিশ্ব জগতের সৃষ্টি—১০।৮২।১ ও ১৩।১২৯।১
বিশ্ব জগতের এক ঈশ্বর—১।১৬৪।৬ ও ২।১২।৫ ও ৩।৫৫।২২ ও ৫।৮৫।৬ ও ১০।৩১।৮ ও ১০।৮১।১ ও ১০।৮২।৩ ও ১০।১২১।১ ও ১০।১২৯।৬
সত্যই বিশ্বজগতের আশ্রয় স্বরূপ—১০।৮৭।২

আর্যনিবাস ও ইতিহাস

[নিম্নলিখিত ঋক সমূহের অনুবাদ ও টীকাগুলি দেখুন ।]

সপ্তনদী—১।৭১।৭ ও ৬।৭।৬ ও ৬।৬১।১০ ও ৭।৩৬।৬ ও ৮।২৪।২৭ ও ৮।৯৬।১ ও ৯।৬৬।৬

সিন্ধুনদী ও শাখা—২।১৫।৯ ও ৫।৬১।১৯ ও ৭।৩৬।৬ ও ৯।৬৪।৯ ও ১০।৭৫।৫

শতদ্রু, বিপাশা বা আর্জীকীয়া, পরুষ্ণী—৩।৩৩।১ ও ৮।৬৪।১১ ও ৮।৭৪।১৫ ও ৯।৬৫।২৩ ও ৯।১১৩।১ ও ১০।৭৫।৫

অসিক্নী ও বিতস্তা—১০।৭৫।৫

সরস্বতী—১।৩।১০ ও ১।১৪২।৯ ও ৬।৬১।১৪ ও ৭।৩৬।৬ ও ৮।২১।১৭ ও ৯।৬৫।২৩ ও ১০।৬৪।৯ ও ১০।৭৫।৫

জাহ্নবী বা গঙ্গা—৩।৫৮।৬ ও ১০।৭৫।৫

যমুনা—৫।৫২।১৭ ও ৭।১৮।১৯ ও ১০।৭৫।৫

শর্যণাবৎ সরোবর (কুরুক্ষেত্রের হ্রদ)—১।৮৪।১৪ ও ৮।৬।৩৯ ও ৮।৭।২৯ ও ৮।৬৪।১১ ও ৯।৬৫।২২ ও ১।১১৩।১

সিন্ধুনদীর পশ্চিম দিকের (কাবুল প্রদেশের) শাখা—৮।২৪।৩০ ও ১০।৭৫।৬

গান্ধার প্রদেশ (পেশাওয়র)—১।১২৬।৭

পঞ্চক্ষিতি, পঞ্চজন, পঞ্চকৃষ্টি ইত্যাদি—১।৭।৯ ও ১।৮৯।১০ ও ১।১০০।১২ ও ২।২।১০ এ ৪।৩৮।১০ ও ৫।৩২।১১ ও ৬।১১।৪ ও ৬।৬১।১২ ও ৯।৬৫।২৩

সপ্ত মানুষ—৮।৩৯।৮

যদুবংশ—১।৩৬।১৮ ও ৭।১৯।৮ ও ৮।১।৩১ ও ৮।৬।৪৬ ও ৮।৬।৪৮ ও ৮।৭।২৯

পুরুবংশ—১০।৪৮।৫

ভারতজাতি (কুরুবংশ)—১।৪৭।৬ ও ২।৭।১ ও ৩।৩৩।১

সুদাস রাজার সঙ্গে ভারতপ্রভৃতি দশ জাতির যুদ্ধ—১।৪৭।৬ ও ৩।৩৩।১ ও ৭।১৮।২৩ ও ৭।৩৩।৩ ও ৭।৮৩।৭

শন্তনু রাজা—১০।৯৮।১

আর্য ও অনার্য জাতি—১।৫১।৮ ও ১।১০০।১৮ ও ১।১০৩।৫ ও ১।১০৪।৩ ও ১।১০৪।৪ ও ১।১১৭।২১ ও ১।১৩৩।৭ ও ১।১৭৪।৮ ও ১।১৭৬।৪ ও ২।২০।৭ ও ২।২৩।১৯ ও ৩।৩৪।৯ ও ৪।১৬।১৩ ও ৪।৩০।২০ ও ৫।২৯।১০ ও ৬।১৮।৩ ও ৬।২২।১০ ও ৬।২৫।২ ও ৭।৫।৬ ও ৮।২৪।২৭ ও ৮।৫১।৯ ও ৮।৯৬।৯ ও ৮।৯৬।১৩ ও ৮।৯৭।১ ও ৯।৭৩।৫ ও ৯।৯৭।৫৩ ও ১০।২২।৮ ও ১০।৪৯।৬ ও ১০।৬৯।৬ ইত্যাদি।

জ্যোতিষ, ওষধি, বিজ্ঞান, কৃষি, গোচারণ ও শিল্পকার্য

[নিম্নলিখিত ঋক সমূহের অনুবাদ ও টীকাগুলি দেখুন]

সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসর—১।২৫।৮ ও ১।১৬৪।১৫ ও ৪।৩৩।৭
সূর্য রশ্মি দ্বারা চন্দ্রালোকের উৎপত্তি—১।৮৪।১৫
সূর্যের গতি—১।১২৩।৮
বৎসরের দিন গণনা—১।১৫৫।৬ ও ১।১৬৪।১১
ছয় ঋতু—১।১৬৪।১২ ও ২।৩৬।১
উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন—১।১৬৪।১২ ও ৬।৩২।৫
রাকা (পূর্ণিমা) ও সিনীবালী (অমাবস্যা)—২।৩২।৮
সূর্যগ্রহণ—৫।৪০।৫
পৃথিবীর কক্ষ (Axis of the earth)—১০।৮৯।৪
কৃষিকার্য—১।৪।৬ ও ১।৩৩।৩ ও ৪।৫৭।১ ও ১০।১০১।২
কূপ খনন—১০।২৫।৪
কর্ষিত ভূমিতে জল সেচন (Irrigation)—১০।৯৪।১৩ ও ১০।৯৯।৪
গোচারণ—১।৪২।২ ও ৬।৫৪।৭
রোগচিকিৎসা ও ওষধি বিজ্ঞান—১০।৯৭।১
বস্ত্র বয়ন—২।৩।৬ ও ২।৩৮।৪ ও ৬।৯।২ ও ১০।২৬।৬ ও ১০।১০৬।১ ও ১০।১৩০।২
লৌহ নির্মিত দ্রব্য—৫।৩০।১৫ ও ৬।৩।৫ ও ৬।৪৭।১০
লৌহময় নগর—৭।৩।৭ ও ৭।১৫।১৪ ও ৭।৯৫।১
নানা আভরণ ও অস্ত্র নির্মাণ—১।১৬৮।৩ ও ৫।৫২।৬ ও ৫।৫৩।৪ ও ৫।৫৪।১১ ৫।৫৫।৬ ও ৫।৫৭।২ ও ৫।৫৮।২ ও ৬।৪৬।১১ ও ৬।৭৫।১ ইত্যাদি।
রৌপ্য মুদ্রা—৫।৩৩।৬
সুবর্ণমুদ্রা—১।১২৬।২ ও ৪।৩৭।৪ ও ৫।১৯।৩ ও ৫।২৭।২
যুদ্ধ অশ্ব ও যুদ্ধরথ—৩।২৩।১ ও ৪।৩৮।২ ও ৪।৩৮।৯ ও ৬।৪৬।১৪ ও ৬।৪৭।২৯
পালিত পশু—৪।২।৮ ও ৪।৪।১ ও ৮।৫।৩৭ ও ৮।৪৬।২২ ও ৮।৪৬।২৮ হতে ৩২ ও ৮।৫৬।৩ ইত্যাদি।
বন্য পশু—১০।২৮।৪ ইত্যাদি।

সামাজিক আচার ব্যবহার

[নিম্নলিখিত ঋক সমূহের অনুবাদ ও টীকাগুলি দেখুন]

যজ্ঞপদ্ধতি ও যজ্ঞের পুরোহিত—১।৩৬।৭ ও ১।১৬২।৫ ও ২।১।২
সোমরস প্রস্তুত করবার পদ্ধতি—৯।৬৬।২৯
অশ্ব ও মহিষের আহুতি—১।১৬২।১৩ ও ৬।১৭।১১
গো বৃষের আহুতি—১।৬১।১২ ও ২।৭।৫ ও ৬।১৬।৪৭ ও ৮।৩৯।১ ও
১০।২৭।২ ও ১০।৮৬।১৩ ও ১০।৮৯।১৪
নানা পিষ্টকের আহুতি—৩।৩৫।৩ ও ৩।৫২।১ ও ৪।২৪।৭
নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল না—১।২৪।১
স্ত্রী পুরুষে একত্র যজ্ঞ করতেন—১।১৩১।৩ ও ৫।৪৩।১৫ ও ৮।৩১।৫ ইত্যাদি।
পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী কে ?—২।১৭।৭ ও ৩।৩১।২
দৌহিত্রকে পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করা—৩।৩১।১
দত্তক পুত্র—৭।৪।৭
অবিবাহিতা কন্যা—২।১৭।৭
স্বয়ম্বর প্রথা—১০।২৭।১২
বিবাহ প্রথা—১০।৮৫।২২
বিধবা বিবাহ—১০।৪০।২
বহু বিবাহ—১০।১৪৫।১ হতে ৫ ও ১০।১৫৯।১
গর্ভসঞ্চার ও রক্ষার মন্ত্র—১০।১৬২।৬ ও ১০।১৮৩।৩ ও ১০।১৮৪।৩
রোগনাশের মন্ত্র—১০।৯৭।১ ও ১০।১৩৭।৭ ও ১০।১৬১।৫ ও ১০।১৬৩।৬
অমঙ্গল নাশের মন্ত্র—২।৪৩।৩ ও ১০।১৫৫।৫ ও ১০।১৬৪।১ ও ১০।১৬৫।৫
সর্পের মন্ত্র ও রাক্ষসের মন্ত্র—১।১৯১।১৬ ও ১০।৮৭।২৫
ব্যভিচারিণী নারী—৪।৫।৫ ও ১০।৩৪।৪ ও ১০৪০।৬
অবিবাহিতা কন্যার পুত্র—৮।৪৬।২১
দ্যুতক্রীড়া—১।১২৪।৭ ও ১০।৩৪।১
ক্রীতদাস-দাসী—৮।৪৬।৩২ ও ৮।৪৬।৩৩ ও ৮।৫৬।৩
ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি—৫।২৪।৯ ও ৪।২৪।১০
সমুদ্র যাত্রা—১।১১৬।৩ ও ৪।৫৫।৬ ও ৭।৮৮।৩
আর্যদের মধ্যে জাতি বিভাগ ছিল না—৪।৪২।১ ও ৭।৬৪।২ ও ৭।৮৯।১ ও
৮।১১।৬ ও ৯।১১২।১ ও ৯।১১২।৩ ও ১১।৭১।৯ ও ১০।৯০।১২
ইত্যাদি।
রাজ্যাভিষেক ও রাজার কর্তব্য—১০।১৭৩।৬

ঋগ্বেদ-সংহিতা

ষষ্ঠ মণ্ডল

১ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা । বৃহস্পতির অপত্য ভরদ্বাজ ঋষি । (১) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ত্বং হ্যগ্নে প্রথমো মনোতাস্যা ধিয়ো অভবো দস্ম হোতা ।
ত্বং সীং বৃষন্নকৃণো দুষ্টরীতু সহো বিশ্বস্মৈ সহসে সহধ্যৈ ॥ ১
অধা হোতা ন্যসীদো যজীয়ানিলস্পদ ইষয়ন্নীড্যঃ সন্ ।
তং ত্বা নরঃ প্রথমং দেবয়ন্তো মহো রায়ে চিতয়ন্তো অনু গ্মন্ ॥ ২
বৃতেব যন্তং বহুভি র্বসব্যৈ স্ত্বে রয়িং জাগৃবাংসো অনু গ্মন্ ।
রুশন্তমগ্নিং দর্শতং বৃহন্তং বপাবন্তং বিশ্বহা দীদিবাংসম্ ॥ ৩
পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্যবঃ শ্রব আপন্নমৃক্তম্ ।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়াং তে রণয়ন্ত সংদৃষ্টৌ ॥ ৪
ত্বাং বর্ধন্তি ক্ষিতয়ঃ পৃথিব্যাং ত্বাং রায় উভয়াসো জনানাম্ ।
ত্বং ত্রাতা তরণে চেত্যো ভূঃ পিতা মাতা সদমিন্মানুষাণাম্ ॥ ৫
সপর্যেণ্যঃ স প্রিয়ো বিক্ষ্বগ্নি র্হোতা মন্দ্রো নি ষসাদা যজীয়ান্ ।
তং ত্বা বয়ং দম আ দীদিবাংসমুপ জ্ঞুবাধো নমসা সদেম ॥ ৬
তং ত্বা বয়ং সুধ্যো নব্যমগ্নে সুম্নায়ব ঈমহে দেবয়ন্তঃ ।
ত্বং বিশো অনয়ো দীদ্যানো দিবো অগ্নে বৃহতা রোচনেন ॥ ৭
বিশাং কবিং বিশ্পতিং শশ্বতীনাং নিতোশনং বৃষভং চর্ষণীনাম্ ।
প্রেতীষণিমিষয়ন্তং পাবকং রাজন্তমগ্নিং যজতং রয়ীণাম্ ॥ ৮
সো অগ্ন ঈজে শশমে চ মর্তো যস্ত আনট্ সমিধা হব্যদাতিম্ ।
য আহুতিং পরি বেদা নমোভির্বিশ্বেৎস বামা দধতে ত্বোতঃ ॥ ৯
অস্মা উ তে মহি মহে বিধেম নমোভিরগ্নে সমিধোত হব্যৈঃ ।
বেদী সূনো সহসো গীর্ভিরুক্থৈরা তে ভদ্রায়াং সুমতৌ যতেম ॥ ১০
আ যস্ততন্থ রোদসী বি ভাসা শ্রবোভিশ্চ শ্রবস্যস্তরুত্রঃ ।
বৃহদ্ভির্বাজৈঃ স্থবিরেভিরস্মে রেবদ্ভিরগ্নে বিতরং বি ভাহি ॥ ১১
নৃবদ্বসো সদমিদ্ধেহ্যস্মে ভূরি তোকায় তনয়ায় পশ্বঃ ।
পূর্বীরিষো বৃহতীরারে অঘা অস্মে ভদ্রা সৌশ্রবসানি সন্তু ॥ ১২
পুরূণ্যগ্নে পুরুধা ত্বায়া বসূনি রাজন্বসুতা তে অশ্যাম্ ।
পুরূণি হি ত্বে পুরুবার সন্ত্যগ্নে বসু বিধতে রাজনি ত্বে ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১ । হে অগ্নি ! তুমি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; দেবগণের চিত্ত তোমাতে সম্বদ্ধ ; হে মনোজ্ঞ মূর্তি ! তুমিই এ যজ্ঞে দেবগণের আহ্বানকারী । হে অভীষ্ট-বর্ষী ! সমস্ত বলশালী শত্রুর পরাভবের নিমিত্ত আমাদের অনিবার্য বল প্রদান কর । ২ । হে অগ্নি ! তুমি সর্বাধিক যজ্ঞকারী ও হোম নিষ্পাদক, তুমি হব্য-গ্রহণপূর্বক স্তুতিভাজন হয়ে সম্প্রতি বেদি ভূমির উপর উপবেশন কর । ধর্মানুষ্ঠানকারী ঋত্বিগগণ বিপুল ধন প্রত্যাশায় দেবগণের মধ্যে অগ্রে তোমার অনুসরণ করেন । ৩ । হে অগ্নি ! তুমি দীপ্তিমান, দর্শনীয়, মহান, হব্যভোজী ও সর্বসময়ে প্রদীপ্ত । তুমি বসুগণের অন্তরিক্ষ পথে গমন করছ, ধনাভিলাষী যজমানগণ তোমার অনুসরণ করছে । ৪ । যজমানগণ অন্নলিপ্সু হয়ে দীপ্তিমান অগ্নির আহবনীয় স্থানে গিয়ে

অপ্রতিহত ভাবে প্রচুর অন্নলাভ করে এবং যেকালে তোমার শুভ সন্দর্শনে আনন্দিত হয় সে সময় তোমার যজ্ঞার্হ নাম সকল কীর্তন করে। ৫। হে অগ্নি! পৃথিবীতে মনুষ্যগণ তোমাকে বর্ধিত করে। তুমি উভয়বিধ ধন মনুষ্যগণকে প্রদান কর, সেজন্য তারা তোমাকে বর্ধিত করে। হে দুঃখবিমোচনকারী অগ্নি! তুমি স্তুতি-ভাজন হয়ে মানবগণের রক্ষক ও পিতৃমাতৃ স্থানীয় হও। ৬। পূজনীয় অভীষ্ট-বর্ষী মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক, প্রীতিপ্রদ, নিরতিশয় যাগকারী, অগ্নি বেদির উপর উপবিষ্ট হয়েছেন। হে অগ্নি! তুমি গৃহে প্রজ্বালিত হচ্ছ, আমরা অবনতজানু হয়ে স্তোত্র সহকারে তোমার নিকট উপস্থিত হই। ৭। আমরা সুবুদ্ধি, সুখাভিলাষী ও ধর্মনিষ্ঠ; হে স্তবার্হ! আমরা তোমার স্তব করছি। হে অগ্নি! তুমি সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন, তুমি মনুষ্যগণকে স্বর্গে নিয়ে যাও (২)। ৮। চিরস্থায়ী মনুষ্যবর্গের অধিপতি, জ্ঞানী, শত্রুসংহারক, অভীষ্টবর্ষী, স্তোতৃবর্গের অধিগম্য, অন্নদাতা, পবিত্রতাবিধায়ী, ধনলাভার্থে যষ্টব্য ও দীপ্তিমান অগ্নিকে আমরা স্তব করছি। ৯। হে অগ্নি! যে মানব তোমার যজ্ঞ করে ও স্তব করে, যে ব্যক্তি প্রজ্বলিত ইন্ধনের সাথে তোমাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্তুতিসহকারে তোমাকে আহুতি প্রদান করে, সে ব্যক্তি তোমা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে সমস্ত বাঞ্ছিত ধন লাভ করে। ১০। হে শক্তিসম্পন্ন অগ্নি! আমরা নমস্কার, ইন্ধন ও হব্য সহকারে তোমার পূজা করছি। হে শক্তিপুত্র! আমরা স্তোত্র ও শস্ত্রসহকারে বেদির উপর তোমার পূজা করছি। আমরা যেন তোমার কল্যাণকর অনুগ্রহ লাভার্থে চেষ্টা করে কৃতকার্য হই। ১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছ, তুমি মনুষ্যের পরিত্রাণকারী ও স্তুতিদ্বারা পূজনীয়; তুমি প্রচুর অন্ন ও বিশিষ্ট রূপ ধনের সাথে আমাদের নিকট সম্যকরূপে দীপ্ত হও। ১২। হে ধনাধিপতি! তুমি সর্বদা আমাদের পরিজনবর্গের সাথে ধন প্রদান কর এবং আমাদের পুত্রপৌত্রদের প্রভূত পশু প্রদান কর। আমাদের যেন পর্যাপ্ত ইচ্ছানুরূপ অনিন্দ্য অন্ন এবং শুভ ও প্রশস্ত জীবনোপায় বিহিত হয়। ১৩। হে দীপ্তিমান অগ্নি! আমি যেন তোমার নিকট হতে বিবিধ ধনলাভ করে ঐশ্বর্যসম্পন্ন হই। হে বহুলোকের বরণীয় অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমাতে প্রভূত ধন নিহিত আছে।

টীকা ঃ ১। ভরদ্বাজ বা তদ্বংশীয়গণ ষষ্ঠ মণ্ডলের ঋষি। ২। মনুষ্যের স্বর্গলাভের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গেল।

২ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। অনুষ্টুপ্, শকরী ছন্দ।

ত্বং হি ক্ষৈতবদ্যশোঽগ্নে মিত্রো ন পত্যসে।
ত্বং বিচর্ষণে শ্রবো বসো পুষ্টিং ন পুষ্যসি ॥ ১
ত্বাং হি ষ্মা চর্ষণয়ো যজ্ঞেভি র্গীর্ভিরীলতে।
ত্বাং বাজী যাত্যবৃকো রজস্তূর্বিশ্বচর্ষণিঃ ॥ ২
সজোষস্ত্বা দিবো নরো যজ্ঞস্য কেতুমিন্ধতে।
যদ্ধ স্য মানুষো জনঃ সুম্নায়ু র্জুহেব অধ্বরে ॥ ৩
ঋধদ্যস্তে সুদানবে ধিয়া মর্তঃ শশমতে।
ঊতী ষ বৃহতো দিবো দ্বিষো অংহো ন তরতি ॥ ৪
সমিধা যস্ত আহুতিং নিশিতিং মর্ত্যো নশৎ।
বয়াবন্তং স পুষ্যতি ক্ষয়মগ্নে শতায়ুষম্ ॥ ৫
ত্বেষস্তে ধূম ঋণ্বতি দিবি ষঞ্ছুক্র আততঃ।
সূরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে ॥ ৬

অধা হি বিক্ষ্বীড্যোঽসি প্রিয়ো নো অতিথিঃ।
রণ্বঃ পুরীব জূর্যঃ সূনুর্ন ত্রয়য়াষ্যঃ ॥ ৭
ক্রত্বা হি দ্রোণে অজ্যসেঽগ্নে বাজী ন কৃত্ব্যঃ।
পরিজ্মেব স্বধা গয়োঽত্যো ন হ্বার্যঃ শিশুঃ ॥ ৮
ত্বং ত্যা চিদচ্যুতাগ্নে পশুর্ন যবসে।
ধামা হ যত্তে অজর বনা বৃশ্চন্তি শিক্বসঃ ॥ ৯
বেষি হ্যধ্বরীয়তামগ্নে হোতা দমে বিশাম্।
সমৃধো বিশ্পতে কৃণু জুষস্ব হব্যমঙ্গিরঃ ॥ ১০
অচ্ছা নো মিত্রমহো দেব দেবানগ্নে বোচঃ সুমতিং রোদস্যোঃ।
বীহি স্বস্তিং সুক্ষিতিং দিবো নৄন্দ্বিষো অংহাংসি দুরিতা তরেম
তা তরেম তবাবসা তরেম ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি মিত্রের ন্যায় শুষ্ক ইন্ধন সহকারে প্রদত্ত হব্যের উপর অবতরণ কর, অতএব হে সর্বদর্শী, ধনসম্পন্ন অগ্নি! তুমি অন্ন ও পুষ্টিদ্বারা আমাদের বর্ধিত কর। ২। হে অগ্নি! মনুষ্যগণ হব্য ও স্তোত্রদ্বারা তোমার পূজা করে; দ্বেষ-বর্জিত, বারিবর্ষক ও সর্বদর্শী সূর্য তোমাতে প্রাবিষ্ট হন। ৩। হে অগ্নি! যে সময় মনুর সন্তান মনুষ্য সুখাভিলাষী হয়ে যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করে, সে সময় স্তুতিপাঠক ঋত্বিকগণ সমসুখভাগী হয়ে যজ্ঞের কেতুভূত তোমাকে প্রজ্বালিত করে। ৪। হে অগ্নি! তুমি দানশীল, যে মর্ত্য যজ্ঞকার্যদ্বারা তোমাকে প্রসন্ন করে, তার সমৃদ্ধি হোক। তুমি দীপ্তিশালী, সে ব্যক্তি তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়ে ভীষণ পাপের ন্যায় শত্রুগণকে পরাভূত করে। ৫। হে অগ্নি! যে মর্ত্য ইন্ধনদ্বারা তোমার মন্ত্র সংস্কৃত আহুতি পরিপুষ্ট করে, সে ব্যক্তি পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্ন গৃহে শত বৎসর পরিমিত আয়ু ভোগ করে। ৬। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমার নির্মল ধূম অন্তরিক্ষে বিস্তৃত হয়ে মেঘরূপে পরিণত হয়; হে পাবক! তুমি স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন হয়ে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি সহকারে বিরাজিত হও। ৭। হে অগ্নি! তুমি মনুষ্যগণের স্তুতিভাজন, কারণ তুমি অতিথির ন্যায় আমাদের প্রিয়, নগরীস্থ হিতোপদেষ্টা বৃদ্ধের ন্যায় আশ্রয়যোগ্য এবং পুত্রবৎ পালনীয়। ৮। হে অগ্নি! ঘর্ষণদ্বারা অরণিতে ত্বদীয় বিদ্যমানতা প্রকাশিত হয়; অশ্ব যেরূপ নিজ আরোহীকে বহন করে সেরূপ তুমি হব্যবহন কর। তুমি বায়ুর ন্যায় সর্বত্র গমন কর, তুমি অন্ন ও গৃহ প্রদান কর, তুমি শিশুর ন্যায় এবং ঘোটকের ন্যায় কুটিলগামী। ৯। হে অগ্নি! তৃণ ভক্ষণার্থে মুক্তবন্ধন পশু যেরূপ সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করে সেরূপ তুমি অপ্রতিত বৃক্ষ সকলকে ভক্ষণ কর; হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমার শিখাসমূহ অরণ্য সকলকে ছেদন করতে থাকে। ১০। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞ করতে অভিলাষী মনুষ্যদের গৃহে হোতারূপে প্রবিষ্ট হও। হে মনুষ্য পালক! তুমি তাদের সমৃদ্ধি বিধান কর। হে অঙ্গিরা! তুমি হব্য স্বীকার কর। ১১। হে অনুকূল দীপ্তিসম্পন্ন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থিত, দেব অগ্নি! দেবগণের নিকট আমাদের স্তোত্র প্রচার কর। স্তোত্রকারীগণকে সাংসারিক সুখে নিয়ে যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট হতে পরিত্রাণ পাই; আমরা যেন সে সকল পূর্বজন্মের পাপ হতে মুক্ত হই; আমরা যেন তোমার রক্ষা বলে সে সকল হতে উদ্ধার পাই।

৩ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নে স ক্ষেষদৃতপা ঋতেজা উরু জ্যোতি র্নশতে দেবযুষ্টে।
যং ত্বং মিত্রেণ বরুণঃ সজোষা দেব পাসি ত্যজসা মর্তমংহঃ ॥ ১
ঈজে যজ্ঞেভিঃ শশমে শমীভি ঋর্ধদ্বারায়াগ্নয়ে দদাশ।
এবা চন তং যশসামজুষ্টির্নাংহো মর্তং নশতে ন প্রদৃপ্তিঃ ॥ ২
সূরো ন যস্য দৃশতিররেপা ভীমা যদেতি শুচতস্ত আ ধীঃ।
হেষস্বতঃ শুরুধো নায়মক্তোঃ কুত্রা চিদ্রণ্বো বসতি র্বনেজাঃ ॥ ৩
তিগ্মং চিদেম মহি বর্পো অস্য ভসদশ্বো ন যমসান আসা।
বিজেহমানঃ পরশুর্ন জিহ্বাং দ্রবি র্ন দ্রাবয়তি দারু ধক্ষৎ ॥ ৪
স ইদস্তেব প্রতি ধাদসিষ্যঞ্ছিশীত তেজোঽয়সো ন ধারাম্।
চিত্রধ্রজতিররতির্যো অক্তোর্বে র্ন দ্রুষদ্বা রঘুপত্মজংহাঃ ॥ ৫
স ঈং রেভো ন প্রতি বস্ত উস্রাঃ শোচিষা রারপীতি মিত্রমহাঃ।
নক্তং য ঈমরুষো যো দিবা নৄনমর্ত্যো অরুষো যো দিবা নৄন্ ॥ ৬
দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্বৃষা রুক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।
ঘৃণা ন যো ধ্রজসা পত্মনা যন্না রোদসী বসুনা দং সুপত্নী ॥ ৭
ধায়োভি র্বা যো যুজ্যেভিরর্কৈ র্বিদ্যুন্ন দবিদ্যোৎ স্বেভিঃ শুষ্মৈঃ।
শর্ধো বা যো মরুতাং ততক্ষ ঋভু র্ন ত্বেষো রভসানো অদ্যোৎ ॥ ৮

অনুবাদঃ ১। হে দেব অগ্নি! যে যজমান যজ্ঞপালক ও যজ্ঞ নিমিত্ত সঞ্জাত, সে দেবকাম যজমান ত্বদীয় বিস্তীর্ণ জ্যোতি লাভ করে এবং তাকে তুমি মিত্র ও বরুণের সাথে সমপ্রীতি ভাগী হয়ে তেজদ্বারা পাপ হতে রক্ষা কর। ২। যে যজমান বাঞ্ছিতধনের অধিপতি অগ্নির হোম করে, সে সমস্ত যজ্ঞে যজ্ঞবান হয় এবং সমস্ত পবিত্র কর্মদ্বারা পূত হয়; তার যশস্বী পুত্রের অভাব ঘটে না, কিম্বা পাপ বা গর্ব সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। ৩। সূর্যের ন্যায় যাঁর দর্শন নিষ্পাপ, যে প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বালাসমূহ রাত্রির শব্দায়মান ধেনুগণের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, সকলের আবাসভূত, বনজাত সে অগ্নি সর্বত্র মনোজ্ঞ মূর্তি হয়ে দৃষ্ট হন। ৪। এ অগ্নির পথ তীক্ষ্ণ এবং এঁর দেহ মুখদ্বারা তৃণাদানকারী অশ্বের ন্যায় নিরতিশয় দীপ্তি পাচ্ছে। স্বর্ণকার যেরূপ ধাতুসকল দ্রবীভূত করে সেরূপ অগ্নি কাষ্ঠ সকল ভস্মসাৎ করে কুঠারবৎ নিজ জিহ্বা নিঃসৃত করছে। ৫। বাণ নিক্ষেপকারী যেরূপ নিজ বাণ নিক্ষেপ করে, সেরূপ সে অগ্নি নিজ জ্বালাসমূহ দূরে নিক্ষেপ করেন এবং যোদ্ধা যেরূপ লৌহময় অস্ত্রের ধার শাণিত করে সেরূপ শিখা নিক্ষেপ সময়ে নিজ দীপ্তি সুতীক্ষ্ণ করেন এবং বৃক্ষের উপর অবস্থিত লঘুপতনসমর্থ পদবিশিষ্ট পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রভাবে গমন করে রাত্রি অতিক্রম করেন অর্থাৎ ধীরে ধীরে অন্ধকার নাশ করেন। ৬। সে অগ্নি স্তবার্হ, সূর্যের ন্যায় আপনাকে দীপ্ত রশ্মিদ্বারা আবৃত করেন। অনুকূল দীপ্তি বিস্তার করে শিখাসহকারে নিরতিশয় শব্দ করেন; তিনি রাত্রিতে দীপ্তি প্রকাশ করে দিবসের ন্যায় মনুষ্যগণকে স্ব স্ব কার্যে প্রেরণ করেন। অমর ও দোষ রহিত অগ্নি প্রভান্বিত দীপ্তি সহকারে নেতৃভূত নিজ রশ্মি সকলকে প্রেরণ করেন। ৭। দীপ্তিসম্পন্ন সূর্যের ন্যায় রশ্মি বিস্তারকারী যে অগ্নির মহৎ শব্দ শ্রুত হয়, অভীষ্টবর্ষী দীপ্ত সে অগ্নি ওষধিসমূহের মধ্যে নিরতিশয় শব্দ করেন। যিনি দীপ্ত ও গমনশীল এবং ইতস্ততঃ ঊর্ধ্বগামী তেজদ্বারা গমনপূর্বক শত্রুগণকে দমন করে শোভনপতিসম্পন্ন স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধনদ্বারা পূর্ণ করেন (১)। ৮। যে অগ্নি স্বয়ং নিযুক্ত হয়ে অশ্বের ন্যায় পূজনীয় দীপ্তি

সহকারে গমন করেন, যিনি নিজ দহনকারী রশ্মি সহকারে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন, যিনি মরুৎগণের বল শোষণ করেন, নিরতিশয় দীপ্তিশালী সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও বেগসম্পন্ন সে অগ্নি বিরাজ করছেন।

টীকা ঃ ১। পতি যেরূপ ভার্যাকে অর্থ দান করেন, অগ্নি সেরূপ স্বর্গ ও ও পৃথিবীকে ধন পূর্ণ করেন, এই বোধ হয় অর্থ।

৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যথা হোতর্মনুষো দেবতাতা যজ্ঞেভিঃ সূনো সহসো যজাসি।
এবা নো অদ্য সমনা সমানানুশন্নগ্ন উশতো যক্ষি দেবান্ ॥ ১
স নো বিভাবা চক্ষণি র্ন বস্তোরগ্নি র্বন্দারু বেদ্যশ্চনো ধাৎ।
বিশ্বায়ু র্যো অমৃতো মর্ত্যেষূষর্ভুদ্ভূদতিথি র্জাতবেদাঃ ॥ ২
দ্যাবো ন যস্য পনয়ন্ত্যভ্বং ভাসাংসি বস্তে সূর্যো ন শুক্রঃ।
বি য ইনোত্যজরঃ পাবকোঽশ্নস্য চিচ্ছিশ্নথৎপূর্ব্যাণি ॥ ৩
বদ্মা হি সূনো অস্যদ্মসদ্বা চক্রে অগ্নি র্জনুষাজ্মান্নম্।
স ত্বং ন ঊর্জসন ঊর্জং ধা রাজেব জেরবৃকে ক্ষেষ্যন্তঃ ॥ ৪
নিতিক্তি যো বারণমন্নমত্তি বায়ু র্ন বাষ্ট্র্যাত্যেত্যক্তূন্।
তুর্যাম যস্ত আদিশামরাতীরত্যো ন হ্রুতঃ পততঃ পরিহ্রুৎ ॥ ৫
আ সূর্যো ন ভানুমদ্ভিরর্কৈরগ্নে ততন্থ রোদসী বি ভাসা।
চিত্রো নয়ৎপরি তমাংস্যক্তঃ শোচিষা পত্মন্নৌশিজো ন দীয়ন্ ॥ ৬
ত্বাং হি মন্দ্রতমমর্কশোকৈ র্ববৃমহে মহিঃ নঃ শ্রোষ্যগ্নে।
ইন্দ্রং ন ত্বা শবসা দেবতা বায়ুং পৃণন্তি রাধসা নৃতমাঃ ॥ ৭
নূ নো অগ্নেঽবৃকেভিঃ স্বস্তি বেষি রায়ঃ পথিভিং পর্ষ্যংহঃ।
তা সূরিভ্যো গৃণতে রাসি সুম্নং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবগণের আহ্বানকারী শক্তিপুত্র অগ্নি! যেরূপ মনুর যজ্ঞে তুমি হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ করেছিলে, সেরূপ অদ্য আমাদের এ যজ্ঞে যাগার্হ দেবগণকে আপনার সমকক্ষ বোধ করে শীঘ্র তাঁদের যাগ কর। ২। যিনি দিন প্রকাশক সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও সকলের বোধগম্য, যিনি সকলের জীবনভূত অবিনশ্বর, অতিথি, জাতবেদা ও প্রত্যুষে মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবুদ্ধ হন, সে অগ্নি যেন আমাদের উৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করেন। ৩। স্তোতৃগণ সম্প্রতি যে অগ্নির মহৎ কর্মের প্রশংসা করছেন, সূর্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সে অগ্নি আপনাকে দীপ্তিদ্বারা আবৃত করছেন; অবিনশ্বর ও পবিত্রতা বিধায়ক সে অগ্নি দীপ্তিদ্বারা সকল পদার্থকে প্রকাশিত করছেন এবং প্রাচীন নগর সকল ধ্বংস করছেন। ৪। হে শক্তিপুত্র! তুমি বন্দনীয়; অগ্নি হব্যের উপরি আসীন হয়ে স্বভাবতই উপাসকদের গৃহ ও অন্ন প্রদান করছেন। হে অন্নদাতা! তুমি আমাদের অন্ন প্রদান কর এবং রাজার ন্যায় আমাদের রিপুগণকে জয় কর এবং আমাদের উপদ্রব শূন্য গৃহে অবস্থান কর। ৫। যে অগ্নি অন্ধকার নাশক নিজতেজে সুতীক্ষ্ণ করেন, যিনি হব্য ভোজন করেন, যিনি বায়ুর ন্যায় সকলের অধীশ্বর, সে অগ্নি রাত্রি সকল অতিক্রম করেন। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান না করে, আমরা যেন তাকে পরাভূত করি এবং তুমি যেন অশ্বের ন্যায় বেগগামী হয়ে আমাদের আক্রমণকারী শত্রুগণের উচ্ছেদ কর। ৬। হে অগ্নি! দীপ্তিশালী, পূজনীয় কিরণ দ্বারা সূর্যের ন্যায় তুমি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে সম্যকরূপে আচ্ছাদিত কর, স্বপথে গমনকারী তেজবিশিষ্ট সূর্যের

ন্যায় বিচিত্র অগ্নি অন্ধকার সকল দূর করেন। ৭। হে অগ্নি! তুমি সর্বাপেক্ষা সমধিক স্তুতিভাজন ও পূজার্হ দীপ্তিসম্পন্ন, তোমাকে আমরা বন্দনা করছি। অতএব তুমি আমাদের মহৎ স্তোত্র শ্রবণ কর। তুমি বলে বায়ু সদৃশ ও ইন্দ্রের ন্যায় দেবস্বরূপ যজ্ঞের নেতৃভূত, ঋত্বিগগণ তোমাকে হব্য দ্বারা প্রীত করেন। ৮। হে অগ্নি! তুমি শীঘ্র দস্যুরহিত পথদ্বারা আমাদের নির্বিঘ্নে ঐশ্বর্য সমীপে নিয়ে যাও। পাপ হতে আমাদের উদ্ধার কর। তুমি স্তোতৃবর্গকে যে সুখ প্রদান কর, আমি স্তবকারী, আমাকে তা প্রদান কর। আমরা যেন শোভন সন্ততিসম্পন্ন হয়ে শত হেমন্ত অর্থাৎ বৎসর সুখ ভোগ করি (১)।

টীকা ঃ ১। এখানেও মনুষ্যের পরমায়ু শত বৎসরের উল্লেখ পাওয়া গেল।

৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হুবে বঃ সূনুং সহসো যুবানমদ্রোঘবাচং মতিভি র্যবিষ্ঠম্।
য ইন্বতি দ্রবিণানি প্রচেতা বিশ্ববারাণি পুরুবারো অধ্রুক্ ॥ ১
ত্বে বসূনি পুর্বণীক হোতর্দোষা বস্তোরেরিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
ক্ষামেব বিশ্বা ভুবনানি যস্মিন্ত্ সং সৌভগানি দধিরে পাবকে ॥ ২
ত্বং বিক্ষু প্রদিবঃ সীদ আসু ক্রত্বা রথীরভবো বার্যাণাম্।
অত ইনোষি বিধতে চিকিত্বো ব্যানুষগ্ জাতবেদো বসূনি ॥ ৩
যো নঃ সনুত্যো অভিদাসদগ্নে যো অন্তরো মিত্রমহো বনুষ্যাৎ।
তমজরেভি র্বৃষভিস্তব স্বৈস্তপা তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্ ॥ ৪
যস্তে যজ্ঞেন সমিধা য উক্থৈরর্কেভিঃ সূনো সহসো দদাশৎ।
স মর্ত্যেষ্বমৃত প্রচেতা রায়া দ্যুম্নেন শ্রবসা বি ভাতি ॥ ৫
স তৎকৃধীষিতস্তূয়মগ্নে স্পৃধো বাধস্ব সহসা সহস্বান্।
যচ্ছস্যসে দ্যুভিরক্তো বচোভিস্তজ্জুষস্ব জরিতু র্ঘোষি মন্ম ॥ ৬
অশ্যাম তং কামমগ্নে তবোতী অশ্যাম রয়িং রয়িবঃ সুবীরম্।
অশ্যাম বাজমভি বাজয়ন্তোঽশ্যাম দ্যুম্নমজরাজরং তে ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! আমি স্তোত্রদ্বারা তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি শক্তিপুত্র, নিত্য তরুণ, অনিন্দনীয়, অল্পবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, বহুলোকের বরণীয় ও সদয়, তুমি সকলকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। ২। হে বহুশিখাসম্পন্ন দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! যজ্ঞার্হ যজমানগণ অহোরাত্র তোমাতে হব্যরূপ ধন অর্পণ করে। দেবগণ পৃথিবীতে যেরূপ জীবসমূহকে স্থাপন করেছেন, সেরূপ অগ্নিতে ধন সকল নিহিত করেছেন। ৩। হে অগ্নি! তুমি প্রাচীন ও ইদানীন্তন প্রজাবর্গে সর্বতোভাবে অবস্থান করছ এবং নিজ কার্যদ্বারা যজমানদের বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেছ। অতএব হে জ্ঞানী জাতবেদা! তুমি পরিচর্যাকারী যজমানকে নিরন্তর ধন প্রদান কর। ৪। হে অনুকূল দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! যে অন্তর্হিত দেশে অবস্থিত হয়ে আমাদের বাধা দেয়, অথবা যে অভ্যন্তরবর্তী হয়ে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ করে, তুমি সে উভয়বিধ শত্রুকেই নিজ অক্ষয়, বৃষ্টিহেতুভূত অসাধারণ তেজ প্রভাবে দগ্ধ কর। ৫। হে শক্তিপুত্র! যে ব্যক্তি যাগ, ইন্ধন, উপাসনা ও স্তোত্রদ্বারা তোমার পরিচর্যা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন সে ব্যক্তি ধন ও প্রকৃষ্ট অন্নদ্বারা বিশেষরূপে শোভা পায়। ৬। হে অগ্নি! তুমি যা করতে প্রার্থিত হচ্ছ শীঘ্র তা সম্পাদন কর। তুমি বলসম্পন্ন, তুমি নিজ বলদ্বারা আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে দীপ্তিসম্পন্ন! যে স্তোতা স্তোত্রদ্বারা তোমরা উপাসনা করছে, সে স্তবকারীর

উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রদ্বারা প্রীতি লাভ কর। ৭। হে অগ্নি! আমরা তোমার রক্ষা প্রভাবে অভিলষিত বস্তু লাভ করি। হে ধনাধিপতি! আমরা যেন উৎকৃষ্ট সন্ততিসহকারে ঐশ্বর্য লাভ করি। আমরা যেন অন্নাভিলাষী হয়ে অন্নলাভ করি। হে অমর! আমরা যেন অক্ষয় দীপ্তিসম্পন্ন যশ লাভ করি।

৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র নব্যসা সহসঃ সূনুমচ্ছা যজ্ঞেন গাতুমব ইচ্ছমানঃ।
বৃশ্চদ্বনং কৃষ্ণয়ামং রুশন্তং বীতী হোতারং দিব্যং জিগাতি ॥ ১
স শ্বিতানস্তন্যতু রোচনস্থা অজরেভি র্নানদদ্ভি র্যবিষ্ঠঃ।
যঃ পাবকঃ পুরুতমঃ পুরূণি পৃথূন্যগ্নিরনুযাতি ভর্বন্ ॥ ২
বি তে বিষ্বগ্বাতজূতাসো অগ্নে ভামাসঃ শুচে শুচয়শ্চরন্তি।
তুবিম্রক্ষাসো দিব্যা নবগ্বা বনা বনন্তি ধৃষতা রুজন্তঃ ॥ ৩
যে তে শুক্রাসঃ শুচয়ঃ শুচিষ্মঃ ক্ষাং বপন্তি বিষিতাসো অশ্বাঃ।
অধ ভ্রমস্ত উর্বিয়া বি ভাতি যাতযমানো অধি সানু পৃশ্নেঃ ॥ ৪
অধ জিহ্বা পাপতীতি প্র বৃষ্ণো গোষুযুধো নাশনিঃ সৃজানা।
শূরস্যেব প্রসিতিঃ ক্ষাতিরগ্নে র্দুর্বর্তু র্ভীমো দয়তে বনানি ॥ ৫
আ ভানুনা পার্থিবানি জ্রয়াংসি মহস্তোদস্য ধৃষতা ততন্থ।
স বাবস্বাপ ভয়া সহোভিঃ স্পৃধো বনুষ্যন্বনুযো নি জূর্ব ॥ ৬
স চিত্র চিত্রং চিতয়ন্তমস্মে চিত্রক্ষত্র চিত্রতমং বয়োধাম্।
চন্দ্রং রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং চন্দ্র চন্দ্রাভি র্গৃণতে যুবস্ব ॥ ৭

অনুবাদ: ১। যে ব্যক্তি অন্ন কামনা করে, সে স্তুতিভাজন, বন দহনকারী, কৃষ্টবর্ত্মা, শ্বেতবর্ণ, কমনীয়, হোমকারী, স্বর্গীয় শক্তিপুত্র অগ্নির অভিমুখে নবীনতর যজ্ঞসহকারে গমন করে। ২। হে অগ্নি! তুমি শ্বেতবর্ণ, শব্দকারী, অন্তরিক্ষে অবস্থিত, অক্ষয় ও বিপুল শব্দকারী মরুৎগণের সাথে মিলিত ও যুবতম; তুমি পাবক ও সুমহান, তুমি অসংখ্য স্থূল কাষ্ঠ ভক্ষণপূর্বক অনুগমন কর। ৩। হে বিশুদ্ধ অগ্নি! তোমার প্রদীপ্ত শিখা সকল পবন সঞ্চালিত হয়ে বহু কাষ্ঠ ভক্ষণপূর্বক সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। প্রদীপ্ত অগ্নি হতে সম্ভূত নবোৎপন্ন সে সমস্ত রশ্মি বনসমূহকে ধর্ষণকারী দীপ্তিদ্বারা পীড়িত করে ভস্মসাৎ করে। ৪। হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! তোমার যে সমস্ত শুভ্র রশ্মি পৃথিবীকে মুণ্ডিত করছে সেগুলি বিমুক্ত অশ্বগণের ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করছে। সম্প্রতি তোমার ভ্রমণশীল শিখাসমূহ বিচিত্ররূপা পৃথিবীর উপরিস্থিত উন্নত প্রদেশে আরোহণ করে বিরাজিত হচ্ছে। ৫। বর্ষণকারী অগ্নির শিখা, ধেনুগণের জন্য যুদ্ধকারী কর্তৃক প্রমুক্ত বজ্রের ন্যায় নিরন্তর নির্গত হচ্ছে, বীরের পৌরুষবৎ অগ্নির শিখা দুঃসহ, দুর্নিবার, ভীষণ অগ্নি বন সকল দগ্ধ করেন। ৬। হে অগ্নি! তুমি প্রবল ও উত্তেজক রশ্মি সহকারে পৃথিবীর গন্তব্য স্থান সকল দীপ্তিদ্বারা আচ্ছন্ন কর। তুমি সমস্ত বিপদ দূরীভূত কর এবং নিজতেজ প্রভাবে স্পর্ধাকারিগণকে অভিভূত করে শত্রুগণকে বিনাশ কর। ৭। হে বিচিত্র, অদ্ভুত বলসম্পন্ন, আনন্দদায়ক অগ্নি! আমরা প্রীতিপ্রদ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করি; তুমি অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত, যশস্কর, অন্নপ্রদ, আনন্দদায়ক, পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান কর।

৭ সূক্ত ॥ বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ, জগতী ছন্দ।

মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ১
নাভিং যজ্ঞানাং সদনং রয়ীণাং মহামাহাবমভি সং নবন্ত।
বৈশ্বানরং রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ২
ত্বদ্বিপ্রো জায়তে বাজ্যগ্নে ত্বদ্বীরাসো অভিমাতিষাহঃ।
বৈশ্বানর ত্বমস্মাসু ধেহি বসূনি রাজন্ত্স্পৃহয়ায্যাণি ॥ ৩
ত্বাং বিশ্বে অমৃত জায়মানং শিশুং ন দেবা অভি সং নবন্তে।
তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্বৈশ্বানর যৎপিত্রোরদীদেঃ ॥ ৪
বৈশ্বানর তব তানি ব্রতানি মহান্যগ্নে নকিরা দধর্ষ।
যজ্জায়মানঃ পিত্রোরুপস্থেহবিন্দঃ কেতুং বয়ুনেষ্বহ্নাম্ ॥ ৫
বৈশ্বানরস্য বিমিতানি চক্ষসা সানূনি দিবো অমৃতস্য কেতুনা।
তস্যেদু বিশ্বা ভুবনাধি মূর্ধনি বয়া ইব রুরুহুঃ সপ্ত বিস্রুহঃ ॥ ৬
বি যো রজাংস্যমিমীত সুক্রতুর্বৈশ্বানরো বি দিবো রোচনা কবিঃ।
পরি যো বিশ্বা ভুবনানি পপ্রথেহদব্ধো গোপা অমৃতস্য রক্ষিতা ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। বৈশ্বানর অগ্নি স্বর্গের শিরোভূত, পৃথিবীর ব্যাপক যজ্ঞার্থ জাত, জ্ঞানসম্পন্ন, সম্যক দীপ্তিসম্পন্ন, মানবগণের অতিথিভূত, দেবগণের মুখস্বরূপ ও রক্ষাকারী। দেবগণ তাকে উৎপাদিত করেছেন। ২। স্তোতৃবর্গ যজ্ঞের বন্ধনকারী, ধনের আধারভূত, হব্যসকলের আশ্রয়স্বরূপ, অগ্নির সম্যকরূপে স্তব করেন। দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্য সকলের বহনকারী ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন। ৩। হে অগ্নি! তোমা হতেই হব্য প্রদাতা জ্ঞানসম্পন্ন হয়। বীরগণ তোমা হতেই শত্রু বিজেতা হয়। অতএব হে দীপ্তিশালী বৈশ্বানর! তুমি আমাদের বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। ৪। হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি পুত্রের ন্যায় অরণিদ্বয় হতে উৎপন্ন; সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! যে সময় তুমি পালনকারী অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী দ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হও, সেসময় তাঁরা তোমার যাগ কার্য দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন। ৫। হে বৈশ্বানর অগ্নি! কেউই তোমার সে সমস্ত মহৎ কার্যের বাধা দিতে সমর্থ হয় না। তুমি মাতা ও পিতার ক্রোড়ভূত অন্তরিক্ষে উৎপন্ন হয়ে দিবসের কেতুস্বরূপ সূর্যকে অন্তরিক্ষ পথে সংস্থাপিত করেছ। ৬। বৈশ্বানরের বারি প্রজ্ঞাপক দীপ্তিদ্বারা অন্তরিক্ষের উন্নত-প্রদেশ সকল পরিমিত হয়েছে। সে বৈশ্বানরেরই শিরঃস্থানীয় মেঘরূপে পরিণত ধূমে বারিরাশি অবস্থান করে এবং তা হতেই সাতটি নদী শাখার ন্যায় উদ্ভূত হয়েছে (১) ৭। শোভন কর্মকারী যে বৈশ্বানর ভুবন সকল নির্মাণ করেছেন, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে অন্তরিক্ষের দীপ্তিশালী নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করেছেন; অজেয়, পালক ও বারিরক্ষক সে বৈশ্বানর বিরাজ করছেন।

টীকা ঃ ১। এখানেও সপ্ত নদীর উল্লেখ আছে।

৮ সূক্ত ॥ অগ্নি বৈশ্বানর দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পৃক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূ সহঃ প্র নু বোচং বিদথা জাতবেদসঃ।
বৈশ্বানরায় মতির্নব্যসী শুচিঃ সোম ইব পবতে চারুরগ্নয়ে ॥ ১

স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি ব্রতান্যগ্নি র্ব্রতপা অরক্ষত।
ব্যন্তরিক্ষমমিমীত সুক্রতু র্বৈশ্বানরো মহিনা নাকমস্পৃশৎ ॥ ২
ব্যস্তভ্নাদ্রোদসী মিত্রো অদ্ভুতোঽন্তর্বাবদকৃণোজ্জ্যোতিষা তমঃ।
বি চর্মণীব ধিষণে অবর্তয়দ্বৈশ্বানরো বিশ্বমধত্ত বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৩
অপামুপস্থে মহিষা অগৃভ্ণত বিশো রাজানমুপ তস্থুর্ঋগ্মিয়ম্।
আ দূতো অগ্নিমভরদ্বিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ॥ ৪
যুগে যুগে বিদথ্যং গৃণদ্ভ্যোঽগ্নে রয়িং যশসং ধেহি নব্যসীম্।
পব্যেব রাজন্নঘশংসমজর নীচা নি বৃশ্চ বনিনং ন তেজসা ॥ ৫
অস্মাকমগ্নে মঘবৎসু ধারয়ানামি ক্ষত্রমজরং সুবীর্যম্।
বয়ং জয়েম শতিনং সহস্রিণং বৈশ্বানর বাজমগ্নে তবোতিভিঃ॥ ৬
অদব্ধেভিস্তব গোপাভিরিষ্টেঽস্মাকং পাহি ত্রিষধস্থ সূরীন্।
রক্ষা চ নো দদুষাং শর্ধো অগ্নে বৈশ্বানর প্র চ তারীঃ স্তবানঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। আমি সর্বব্যাপী, বারিবর্ষক, দীপ্তিমান, জাতবেদা বলের শীঘ্র এ যজ্ঞে সম্যকরূপে স্তব করছি। বৈশ্বানর অগ্নির অভিমুখে নবীন, নির্মল, শোভন স্তোত্র সোমরসের ন্যায় নির্গত হচ্ছে। ২। সৎকর্মপালক বৈশ্বানর উৎকৃষ্ট স্বর্গে সঞ্জাত হয়েই সৎকর্ম সকলের রক্ষা ও অন্তরিক্ষের পরিমাণ করেছেন। সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী বৈশ্বানর নিজ মহিমাদ্বারা স্বর্গলাভ করেছেন। ৩। সকলের মিত্রভূত, অদ্ভুত বৈশ্বানর স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিশেষরূপে নিজ নিজ স্থানে স্তম্ভিত করে রেখেছেন। তিনি দীপ্তিদ্বারা অন্ধকার অন্তর্হিত করেছেন। তিনি আধারভূত স্বর্গ ও পৃথিবীকে দুখানি পশু চর্মের ন্যায় বিস্তৃত করেছেন. বৈশ্বানর অগ্নি সমস্ত বীর্য ধারণ করেন। ৪। বলশালী মরুৎগণ অন্তরিক্ষ মধ্যে এঁকে ধারণ করেছিলেন এবং মনুষ্যগণ এঁকে পূজনীয় নৃপতিরূপে স্বীকার করেছিলেন। দেবগণের দূত-স্বরূপ মাতরিশ্বা দূরদেশবর্তী সূর্যমণ্ডল হতে এ বৈশ্বানর অগ্নিকে ইহলোকে এনেছেন। ৫। হে অগ্নি! তুমি যাগার্হ, তোমাকে উদ্দেশ করে যারা নবীনতর স্তোত্র উচ্চারণ করে, তুমি তাদের ধন ও যশস্বী পুত্র প্রদান কর। হে দীপ্তিমান অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি বজ্রের ন্যায় নিজ দীপ্তি দ্বারা বৃক্ষের ন্যায় শত্রুকে নিপাতিত কর। ৬। হে অগ্নি! আমরা হব্যরূপ ধনে ধনবান, আমাদের তুমি অনপহার্য অক্ষয় ও সুবীর্য ধন প্রদান কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি! আমরা যেন তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে শত সহস্র প্রকার অন্নলাভ করি। ৭। হে ত্রিভুবনাবস্থিত, যাগার্হ অগ্নি! তোমার অপ্রতিহত, রক্ষাকারী বল দ্বারা তুমি স্তবকারিগণকে রক্ষা কর, হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি হব্যদাতাদের বল রক্ষা কর, আমরা তোমার স্তব করছি, তুমি আমাদের পরিত্রাণ কর।

৯ সূক্ত ॥ বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জুনং চ বি বর্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজাবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি ॥ ১
নাহং তন্তু ন বি জানাম্যোতুং ন যং বয়ন্তি সমরেঽতমানাঃ।
কস্য স্বিৎপুত্র ইহ বক্ত্বানি পরো বদাত্যবরেণ পিত্রা ॥ ২
স ইত্তন্তুং স বি জানাত্যোতুং স বক্তবান্যৃতুথা বদাতি।
য ঈং চিকেতদমৃতস্য গোপা অবশ্চরৎপরো অন্যেন পশ্যন্ ॥ ৩

অয়ং হোতা প্রথমঃ পশ্যতেমমিদং জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেষু।
অয়ং স জজ্ঞে ধ্রুব আ নিষত্তোঽমর্ত্যস্তন্বা বর্ধমানঃ ॥ ৪
ধ্রুবং জ্যোতি র্নিহিতং দৃশয়ে কং মনো জবিষ্ঠং পতয়ৎস্বন্তঃ।
বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃ সকেতা একং ক্রতুমভি বি যন্তি সাধু ॥ ৫
বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষু র্বীদং জ্যোতি হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিং স্বিদ্বক্ষ্যামি কিমু নূ মনিষ্যে ॥ ৬
বিশ্বে দেবা অনমস্যন্ ভিয়ানাস্ত্বামগ্নে তমসি তস্থিবাংসম্।
বৈশ্বানরোঽবতূতয়ে নোঽমর্ত্যোঽবতূতয়ে নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং শুভ্রবর্ণ দিবস জ্ঞানগম্য স্ব স্ব প্রবৃত্তি দ্বারা অখিল জগৎ রঞ্জিত করে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বৈশ্বানর অগ্নি রাজার ন্যায় প্রকাশিত হয়ে দীপ্তিদ্বারা তমোনাশ করেন। ২। আমি তন্তু (টানাসূত্র) অথবা ওতু (পড়্যান সূত্র) জানি না কিম্বা সতত চেষ্টাদ্বারা যে বস্ত্র বয়ন করে তার কিছুই অবগত নই। ইহলোকে অবস্থিত পিতাকর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে কার পুত্র অন্য জগতের বক্তব্য বাক্য সকল বলতে সমর্থ (১)? ৩। একমাত্র সেই বৈশ্বানর অগ্নি তন্তু এবং ওতু অবগত আছেন। তিনি উচিত অবসরে বক্তব্য সকল বলেন। বারিরক্ষক, ভূবিহারী অগ্নি অন্তরিক্ষে অন্য মূর্তি অর্থাৎ সূর্য রূপ দ্বারা অখিল জগৎ প্রকাশিত করে পরিদৃশ্যমান এ সমস্ত ভূত অবগত আছেন। ৪। এ বৈশ্বানর অগ্নি আদ্য হোতা। হে মানবগণ! তোমরা এ অগ্নিকে ভজন কর অক্ষয় এ অগ্নি এ নশ্বর দেহে অবস্থান করেন। নিশ্চল সর্বব্যাপী, অক্ষয় এ অগ্নি শরীর ধারণপূর্বক জাত ও বর্ধিত হন। ৫। চিত্ত অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী, নিশ্চল জ্যোতি সুখের পথ প্রদর্শন করবার নিমিত্ত সমুদয় জঙ্গম জীব অন্তর্নিহিত আছে। অখিল দেবগণ একমত ও সমান প্রজ্ঞ হয়ে সম্মানসহকারে প্রধান কর্মকর্তা বৈশ্বানরের অভিমুখবর্তী হন। ৬। তোমার গুণ শ্রবণ করবার নিমিত্ত আমার কর্ণদ্বয় ও তোমার রূপ দর্শনার্থে আমার চক্ষু ধাবিত হচ্ছে। হৃদয়ে যে বুদ্ধিস্বরূপ জ্যোতি নিহিত আছে তাও তোমার স্বরূপ অবগত হবার জন্য সমুৎসুক হয়েছে। দূরস্থ বিষয়ক, চিন্তা ব্যাপৃত আমার হৃদয় তাঁর অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। আমি বৈশ্বানরের কিরূপে স্বরূপ বর্ণন করব? কিরূপেই বা তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করব? ৭। হে বৈশ্বানর! অখিল দেবগণ ভীত হয়ে অন্ধকার অবস্থিত তোমাকে নমস্কার করেন! বৈশ্বানর যেন নিজ রক্ষাদ্বারা আমাদের রক্ষা করেন। অক্ষয় অগ্নি যেন নিজ রক্ষাদ্বারা আমাদের রক্ষা করেন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন এস্থলে তন্তু শব্দদ্বারা বৈদিক ছন্দসমূহ, ওতু শব্দদ্বারা যজুসমূহ ও যাগকার্য এবং উভয়ের সংঘটনদ্বারা বস্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞ বুঝতে হবে। ঋকের শেষার্ধের তাৎপর্য এই ঃ কোনও মনুষ্যই যাগরহস্য বলতে সমর্থ নন, একমাত্র সূর্য বলতে পারেন, কারণ তিনি নিজ পিতা অগ্নিদ্বারা তদ্বিষয় শিক্ষিত হয়েছেন।

১০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, দ্বিপদা ছন্দ।

পুরো বো মন্দ্রং দিব্যং সুবৃক্তিং প্রয়তি যজ্ঞে অগ্নিমধ্বরে দধিধ্বম্।
পুর উক্থেভিঃ স হি নো বিভাবা স্বধ্বরা করতি জাতবেদাঃ ॥ ১
তমু দ্যুমঃ পুর্বণীক হোতরগ্নে অগ্নিভি র্মনুষ ইধানঃ।
স্তোমং যমস্মৈ মমতেব শূষং ঘৃতং ন শুচি মতয়ঃ পবন্তে ॥ ২

পীপায় স শ্রবসা মর্ত্যেষু যো অগ্নয়ে দদাশ বিপ্রা উক্থৈঃ।
চিত্রাভিস্তমূতিভিশ্চিত্রশোচি র্ব্রজস্য সাতা গোমতো দধাতি ॥ ৩
আ যঃ পপ্রৌ জায়মান উর্বী দূরোদৃশা ভাসা কৃষ্ণাধ্বা।
অধ বহু চিত্তম উর্ম্যায়াস্তিরঃ শোচিষা দদৃশে পাবকঃ ॥ ৪
নূ নশ্চিত্রং পুরুবাজাভিরূতী অগ্নে রয়িং মঘবদ্ভ্যশ্চ ধেহি।
যে রাধসা শ্রবসা চাত্যন্যান্ত্ সুবীর্যেভিশ্চাভি সন্তি জনান্ ॥ ৫
ইমং যজ্ঞং চনো ধা অগ্ন উশন্যং ত আসানো জুহুতে হবিষ্মান্।
ভরদ্বাজেষু দধিষে সুবৃক্তিমবী র্বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ ॥ ৬
বি দ্বেষাংসীনুহি বধয়েলাং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে ঋত্বিগগণ! তোমরা প্রবৃত্ত, বিঘ্ন রহিত এ যজ্ঞে পূজনীয় স্বর্গীয় ও সর্বতোভাবে দোষ বর্জিত অগ্নিকে স্তোত্র সহকারে সম্মুখে স্থাপন কর, কারণ সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন জাতবেদা যজ্ঞে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করেন। ২। হে দীপ্তিসম্পন্ন, অসংখ্য শিখাসম্পন্ন দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি অন্যান্য অগ্নি সহকারে প্রদীপ্ত হয়ে এ মানব স্তোত্র শ্রবণ কর; স্তোতাগণ মমতার ন্যায় অগ্নির উদ্দেশে সে মনোহর স্তোত্র পবিত্র ঘৃতের ন্যায় অর্পণ করছে। ৩। যে ব্যক্তি স্তোত্র সহকারে অগ্নিতে হব্য প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে সে ব্যক্তি অন্নদ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করে। বিচিত্র দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি সে ব্যক্তিকে বিচিত্র রক্ষা সহকারে ধেনু সমন্বিত গোষ্ঠ ভোগে অধিকারী করেন। ৪। কৃষ্ণবর্ত্মা যে অগ্নি জন্মিবামাত্রেই দূর হতে দৃশ্যমান নিজ দীপ্তিদ্বারা বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেন, সে পাবক অগ্নি সম্প্রতি নিজ দীপ্তি দ্বারা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে দূরীভূত করতে দৃষ্ট হচ্ছেন। ৫। হে অগ্নি! আমরা হব্য রূপ ধনে বলবান, আমাদের তুমি শীঘ্র বহু অন্ন ও রক্ষা সহকারে বিচিত্র ধন প্রদান কর এবং যারা ধন, অন্ন ও উৎকৃষ্ট বীর্যদ্বারা অন্য লোকদের পরাজিত করে সেরূপ পুত্রও প্রদান কর। ৬। হে অগ্নি! উপবিষ্ট হব্যদাতা তোমার নিমিত্ত যে হোম করছেন, তুমি হব্যাভিলাষী হয়ে সে যাগসাধন অন্ন স্বীকার কর। ভরদ্বাজ বংশীয়গণের নির্দোষ স্তোত্র গ্রহণ কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, যাতে তারা নানাবিধ অন্নলাভ করতে পারে। ৭। হে অগ্নি! শত্রুগণকে দূরীভূত কর। আমাদের অন্ন বর্ধিত কর। আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত হয়ে শত হেমন্ত সুখভোগ করি (১)।

টীকাঃ ১। মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ শত বৎসর। এর পর ১২ ও ১৩ ও ১৭ ও ২২ সূক্তের শেষেও এ রূপ আছে।

১১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যজস্ব হোতরিষিতো যজীয়ানগ্নে বাধো মরুতাং ন প্রযুক্তি।
আ নো মিত্রাবরুণা নাসত্যা দ্যাবা হোত্রায় পৃথিবী ববৃত্যাঃ ॥ ১
ত্বং হোতা মন্দ্রতমো নো অধ্রুগন্তর্দেবো বিদথা মর্ত্যেষু।
পাবকয়া জুহ্বা বহ্নিরাসাগ্নে যজস্ব তন্বং তব স্বাম্ ॥ ২
ধন্যা চিদ্ধি ত্বে ধিষণা বষ্টি প্র দেবাঞ্জন্ম গৃণতে যজধ্যৈ।
বেপিষ্ঠো অঙ্গিরসাং যদ্ধ বিপ্রো মধুচ্ছন্দো ভনতি রেভ ইষ্টৌ ॥ ৩
অদিদ্যুতৎস্বপাকো বিভাবাগ্নে যজস্ব রোদসী উরূচী।
আয়ুং ন যং নমসা রাতহব্যা অঞ্জন্তি সুপ্রয়সং পঞ্চ জনাঃ ॥ ৪

বৃঞ্জো হ যন্নমসা বর্হিরগ্নাবয়ামি স্রুগ্ ঘৃতবতী সুবৃক্তিঃ।
অম্যক্ষি সদ্ম সদনে পৃথিব্যা অশ্রায়ি যজ্ঞঃ সূর্যে ন চক্ষুঃ ॥ ৫
দশস্যা নঃ পুর্বণীক হোত দেবেভিরগ্নে অগ্নিভিরিধানঃ।
রায়ঃ সূনো সহসো বাবসানা অতি স্রসেম বৃজনং নাংহঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবগণের আহ্বানকারী, যজমানশ্রেষ্ঠ অগ্নি! আমরা তোমাকে প্রার্থনা করছি, তুমি সম্প্রতি আমাদের এ আরব্ধ যজ্ঞে শত্রুবিজয়ী মরুৎগণের যাগ কর এবং মিত্র, বরুণ, নাসত্যদ্বয় স্বর্গ ও পৃথিবীকে আমাদের যাগার্থে আন। ২। হে অগ্নি! তুমি স্তুত্যতম, আমাদের প্রতি বিদ্বেষবিহীন এবং দানাদিগুণ-সম্পন্ন, তুমি মনুষ্য মধ্যে প্রবৃত্ত যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান কর। হে অগ্নি! তুমি হব্য বহনপূর্বক শুদ্ধি বিধায়ক শিখা সহকারে দেবগণের মুখস্বরূপ নিজ দেবগণের নিকটে সমর্পণ কর। ৩। হে অগ্নি! ধনের কারণ ভূত স্তোত্র নিরন্তর তোমার প্রতি উচ্চারিত হয়, কারণ, তোমার আবির্ভাব হলে যজমান দেবগণের যজ্ঞ সাধনার্থে সমর্থ হয়, তখন অঙ্গিরা ঋষিগণের মধ্যে সমধিক স্তবকারী, মেধাবী ভরদ্বাজ যজ্ঞে উল্লাসকারক স্তোত্র উচ্চারণ করেন। ৪। পরিপক্ব বুদ্ধি, দীপ্তিমান অগ্নি সম্যকরূপে শোভা পাচ্ছেন। তুমি শোভন হব্যসম্পন্ন, পঞ্চ জন হব্য প্রদানপূর্বক মর্ত্য অতিথির ন্যায় তোমাকে অন্নদ্বারা পরিতৃপ্ত করে, তুমিও বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে হব্যদ্বারা পূজা কর। ৫। যে সময়ে অগ্নি সমীপে হব্যসহকারে কুশ আহৃত হয় এবং দোষবর্জিত ঘৃতপূর্ণ স্রুক কুশোপরি আনীত হয় তখন ভূমির উপর তোমার আধারভূত বেদি রচিত হয় এবং সূর্যে যেরূপ তেজোরাশি সমবেত হয় তদ্রূপ যজমান কর্তৃক যাগকার্য সমাশ্রিত হয়। ৬। হে বহুশিখাসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী অগ্নি সহকারে প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের ধন প্রদান কর। হে শক্তি পুত্র! আমরা যেন তোমাকে হব্যদ্বারা সমাচ্ছন্ন করে শত্রুবৎ পাপ হতে মুক্ত হই।

১২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মধ্যে হোতা দুরোণে বর্হিষো রালগ্নিস্তোদস্য রোদসী যজধ্যৈ।
অয়ং স সূনুঃ সহস ঋতাবা দূরাৎসূর্যো ন শোচিষা ততান ॥ ১
আ যস্মিন্ত্বে স্বপাকে যজত্র যক্ষদ্রাজন্ত্ সর্বতাতেব নু দ্যৌঃ।
ত্রিষধস্থস্ততরুষো ন জংহো হব্যা মঘানি মানুষা যজধ্যৈ ॥ ২
তেজিষ্ঠা যস্যারতি র্বনেরাট্ তোদো অধ্বন্ন বৃধসানো অদ্যৌৎ।
অদ্রোঘো ন দ্রবিতা চেততি ত্মন্নমর্ত্যোঽবর্ত্র ওষধীষু ॥ ৩
সাস্মাকেভিরেতরী ন শূষৈরগ্নিঃ ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।
দ্রন্বো বন্বন্ ক্রত্বা নার্বোস্রঃ পিতেব জারয়ায়ি যজ্ঞৈঃ ॥ ৪
অধ স্মাস্য পনয়ন্তি ভাসো বৃথা যত্তক্ষদনুযাতি পৃথ্বীম্।
সদ্যো যঃ স্যন্দ্রো বিষিতো ধবীয়ানৃণো ন তায়ুরতি ধন্বারাট্ ॥ ৫
স ত্বং নো অর্বন্নিদায়া বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিধানঃ।
বেষি রায়ো বি যাসি দুচ্ছুনা মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞের অধিপতি অগ্নি স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করবার নিমিত্ত যজমান গৃহে অবস্থিতি করেন। শক্তিপুত্র যজ্ঞসম্পন্ন অগ্নি সূর্যের ন্যায় দূর হতেই দীপ্তির দ্বারা অখিল জগৎ প্রকাশিত করেন। ২। হে

যাগার্হ, দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি ! তুমি পরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন, সমস্ত যজমান তোমাতে আগ্রহ সহকারে প্রচুর হব্য অর্পণ করে, তুমি ত্রিভুবনে অবস্থিত হয়ে দেবগণের নিকট উৎকৃষ্ট মনুষ্যদত্ত হব্য বহন করবার নিমিত্তে সূর্যের ন্যায় বেগশালী হও। ৩। যার সর্বব্যাপী, তেজস্বী শিখা বনে দীপ্ত পায়, প্রবৃদ্ধ সে অগ্নি সূর্যের ন্যায় অন্তরিক্ষ পথে বিরাজ করছেন এবং সবলের কল্যাণ বিধায়ক বায়ুর ন্যায় অক্ষয় ও অনিবার্য অগ্নি বেগপূর্বক ওষধিমধ্যে গমন করে নিজ দীপ্তিদ্বারা অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ করছেন। ৪। জাতবেদা সে অগ্নি যাচকের স্তোত্রবৎ সুখদায়ক অস্মদীয় স্তোত্রদ্বারা আমাদের গৃহে স্তুত হচ্ছেন। যজমানগণ দ্রুমভোজী, অরণ্যাশ্রয়কারী, বৎসগণের পিতা বৃষভের ন্যায় ক্ষিপ্রকর্মকারী সে অগ্নির স্তব করছেন। ৫। যে সময়ে অগ্নি অনায়াসে বন সকল ভস্মসাৎ করে পৃথিবীর উপর বিস্তৃত হয় তখন স্তোতৃবর্গ ইহলোকে এ অগ্নির শিখাসমূহের স্তব করে। অপ্রতিহতভাবে বিচরণকারী এবং চৌরবৎ দ্রুতগামী অগ্নি মরুভূমির উপরেও বিরাজিত হন (১)। ৬। হে ক্ষিপ্রগামী অগ্নি ! তুমি সমস্ত অগ্নির সাথে প্রজ্বলিত হয়ে আমাদের নিন্দা হতে রক্ষা কর, তুমি আমাদের ধন প্রদান কর এবং দুঃখদায়ক শত্রুসৈন্য দূরীভূত কর, আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্রসম্পন্ন হয়ে শত হেমন্ত সুখ ভোগ করি।

টীকা ঃ ১। মূলে 'অতিধন্বারাট্' আছে। 'ধন্ব মরুভূমিমতিক্রম্য রাট্ রাজতে যদ্বা ধন্বন্ত্যস্মাদাপ ইতি ধন্বান্তরিক্ষং অতিশয়েনান্তরিক্ষমাক্রম্য রাজতে।' সায়ণ। 'Shines over the desort'—Wilson.

১৩ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বদ্বিশ্বা সুভগ সৌভগান্যগ্নে বি যন্তি বনিনো ন বয়াঃ।
শ্রুষ্টী রয়ির্বাজো বৃত্রতূর্যে দিবো বৃষ্টিরীড্যো রীতিরপাম্ ॥ ১
ত্বং ভগো ন আ হি রত্নমিষে পরিজ্মেব ক্ষায়সি দস্মবর্চাঃ।
অগ্নে মিত্রো ন বৃহত ঋতস্যাসি ক্ষত্তা বামস্য দেব ভূরেঃ ॥ ২
স সৎপতিঃ শবসা হন্তি বৃত্রমগ্নে বিপ্রো বি পণের্ভর্তি বাজম্ !
যং ত্বং প্রচেত ঋতজাত রায়া সজোষা নপ্ত্রাপাং হিনোষি ॥ ৩
যস্তে সূনো সহসো গীর্ভিরুক্থৈর্যজ্ঞৈর্মর্তো নিশিতং বেদ্যানট্।
বিশ্বং স দেব প্রতি বারমগ্নে ধত্তে ধান্যং পত্যতে বসব্যৈঃ ॥ ৪
তা নৃভ্য আ সৌশ্রবসা সুবীরাগ্নে সূনো সহসঃ পুষ্যসে ধাঃ।
কৃণোষি যচ্ছবসা ভূরি পশ্বো বয়ো বৃকায়ারয়ে জসুরয়ে ॥ ৫
বদ্মা সূনো সহসো নো বিহায়া অগ্নে তোকং তনয়ং বাজিনো দাঃ।
বিশ্বাভি গীর্ভিরভি পূর্তিমশ্যাং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রশস্ত ধনসম্পন্ন অগ্নি ! বৃক্ষ হতে শাখাসমূহের ন্যায় ধন, শত্রুসংহারক বল এবং অন্তরিক্ষের বৃষ্টি, এ সমস্ত সৌভাগ্য তোমা হতে উৎপন্ন হয়, অতএব হে বারিবর্ষক, তুমি স্তবার্হ। ২। হে পূজনীয় অগ্নি ! আমাদের রমণীয় ধন প্রদান কর ; হে মনোজ্ঞ দীপ্তি, তুমি সর্বব্যাপী বায়ুর ন্যায় সর্বত্র অবস্থিতি কর ; হে দীপ্তিমান অগ্নি ! তুমি মিত্রের ন্যায় প্রচুর যজ্ঞ এবং পর্যাপ্ত বাঞ্ছিত ধন দান কর। ৩। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন, যজ্ঞার্থে সম্ভূত, অগ্নি ! তুমি বারিপুত্র বৈদ্যুতাগ্নির সাথে সঙ্গত হয়ে ধনের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে প্রেরণ কর, সাধুগণের রক্ষাকারী, বুদ্ধিমান, সে ব্যক্তি বলদ্বারা শত্রু সংহার করেন এবং পণির শক্তি হরণ করেন। ৪। হে শক্তিপুত্র ! যে মানব স্তুতি উপাসনা এবং যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞভূমিতে

তোমার তীক্ষ্ণদীপ্তি আকর্ষণ করে, হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! সে মনুষ্য সমস্ত প্রাচুর্য ও ধান্য ধারণ করে এবং ধন সম্পন্ন হয়। ৫। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি সমৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের উৎকৃষ্ট পুত্রসহকারে প্রশস্ত অন্ন প্রদান কর। তুমি দানশীল, বিদ্বেষপূর্ণ রিপু হইতে বলদ্বারা যে পশু সম্বন্ধীয় অন্ন আহরণ কর, তাও প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর। ৬। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি বলশালী, তুমি আমাদের উপদেষ্টা হও, আমাদের অন্নসহকারে পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর, আমি স্তুতিসমূহদ্বারা পূর্ণকাম হই; আমরা যেন প্রশস্ত পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন শত হেমন্ত সুখ ভোগ করি।

১৪ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। অনুষ্টুপ্, শক্করী ছন্দ।

অগ্না যো মর্ত্যো দুবো ধিয়ং জুজোষ ধীতিভিঃ।
ভসন্নু ষ প্র পূর্ব্য ইষং বুরীতাবসে ॥ ১
অগ্নিরিদ্ধি প্রচেতা অগ্নি র্বেধস্তম ঋষিঃ।
অগ্নিং হোতারমীলতে যজ্ঞেষু মনুষো বিশঃ ॥ ২
নানা হ্যগ্নেঽবসে স্পর্ধন্তে রায়ো অর্যঃ।
তূর্বন্তো দস্যুমায়বো ব্রতৈঃ সীক্ষন্তো অব্রতম্ ॥ ৩
অগ্নিরপ্সামৃতীষহং বীরং দদাতি সৎপতিম্।
যস্য ত্রসন্তি শবসঃ সঞ্চক্ষি শত্রবো ভিয়া ॥ ৪
অগ্নি র্হি বিদ্মনা নিদো দেবো মর্তমুরুষ্যতি।
সহাবা যস্যাবৃতো রয়ির্বাজেষ্বৃতঃ ॥ ৫
অচ্ছা নো মিত্রমহো দেব দেবানগ্নে বোচঃ সুমতিং রোদস্যোঃ।
বীহি স্বস্তিং সুক্ষিতিং দিবো নৃন্দ্বিষো অংহাংসি দুরিতা তরেম
তা তরেম তবাবসা তরেম ॥ ৬

অনুবাদ: ১। যে মানব স্তোত্রসহকারে অগ্নির পরিচর্যা ও যাগাদি কার্য করে, সে যেন শীঘ্র মনুষ্যগণের প্রধান হয়ে শোভা পায় এবং পুত্রাদির পোষণার্থে প্রচুর অন্নলাভ করে। ২। একমাত্র অগ্নিই প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, তিনি প্রধান যাগ কার্যনির্বাহক ও সর্বদর্শী। মনুষ্য সন্তানগণ যজ্ঞে অগ্নিকে দেবগণের আহ্বানকারী বলে স্তব করেন। ৩। হে অগ্নি! শত্রুগণের ঐশ্বর্য সকল তাদের নিকট হতে বিমুক্ত হয়ে তোমার স্তোতৃবর্গের রক্ষণার্থ পরস্পর স্পর্ধা করে। শত্রুবিজয়ী স্তোতৃবর্গ তোমার যজ্ঞ করে ব্রতবিরোধীদের পরাভূত করতে ইচ্ছা করে। ৪। অগ্নি স্তোতৃবর্গকে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী, শত্রুবিজয়ী ও সাধুরক্ষকপুত্র প্রদান করেন। তার সন্দর্শনে অরিগণ তোমার বলে ভীত হয়ে কম্পিত হতে থাকে। ৫। যার হব্যরূপ ধন শত্রুদ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত না হয় এবং যজ্ঞে অন্যান্য যজমান দ্বারা সম্ভক্ত না হয়, বলশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন দেব অগ্নি সে ব্যক্তিকে নিন্দক হতে রক্ষা করেন। ৬। হে বন্ধু স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থানকারী, দেব অগ্নি! তুমি আমাদের এ শোভন স্তুতি দেবগণের নিকট প্রচার কর এবং স্তবকারিকে গার্হস্থ্যসুখে নিয়ে যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট সকল অতিক্রম করি। আমরা তোমার রক্ষণ বশতঃ তাদের অতিক্রম করি।

১৫ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বীতহব্য, অথবা ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী, শক্করী, অতিশক্করী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ বৃহতী ছন্দ।

ইমমূ ষু বো অতিথিমুষর্বুধং বিশ্বাসাং বিশাং পতিমৃঞ্জসে গিরা।
বেতীদ্দিবো জনুষা কচ্চিদা শুচি র্জ্যোক্চিদত্তি গর্ভো যদচ্যুতম্ ॥ ১

মিত্রং ন যং সুধিতং ভৃগবো দধুর্বনস্পতাবীড্যমূর্ধ্বশোচিষম্ ।
স ত্বং সুপ্রীতো বীতহব্যে অদ্ভুত প্রশস্তিভির্মহয়সে দিবেদিবে ॥ ২
স ত্বং দক্ষস্যাবৃকো বৃধো ভূরর্যঃ পরস্যান্তরস্য তরুষঃ।
রায়ঃ সূনো সহসো মর্ত্যেষ্বা ছর্দির্যচ্ছ বীতহব্যায় সপ্রথো ভরদ্বাজায় সপ্রথঃ ॥ ৩
দ্যুতানং বো অতিথিং স্বর্ণরমগ্নিং হোতারং মনুষঃ স্বধ্বরম্ ।
বিপ্রং ন দ্যুক্ষবচসং সুবৃক্তিভির্হব্যবাহমরতিং দেবমৃঞ্জসে ॥ ৪
পাবকয়া যশ্চিতয়ন্ত্যা কৃপা ক্ষামন্রুরুচ উষসো ন ভানুনা ।
তূর্বন্ন যামন্নেতশস্য নূ রণ আ যো ঘৃণে ন ততৃষাণো অজরঃ ॥ ৫
অগ্নিমগ্নিং বঃ সমিধা দুবস্যত প্রিয়ংপ্রিয়ং বো অতিথিং গৃণীষণি ।
উপ বো গীর্ভিরমৃতং বিবাসত দেবো দেবেষু বনতে হি বার্যং
দেবো দেবেষু বনতে হি নো দুবঃ ॥ ৬
সমিদ্ধমগ্নিং সমিধা গিরা গৃণে শুচিং পাবকং পুরো অধ্বরে ধ্রুবম্ ।
বিপ্রং হোতারং পুরুবারমদ্রুহং কবিং সুম্নৈরীমহে জাতবেদসম্ ॥ ৭
ত্বাং দূতমগ্নে অমৃতং যুগেযুগে হব্যবাহং দধিরে পায়ুমীড্যম্ ।
দেবাসশ্চ মর্তাসশ্চ জাগৃবিং বিভুং বিশ্পতিং নমসা নি ষেদিরে ॥ ৮
বিভূষন্নগ্ন উভয়াঁ অনু ব্রতা দূতো দেবানাং রজসী সমীয়সে ।
যত্তে ধীতিং সুমতিমাবৃণীমহেঽধ স্মা নস্ত্রিবরূথঃ শিবো ভব ॥ ৯
তং সুপ্রতীকং সুদৃশং স্বঞ্চমবিদ্বাংসো বিদুষ্টরং সপেম ।
স যক্ষদ্বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্ প্র হব্যমগ্নিরমৃতেষু বোচৎ ॥ ১০
তমগ্নে পাস্যুত তং পিপর্ষি যস্ত আনট্ কবয়ে শূর ধীতিম্ ।
যজ্ঞস্য বা নিশিতিং বোদিতিং বা তমিৎপৃণক্ষি শবসোত রায়া ॥ ১১
ত্বমগ্নে বনুষ্যতো নি পাহি ত্বমু নঃ সহসাবন্নবদ্যাৎ ।
সং ত্বা ধ্বস্মন্বদভ্যেতু পাথঃ সং রয়িঃ স্পৃহয়ায্যঃ সহস্রী ॥ ১২
অগ্নি র্হোতা গৃহপতিঃ স রাজা বিশ্বা বেদ জনিমা জাতবেদাঃ ।
দেবানামুত যো মর্ত্যানাং যজিষ্ঠঃ স প্র যজতামৃতাবা ॥ ১৩
অগ্নে যদদ্য বিশো অধ্বরস্য হোতঃ পাবকশোচে বেষ্ট্বং হি যজ্বা ।
ঋতা যজাসি মহিনা বি যদ্ভূর্হব্যা বহ যবিষ্ঠ যা তে অদ্য ॥ ১৪
অভি প্রযাংসি সুধিতানি হি খ্যো নি ত্বা দধীত রোদসী যজধ্যৈ ।
অবা নো মঘবন্বাজসাতাবগ্নে বিশ্বানি দুরিতা তরেম
তা তরেম তববসা তরেম ॥ ১৫
অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্ ।
কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু ॥ ১৬
ইমমু ত্যমথর্ববদগ্নিং মন্থন্তি বেধসঃ ।
যমংকূয়ন্তমানয়ন্নমূরং শ্যাব্যাভ্যঃ ॥ ১৭
জনিষ্বা দেববীতয়ে সর্বতাতা স্বস্তয়ে ।
আ দেবান্বক্ষ্যমৃতাঁ ঋতাবৃধো যজ্ঞং দেবেষু পিস্পৃশঃ ॥ ১৮
বয়মু ত্বা গৃহপতে জনানামগ্নে অকর্ম সমিধা বৃহন্তম্ ।
অস্থূরি নো গার্হপত্যানি সন্তু তিগ্মেন নস্তেজসা সং শিশাধি ॥ ১৯

অনুবাদ ঃ ১। হে বীতহব্য বা ভরদ্বাজ ! তুমি প্রাতঃ প্রবুদ্ধ, লোকরক্ষক, স্বভাব পবিত্র এ অতিথিকে অর্থাৎ অগ্নিকে প্রসন্ন কর। অগ্নি সকল সময়ে স্বর্গ হতে অবতীর্ণ হন এবং অরণিদ্বয়ের মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থান করে অক্ষয় হব্য ভক্ষণ

করেন। ২। হে অদ্ভুত অগ্নি! তুমি অরণি মধ্যে নিহিত, স্তবার্হ ও ঊর্ধ্বশিখ; তোমাকে ভৃগুগণ বন্ধুবৎ গৃহে স্থাপন করেছিলেন। বীতহব্য প্রতিদিন উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমার পূজা করেন, তুমি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হও। ৩। হে অপ্রতিহত প্রভাব অগ্নি! যে ব্যক্তি যাগাদির অনুষ্ঠানে নিপুণ, তুমি তার সমৃদ্ধিবিধায়ক এবং বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট শত্রু হতে তার রক্ষক হও। অতএব হে সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ শক্তিপুত্র! তুমি বীতহব্য ভরদ্বাজকে ধন ও গৃহ প্রদান কর। ৪। হে বীতহব্য! তুমি শোভন স্তুতিদ্বারা হব্যবাহক, দীপ্তিমান, অতিথিবৎ পূজনীয়, স্বর্গ প্রদর্শক, মনুর যজ্ঞে দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞসম্পাদক, মেধাবী বিপ্রের ন্যায় ওজস্বী বক্তা বক্তা, অধীশ্বর দেব অগ্নির প্রীতি সাধন কর। ৫। যিনি ভানুদ্বারা ঊষার ন্যায় পৃথিবীর উপর পবিত্রতাকারিণী ও চেতনাবিধায়িনী দীপ্তিদ্বারা বিরাজিত হন; যিনি সংগ্রামে শত্রুসংহারকারী বীরের ন্যায় এতশের সাহায্যার্থে শীঘ্র প্রদীপ্ত হয়েছিলেন, যিনি সর্বভক্ষণশীল ও ক্ষয়রহিত। ৬। হে স্তোতৃবর্গ! তোমরা নিরতিশয় প্রীতিভাজন, অতিথিভূত, পূজনীয় অগ্নিকে নিরন্তর ইন্ধনদ্বারা পূজা কর। তোমরা অবিনশ্বর অগ্নির সম্মুখীন হয়ে স্তোত্রদ্বারা তাঁর পরিচর্যা কর। কারণ, দেবগণের মধ্যে দানাদিগুণসম্পন্ন অগ্নি আমাদের পূজা গ্রহণ করেন। ৭। আমি ইন্ধনদ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নির স্তুতির দ্বারা স্তব করি। আমি স্বভাববিশুদ্ধ, পবিত্রতাবিধায়ক ধ্রুব অগ্নিকে যজ্ঞে অগ্রে স্থাপন করি। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী, বহুলোকের বরণীয়, সদাশয়, সর্বদর্শী ও সর্বভূতজ্ঞ অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা করি। ৮। হে অগ্নি! তুমি অক্ষয়, হব্যবাহক, রক্ষাকারী ও পূজনীয়; যুগে যুগে দেবগণ ও মনুষ্যগণ তোমাকে দৌত্যকার্যে নিয়োজিত করেছেন। তাঁরা প্রবুদ্ধ, সর্বব্যাপী প্রজাপালক অগ্নিকে নমস্কারপূর্বক দেবীর উপর সংস্থাপিত করেছেন। ৯। হে অগ্নি! তুমি দেব ও মনুষ্য উভয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে এবং যজ্ঞে দেবগণের সমীপে দৌত্যকার্য করে স্বর্গ পৃথিবীতে সঞ্চরণ কর। যেহেতু আমরা তোমার জন্য যজ্ঞ করছি ও স্তোত্র পাঠ করছি। অতএব ত্রিভুবনবর্তী তুমি আমাদের সুখ বিধান কর। ১০। আমরা অল্প বুদ্ধি; আমরা বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, মনজ্ঞমূর্তি ও মনোহরগতি অগ্নির পরিচর্যা করছি। সর্বজ্ঞ অগ্নি যেন যাগ করেন এবং অমরগণের মধ্যে আমাদের হব্য প্রচার করেন। ১১। হে শৌর্যসম্পন্ন অগ্নি! তুমি দূরদর্শী, যে পুরুষ তোমার স্তব করে, তুমি তাকে রক্ষা কর ও মনোরথ পূর্ণ কর। যে ব্যক্তি যজ্ঞ সম্পাদন বা হব্য উৎক্ষেপ করে তাকেই তুমি বল ও ধনদ্বারা পূর্ণ কর। ১২। হে অগ্নি! তুমি শত্রু হতে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা কর। হে বলসম্পন্ন! তুমিই আমাদের পাপ হতে পরিত্রাণ কর, তোমার নিকট দোষহীন হব্য উপস্থিত হোক। তোমা কর্তৃক প্রদত্ত সহস্র প্রকার ধন আমাদের নিকট উপস্থিত হোক। ১৩। দেবগণের আহ্বানকারী, রাজা অগ্নি গৃহের অধিপতি এবং জাতবেদা, সুতরাং সমস্ত ভূতজাত অবগত আছেন। তিনি দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে নিরতিশয় যাগকারী। সত্য সম্পন্ন সে অগ্নি প্রকৃষ্টরূপে যজ্ঞ করুন। ১৪। হে যজ্ঞসম্পাদক, পাবনদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি; অদ্য যজমান যে যজ্ঞসম্পাদন করছেন, তুমি তার অনুমোদন কর। তুমি যজমান, অতএব তুমি যজ্ঞে দেবগণের যাগ কর। যেহেতু তুমি নিজ মহিমাদ্বারা সর্বব্যাপী, অতএব হে যুবতম অগ্নি! অদ্য আমরা তোমাকে যে হব্য প্রদান করছি তা তুমি স্বীকার কর। ১৫। হে অগ্নি! বেদির উপর যথাবিধি স্থাপিত হব্যরূপ অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করবার জন্য এ যজমান তোমাকে সংস্থাপিত করেছে। হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন অগ্নি! তুমি আমাদের সংগ্রামে রক্ষা কর, যাতে আমরা সমস্ত কষ্ট হতে

পরিত্রাণ পাই। আমরা যেন সমস্ত দুরিত হতে পরিত্রাণ পাই; আমরা যেন তোমার রক্ষাবশতঃ সে সকল হতে উদ্ধার পাই। ১৬। হে শোভন শিখাসম্পন্ন অগ্নি। অখিল দেবগণের সাথে সর্বাগ্রগণ্য তুমি ঊর্ণাবিশিষ্ট ঘৃত সংপৃক্ত কুলায় সদৃশ উত্তর বেদির উপর উপবেশন কর এবং হব্যদাতা যজমানের যজ্ঞ যথাযথরূপে দেবগণের নিকট বহন কর। ১৭। কর্মনির্বাহক ঋত্বিকগণ অথর্বা ঋষির ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করছেন এবং ভ্রমণশীল অমূঢ় অগ্নিকে রাত্রির অন্ধকার সমূহ হতে আনছেন। ১৮। হে অগ্নি! যজ্ঞে দেবকাম যজমানের কল্যাণার্থে প্রাদুর্ভূত হও। যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক অমরগণকে আন। দেবগণের নিকট আমাদের যজ্ঞ বহন কর। ১৯। হে গৃহের অধিপতি অগ্নি! মানবগণের মধ্যে আমরাই ইন্ধনদ্বারা তোমার বৃদ্ধি সাধন করেছি। অতএব আমাদের গার্হপত্য অগ্নি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুদ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করুক। তুমি তীক্ষ্ণ দীপ্তিদ্বারা আমাদের যোজিত কর।

১৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ। দেবেভি র্মানুষে জনে ॥ ১
স নো মন্দ্রাভিরধ্বরে জিহ্বাভি র্যজা মহঃ। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ ॥ ২
বেত্থা হি বেধো অধ্বনঃ পথশ্চ দেবাঞ্জসা। অগ্নে যজ্ঞেষু সুক্রতো ॥ ৩
ত্বামীলে অধ দ্বিতা ভরতো বাজিভিঃ শুনম্। ঈজে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৪
ত্বমিমা বার্যা পুরু দিবোদাসায় সুন্বতে। ভরদ্বাজায় দাশুষে ॥ ৫
ত্বং দূতো অমর্ত্য আ বহা দৈব্যং জনম্। শৃণ্বন্বিপ্রস্য সুষ্টুতিম্ ॥ ৬
ত্বামগ্নে স্বাধ্যো মর্তাসো দেববীতয়ে। যজ্ঞেষু দেবমীলতে ॥ ৭
তব প্র যক্ষি সন্দৃশমুত ক্রতুং সুদানবঃ। বিশ্বে জুষন্ত কামিনঃ ॥ ৮
ত্বং হোতা মনুর্হিতো বহ্নিরাসা বিদুষ্টরঃ। অগ্নে যক্ষি দিবো বিশঃ ॥ ৯
অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ১০
তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্ধয়ামসি। বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য ॥ ১১
স নঃ পৃথু শ্রবায্যমচ্ছা দেব বিবাসসি। বৃহদগ্নে সুবীর্যম্ ॥ ১২
ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ ১৩
তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পুত্র ঈধে অথর্বণঃ। বৃত্রহণং পুরন্দরম্ ॥ ১৪
তমু ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যুহন্তমম্। ধনঞ্জয়ং রণে রণে ॥ ১৫
এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভি বর্ধাস ইন্দুভিঃ ॥ ১৬
যত্র ক্ব চ তে মনো দক্ষং দধস উত্তরম্। তত্রা সদঃ কৃণবসে ॥ ১৭
নহি তে পূর্তমক্ষিপদ্ভুবন্নেমানাং বসো। অথা দুবো বনবসে ॥ ১৮
আগ্নিরগামি ভারতো বৃত্রহা পুরুচেতনঃ। দিবোদাসস্য সৎপতিঃ ॥ ১৯
স হি বিশ্বাতি পার্থিবা রয়িং দাশন্মহিত্বনা; বন্বন্নবাতো অস্তৃত ॥ ২০
স প্রত্নবন্নবীয়সাগ্নে দ্যুম্নেন সংযতা। বৃহত্ততন্থ ভানুনা ॥ ২১
প্র বঃ সখায়ো অগ্নয়ে স্তোমং যজ্ঞং চ ধৃষ্ণুয়া। অর্চ গায় চ বেধসে ॥ ২২
স হি যো মানুষা যুগা সীদদ্ধোতা কবিক্রতুঃ। দূতশ্চ হব্যবাহনঃ ॥ ২৩
তা রাজানা শুচিব্রতাদিত্যান্মারুতং গণম্। বসো যক্ষীহ রোদসী ॥ ২৪
বস্বী তে অগ্নে সংদৃষ্টিরিষয়তে মর্ত্যায়। ঊর্জো নপাদমৃতস্য ॥ ২৫
ক্রত্বা দা অস্তু শ্রেষ্ঠোঽদ্য ত্বা বন্বন্ত্সুরেক্ণাঃ। মর্ত আনাশ সুবৃক্তিম্ ॥ ২৬
তে তে অগ্নে ত্বোতা ইষয়ন্তো বিশ্বমায়ুঃ।
তরন্তো অর্যো অরাতীর্বন্বন্তো অর্যো অরাতীঃ ॥ ২৭

অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা যাসদ্বিশ্বং ন্যাত্রিণম্। অগ্নির্নো বনতে রয়িম্ ॥ ২৮
সুবীরং রয়িমা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে। জহি রক্ষাংসি সুক্রতো ॥ ২৯
ত্বং নঃ পাহ্যংহসো জাতবেদো অঘায়তঃ। রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্কবে ॥ ৩০
যো নো অগ্নে দুরেব আ মর্তো বধায় দাশতি। তস্মান্নঃ পাহ্যংহসঃ ॥ ৩১
ত্বং তং দেব জিহ্বয়া পরি বাধস্ব দুষ্কৃতম্। মর্তো যো নো জিঘাংসতি ॥ ৩২
ভরদ্বাজায় সপ্রথঃ শর্ম যচ্ছ সহন্ত্য। অগ্নে বরেণ্যং বসু ॥ ৩৩
অগ্নি র্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যু র্বিপণ্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ ॥ ৩৪
গর্ভে মাতুঃ পিতুষ্পিতা বিদিদ্যুতানো অক্ষরে। সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ৩৫
ব্রহ্ম প্রজাবদা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে যদ্দীদয়দ্দিবি ॥ ৩৬
উপ ত্বা রণ্বসংদৃশং প্রয়স্বন্তঃ সহস্কৃত। অগ্নে সসৃজ্মহে গিরঃ ॥ ৩৭
উপ ছায়ামিব ঘৃণেরগন্ম শর্ম তে বয়ম্। অগ্নে হিরণ্যসংদৃশঃ ॥ ৩৮
য উগ্র ইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ। অগ্নে পুরো রুরোজিথ ॥ ৩৯
আ যং হস্তে ন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি। বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্ ॥ ৪০
প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বসুবিত্তমম্। আ স্বে যোনৌ নি ষীদতু ॥ ৪১
আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্। স্যোন আ গৃহপতিম্ ॥ ৪২
অগ্নে যুক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্তি মন্যবে ॥ ৪৩
অচ্ছা নো যাহ্যা বহাভি প্রয়াংসি বীতয়ে। আ দেবান্ত্ সোমপীতয়ে ॥ ৪৪
উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতৎ। শোচা বি ভাহ্যজর ॥ ৪৫
বীতী যো দেবং মর্তো দুবসোদগ্নিমীলীতাধ্বরে হবিষ্মান্।
হোতারং সত্যযজং রোদস্যোরুত্তানহস্তো নমসা বিবাসেৎ ॥ ৪৬
আ তে অগ্ন ঋচা হবির্হৃদা তষ্টং ভরামসি।
তে তে ভবন্তূক্ষণ ঋষভাসো বশা উত ॥ ৪৭
অগ্নিং দেবাসো অগ্রিয়মিন্ধতে বৃত্রহন্তমম্।
যেনা বসূন্যাভৃতা তৃড়্হা রক্ষাংসি বাজিনা ॥ ৪৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি দেবগণ কর্তৃক মনুর সন্তান মানবগণের সমস্ত যজ্ঞে হোতারূপে নিয়োজিত হয়েছ। ২। তুমি আমাদের যজ্ঞে পূজনীয় শিখাসমূহ দ্বারা মহৎ দেবগণের যাগ কর। দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর; তাঁদের হব্য প্রদান কর। ৩। হে সৃষ্টিকারক, সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী, দেব অগ্নি! তুমি যজ্ঞ সকলে মহামার্গ ও ক্ষুদ্র পথ অবগত আছ। ৪। হে অগ্নি! তুমি দ্বিত। হব্যদাতা ঋত্বিগগণের সাথে সুখের উদ্দেশে ভরত রাজা তোমার স্তব করেছিলেন। তুমি যজ্ঞে যজ্ঞার্হ। তিনি তোমার যাগ করেছিলেন (১)। ৫। হে অগ্নি! সোমাভিষবকারী দিবোদাসকে এ সমস্ত নানাবিধ সুখ যেরূপ প্রদান করেছিলে, সম্প্রতি হব্যদাতা ভরদ্বাজকে সেরূপ সমুদয় প্রদান কর। ৬। তুমি অমর দূত; মেধাবী ভরদ্বাজের শোভন স্তোত্র শুনে তুমি দৈবগণকে এস্থানে আন। ৭। হে দেব অগ্নি! ধার্মিক মনুষ্যগণ দেবগণের তৃপ্তি সাধনার্থে যজ্ঞ সকলে তোমার স্তব করেন। ৮। হে অগ্নি। তুমি দানশীল, আমি তোমার মনোহর দীপ্তির এবং কার্যের পূজা করছি। যারা তোমার অনুগ্রহে পূর্ণকাম হয়েছে তারা সকলেই তোমার পরিচর্যা করে। ৯। হে অগ্নি! তুমি শিখারূপ মুখদ্বারা হব্যবহনকারী ও সুবিচক্ষণ, তোমাকে মনু হোতৃকার্যে নিয়োজিত করেছেন। অতএব তুমি স্বর্গীয় ব্যক্তিগণের যাগ কর। ১০। হে অগ্নি! তুমি হব্যভক্ষণার্থে এস এবং দেবগণেরনিকট হব্যবহনার্থে স্তুতিভাজন হয়ে হোতাস্বরূপ কুশোপরি উপবেশন কর। ১১। হে

অঙ্গিরা ! আমরা ইন্ধন ও আজ্যদ্বারা তোমাকে প্রবর্ধিত করছি, অতএব হে যুবতম অগ্নি ! তুমি নিরতিশয় দীপ্তিলাভ কর।' ১২। হে দেব অগ্নি ! তুমি আমাদের প্রশস্ত পুত্রপৌত্রাদি সহকারে বিপুল ধন প্রদান কর। ১৩। হে অগ্নি ! অথর্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্কর হতে মন্থন করে তোমাকে নিঃসারিত করেছেন (২)। ১৪। অথর্বার পুত্র দধীচি তোমাকে প্রজ্বলিত করেছেন। তুমি বৃত্রহন্তা ও পুরবিনাশক। ১৫। হে বর্ষণকারী অগ্নি ! তুমি দস্যুহন্তা ও প্রতিযুদ্ধে ধনবিজয়ী, ঋষি পাথ্য তোমাকে উদ্দীপিত করেছিলেন। ১৬। হে অগ্নি ! তুমি এস কারণ আমি তোমার নিকট এরূপে স্তোত্র উচ্চারণ করব। তুমি এ সমস্ত সোমদ্বারা বর্ধিত হও। ১৭। হে অগ্নি ! তুমি যে কোন স্থানে, যে কোন যজমানের প্রতি চিত্ত সমর্পিত কর, সে যজমানকে প্রকৃষ্ট বল প্রদান কর এবং সেখানে তুমি অবস্থিতি কর। ১৮। হে অগ্নি ! তোমার পূর্ণ দীপ্তি যেন দৃষ্টি-বিঘাতক না হয়। হে উপাসকগণের গৃহপ্রদাতা ! তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর। ১৯। আমরা হব্যবাহক, দিবোদাসের শত্রুনিধনকারী, সর্বজ্ঞ ও সাধুরক্ষক অগ্নিকে এস্থানে এনেছি। ২০। নিজ মহিমাদ্বারা শত্রুসংহারকারী, অধৃষ্য ও অপ্রতিহত অগ্নি আমাদের প্রচুর পরিমাণে অখিল পার্থিব ধন প্রদান করুন। ২১। হে অগ্নি ! তুমি প্রাচীনবৎ নবীন দীপ্তিদ্বারা এ বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ আচ্ছন্ন করে আছ। ২২। হে বন্ধুগণ ! তোমরা শত্রুহন্তা ও বিধানকর্তা অগ্নির স্তোত্র গান কর এবং তাঁকে হব্য প্রদান কর। ২৩। যিনি মানবগণের প্রতিযুগে দেবগণের আহ্বানকারী, প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞ, দেবগণের দূতস্বরূপ ও হব্যবাহক, সে অগ্নি যেন আমাদের যজ্ঞে উপবেশন করেন। ২৪। হে গৃহপ্রদাতা অগ্নি ! তুমি এ যজ্ঞে দুই দীপ্তিমান ও বিশুদ্ধ কর্মকারী দেব, মিত্র ও বরুণ এবং আদিত্যগণ, মরুতগণ, স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ কর। ২৫। হে শক্তিপুত্র অগ্নি ! তুমি অবিনশ্বর, তোমার প্রশস্ত দীপ্তি মর্ত্য উপাসককে অন্ন প্রদান কর। ২৬। হে অগ্নি ! হব্যদাতা অদ্য কার্যদ্বারা তোমার পরিচর্যা করে অতি প্রশংসনীয় ও মহৈশ্বর্যশালী হোক। সে মানব সর্বদা যেন সম্যকরূপে তোমার স্তোত্র উচ্চারণ করে। ২৭। হে অগ্নি ! তোমার যে সকল স্তোত্রকারী তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়, তারা অন্ন কামনা করে আক্রমণকারী শত্রুগণকে পরাজিত ও বিনষ্ট করে সমস্ত অন্নলাভ করে। ২৮। অগ্নি যেন নিজ তীক্ষ্ণ দীপ্তিদ্বারা হব্য গ্রহণ করে শত্রু সংহার করেন এবং আমাদের ধন প্রদান করেন। ২৯। হে সর্বদর্শী জাতবেদা ! তুমি শোভন পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ধন আহরণ কর। হে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী ! তুমি রাক্ষসগণকে বিনাশ কর ! ৩০। হে জাতবেদা ! তুমি আমাদের পাপ হতে রক্ষা কর। হে মন্ত্রের উৎপাদক অগ্নি ! তুমি বিদ্বেষকারী হতে আমাদের রক্ষা কর। ৩১। হে অগ্নি ! যে দুষ্টাভিপ্রায় মানব ভীষণ অস্ত্রদ্বারা আমাদের ভয় প্রদর্শন করে, তা হতে এবং পাপ হতে আমাদের রক্ষা কর। ৩২। হে দীপ্তি সম্পন্ন অগ্নি ! যে মানব আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, সে দুষ্কর্মকারী মনুষ্যকে জ্বালা রূপ জিহ্বাদ্বারা অপসারিত কর। ৩৩। হে শত্রুবিজয়ী অগ্নি ! তুমি ভরদ্বাজকে অপরিমিত সুখ ও বাঞ্ছিত ধন দাও। ৩৪। স্তুতিদ্বারা প্রসাদিত, হব্যরূপ ধনু লিপ্সু, প্রজ্বলিত, শুভ্র বর্ণ, অগ্নি শত্রুদের নাশ করবার নিমিত্ত হব্যদ্বারা আহূত হয়েছেন ৩৫। মাতা পৃথিবীর গর্ভভূত অক্ষয় বেদির উপর দীপ্তিসম্পন্ন এবং পিতা স্বর্গলোকের পালনকারী অগ্নি যজ্ঞের উত্তর বেদি নামক স্থানে উপবিষ্ট আছেন। ৩৬। হে সর্বদর্শী জাতবেদা ! তুমি আমাদের নিকট সন্ততিসহকারে এরূপ অন্ন আন, যা স্বর্গলোকে দীপ্তি প্রকাশ করে। ৩৭। হে শক্তিপুত্র অগ্নি ! তুমি রম্য দর্শন, আমরা হব্যরূপ অন্নপ্রদান পূর্বক

তোমার নিকট স্তোত্র উচ্চারণ করছি। ৩৮। হে অগ্নি! তুমি রমণীয় তেজঃসম্পন্ন ও দীপ্তিশালী, তোমার আশ্রয় আমরা ছায়ার ন্যায় গ্রহণ করছি। ৩৯। হে অগ্নি! তুমি বাণদ্বারা শত্রুনিহন্তা, প্রচণ্ড বলশালী, ধানুষ্কের ন্যায় এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় পুরী সকল নষ্ট করেছ। ৪০। ঋত্বিগগণ হব্য ভোজী শোভন যাগ নিষ্পাদক যে অগ্নিকে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় হস্তে ধারণ করেন, সে অগ্নির পরিচর্যা কর। ৪১। দেবগণের ভক্ষ্যদ্রব্যের ভারগ্রহণ করবার নিমিত্ত প্রকৃষ্ট ধন প্রদাতা দেব অগ্নির আহরণ কর। সে অগ্নি নিজ উচিত স্থানে উপবেশন করুন। ৪২। প্রাদুর্ভূত, অতিথিবৎ প্রিয়, গৃহাধিপতি অগ্নিকে জ্ঞানপ্রদায়ক আহরণীয় অগ্নিতে সংস্থাপিত কর। ৪৩। হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! তুমি সে সকল সুশিক্ষিত অশ্বগণকে নিজরথে যোজিত কর, যে সকল অশ্ব তোমাকে শীঘ্র যজ্ঞে আনে। ৪৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদের অভিমুখে এস। হব্য ভোজন এবং সোমরস পান করবার নিমিত্ত দেবগণকে এস্থানে আন। ৪৫। হে হব্যবাহক অগ্নি! তুমি উদ্ধতভাবে প্রদীপ্ত হও। হে অক্ষয় দীপ্তিসম্পন্ন অমর! তুমি বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হও। ৪৬। যে কোন হব্য প্রদানকারী মনুষ্য হব্যদ্বারা দেব পূজা করবেন, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর হোতৃভূত, সত্য সহকারে যাগকারী অগ্নির পূজা করেন। তিনি যেন বদ্ধাঞ্জলি হয়ে হব্যদ্বারা অগ্নির পূজা করেন। ৪৭। হে অগ্নি! আমরা তোমাকে হৃদয়দ্বারা সংস্কৃত ঋক রূপ হব্য প্রদান করছি। বলশালী বৃষভ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্বোক্তরূপ হব্য হোক (৩)। ৪৮। অগ্নি শত্রুর ধন হরণ করেছেন এবং রাক্ষসগণের সংহার করেছেন। দেবগণ অগ্নিকে প্রধান ও প্রধানত বৃত্রহন্তা বোধ করে উদ্দীপিত করেন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ এ ঋকের উল্লিখিত ভরতকে দুষ্মন্ত তনয় ভরত মনে করেছেন। 'দ্বিত' অর্থে দুই গুণ যুক্ত অথবা দুই কাষ্ঠ হতে উৎপন্ন। ফলতঃ 'ত্রিত' শব্দের দেখাদেখি 'একত' ও 'দ্বিত' শব্দ দুটি উৎপন্ন করা হয়েছে। ১।৫২।৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। অথর্বা পুষ্কর হতে অগ্নিকে মন্থন করে উৎপন্ন করেছিলেন, এর অর্থ কি? সায়ণ প্রজাপতিদ্বারা পদ্মপত্রের উপর জগতের সৃষ্টির পৌরাণিক কথা অবলম্বন করে পুষ্কর অর্থে এখানে পদ্ম করেছেন। সামবেদের টীকাকার মহীধর পুষ্কর অর্থে জল এবং অথর্বা অর্থে বায়ু করে একটি অর্থ করেছেন। ফরাসী পণ্ডিত লাংলোয়া পুষ্কর অর্থে করেছেন অরণি কাষ্ঠের ছিদ্র যা হতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, যে সমস্ত ঋষিগণ প্রথমে আর্যাবর্তে অগ্নির যজ্ঞ বিশেষরূপে প্রচার করেন, অথর্বা ও তার পুত্র দধীচিও তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ১।৭১।৩ ঋকের টীকা দেখুন। অতএব এ ঋকেও সে অথর্বা ঋষি কর্তৃক অগ্নি উৎপাদনের কথারই উল্লেখ আছে মাত্র। ৩। এখানে গো ও বৃষ আহুতি প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায় ॥

১৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, দ্বিপদা ছন্দ।

পিবা সোমমভি যমুগ্র তর্দ ঊর্বং গব্যং মহি গৃণান ইন্দ্র।
বি যো ধৃষ্ণো বধিযো বজ্রহস্ত বিশ্বা বৃত্রমমিত্রিয়া শবোভিঃ ॥ ১
স ঈং পাহি য ঋজীষী তরুত্রো যঃ শিপ্রবান্ বৃষভো যো মতীনাম্।
যো গোত্রভিদ্বজ্রভৃদ্যো হরিষ্ঠাঃ স ইন্দ্র চিত্রাঁ অভি তৃন্ধি বাজান্ ॥ ২
এবা পাহি প্রত্নথা মন্দতু ত্বা শ্রুধি ব্রহ্ম বাবৃধস্বোত গীর্ভিঃ।
আবিঃ সূর্যং কৃণুহি পীপিহীযো জহি শত্রূঁরভি গা ইন্দ্র তৃন্ধি ॥ ৩

তে ত্বা মদা বৃহদিন্দ্র স্বধাব ইমে পীতা উক্ষয়ন্ত দ্যুমন্তম্।
মহামনূনং তবসং বিভূতিং মৎসরাসো জর্হৃষন্ত প্রসাহম্ ॥ ৪
যেভিঃ সূর্যমুষসং মন্দসানোঽবাসয়োঽপ দৃড়্হানি দর্দ্রৎ।
মহামদ্রিং পরি গা ইন্দ্র সন্তং নুত্থা অচ্যুতং সদসঃ পরি স্বাৎ ॥ ৫
তব ক্রত্বা তব তদ্দংসনাভিরামাসু পক্বং শচ্যা নিদীধঃ।
ঔর্ণোর্দুর উস্রিয়াভ্যো বি দৃড়্হোদূর্বাদ্গা অসৃজো অঙ্গিরস্বান্ ॥ ৬
পপ্রাথ ক্ষাং মহি দংসো ব্যবীমুপ দ্যামৃষ্বো বৃহদিন্দ্র স্তভায়ঃ।
অধারয়ো রোদসী দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরা যহ্বী ঋতস্য ॥ ৭
অধ ত্বা বিশ্বে পুর ইন্দ্র দেবা একং তবসং দধিরে ভরায়।
অদেবো যদভ্যৌহিষ্ট দেবান্ত্স্বর্ষাতা বৃণত ইন্দ্রমত্র ॥ ৮
অধ দ্যৌশ্চিত্তে অপ সা নু বজ্রাদ্দ্বিতানমদ্ভিয়সা স্বস্য মন্যোঃ।
অহিং যদিন্দ্রো অভ্যোহসানং নি চিদ্বিশ্বায়ুঃ শয়থে জঘান ॥ ৯
অধ ত্বষ্টা তে মহ উগ্র বজ্রং সহস্রভৃষ্টিং ববৃতচ্ছতাশ্রিম্।
নিকামমরমণসং যেন নবন্তমহিং সং পিণগৃজীষিন্ ॥ ১০
বর্ধান্যং বিশ্বে মরুতঃ সজোষাঃ পচচ্ছতং মহিষাঁ ইন্দ্র তুভ্যম্।
পূষা বিষ্ণুস্ত্রীণি সরাংসি ধাবন্ বৃত্রহণং মদিরমংশুমস্মৈ ॥ ১১
আ ক্ষোদো মহি বৃতং নদীনাং পরিষ্ঠিতমসৃজ ঊর্মিমপাম্।
তাসামনু প্রবত ইন্দ্র পন্থাম্ প্রার্দয়ো নীচীরপসঃ সমুদ্রম্ ॥ ১২
এবা তা বিশ্বা চকৃবাংসমিন্দ্রং মহামুগ্রমজুর্যং সহোদাম্।
সুবীরং ত্বা স্বায়ুধং সুবজ্রমা ব্রহ্ম নব্যমবসে ববৃত্যাৎ ॥ ১৩
স নো বাজায় শ্রবস ইষে চ রায়ে ধেহি দ্যুমত ইন্দ্র বিপ্রান্।
ভরদ্বাজে নৃবত ইন্দ্র সূরীন্দিবি চ স্মৈধি পার্যে ন ইন্দ্র ॥ ১৪
অয়া বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! তুমি যে সোমপান করবার নিমিত্ত পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গোসমূহ প্রকাশিত করেছিলে, অঙ্গিরাগণ কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে সে সোমরস পান কর। হে শত্রুনিধনকারী বজ্রপাণি! তুমি বলসম্পন্ন হয়ে অখিল বিঘ্নকারী শত্রুকে সংহার করেছ। ২। হে নীরস সোমপায়ী, রক্ষাকারী, মনোজ্ঞহনু ও স্তোতৃগণের কামপূরক ইন্দ্র! তুমি এ সোমরস পান কর। হে গোত্রভিৎ, বজ্রধর, অশ্বনিয়ন্তা ইন্দ্র! তুমি আমাদের বিবিধ অন্ন প্রদান কর। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি পুরাতন সোমের ন্যায় এ সোম পান কর। এ তোমার হর্ষ উৎপাদন করুক। আমাদের স্তোত্র শোন এবং এ দ্বারা বর্ধিত হও। সূর্যকে প্রকাশিত কর, আমাদের অন্ন ভোজন করাও, আমাদের শত্রুগণকে সংহার কর এবং পণিগণকর্তৃক অপহৃত ধেনুবৃন্দ প্রকাশিত কর! ৪। হে অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র! তুমি দীপ্তিশালী, এ সমস্ত পীত মাদক সোমরস তোমাকে বিশেষরূপে অভিষিক্ত করুক। বলশালী তুমি সর্বগুণে গুণবান, সমর্থ, বিচিত্র ও শত্রুনিধনকারী; মদকর এ সকল সোমরস তোমার নিরতিশয় আনন্দ উৎপাদন করুক। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি সোমরস দ্বারা উল্লসিত হয়ে নিবিড় তমো ভেদ করে সূর্য ও ঊষাকে স্থাপিত করেছ এবং স্বস্থান হতে অবিচলিত ধেনুগণের চারদিকে অবস্থিত মহা অদ্রি বিদারণ করেছ। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি নিজ জ্ঞান, কার্য ও শক্তি দ্বারা অপরিণত গোসমূহে পরিণত দুগ্ধ অর্পণ করেছ, তুমি ধেনুগণের নির্গমনের নিমিত্ত দৃঢ় দ্বার সকল উদ্ঘাটিত করেছ। তুমি অঙ্গিরাগণের সাথে সমবেত হয়ে গোষ্ঠ হতে

ধেনুবৃন্দ উন্মুক্ত করেছ। ৭। হে ইন্দ্র! মহৎকার্য দ্বারা বিস্তীর্ণ পৃথিবী পূর্ণ করেছ। তুমি বলশালী, তুমি বিশাল স্বর্গকে ধারণ করে আছ। তুমি পুরাতন মাতা ঋতের কন্যা ও দেবমাতা স্বর্গ ও পৃথিবী পোষণ করছ। ৮। হে ইন্দ্র! যেকালে পাপিষ্ঠ বৃত্র দেবগণকে আক্রমণ করেছিল, তখন সমস্ত দেবগণ যুদ্ধার্থে বলশালী তোমাকে আপনাদের অগ্রে অধ্যক্ষস্বরূপ স্থাপন করেছিলেন। মরুৎগণ সংগ্রামে ইন্দ্রের সহায়তা করেছিলেন। ৯। যে সময়ে অন্ন প্রদাতা ইন্দ্র আক্রমণকারী অহিকে বধ করে মহানিদ্রায় অভিভূত করলেন সে সময়ে স্বর্গ তোমার বজ্র ও ক্রোধ এ উভয়ের ভয়ে অবসন্ন হয়েছিল। ১০। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! ত্বষ্টা তোমার জন্য সহস্রধার ও শতপর্ব বজ্রনির্মাণ করেছিলেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র! তা দিয়ে তুমি উগ্রকাম, উদ্ধত প্রকৃতি, বিকট শব্দকারী অহিকে নিষ্পিষ্ট করেছ। ১১। হে ইন্দ্র! অখিল মরুৎগণ সম্প্রীতিভাজন হয়ে তোমাকে স্তোত্র দ্বারা বর্ধিত করে, তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন (১) এবং মদকর শত্রুনাশক সোমপূর্ণ তিনটি নদী প্রবাহিত হোক। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্র কর্তৃক সমাচ্ছাদিত নদী সকলের প্রকাণ্ড বারিরাশি উন্মুক্ত করেছ; তুমি জলরাশি মুক্ত করেছ। তুমি সে সমস্ত নদীকে নিম্নপথে প্রবাহিত করেছ; তুমি বেগবান সলিলরাশিকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছ। ১৩। হে ইন্দ্র! এরূপে তুমি সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠানকারী, ঐশ্বর্যশালী, মহান, ওজস্বী, ক্ষয় রহিত, বলপ্রদাতা, শোভন সন্ততিমান, অস্ত্রধারী ও বজ্রধর; তোমাকে আমাদের নবীন স্তোত্র আমাদের রক্ষা করণে প্রবর্তিত করুক। ১৪। হে ইন্দ্র! আমরা দীপ্তিসম্পন্ন ও মেধাবী; তুমি আমাদের বল, পুষ্টি, অন্ন ও ধন লাভের নিমিত্ত আশ্রয় প্রদান কর। পরিচারকগণের সাথে ভরদ্বাজকে স্তবকারী পুত্রপৌত্রাদি প্রদান কর এবং ভবিষ্যতে আমাদের রক্ষক হও। ১৫। আমরা যেন এ স্তুতিদ্বারা দীপ্তিশালী ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত অন্নলাভ করি, আমরা যেন উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হয়ে শত হেমন্ত সুখভোগ করি।

টীকা ঃ ১। এখানেও মহিষ পাকের উল্লেখ অছে।

১৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তমু ষ্টুহি যো অভিভূত্যোজা বন্বন্নবাতঃ পুরুহূত ইন্দ্রঃ।
অষাড়্হমুগ্রং সহমানমাভি গীর্ভির্বর্ধ বৃষভং চর্ষণীনাম্ ॥ ১
স যুধ্মঃ সত্বা খজকৃৎসমদ্বা তুবিম্রক্ষো নদনুমাঁ ঋজীষী।
বৃহদ্রেণুশ্চ্যবনো মানুষীণামেকঃ কৃষ্টীনামভবৎসহাবা ॥ ২
ত্বং হ নু ত্যদদময়ো দস্যূঁরেকঃ কৃষ্টীরবনোরার্যায়।
অস্তি স্বিন্নু বীর্যং তত্ত ইন্দ্র ন স্বিদস্তি তদৃতুথা বি বোচঃ ॥ ৩
সদিদ্ধি তে তুবিজাতস্য মন্যে সহঃ সহিষ্ঠ তুরতস্তুরস্য।
উগ্রমুগ্রস্য তবসস্তবীয়োঽরধ্রস্য রধ্রতুরো বভূব ॥ ৪
তন্নঃ প্রত্নং সখ্যমস্তু যুষ্মে ইত্থা বদদ্ভির্বলমঙ্গিরোভিঃ।
হন্নচ্যুতচ্যুদ্দস্মেষয়ন্তমৃণোঃ পুরো বি দুরো অস্য বিশ্বাঃ ॥ ৫
স হি ধীভির্হব্যো অস্ত্যুগ্র ঈশানকৃন্মহতি বৃত্রতূর্যে।
স তোকসাতা তনয়ে স বজ্রী বিতন্তসায্যো অভবৎ সমৎসু ॥ ৬
স মজ্মনা জনিম মানুষাণামমর্ত্যেন নাম্নাতি প্র সর্স্রে।
স দ্যুম্নেন স শবসোত রায়া স বীর্যেণ নৃতমঃ সমোকাঃ ॥ ৭

স যো ন মুহে ন মিথু জনো ভূৎসুমন্তুনামা চুমুরিং ধুনিং চ।
বৃণক্ পিপ্রুং শম্বরং শুষ্ণমিন্দ্রঃ পুরাং চ্যৌত্নায় শয়থায় নূ চিৎ ॥ ৮
উদাবতা ত্বক্ষসা পন্যসা চ বৃত্রহত্যায় রথমিন্দ্র তিষ্ঠ।
ধিষ্ব বজ্রং হস্ত আ দক্ষিণত্রাভি প্র মন্দ পুরুদত্র মায়াঃ ॥ ৯
অগ্নির্ন শুষ্কং বনমিন্দ্র হেতী রক্ষো নি ধক্ষ্যশনির্ন ভীমা।
গম্ভীরয় ঋষ্বয়া যো রুরোজাধ্বানয়দ্দুরিতা দম্ভয়চ্চ ॥ ১০
আ সহস্রং পথিভিরিন্দ্র রায়া তুবিদ্যুম্ন তুবিবাজেভি রর্বাক্।
যাহি সূনো সহসো যস্য নূ চিদদেব ঈশে পুরুহূত যোতোঃ ॥ ১১
প্র তুবিদ্যুম্নস্য স্থবিরস্য ঘৃষ্বের্দিবো ররপ্শে মহিমা পৃথিব্যাঃ।
নাস্য শত্রুর্ন প্রতিমানমস্তি ন প্রতিষ্ঠিঃ পুরুমায়স্য সহ্যোঃ ॥ ১২
প্র তত্তে অদ্যা করণং কৃতং ভূৎ কুৎসং যদায়ুমতিথিগ্বমস্মৈ।
পুরু সহস্রা নি শিশা অভি ক্ষামুত্তূর্বয়াণং ধৃষতা নিনেথ ॥ ১৩
অনু ত্বাহিঘ্নে অধ দেব দেবা মদন্বিশ্বে কবিতমং কবীনাম্।
করো যত্র বরিবো বাধিতায় দিবে জনায় তন্বে গৃণানঃ ॥ ১৪
অনু দ্যাবাপৃথিবী তত্ত ওজোঽমর্ত্যা জিহত ইন্দ্র দেবাঃ।
কৃষ্বা কৃত্নো অকৃতং যত্তে অস্ত্যুক্থং নবীয়ো জনয়স্ব যজ্ঞৈঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ভরদ্বাজ। তুমি অভিভবকারী, তেজবিশিষ্ট, শত্রুনিধনকারী, অধৃষ্য ও বহুলোকের আহূত ইন্দ্রেরই স্তব কর ; তুমি এ সমস্ত স্তোত্রদ্বারা অপ্রতিহত-প্রভাব, ওজস্বী, শত্রুবিজয়ী ও মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক ইন্দ্রের সম্বর্ধনা কর। ২। তিনি যোদ্ধা, দানশীল, যুদ্ধব্যাপৃত, সহানুভূতিসম্পন্ন, বহুলোকের উপকারক, শব্দকারী, ঋজীষ, সোমপায়ী, সংগ্রামে ধূলি উত্থাপক, বলশালী এবং মনুর সন্তান-গণের প্রধান রক্ষাকারী। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি দস্যুদের শীঘ্র স্ববশে এনেছ এবং তুমিই প্রধানত আর্যদের পুত্রদাসাদি প্রদান করেছ (১)। হে ইন্দ্র! তোমার সেরূপ বীর্য আছে। তুমি সময়ে সময়ে সে বীর্যের বিশেষ পরিচয় দিও। ৪। তথাপি হে বলবত্তম ইন্দ্র! তুমি বহুযজ্ঞে প্রাদুর্ভূত ও আমার শত্রুগণের হিংসাকারী ; তোমার সেরূপ প্রচণ্ড ও প্রবৃদ্ধ বল আছে, আমি এরূপ বিশ্বাস করি। কারণ তুমি ওজস্বী, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শত্রুগণের অজেয়, অন্যের অজেয় শত্রুগণের নিধনকারী। ৫। হে অবিচলিত পর্বতাদির সঞ্চালনকারী, মনোজ্ঞদর্শন ইন্দ্র! আমাদের পুরাতন বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়। তুমি স্তবকারী আঙ্গিরাগণের সাথে অস্ত্র নিক্ষেপকারী বলকে বধ করেছ এবং তোমার নগর ও নগরদ্বার সকল উদ্ঘাটিত করেছ। ৬। ওজস্বী, স্তোতৃ-গণের সামর্থ বিধায়ী ইন্দ্র, মহাসংগ্রামে স্তোতৃবর্গের আহ্বানার্হ ; বজ্রধারী ও সংগ্রামে স্তোত্রদ্বারা বিশিষ্টরূপে বন্দনীয় সে ইন্দ্র পুত্র ও পৌত্রগণের লাভার্থেও বন্দনীয় হন। ৭। তিনি অক্ষর, শত্রুদমনকারী ও বলদ্বারা মানব জন্মের উন্নতিসাধন করেছেন। নেতৃশ্রেষ্ঠ সে ইন্দ্র কীর্তি, বল, ধন ও বীরত্বের সাথে একত্র অবস্থিতি করেন। ৮। যিনি কখনও হতবুদ্ধি হন নি, যিনি কখনও নিষ্ফল বস্তুর উৎপাদক হন নি, প্রসিদ্ধনামা যিনি শত্রুদের পুরীনাশে এবং নিধনে বিশেষ সচেষ্ট ; হে ইন্দ্র! সে তুমি চুমুরি, ধুনি, পিপ্রু, শবর ও শুষ্ককে সংহার করেছ। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি ঊর্ধ্বগামী, শত্রুহ্রাসকারী, প্রশস্যতর বল সহকারে সংহারার্থে রথোপরি আরোহণ কর। দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ কর। হে ধনপ্রদাতা, তুমি গমনপূর্বক শত্রুদের মায়া একবারে উচ্ছেদ কর। ১০। হে ইন্দ্র! অগ্নি যেরূপ নীরস বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করে সেরূপ তোমার বজ্র শত্রু সংহার করে, তুমি বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর। তুমি নিঃশেষরূপে

রাক্ষস সকলকে ভস্মসাৎ কর। তুমি অনিবার্য ও বিপুল বজ্র দ্বারা শত্রুগণকে পেষণ করেছ, সিংহনাদ করেছ এবং সমস্ত দুরিত নষ্ট করেছ। ১১। হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন, বহুলোকের বন্দনীয় শক্তিপুত্র ইন্দ্র! কেউ বলদ্বারা তোমাকে বিযুক্ত করতে সমর্থ হয় না। তুমি অসংখ্য বলশালী, বাহনদ্বারা ধন সহকারে আমাদের নিকট এস। ১২। ঐশ্বর্যশালী, শত্রু নিহন্তা, প্রাচীন ইন্দ্রের মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করেছে। এ ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ, উপমান অথবা আদর্শ নেই। ১৩। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎস, আযুও অতিথিগ্ব দিবোদাস এ তিন জনের জন্য যে মহৎ কার্য সাধন করেছ, তা আজো প্রকাশিত আছে, তুমি অতিথিগ্বকে বহু সহস্র ধন প্রদান করেছ এবং বিজয়ী বজ্র দ্বারা পৃথিবীস্থিত দ্রুতগামী অতিথিগ্বকে বিপদ হতে উদ্ধার করেছ। ১৪। হে দীপ্তিসম্পন্ন! অখিলস্তোতৃগণ! অহি সংহারের নিমিত্ত তোমার স্তব করেছেন। স্তোতৃবর্গের স্তবে প্রসন্ন হয়ে তুমি দারিদ্র্য পীড়িত যজমান ও তার পুত্রকে ধন প্রদান করেছ। ১৫। হে ইন্দ্র! স্বর্গ, পৃথিবী ও অমর দেবগণ তোমার বল স্বীকার করে। হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! তুমি অসম্পাদিত কার্যের অনুষ্ঠান কর এবং তোমার যজ্ঞ সকলে নূতন স্তোত্রের উৎপত্তি বিধান কর।

টীকা ঃ ১। এখানে আর্যকর্তৃক দস্যুর বশীকরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

মহাঁ ইন্দ্রো নৃবদা চর্ষণি প্রা উত দ্বিবর্হা অমিনঃ সহোভিঃ।
অস্মদ্র্যগ্বাবৃধে বীর্যায়োরুঃ পৃথুঃ সুকৃতঃ কর্তৃভি র্ভূৎ ॥ ১
ইন্দ্রমেব ধিষণা সাতয়ে ধাদ্বৃহন্তমৃষ্বমজরং যুবানম্।
অষাড়্হেন শবসা শূশুবাংসং সদ্যশ্চিদ্যো বাবৃধে অসামি ॥ ২
পৃথূ করস্না বহুলা গভস্তী অস্মদ্র্যক্সং মিমীহি শ্রবাংসি।
যূথেব পশ্বঃ পশুপা দমূনা অস্মাঁ ইন্দ্রাভ্যা ববৃৎস্বাজৌ ॥ ৩
তং ব ইন্দ্রং চতিনমস্য শাকৈরিহ নূনং বাজয়ন্তো হুবেম।
যথা চিৎপূর্বে জরিতার আসুরনেদ্যা অনবদ্যা অরিষ্টাঃ ॥ ৪
ধৃতব্রতো ধনদাঃ সোমবৃদ্ধঃ স হি বামস্য বসুনঃ পুরুক্ষুঃ।
সং জগ্মিরে পথ্যা রায়ো অস্মিন্ত্সমুদ্রে ন সিন্ধবো যাদমানাঃ ॥ ৫
শবিষ্ঠং ন আ ভর শূর শব ওজিষ্ঠমোজো অভিভূত উগ্রম্।
বিশ্বা দ্যুম্না বৃষ্ণ্যা মানুষাণামস্মভ্যং দা হরিবো মাদয়ধ্যৈ ॥ ৬
যস্তে মদঃ পৃতনাষালমৃধ্র ইন্দ্র তং ন আ ভর শূশুবাংসম্।
যেন তোকস্য তনয়স্য সাতৌ মংসীমহি জিগীবাংসস্ত্বোতাঃ ॥ ৭
আ নো ভর বৃষণং শুষ্মমিন্দ্র ধনস্পৃতং শূশুবাংসং সুদক্ষম্।
যেন বংসাম পৃতনাসু শত্রূন্তবোতিভিরুত জামীঁরজামীন্ ॥ ৮
আ তে শুষ্মো বৃষভ এতু পশ্চাদোত্তরাদধরাদা পুরস্তাৎ।
আ বিশ্বতো অভি সমেত্বর্বাঙিন্দ্র দ্যুম্নং স্বর্বদ্ধেহ্যস্মে ॥ ৯
নৃবত্ত ইন্দ্র নৃতমাভিরূতী বংসীমহি বামং শ্রোমতেভিঃ।
ঈক্ষে হি বস্ব উভয়স্য রাজন্ধা বত্নং মহি স্থূরং বৃহন্তম্ ॥ ১০
মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানমকবারিং দিব্যং শাসমিন্দ্রম্।
বিশ্বাসাহমবসে নূতনায়োগ্রং সহোদামিহ তং হুবেম ॥ ১১
জনং বজ্রিন্মহি চিন্মন্যমানমেভ্যো নৃভ্যো রন্ধয়া যেষ্বস্মি।
অধা হি ত্বা পৃথিব্যাং শূরসাতৌ হবামহে তনয়ে গোষ্বপ্সু ॥ ১২

বয়ং ত এভিঃ পুরুহূত সখ্যৈঃ শত্রোঃ শত্রোরুত্তর ইৎস্যাম।
ঘ্নন্তো বৃত্রাণ্যুভয়ানি শূর রায়া মদেম বৃহতা ত্বোতাঃ ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। রাজার ন্যায় জনগণের অভীষ্টপূরক, প্রভূত বলশালী ইন্দ্র এস্থানে আগমন করুন। স্বর্গ ও মর্ত্য উভয় লোকের উপর বিস্তৃত পরাক্রম এবং শত্রু বলদ্বারা অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র যেন আমাদের নিকট বীরত্ব প্রকাশের জন্য বৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি বিপুলদেহ ও প্রখ্যাতগুণ, যজমানগণ যেন তাঁর সমুচিত পরিচর্যা করেন। ২। মহান, দ্রুতগামী, অক্ষয়, নিত্যতরুণ, অজেয়, বলে বলবান ও দ্রুত-বর্ধনশীল ইন্দ্রকে আমাদের স্তোত্র দানার্থে উত্তেজিত করে। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নদানার্থে আমাদের অভিমুখে তোমার বিস্তীর্ণ, কর্মক্ষম ও দানশীল করদ্বয় প্রসারিত কর। হে জিতেন্দ্রিয়! পশুপালক যেরূপ পশুযূথকে সঞ্চারিত করে, সেরূপ তুমি সংগ্রামে আমাদের সঞ্চারিত করো। ৪। আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে এ যজ্ঞে বলবান সহায় মরুৎগণের সঙ্গে শত্রুনিহন্তা, প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের স্তব করছি। হে ইন্দ্র! তোমার প্রাচীন স্তোতৃবর্গের ন্যায় আমরাও যেন অনিন্দ্য, পাপরহিত ও অহিংসিত হই। ৫। নদী সকল যেরূপ প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয় সেরূপ তাবৎ হিতকর, ধনব্রত, রক্ষক, ধনদাতা, সোমরসপ্রবৃদ্ধ, বাঞ্ছিত ধনের অধিপতি ও অন্নদাতা সে ইন্দ্রে সমবেত হয়। ৬। হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র! তুমি আমাদের প্রকৃষ্টতম বল প্রদান কর। হে শত্রুবিজয়ী! আমাদের দুঃসহ ও ওর্জস্বিতম দীপ্তি প্রদান কর। হে অশ্বাধিপতি! তুমি আমাদের সুখ বিধানার্থে মনুষ্যগণের ভোগের উপযোগী সমুজ্জ্বল ও বলকারক সকল ধন আমাদের অর্পণ কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের শত্রুসৈন্যবিজয়ী ও অনিবার্য সে উল্লাস প্রদান কর। তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়ে আমরা বিজয় লাভ করে সে উল্লাস বশতঃ পুত্রপৌত্রলাভার্থে তোমার স্তব করতে পারব। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের অর্থোৎপাদক, শক্তিবিধায়ক প্রভূত বল প্রদান কর। তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়ে আমরা সংগ্রামে কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, সমস্ত শত্রুকে সে বলদ্বারা সংহার করতে সমর্থ হব। ৯। হে ইন্দ্র! তেজো-বিধায়ী তোমার বল পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বভাগ হতে যেন আমাদের অভিমুখে আসে। এ যেন প্রতিদিক হতে আমাদের নিকট আসে। তুমি আমাদের সর্বপ্রকার সুখের সাথে ধন প্রদান কর। ১০। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার রক্ষাদ্বারা পরিচালিত হয়ে পরিচারকবৃন্দ ও কীর্তি সহকারে অভিলষিত ধন উপভোগ করছি। হে ইন্দ্র তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয় ধনের অধিপতিস্বরূপ বিরাজ করছ, অতএব তুমি আমাদের মহৎ, অসীম এবং মহামূল্য রত্ন প্রদান কর। ১১। আমরা অভিনব রক্ষার নিমিত্ত এ যজ্ঞে সে ইন্দ্রের আহ্বান করছি। তিনি মরুৎগণ সমবেত, অভীষ্টবর্ষী, সমৃদ্ধ, শত্রুদ্বারা অকদর্থিত, দীপ্তিমান, শাসনকারী, সর্বাভিভাবী, প্রচণ্ড ও বলপ্রদ। ১২। হে বজ্রধর! আমি যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ বলে বোধ করে, তাকে খর্ব কর। সম্প্রতি আমরা তোমাকে যুদ্ধকালে এবং পুত্র, পশু ও উদক লাভের নিমিত্ত আহ্বান করি। ১৩। হে বহুলোকের বন্দনীয় ইন্দ্র! আমরা যেন এ সমস্ত বন্ধু কার্যদ্বারা তোমার সাথে সমুদয় শত্রু সংহার পূর্বক তাদের অপেক্ষা প্রবল হই। হে বীর! আমরা যেন তোমা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে অতুল ঐশ্বর্যদ্বারা সুখী হই।

২০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, বিরট্ ছন্দ।

দ্যৌর্ন য ইন্দ্রাভি ভূমার্যস্তস্থৌ রয়িঃ শবসা পৃৎসু জনান্।
তং নঃ সহস্রভরমুর্বরাসাং দদ্ধি সূনো সহসো বৃত্রতুরম্ ॥ ১

দিবো ন তুভ্যমন্বিন্দ্র সত্রাসূর্যং দেবেভির্ধায়ি বিশ্বম্ ।
অহিং যদ্বৃত্রমপো বব্রিবাংসং হন্নৃজীষিন্বিষ্ণুনা সচানঃ ॥ ২
তূর্বন্নোজীয়ান্তবসস্তবীয়ান্ কৃতব্রহ্মেন্দ্রো বৃদ্ধমহাঃ ।
রাজাভবন্মধুনঃ সোম্যস্য বিশ্বাসাং যৎপুরাং দর্ত্নুমাবৎ ॥ ৩
শতৈরপদ্রৎপণয় ইন্দ্রাত্র দশোণয়ে কবয়েঽর্কসাতৌ ।
বধৈঃ শুষ্ণস্যাশুষস্য মায়াঃ পিত্বো নারিরেচীৎকিংচন প্র ॥ ৪
মহো দ্রুহো অপ বিশ্বায়ু ধায়ি বজ্রস্য যৎপতনে পাদি শুষ্ণঃ ।
উরু ষ সরথং সারথয়ে করিন্দ্রঃ কুৎসায় সূর্যস্য সাতৌ ॥ ৫
প্র শ্যেনো ন মদিরমংশুমস্মৈ শিরো দাসস্য নমুচের্মথায়ন্ ।
প্রাবন্নমীং সাপ্যং সসন্তং পৃণগ্রায়া সমিষা সং স্বস্তি ॥ ৬
বি পিপ্রোরহিমায়স্য দৃঢ়্হাঃ পুরো বজ্রিঞ্ছবসা ন দর্দঃ ।
সুদামন্তদ্রেক্ণো অপ্রমৃষ্যমৃজিশ্বনে দাত্রং দাশুষে দাঃ ॥ ৭
স বেতসুং দশমায়ং দশোণিং তূতুজিমিন্দ্রঃ স্বভিষ্টিসুম্নঃ ।
আ তুগ্রং শশ্বদিভং দ্যোতনায় মাতুর্ন সীমুপ সৃজা ইয়ধ্যৈ ॥ ৮
স ঈং স্পৃধো বনতে অপ্রতীতো বিভ্রদ্বজ্রং বৃত্রহণং গভস্তৌ ।
তিষ্ঠদ্ধরী অধ্যস্তেব গর্তে বচোযুজা বহত ইন্দ্রমৃষ্বম্ ॥ ৯
সনেম তেঽবসা নব্য ইন্দ্র প্র পূরবঃ স্তবন্ত এনা যজ্ঞৈঃ ।
সপ্ত যৎপুরঃ শর্ম শারদীর্দর্দ্ধন্দাসীঃ পুরুকুৎসায় শিক্ষন্ ॥ ১০
ত্বং বৃধ ইন্দ্র পূর্ব্যো ভূর্বরিবস্যন্নুশনে কাব্যায় ।
পরা নববাস্ত্বমনুদেয়ং মহে পিত্রে দদাথ স্বং নপাতম্ ॥ ১১
ত্বং ধুনিরিন্দ্র ধুনিমতীর্ঋণোরপঃ সীরা ন স্রবন্তীঃ ।
প্র যৎ সমুদ্রমতি শূর পর্ষি পারয়া তুর্বশং যদুং স্বস্তি ॥ ১২
তব হ ত্যদিন্দ্র বিশ্বমাজৌ সস্তো ধুনীচুমুরী যা হ সিষ্বপ্ ।
দীদয়দিত্তুভ্যং সোমেভিঃ সুন্বন্দভীতিরিধ্মভৃতিঃ পক্থ্যর্কৈঃ ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। হে শক্তিপুত্র ইন্দ্র ! তুমি আমাদের সহস্র প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রুনিহন্তা একটি পুত্র প্রদান কর। সূর্য যেরূপ নিজ দীপ্তিদ্বারা পৃথিবী আক্রমণ করেন, সেরূপ সে পুত্ররূপ ধন সংগ্রামে বলদ্বারা শত্রুগণকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবে। ২। বস্তুতঃ হে ইন্দ্র ! স্তোতৃবর্গ স্তোত্রদ্বারা সূর্যের ন্যায় তোমাতে সমস্ত বল অর্পণ করেছেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র ! তুমি বিষ্ণুর সাথে মিলিত হয়ে সে বলদ্বারা বারিনিরোধক অহি বৃত্রকে বধ করেছ। ৩। যে সময়ে হিংসকগণের হিংসাকারী, নিরতিশয় ওজস্বী, বলবত্তম, অন্নদাতা ও প্রবৃদ্ধতেজা ইন্দ্র শত্রুপুরীসমূহের বিদারক বজ্র প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি মধুর সোমরসের অধিপতি হলেন। ৪। হে ইন্দ্র ! রণস্থলে বহুহব্য প্রদাতা, তোমার সহায়ভূত মেধাবী কুৎস হতে ভীত হয়ে পণিগণ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করেছিল। তিনি বলশালী শুষ্ণের কপটতা আয়ুধদ্বারা খর্ব করে সমস্ত অন্ন আত্মসাৎ করেছিলেন। ৫। যখন বজ্র পতনে শুষ্ণ প্রাণত্যাগ করল তখন মহা পীড়নকারী শুষ্ণের সমগ্র বল বিনষ্ট হল এবং ইন্দ্র সূর্যের পূজার নিমিত্ত নিজ সারথীভূত কুৎসের ব্যবহারার্থে নিজ রথ বিস্তৃত করলেন। ৬। যেকালে ইন্দ্র উপদ্রবকারী নমুচির মস্তক চূর্ণ করে এবং সয়ের পুত্র নিদ্রিত নমীকে রক্ষা করে অক্ষয় ধন ও অন্নদ্বারা তাঁকে যোজিত করলেন, তখন শ্যেনপক্ষী ইন্দ্রের নিকট মদকর সোম বহন করেছিল। ৭। হে বজ্রধর ! তুমি দুরন্ত মায়াবী পিপ্রুর সুদৃঢ় নগরী সকল

বলদ্বারা বিদারিত করেছ। হে বদান্য ইন্দ্র! তুমি হবারূপ ধনপ্রদাতা রাজর্ষি ঋজিশ্বাকে অক্ষয় ধন প্রদান করেছ। ৮। অভিলষিত সুখদাতা ইন্দ্র বেতসু, দশোণি, তূতুজি, তুগ্র এবং ইভকে মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় রাজা দোতনের নিকট সর্বদা প্রশান্তভাবে যেতে বাধ্য করেছিলেন। ৯। অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র, হস্তে শত্রুনাশক বজ্রধারণপূর্বক স্পর্ধাকারী শত্রুগণের সংহার করেন। বীর যেরূপ রথে আরোহণ করে, সেরূপ তিনি নিজ যুগ্মাশ্ব রথে আরোহণ করেন। বাক্যমাত্রে নিযুক্ত তোমার অশ্বদ্বয় মহেন্দ্রকে বহন করে। ১০। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার রক্ষাদ্বারা অনুগৃহীত হয়ে নূতন ধন প্রার্থনা করছি। তুমি যজ্ঞ বিঘাতকদের নষ্ট করে পুরুকুৎসকে ধন প্রদান পুরঃসর বজ্রদ্বারা শরতের সপ্তপুরী বিদারিত করেছ, মনুষ্যগণ যজ্ঞে এ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি ধনার্থী হয়ে কবিপুত্র উশনার প্রাচীন উপকারক হয়েছে। তুমি নববাস্ত্বকে বধ করে ক্ষমতা-শালী পিতা উশনার নিকট তোমার দেয় পুত্রকে সমর্পণ করেছ। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণের কম্পন বিধায়ী, তুমি ধুনিকর্তৃক নিরুদ্ধ বারিরাশিকে বেগবতী নদীসকলের ন্যায় প্রবাহিত করিয়েছ। হে বীর! যেকালে তুমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েছিলে, তখন সমুদ্র পারে অবস্থিত তুর্বশ ও যদুকে সমুদ্র পার করিয়েছিলে। ১৩। হে ইন্দ্র! সংগ্রামে এ সমস্ত তোমারই কার্য। তুমি সুপ্তধুনি ও চুমুরিকে মহা নিদ্রায় অভিভূত করেছ। তারপর দভীতি নামক রাজর্ষি সোমাভিষব, হব্যপাক ও ইন্ধন সঞ্চয় করে হবারূপ অন্নদ্বারা তোমার পরিচর্যা করেছিলেন।

২১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু নবম ও একাদশ ঋকে বিশ্বদেবগণ দেবতা।
ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উমা উ ত্বা পুরুতমস্য কারোর্হব্যং বীর হব্যা হবন্তে।
ধিয়ো রথেষ্ঠামজরং নবীয়ো রয়ি র্বিভূতিরীয়তে বচস্যা ॥ ১
তমু স্তুষ ইন্দ্রং যো বিদানো গির্বাহসং গীর্ভির্যজ্ঞবৃদ্ধম্।
যস্য দিবমতি মহ্না পৃথিব্যাঃ পুরুমায়স্য রিরিচে মহিত্বম্ ॥ ২
স ইত্তমোঽবয়ুনং ততন্বৎ সূর্যেণ বয়ুনবচ্চকার।
কদা তে মর্তা অমৃতস্য ধামেয়ক্ষন্তো ন মিনন্তি স্বধাবঃ ॥ ৩
যস্তা চকার স কুহ স্বিদিন্দ্রঃ কমা জনং চরতি কাসু বিক্ষু।
কস্তে যজ্ঞো মনসে শং বরায় কো অর্ক ইন্দ্র কতমঃ স হোতা ॥ ৪
ইদা হি তে বেবিষতঃ পুরাজাঃ প্রত্নাস আসুঃ পুরুকৃৎসখায়ঃ।
যে মধ্যমাস উত নূতনাস উতাবমস্য পুরুহূত বোধি ॥ ৫
তং পৃচ্ছন্তোঽবরাসঃ পরাণি প্রত্না ত ইন্দ্র শ্রুত্যানু যেমুঃ।
অর্চামসি বীর ব্রহ্মবাহো যাদেব বিদ্ম তাত্ত্বা মহান্তম্ ॥ ৬
অভি ত্বা পাজো রক্ষসো বিতস্থে মহি যজ্ঞানমভি তৎসু তিষ্ঠ।
তব প্রত্নেন যুজ্যেন সখ্যা বজ্রেণ ধৃষ্ণো অপ তা নুদস্ব ॥ ৭
স তু শ্রুধীন্দ্র নূতনস্য ব্রহ্মণ্যতো বীর কারুধায়ঃ।
ত্বং হ্যাপিঃ প্রদিবি পিতৃণাং শশ্বদ্বভূথ সুহব এষ্টৌ ॥ ৮
প্রোতয়ে বরুণং মিত্রমিন্দ্রং মরুতঃ কৃষ্বাবসে নো অদ্য।
প্র পূষণং বিষ্ণুমগ্নিং পুরন্ধিং সবিতারমোষধীঃ পর্বতাংশ্চ ॥ ৯
ইম উ ত্বা পুরুশাক প্রযজ্যো জরিতারো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
শ্রুধী হবমা হুবতো হুবানো ন ত্বাবাঁ অন্যো অমৃত ত্বদস্তি ॥ ১০

নূ ম আ বাচমূপ যাহি বিদ্বাবিশ্বেভিঃ সূনো সহসো যজত্রৈঃ।
যে অগ্নিজিহ্বা ঋতসাপ আসুর্যে মনুং চক্রুরুপরং দসায় ॥ ১১
স নো বোধি পূব এতা সুগেষূত দুর্গেষু পথিকৃদ্বিদানঃ।
যে অশ্রমাস উরবো বহিষ্ঠাস্তেভির্ন ইন্দ্রাভি বক্ষি বাজম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে বীর ইন্দ্র! তুমি রথারূঢ়, অক্ষয় ও নবীনতর। একান্ত অভিলাষ, স্তবকারী ভরদ্বাজের এ সমস্ত উৎকৃষ্ট স্তোত্র তোমাকে আহ্বান করছে। শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্যহেতু ধন তোমার নিকট উপস্থিত হচ্ছে। ২। যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন ও যজ্ঞদ্বারা উল্লসিত হন, যিনি বিবিধ জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁর মাহাত্ম্য স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করে, আমি সে ইন্দ্রের স্তব করি। ৩। সে ইন্দ্রই অপ্রকাশিত বিস্তীর্ণ অন্ধকার, সূর্যদ্বারা প্রকাশিত করেছেন। হে বলশালী অবিনশ্বর ইন্দ্র! যে কোন সময়ে মর্ত্যগণ তোমার বসতির যাগ করতে অভিলাষ করে, তারা কখনই কাকেও হিংসা করে না। ৪। যে ইন্দ্র এ সমস্ত কার্য করেছেন, তিনি কোন স্থানে এবং কোন লোকের মধ্যে আছেন? হে ইন্দ্র! কিরূপ যজ্ঞ তোমার হৃদয়ের প্রীতিকর; কোন স্তোত্র তোমাকে প্রসন্ন করতে সমর্থ? কোন হোতাই বা তোমার প্রীতি বিধানে সমর্থ? ৫। হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! পূর্বকালজাত পুরাতন ঋষিগণ ইদানীন্তন সময়ের ন্যায় যজ্ঞ কার্যে নিযুক্ত থেকে তোমার বন্ধু হয়েছিলেন। মধ্যকালীন ও ইদানীন্তনগণও সেরূপ হয়েছেন। অতএব হে বহুলোকের বন্দনীয়! তুমি অর্বাচীন এ ব্যক্তিরও স্তোত্র শোন। ৬। হে বীর, স্তোত্রপ্রিয় ইন্দ্র! অর্বাচীন মনুষ্যগণ তোমার পূজার্থে তোমার উৎকৃষ্ট পুরাতন ও মহৎকার্য সকল স্তোত্রদ্বারা নিবদ্ধ করে। আমরা যে সকল কর্ম অবগত আছি, তা দিয়ে তোমার স্তব করছি। তুমি বলশালী। ৭। হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণের বল তোমার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সে প্রাদুর্ভূত মহাবলের বিরুদ্ধে স্থিরভাবে অবস্থান কর। হে শত্রু বিজয়ী! তুমি পুরাতন সহচর, মিত্রভূত নিজ বজ্রদ্বারা সে বল দূরীভূত কর। ৮। হে স্তোতৃবর্গের পোষণকারী, বীর ইন্দ্র! তুমি ইদানীন্তন স্তোত্রকারীর স্তোত্র শীঘ্র শোন, কারণ তুমি পূর্বকালে যজ্ঞে সর্বদা পিতৃগণের বন্ধুর ন্যায় আহ্বান শুনতে। ৯। অদ্য আমাদের আশ্রয় ও রক্ষার নিমিত্ত বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, মরুৎগণ, পূষা, বিষ্ণু, বহুকর্মনিষ্পাদক অগ্নি, সবিতা, ওষধিসমূহ ও পর্বতগণকে প্রসন্ন কর। ১০। হে বহু শক্তিসম্পন্ন ও সম্যকরূপে যাগার্হ ইন্দ্র! এ স্তোতৃবর্গ স্তোত্র দ্বারা তোমার স্তব করছেন। হে স্তূয়মান অবিনশ্বর ইন্দ্র! আমি স্তবকারী, তুমি আমার স্তোত্র শোন, কারণ কোনও দেবই তোমার মত নয়। ১১। হে শক্তিপুত্র সর্বজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি আমার বাক্যে যজ্ঞার্হ সে সমস্ত দেবগণের সঙ্গে শীঘ্র এস। যাঁরা অগ্নিরূপ জিহ্বাদ্বারা যজ্ঞ ভোজন করেন এবং যাঁরা মনুকে শত্রুবিজয়ী করেছেন। ১২। হে মার্গনির্মাতা সর্বজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি সুগম ও দুর্গম পথে আমাদের পুরোগামী হও। হে ইন্দ্র! ক্লান্তি রহিত, বিপুল বাহকশ্রেষ্ঠ তোমার অশ্বগণদ্বারা তুমি আমাদের নিকট অন্ন বহন কর।

২২ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

য এক ইদ্ধব্যশ্চর্ষণীনামিন্দ্রং তং গীর্ভিরভ্যর্চ আভিঃ।
যঃ পত্যাতে বৃষভো বৃষ্ণ্যাবান্ত্ সত্যঃ সত্বা পুরুমায়ঃ সহস্বান্ ॥ ১
তমু নঃ পূর্বে পিতরো নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসো অভি বাজয়ন্তঃ।
নক্ষদ্দাভং ততুরিং পর্বতেষ্ঠামদ্রোঘবাচং মতিভিঃ শবিষ্ঠম্ ॥ ২

তমীমহ ইন্দ্রমস্য রায়ঃ পুরুবীরস্য নৃবতঃ পুরুক্ষোঃ।
যো অস্কৃধোয়ুরজরঃ স্বর্বান্তমা ভর হরিবো মাদয়ধ্যৈ ॥ ৩
তন্নো বি বোচো যদি তে পুরা চিজ্জরিতার আনশুঃ সুম্নমিন্দ্র।
কস্তে ভাগঃ কিং বয়ো দুধ্র খিদ্বঃ পুরুহূত পুরূবসোঽসুরঘ্নঃ ॥ ৪
তং পৃচ্ছন্তী বজ্রহস্তং রথেষ্ঠামিন্দ্রং বেপী বক্বরী যস্য নূ গীঃ।
তুবিগ্রাভং তুবিকূর্মিং রভোদাং গাতুমিষে নক্ষতে তুম্রমচ্ছ ॥ ৫
অয়া হ ত্যং মায়য়া বাবৃধানং মনোজুবা স্বতবঃ পর্বতেন।
অচ্যুতা চিদ্বীলিতা স্বোজো রুজো বি দৃড়্হা ধৃষতা বিরপ্‌শিন্‌ ॥ ৬
তং বো ধিয়া নব্যস্যা শবিষ্ঠং প্রত্নং প্রত্নবৎ পরিতংসয়ধ্যৈ।
স নো বক্ষদনিমানঃ সুবহ্মেন্দ্রো বিশ্বান্যতি দুর্গহাণি ॥ ৭
আ জনায় দ্রুহ্বণে পার্থিবানি দিব্যানি দীপয়োঽন্তরিক্ষা।
তপা বৃষন্বিশ্বতঃ শোচিষা তান্‌ ব্রহ্মদ্বিষে শোচয় ক্ষামপশ্চ ॥ ৮
ভুবো জনস্য দিব্যস্য রাজা পার্থিবস্য জগতস্ত্বেষসংদৃক্‌।
ধিষ্ব বজ্রং দক্ষিণ ইন্দ্র হস্তে বিশ্বা অজুর্য দয়সে বি মায়াঃ ॥ ৯
আ সংযতমিন্দ্র ণঃ স্বস্তিং শত্রুতূর্যায় বৃহতীমমৃধ্রাম্‌।
যয়া দাসান্যার্যাণি বৃত্রা করো বজ্রিন্ত্সুতুকা নাহুষাণি ॥ ১০
স নো নিযুদ্ভিঃ পুরুহূত বেধো বিশ্ববারাভিরা গহি প্রযজ্যো।
ন যা অদেবো বরতে ন দেব আভি র্যাহি তূয়মা মদ্র্যাদ্রিক্‌ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ　১। মানবগণের যিনি একমাত্র আহ্বানযোগ্য, যিনি স্তোতৃবর্গের নিকট আসেন, যিনি অভীষ্টপূরক, বলবান, সত্যনিষ্ঠ, শত্রুবিজয়ী, বিবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ও শক্তিমান, আমি এ সমস্ত স্তোত্রদ্বারা সে ইন্দ্রের স্তব করছি। ২। আমাদের প্রাচীন পিতানবগ্ব সপ্তর্ষিগণ হব্য প্রদানপূর্বক সে ইন্দ্রেরই স্তব করেছিলেন, তিনি শত্রুগর্ব-খর্বকারী, পর্যটনকারী, মেঘ সমূহে অবস্থিতও অলঙ্ঘ্য বাক। ৩। আমরা সে ইন্দ্রের নিকট পুত্রপৌত্রাদি পরিচারকবর্গ ও পশুযূথ সহকারে অবিচ্ছিন্ন, অক্ষয় ও সুখদায়ক ধন প্রার্থনা করছি। হে অশ্বগণের অধিপতি! তুমি আমাদের সুখী করবার নিমিত্ত সে ধন আহরণ কর। ৪। হে ইন্দ্র! যদি পূর্বকালে তোমার স্তোতৃগণ সুখলাভ করে থাকেন, তবে আমাদেরও সে সুখ প্রদান কর। হে দুর্ধর্ষ, শত্রুবিজয়ী, ঐশ্বর্য-শালী পুরুহূত! তুমি অসুরনিহন্তা (১), তোমার জন্য কোন ভাগ ও কোন হব্য কল্পিত হয়েছে। ৫। হে যজমান স্তুতিদ্বারা বজ্রপাণি, রথারূঢ়, বহুলোকের আশ্রয়দাতা, বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী, বলপ্রদাতা ইন্দ্রের গুণ কীর্তন করে, সে যজমান শীঘ্র সুখলাভ করবার নিমিত্ত অগ্রসর হয় এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়। ৬। হে নিজবলে বলীয়ান ইন্দ্র! তুমি এ মায়াদ্বারা প্রবৃদ্ধ, প্রসিদ্ধ বৃত্রকে পর্বযুক্ত ও মনোবৎ বেগগামী বজ্রদ্বারা চূর্ণ করেছ। হে শোভন দীপ্তিশালী মহেন্দ্র! তুমি নিজ দুর্বর্ষ বজ্রদ্বারা অক্ষয়, অশিথিল ও দৃঢ় পুরী সকল ভগ্ন করেছ। ৭। হে ইন্দ্র! আমি প্রাচীনদের ন্যায় প্রাচীন ও নিরতিশয় বলশালী তোমার গৌরব নবীনতর স্তোত্রদ্বারা বিস্তৃত করছি। অপরিমেয় ও শোভন বহনকারী ইন্দ্র যেন আমাদের সমস্ত বিঘ্ন হতে উদ্ধার করেন। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি উৎপীড়কদের জন্য পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরিক্ষস্থিত স্থানসকল সন্তপ্ত কর। হে অভীষ্টবর্ষী! তুমি নিজ দীপ্তিদ্বারা সর্বত্র তাদের দাস কর এবং স্তুতি দ্বেষ্টার নিমিত্ত স্বর্গ ও অন্তরিক্ষকে সন্তপ্ত কর। ৯। হে সমুজ্জ্বল মূর্তি ইন্দ্র! তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব জনগণের অধীশ্বর। হে স্তুত্যতীত ইন্দ্র! তুমি যে বজ্রদ্বারা মায়া উচ্ছিন্ন কর, দক্ষিণ হস্তে সে

বজ্রধারণ কর। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের সমবেত, বিপুল মঙ্গলময় সম্পত্তি প্রদান কর, যেন শত্রুগণ ধর্ষণ করতে সমর্থ না হয়। হে বজ্রধর! তুমি যে সম্পত্তি-দ্বারা কি দস্যু, কি আর্য সমুদয় মানব শত্রুকে (২) সুজেয় সম্পাদন করেছ। ১১। হে বহুলোকের বন্দনীয়, সৃষ্টি বিধায়ক, যাগার্হ ইন্দ্র! তুমি সর্ব প্রশংসিত সে সমস্ত অশ্ব সমভিব্যাহারে আমাদের নিকট এস, যাদের কি অদেব, কি দেব, কেউই নিরুদ্ধ করতে সমর্থ হয় না। এ সমুদয় অশ্ব সমভিব্যাহারে তুমি শীঘ্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হও।

টীকা ঃ ১। মূলে 'অসুরঘ্নঃ' আছে। অর্থ বলবান শত্রুদের হন্তা। এ ছাড়া ষষ্ঠ মণ্ডলের অন্য কোনও স্থানে 'অসুর' শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। ২। ভারতবর্ষে লোকের মধ্যে তৎকালে এ বিভাগটি ছিল, 'আর্য' ও 'দস্যু'। অন্য প্রকার জাতি সৃষ্ট হয় নি।

২৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সুত ইত্তং নিমিশ্ল ইন্দ্র সোমে স্তোমে ব্রহ্মণি শস্যমান উক্‌থে।
যদ্বা যুক্তাভ্যাং মঘবন্ হরিভ্যাং বিভ্রদ্বজ্রং বাহ্বোরিন্দ্র যাসি ॥ ১
যদ্বা দিবি পার্যে সুষ্বিমিন্দ্র বৃত্রহত্যেঽবসি শূরসাতৌ।
যদ্বা দক্ষস্য বিভ্যুষো অবিভ্যদরন্ধয়ঃ শর্ধত ইন্দ্র দস্যূন্ ॥ ২
পাতা সুতমিন্দ্রো অস্তু সোমং প্রণেনীরুগ্রো জরিতারমূতী।
কর্তা বীরায় সুষ্বয় উ লোকং দাতা বসু স্তুবতে কীরয়ে চিৎ ॥ ৩
গন্তেয়ান্তি সবনা হরিভ্যাং বভ্রির্বজ্রং পপিঃ সোমং দদির্গাঃ।
কর্তা বীরং নর্যং সর্ববীরং শ্রোতা হবং গৃণতঃ স্তোমবাহাঃ ॥ ৪
অস্মৈ বয়ং যদ্বাবান তদ্বিবিষ্ম ইন্দ্রায় যো নঃ প্রদিবো অপস্কঃ।
সুতে সোমে স্তুমসি শংসদুক্‌থেন্দ্রায় ব্রহ্ম বর্ধনং যথাসৎ ॥ ৫
ব্রহ্মাণি হি চকৃষে বর্ধনানি তাবত্ত ইন্দ্র মতিভি র্বিবিষ্মঃ।
সুতে সোমে সুতপাঃ শন্তমানি রান্দ্র্যা ক্রিয়াস্ম বক্ষণানি যজ্ঞৈঃ ॥ ৬
স নো বোধি পুরোলাশং ররাণঃ পিবা তু সোমং গোঋজীকমিন্দ্র।
এদং বর্হি র্যজমানস্য সীদোরুং কৃধিত্বায়ত উ লোকম্ ॥ ৭
স মন্দস্বা হ্যনু জোষমুগ্র প্র ত্বা যজ্ঞাস ইমে অশ্নুবন্তু।
প্রেমে হবাসঃ পুরুহূতমস্মে আ ত্বেয়ং ধীরবস ইন্দ্র যম্যাঃ ॥ ৮
তং বঃ সখায়ঃ সং যথা সুতেষু সোমেভিরীং পৃণতা ভোজমিন্দ্রম্।
কুবিত্তস্মা অসতি নো ভরায় ন সুষ্বিমিন্দ্রোঽবসে মৃধাতি ॥ ৯
এবেদিন্দ্রঃ সুতে অস্তাবি সোমে ভরদ্বাজেষু ক্ষয়দিন্মঘোনঃ।
অসদ্যথা জরিত্র উত সূরিরিন্দ্রো রায়ো বিশ্ববারস্য দাতা ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! সোমরস অভিষুত, মহাস্তোত্র পঠিত ও উপাসনা সম্পাদিত হলে, তুমি নিজ রথে অশ্ব যোজনা করতে প্রস্তুত হও অথবা, হে মঘবা! তুমি হস্তে বজ্রধারণ করে যোজিত অশ্বদ্বয়সহকারে আমাদের নিকট এস। ২। অথবা, হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গে বীরসেব্য সংগ্রামে উপস্থিত হলে অভিষবকারী যজমানকে রক্ষা কর এবং নির্ভীক হয়ে ধার্মিক সন্ত্রস্ত যজমানের বিঘ্নকারী দস্যুগণকে বশীভূত কর। ৩। যিনি স্তবকারীকে নিরাপদমার্গে নিয়ে যান, সে ভীষণ ইন্দ্র অভিষুত সোমরস পান করুন। তিনি যেন যাগকুশল সোমাভিষবকারীকে স্থান এবং স্তবকারীকে ধন দান করেন। ৪। ইন্দ্র বজ্রধর ও সোমপায়ী, তিনি ধেনু ও

মনুষ্যের জন্য বহুপুত্রোপেত পুত্র প্রদান করেন এবং স্তবকারীর স্তোত্র শ্রবণ ও স্বীকার করেন, তিনি যেন নিজ অশ্বদ্বয়সহকারে সমুদয় যাগে আসেন। ৫। যিনি প্রাচীনকাল হতে আমাদের জন্য কাজ করছেন, আমরা সে ইন্দ্রের অভিলষিত স্তোত্র উচ্চারণ করি। সোমরস অভিষুত হলে তাঁর স্তব করি এবং তাঁর উদ্দেশে প্রদত্ত হব্য যেন তাঁর বৃদ্ধিকারক হয়, এ অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করি। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোত্র সকল বৃদ্ধি বিধায়ক করেছ বলে আমরা বুদ্ধিপূর্বক সেগুলি তোমার উদ্দেশে উচ্চারণ করি। হে অভিষুতি সোমপায়ী ইন্দ্র! আমরা যেন হব্যসহকারে নিরতিশয় সুখদায়ক এবং রমণীয় স্তোত্র প্রদান করি। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি প্রীত হয়ে আমাদের পুরোডাশ স্বীকার কর। দধ্যাদি মিশ্রিত সোমরস শীঘ্র পান কর। যজমান প্রদত্ত কুশোপরি উপবেশন কর। যে যজমান তোমার উপর নির্ভর করেন, তাঁর স্থান বিস্তৃত কর। ৮। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! তুমি স্বেচ্ছানুসারে উল্লসিত হও। এ সমস্ত সোমরস তোমার নিকট উপস্থিত হোক। হে পুরুহূত! আমাদের আহ্বান যেন তোমার নিকট উপস্থিত হয়। এ স্তুতি যেন আমাদের রক্ষা করবার জন্য তোমাকে প্রবৃত্তি প্রদান করে। ৯। হে বন্ধুগণ! সোমরস অভিষুত হলে তোমরা সে বদান্য ইন্দ্রকে ইচ্ছানুরূপ সোমরসদ্বারা প্রসন্ন কর। তাঁর জন্য এর পরিমাণ যেন প্রচুর হয়, কারণ তা হলে তিনি আমাদের পোষণ করবেন। ইন্দ্র অভিষবকারী যজমানের প্রতি যত্ন নিতে অবহেলা করেন না। ১০। সোমরস অভিষুত হলে হব্যদাতার ঈশ্বর ইন্দ্র স্তোতার সন্মার্গ প্রদর্শক এবং বাঞ্ছিত ধনপ্রদাতা হবেন বলে ভরদ্বাজ তাঁর এরূপে স্তব করছেন।

২৪ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৃষা মদ ইন্দ্রে শ্লোক উক্থা সচা সোমেষু সুতপা ঋজীষী।
অর্চত্র্যো মঘবা নৃভ্য উক্থৈ দ্যুক্ষো রাজা গিরামক্ষিতোতিঃ ॥ ১
ততুরিবীরো নর্যো বিচেতাঃ শ্রোতা হবং গৃণত উর্ব্যূতিঃ।
বসুঃ শংসো নরাং কারুধায়া বাজী স্তুতো বিদথে দাতি বাজম্ ॥ ২
অক্ষো ন চক্র্যোঃ শূর বৃহৎ প্র তে মহ্না রিরিচে রোদস্যোঃ।
বৃক্ষস্য নু তে পুরুহূত বয়া ব্যূতয়ো রুরুহুরিন্দ্র পূর্বীঃ ॥ ৩
শচীবতস্তে পুরুশাক শাকা গবামিন্দ্র স্রুতয়ঃ সঞ্চরণীঃ।
বৎসানাং ন তন্তয়স্ত ইন্দ্র দামন্বন্তো অদামানঃ সুদামন্ ॥ ৪
অন্যদদ্য কর্বরমন্যদু শ্বোঽসচ্চ সন্মুহুরাচক্রিরিন্দ্রঃ।
মিত্রো নো অত্র বরুণশ্চ পূষার্যো বশস্য পর্যেতাস্তি ॥ ৫
বি ত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরিন্দ্রানযন্ত যজ্ঞৈঃ।
তং ত্বাভিঃ সুষ্টুতিভি র্বাজয়ন্ত আজিং ন জগ্মু র্গির্বাহো অশ্বাঃ ॥ ৬
ন যং জরন্তি শরদো ন মাসা ন দ্যাব ইন্দ্রমবকর্শয়ন্তি।
বৃদ্ধস্য চিদ্বর্ধতামস্য তনূঃ স্তোমেভিরুক্থৈশ্চ শস্যমানা ॥ ৭
ন বীলবে নমতে ন স্থিরায় ন শর্ধতে দস্যুজূতায় স্তবান্।
অজ্রা ইন্দ্রস্য গিরয়শ্চিদৃষ্বা গম্ভীরে চিদ্ভবতি গাধমস্মৈ ॥ ৮
গম্ভীরেণ ন উরুণামত্রিৎপ্রেষো যন্ধি সুতপাবন্বাজান্।
স্থা উ ষু ঊর্ধ্ব ঊতী অরিষণ্যন্নক্তো র্ব্যুষ্টৌ পরিতক্ম্যায়াম্ ॥ ৯
সচস্ব নায়মবসে অভীক ইতো বা তমিন্দ্র পাহি রিষঃ।
অমা চৈনমরণ্যে পাহি রিষো মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। সোমযাগে ইন্দ্রের সোমপান জনিত হর্ষ উৎপন্ন হয় এবং স্তোত্রদ্বারা যজমানের কামনা পূর্ণ হয়। সোমপায়ী ঋজীষসোমগ্রহীতা মঘবা স্তোত্র সহকারে যজমানগণের অর্চনীয়। স্বর্গনিবাসীর স্তোত্রাধিপতি ইন্দ্র রক্ষাবিষয়ে ক্লান্তি বোধ করেন না। ২। রিপু নিধনকারী, পরাক্রান্ত, মানবহিতকারী, বিবেকসম্পন্ন স্তোত্রশ্রবণকারী, স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারী, গৃহপ্রদাতা, মনুষ্যগণের স্তুতিভাজন, স্তোতৃগণ পোষণকারী, অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র, যজ্ঞে আমাদের দ্বারা স্তূয়মান হয়ে আমাদের অন্ন প্রদান করেন। ৩। হে পরাক্রান্ত ইন্দ্র! চক্রদ্বয়ের অক্ষবৎ তোমার মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করেছে। হে পুরুহূত! বৃক্ষের শাখা সমূহের ন্যায় তোমার অসংখ্য রক্ষণকার্য সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে। ৪। হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! তুমি প্রজ্ঞাশালী, ধেনুগণের মার্গের ন্যায় তোমার শক্তি সকল সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে। হে দানশীল! বৎসগণের রজ্জুর ন্যায় তোমার শক্তি সকল স্বয়ং অনিরুদ্ধ হয়ে অসংখ্য শত্রুকে বন্ধন করে। ৫। ইন্দ্র অদ্য এককর্ম সম্পাদন করেন, পর দিন অন্য এককর্ম সম্পাদন করেন, ফলতঃ তিনি বার বার সৎ ও অসৎ কর্মের অনুষ্ঠান করছেন। তিনি, মিত্র, বরুণ, পূষা ও অর্য সবিতা এ যজ্ঞে যেন আমাদের কামপূরক হন। ৬। হে ইন্দ্র! মনুষ্যগণ স্তোত্র ও হব্যদ্বারা পর্বতশিখর হতে বারিরাশির ন্যায় তোমা হতে স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু লাভ করে। হে স্তোত্রদ্বারা বন্দনীয়! অশ্বগণ যেরূপে বেগ সহকারে সংগ্রামে উপস্থিত হয়, সেরূপ তারা এ সমস্ত স্তোত্র সহকারে অন্নাভিলাষী হয়ে তোমার নিকট যায়। ৭। সম্বৎসর ও মাস সকল যে ইন্দ্রের বার্ধক্য বিধান করতে সমর্থ হয় না, অথবা দিন সকল যাঁকে দুর্বল করতে পারে না, সে মহান ইন্দ্রের দেহ আমাদের স্তোত্র ও প্রার্থনাদ্বারা স্তূয়মান হয়ে যেন নিয়ত বৃদ্ধি লাভ করে। ৮। যে দস্যুগণ কর্তৃক প্রবর্তিত, সে দৃঢ় গাত্র, সংগ্রামে অবিচলিত ও উৎসাহ সম্বলিত হলেও আমাদের স্তুতিভাজন ইন্দ্র তার বশীভূত হন না। মহাপর্বত সকলও ইন্দ্রের পক্ষে সুগম এবং অগাধ স্থানও এঁর অবিষয়ীভূত নয়। ৯। বলশালী, সোমপায়ী ইন্দ্র! তুমি দূরবগাহে এবং উদারচিত্তে আমাদের অন্ন ও বল প্রদান কর। সদাশয় ইন্দ্র! তুমি অহোরাত্র আমাদের রক্ষাবিষয়ে তৎপর হও। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে রক্ষা করবার নিমিত্ত যজমানের সাথে সঙ্গত হও। সন্নিহিত ও দূরস্থিত শত্রু হতে তাকে রক্ষা কর। তাকে গৃহে কিম্বা অরণ্যে রিপু হতে রক্ষা কর এবং আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হয়ে শত বৎসর সুখ ভোগ করি।

২৫ সূক্ত।। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যা ত ঊতিরবমা যা পরমা যা মধ্যমেন্দ্র শুষ্মিন্নস্তি।
তাভিরূ ষু বৃত্রহত্যেঽবী নঁ এভিশ্চ বাজৈ র্মহান্ন উগ্র ॥ ১
আভিঃ স্পৃধো মিথতীররিষণ্যন্নমিত্রস্য ব্যথয়া মন্যুমিন্দ্র।
আভি র্বিশ্বা অভিযুজো বিষূচীরার্যায় বিশোঽব তারী র্দাসীঃ ॥ ২
ইন্দ্র জাময় উত যেঽজাময়োঽর্বাচীনাসো বনুষো যুযুজ্রে।
ত্বমেষাং বিথুরা শবাংসি জহি বৃষ্ণ্যাণি কৃণুহী পরাচঃ ॥ ৩
শূরো বা শূরং বনতে শরীরৈস্তনূরুচা তরুষি যৎকৃণ্বৈতে।
তোকে বা গোষু তনয়ে যদপ্সু বি ক্রন্দসী উর্বরাসু ব্রবৈতে ॥ ৪
ন হি ত্বা শূরো ন তুরো ন ধৃষ্ণু র্ন ত্বা যোধো মন্যমানো যুযোধ।
ইন্দ্র নকিষ্টবা প্রত্যস্ত্যেষাং বিশ্বা জাতান্যভ্যসি তানি ॥ ৫
স পত্যত উভয়ো র্নৃম্ণময়োর্যদী বেধসঃ সমিথে হবন্তে।
বৃত্রে বা মহো নৃবতি ক্ষয়ে বা ব্যচস্বন্তা যদি বিতন্তসৈতে ॥ ৬

অধ স্মা তে চর্ষণয়ো যদেজানিন্দ্র ত্রাতোত ভবা বরূতা।
অস্মাকাসো যে নৃতমাসো অর্য ইন্দ্র সূরয়ো দধিরে পুরো নঃ ॥ ৭
অনু তে দায়ি মহ ইন্দ্রিয়ায় সত্রা তে বিশ্বমনু বৃত্রহত্যে।
অনু ক্ষত্রমনু সহো যজত্রেন্দ্র দেবেভিরনু তে নৃষহ্যে ॥ ৮
এবা নঃ স্পৃধঃ সমজা সমৎস্বিন্দ্র রারন্ধি মিথতীরদেবীঃ।
বিদ্যাম বস্তোরবসা গৃণন্তো ভরদ্বাজা উত ত ইন্দ্র নূনম্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে বলসম্পন্ন ইন্দ্র ! তুমি সংগ্রামে আমাদের অধম, উত্তম ও মধ্যম, সর্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা সম্যকরূপে পালন কর। হে ভীষণ ইন্দ্র ! তুমি বলশালী, তুমি অন্নসকলদ্বারা আমাদের যোজিত কর। ২। হে ইন্দ্র ! আমরা শত্রুকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, তুমি আমাদের এ সমস্ত স্তুতিদ্বারা আমাদের সৈন্য সকলকে রক্ষা করে সংগ্রামে শত্রুকোপ বিধ্বস্ত কর। এ সমস্ত স্তুতিদ্বারা তুমি আর্যের জন্য সর্বত্র বিদ্যমান দাসদের বিনষ্ট কর (১)। ৩। হে ইন্দ্র ! কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, যারা আমাদের সম্মুখীন হয়ে প্রতিকূলতাচরণ করতে উদ্যোগী হয়, তুমি তাদের বল নষ্ট কর। এদের বীর্য ক্ষয় কর এবং এদের পরাঙ্মুখ কর। ৪। হে ইন্দ্র ! যেকালে উভয়ে বিরোধীগণ বলীয়ান হয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, অথবা যেকালে পুত্র, পৌত্র, ধেনু, জল বা উর্বরা ভূমির নিমিত্ত পরস্পর আক্রোশ করে বিবাদ করে, তখন তোমার অনুগৃহীত বীর শত্রুপক্ষীয় বীরকে শারীরিক বলদ্বারা সংহার করে। ৫। হে ইন্দ্র ! কি বীর, কি শত্রুনিহন্তা, কি বিজয়ী, কি যুদ্ধে প্রকুপিত যোদ্ধা, কেউই তোমার সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ নহে। হে ইন্দ্র ! এদের মধ্যে কেউই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তুমি এ সমুদয় ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৬। প্রবল শত্রুর উচ্ছেদ সাধনার্থেই বিবাদ উপস্থিত হোক, অথবা পরিচারকসম্পন্ন গৃহের নিমিত্তই বা বিতণ্ডা হোক, দুজন বিবাদকারীর মধ্যে যার ঋত্বিগগণ যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তব করে সে ব্যক্তিরই ধনলাভ হয়। ৭। হে ইন্দ্র ! যেকালে তোমার উপাসকগণ ভয়ে কম্পিত হয়, তুমি তাদের রক্ষা করো। তুমি তাদের পালক হও। যাঁরা আমাদের নেতা এবং যে সকল স্তোতৃবর্গ আমাদের অগ্রে সংস্থাপন করেছেন, তুমি তাঁদের পরিত্রাণ কর। ৮। হে ইন্দ্র ! তুমি বলসম্পন্ন, শত্রু বধের নিমিত্ত তোমাতে সমস্ত শক্তি অর্পিত হয়েছে। হে পূজনীয় ইন্দ্র ! দেবগণ তোমাকে যথোচিত বল ও সংগ্রামযোগ্য শক্তি প্রদান করেছেন। ৯। হে ইন্দ্র ! তুমি এরূপে যুদ্ধে আমাদের শত্রুগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রোৎসাহিত কর। তুমি আমাদের জন্য হিংসাকারী সৈন্যদের বশীভূত কর। আমরা তোমার স্তবকারী, আমরা অর্থাৎ ভরদ্বাজগণ যেন নিশ্চিতরূপে অন্নসহকারে বাসস্থান লাভ করি।

টীকা ঃ ১। আর্য ও দাসের উল্লেখ।

২৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শ্রুধী ন ইন্দ্র হ্বয়ামসি ত্বা মহো বাজস্য সাতৌ বাবৃষাণাঃ।
সং যদ্বিশোঽয়ন্ত শূরসাতা উগ্রং নোঽবঃ পার্যে অহন্দাঃ ॥ ১
ত্বাং বাজী হবতে বাজিনেয়ো মহো বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ।
ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং তরুত্রং ত্বাং চষ্টে মুষ্টিহা গোষু যুধ্যন্ ॥ ২
ত্বং কবিং চোদয়োঽর্কসাতৌ ত্বং কুৎসায় শুষ্ণং দাশুষে বর্ক্।
ত্বং শিরো অমর্মণঃ পরাহন্নতিথিগ্বায় শংস্যং করিষ্যন্ ॥ ৩

ত্বং রথং প্র ভরো যোধমৃষ্বমাবো যুধ্যন্তং বৃষভং দশদ্যুম্ ।
ত্বং তুগ্রং বেতসবে সচাহন্ত্বং তুজিং গৃণন্তমিন্দ্র তূতোঃ ॥ ৪
ত্বং তদুক্থমিন্দ্র বর্হণা কঃ প্র যচ্ছতা সহস্রা শূর দর্ষি ।
অব গিরে র্দাসং শম্বরং হন্ প্রাবো দিবোদাসং চিত্রাভিরূতী ॥ ৫
ত্বং শ্রদ্ধাভি র্মন্দসানঃ সোমৈর্দভীতয়ে চুমুরিমিন্দ্র সিষ্বপ্ ।
ত্বং রজিং পিঠীনসে দশস্যন্ ষষ্টিং সহস্রা শচ্যা সচাহন্ ॥ ৬
অহং চন তৎ সূরিভিরানশ্যাং তব জ্যায় ইন্দ্র সুম্নমোজঃ ।
ত্বয়া যৎ স্তবন্তে সধবীর বীরাস্ত্রিবরূথেন নহুষা শবিষ্ঠ ॥ ৭
বয়ং তে অস্যামিন্দ্র দ্যুম্নহূতৌ সখায়ঃ স্যাম মহিন প্রেষ্ঠাঃ ।
প্রাতর্দনিঃ ক্ষত্রশ্রীরস্তু শ্রেষ্ঠো ঘনে বৃত্রাণাং সনয়ে ধনানাম্ ॥ ৮

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র ! আমরা অন্নলাভের নিমিত্ত সোমরস অভিষুত করে তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি আমাদের আহ্বান শোন। ভবিষ্যতে যখন মনুষ্যগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হবে তখন তুমি আমাদের নিশ্চিতরূপে রক্ষা করো। ২। হে ইন্দ্র ! সুপ্রাপ্য প্রচুর অন্নলাভের নিমিত্ত বাজিনীর পুত্র ভরদ্বাজ অন্নসহকারে তোমাকে আহ্বান করছে। তুমি সজ্জনপালক ও দুর্জন হতে রক্ষাকারী, তোমাকে তিনি উপদ্রব নিবারণার্থে আহ্বান করছেন। তিনি মুষ্টিবলদ্বারা শত্রুনিধনকারী, তিনি যেকালে ধেনুগণের জন্য যুদ্ধ করেন, তখন তোমারই উপর নির্ভর করেন। ৩। হে ইন্দ্র ! তুমি কবির ভার্গব ঋষির অন্নলাভেচ্ছা উত্তেজিত করেছ। তুমি হব্যদাতা কুৎসের নিমিত্ত শুষ্ণকে ছেদন করেছ। তুমি অতিথিগ্ব দিবোদাসকে সুখী করবার নিমিত্ত সে শম্বরকে শিরশ্ছেদন করেছ যে আপনাকে দুর্ভেদ্য জ্ঞান করত। ৪। হে ইন্দ্র ! তুমি বৃষভ নামক রাজাকে যুদ্ধসাধন বিপুল রথ প্রদান করেছ। যখন তিনি দশ দিন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তুমি তাঁকে রক্ষা করেছ। তুমি বেতসুর সাথে তুগ্রকে সংহার করেছ। তুমি স্তবকারী তুজি নামক রাজার সমৃদ্ধি বিধান করেছ। ৫। হে ইন্দ্র ! তুমি শত্রুনিহন্তা, তুমি প্রশংসনীয় কার্যসম্পাদন করেছ; কারণ, হে বীর ! তুমি শত শত ও সহস্র সহস্র শম্বর সৈন্য বিদারিত করেছ ; পর্বত হতে নির্গত শম্বরকে বধ করেছ এবং বিচিত্র রক্ষাদ্বারা দিবোদাসকে রক্ষা করেছ। ৬। হে ইন্দ্র ! শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত কার্য ও সোমরসদ্বারা উল্লসিত হয়ে তুমি দভীতি রাজার নিমিত্ত চুমুরিকে বধ করেছ এবং পিঠীনাকে রজি প্রদান করে নিজ বুদ্ধিবলে এককালে ষষ্টিসহস্র যোদ্ধাকে বিনষ্ট করেছ। ৭। হে বীর-সহচর, বলবত্তম ইন্দ্র ! তুমি ত্রিভুবনরক্ষক ও শত্রুবিজয়ী, স্তোতৃবর্গ তোমাকর্তৃক প্রদত্ত যে উৎকৃষ্ট সুখ ও বলের প্রশংসা করেন, আমিও যেন আমার স্তোতৃবর্গের সাথে সে উৎকৃষ্ট সুখ ও বল লাভ করি। ৮। হে পূজনীয় ইন্দ্র ! আমরা তোমার মিত্রভূত ও স্তবকারী, আমরা যেন ধনলাভার্থে সম্পাদিত এ স্তোত্রদ্বারা তোমার নিরতিশয় প্রীতিভাজন হই। প্রতর্দনের পুত্র আমার যজমান ক্ষত্রশ্রীঃ নামক রাজা যেন শত্রুসংহার ও ধনলাভ করে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

২৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু অষ্টম ঋকের দান দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কিমস্য মদে কিম্বস্য পীতাবিন্দ্রঃ কিমস্য সখ্যে চকার।
রণা বা যে নিষদি কিং তে অস্য পুরা বিবিদ্রে কিমু নূতনাসঃ ॥ ১
সদস্য মদে সদ্বস্য পীতাবিন্দ্রঃ সদস্য সখ্যে চকার।
রণা বা যে নিষদি সত্তে অস্য পুরা বিবিদ্রে সদু নূতনাসঃ ॥ ২

ন হি তে মহিমনঃ সমস্য ন মঘবন্ মঘবত্তস্য বিদ্ম।
ন রাধসোরাধসো নূতনস্যেন্দ্র নকির্দদৃশ ইন্দ্রিয়ং তে ॥ ৩
এতৎ ত্যত্ত ইন্দ্রিয়মচেতি যেনাবধীর্বরশিখস্য শেষঃ।
বজ্রস্য যত্তে নিহতস্য শুষ্মাৎ স্বনাচ্চিদিন্দ্র পরমো দদার ॥ ৪
বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষোঽভ্যাবর্তিনে চায়মানায় শিক্ষন্।
বৃচীবতো যদ্ধরিয়ূপীয়ায়াং হন্ পূর্বে অর্ধে ভিয়সাপরো দর্ত্ ॥ ৫
ত্রিংশচ্ছতং বর্মিণ ইন্দ্র সাকং যব্যাবত্যাং পুরুহূত শ্রবস্যা।
বৃচীবন্তঃ শরবে পত্যমানাঃ পাত্রা ভিন্দানা ন্যর্থান্যায়ন্ ॥ ৬
যস্য গাবাবরুষা সূয়বস্যূ অন্তরূ ষূ চরতো রেরিহাণা।
স সৃঞ্জয়ায় তুর্বশং পরাদাদ্ বৃচীবতো দৈববাতায় শিক্ষন্ ॥৭
দ্বয়াঁ অগ্নে রথিনো বিংশতিং গা বধূমন্তো মঘবা মহ্যং সম্রাট্।
অভ্যাবর্তী চায়মানো দদাতি দূণাশেয়ং দক্ষিণা পার্থবানাম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র এ সোমরসে হৃষ্ট হয়ে কি করেছেন? তিনি এ সোমরস পান করে কি করেছেন? তিনি এর সাহচর্যে কি করেছেন? পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে তোমার নিকট হতে কি লাভ করেছেন? ২। ইন্দ্র এ সোমরসে হৃষ্ট হয়ে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি এ সোমরস পান করে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি এর সাহচর্যে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন; পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে তোমার নিকট হতে উপকার লাভ করেছেন। ৩। হে মঘবা! আমরা কারও ত্বত্তুল্য মহিমা অবগত নই. তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য বা শ্লাঘ্য ধনও অবগত নহি। হে ইন্দ্র! কেউই তোমার মত সামর্থ্য দর্শন করেনি। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি যে বীর্যদ্বারা বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করেছ আমরা তোমার সে বীর্য অবগত আছি। বলিষ্ঠতম বরশিখের পুত্র বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত তোমার বজ্রের শব্দেই বিদীর্ণ হয়েছিল। ৫। ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যবর্তীর প্রতি অনুকূল হয়ে বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করেছেন। তিনি হরিয়ূপীয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখের পুত্র বৃচীবানের বংশধরদের বধ করেন, তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিত বরশিখের শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়েছিল। ৬। হে পুরুহূত! তোমার প্রতি হিংসা করণদ্বারা যশোলিপ্সু হয়ে যজ্ঞপাত্র ভঞ্জনকারী যব্যাবতীর নিকটে (১) সমবেত ত্রিংশৎশত বর্মধারী (২) বৃচীবৎ পুত্র এককালে নিধন প্রাপ্ত হয়েছিল। ৭। যাঁরা সমুজ্জ্বল, শোভন তৃণাভিলাষী, বার বার তৃণ লেহনকারী অশ্বগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে বিচরণ করে, সে ইন্দ্র সৃঞ্জয় নামক রাজার নিকট তুর্বশকে সমর্পণ করেছেন এবং বৃচীবৎগণকে দেবরাত বংশীয় অভ্যবর্তীর বশতাপন্ন করেছেন। ৮। হে অগ্নি! চয়মানের পুত্র, ঐশ্বর্যশালী সম্রাট অভ্যবর্তী আমাকে রথ ও রমণী সংকারে বিংশতি গোমিথুন প্রদান করেছেন। পৃথুর বংশধরের এ দান অক্ষয় অর্থাৎ কেউই এর বিলোপ করতে সমর্থ নয়।

টীকা ঃ ১ সায়ণ বলেন যব্যাবতী হরিয়ূপীয়ার আর একটি নাম। যে নদীতীরে এত যুদ্ধ হয়েছিল সে নদী কোথায়? ২। 'ত্রিংশৎ শতং বর্মিণং' এর অর্থ সায়ণ 'ত্রিংশৎ শতং' অর্থে একশত ত্রিশ করেছেন।

২৮ সূক্ত ॥ গো দেবতা, কিন্তু দ্বিতীয় ঋকের ও অষ্টম ঋকের কিয়দংশের ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আ গাবো অগ্মন্নুত ভদ্রমক্রন্ত্সীদন্তু গোষ্ঠে রণয়ন্ত্বস্মে।
প্রজাবতীঃ পুরুরূপা ইহ স্যুরিন্দ্রায় পূর্বীরুষসো দুহানাঃ ১

ইন্দ্রো যজ্বনে পৃণতে শিক্ষত্যুপেদ্দদাতি ন স্বং মুষায়তি।
ভূয়োভূয়ো রয়িমিদস্য বর্ধয়ন্নভিন্নে খিল্যে নি দধাতি দেবয়ুম্ ॥ ২
ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করো নাসামামিত্রো ব্যথিরা দধর্ষতি ॥ ২
দেবাংশ্চ যাভি র্যজতে দদাতি চ জ্যোগিত্তাভিঃ সচতে গোপতিঃ সহ ॥ ৩
ন তা অর্বা রেণুককাটো অশ্নুতে ন সংস্কৃতত্রমুপ যন্তি তা অভি।
উরুগায়মভয়ং তস্য তা অনু গাবো মর্তস্য বি চরন্তি যজ্বনঃ ॥ ৪
গাবো ভগো গাব ইন্দ্রো মে অচ্ছান্ গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ।
ইমা যা গাবঃ স জনাস ইন্দ্র ইচ্ছামীদ্ধৃদা মনসা চিদিন্দ্রম্ ॥ ৫
যূয়ং গাবো মেদয়থা কৃশং চিদশ্রীরং চিৎ কৃণুথা সুপ্রতীকম্।
ভদ্রং গৃহং কৃণুথ ভদ্রবাচো বৃহদ্বো বয় উচ্যতে সভাসু ॥ ৬
প্রজাবতীঃ সূযবসং রিশন্তীঃ শুদ্ধা অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ।
মা বঃ স্তেনঃ ঈশত মাঘশংসঃ পরি বো হেতী রুদ্রস্য বৃজ্যাঃ ॥ ৭
উপেদমুপপর্চনমাসু গোষূপ পৃচ্যতাম্।
উষা ঋষভস্য রেতস্যুপেন্দ্র তব বীর্যে ॥ ৮

অনুবাদ : ১। গোগণ যেন আমাদের গৃহে আগমন করে ও আমাদের কল্যাণ বিধান করে (১), তারা যেন আমাদের গোষ্ঠে উপবেশন করে ও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়। বিচিত্রবর্ণ ধেনুবৃন্দ যেন এ স্থানে সন্ততি সম্পন্ন হয়ে প্রত্যূষে ইন্দ্রের নিমিত্ত দুগ্ধপ্রদান করে। ২। ইন্দ্র যজমানের ও প্রীতিদায়ক স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ করেন। তিনি সর্বদা তাদের ধন প্রদান করেন এবং কখনও তাদের তোমার নিজ ধন হতে বঞ্চিত করেন না। তিনি নিরন্তর তাদের ধন বৃদ্ধি করে নিজ ভক্তদের দুর্ভেদ্য দুর্গে স্থাপন করেন। ৩। ধেনুগণ যেন বিনষ্ট না হয়। তস্করগণ যেন তাদের অপহরণ না করে। শত্রুসম্বন্ধীয় অস্ত্র সকল যেন তাদের উপর পতিত না হয়। যে সকল ধেনু দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়, যাগ সাধন সে গোবৃন্দের সঙ্গে গোস্বমী যেন কখনও বিযুক্ত না হন। ৪। রেণু সকলের উত্থাপনকারী সামরিক অশ্ব যেন তাদের নিকট উপস্থিত না হয়। তারা যেন যজ্ঞে বিশসনাদি অর্থাৎ বলিদানাদি সংস্কার প্রাপ্ত না হয়। যাগানুষ্ঠানকারী মনুষ্যের ধেনুগণ যেন নির্ভয় ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। ৫। গোগণ আমার ধনস্বরূপ। ইন্দ্র আমাকে গোসমূহ প্রদান করুন। ধেনুগণ হব্যশ্রেষ্ঠ সোমরসের ভক্ষণীয় প্রদান করুক। হে মনুষ্যগণ! এ সমস্ত ধেনুগণই সে ইন্দ্র, যাকে আমি হৃদয় ও মনের সাথে কামনা করি। ৬। হে ধেনুগণ! তোমরা আমাদের পুষ্টিবিধান কর। তোমরা ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রীযুক্ত কর। হে কল্যাণকর ধ্বনিসম্পন্ন ধেনুবৃন্দ! তোমরা আমাদের গৃহ সমৃদ্ধিসম্পন্ন কর। যজ্ঞসভায় তোমাদের প্রদত্ত প্রচুর অন্নই সম্যক রূপে কীর্তিত হয়। ৭। হে ধেনুগণ! তোমরা সন্ততিসম্পন্ন হও। শোভন শষ্পভক্ষণ ও সুগম সরোবরে জল পান কর। তস্কর যেন তোমাদের অধিপতি না হয় এবং হিংসক জন্তুও যেন তোমাদের আক্রমণ না করে এবং রুদ্রাস্ত্র যেন তোমাদের দূরে থাকে। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার বলাধানের নিমিত্ত ধেনুগণের পুষ্টি প্রার্থিত হোক এবং গোগণের গর্ভাধানকারী বৃষভের বল প্রার্থিত হোক।

টীকা : ১। সেকালে দুগ্ধদাত্রী গাভীই লোকের একটি প্রধান সম্পত্তি ছিল, সুতরাং ঋষিগণের বড় প্রিয় ছিল। এ সূক্তের ঋষি গোসমূহেরই স্তুতি করছেন, এবং ৫ ঋকে তাদের স্বয়ং ইন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। ৪ ঋকে গাভীর আহুতি দানের কথাও উল্লিখিত হয়েছে।

২৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ইন্দ্রং বো নরঃ সখ্যায় সেপুর্মহো যন্তঃ সুমতয়ে চকানাঃ ।
মহো হি দাতা বজ্রহস্তো অস্তি মহামু রণ্বমবসে যজধ্বম্ ॥ ১
আ যস্মিন্ হস্তে নর্যা মিমিক্ষুরা রথে হিরণ্যয়ে রথেষ্ঠাঃ ।
আ রশ্ময়ো গভস্ত্যোঃ স্থূরয়োরাধ্বন্নশ্বাসো বৃষণো যুজানাঃ ॥ ২
শ্রিয়ে তে পাদা দুব আ মিমিক্ষু ধৃষ্ণুর্বজ্রী শবসা দক্ষিণাবান্ ।
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বর্ণ নৃতাবিষিরো বভূথ ॥ ৩
স সোম আমিশ্লতমঃ সুতো ভূদ্ যস্মিন্ পক্তিঃ পচ্যতে সন্তি ধানাঃ ।
ইন্দ্রং নরঃ স্তুবন্তো ব্রহ্মকারা উক্থা শংসন্তো দেববাততমাঃ ॥ ৪
ন তে অন্তঃ শবসো ধায্যস্য বি তু বাবধে রোদসী মহিত্বা ।
আ তা সূরিঃ পৃণতি তূতুজানো যূথেবাপ্সু সমীজমান ঊতী ॥ ৫
এবেদিন্দ্রঃ সুহব ঋষ্বো অস্তূতী অনূতী হিরিশিপ্রঃ সত্বা ।
এবা হি জাতো অসমাত্যোজাঃ পুরূ চ বৃত্রা হনতি নি দস্যূন্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে যজমানগণ ! তোমাদের ঋত্বিকসমূহ অনুগ্রহার্থী হয়ে মহাস্তোত্র উচ্চারণপূর্বক বন্ধুত্বলাভের নিমিত্ত ইন্দ্রের পরিচর্যা করছেন। কারণ, বজ্রপাণি ইন্দ্র বিপুল ধন প্রদান করেন। অতএব রক্ষার্থে, রমণীয় ও মহান সে ইন্দ্রেরই যাগ কর। ২। যাঁর হস্তে মানবহিতকর ধন সঞ্চিত আছে ; যিনি সুবর্ণময় রথে আরূঢ় ; যাঁর বিশাল বাহুদ্বয়ে রশ্মি সকল নিয়মিত আছে ; যাঁকে রথে নিয়োজিত বলশালী অশ্বগণ অন্তরিক্ষ পথে বহন করে। ৩। হে ইন্দ্র ! ঐশ্বর্য লাভার্থে ভরদ্বাজ তোমার পাদদ্বয়ের পরিচর্যা করছেন, কারণ, তুমি বলদ্বারা শত্রুগণকে পরাজিত কর, বজ্র ধারণ কর এবং স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান কর। হে নেতা ! তুমি সকলের দর্শনার্থে মনোজ্ঞ ও সতত গমনশীল রূপ ধারণ করে সূর্যের ন্যায় পরিভ্রমণ কর। ৪। অভিষুত সোম যথোপযুক্তরূপে মিশ্রিত হয়েছে, এ অভিষুত হলে পাকযোগ্য পুরোডাশাদি পক্ক হয়, ধান হব্যার্থে সংস্কৃত হয় এবং ঋত্বিগগণ হব্য প্রদানপূর্বক ইন্দ্রের স্তুতি পাঠ ও প্রশংসা গান করতে করতে দেবগণের সন্নিকৃষ্ট হন। ৫। হে ইন্দ্র ! তোমার বলের সীমা নির্ধারিত হয় নি। স্বর্গ ও পৃথিবী এর মাহাত্ম্যে ভীত হয়েছে। গোপাল যেরূপ বারিদ্বারা গোযূথের তৃপ্তি সাধন করে, স্তবকারী সেরূপ সত্বর আগ্রহসহকারে হব্যদ্বারা যাগ করে তোমার বলের তৃপ্তি বিধান করে। ৬। হরিতনাসিক মহেন্দ্র যেন এরূপে অনায়াসে আমাদের আহ্বানযোগ্য হন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত বা অনুপস্থিত হোন, স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করেন ; অনুপম শক্তিমান সে ইন্দ্র যেন এরূপে প্রাদুর্ভূত হয়ে অসংখ্য প্রতিকূলাচারীদের ও দস্যুগণকে সংহার করেন।

৩০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ভূয় ইদ্বাবৃধে বীর্যায়* একো অজুর্যো দয়তে বসূনি ।
প্র রিরিচে দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যা অর্ধমিদস্য প্রতি রোদসী উভে ॥ ১
অধা মন্যে বৃহদসুর্যমস্য যানি দাধার নকিরা মিনাতি ।
দিবেদিবে সূর্যো দর্শতো ভূদ্ বি সদ্মান্যুর্বিয়া সুক্রতুর্ধাৎ ॥ ২
অদ্যা চিন্নূ চিত্তদপো নদীনাং যদাভ্যো অরদো গাতুমিন্দ্র ।
নি পর্বতা অদ্মসদো ন সেদুস্ত্বয়া দৃড়্হানি সুক্রতো রজাংসি ॥ ৩

সত্যমিত্তন্ন ত্বাবাঁ অন্যো অস্তীন্দ্র দেবো ন মর্ত্যো জ্যায়ান্ ।
অহন্নহিং পরিশয়ানমর্ণোঽবাসৃজো অপো অচ্ছা সমুদ্রম্ ॥ ৪
ত্বমপো বি দুরো বিষূচীরিন্দ্র দৃড়্হমরুজঃ পর্বতস্য ।
রাজাভবো জগতশ্চর্ষণীনাং সাকং সূর্যং জনয়ন্ দ্যামুষাসম্ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। ইন্দ্র পুনর্বার বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত প্রবৃদ্ধ হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ ও ক্ষয়রহিত ইন্দ্র স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করেন। ইন্দ্র স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করেন। ইন্দ্রের অর্ধভাগই স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ের সমকক্ষ। ২। সম্প্রতি আমি তাঁর মহৎ অসুর্য বলের স্তব করছি। তিনি যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করতে সংকল্প করেন, কেউ তা খণ্ডন করতে সমর্থ হয় না। তিনিই প্রত্যহ বৃত্রাসুরে সূর্যকে দৃষ্টি গোচর করেন। শোভন কার্যের অনুষ্ঠানকারী সে ইন্দ্র ত্রিভুবন বিস্তৃত করে রেখেছেন। ৩। হে ইন্দ্র! পূর্বকালের ন্যায় ইদানীন্তন সময়েও নদীসকলের বিমোচনরূপ তোমার কার্য বর্তমান আছে ; তা দিয়ে তুমি সে সমস্ত নদীর প্রবাহগমনার্থে পথ নিরূপিত করেছ। পর্বত সকল ভোজনার্থে উপবিষ্ট মনুষ্যগণের ন্যায় তোমার আজ্ঞাক্রমে নিশ্চলভাবে অবস্থান করছে। হে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! এ অখিল বিশ্ব তোমাকর্তৃক স্থিরীকৃত হয়েছে। ৪। হে ইন্দ্র! এ সম্পূর্ণ সত্য যে তোমার সমকক্ষ নেই। কি দেব, কি মনুষ্য, কেউই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। তুমি বারিরাশি নিরোধ করে শয়ান অহিকে সংহার করেছ এবং বারিরাশিকে সমুদ্রে পতিত হবার নিমিত্ত বিমুক্ত করেছ। ৫। তুমি নিরুদ্ধ বারিরাশিকে সর্বত্র প্রবাহিত হবার নিমিত্ত বিমুক্ত করেছ। তুমি মেঘের সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করেছ। তুমি সূর্য, আকাশ ও উষাকে প্রকাশিত করে জগতের অধিবাসীগণের উপর আধিপত্য করছ।

৩১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুহোত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, শক্করী ছন্দ।

অভূরেকো রয়িপতে রয়ীণামা হস্তয়োরধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ।
বি তোকে অপ্সু তনয়ে চ সূরেঽবোচন্ত চর্ষণয়ো বিবাচ ॥ ১
ত্বদ্ভিয়েন্দ্র পার্থিবানি বিশ্বাচ্যুতা চিচ্চ্যাবয়ন্তে রজাংসি।
দ্যাবাক্ষামা পর্বতাসো বনানি বিশ্বং দৃড়্হং ভয়তে অজ্মন্না তে ॥ ২
ত্বং কুৎসেনাভি শুষ্ণমিন্দ্রাশুষং যুধ্য কুয়বং গবিষ্টৌ।
দশ প্রপিত্বে অধ সূর্যস্য মুষায়শ্চক্রমবিবে রপাংসি ॥ ৩
ত্বং শতান্যব শম্বরস্য পুরো জঘন্থাপ্রতীনি দস্যোঃ।
অশিক্ষো যত্র শচ্যা শচীবো দিবোদাসায় সুন্বতে সুতক্রে ভরদ্বাজায় গৃণতে
বসূনি ॥ ৪
স সত্যসত্বন্মহতে রণায় রথমা তিষ্ঠ তুবিনৃম্ণ ভীমম্।
যাহি প্রপথিন্নবসোপ মদ্রিক্ প্র চ শ্রুত শ্রাবয় চর্ষণিভ্যঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে ধনাধিপতি ইন্দ্র! তুমি ধনের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। তুমি মনুষ্যগণকে নিজ বাহুদ্বয়ে ধারণ কর। পুত্র, শত্রুবিজয়ী পৌত্র ও বৃষ্টির জন্য মানুষ বিবিধ প্রকারে তোমার স্তব করে। ২। হে ইন্দ্র! মেঘ সকল, অন্তরিক্ষোদ্ভব বারিরাশি পতনযোগ্য না হলেও বর্ষণ করে। স্বর্গ, পৃথিবী, পর্বত সকল, বৃক্ষসমূহ এবং এ অখিল স্থাবর জগৎ তোমার আগমনে ভীত হয়। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের সাথে প্রবল শুষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ। রণে কুয়বকে বধ করেছ।

সংগ্রামে সূর্যের রথচক্র হরণ করেছ এবং পাপকারীদের দূরীভূত করেছ। ৪। তুমি দস্যু শম্বরের একশত দুর্ভেদ্য নগর উচ্ছিন্ন করেছ। হে প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অভিষুত সোমদ্বারা ক্রীত ইন্দ্র! সেকালে তুমি বদান্যতানিবন্ধন হব্যপ্রদাতা দিবোদাস এবং স্তবকারী ভরদ্বাজকে ধন প্রদান করেছিলে। ৫। প্রকৃত বীরগণের অগ্রণী, অতুলৈশ্বর্যশালী ইন্দ্র! তুমি তুমুল সংগ্রামের নিমিত্ত নিজ ভীষণ রথে আরোহণ কর। হে প্রকৃষ্ট পথগামী ইন্দ্র! তুমি রক্ষাসহকারে মদভিমুখে এস। হে সুপ্রসিদ্ধ! তুমি জনসমাজে আমাদের প্রসিদ্ধ কর।

৩২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুহোত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অপূর্ব্যা পুরুতমান্যস্মৈ মহে বীরায় তবসে তুরায়।
বিরপ্শিনে বজ্রিণে শন্তমানি বচাংস্যাসা স্থবিরায় তক্ষম্ ॥ ১
স মাতরা সূর্যেণা কবীনামবাসয়দ্ রুজদদ্রিং গৃণানঃ।
স্বাধীভি ঋক্কভি র্বাবশান উদুস্রিয়াণামসৃজন্নিদানম্ ॥ ২
স বহ্নিভি ঋক্কভি র্গোষু শশ্বন্মিতজ্ঞুভিঃ পুরুকৃত্বা জিগায়।
পুরঃ পুরোহা সখিভিঃ সখীয়ন্ দৃঢ়্হা রুরোজ কবিভিঃ কবিঃ সন্ ॥ ৩
স নীব্যাভি র্জরিতারমচ্ছা মহো বাজেভির্মহদ্ভিশ্চ শুষ্মৈঃ।
পুরুবীরাভি র্বৃষভ ক্ষিতীনামা গির্বণঃ সুবিতায় প্র যাহি ॥ ৪
স সর্গেণ শবসা তক্তো অত্যৈরপ ইন্দ্রো দক্ষিণতস্তুরাষাট্।
ইত্থা সৃজানা অনপাবৃদর্থং দিবেদিবে বিবিষুরপ্রমৃষ্যম্ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। আমি বলশালী, বীর, শক্তিমান, বেগসম্পন্ন, সম্যকরূপে স্তবার্হ, প্রাচীন বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত মুখদ্বারা অপূর্ব, সুবিস্তীর্ণ, সুখদায়ক স্তোত্র রচনা করেছি। ২। তিনি মেধাবী অঙ্গিরাগণের জন্য জননীস্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীকে সূর্যদ্বারা প্রকাশিত করেছেন এবং তাঁদের দ্বারা স্তূয়মান হয়ে পর্বতকে চূর্ণ করেছেন এবং ধ্যানপরায়ণ স্তোতৃবর্গ অঙ্গিরাগণ কর্তৃক বার বার প্রার্থিত হয়ে ধেনুগণের বন্ধন মোচন করেছেন। ৩। বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধেনুগণের উদ্ধারের জন্য জালপাতনপূর্বক নিরন্তর হব্যপ্রদানকারী স্তোতৃবর্গ অঙ্গিরাগণের সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরাজিত করেছেন। মিত্রভূত, মেধাবী অঙ্গিরাগণের সাথে মিত্রাভিলাষী ও দূরদর্শী হয়ে সে পুরন্দর দৃঢ় পুরীসকল ধ্বংস করেছেন। ৪। হে অভীষ্ট-পূরক, স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র! তুমি প্রচুর অন্ন, প্রকৃষ্ট বল ও বহু বৎসবতী যুবতী বড়বাদ্বারা তোমার স্তবকারীকে, মনুষ্যগণের মধ্যে সুখী করবার নিমিত্ত তদভিমুখে এস। ৫। স্বভাবতঃ তেজস্বী অশ্বগণের অধিপতি তুরাষাট দক্ষিণ হতে (১) বারিরাশিকে বিমুক্ত করেন, এরূপে বিসৃষ্ট বারিসমূহ সে ক্ষোভশূন্য গন্তব্য স্থানে (সমুদ্রে) প্রত্যহ ব্যাপ্ত হয়ে পতিত হয়, যা হতে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়।

টীকা : ১। 'অপঃ দক্ষিণতঃ'। সায়ণ এর অর্থ করেছেন সূর্যের দক্ষিণায়নের সময়ে বারিরাশি বিমুক্ত করেন। ভারতবর্ষে দক্ষিণায়নের সময়েই বর্ষা আরম্ভ হয়।

৩৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শুনহোত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

য ওজিষ্ঠ ইন্দ্র তং সু নো দা মদো বৃষন্ত্স্বভিষ্টি র্দাস্বান্।
সৌবশ্ব্যং যো বনবৎ স্বশ্বো বৃত্রা সমৎসু সাসহদমিত্রান্ ॥ ১
ত্বাং হীন্দ্রাবসে বিবাচো হবন্তে চর্ষণয়ঃ শূরসাতৌ।
ত্বং বিপ্রেভির্বি পণীঁরশায়স্ত্বোত ইৎ সনিতা বাজমর্বা ॥ ২

ত্বং তাঁ ইন্দ্রোভয়াঁ অমিত্রান্দাসা বৃত্রাণ্যার্যা চ শূর।
বধীর্বনেব সুধিতেভিরৎকৈরা পৃৎসু দর্ষি নৃণাং নৃতম ॥ ৩
স ত্বং ন ইন্দ্রাকবাভিরূতী সখা বিশ্বায়ুরবিতা বৃধে ভূঃ।
স্বর্ষাতা যদ্ধ্বয়ামসি ত্বা যুধ্যন্তো নেমধিতা পৃৎসু শূর ॥ ৪
নূনং ন ইন্দ্রাপরায় চ স্যা ভবা মৃলীক উত নো অভিষ্টৌ।
ইত্থা গৃণন্তো মহিনস্য শর্মন্দিবি ষ্যাম পার্যে গোষতমাঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে কামপূরক ইন্দ্র! তুমি আমাদের বলবত্তম, আনন্দবিধায়ক, শোভন যজ্ঞকারী ও হব্য প্রদানকারী একটি পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র উৎকৃষ্ট অশ্বে আরূঢ় হয়ে সংগ্রামে উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ ও প্রতিকূলাচারী শত্রুগণকে পরাভূত করবে। ২। হে ইন্দ্র! বিবিধ বাকশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যগণ যুদ্ধে রক্ষণার্থে তোমাকে আহ্বান করে। তুমি মেধাবী অঙ্গিরাগণের সাথে পণিগণকে সংহার করেছ। উপাসক তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়ে অন্নলাভ করে। ৩। হে বীর ইন্দ্র! তুমি কি দস্যু, কি আর্য, উভয়বিধ শত্রুই সংহার করেছ। হে নেতৃশ্রেষ্ঠ! কাষ্ঠচ্ছেদক যেরূপ বৃক্ষসকল ছেদন করে সেরূপ তুমি সংগ্রামে সুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহদ্বারা শত্রুগণকে বিদারিত কর। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি সর্বত্র অপ্রতিহতগতি। তুমি অনিন্দ্য রক্ষাসহকারে আমাদের সমৃদ্ধি বিধানার্থে রক্ষক ও বন্ধু হও। আমরা কতিপয় পুরুষ সমন্বিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে ধনলাভার্থে তোমাকে আহ্বান করি। ৫। ফলতঃ হে ইন্দ্র! তুমি সম্প্রতি এবং অন্য সময়ে আমাদের হয়ো। আমাদের অবস্থানুসারে সুখপ্রদাতা হও। তুমি ঐশ্বর্যশালী, এরূপে প্রত্যূষে তোমার স্তব ও উপাসনা করে আমরা যেন তোমার প্রদত্ত সমুজ্জ্বল ও অসীম সুখে অবস্থান করি।

৩৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সং চ ত্বে জগ্মুর্গির ইন্দ্র পূর্বীর্বি চ ত্বদ্ যন্তি বিভ্বো মনীষাঃ।
পুরা নূনং চ স্তুতয় ঋষীণাং পস্পৃধ্র ইন্দ্রে অধ্যুকথার্কা ॥ ১
পুরুহূতো যঃ পুরুগূর্ত ঋভ্বাঁ একঃ পুরুপ্রশস্তো অস্তি যজ্ঞৈঃ।
রথো ন মহে শবসে যুজানোঽস্মাভিরিন্দ্রো অনুমাদ্যো ভূৎ ॥ ২
ন যং হিংসন্তি ধীতয়ো ন বাণীরিন্দ্রং নক্ষন্তীদভি বর্ধয়ন্তীঃ।
যদি স্তোতারঃ শতং যৎ সহস্রং গৃণন্তি গির্বণসং শং তদস্মৈ ॥ ৩
অস্মা এতদ্দিব্যর্চেব মাসা মিমিক্ষ ইন্দ্রে ন্যয়ামি সোমঃ।
জনং ন ধন্বন্নভি সং যদাপঃ সত্রা বাবৃধুর্হবনানি যজ্ঞৈঃ ॥ ৪
অস্মা এতন্মহ্যাঙ্গূষমস্মা ইন্দ্রায় স্তোত্রং মতিভিরবাচি।
অসদ্ যথা মহতি বৃত্রতূর্য ইন্দ্রো বিশ্বায়ুরবিতা বৃধশ্চ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! অসংখ্য স্তোত্র তোমাতে সঙ্গত হয়। তোমা হতে স্তোতৃবর্গের পর্যাপ্ত প্রশংসা নির্গত হয়। পূর্বকালে ও ইদানীন্তন সময়ে ঋষিগণের স্তোত্র, উপাসনা ও মন্ত্র সকল ইন্দ্রের পূজা বিষয়ে পরস্পর স্পর্ধা করে। ২। আমরা যেন সর্বদা সে ইন্দ্রকে প্রসন্ন করি; তিনি বহুলোকের বন্দনীয়, বহুলোককর্তৃক প্রবোধিত, মহান্, অদ্বিতীয় এবং যজমানগণ কর্তৃক সম্যকরূপে স্তুত হয়েন। আমরা যেন মহৎ বল লাভ করিবার নিমিত্ত রথের ন্যায় সে ইন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হয়ে সর্বদা তাঁর স্তব করি। ৩। সমৃদ্ধিবিধায়ক সমুদয় স্তোত্র সে ইন্দ্রের অভিমুখে যায়। কর্ম ও স্তুতি সকল তাঁর কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করে না, কারণ শত সহস্র স্তবকারী স্তুতিভাজন সে ইন্দ্রের স্তব করে প্রীতি উৎপাদন করে। ৪। যাগদিনে স্তোত্রবৎ

পূজা সহকারে প্রদত্ত হবার জন্য ইন্দ্রের নিমিত্ত মিশ্রিত সোমরস প্রস্তুত হয়েছে। মরুভূমিতে জল যেরূপ মনুষ্যকে পোষণ করে, সেরূপ স্তোত্রসকল হব্যসহকারে তাঁকে বর্ধিত করে। ৫। সর্বব্যাপী ইন্দ্র মহা সংগ্রামে আমাদের রক্ষক ও সমৃদ্ধি বিধায়ক হবেন বলে স্তোতৃবর্গ কর্তৃক এ স্তোত্র আগ্রহ সহকারে ইন্দ্রের প্রতি উক্ত হয়েছে।

৩৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। নর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কদা ভুবন্ রথক্ষয়াণি ব্রহ্ম কদা স্তোত্রে সহস্রপোষ্যং দাঃ।
কদা স্তোমং বাসয়োঽস্য রায়া কদা ধিয়ঃ করসি বাজরত্নাঃ ॥ ১
কর্হি স্বিত্তদিন্দ্র যন্নৃভির্নন্ বীরৈ বীরান্ নীলয়াসে জয়াজীন্।
ত্রিধাতু গা অধি জয়াসি গোষ্বিন্দ্র দ্যুম্নং স্বর্বদ্ধেহ্যস্মে ॥ ২
কর্হি স্বিত্তদিন্দ্র যজ্জরিত্রে বিশ্বপ্সু ব্রহ্ম কৃণবঃ শবিষ্ঠ।
কদা ধিয়ো ন নিযুতো যুবাসে কদা গোমঘা হবনানি গচ্ছাঃ ॥ ৩
স গোমঘা জরিত্রে অশ্বশ্চন্দ্রা বাজশ্রবসো অধি ধেহি পৃক্ষঃ।
পীপিহীষঃ সুদুঘামিন্দ্র ধেনুং ভরদ্বাজেষু সুরুচো রুরুচ্যাঃ ॥ ৪
তমা নূনং বৃজনমন্যথা চিচ্ছূরো যচ্ছক্র বি দুরো গৃণীষে।
মা নিররং শুক্রদুঘস্য ধেনোরাঙ্গিরসান্ ব্রহ্মণা বিপ্র জিন্ব ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! আমার স্তোত্র সকল কবে রথারূঢ় তোমার নিকট উপস্থিত হবে? কবে তুমি তোমার উপাসক আমাকে সহস্র পুরুষ পোষণ করবার উপায় প্রদান করবে? কবে তুমি এ স্তবকারী আমার স্তোত্র ধনদ্বারা পুরস্কৃত করবে? কবেই বা তুমি যজ্ঞীয় কার্যে সকলকে অন্নোৎপাদক করবে? ২। হে ইন্দ্র! কবে তুমি আমার পুরুষের সাথে শত্রুদের পুরুষ ও আমার পুত্রগণের সাথে শত্রুগণের পুত্রদের মিলিত করবে? কবে আমাদের জন্য যুদ্ধ জয় করবে? কবে তুমি শত্রু হতে ক্ষীর, দধি, ঘৃতরূপ ত্রিবিধ খাদ্যোৎপাদিকা গাভী সকল জয় করবে? হে ইন্দ্র! কবেই বা তুমি আমাদের বিস্তৃত ধন প্রদান করবে? ৩। হে বলবত্তম ইন্দ্র! কবে তুমি তোমার স্তবকারীকে বিবিধ অন্ন প্রদান করবে? কবে তুমি আত্মাতে যাগ ও স্তোত্র সমর্পিত করবে? কবেই বা তুমি স্তোত্র সকলকে ধেনুগণের উৎপাদক করবে? ৪। হে ইন্দ্র! তুমি তোমার স্তবকারীকে ধেনুগণের উৎপাদক অশ্বগণ দ্বারা প্রীতিবিধায়ক ও বলদ্বারা প্রসিদ্ধ অন্ন প্রদান কর। তুমি অন্নসকল ও অনায়াসে দোহনযোগ্য গাভীসমূহকে পরিতুষ্ট কর এবং যাতে তৎসমুদয় দীপ্তিসম্পন্ন হয়, তুমি তা বিধান কর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের শত্রুকে অন্যপথে অর্থাৎ মৃত্যুপথে পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র! তুমি শক্তিমান, বীর ও শত্রুনিহন্তা বলে আমরা তোমার স্তব করি। তুমি বিশুদ্ধ বস্তু প্রদানকারী, আমি যেন তোমার স্তোত্র উচ্চারণে বিরত না হই! হে প্রাজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি অঙ্গিরাগণকে অন্নদ্বারা প্রীত কর।

৩৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। নর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সত্রা মদাসস্তব বিশ্বজন্যাঃ সত্রা রায়োঽধ যে পার্থিবাসঃ।
সত্রা বাজানামভবো বিভক্তা যদ্দেবেষু ধারয়থা অসুর্যম্ ॥ ১
অনু প্র যেজে জন ওজো অস্য সত্রা দধিরে অনু বীর্যায়।
স্যূমগৃভে দুধয়েঽর্বতে চ ক্রতুং বৃঞ্জন্ত্যপি বৃত্রহত্যে ॥ ২

তং সধ্রীচীরূতয়ো বৃষ্ণ্যানি পৌংস্যানি নিযুতঃ সশ্চুরিন্দ্রম্ ।
সমুদ্রং ন সিন্ধব উক্থশুষ্মা উরুব্যচসং গির আ বিশন্তি ॥ ৩
স রায়স্খামুপ সৃজা গৃণানঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য ত্বমিন্দ্র বস্বঃ ।
পতি র্বভূথাসমো জনানামেকো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ॥ ৪
স তু শ্রুধি শ্রুত্যা যো দুবোযু র্দ্যৌর্ন ভূমাভি রায়ো অর্যঃ ।
অসো যথা নঃ শবসা চকানো যুগেযুগে বয়সা চেকিতানঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! সোমপানজনিত তোমার হর্ষ যথার্থই সমস্ত লোকের হিতকর। ত্রিভুবন স্থিত তোমার ধনসমূহ যথার্থই সমস্ত লোকের হিতকর। তুমি যথার্থই অন্নদাতা ; কারণ তুমি দেবগণের মধ্যে বল ধারণ কর। ২। যজমান বিশিষ্টরূপে এ ইন্দ্রের বলের পূজা করেন ও বীরত্বের নিমিত্ত তাঁরই উপর নির্ভর করেন এবং অবিচ্ছিন্ন শত্রুশ্রেণীর নিরোধকারী, হিংসাকারী ও আক্রমণকারী ইন্দ্র বৃত্র সংহার করবেন বলে তাঁর পরিচর্যা করেন। ৩। সমবেত মরুৎগণ বীরত্ব, বল ও রথে নিযুজ্যমান অশ্বগণ সে ইন্দ্রের পরিচর্যা করে। নদী সকল যেরূপ সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেরূপ উপাসনারূপ শক্তি সমন্বিত স্তুতি সকল বিশ্বব্যাপী সে ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হয়। ৪। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার স্তব করছি, তুমি বহু-লোকের আনন্দজনক ও গৃহদায়ক ঐশ্বর্যের স্রোত প্রবাহিত কর। কারণ তুমি অখিল লোকের অনুপম অধিপতি এবং সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। ৫। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদের সেবাভিলাষী হয়ে সূর্যের ন্যায় আমাদের শত্রুগণের বিপুল ধন জয় কর। তুমি শীঘ্র শ্রবণযোগ্য স্তোত্র সকল শ্রবণ কর, তুমি বলসম্পন্ন, প্রতি যুগে স্তূয়মান ও হব্যরূপ অন্নদ্বারা সম্যকরূপে জ্ঞায়মান হয়ে আমাদের নিকট যেরূপ ছিলে সেরূপই থাক।

৩৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অর্বাগ্রথং বিশ্ববারং ত উগ্রেন্দ্র যুক্তাসো হরয়ো বহন্তু ।
কীরিশ্চিদ্ধি ত্বা হবতে স্বর্বানৃধীমহি সধমাদস্তে অদ্য ॥ ১
প্রো দ্রোণে হরয়ঃ কর্মাগ্মন্ পুনানাস ঋজ্যন্তো অভূবন্ ।
ইন্দ্রো নো অস্য পূর্ব্যঃ পপীয়াদ্দ্যুক্ষো মদস্য সোম্যস্য রাজা ॥ ২
আসস্রাণাসঃ শবসানমচ্ছেন্দ্রং সুচক্রে রথ্যাসো অশ্বাঃ ।
অভি শ্রব ঋজ্যন্তো বহেয়ুর্নূ চিন্নু বায়োরমৃতং বি দস্যেৎ ॥ ৩
বরিষ্ঠো অস্য দক্ষিণামিয়র্তীন্দ্রো মঘোনাং তুবিকূর্মিতমঃ ।
যয়া বজ্রিবঃ পরিয়াস্যংহো মঘা চ ধৃষ্ণো দয়সে বি সূরীন্ ॥ ৪
ইন্দ্রো বাজস্য স্থবিরস্য দাতেন্দ্রো গীর্ভির্বর্ধতাং বৃদ্ধমহাঃ ।
ইন্দ্রো বৃত্রং হনিষ্ঠো অস্তু সত্বাহতা সূরিঃ পৃণাতি তূতুজানঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র ! তোমার রথনিযোজিত অশ্বগণ আমাদের সম্মুখে তোমার বিশ্ববন্দনীয় রথ আনুক, কারণ ত্বদেকাগ্রচিত্ত স্তোতা ভরদ্বাজ তোমাকে আহ্বান করছে। অদ্য যেন আমরা তোমার সাথে উল্লসিত হয়ে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হই। ২। হরিতবর্ণ সোমরস আমাদের যজ্ঞে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পূত হয়ে সরলভাবে কলস মধ্যে প্রবেশ করছে। পুরাতন, দীপ্তিসম্পন্ন, মত্ততাবিধায়ক সোমরসের অধীশ্বর ইন্দ্র যেন আমাদের এ সোমরস পান করেন। ৩। সর্বত্র গমনশীল, সরলগতি রথযোজিত অশ্বগণ বলশালী ইন্দ্রকে দৃঢ়চক্র রথে স্বরে যেন আমাদের যজ্ঞে আনে। অমৃতময় সোমরস যেন বায়ুতে শুষ্ক না হয়। ৪। নিরতিশয়

বলশালী, বিবিধ মহৎকার্যের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধনসম্পন্নগণের মধ্যে এ যজমানকে দক্ষিণা প্রেরণ করেন। হে বজ্রধর ! তুমি তা দিয়ে পাপ নাশ কর, হে শত্রুবিজয়ী ! তা দিয়ে তুমি ধনরাশি ও স্তবকারী পুত্র সকলও প্রদান কর। ৫। ইন্দ্র স্থিতিশীল খাদ্য প্রদান করুন। সমধিক তেজঃসম্পন্ন ইন্দ্র আমাদের স্তুতিদ্বারা বর্ধিত হোন। শত্রু নিহন্তা ইন্দ্র বিশিষ্টরূপে বৃত্র সংহার করুন। উত্তেজক সে ইন্দ্র ত্বরান্বিত হয়ে আমাদের সে সমস্ত ধন প্রদান করুন।

৩৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অপাদিত উদু নশ্চিত্রতমো মহীং ভর্ষদ্দ্যুমতীমিন্দ্রহূতিম্।
পন্যসীং ধীতিং দৈব্যস্য যামঞ্জনস্য রাতিং বনতে সুদানুঃ ॥ ১
দূরাচ্চিদা বসতো অস্য কর্ণা ঘোষাদিন্দ্রস্য তন্যতি ব্রুবাণঃ।
এয়মেনং দেবহূতি র্ববৃত্যান্মদ্র্যাগিন্দ্রমিয়মৃচ্যমানা ॥ ২
তং বো ধিয়া পরময়া পুরাজামজরমিন্দ্রমভ্যনূষ্যর্কৈঃ।
ব্রহ্মা চ গিরো দধিরে সমস্মিন্ মহাংশ্চ স্তোমো অধি বর্ধদিন্দ্রে ॥ ৩
বর্ধাদ্ যং যজ্ঞ উত সোম ইন্দ্রং বর্ধাদ্ ব্রহ্ম গির উক্থা চ মন্ম।
বর্ধাহৈনমুষসো যামন্নক্তো র্বর্ধান্মাসাঃ শরদো দ্যাব ইন্দ্রম্ ॥ ৪
এবা জজ্ঞানং সহসে অসামি বাবৃধানং রাধসে চ শ্রুতায়।
মহামুগ্রমবসে বিপ্র নূনমা বিবাসেম বৃত্রতূর্যেষু ॥ ৫

অনুবাদ : ১। বিচিত্রতম সে ইন্দ্র আমাদের পানপাত্র হতে সোমরস পান করুন। তিনি যেন মহৎ ও সমুজ্জ্বল আহ্বান স্বীকার করেন। বদান্য ইন্দ্র যেন ধার্মিক যজমানের যজ্ঞে প্রশংসনীয় পরিচর্যা ও হব্য গ্রহণ করেন। ২। ইন্দ্র দূরে দেশে অবস্থিত হলেও ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ উপস্থিত হবে, এ অভিপ্রায়ে স্তবকারী উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করেন। ইন্দ্রের আহ্বান রূপ এ স্তোত্র যেন স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়ে ইন্দ্রকে আমার অভিমুখে আনে। ৩। তুমি প্রাচীন ও ক্ষয়রহিত, আমি উৎকৃষ্টতম স্তুতি ও হব্যদ্বারা তোমার স্তব করছি। কারণ এ ইন্দ্রে হব্যরূপ অন্ন ও স্তোত্র সকল নিহিত থাকে, মহাস্তোত্র তার উদ্দেশে উচ্চারিত হলে বর্ধিত হয়। ৪। যাঁকে যজ্ঞ ও সোমরস বর্ধিত করে, যাঁকে হব্য, স্তুতি, উপসনা ও পূজা বর্ধিত করে, যাঁকে দিবা ও রাত্রির গতি বর্ধিত করে, যাঁকে মাস, বৎসর ও দিন সকল বর্ধিত করে। ৫। হে মেধাবী ইন্দ্র ! তুমি এরূপে প্রাদুর্ভূত, সমৃদ্ধ, বলশালী ও প্রচণ্ড, আমরা যেন অদ্য ধন, কীর্তি, রক্ষা শত্রুবিনাশের জন্য তোমাকে প্রসন্ন করি।

৩৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা ॥ ভরদ্বাজ ঋষি ॥ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মন্দ্রস্য কবে র্দিব্যস্য বহ্নে র্বিপ্রমন্মনো বচনস্য মধ্বঃ।
অপা নস্তস্য সচনস্য দেবেষো যুবস্ব গৃণতে গোঅগ্রাঃ ॥ ১
অয়মুশানঃ পর্যদ্রিমুস্রা ঋতধীতিভি র্ঋতযুগ্যুজানঃ।
রুজদরুগ্ণং বি বলস্য সানুং পণীঁর্বচোভিরভি যোধদিন্দ্রঃ ॥ ২
অয়ং দ্যোতয়দদ্যুতো ব্যক্তূন্দোষা বস্তোঃ শরদ ইন্দুরিন্দ্র।
ইমং কেতুমদধুর্নূ চিদহ্নাং শুচিজন্মন উষসশ্চকার ॥ ৩
অয়ং রোচয়দরুচো রুচানোঽয়ং বাসয়দ্ব্যৃতেন পূর্বীঃ।
অয়মীয়ত ঋতযুগ্ভিরশ্বৈঃ স্বর্বিদা নাভিনা চর্ষণিপ্রাঃ ॥ ৪

নূ গৃণানো গৃণতে প্রত্ন রাজন্নিষঃ পিন্ব বসুদেয়ায় পূর্বীঃ।
অপ ওষধীরবিষা বনানি গা অর্বতো নৄনৃচসে রিরীহি ॥ ৫

অনুবাদ: হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের সে সোমরস পান কর। এ মদকর, বিক্রান্ত, স্বর্গীয়, প্রাজ্ঞসম্মত, ফলোপধায়ক, সুপ্রসিদ্ধ ও সেবনীয়। হে দেব! তুমি আমাদের গোপ্রমুখ অন্ন দান কর। ২। এ ইন্দ্র পর্বত মধ্যে গুপ্তভাবে স্থাপিত গোগণের উদ্ধারার্থী হয়ে যাগানুষ্ঠানকারী অঙ্গিরাগণের সাথে মিলিত ও তাদের সত্যভূত স্তোত্রদ্বারা উত্তেজিত হয়ে বলের দুর্ভেদ্য পর্বত ভগ্ন ও পণিগণকে তর্জনদ্বারা অভিভূত করেছিলেন। ৩। হে ইন্দ্র! এ সোম দীপ্তিরহিত রাত্রি, দিবস এবং বৎসর সকলকে দীপ্ত করেছে। পূর্বকালে দেবগণ এ সোমকে দিবসের কেতুস্বরূপ সংস্থাপন করেছিলেন এবং এ সোম নিজ দীপ্তিদ্বারা উষা সকলকে আলোকিত করেছে। ৪। এ ইন্দ্র সূর্যরূপে দীপ্ত হয়ে দীপ্তিহীন স্থান সকল প্রকাশিত করেছেন এবং সর্বত্র গমনশীল দীপ্তিদ্বারা উষানমূহের তমোনাশ করেন। মনুষ্যদের অভীষ্টপূরক এ ইন্দ্র স্তোত্রদ্বারা যুজ্যমান অশ্বগণ দ্বারা আকৃষ্ট, ধনপূর্ণ রথে আরূঢ় হয়ে গমন করেন। ৫। হে প্রাচীন, দীপ্তিমান ইন্দ্র! তুমি স্তূয়মান-হয়ে ধন প্রদানযোগ্য স্তবকারীকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। তুমি স্তোতাকে জল, ওষধি, বিষরহিত বৃক্ষসমূহ, ধেনু অশ্ব ও মনুষ্য প্রদান কর।

৪০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্র পিব তুভ্যং সুতো মদায়াব স্য হরী বি মুচা সখায়া।
উত প্র গায় গণ আ নিষদ্যাথা যজ্ঞায় গৃণতে বয়ো ধাঃ ॥ ১
অস্য পিব যস্য জজ্ঞান ইন্দ্র মদায় ক্রত্বে অপিবো বিরপ্শিন্।
তমু তে গাবো নর আপো অদ্রিরিন্দুং সমহ্যন্ পীতয়ে সমস্মৈ ॥ ২
সমিদ্ধে অগ্নৌ সুত ইন্দ্র সোম আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বহিষ্ঠাঃ।
ত্বায়তা মনসা জোহবীমীন্দ্রা যাহি সুবিতায় মহে নঃ ॥ ৩
আ যাহি শশ্বদুশতা যয়াথেন্দ্র মহা মনসা সোমপেয়ম্।
উপ ব্রহ্মাণি শৃণব ইমা নোহথা তে যজ্ঞস্তন্বে বয়ো ধাৎ ॥ ৪
যদিন্দ্র দিবি পার্যে যদৃধগ্যদ্বা স্বে সদনে যত্র বাসি।
অতো নো যজ্ঞমবসে নিযুত্বান্ৎসজোষাঃ পাহি গির্বণো মরুদ্ভিঃ ॥ ৫

অনুবাদ: ১। হে ইন্দ্র! তোমার মদবিধানার্থে যে সোম অভিষুত হয়েছে, তা তুমি পান কর। তোমার মিত্রভূত অশ্বদ্বয়কে সংযত কর। রথ হতে তাদের বিমুক্ত কর। স্তোতৃবর্গের মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে আমাদের কৃত স্তোত্রোচ্চারণে যোগ দাও। স্তবকারী যজমানকে অন্ন প্রদান কর। ২। হে মহেন্দ্র! তুমি উল্লাস ও বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ মাত্রেই যে সোম পান করেছিলে, সে সোম পান কর। গোগণ, ঋত্বিগ্বর্গ বারিরাশি ও পাষাণ সকলে তোমার পানার্থে এ সোম প্রস্তুত করতে সমবেত হয়। ৩। হে ইন্দ্র! অগ্নি প্রজ্বলিত ও সোমরস অভিষুত হয়েছে। বহনসমর্থ তোমার অশ্বগণ এ যজ্ঞে তোমাকে আনুক। আমি ত্বদেকাগ্রচিত্ত হয়ে তোমাকে আহ্বান করছি। তুমি আমাদের মহাসমৃদ্ধির নিমিত্ত এস। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি বহুবার সোমপানার্থে যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছ, অতএব তুমি সম্প্রতি সোমপানেচ্ছু, মহৎ অন্তঃকরণের সাথে এ যজ্ঞে আগমন কর। আমাদের এ সমস্ত স্তোত্র শোন। তোমার দেহের পুষ্টি বিধানার্থে যজমান যেন তোমাকে অন্ন প্রদান করে। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি দূরস্থিত স্বর্গে বা অন্য কোন স্থানে বা নিজগৃহে, অথবা যে

কোন স্থানে অবস্থান কর, তুমি স্তুতিভাজন, ও অশ্বগণের অধিপতি, তুমি তথা হতে মরুৎগণের সাথে প্রীত হয়ে আমাদের রক্ষা করবার নিমিত্ত আমাদের যজ্ঞ রক্ষা কর।

৪১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অহেলমান উপ যাহি যজ্ঞং তুভ্যং পবন্ত ইন্দবঃ সুতাসঃ।
গাবো নবজ্রিন্ত্স্বমোকো অচ্ছেন্দ্রা গহি প্রথমো যজ্ঞিয়ানাম্ ॥ ১
যা তে কাকুৎসুকৃতা যা বরিষ্ঠা যয়া শশ্বৎ পিবসি মধ্ব ঊর্মিম্।
তয়া পাহি প্র তে অধ্বর্যুরস্থাৎ সং তে বজ্রো বর্ততামিন্দ্র গব্যুঃ ॥ ২
এষ দ্রপ্সো বৃষভো বিশ্বরূপ ইন্দ্রায় বৃষ্ণে সমকারি সোমঃ।
এতং পিব হরিবঃ স্থাতরুগ্র যস্যেশিষে প্রদিবি যস্তে অন্নম্ ॥ ৩
সুতঃ সোমো অসুতাদিন্দ্র বস্যানয়ং শ্রেয়াঞ্চিকিতুষে রণায়।
এতং তিতির্ব উপ যাহি যজ্ঞং তেন বিশ্বাস্তবিষীরা পৃণস্ব ॥ ৪
হ্বয়ামসি ত্বেন্দ্র যাহ্যর্বাঙরং তে সোমস্তন্বে ভবাতি।
শতক্রতো মাদয়স্বা সুতেষু প্রাস্মাঁ অব পৃতনাসু প্র বিক্ষু ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! তুমি ক্রোধ বিরহিত হয়ে আমাদের যজ্ঞে আগমন কর, কারণ তোমার জন্য পবিত্র সোমরস অভিষুত হয়েছে। হে বজ্রধর! ধেনুগণ যেরূপ গোষ্ঠে গমন করে, সেরূপ সোমরস কলস মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আগমন কর, তুমি যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে প্রধান। ২। হে ইন্দ্র! তুমি সুনির্মিত ও সুবিস্তীর্ণ যে জিহ্বাদ্বারা নিরন্তর সোমরস পান কর, সে জিহ্বা দ্বারা আমার প্রদত্ত সোমরস পান কর। ঋত্বিক সোমরস গ্রহণ করে তোমার অগ্রে দণ্ডায়মান আছে। হে ইন্দ্র! শত্রুসম্বন্ধীয় গো গণকে আত্মসাৎ করতে অভিলাষী তোমার বজ্র শত্রুগণকে সংহার করুক। ৩। দ্রবীভূত অভীষ্টবর্ষী, বিভিন্ন মূর্তি এ সোম অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের নিমিত্ত সংস্কৃত হয়েছে। হে অশ্বগণের অধিপতি সকলের শাসনকারী প্রচণ্ড বলসম্পন্ন ইন্দ্র! বহুকাল হতে তুমি যার উপর প্রভুত্ব করছ এবং যা তোমার অন্নরূপে কল্পিত হয়েছে, তুমি সে এ সোমরস পান কর। ৪। হে ইন্দ্র! অভিষুত সোম অনভিষুত সোম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বিচারক্ষম তোমার অধিকতর প্রীতিপ্রদ। হে শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞসাধন এ সোমের সন্নিহিত হও এবং তা দিয়ে নিজ সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণ কর। ৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি আমাদের অভিমুখে এস। আমাদের এই সোম যেন তোমার দেহের নিমিত্ত পর্যাপ্ত হয়। হে শতক্রতু! তুমি অভিষুত সোমরস দ্বারা উল্লসিত হও এবং সংগ্রামেও লোক সকল হতে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা কর।

৪২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। অনুষ্টপ, বৃহতী ছন্দ।,

প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর।
অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽপশ্চাদ্দঘ্বনে নরে ॥ ১
এমেনং প্রত্যেতন সোমেভিঃ সোমপাতমম্।
অমত্রেভি ঋজীষিণমিন্দ্রং সুতেভিরিন্দুভিঃ ॥ ২
যদী সুতেভিরিন্দুভিঃ সোমেভিঃ প্রতিভূষথ।
বেদা বিশ্বস্য মেধিরো ধৃষত্তন্তমিদেষতে ॥ ৩

অস্মা অস্মা ইদন্ধসোঽধ্বর্যো প্র ভরা সুতম্ ।
কুবিৎ সমস্য জেন্যস্য শর্ধতোঽভিশস্তেরবস্পরৎ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে ঋত্বিগগণ ! তোমরা ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ কর, কারণ তিনি পিপাসু, সর্ববেত্তা, সর্বগামী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, যজ্ঞের নায়কভূত ও সকলের অগ্রগামী। ২। হে ঋত্বিগগণ ! তোমরা সোমরসের সাথে নিরতিশয় সোমপানকারী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও। অভিষুত সোমরসে পরিপূর্ণ পাত্র সহকারে বলশালী ইন্দ্রের সম্মুখীন হও। ৩। হে ঋত্বিগগণ ! যেকালে তোমরা অভিষুত দীপ্ত সোমরস সহকারে তাঁর নিকট উপস্থিত হও, মেধাবী ইন্দ্র তোমাদের অভিপ্রায় জানতে পারেন এবং শত্রুসংহারপূর্বক তিনি তোমাদের সে মনোরথ পূর্ণ করেন। ৪। হে ঋত্বিক ! তুমি একমাত্র ইন্দ্রকেই সোমরূপ অন্নের অভিষুত রস প্রদান কর এবং তিনি যেন সমস্ত জেতব্য উৎসাহান্বিত শত্রুর দ্বেষ হতে আমাদের নিরন্তর রক্ষা করেন।

৪৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

যস্য ত্যচ্ছম্বরং মদে দিবোদাসায় রন্ধয়ঃ ।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ১
যস্য তীব্রসুতং মদং মধ্যমন্তং রক্ষসে ।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ২
যস্য গা অন্তরশ্মনো মদে দৃড়্হা অবাসৃজঃ ।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ৩
যস্য মন্দানো অন্ধসো মাঘোনং দধিষে শবঃ ।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ! যে সোমরস পানজনিত উল্লাসে তুমি দিবোদাসের নিমিত্ত শম্বরকে বশীভূত করেছিলে, সে সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব তুমি এ পান কর। ২। হে ইন্দ্র ! যখন সোমের মাদকরস প্রত্যূষে, মধ্যাহ্নে অথবা অন্তে অভিষুত হয়, তখন তুমি এ ধারণ কর। সে সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব তুমি এ পান কর। ৩। হে ইন্দ্র ! যে সোমের মাদকরস পান করে তুমি পর্বত মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ গোগণকে মুক্ত করেছিলে, সেই সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব তুমি এ পান কর। ৪। হে ইন্দ্র ! যে সোমরূপ অন্নের রসপানে উল্লসিত হয়ে তুমি ঐন্দ্র বলধারণ করেছ, সে সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব তুমি এ পান কর।

৪৪। সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতির অপত্য শংযু ঋষি। অনুষ্টুপ্, বিরাট্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যে রয়িবো রয়িন্তমো যো দ্যুম্নৈর্দ্যুম্নবত্তমঃ ।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ ॥ ১
যঃ শগ্মস্তুবিশগ্ম তে রায়ো দামা মতীনাম্ ।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ ॥ ২
যেন বৃদ্ধো ন শবসা তুরো ন স্বাভিরূতিভিঃ ।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ ॥ ৩

ত্যম্ বো অপ্রহণং গৃণীষে শবসস্পতিম্।
ইন্দ্রং বিশ্বাসাহং নরং মংহিষ্ঠং বিশ্বচর্ষণিম্ ॥ ৪
যং বর্ধয়ন্তীদ্ গিরঃ পতিং তুরস্য রাধসঃ।
তমিন্‌ন্বস্য রোদসী দেবী শুষ্মং সপর্যতঃ ॥ ৫
তদ্ব উক্থস্য বর্হণেন্দ্রায়োপস্তৃণীষণি।
বিপো ন যস্যোতয়ো বি যদ্রোহন্তি সক্ষিতঃ ॥ ৬
অবিদদ্দক্ষং মিত্রো নবীয়ান্ পপানো দেবেভ্যো বস্যো অচৈৎ।
সসবান্‌স্তৌলাভি ধৌতিরীভিরুরুষ্যা পায়ুরভবৎ সখিভ্যঃ ॥ ৭
ঋতস্য পথি বেধা অপায়ি শ্রিয়ে মনাংসি দেবাসো অক্রন্।
দধানো নাম মহো বচোভি র্বপুর্ দৃশয়ে বেন্যো ব্যাবঃ ॥ ৮
দ্যুমত্তমং দক্ষং ধেহ্যস্মে সেধা জনানাং পূর্বীররাতীঃ।
বর্ষীয়ো বয়ঃ কৃণুহি শচীভি র্ধনস্য সাতাবস্মাঁ অবিড্‌ঢি ॥ ৯
ইন্দ্র তুভ্যমিন্মঘবন্নভূম বয়ং দাত্রে হরিবো মা বি বেনঃ।
নকিরাপি র্দদৃশে মর্ত্যত্রা কিমঙ্গ রধ্রচোদনং ত্বাহুঃ ॥ ১০
মা জস্বনে বৃষভ নো ররীথা মা তে রেবতঃ সখ্যে রিষাম।
পূর্বীষ্ট ইন্দ্র নিঃষিধো জনেষু জহ্যসুষ্বীন্ প্র বৃহাপৃণতঃ ॥ ১১
উদভ্রাণীব স্তনয়ন্নিয়র্তীন্দ্রো রাধাংস্যশ্ব্যানি গব্যা।
ত্বমসি প্রদিবঃ কারুধায়া মা ত্বাদামান আ দভন্মঘোনঃ ॥ ১২
অধ্বর্যো বীর প্র মহে সুতানামিন্দ্রায় ভর স হ্যস্য রাজা।
যঃ পূর্ব্যাভিরুত নূতনাভি র্গীর্ভি র্বাবৃধে গৃণতামৃষীণাম্ ॥ ১৩
অস্য মদে পুরু বর্পাংসি বিদ্বানিন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতী জঘান।
তমু প্র হোষি মধুমন্তমস্মৈ সোমং বীরায় শিপ্রিণে পিবধ্যৈ ॥ ১৪
পাতা সুতমিন্দ্রো অস্তু সোমং হন্তা বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানঃ।
গন্তা যজ্ঞং পরাবতশ্চিদচ্ছা বসুর্ধীনামবিতা কারুধায়াঃ ॥ ১৫
ইদং ত্যৎ পাত্রমিন্দ্রপানমিন্দ্রস্য প্রিয়মমৃতমপায়ি।
মৎসদ্ যথা সৌমনসায় দেবং ব্যস্মদ্দ্বেষো যুয়বদ্ব্যংহঃ ॥ ১৬
এনা মন্দানো জহি শূর শত্রূঞ্জামিমজামিং মঘবন্নমিত্রান্।
অভিষেণাঁ অভ্যাদেদিশানান্ পরাচ ইন্দ্র প্র মৃণা জহী চ ॥ ১৭
আসু ষ্মা ণো মঘবন্নিন্দ্র পৃৎস্বস্মভ্যং মহি বরিবঃ সুগং কঃ।
অপাং তোকস্য তনয়স্য জেষ ইন্দ্র সূরীন্ কৃণুহি স্মা নো অর্ধম্ ॥ ১৮
আ ত্বা হরয়ো বৃষণো যুজানা বৃষরথাসো বৃষরশ্ময়োঽত্যাঃ।
অস্মত্রাঞ্চো বৃষণো বজ্রবাহো বৃষ্ণে মদায় সুযুজো বহন্তু ॥ ১৯
আ তে বর্ষন্ বৃষণো দ্রোণমস্থু র্ঘৃতপ্রুষো নোর্ময়ো মদন্তঃ।
ইন্দ্র প্র তুভ্যং বৃষভিঃ সুতানাং বৃষ্ণে ভরন্তি বৃষভায় সোমম্ ॥ ২০
বৃষাসি দিবো বৃষভঃ পৃথিব্যা বৃষা সিন্ধূনাং বৃষভঃ স্তিয়ানাম্।
বৃষ্ণে ত ইন্দুর্ বৃষভ পীপায় স্বাদূ রসো মধুপেয়ো বরায় ॥ ২১
অয়ং দেবঃ সহসা জায়মান ইন্দ্রেণ যুজা পণিমস্তভায়ৎ।
অয়ং স্বস্য পিতুরায়ুধানীন্দুরমুষ্ণাদশিবস্য মায়াঃ ॥ ২২
অয়মকৃণোদুষসঃ সুপত্নীরয়ং সূর্যে অদধাজ্জ্যোতিরন্তঃ।
অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু ত্রিতেষু বি দদমৃতং নিগূড়্হম্ ॥ ২৩

যা ত ঊতিরমিত্রহন্মক্ষূজবস্তমাসতি। তয়া নো হিনুহী রথম্ ॥ ১৪
স রথেন রথীতমোঽস্মাকেনাভিযুগ্বনা। জেষি জিষ্ণো হিতং ধনম্ ॥ ১৫
য এক ইত্তমু ষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্ষণিঃ। পতি র্জজ্ঞে বৃষক্রতুঃ ॥ ১৬
যো গৃণতামিদাসিথাপিরূতী শিবঃ সখা। স ত্বং ন ইন্দ্র মৃলয় ॥ ১৭
ধিষ্ব বজ্রং গভস্ত্যো রক্ষোহত্যায় বজ্রিবঃ। সাসহীষ্ঠা অভি স্পৃধঃ ॥ ১৮
প্রত্নং রয়ীণাং যুজং সখায়ং কীরিচোদনম্। ব্রহ্মবাহস্তমং হুবে ॥ ১৯
স হি বিশ্বানি পার্থিবাঁ একো বসূনি পত্যতে। গির্বণস্তমো অধ্রিগুঃ ॥ ২০
স নো নিযুদ্ভিরা পৃণ কামং বাজেভিরশ্বিভিঃ। গোমদ্ভি র্গোপতে ধৃষৎ ॥ ২১
তদ্বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে। শং যদ্গবে ন শাকিনে ॥ ২২
ন ঘা বসুর্নি যমতে দানং বাজস্য গোমতঃ। যৎসীমুপ শ্রবদ্গিরঃ ॥ ২৩
কুবিৎসস্য প্র হি ব্রজং গোমন্তং দস্যুহা গমৎ। শচীভিরপ নো বরৎ ॥ ২৪
ইমা উ ত্বা শতক্রতোঽভি প্র ণোনুবু র্গিরঃ। ইন্দ্র বৎসং ন মাতরঃ ॥ ২৫
দূণাশং সখ্যং তব গৌরসি বীর গব্যতে। অশ্বো অশ্বায়তে ভব ॥ ২৬
স মন্দস্বা হ্যন্ধসো রাধসে তন্বা মহে। ন স্তোতারং নিদে করঃ ॥ ২৭
উষা উ ত্বা সুতেসুতে নক্ষন্তে গির্বণো গিরঃ। বৎসং গাবো ন ধেনবঃ ॥ ২৮
পুরূতমং পুরূণাং স্তোতৃণাং বিবাচি। বাজেভি র্বাজয়তাম্ ॥ ২৯
অস্মাকমিন্দ্র ভূতু তে স্তোমো বাহিষ্ঠো অন্তমঃ। অস্মান্রায়ে মহে হিনু ॥ ৩০
অধি বৃবুঃ পণীনাং বর্ষিষ্ঠে মূর্ধন্নস্থাৎ। উরুঃ কক্ষো ন গাঙ্গ্যঃ ॥ ৩১
যস্য বায়োরিব দ্রবদ্ভদ্রা রাতিঃ সহস্রিণী। সদ্যো দানায় মংহতে ॥ ৩২
তৎসু নো বিশ্বে অর্য আ সদা গৃণন্তি কারবঃ।
বৃবুং সহস্রদাতমং সূরিং সহস্রসাতমম্ ॥ ৩৩

অনুবাদ ঃ ১। যিনি উৎকৃষ্ট নীতিদ্বারা তুর্বশ ও যদুকে দূরদেশ হতে এনেছিলেন, সে তরুণ ইন্দ্র যেন আমাদের সখা হন। ২। যে ব্যক্তি ইন্দ্রের স্তব করে না, ইন্দ্র তাকেও অন্নপ্রদান করেন। তিনি মন্থরগতি অশ্বে আরোহণপূর্বক শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনসকল জয় করেন। ৩। এ ইন্দ্রের নীতি সকল উৎকৃষ্ট ও মহৎ; তোমার স্তোত্রসকল নানা প্রকার এবং তাঁর রক্ষার কখনও অপচয় হয় না। ৪। হে বন্ধুগণ তোমরা মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য সে ইন্দ্রের অর্চনা ও স্তোত্রোচ্চারণ কর। কারণ তিনিই বস্তুত আমাদের প্রকৃষ্ট বুদ্ধি প্রদান করেন। ৫। হে বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্র! তুমি একজন বা দুজন স্তবকারীর রক্ষক এবং তুমিই আমাদের মত ব্যক্তিবর্গের রক্ষাকারী। ৬। হে ইন্দ্র তুমি আমাদের নিকট হতে বিদ্বেষকারীগণকে দূরীভূত কর এবং স্তবকারীগণের সমৃদ্ধি বিধান কর। হে ইন্দ্র! তোমাকে শোভনপুত্রপৌত্রাদি প্রদানকারী বলে মনুষ্যগণ স্তব করে থাকে। ৭। আমি স্তোত্র সহকারে বিভূত, মহান, মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য স্তবার্হ ইন্দ্রকে ধেনুর ন্যায় অভীষ্ট দোহন করবার নিমিত্ত আহ্বান করছি। ৮। বীর্যবান ও শত্রুসৈন্যগণের পরাভবকারী ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে দিব্য ও পার্থিব এ উভয়বিধ ধন আছে বলে ঋষিগণ নিরন্তর কীর্তন করেন। ৯। হে বজ্রধারী, যজ্ঞপতি! তুমি শত্রুগণের দৃঢ় নগর সকল নির্মূল কর। হে সর্বোন্নত ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণের মায়া সকলও উচ্ছিন্ন কর। ১০। হে সত্যস্বভাব, সোমপায়ী, অন্নরক্ষক ইন্দ্র! আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে এরূপ গুণসম্পন্ন তোমাকেই আহ্বান করছি। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্বকালে আহ্বানযোগ্য ছিলে এবং সম্প্রতি শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভার্থে আহূত হও, আমরা তোমাকে আহ্বান করছি। তুমি আমাদের আহ্বান শোন। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি

আমাদের স্তোত্র শ্রবণে প্রসন্ন হলে তোমার অনুগ্রহে যেন আমরা অশ্বগণদ্বারা শত্রুগণের অশ্বসমূহ, উৎকৃষ্ট অন্ন ও গূঢ়ধন জয় করতে সমর্থ হই। ১৩। হে বীর ও স্তুতিভাজন ইন্দ্র! ফলে তুমি শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভার্থে সংগ্রামে শত্রু জয় করতে সমর্থ হয়েছ। ১৪। হে শত্রুসংহারক ইন্দ্র। তোমার নিরতিশয় বেগসম্পন্ন গতি আছে। তুমি সে গতিদ্বারা শত্রুজয়ার্থে আমাদের রথ পরিচালিত কর। ১৫। হে জয়শীল, রথীশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! তুমি আমাদের শত্রুবিজয়ী রথ দ্বারা শত্রুনিহিত ধন জয় কর। ১৬। যিনি সর্বদশী ও বর্ষণশীল, যিনি একক মানবগণের অধিপতি রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই ইন্দ্রেরই স্তব কর। ১৭। হে ইন্দ্র! তুমি রক্ষাদ্বারা সুখদায়ক ও মিত্রভূত; আমরা স্তব করলে তুমি পূর্বকালে বন্ধুত্ব প্রকাশ করেছ; সম্প্রতি আমাদের সুখী কর। ১৮। হে বজ্রধর! তুমি রাক্ষস বধের জন্য নিজ হস্তদ্বয়ে বজ্রধারণ কর এবং স্পর্ধাকারীদের সর্বতোভাবে পরাজিত কর। ১৯। যিনি ধনদাতা, স্তবকারীগণের উৎসাহদাতা ও মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য, আমি সে প্রাচীন ইন্দ্রের আহ্বান করছি। ২০। স্তুতিদ্বারা বন্দনীয়, অপ্রতিহত গতি, সে একমাত্র ইন্দ্রই সমস্ত পার্থিব ধনের উপর একাধিপত্য করছেন। ২১। হে গোসমূহের অধিপতি! তুমি বড়বাগণের সাথে আগমন পূর্বক অন্ন, অসংখ্য অশ্ব ধেনুদ্বারা সর্বতোভাবে আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর। ২২। হে স্তোতৃবর্গ! ঘাস যেরূপে ধেনুর সুখকর হয়, সে রূপ সোমরস অভিষুত হলে ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্র বহুলোকের বন্দনীয়, শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রের নিকট তোমরা সমবেত হয়ে গান কর। ২৩। গৃহদাতা ইন্দ্র যখন আমাদের স্তোত্র শোনেন, তখন তিনি ধেনুগণের সাথে অন্ন প্রদান করতে বিরত হন না। ২৪। দস্যুগণের নিধনকারী ইন্দ্র, কুবিৎসের অসংখ্য ধেনুযুক্ত গোষ্ঠে গমন করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে আমাদের জন্য সে নিগূঢ় ধেনুবৃন্দকে প্রকাশিত করেন। ২৫। হে বিবিধকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! গোজননীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে পুনঃ পুনঃ গমন করে, সেরূপ আমাদের এ সমস্ত স্তুতি বার বার তোমার দিকে যাচ্ছে। ২৬। হে ইন্দ্র! তোমার বন্ধুত্বের বিনাশ নেই। হে বীর! তুমি গোকাম ব্যক্তিকে গোদান কর এবং অশ্বকাম ব্যক্তিকে অশ্বদান কর। ২৭। হে ইন্দ্র! তুমি মহাধনের জন্য প্রদত্ত সোমরস পান করে নিজদেহ পরিতৃপ্ত কর। তুমি নিজ উপাসককে নিন্দাকারীর বশীভূত করো না। ২৮। হে স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র! দুগ্ধবতী গাভীগণ যেরূপ বৎসের নিকট ধাবমান হয়, সেরূপ বার বার সোমরস অভিষুত হলে আমাদের এ স্তুতি সকল দ্রুতবেগে তোমার দিকে গমন করে। ২৯। যজ্ঞস্থলে হব্যরূপ অন্নসহকারে প্রদত্ত অসংখ্য স্তবকারীর স্তোত্র যেন অসংখ্য শত্রুনিধনকারী তোমাকে বলশালী করে। ৩০। হে ইন্দ্র! নিরতিশয় উন্নতিবিধায়ক আমার স্তোত্র যেন তোমার সন্নিহিত হয়। তুমি আমাদের মহাধন লাভার্থে প্রেরণ কর। ৩১। গঙ্গার (১) উন্নত কূলের ন্যায় পণিগণের মধ্যে উচ্চস্থানে বৃবু (২) অধিষ্ঠান করেছিলেন। ৩২। আমি ধনার্থী; যিনি আমাকে বায়ুবেগে বদান্যতাপূর্বক সহস্র সংখ্যক ধেনু সত্বর প্রদান করেছেন। ৩৩। আমরা সকলে স্তব করে সহস্র ধেনুপ্রদানকারী প্রাজ্ঞ ও সহস্র স্তোত্রভাজন সে বৃবুর নিরন্তর প্রশংসা করছি। (২)

টীকা ঃ ১। 'উরুঃ কক্ষঃ ন গাঙ্গ্যঃ' অর্থাৎ গঙ্গা সম্বন্ধীয় উন্নত কূল। এখানে কি গঙ্গা নদীর উল্লেখ পাওয়া গেল, না এ শব্দটি সাধারণ নদীবাচক, যেমন বাঙলায় আমরা 'গাঙ্' শব্দ ব্যবহার করি। ২। 'বৃবুর্নাম পণীনাং তক্ষা, সকাসাৎলব্ধ ধনো ভরদ্বাজ স্তদীয়ং দানমনেন তৃচেনাস্তৌৎ।' সায়ণ। শেষের তিনটি ঋক বৃবুর

বদান্যতা সম্বন্ধীয় একটা ঋচ। বৃবুর বদান্যতার কথা মনুসংহিতায় (১০।১০৭) দেখতে পাওয়া যায়। সে গল্পটি এ যে বৃবু একজন নিপুণ সূত্রধার ছিল এবং একদা বনে পথভ্রান্ত ক্ষুধার্থ ভরদ্বাজকে অনেক সাহায্য করেছিল। আচার্য মক্ষমূলর বলেন, এ বৃবু বংশীয় সূত্রধারগণ ঋত্বিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে ঋভুগণের উপাসনাপরায়ণ হলেন। কালক্রমে তাঁদের নৈপুণ্য হতে তাঁদের উপাস্য দেব ঋভুগণ পাত্রাদি নির্মাণে খ্যাতি লাভ করলেন।—Chips from a German Workshop.

৪৬ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। প্রগাথম্ ছন্দ।

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা রাজস্য কারবঃ।
ত্বা বৃত্রেষিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥ ১
স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো অদ্রিবঃ।
গামশ্বং রথ্যমিন্দ্র সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে ॥ ২
যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিন্দ্রং তং হূমহে বয়ম্।
সহস্রমুষ্ক তুবিনৃম্ণ সৎপতে ভবা সমৎসু নো বৃধে ॥ ৩
বাধসে জনান্বৃষভেব মন্যুনা ঘৃষৌ মীড়্হ ঋচীষম্।
অস্মাকং বোধ্যবিতা মহাধনে তনূষপ্সু সূর্যে ॥ ৪
ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভরং ওজিষ্ঠং পপুরি শ্রবঃ।
যেনেমে চিত্র বজ্রহস্ত রোদসী ওভে সুশিপ্র প্রাঃ ॥ ৫
ত্বামুগ্রমবসে চর্ষণীসহং রাজন্দেবেষু হূমহে।
বিশ্বা সু নো বিথুরা পিব্দনা বসোঽমিত্রান্ত্ সুষহান্ কৃধি ॥ ৬
যদিন্দ্র নাহুষীষ্বাঁ ওজো নৃম্ণং চ কৃষ্টিষু।
যদ্বা পঞ্চ ক্ষিতীনাং দ্যুম্নমা ভর সত্রা বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৭
যদ্বা তৃক্ষৌ মঘবন্ দ্রুহ্যাবা জনে যৎপূরৌ কচ্চ বৃষ্ণ্যম্।
অস্মভ্যং তদ্রিরীহি সং নৃষাহ্যেঽমিত্রাৎ পৃৎসু তুর্বণে ॥ ৮
ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তিমৎ।
ছর্দির্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ ॥ ৯
যে গব্যতা মনসা শত্রুমাদভুরভিপ্রঘ্নন্তি ধৃষ্ণুয়া।
অধ স্মা নো মঘবন্নিন্দ্র গির্বণস্তনূপা অন্তমো ভব ॥ ১০
অধ স্মা নো বৃধে ভবেন্দ্র নায়মবা যুধি।
যদন্তরিক্ষে পতয়ন্তি পর্ণিনো দিদ্যবস্তিগ্মমূর্ধানঃ ॥ ১১
যত্র শূরাসস্তন্বো বিতন্বতে প্রিয়া শর্ম পিতৃণাম্।
অধ স্মা যচ্ছ তন্বেঽতনে চ ছর্দিরচিত্তং যাবয় দ্বেষঃ ॥ ১২
যদিন্দ্র সর্গে অর্বতশ্চোদয়াসে মহাধনে।
অসমনে অধ্বনি বৃজিনে পথি শ্যেনাঁ ইব শ্রবস্যতঃ ॥ ১৩
সিন্ধূংরিব প্রবণ আশুয়া যতো যদি ক্লোশমনু ষ্বণি।
আ যে বয়ো ন বর্বৃতত্যামিষি গৃভীতা বাহ্বোর্গবি ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! আমরা স্তবকারী, আমার অন্নলাভার্থে তোমাকেই আহ্বান করি। মানবগণ শত্রুজয়ার্থে এবং অশ্বসঙ্কুল সংগ্রামে তোমাকেই আহ্বান করেন কেন না তুমি সাধুগণের রক্ষাকারী। ২। হে বিচিত্র বজ্রপাণি বজ্রী! তুমি সংগ্রামে বিজয়ী পুরুষকে যেরূপ প্রচুর অন্ন প্রদান কর, সেরূপ তুমি আমাদের স্তবে

প্রসন্ন হয়ে আমাদের যথেষ্ট গো ও রথ বহনপটু অশ্ব প্রদান কর, তুমি শত্রু নিহন্তা ও পরাক্রমশালী। ৩। যিনি প্রবল শত্রুগণের নিধনকারী ও সর্বদর্শী, আমরা সে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। হে সহস্রশেফ, অতুল ধনসম্পন্ন, সৎপালক ইন্দ্র! তুমি রণস্থলে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান কর। ৪। হে ইন্দ্র! ঋকে যে প্রকার বর্ণিত আছে, তুমি সে প্রকার রূপ সম্পন্ন। তুমি তুমুল সংগ্রামে বৃষভের ন্যায় নিরতিশয় ক্রোধ সহকারে আমাদের শত্রুগণকে আক্রমণ কর। যাতে আমরা সন্ততি, জল ও সূর্য সন্দর্শন অর্থাৎ বহুকাল ভোগ করতে পারি, সেজন্য তুমি রণস্থলে আমাদের রক্ষক হও। ৫। হে শোভন হনুযুক্ত অদ্ভুত বজ্রপাণি! তুমি যে অন্নদ্বারা এ স্বর্গ ও পৃথিবীকে পোষণ করছ, আমাদের নিকট সে প্রকৃষ্টতম, নিরতিশয় বলকর ও পুষ্টিকর অন্ন আন। ৬। হে দীপ্তিশালী ইন্দ্র! তুমি আমাদের রক্ষা করবে বলে তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি দেবগণের মধ্যে বলিষ্ঠতম ও শত্রুবিজয়ী। হে গৃহদাতা! তুমি অখিল রাক্ষসগণকে দূরীভূত কর এবং আমাদের শত্রুগণকে সুজেয় কর। ৭। হে ইন্দ্র! মানবগণের মধ্যে যে কিছু বল ও ধন আছে এবং পঞ্চ ক্ষিতিতে যে কিছু অন্ন আছে, অখিল মহৎ বলসহকারে সে সকল আমাদের প্রদান কর। ৮। হে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র! শত্রুগণের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে যাতে আমরা সংগ্রামে শত্রু সংহার করতে পারি, সেজন্য তুমি আমাদের তৃক্ষু দুহ্যু ও পূরু সম্বন্ধীয় সমগ্র বল প্রদান কর। ৯। হে ইন্দ্র! হব্যরূপ ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ও আমাকে এরূপ একটি গৃহ প্রদান কর, যা ত্রিধাতু ও ত্রিবরূথ ও সমৃদ্ধ ও আচ্ছাদক এবং তাদের নিকট হতে দীপ্তিসম্পন্ন আয়ুধ সকল দূরীকৃত কর। ১০। হে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র! যারা আমাদের ধেনু সকল হরণ করবার মানসে শত্রুবৎ আমাদের আক্রমণ করে, অথবা যারা ধৃষ্টতাসহকারে আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে তাদের নিকট হতে আমাদের দেহ রক্ষা করবার জন্য আমাদের সন্নিহিত হও। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি সম্প্রতি আমাদের সমৃদ্ধি বিধানে অনুকূল হও। যেকালে পক্ষবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্র, দীপ্ত শত্রুপক্ষীয় বাণ সকল আকাশ হতে পতিত হয়, সেকালে যিনি আমাদের নেতা রণস্থলে তাঁকে তুমি রক্ষা করো। ১২। যেকালে বীরগণ শত্রু সমক্ষে নিজদেহ প্রদর্শন করে সুখদায়ক পৈতৃক স্থান সকল পরিত্যাগ করে, সেকালে তুমি আমাদের নিজের ও সন্ততিগণের দেহ রক্ষার নিমিত্ত অজ্ঞাতভাবে কবচ প্রদান করো এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করো। ১৩। মহাসংগ্রামের উদ্যোগ হলে, তুমি বিষম মার্গের উপর দিয়ে আমাদের অশ্বগণকে কুটিল প্রদেশগামী দ্রুতগতি আমিষার্থী শ্যেনপক্ষীর ন্যায় প্রেরিত কর। ১৪। যদিও অশ্বগণ ভীতিবশত উচ্চৈঃস্বরে রব করে. তথাপি নিম্নগাম নদীসমূহের ন্যায় সে বেগগামী দৃঢ়সংযত অশ্বগণ আমিষার্থী পক্ষিগণের ন্যায় ধনলাভের নিমিত্ত প্রবৃত্ত সংগ্রামে বার বার প্রধাবিত হয়।

৪৭ সূক্ত॥ এই সূক্তে দেবতা নানাবিধ। প্রথম ৫টি ঋকের দেবতা সোমরস। বিংশ ঋকের প্রথম পদের দেবতা দেবগণ, দ্বিতীয় পদের পৃথিবী, তৃতীয় পদের বৃহস্পতি এবং চতুর্থ পদের ইন্দ্র। দ্বাবিংশ হতে ৪টি ঋকের দেবতা সৃঞ্জয়পুত্র প্রস্তোক, কারণ ঐ ৪টি ঋকে তাঁর দানের প্রশংসা করা হয়েছে। ষড় বিংশ হতে ৩টি ঋকের অর্থাৎ ত্রিচের দেবতা রথ পরবর্তী চিত্রের অর্থাৎ ঊনত্রিংশৎ, ত্রিংশৎ ও একত্রিংশৎ ঋকের দেবতা দুন্দুভি। অবশিষ্ট ঋকের দেবতা ইন্দ্র। ভরদ্বাজের অপত্য গর্গ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, অনুষ্টুপ, গায়ত্রী. দ্বিপদা, জগতী ছন্দ।

স্বাদুষ্কিলায়ং মধুমাঁ উতায়ং তীব্রঃ কিলায়ং রসবাঁ উতায়ম্।
উতোম্বস্য পপিবাংসমিন্দ্রং ন কশ্চন সহত আহবেষু॥ ১

অয়ং স্বাদুরিহ মদিষ্ঠ আস যস্যেন্দ্রো বৃত্রহত্যে মমাদ।
পুরূণি যশ্চ্যৌত্না শম্বরস্য বি নবতিং নব চ দেহ্যোহন্ ॥ ২
অয়ং মে পীত উদিয়র্তি বাচময়ং মনীষামুশতীমজীগঃ।
অয়ং ষলুর্বীরমিমীত ধীরো ন যাভ্যো কচ্চনারে ॥ ৩
অয়ং স যো বরিমাণং পৃথিব্যা বর্ষ্মাণং দিবো অকৃণোদয়ং সঃ।
অয়ং পীযূষং তিসৃষু প্রবৎসু সোমো দাধারোর্বন্তরিক্ষম্ ॥ ৪
অয়ং বিদচ্চিত্রদৃশীকমর্ণঃ শুক্রসদ্মনামুষসামনীকে।
অয়ং মহান্মহতা স্কম্ভনেনোদ্দ্যামস্তভ্নাদ্বৃষভো মরুত্বান্ ॥ ৫
ধৃষৎপিব কলশে সোমমিন্দ্র বৃত্রহা শূর সমরে বসূনাম্।
মাধ্যন্দিনে সবন আ বৃষস্ব রয়িস্থানো রয়িমস্মাসু ধেহি ॥ ৬
ইন্দ্র প্র ণঃ পুর এতেব পশ্য প্র নো নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছ।
ভবা সুপারো অতিপারয়ো নো ভবা সুনীতিরুত বামনীতিঃ ॥ ৭
উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্ত্স্বর্বজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি।
ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ স্থেয়াম শরণা বৃহন্তা ॥ ৮
বরিষ্ঠে ন ইন্দ্র বন্ধুরে ধা বহিষ্ঠয়োঃ শতাবন্নশ্বয়োরা।
ইষমা বক্ষীষাং বর্ষিষ্ঠাং মা নস্তারীন্মঘবন্রায়ো অর্যঃ ॥ ৯
ইন্দ্র মৃড় মহ্যং জীবাতুমিচ্ছ চোদয় ধিয়ময়সো ন ধারাম্।
যৎ কিঞ্চাহং ত্বায়ুরিদং বদামি তজ্জুষস্ব কৃধিমা দেববন্তম্ ॥ ১০
ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্।
হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ ॥ ১১
ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃলীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ১২
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।
স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মে আরাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতর্যুয়োতু ॥ ১৩
অব ত্বে ইন্দ্র প্রবতো নোর্মির্গিরো ব্রহ্মাণি নিযুতো ধবন্তে।
উরূ ন রাধঃ সবনা পুরূণ্যপো গা বজ্রিন্যুবসে সমিন্দূন্ ॥ ১৪
ক ঈং স্তবৎকঃ পৃণাৎকো যজাতে যদুগ্রমিন্মঘবা বিশ্বহাবেৎ।
পাদাবিব প্রহরন্নন্যমন্যং কৃণোতি পূর্বমপরং শচীভিঃ ॥ ১৫
শৃণ্বে বীর উগ্রমুগ্রং দময়ন্নন্যমন্যমতিনেনীয়মানঃ।
এধমানদ্বিলুভয়স্য রাজা চোষ্কূয়তে বিশ ইন্দ্রো মনুষ্যান্ ॥ ১৬
পরা পূর্বেষাং সখ্যা বৃণক্তি বিতর্তুরাণো অপরেভিরেতি।
অনানুভূতীরবধূন্বানঃ পূর্বীরিন্দ্রঃ শরদস্তর্তরীতি ॥ ১৭
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥ ১৮
যুজানো হরিতা রথে ভূরি ত্বষ্টেহ রাজতি।
কো বিশ্বাহা দ্বিষতঃ পক্ষ আসত উতাসীনেষু সূরিষু ॥ ১৯
অগব্যূতি ক্ষেত্রমাগন্ম দেবা উর্বী সতী ভূমিরংহূরণাভূৎ ॥
বৃহস্পতে প্র চিকিৎসা গবিষ্টাবিত্থা সতে জরিত্র ইন্দ্র পন্থাম্ ॥ ২০
দিবেদিবে সদৃশীরন্যমর্ধং কৃষ্ণা অসেধদপ সদ্মনো জাঃ।
অহন্দাসা বৃষভো বস্নয়ন্তোদব্রজে বর্চিনং শম্বরং চ ॥ ২১
প্রস্তোক ইন্নু রাধসস্ত ইন্দ্র দশ কোশয়ীর্দশ বাজিনোঽদাৎ।
দিবোদাসাদতিথিগ্বস্য রাধঃ শাম্বরং বসু প্রত্যগ্রভীষ্ম ॥ ২২

দশাশ্বান্দশ কোশান্দশ বস্ত্রাধিভোজনা।
দশো হিরণ্যপিণ্ডান্দিবোদাসাদসানিষম্ ॥ ২৩
দশ রথাৎ প্রষ্টিতমঃ শতং গা অথর্বভ্যঃ। অশ্বথঃ পায়বেঽদাৎ ॥ ২৪
মহি রাধো বিশ্বজন্যং দধানান্ ভরদ্বাজান্ত্ সার্ঞ্জয়ো অভ্যয়ষ্ট ॥ ২৫
বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ।
গোভিঃ সন্নদ্ধো অসি বীলয়স্বাস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি ॥ ২৬
দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যোজঃ উদ্ভৃতং বনস্পতিভ্যঃ পর্যাভৃতং সহঃ।
অপামোজ্মানং পরি গোভিরাবৃতমিন্দ্রস্য বজ্রং হবিষা রথং যজ ॥ ২৭
ইন্দ্রস্য বজ্রো মরুতামনীকং মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ।
সেমাং নো হব্যদাতিং জুষাণো দেব রথ প্রতি হব্যা গৃভায় ॥ ২৮
উপ শ্বাসয় পৃথিবীমুত দ্যাং পুরুত্রা তে মনুতাং বিষ্ঠিতং জগৎ।
স দুন্দুভে সজূরিন্দ্রেণ দেবৈ দূরাদ্দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্ ॥ ২৯
আ ক্রন্দয় বলমোজো ন আ ধা নিঃ ষ্টনিহি দুরিতা বাধমানঃ।
অপ প্রোথ দুন্দুভে দুচ্ছুনা ইত ইন্দ্রস্য মুষ্টিরসি বীলয়স্ব ॥ ৩০
আমূরজ প্রত্যাবর্তয়েমাঃ কেতুমদ্দুন্দুভি বাবদীতি।
সমশ্বপর্ণাশ্চরন্তি নো নরোঽস্মাকমিন্দ্র রথিনো জয়ন্তু ॥ ৩১

অনুবাদ : ১। এ অভিষুত সোম সুস্বাদু, মধুর, তীব্র ও সারবান। ইন্দ্র এ সোমরস পান করলে কেউই রণস্থলে তাঁকে সহ্য করতে সমর্থ হয় না। ২। এ যজ্ঞে এরূপ সোমরস পীত হয়ে নিরতিশয় হর্ষ বিধান করেছিল। ইন্দ্র এ পান করে বৃত্র সংহারকালে হৃষ্ট হয়েছিলেন। এ শম্বরের অসংখ্য সৈন্য এবং একোণাশত পুরী নাশ করেছিল। ৩। এ সোম পীত হয়ে আমার বাক্যের স্ফূর্তি বিধান করছে। এ অভিলষিত বুদ্ধি প্রদান করছে। এ সুবুদ্ধি সোম ছয়টি অবস্থার সৃষ্টি করেছে (১)। ভূতজাত কেউই তা হতে দূরে অবস্থান করতে সমর্থ হয় না। ৪। ফলতঃ এ সোমরসই পৃথিবীর বিস্তার ও স্বর্গের দৃঢ়তা বিধান করেছে। এ সোমরসই এ তিন উৎকৃষ্ট আধারে রস স্থাপন করেছে (২) এবং বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে ধারণ করে আছে। ৫। নির্মল অন্তরিক্ষস্থিত ঊষার প্রারম্ভে এ সোমরসই বিচিত্র দর্শন সৌর জ্যোতি প্রকাশ করে। বারিবর্ষক, বলশালী এ সোমরসই মরুৎগণের সাথে সুদৃঢ় স্তম্ভদ্বারা স্বর্গলোক ধারণ করে আছে। ৬। হে বীর ইন্দ্র! তুমি ধন লাভার্থে আরব্ধ সংগ্রামে শত্রুনিধনকারী। সাহসপূর্বক কলসস্থিত সোমরস পান কর। মাধ্যাহ্নিক যাগে তুমি প্রচুর পরিমাণে সোম পান কর। হে ধনস্পদ! তুমি আমাদের ধন প্রদান কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি মার্গ রক্ষকের ন্যায় অগ্রগামী হয়ে আমাদের প্রতি দৃষ্টি রেখো এবং আমাদের অভিমুখে শ্রেষ্ঠ ধন আন। তুমি সম্যক-রূপে আমাদের দুঃখ হতে ও শত্রু হতে পরিত্রাণ কর এবং উৎকৃষ্ট নায়ক হয়ে আমাদের অভিলষিত ধনে নিয়ে যাও। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি জ্ঞানবান, তুমি আমাদের বিস্তীর্ণ লোকে এবং সুখময়, ভয়শূন্য আলোকে নির্বিঘ্নে নিয়ে যাও (৩), তুমি প্রাচীন, আমরা যেন তোমার মনোজ্ঞ ও বৃহৎ বাহুদ্বয়ের উপর রক্ষার নিমিত্ত নির্ভর করি। ৯। হে ধনাঢ্য ইন্দ্র! তুমি আমাদের নিজ পরাক্রমশালী অশ্বদ্বয়ের পশ্চাৎ সুবিস্তীর্ণ রথের উপর স্থাপন কর। বিবিধ অন্নের মধ্য হতে তুমি আমাদের জন্য প্রকৃষ্টতম অন্ন আন। হে মঘবা! অন্য কোন ধনশালী ব্যক্তি যেন ধন বিষয়ে আমাদের অতিক্রম না করে। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাকে সুখী কর। আমার জীবন বৃদ্ধি করতে প্রসন্ন হও। লৌহময় খড়্গ ধারার ন্যায় আমার বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ

কর। তোমাকে প্রসন্ন করবার নিমিত্ত সম্প্রতি আমি যা কিছু উচ্চারণ করছি সে সকল গ্রহণ কর। দেবগণ যেন আমাকে রক্ষা করেন। ১১। যিনি শত্রু হতে রক্ষা করেন ও অভীষ্ট পূরণ করেন; যিনি অনায়াসে আহ্বানযোগ্য, শৌর্যশালী ও সর্বকার্যে সমর্থ, আমি বহু লোকের বন্দনীয় সে ইন্দ্রকে প্রত্যেক যাগে আহ্বান করি। ধনবান সে ইন্দ্র যেন আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করেন। ১২। শোভন রক্ষাবিধানকারী, ধনশালী ইন্দ্র যেন রক্ষাদ্বারা আমাদের সুখবিধান করেন। সর্বজ্ঞ সে ইন্দ্র যেন আমাদের শত্রুদের বধ করে আমাদের নির্ভয় করেন। আমরা যেন তাঁর প্রসাদে নিরতিশয় বীর্য সম্পন্ন হই। ১৩। আমরা যেন সে যাগার্হ ইন্দ্রের অনুগ্রহ, বুদ্ধি ও কল্যাণকর প্রীতিকর পাত্র হই। সুরক্ষক ও ধনসম্পন্ন সে ইন্দ্র যেন বিদ্বেষকারিগণকে আমাদের হতে বহুদূরে অন্তর্হিত করেন। ১৪। হে ইন্দ্র! স্তবকারীর স্তোত্র ও উপাসনা ও বিপুল ধন এবং প্রচুর অভিষুত সোমরস নিম্নদেশ-প্রবণ জলরাশির ন্যায় তোমার দিকে প্রধাবিত হয়। হে বজ্রধর! তুমি জল, দুগ্ধ ও সোমরস সম্যকরূপে মিশ্রিত কর। ১৫। কোন ব্যক্তি প্রকৃতরূপে ইন্দ্রের স্তব, প্রীতিসাধন ও যাগ করতে সমর্থ? কারণ ধনশালী ইন্দ্র প্রতিদিন নিজ উগ্রশক্তি বিদিত হন, কারণ মার্গগামী ব্যক্তি যেরূপ নিজ পাদদ্বয়কে ক্রমান্বয়ে অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী করে সেরূপ তিনি নিজ প্রজ্ঞাবলে প্রথম স্তোতাকে পরবর্তী ও পরবর্তী স্তোতাকে প্রথমে করেন। ১৬। প্রবল শত্রুর দমন করে এবং নিরন্তর স্তোতৃবর্গের স্থান পরিবর্তন করে এ ইন্দ্র নিজ বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উদ্ধত ব্যক্তিগণের দ্বেষকারী, স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয়বিধ ধনের অধিপতি এ ইন্দ্র নিজ পরিচারকবর্গকে রক্ষা করবার নিমিত্ত বার বার আহ্বান করেন। ১৭। এ ইন্দ্র পূর্বতন প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠানকারিগণের সাথে মিত্রতা পরিত্যাগ করেন এবং তাদের প্রতি দ্বেষ করে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে বন্ধুতা করেন। অথবা তোমার উপাসনা বর্জিত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগপূর্বক পরিচর্যাকারিগণের সাথে বহুবৎসর যাবৎ একত্র অবস্থিতি করেন। ১৮। সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এ ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন এবং সে রূপ পরিগ্রহ করে তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হন। তিনি মায়াদ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করে যজমানগণের নিকট উপস্থিত হন। কারণ তাঁর রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে। ১৯। ত্বষ্টা (৪) রথে অশ্বদ্বয় যোজিত করে ত্রিভুবনের বহুস্থানে প্রকাশিত হন। অন্য কোন ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত স্তোতৃবর্গের মধ্যে গমনপূর্বক শত্রুগণ হতে তাদের রক্ষা করে? ২০। হে দেবগণ! আমরা ভ্রমণ করতে করতে গোসঞ্চার রহিত দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি। সুবিস্তীর্ণ ধরিত্রী দস্যুগণের আশ্রয় প্রদান করছে। হে বৃহস্পতি! তুমি ধেনুগণের অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদের পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র! এরূপে পথভ্রষ্ট তোমার উপাসককে তুমি পথপ্রদর্শন কর (৫)। ২১। ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থিত গৃহ হতে সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়ে দিবসের অপরার্ধ প্রকাশ করবার নিমিত্ত প্রত্যহ তুল্যরূপে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিসকল দূর করেন। বর্ষণকারী সে ইন্দ্র উদব্রজ নামক দেশে বর্চী ও শম্বর নামক দুই ধনার্থী দাসকে সংহার করেছেন (৬)। ২২। হে ইন্দ্র! প্রস্তোক তোমার স্তবকারী আমাকে সুবর্ণপূর্ণ দশটি কোশ ও দশটি অশ্ব প্রদান করেছেন এবং অতিথিগ্ব শম্বরকে জয় করে যে ধন লাভ করেছেন, আমরা দিবোদাসের নিকট হতে সে ধন গ্রহণ করেছি। ২৩। আমি দিবোদাসের নিকট হতে দশটি অশ্ব, দশটি সুবর্ণ কোশ পরিচ্ছদ, প্রচুর অন্ন এবং দশটি হিরণ্যপিণ্ড লাভ করেছি। ২৪। অশ্বথ আমার ভ্রাতা পায়ুকে অশ্বগণের সাথে দশখানি রথ এবং অথর্ব গোত্র ঋষিগণকে একশত গো প্রদান করেছেন। ২৫। সকল লোকের হিতের জন্য যে ভরদ্বাজপুত্র সকল এরূপ অতুল

ঐশ্বর্য গ্রহণ করেছিলেন সৃঞ্জয়পুত্র তাঁদের পূজা করেছিলেন। ২৬। হে বনস্পতি নির্মিত রথ! তোমার অবয়ব সকল দৃঢ় হোক, তুমি আমাদের বন্ধু ও রক্ষক হও, তুমি প্রকৃষ্টবীরগণ কর্তৃক যুক্ত হও। তুমি গোদ্বারা সন্নদ্ধ (৭) তুমি আমাদের সুদৃঢ় কর, তোমার উপর আরূঢ় রথী যেন অনায়াসে শত্রু জয় করতে সমর্থ হয়। ২৭। হে ঋত্বিগগণ! তোমরা হব্যদ্বারা রথের যজ্ঞ কর, কারণ এ রথ স্বর্গ ও পৃথিবীর সারাংশদ্বারা সৃষ্ট, বনস্পতির স্থিরাংশদ্বারা ঘটিত, জলের বেগের ন্যায় বেগযুক্ত গোদ্বারা আবৃত এবং বজ্রভূত। ২৮। হে দিব্যরথ! তুমি আমাদের যাগে প্রসন্ন হয়ে হব্য গ্রহণ কর, কারণ তুমি ইন্দ্রের বজ্রস্বরূপ, মরুৎগণের পুরোবর্তী, মিত্রের গর্ভভূত, ও বরুণের নাভিস্বরূপ। ২৯। হে দুন্দুভি (৮)! তুমি নিজ শব্দদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ কর, স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণিজাত এ অবগত হোক। তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের সাথে সমবেত হয়ে আমাদের শত্রুগণকে সুদূরে প্রেরণ কর। ৩০। হে দুন্দুভি! তুমি আমাদের শত্রুগণকে রোদন করাও। তুমি আমাদের বল প্রদান কর। তুমি দুর্ধর্ষ শত্রুগণের পীড়া-বিধানপূর্বক উচ্চরব কর। হে দুন্দুভি! আমাদের অনিষ্ট করে যারা আনন্দিত হয় তুমি তাদের দূরীভূত কর। তুমি ইন্দ্রের মুষ্টিস্বরূপ অতএব আমাদের দৃঢ়তা প্রদান কর। ৩১। হে ইন্দ্র! আমাদের এ সমস্ত ধেনুকে প্রতিনিবৃত্ত করে আমাদের নিকট নিয়ে এস। দুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট ঘোষণা করবার নিমিত্ত নিয়ত উচ্চরব করছে। আমাদের নায়কগণ অশ্বারোহণপূর্বক সমবেত হয়েছে। হে ইন্দ্র! আমাদের রথারূঢ় সৈন্যগণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে (৯)।

টীকা ঃ ১। স্বর্গ, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, জল ও ওষধি। সায়ণ। ২। ওষধি, জল ও ধেনু। সায়ণ। ৩। অর্থাৎ স্বর্গ। সায়ণ। 'A blessed state of happiness, light and safety"—Wilson ৪। অর্থাৎ ইন্দ্র। সায়ণ। ৫। আর্যগণ নিজ গো-সঙ্কুল কর্ষিত প্রদেশের সীমা অতিক্রম করে অনার্য আদিবাসিগণের অরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করেছেন, তাই ঋকের অর্থ। ৬। এ উদব্রজ-দেশ কোথায় তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না। ৭। এর অর্থ রথ গোদ্বারা আকৃষ্ট এরূপ হতে পারে কিন্তু সায়ণ এ ঋকে ও পরের ঋকে গো অর্থে গোচর্ম করেছেন। অর্থাৎ রথ গোচর্ম দ্বারা আবৃত। ৮। শেষ তিনটি ঋকে যুদ্ধ রথের স্তুতি হল, এক্ষণে তিনটি ঋকে যুদ্ধ দুন্দুভির স্তুতি হচ্ছে। ৯। যুদ্ধের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত, যুদ্ধের প্রাককালে ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

৪৮ সূক্ত।। প্রথম দশটি ঋকের দেবতা অগ্নি। একাদশ হতে পাঁচটি ঋকের দেবতা মরুৎগণ। ষোড়শ হতে চারটি ঋকের দেবতা পূষা। বিংশ ও একবিংশ ঋকের দেবতা পৃশ্নি। দ্বাবিংশ ঋকের দেবতা পৃশ্নি অথবা স্বর্গ ও পৃথিবী। বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি। সতোবৃহতী, ককুদ্, উষ্ণিক্, অতিজগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরাগিরা চ দক্ষসে।
প্র প্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষম্ ॥ ১
ঊর্জো নপাতং স হিনায়মস্ময়ুর্দাশেম হব্যদাতয়ে।
ভুবদ্বাজেষ্ববিতা ভুবদ্বৃধ উত ত্রাতা তনূনাম্ ॥ ২
বৃষা হ্যগ্নে অজরো মহান্বিভাস্যর্চিষা।
অজস্রেণ শোচিষা শোশুচচ্ছুচে সুদীতিভিঃ সু দীদিহি ॥ ৩
মহো দেবান্যজসি যক্ষ্যানুষক্তব ক্রত্বোত দংসনা।
অর্বাচঃ সীং কৃণুহ্যগ্নেঽবসে রাস্ব বাজোত বংস্ব ॥ ৪

যমাপো অদ্রয়ো বনা গর্ভমৃতস্য পিপ্রতি ।
সহসা যো মথিতো জায়তে নৃভিঃ পৃথিব্যা অধি সানবি ॥ ৫
আ যঃ পপ্রৌ ভানুনা রোদসী উভে ধূমেন ধাবতে দিবি ।
তিরস্তমো দদৃশে ঊর্ম্যাস্বা শ্যাবাস্বরুষো বৃষা শ্যাবা অরুষো বৃষা ॥ ৬
বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চিভিঃ শুক্রেণ দেব শোচিষা ।
ভরদ্বাজে সমিধানো যবিষ্ঠ্য রেবন্নঃ শুক্র দীদিহি দ্যুমৎপাবক দীদিহি ॥ ৭
বিশ্বাসাং গৃহপতির্বিশামসি ত্বমগ্নে মানুষীণাম্ ।
শতং পূর্ভির্যবিষ্ঠ পাহ্যংহসঃ সমেদ্ধারং শতং হিমাঃ স্তোতৃভ্যো যে চ
দদতি ॥ ৮

ত্বং নশ্চিত্র ঊত্যা বসো রাধাংসি চোদয় ।
অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে তু নঃ ॥ ৯
পর্ষি তোকং তনয়ং পর্তৃভিষ্ট্বমদব্ধৈরপ্রযুত্বভিঃ ।
অগ্নে হেলাংসি দৈব্যা যুযোধি নোঽদেবানি হ্বরাংসি চ ॥ ১০
আ সখায়ঃ সবর্দুঘাং ধেনুমজধ্বমুপ নব্যসা বচঃ । সৃজধ্বমনপস্ফুরাম্ ॥ ১১
যা শর্ধায় মারুতায় স্বভানবে শ্রবোঽমৃত্যু ধুক্ষত ।
যা মৃলীকে মরুতাং তুরাণাং যা সুম্নৈরেবয়াবরী ॥ ১২
ভরদ্বাজায়াব ধুক্ষত দ্বিতা । ধেনুং চ বিশ্বদোহসমিষং চ বিশ্বভোজসম্ ॥ ১৩
তং ব ইন্দ্রং ন সুক্রতুং বরুণমিব মায়িনম্ ।
অর্যমণং ন মন্দ্রং সৃপ্রভোজসং বিষ্ণুং ন স্তুষ আদিশে ॥ ১৪
ত্বেষং শর্ধো ন মারুতং তুবিষ্বণ্যনর্বাণং পূষণং সং যথা শতা ।
সং সহস্রা কারিষচ্চর্ষণিভ্য আঁ আবির্গূড়্হা বসূ করৎসুবেদা নো বসূ
করৎ ॥ ১৫

আ মা পূষন্নুপ দ্রব শংসিষং নু তে অপিকর্ণ আঘৃণে ।
অঘা অর্যো অরাতয়ঃ ॥ ১৬
মা কাকংবীরমুদ্বৃহো বনস্পতিমশস্তীর্বি হি নীনশঃ ।
মোত সূরো অহ এবা চন গ্রীবা আদধতে বেঃ ॥ ১৭
দৃতেরিব তেঽবৃকমস্তু সখ্যম্ । অচ্ছিদ্রস্য দধন্বতঃ সুপূর্ণস্য দধন্বতঃ ॥ ১৮
পরো হি মর্ত্যেরসি সমো দেবৈরুত শ্রিয়া ।
অভি খ্যঃ পূষৎপৃতনাসু নস্ত্বমবা নূনং যথা পুরা ॥ ১৯
বামী বামস্য ধূতয়ঃ প্রণীতিরস্তু সুনৃতা ।
দেবস্য বা মরুতো মর্ত্যস্য বেজানস্য প্রযজ্যবঃ ॥ ২০
সদ্যশ্চিদ্যস্য চর্কৃতিঃ পরি দ্যাং দেবো নৈতি সূর্যঃ ।
ত্বেষং শবো দধিরে নাম যজ্ঞিয়ং মরুতো বৃত্রহং শবো জ্যেষ্ঠং বৃত্রহং শবঃ ॥ ২১
সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমিরজায়ত ।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎপয়স্তদন্যো নানু জায়তে ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। হে স্তোতৃবর্গ ! তোমরা প্রতি যজ্ঞে বার বার স্তোত্রদ্বারা শক্তিমান অগ্নির স্তব কর। আমরা সে অমর সর্বদর্শী, বন্ধুর ন্যায় অনুকূল দেব অগ্নির প্রশংসা করছি। ২। আমরা শক্তিপুত্রের প্রশংসা করছি কারণ তিনি প্রকৃত পক্ষে আমাদের প্রতি প্রসন্ন। হব্যবহনকারী সে অগ্নিকে আমরা হব্য প্রদান করি। তিনি যেন সংগ্রামে আমাদের রক্ষক ও সমৃদ্ধিবিধায়ক হন। তিনি যেন আমাদের পুত্রগণকে রক্ষা করেন। ৩। হে অগ্নি ! তুমি অভীষ্টবর্ষী, জরা রহিত ও মহান,

তুমি সমধিক দীপ্তিসহকারে প্রকাশিত। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি অবিচ্ছিন্ন ভারসহ বিরাজ করছ। তুমি মনোজ্ঞ দীপ্তিসহকারে প্রজ্বলিত হও। ৪। হে অগ্নি! তুমি মহৎ দেবগণের যাগ কর, অতএব আমাদের যজ্ঞে নিরন্তর দেবগণের যাগ কর। তুমি আমাদের রক্ষার নিমিত্ত নিজ বুদ্ধি ও কার্যদ্বারা দেবগণকে আমাদের অভিমুখে আন। তুমি তাঁদের হব্যরূপ অন্ন প্রদান কর এবং স্বয়ং তা স্বীকার কর। ৫। তুমি যজ্ঞের গর্ভভূত। তোমাকে বসতীবরী অর্থাৎ সোমমিশ্রণার্থে জল, অভিষব পাষাণ ও অরণি কাষ্ঠ পোষণ করে। তুমি ঋত্বিকগণ কর্তৃক বলপূর্বক মথিত হয়ে পৃথিবীর অত্যুন্নত স্থানে অর্থাৎ দেবযজন দেশে প্রাদুর্ভূত হও। ৬। যে অগ্নি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে পূর্ণ করেন, যিনি ধূম সহকারে অন্তরিক্ষে উদিত হন, দীপ্তিমান অভীষ্টবর্ষী সে অগ্নি অন্ধকার রাতে তমোনাশ করতে দৃষ্ট হন। দীপ্তিমান সে অভীষ্টবর্ষী অন্ধকার রাত সকলের উপর অধিষ্ঠান করেন। ৭। হে দেব, দেবগণের মধ্যে কনিষ্ঠ, প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি আমার ভ্রাতা ভরদ্বাজ কর্তৃক সন্ধুক্ষিত হয়ে আমাদের ধন প্রদানপূর্বক, নির্মল ও প্রবল দীপ্তিসহকারে প্রজ্বলিত হও। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত হও। ৮। হে অগ্নি! তুমি সমস্ত মনুষ্যলোকের গৃহপতি। হে বরুণতম অগ্নি! আমি তোমাকে শত হেমন্ত প্রজ্বালিত করছি (১), তুমি আমাকে শত সংখ্যক রক্ষাদ্বারা পাপ হতে রক্ষা কর। যারা তোমার স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করে, তাদেরও রক্ষা কর। ৯। হে গৃহদাতা, বিচিত্র অগ্নি! তুমি আমাদের নিকট রক্ষাসহকারে ধন প্রেরণ কর, কারণ তুমি এ সমস্ত ধনের প্রেরক। তুমি শীঘ্র আমাদের সন্ততিগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। ১০। হে অগ্নি! তুমি সমবেত ও হিংসারহিত রক্ষাদ্বারা আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে পালন কর। তুমি আমাদের নিকট হতে দেবগণের কোপ ও মানবগণের বিদ্বেষ বিদূরিত কর। ১১। হে বন্ধুগণ! তোমরা নবীনতর স্তোত্র সহকারে দুগ্ধবতী ধেনুর নিকট এস এবং তাকে এরূপে বিমুক্ত কর যাতে তার কোনরূপ হানি না হয়। ১২। যিনি সহিষ্ণু, স্বাধীনতেজা মরুৎগণকে অমরণ হেতু পয়োরূপ অন্ন প্রদান করেন, যিনি বেগগামী মরুৎগণের সুখসাধনে তৎপর, যিনি বৃষ্টি জলের সাথে সুখবর্ষণ করে অন্তরিক্ষ পথে পরিভ্রমণ করেন। ১৩। হে মরুৎগণ! তোমরা ভরদ্বাজের নিমিত্ত বিশ্বের দুগ্ধদাত্রী ধেনু ও সকল ব্যক্তির ভোগপর্যাপ্ত অন্ন, এ দুটি সুখ দোহন কর। ১৪। হে মরুৎগণ! তোমরা ইন্দ্রের মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানকারী, বরুণের ন্যায় বুদ্ধিমান, অর্যমার ন্যায় এবং স্তুতিভাজন, বিষ্ণুর ন্যায় দানশীল, আমি ধন প্রদানার্থে তোমাদের স্তব করছি। ১৫। যাতে মরুৎগণ শত সহস্র প্রকার ধন এককালে আমাদের দেন, সেজন্য আমি সম্প্রতি উচ্চরবকারী, অপ্রতিহত প্রভাব ও পুষ্টিদায়ক মরুৎগণের দীপ্তবলের স্তব করছি। সে মরুৎগণ যেন আমাদের নিকট গূঢ় ধন প্রকাশিত করেন ও সমস্ত ধন সুলভ করেন। ১৬। হে পূষা! তুমি সত্বর আমার নিকট এস। হে দীপ্তিমান দেব! তুমি ভীষণ আক্রমণকারী শত্রুগণকে পীড়িত কর। আমিও তোমার কর্ণ সমীপে উপস্থিত হয়ে তোমার গুণগান করি। ১৭। হে পূষা! তুমি কাকদের আশ্রয়ভূত বনস্পতিকে অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদি সমন্বিত এ ঋষিকে উন্মূলিত করো না। আমার নিন্দাকারীদের সর্বতোভাবে নষ্ট কর। ব্যাধগণ যেরূপ পক্ষিগণের বন্ধনার্থে জাল বিস্তার করে, সেরূপ শত্রুগণ যেন কোনরূপে আমাদের বন্ধন করতে না পারে। ১৮। হে পূষা! দধিপূর্ণ, ছিদ্ররহিত দৃতির ন্যায় (২) তোমার বন্ধুতা যেন সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। ১৯। হে পূষা! তুমি মর্ত্যগণকে অতিক্রম করে অবস্থান করছ। তুমি সম্পত্তি বিষয়ে দেবগণের সমকক্ষ। অতএব তুমি সংগ্রামে আমাদের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি রেখ। তুমি পূর্বকালে

মানবগণকে যেরূপ রক্ষা করেছিলে, সম্প্রতি আমাদের সেরূপ রক্ষা কর। ২০। হে কম্পনবিধায়ী, সম্যকরূপে স্তুতিভাজন মরুৎগণ! তোমাদের যে প্রশস্ত বাণী কি দেব, কি যজমান উভয়েরই বাঞ্ছিত ধন প্রণয়ন করে, তোমাদের সে সদয় ও সূনৃত বাণী আমাদের পথ প্রদর্শক হোক। ২১। যে মরুৎগণের কার্যসকল দীপ্তিমান সূর্যের ন্যায় সহসা অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হয়, সে মরুৎগণ দীপ্ত, শত্রুবিজয়ী, পূজনীয়, শত্রুনাশক বল ধারণ করেন। সে শত্রুনাশক বল সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ২২। একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হয়েছে, একবার মাত্র পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে, একবার মাত্র পৃশ্নির দুগ্ধ দোহন করা হয়েছে। এ ছাড়া তোমার মত আর উৎপাদিত হয় নি।

টীকা ঃ ১। মনুষ্যের পরমায়ুর সীমা একশত বৎসর। ২। অর্থাৎ দধি রাখবার জন্য চর্মাধার। সেকালে চর্মপাত্রের অনেক ব্যবহার ছিল। সোম, সুরা বা দধি তাতে স্থাপিত হত, ঋগ্বেদের অনেক স্থানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

৪৯ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভরদ্বাজের অপত্য ঋজিশ্বা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, শক্করী ছন্দ।

স্তুষে জনং সুব্রতং নব্যসীভির্গীর্ভির্মিত্রাবরুণা সুম্নয়ন্তা।
ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্তু সুক্ষত্রাসো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ॥ ১
বিশোবিশ ঈড্যমধ্বরেষ্বদৃপ্তক্রতুমরতিং যুবত্যোঃ।
দিবঃ শিশুং সহসঃ সূনুমগ্নিং যজ্ঞস্য কেতুমরুষং যজধ্যৈ ॥ ২
অরুষস্য দুহিতরা বিরূপে স্তৃভিরন্যা পিপিশে সূরো অন্যা।
মিথস্তুরা বিচরন্তী পাবকে মন্ম শ্রুতং নক্ষত ঋচ্যমানে ॥ ৩
প্র বায়ুমচ্ছা বৃহতী মনীষা বৃহদ্রয়িং বিশ্ববারং রথপ্রাম্।
দ্যুতদ্যামা নিযুতঃ পত্যমানঃ কবিঃ কবিমিয়ক্ষসি প্রযজ্যো ॥ ৪
স মে বপুশ্ছদয়দশ্বিনোর্যো রথো বিরুক্মান্মনসা যুজানঃ।
যেন নরা নাসত্যেষয়ধ্যৈ বর্তির্যাথস্তনয়ায় ত্মনে চ ॥ ৫
পর্জন্যবাতা বৃষভা পৃথিব্যাঃ পুরীষাণি জিন্বতমপ্যানি।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যস্য গীর্ভির্জগতঃ স্থাতর্জগদা কৃণুধ্বম্ ॥ ৬
পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ।
গ্নাভিরচ্ছিদ্রং শরণং সজোষা দুরাধর্ষং গৃণতে শর্ম যংসৎ ॥ ৭
পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানলর্কম্।
স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ংধিয়ং সীষধাতি প্র পূষা ॥ ৮
প্রথমভাজং যশসং বয়োধাং সুপাণিং দেবং সুগভস্তিমৃভ্বম্।
হোতা যক্ষদ্যজতং পস্ত্যানামগ্নিস্ত্বষ্টারং সুহবং বিভাবা ॥ ৯
ভুবনস্য পিতরং গীর্ভিরাভী রুদ্রং দিবা বর্ধয়া রুদ্রমক্তৌ।
বৃহন্তমৃষ্বমজরং সুষুম্নমৃধগ্ঘুবেম কবিনেষিতাসঃ ॥ ১০
আ যুবানঃ কবয়ো যজ্ঞিয়াসো মরুতো গন্ত গৃণতো বরস্যাম্।
অচিত্রং চিদ্ধি জিন্বথা বৃধন্ত ইত্থা নক্ষন্তো নরো অঙ্গিরস্বৎ ॥ ১১
প্র বীরায় প্র তবসে তুরায়াজা যূথেব পশুরক্ষিরস্তম্।
স পিস্পৃশতি তন্বি শ্রুতস্য স্তৃভির্ন নাকং বচনস্য বিপঃ ॥ ১২
যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।
তস্য তে শর্মন্নুপদদ্যমানে রায়া মদেম তন্বাহ্তনা চ ॥ ১৩
তন্নোঽহির্বুধ্ন্যো অদ্ভিরর্কৈস্তৎপর্বতস্তৎসবিতা চনো ধাৎ।
তদোষধীভিরভি রাতিষাচো ভগঃ পুরন্ধির্জিন্বতু প্র রায়ে ॥ ১৪

নূ নো রয়িং রথ্যং চর্ষণিপ্রাং পুরুবীরং মহ ঋতস্য গোপাম্।
ক্ষয়ং দাতাজরং যেন জনান্ত্স্পৃধো অদেবীরভি চ ক্রমাম বিশ
আদেবীরভ্যশ্নবাম ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। আমি নবীনতর স্তোত্রদ্বারা দেবসমূহ ও স্তোতৃবর্গের সুখাভিলাষী মিত্র ও বরুণের স্তব করছি। নিরতিশয় বলশালী মিত্র, বরুণ ও অগ্নি যেন এ যজ্ঞে আসেন এবং আমাদের স্তোত্র শোনেন। ২। যে অগ্নি প্রত্যেক ব্যক্তির পূজার্হ, যিনি কার্যের অনুষ্ঠান করে দর্প করেন না, যিনি (স্বর্গ ও পৃথিবী রূপ) দুই যুবতী কন্যার স্বামী, যিনি স্তবকারীর পুত্রভূত, শক্তিপুত্র ও যজ্ঞের প্রদীপ্ত কেতুস্বরূপ, আমি সে অগ্নির যাগ করবার নিমিত্ত (যজমানকে উত্তেজিত করছি)। ৩। দীপ্তিমান সূর্যের বিভিন্নরূপা দুটি কন্যা (দিবা ও রাত্রি)। তন্মধ্যে একটি নক্ষত্রসমূহ ও অন্যটি সূর্যদ্বারা সমুজ্জ্বল। পরস্পর বিরোধী, পৃথকভাবে সঞ্চরণশীল, পবিত্রতাবিধায়ক ও আমাদের স্তুতিভাজন এ উভয়েই যেন আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করে প্রসন্ন হন। ৪। আমাদের মহতী স্তুতি যেন মহাধনসম্পন্ন, অখিল লোকের বন্দনীয়, রথ পূরণকারী বায়ুর অভিমুখে উপস্থিত হয়। হে সম্যক যাগার্হ সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়, নিযুত অশ্বের অধিপতি, দূরদর্শী বায়ু! তুমি মেধাবী স্তবকারীকে ধনদ্বারা সম্বর্ধনা কর। ৫। যে রথ চিন্তামাত্রে অশ্বদ্বারা যোজিত হয়, অশ্বিদ্বয়ের সে সমুজ্জ্বল রথ যেন দীপ্তিদ্বারা আমার দেহ আচ্ছন্ন করে। হে নেতা নাসত্যদ্বয়! তুমি যেন রথদ্বারা স্তবকারীর সন্ততি ও তার নিজের মনোরথ পূর্ণ করবার নিমিত্ত তোমার গৃহে গমন কর। ৬। হে বর্ষণকারী পর্জন্য ও বাত! তোমরা অন্তরিক্ষ হতে প্রাপ্য জল প্রেরণ কর। হে জ্ঞানসম্পন্ন, স্তোত্রশ্রবণকারী, জগৎ সংস্থাপক মরুৎগণ! তোমরা যার স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন হও তার সমস্ত প্রাণিজাত সমৃদ্ধ কর। ৭। পবিত্রতা বিধায়িনী, মনোজ্ঞ, বিচিত্রগমনা, বীরপত্নী সরস্বতী যেন আমাদের যাগাদি কার্য নির্বাহ করেন। তিনি যেন দেবপত্নীগণের সাথে প্রীত হয়ে স্তবকারীকে অচ্ছিদ্র গৃহ ও সুখ প্রদান করেন। ৮। স্তবকারী যেন বাঞ্ছিত ফলের বশবর্তী হয়ে সমস্ত পথের অধিপতি পূজনীয় পূষার সমীপে স্তোত্র সহকারে উপস্থিত হয়। তিনি যেন আমাদের সুবর্ণশৃঙ্গ ধেনুসকল প্রদান করেন। পূষা যেন আমাদের সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করেন। ৯। দেবগণের আহ্বানকারী, দীপ্তিমান অগ্নি যেন ত্বষ্টার যাগ করেন; ত্বষ্টারূপ সকলের আদিবিভাগকর্তা, প্রসিদ্ধ, অন্নদাতা, শোভনপাণি, দানশীল, মহান গৃহস্থ-গণের যজনীয় এবং অনায়াসে আহ্বানযোগ্য। ১০। হে স্তবকারী! তুমি দিবাভাগে এ সমস্ত স্তোত্রদ্বারা ভুবন পালক রুদ্রকে বর্ধিত কর, তুমি রাত্রিকালে রুদ্রের সম্বর্ধনা কর। আমরা দূরদর্শী রুদ্রকর্তৃক প্রেরিত হয়ে মহান, মনোজ্ঞ, জরারহিত সুখসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমূলক সে রুদ্রকে আহ্বান করছি। ১১। হে নিত্যতরুণ, জ্ঞানসম্পন্ন ও পূজনীয় মরুৎগণ! তোমরা যজমানের স্তোত্রাভিমুখে এস। হে নেতৃগণ! তোমরা এরূপে সমৃদ্ধ হয়ে এবং সঞ্চরমান রশ্মি সকলের ন্যায় ব্যাপ্ত হয়ে, বৃষ্টিদ্বারা বিরল পাদপ বনসমূহের তৃপ্তিসাধন কর। ১২। পশু-পালক যেরূপ গোযূথকে (শীঘ্র পরিচালিত করে), সেরূপ পরাক্রান্ত, বলশালী ও দ্রুতগামী মরুৎগণের নিকট শীঘ্র স্তোত্র প্রেরণ কর। অন্তরিক্ষ যেরূপ নক্ষত্র মণ্ডলদ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়, সেরূপ সে মরুৎগণ মেধাবী স্তোতার সুশ্রাব্য স্তোত্রদ্বারা নিজ দেহাবচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট হোন। ১৩। যে বিষ্ণু উপদ্রুত মনুর নিমিত্ত ত্রিপাদ বিক্রম দ্বারা পার্থিব লোক পরিমাণ করেছিলেন, সে তোমার দেওয়া গৃহে অবস্থানপূর্বক

আমরা যেন ধন, দেহ ও পুত্রদ্বারা আনন্দ অনুভব করি। ১৪। আমাদের মন্ত্রদ্বারা স্তূয়মান অহির্বুধ্ন্য (১), পর্বত ও সবিতা যেন আমাদের বারিসহকারে অন্ন প্রদান করেন। দানশীল বিশ্বদেবগণ যেন আমাদের ওষধিসহকারে সে অন্ন প্রদান করেন। সুবুদ্ধি দেব ভগ যেন ধনার্থে আমাদের প্রেরণ করেন। ১৫। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা আমাদের রথযুক্ত, অসংখ্য অনুচরসমেত বহুপুত্র সমন্বিত যজ্ঞের সাধনভূত ধন ও অক্ষয় গৃহ প্রদান কর, যা দিয়ে আমরা স্পর্ধা করে শত্রুগণ ও অদেব সৈন্যকে পরাজিত করব এবং দেবভক্ত লোকদের আশ্রয় প্রদান করতে সমর্থ হব।

টীকা : ১। অহির্বুধ্ন্য সম্বন্ধে ২।৩১।৬ ঋকের টীকা দেখুন, পর্বত সম্বন্ধে ১।১২২।৩ ঋকের টীকা দেখুন।

৫০ সূক্ত ॥ নানা দেবতা। ঋজিশ্বা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হুবে বো দেবীমদিতিং নমোভির্মৃলীকায় বরুণং মিত্রমগ্নিম্।
অভিক্ষদামর্যমণং সুশেবং ত্রাতৄন্দেবান্ৎসবিতারং ভগং চ ॥ ১
সুজ্যোতিষঃ সূর্য দক্ষপিতৄননাগাস্ত্বে সুমহো বীহি দেবান্।
দ্বিজন্মানো য ঋতসাপঃ সত্যাঃ স্বর্বন্তো যজতা অগ্নিজিহ্বাঃ ॥ ২
উত দ্যাবাপৃথিবী ক্ষত্রমুরু বৃহদ্রোদসী শরণং সুষুম্নে।
মহস্করথো বরিবো যথা নোঽস্মে ক্ষয়ায় ধিষণে অনেহঃ ॥ ৩
আ নো রুদ্রস্য সূনবো নমন্তামদ্যা হূতাসো বসবোঽধৃষ্টাঃ।
যদীমর্ভে মহতি বা হিতাসো বাধে মরুতো অহ্বাম দেবান্ ॥ ৪
মিম্যক্ষ যেষু রোদসী নু দেবী সিষক্তি পূষা অভ্যর্ধযজ্বা।
শ্রুত্বা হবং মরুতো যদ্ধ যাথ ভূমা রেজন্তে অধ্বনি প্রবিক্তে ॥ ৫
অভি ত্যং বীরং গির্বণসমর্চেন্দ্রং ব্রহ্মণা জরিতর্নবেন।
শ্রবদিদ্ধবমুপ চ স্তবানো রাসদ্বাজাঁ উপ মহো গৃণানঃ ॥ ৬
ওমানমাপো মানুষীরমৃক্তং ধাত তোকায় তনয়ায় শংযোঃ।
যূযং হি ষ্ঠা ভিষজো মাতৃতমা বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতো জনিত্রীঃ ॥ ৭
আ নো দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণো হিরণ্যপাণির্যজতো জগম্যাৎ।
যো দত্রবাঁ উষসো ন প্রতীকং ব্যূর্ণুতে দাশুষে বার্যাণি ॥ ৮
উত ত্বং সূনো সহসো নো অদ্যা দেবাঁ অস্মিন্নধ্বরে ববৃত্যাঃ।
স্যামহং তে সদমিদ্রাতৌ তব স্যামগ্নেঽবসা ব সুবীরঃ ॥ ৯
উত ত্যা মে হবমা জগ্ম্যাতং নাসত্যা ধীভির্যুবমঙ্গ বিপ্রা।
অত্রিং ন মহস্তমসোঽমুমুক্তং তূর্বতং নরা দুরিতাদভীকে ॥ ১০
তে নো রায়ো দ্যুমতো বাজবতো দাতারো ভূত নৃবতঃ পুরুক্ষোঃ।
দশস্যন্তো দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা অপ্যা মৃলতা চ দেবাঃ ॥ ১১
তে নো রুদ্রঃ সরস্বতী সজোষা মীড়্হুষ্মন্তো বিষ্ণুর্মৃলন্তু বায়ুঃ।
ঋভুক্ষা বাজো দৈব্যো বিধাতা পর্জন্যাবাতা পিপ্যতামিষং নঃ ॥ ১২
উত স্য দেবঃ সবিতা ভগো নোঽপাং নপাদবতু দানু পপ্রিঃ।
ত্বষ্টা দেবেভির্জনিভিঃ সজোষা দ্যৌর্দেবেভিঃ পৃথিবী সমুদ্রৈঃ ॥ ১৩
উত নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শৃণোত্বজ একপাৎ পৃথিবী সমুদ্রঃ।
বিশ্বে দেবা ঋতাবৃধো হুবানাঃ স্তুতা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা অবন্তু ॥ ১৪
এবা নপাতো মম তস্য ধীভির্ভরদ্বাজা অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
গ্না হুতাসো বসবোঽধৃষ্টা বিশ্বে স্তুতাসো ভূতা যজত্রাঃ ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। হে দেবগণ! আমি সুখের নিমিত্ত স্তোত্রসহকারে অদিতি, বরুণ,

মিত্র, অগ্নি, শত্রুনিধনকারী ও সেবনীয় অর্যমা, সবিতা, ভগ এবং সমুদয় রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করছি। ২। হে দীপ্তিসম্পন্ন সূর্য! তুমি দক্ষ হতে সম্ভূত শোভনদীপ্তিশালী দেবগণকে আমাদের প্রতি অনুকূল কর। দ্বিজন্মা (অর্থাৎ উভয় স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত) দেবগণ যাগপ্রিয়, সত্যবাদী, ধনসম্পন্ন, যাগার্হ ও অগ্নিজিহ্ব। ৩। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! তোমরা সমধিক বল প্রদান কর। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! তোমরা আমাদের স্বচ্ছন্দতার জন্য বিশালগৃহ দাও। যাতে আমাদের অতুল ঐশ্বর্য হয় তার উপায় বিধান কর। হে সদয় দেবদ্বয়! তোমরা আমাদের গৃহ হতে পাপ বিদূরিত কর। ৪। গৃহপ্রদাতা অজেয় রুদ্রপুত্রগণ সম্প্রতি আহূত হয়ে যেন আমাদের নিকট আসেন, কারণ তাঁরা মহৎ ও ক্ষুদ্র ক্লেশের সময় আমাদের সাহায্য করবেন বলে আমরা দেব মরুৎগণকে আহ্বান করি। ৫। যে মরুৎগণের সাথে দীপ্তিমান স্বর্গ ও পৃথিবী সংশ্লিষ্ট, ধনদ্বারা স্তোতৃবর্গের সমৃদ্ধি বিধানকারী পূষা যে মরুৎগণের সেবা করেন, হে মরুৎগণ! তোমরা যেকালে আমাদের আহ্বান শ্রবণ করে আস, তখন তোমাদের বিভিন্ন পথস্থিত প্রাণিবর্গ কম্পিত হতে থাকে। ৬। হে স্তবকারী! তুমি অভিনব স্তোত্রদ্বারা স্তুতিভাজন বীর ইন্দ্রের স্তব কর। এরূপে স্তূয়মান সে ইন্দ্র যেন আমাদের আহ্বান শোনেন ও আমাদের নিকট প্রভূত অন্ন প্রেরণ করেন। ৭। হে বারিরাশি! তোমরা মানবহিতসাধক, তোমরা আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের নিমিত্ত অনিষ্টনাশক রক্ষণশীল অন্ন প্রদান কর। তোমরা উপদ্রব সকল শান্ত ও বিদূরিত কর কারণ তোমরা মাতৃগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক; তোমরা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের উৎপাদক। ৮। যিনি উষামুখের ন্যায় যজমানের নিকট অভিলষিত ধন প্রকাশ করেন, সে রক্ষাকারী হিরণ্যপাণি পূজনীয় সবিতা যেন আমাদের নিকট আসেন। ৯। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি অদ্য আমাদের এ যজ্ঞে দেবগণকে আন। আমি যেন সর্বদা তোমার বদান্যতা অনুভব করি। হে দেব! তোমার রক্ষাবশত আমি যেন শোভন পুত্রপৌত্রাদি সম্পন্ন হই। ১০। হে প্রাজ্ঞ নাসত্যদ্বয়! তোমরা সত্বর পরিচর্যা সমন্বিত আমার স্তোত্র সমীপে এস। তোমরা অন্ধকার হতে অত্রি ঋষিকে যেরূপ মুক্ত করেছিলে সেরূপ আমাদের মুক্ত কর। হে নেতৃদ্বয়! তোমরা আমাদের সংগ্রামদুঃখ হতে পরিত্রাণ কর। ১১। হে দেবগণ! তোমরা আমাদের দীপ্তিসম্পন্ন, বলবিধায়ক, পুত্রাদিসম্পন্ন ও সুপ্রসিদ্ধ ধন প্রদান কর। হে স্বর্গীয় আদিত্যগণ, পার্থিব বসুগণ গোজাত অর্থাৎ পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ, অপজাত রুদ্রগণ তোমরা আমাদের মনোরথ পূর্ণ করে সুখী কর। ১২। রুদ্র ও সরস্বতী, বিষ্ণু ও বায়ু, ঋভুক্ষা, বাজ ও দেব বিধাতা যেন তুল্যরূপে প্রসন্ন হয়ে আমাদের সুখী করেন। পর্জন্য ও বায়ু যেন আমাদের অন্ন বর্ধিত করেন। ১৩। প্রসিদ্ধ দেব সবিতা ও ভগ এবং বারিরাশির পৌত্রস্থানীয় দানশীল অগ্নি যেন আমাদের রক্ষা করেন। দেবগণ ও দেবপত্নীগণের সাথে তুল্যরূপে প্রসন্ন ত্বষ্টা, দেবগণের সাথে তুল্য প্রীত স্বর্গ এবং সমুদ্রগণের সাথে সমান প্রীত পৃথিবী যেন আমাদের রক্ষা করেন। ১৪। অহির্বুধ্ন্য, অজ-একপাদ, পৃথিবী ও সমুদ্র আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক, আমাদের দ্বারা আহূত ও স্তুত, মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ও মেধাবী ঋষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান বিশ্বদেবগণ আমাদের রক্ষা করুন। ১৫। ভরদ্বাজগোত্রজ আমার পুত্রগণ এরূপে পূজা সাধন স্তোত্রদ্বারা দেবগণের স্তব করছে। হে যজ্ঞার্হ দেবগণ! তোমরা হব্যদ্বারা হুত, গৃহপ্রদাতা ও অজেয়, তোমরা সকলে দেবপত্নীগণের সাথে নিয়ত পূজিত হও।

৫১ সূক্ত ॥ নানা দেবতা। ঋজিশ্বা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু ত্যচ্চক্ষুর্মহি মিত্রয়োরাঁ এতি প্রিয়ং বরুণয়োরদব্ধম্।
ঋতস্য শুচি দর্শতমনীকং রুক্মো ন দিব উদিতা ব্যদ্যৌৎ ॥ ১
বেদ যস্ত্রীণি বিদথান্যেষাং দেবানাং জন্ম সনুতরা চ বিপ্রঃ।
ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্নভি চষ্টে সূরো অর্য এবান্ ॥ ২
স্তুষ উ বো মহ ঋতস্য গোপানদিতিং মিত্রং বরুণং সুজাতান্।
অর্যমণং ভগমদব্ধধীতীনচ্ছা বোচে সধন্যঃ পাবকান্ ॥ ৩
রিশাদসঃ সৎপতীঁরদব্ধান্মহো রাজ্ঞঃ সুবসনস্য দাতৃন্।
যূনঃ সুক্ষত্রান্ ক্ষয়তো দিবো নৄনাদিত্যান্যাম্যদিতিং দুবোয়ু ॥ ৪
দ্যৌ৩ষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং বি যন্ত ॥ ৫
মা নো বৃকায় বৃক্যে সমস্মা অঘায়তে রীরধতা যজত্রাঃ।
যূয়ং হি ষ্ঠা রথ্যো নস্তনূনাং যূয়ং দক্ষস্য বচসো বভূব ॥ ৬
মা ব এনো অন্যকৃতং ভুজেম মা তৎকর্ম বসবো যচ্চয়ধ্বে।
বিশ্বস্য হি ক্ষয়থ বিশ্বদেবাঃ স্বয়ং রিপুস্তন্বং রীরিষীষ্ট ॥ ৭
নম ইদুগ্রং নম আ বিবাসে নমো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।
নমো দেবেভ্যো নম ঈশ এষাং কৃতং চিদেনো নমসা বিবাসে ॥ ৮
ঋতস্য বো রথ্যঃ পূতদক্ষানৃতস্য পস্ত্যসদো অদব্ধান্।
তাঁ আ নমোভিরুরুচক্ষসো নৄন্বিশ্বান্ব আ নমে মহো যজত্রাঃ ॥ ৯
তে হি শ্রেষ্ঠবর্চসস্ত উ নস্তিরো বিশ্বানি দুরিতা নয়ন্তি।
সুক্ষত্রাসো বরুণো মিত্রো অগ্নির্ঋতধীতয়ো বক্মরাজসত্যাঃ ॥ ১০
তে ন ইন্দ্রঃ পৃথিবী ক্ষাম বর্ধন্পূষা ভগো অদিতিঃ পঞ্চ জনাঃ।
সুশর্মাণঃ স্ববসঃ সুনীথা ভবন্তু নঃ সুত্রাত্রাসঃ সুগোপাঃ ॥ ১১
নূ সদ্মানং দিব্যং নংশি দেবা ভারদ্বাজঃ সুমতিং যাতি হোতা।
আসানেভির্যজমানো মিয়েধৈর্দেবানাং জন্ম বসূয়ুর্ববন্দ ॥ ১২
অপ ত্যং বৃজিনং রিপুং স্তেনমগ্নে দুরাধ্যম্।
দবিষ্ঠমস্য সৎপতে কৃধী সুগম্ ॥ ১৩
গ্রাবাণঃ সোম নো হি কং সখিত্বনায় বাবশুঃ।
জহী ন্যত্রিণং পণিং বৃকো হি ষঃ ॥ ১৪
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানব ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা অভিদ্যবঃ।
কর্তা নো অধ্বন্না সুগং গোপা অমা ॥ ১৫
অপি পন্থামগন্মহি স্বস্তিগামনেহসম্।
যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। সূর্যের প্রসিদ্ধ, প্রকাশক, বিস্তৃত, মিত্র ও বরুণের প্রিয়, অপ্রতিহত, নির্মল ও মনোজ্ঞ দীপ্তি প্রকাশিত হয়ে অন্তরিক্ষের ভূষণবৎ শোভা পাচ্ছে। ২। যিনি তিনটি জ্ঞাতব্য ভুবন অবগত আছেন, যিনি জ্ঞানশালী এবং দেবগণের দুর্জ্ঞেয় জন্ম বিদিত আছেন, সে সূর্য মানবগণের সৎ ও অসৎ কর্মের পরিদর্শন করছেন এবং প্রভু হয়ে মনুষ্যগণের সঙ্গত মনোরথ পূর্ণ করছেন। ৩। আমি যজ্ঞরক্ষক, শোভনজন্মা অদিতি, মিত্র, বরুণ, অর্যমা ও ভগের স্তব করি। যাঁদের কার্য অপ্রতিহত, যাঁরা অর্থসম্পন্ন ও বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়ক, তাঁদের যশ কীর্তন করছি। ৪। হে হিংসকগণের ক্ষেপণকারী, সাধুগণের পালক, অপ্রতিহতপ্রভাব,

শক্তিমান, অধীশ্বর, শোভন গৃহপ্রদাতা, নিত্যতরুণ, নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী, স্বর্গের নেতা অদিতিপুত্রগণ। আমি অদিতির শরণ নিচ্ছি, কারণ তিনি আমার পরিচর্যা কামনা করেন। ৫। হে জনক স্বর্গ, জননী পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ! তোমরা আমাদের সুখী কর। হে অদিতিপুত্রগণ ও অদিতি! তোমরা সমবেত হয়ে আমাদের সমধিক সুখ প্রদান কর। ৬। হে যাগার্হ দেবগণ! তোমরা আমাদের বৃক অথবা বৃকীর বশীভূত করো না। যারা আমাদের অনিষ্ট কামনা করে; আমাদের তাদের আয়ত্ত করো না। কারণ তোমরা আমাদের দেহ বল ও বাক্যের চালক-স্বরূপ। ৭। হে দেবগণ! আমরা তোমাদেরই। আমরা যেন অন্যকৃত পাপ-নিবন্ধন ক্লেশ অনুভব না করি। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা বিশ্বের অধিপতি, অতএব যাতে শত্রু নিজ দেহের উপর অনিষ্ট উৎপাদন করে তোমরা তার উপায় বিধান কর। ৮। নমস্কারই সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব, আমি নমস্কার করছি। নমস্কারই স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, এজন্য আমি দেবগণকে নমস্কার করছি। দেবগণ নমস্কারেরই বশীভূত, আমি নমস্কারদ্বারা কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। ৯। হে যাগার্হ দেবগণ! আমি নমস্কারসহকারে তোমাদের সকলের নিকট প্রণত হচ্ছি, কারণ তোমরা যজ্ঞের নেতা, বিশুদ্ধ বল-সম্পন্ন, দেবযজনগৃহে অবস্থানকারী, অজেয়, বহুদর্শী, অধিনায়ক ও মহান। ১০। তাঁরা প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তিসম্পন্ন; তাঁরাই আমাদের সমুদয় পাপ নাশ করুন। দেব বরুণ, মিত্র ও অগ্নি শোভন বলশালী, সত্যকর্মা ও স্তোত্রনিরত ব্যক্তিগণের প্রতি একান্ত পক্ষপাতী। ১১। ইন্দ্র, পৃথিবী, পূষা, ভগ, অদিতি ও পঞ্চজন আমাদের বাসভূমি বর্ধিত করুন। তাঁরা যেন আমাদের সুখদাতা, অন্নদাতা, সৎপথ প্রদর্শক, শোভন রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা হন। ১২। হে দেবগণ! স্তবকারী ভরদ্বাজ গোত্রজ এ ব্যক্তি যেন সত্বর একটি স্বর্গীয় বসতি লাভ করে, কারণ সে ব্যক্তি তোমরা অনুগ্রহার্থী। হব্যদাতা ঋষি অন্যান্য যজমানের সাথে ধনাভিলাষী হয়ে দেবসমূহের স্তব করছেন। ১৩। হে অগ্নি! তুমি কুটিল পাপাচারী, দুষ্টাভিপ্রায় শত্রুকে দূরীভূত কর। হে মানবগণের রক্ষক! তুমি আমাদের সুখ প্রদান কর। ১৪। হে সোম! আমাদের এ অভিষব পাষাণ-সকল তোমার সাথে মিত্রতা কামনা করছে। তুমি ভোজনপটু পণিকে সংহার কর, কারণ সে প্রকৃতই বৃক। ১৫। হে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ! তোমরা দানশীল ও দীপ্তিশালী। তোমরা পথিমধ্যে আমাদের রক্ষক ও সুখদাতা হও। ১৬। আমরা সুগম ও পাপরহিত পথে উপস্থিত হয়েছি, যে পথে গমন করলে লোকে শত্রু পরিহার ও ধন লাভ করে।

৫২ সূক্ত ।। নানা দেবতা। ঋজিশ্বা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, জগতী ছন্দ।

ন তদ্দিবা ন পৃথিব্যানু মন্যে ন যজ্ঞেন নোত শমীভিরাভিঃ।
উব্জন্তু তং সুভ্বঃ পর্বতাসো নি হীয়তামতিযাজস্য যষ্টা ।। ১
অতি বা যো মরুতো মন্যতে নো ব্রহ্ম বা যঃ ক্রিয়মাণং নিনিৎসাৎ।
তপূংষি তস্মৈ বৃজিনানি সন্তু ব্রহ্মদ্বিষমভি তং শোচতু দ্যৌঃ ॥ ২
কিমঙ্গ ত্বা ব্রহ্মণঃ সোম গোপাং কিমঙ্গ ত্বাহুরভিশস্তিপাং নঃ।
কিমঙ্গ নঃ পশ্যসি নিদ্যমানান্ ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য ॥ ৩
অবন্তু মামুষসো জায়মানা অবন্তু মা সিন্ধবঃ পিন্বমানাঃ।
অবন্তু মা পর্বতাসো ধ্রুবাসোঽবন্তু মা পিতরো দেবহূতৌ ॥ ৪

বিশ্বদানীং সুমনসঃ স্যাম পশ্যেম নু সূর্যমুচ্চরন্তম্ ।
তথা করদ্ বসুপতির্বসূনাং দেবা ওহানোঽবসাগমিষ্ঠঃ ॥ ৫
ইন্দ্রো নেদিষ্ঠমবসাগমিষ্ঠঃ সরস্বতী সিন্ধুভিঃ পিন্বমানা ।
পর্জন্যো ন ওষধীভির্ময়োভূরগ্নিঃ সুশংসঃ সুহবঃ পিতেব ॥ ৬
বিশ্বে দেবাস আ গত শৃণুতা ম ইমং হবম্ । এদং বর্হির্নি ষীদত ॥ ৭
যো বো দেবা ঘৃতস্নুনা হব্যেন প্রতিভূষতি । তং বিশ্ব উপ গচ্ছথ ॥ ৮
উপ নঃ সূনবো গিরঃ শৃণ্বন্ত্বমৃতস্য যে । সুমৃলীকা ভবন্তু নঃ ॥ ৯
বিশ্বে দেবা ঋতাবৃধ ঋতুভির্হবনশ্রুতঃ । জুষন্তাং যুজ্যং পয়ঃ ॥ ১০
স্তোত্রমিন্দ্রো মরুদ্গণস্ত্বষ্টৃমান্ মিত্রো অর্যমা । ইমা হব্যা জুষন্ত নঃ ॥ ১১
ইমং নো অগ্নে অধ্বরং হোতর্বয়ুনশো যজ । চিকিত্বান্দৈব্যং জনম্ ॥ ১২
বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবি ষ্ঠ ।
যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ ॥ ১৩
বিশ্বে দেবা মম শৃণ্বন্তু যজ্ঞিয়া উভে রোদসী অপাং নপাচ্চ মন্ম ।
মা বো বচাংসি পরিচক্ষ্যাণি বোচং সুম্নেষ্বিদ্বো অন্তমা মদেম ॥ ১৪
যে কে চ জ্মা মহিনো অহিমায়া দিবো জজ্ঞিরে অপাং সধস্থে ।
তে অস্মভ্যমিষয়ে বিশ্বমায়ুঃ ক্ষপ উস্রা বরিবস্যন্তু দেবাঃ ॥ ১৫
অগ্নীপর্জন্যাববতং ধিয়ং মেঽস্মিন্ হবে সুহবা সুষ্টুতিং নঃ ।
ইলামন্যো জনয়দ্ গর্ভমন্যঃ প্রজাবতীরিষ আ ধত্তমস্মে ॥ ১৬
স্তীর্ণে বর্হিষি সমিধানে অগ্নৌ সূক্তেন মহা নমসা বিবাসে ।
অস্মিন্ নো অদ্য বিদথে যজত্রা বিশ্বে দেবা হবিষি মাদয়ধ্বম্ ॥ ১৭

অনুবাদ : ১। আমি এ স্বর্গীয় বা পার্থিব দেবগণের উপযুক্ত বোধ করি না। অথবা এ যে আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের কিংবা অন্যদ্বারা সম্পাদিত আমার যাগের সমতুল্য হবে এরূপও বিবেচনা করি না। অতএব সুমহান পর্বতসকল তাঁর পীড়া বিধান করুক, অতিযাজের ঋত্বিকও নিরতিশয় হীনতা প্রাপ্ত হোক (১)। ২। হে মরুৎগণ ! যে ব্যক্তি আপনাকে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করে এবং আমার স্তোত্রের নিন্দা করতে ইচ্ছা করে, শক্তিসকল তোমার অনিষ্টকারক হোক এবং স্বর্গ সে স্তোত্রদ্বেষ্টাকে দগ্ধ করুক (২)। ৩। হে সোম ! লোকে কি জন্য তোমাকে মন্ত্ররক্ষক বলে ? কি জন্যই বা তোমাকে নিন্দা হতে আমাদের উদ্ধারকর্তা বলে থাকে ? কেনই বা আমরা শত্রুগণ কর্তৃক নিন্দিত হলে তুমি নিরপেক্ষভাবে দর্শন করছ ? তুমি স্তোত্র বিদ্বেষীর প্রতি নিজ পীড়াদায়ক আয়ুধ ক্ষেপণ কর। ৪। আবির্ভূত ঊষা সকল আমাকে রক্ষা করুন। স্ফীত নদী সকল আমাকে রক্ষা করুক। নিশ্চল পর্বতগণ আমাকে রক্ষা করুন। দেবযজনসময়ে যজ্ঞে উপস্থিত পিতৃদেবগণ আমাকে রক্ষা করুন। ৫। আমরা যেন সর্বদা স্বচ্ছন্দচিত্ত হই। আমরা যেন সর্বদা উদয়োন্মুখ সূর্যকে দর্শন করি। দেবগণের নিকট আমার হব্য বহনকারী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, মহৈশ্বর্যসম্পন্ন অগ্নি যেন আমাদের সেরূপ করেন ৬। ইন্দ্র এবং বারিরাশিদ্বারা, স্ফীত সরস্বতী নদী যেন রক্ষাসহকারে আমাদের সন্নিহিত হন। ওষধিগণের সাথে পর্জন্য যেন আমাদের সুখদাতা হন। অগ্নি যেন পিতার ন্যায় অনায়াসে স্তুত্য ও আহ্বানযোগ্য হন। ৭। হে বিশ্বদেবগণ ! তোমরা এস, আমার এ আহ্বান শ্রবণ কর এবং এ আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশন কর। ৮। হে দেবগণ ! যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত হব্যদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করে, তোমরা সকলে তার নিকট এস। ৯। যাঁরা অমরের পুত্র, সে বিশ্বদেবগণ

আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ও আমাদের সুখ প্রদান করুন। ১০। হে যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক যথাসময়ে স্তোত্র শ্রবণকারী বিশ্বদেবগণ! তোমাদের সমুচিত দুগ্ধ গ্রহণ কর। ১১। মরুৎগণের সাথে ইন্দ্র, ত্বষ্টার সাথে মিত্র এবং অর্যমা আমাদের স্তোত্র ও এ সমস্ত হব্য গ্রহণ করুন। ১২। হে দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! দেবগণের মধ্যে যাঁরা যাগার্হ তা অবগত হয়ে তুমি তাদের মর্যাদানুসারে আমাদের এ যাগ ক্রিয়া সম্পাদন কর। ১৩। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা অন্তরিক্ষে, ভূলোকে বা স্বর্গে অবস্থান কর, আমাদের এ আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা অগ্নিরূপ জিহ্বাদ্বারাই হোক বা অন্য প্রকারেই হোক যাগ গ্রহণ কর। সকলে আমাদের এ আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশনপূর্বক সোমরস পান করে উল্লসিত হও। ১৪। যজ্ঞার্হ বিশ্বদেবগণ, স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ে এবং বারিরাশির পৌত্রভুত অগ্নি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। হে দেবগণ! আমি যেন এরূপ স্তোত্র উচ্চারণ না করি, যা তোমাদের অগ্রাহ্য। আমরা যেন তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে সুখলাভ করে উল্লসিত হই। ১৫। পৃথিবী, স্বর্গ বা অন্তরিক্ষে প্রাদুর্ভূত, মহান ও সংহারক-শক্তিসম্পন্ন দেবগণ যেন দিনরাত আমাদের ও সন্ততিগণকে অন্ন প্রদান করেন। ১৬। হে অগ্নি ও পর্জন্য! তোমরা আমার যাগকার্য রক্ষা কর। তোমরা অনায়াসে আহ্বানযোগ্য, অতএব এ যজ্ঞে আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর। তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ইলা অন্ন উৎপাদন করেন ও অন্য ব্যক্তি গর্ভোৎপাদন করেন। অতএব তোমরা আমাদের সন্ততিসহকারে অন্ন প্রদান কর। ১৭। হে পূজনীয় বিশ্বদেবগণ! অদ্য আমাদের এ যজ্ঞে কুশ আস্তীর্ণ হলে, অগ্নি প্রজ্বালিত হলে এবং আমি স্তোত্রোচ্চারণ ও নমস্কার পুরঃসর তোমাদের পরিচর্যা করলে তোমরা হব্যদ্বারা তৃপ্তিলাভ কর।

টীকা ঃ ১। অতিযাজ নামক কোন ঋষি ঋজিশ্বা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করতে চেষ্টা করায়, ঋজিশ্বা তাকে অভিশাপ করেছেন। সায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋত্বিকগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা ও শত্রুতা ছিল তা প্রকাশ হয়েছে। ২। এ সূক্তে 'ব্রহ্ম' শব্দ দুবার ব্যবহৃত হয়েছে, সায়ণ একবার 'স্তোত্র' ও আর একবার 'ব্রাহ্মণ' অর্থ করেছেন। এর পরের সূক্তেও এ শব্দের এরূপ অর্থ করেছেন। বলা বাহুল্য যে 'স্তোত্র' অর্থই প্রকৃত এবং সে অর্থই আমরা গ্রহণ করেছি।

৫৩ সূক্ত ॥ পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বয়মু ত্বা পথস্পতে রথং ন বাজসাতয়ে। ধিয়ে পূষন্নযুজ্মহি ॥ ১
অভি নো নর্যং বসু বীরং প্রয়তদক্ষিণম্। বামং গৃহপতিং নয় ॥ ২
অদিৎসন্তং চিদাঘৃণে পূষন্ দানায় চোদয়। পণেশ্চিদ্বি ম্রদা মনঃ ॥ ৩
বি পথো বাজসাতয়ে চিনুহি বি মৃধো জহি। সাধন্তামুগ্র নো ধিয়ঃ ৪ ॥
পরি তৃন্ধি পণীনামারয়া হৃদয়া কবে। অথেমস্মভ্যং রন্ধয় ॥ ৫
বি পূষন্নারয়া তুদ পণেরিচ্ছ হৃদি প্রিয়ম্। অথেমস্মভ্যং রন্ধয় ॥ ৬
আ রিখ কিকিরা কৃণু পণীনাং হৃদয়া কবে। অথেমস্মভ্যং রন্ধয় ॥ ৭
যাং পূষন্ ব্রহ্মচোদনীমারাং বিভর্ষ্যাঘৃণে।
তয়া সমস্য হৃদয়মা রিখ কিকিরা কৃণু ॥ ৮
যা তে অষ্ট্রা গোওপশাঘৃণে পশুসাধনী। অস্যাস্তে সুম্নমীমহে ॥ ৯
উত নো গোষণিং ধিয়মশ্বসাং বাজসামুত। নৃবৎ কৃণুহি বীতয়ে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে মার্গপতি পূষা! আমরা কর্মানুষ্ঠান ও অন্নলাভের নিমিত্ত

রণস্থলে রথের ন্যায় তোমাকে আমাদের অভিমুখবর্তী করছি। ২। হে পূষা! তুমি আমাদের নিকট মানবহিতকারী, ধনদান বিষয়ে বিমুক্তহস্ত ও বিশুদ্ধ দানযুক্ত একটি গৃহস্থ প্রেরণ কর। ৩। হে দীপ্তিসম্পন্ন পূষা! তুমি অদানশীল ব্যক্তিকে দানার্থে উত্তেজিত কর এবং কৃপণের হৃদয় কোমল কর। ৪। হে প্রচণ্ড বলশালী পূষা! তুমি অন্নলাভের নিমিত্ত পথ সকল পরিষ্কৃত কর। বিঘ্নকারী তস্করদের সংহার কর এবং আমাদের অনুষ্ঠান সকল সফল কর। ৫। হে জ্ঞানসম্পন্ন পূষা! তুমি সূক্ষ্ম লোহাগ্র দণ্ড দ্বারা লুব্ধগণের হৃদয় বিদ্ধ কর এবং তাদের আমাদের বশে আন। ৬। হে পূষা! তুমি প্রতোদদ্বারা লুব্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ কর। তার চিত্তে সদাশয়তা উৎপাদন কর এবং তাকে আমার বশে আন। ৭। হে জ্ঞানশালী পূষা! তুমি লুব্ধ ব্যক্তিগণের চিত্ত রেখাঙ্কিত কর। হৃদগত কাঠিন্য সম্যকরূপে শিথিল কর এবং তাদের আমাদের বশে আন। ৮। হে দীপ্তিসম্পন্ন পূষা! তুমি অন্নপ্রেরক প্রতোদ ধারণ কর, তা দিয়ে সমস্ত লুব্ধ ব্যক্তির হৃদয় রেখাঙ্কিত কর এবং তদ্গত কাঠিন্য সম্যক প্রকারে শিথিল কর। ৯। হে দীপ্তিশালী পূষা! তুমি যে অস্ত্রদ্বারা ধেনুবৃন্দ ও পশুগণকে পরিচালিত কর, আমরা তোমার সে অস্ত্রের নিকট উপকার প্রার্থনা করি। ১০। হে পূষা! তুমি আমাদের উপভোগার্থে যাগকার্যকে গো, অশ্ব, অন্ন ও পরিচারকবর্গের উৎপাদক কর।

৫৪ সূক্ত ॥ পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সং পূষন্ বিদুষা নয় যো অঞ্জসানুশাসতি। য এবেদমিতি ব্রবৎ ॥ ১
সমু পূষ্ণা গমেমহি যো গৃহাঁ অভিশাসতি। ইম এবেতি চ ব্রবৎ ॥ ২
পূষ্ণশ্চক্রং ন রিষ্যতি ন কোশোহব পদ্যতে। নো অস্য ব্যথতে পবিঃ ॥ ৩
যো অস্মৈ হবিষাবিধন্ন তং পূষাপি মৃষ্যতে। প্রথমো বিন্দতে বসু ॥ ৪
পূষা গা অন্বেতু নঃ পূষা রক্ষত্বর্বতঃ। পূষা বাজং সনোতু নঃ ॥ ৫
পূষন্নন্ প্র গা ইহি যজমানস্য সুন্বতঃ। অস্মাকং স্তুবতামুত ॥ ৬
মাকির্নেশন্মাকীং রিষন্মাকীং সং শারি কেবটে। অথারিষ্টাভিরা গহি ॥ ৬
শৃণ্বন্তং পূষণং বয়মির্যমনষ্টবেদসম্। ঈশানং রায় ঈমহে ॥ ৮
পূষন্ তব ব্রতে বয়ং ন রিষ্যেম কদা চন। স্তোতারস্ত ইহ স্মসি ॥ ৯
পরি পূষা পরস্তাদ্ধস্তং দধাতু দক্ষিণম্। পুনর্নো নষ্টমাজতু ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। হে পূষা! তুমি আমাদের এরূপ একটি বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গত কর যিনি আমাদের প্রকৃতরূপে পথ প্রদর্শন করাবেন এবং বলবেন 'এটিই সেই' (১)। ২। আমরা যেন পূষার অনুগ্রহে এরূপ ব্যক্তির সাথে মিলিত হই যিনি সমস্ত গৃহ আমাদের প্রদর্শন করাবেন এবং বলবেন 'এগুলিই সেই'। ৩। পূষার আয়ুধভূত চক্র বিনষ্ট হয় না। এ চক্রের কোশ হীন হয় না এবং এর ধারা কুণ্ঠিত হয় না। ৪। যে ব্যক্তি হব্যদ্বারা পূষার পরিচর্যা করে, পূষা তার কিঞ্চিন্মাত্র অপকার করে না এবং সে ব্যক্তিই প্রধানত ধন লাভ করে। ৫। পূষা যেন রক্ষা করবার নিমিত্ত আমাদের ধেনুবৃন্দের অনুসরণ করেন; তিনি যেন আমাদের অশ্বগণকে রক্ষা করেন তিনি যেন আমাদের অন্ন প্রদান করেন। ৬। হে পূষা! তুমি রক্ষণার্থে সোমাভিষবকারী যজমানের গোগণের অনুসরণ কর এবং তোমার স্তোত্রোচ্চারণকারী আমাদেরও ধেনুগণের অনুসরণ কর। ৭। হে পূষা! আমাদের গোধন যেন নষ্ট না হয়। এ যেন ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিহত না হয়। কূপপাত দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়। অতএব তুমি অহিংসিত সে ধেনুগণের সাথে সায়ংকালে

এস (২)। ৮। আমার স্তোত্র শ্রবণকারী, দারিদ্র্যনাশক, অবিনষ্টধন, অখিল জগতের অধিপতি, পূষার নিকট ধন প্রার্থনা করছি। ৯। হে পূষা! যেকালে আমরা তোমার উপাসনায় নিযুক্ত থাকি, সে সময় যেন কখনও হিংসিত না হই। সম্প্রতি আমরা তোমার স্তব করে যেন সেরূপ হই। ১০। পূষা যেন নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা আমাদের গোধনকে বিপথ গমন হতে নিবারণ করেন। তিনি যেন আমাদের নষ্ট গোধনকে পুনরানয়ন করেন।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ সন্দেহ স্থলে যে ব্যক্তি পথ বা গৃহ নির্ণয় করে দেবে। কিন্তু সায়ণ অর্থ করেছেন যে, সে ব্যক্তি অপহৃত দ্রব্য বার করে দেবে। এ অর্থ অসঙ্গত। ২। গোরক্ষকগণ সূর্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করত, সে প্রকৃতির সূর্যই পূষা। সুতরাং তাঁর হস্তে প্রতোদ, তিনি পথ নির্দেশ করেন, গো সকল রক্ষা করেন, নষ্ট পশু উদ্ধার করেন, ভ্রমণকারীদের সৎপথে নিয়ে যান ইত্যাদি। ১।৪২।১০ ঋকের টীকা দেখুন।

৫৫ সূক্ত ॥ পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এহি বাং বিমুচো নপাদাঘৃণে সং সচাবহৈ। রথীর্ঋতস্য নো ভব ॥ ১
রথীতমং কপর্দিনমীশানং রাধসো মহঃ। রায়ঃ সখায়মীমহে ॥ ২
রায়ো ধারাস্যাঘৃণে বসো রাশিরজাশ্ব। ধীবতোধীবতঃ সখা ॥ ৩
পূষণং ন্বজাশ্বমুপ স্তোষাম বাজিনম্। স্বসুর্যো জার উচ্যতে ॥ ৪
মাতুর্দিধিষুমব্রবং স্বসুর্জারঃ শৃণোতু নঃ। ভ্রাতেন্দ্রস্য সখা মম ॥ ৫
আজাসঃ পূষণং রথে নিশৃম্ভাস্তে জনশ্রিয়ম্। দেবং বহন্তু বিভ্রতঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে দীপ্তিসম্পন্ন বিমুচোনপাৎ পূষা! তোমার স্তবকারী আমার নিকট আসুক। আমরা উভয়ে সঙ্গত হই। তুমি আমাদের যজ্ঞের নেতা হও। ২। আমরা রথিশ্রেষ্ঠ, কপর্দী, অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, আমাদের মিত্রভূত পূষার নিকট ধন প্রার্থনা করছি। ৩। হে দীপ্তিশালী পূষা! তুমি ধন প্রবাহস্বরূপ। তুমি ধনরাশি স্বরূপ এবং ছাগই তোমার অশ্বের কার্য নির্বাহ করে। তুমি প্রত্যেক স্তবকারীর মিত্রভূত। ৪। অদ্য আমরা ছাগবাহন, অন্নসম্পন্ন সে পূষার স্তব করছি, যাঁকে লোকে তাঁর ভগিনী অর্থাৎ উষার জার বলে থাকে (১)। ৫। রাত্রিরূপ মাতার পতিদেব পূষার স্তব করছি। তাঁর ভগিনীর জার পূষা আমাদের স্তোত্র শুনুন। ইন্দ্রের সহোদর পূষা যেন আমাদের মিত্র হন। ৬। রথে নিয়োজিত ছাগগণ স্তোতৃবর্গের আশ্রয়ভূত পূষার রথ বহন পূর্বক তাঁকে এ স্থানে আনুন।

টীকা ঃ ১। সূর্যকে অনেক স্থানেই উষার প্রণয়ী বা জার বলে বর্ণনা করা হয়।

৫৬ সূক্ত ॥ পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

য এনমাদিদেশতি করম্ভাদিতি পূষণং। ন তেন দেব আদিশে ॥ ১
উত ঘা স রথীতমঃ সখ্যা সৎপতির্যুজা। ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ২
উতাদঃ পরুষে গবি সূরশ্চক্রং হিরণ্যয়ং। ন্যৈরয়দ্ রথীতমঃ ॥ ৩
যদদ্য ত্বা পুরুষ্টুত ব্রবাম দস্র মন্তুমঃ। তৎ সু নো মন্ম সাধয় ॥ ৪
ইমং চ নো গবেষণং সাতয়ে সীষধো গণম্। আরাৎ পূষন্নসি শ্রুতঃ ॥ ৫
আ তে স্বস্তিমীমহ আরে অঘামুপাবসুম্।
অদ্যা চ সর্বতাতয়ে শ্বশ্চ সর্বতাতয়ে ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। যিনি পূষাকে করম্ভের অর্থাৎ ঘৃতমিশ্রিত যবসক্তুর ভোজী বলে

স্তব করেন, তাঁকে অন্য দেবের স্তব করতে হয় না। ২। রথিশ্রেষ্ঠ, সাধুগণের রক্ষক, সুপ্রসিদ্ধ দেব ইন্দ্র, মিত্রভূত পূষার সাহায্যে শত্রু সংহার করেন। ৩। চালক, রথিশ্রেষ্ঠ, পূষা দীপ্তিমান, সূর্যের হিরণ্ময় রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করছেন। ৪। হে বহুলোকের বন্দনীয়, মনোহরমূর্তি জ্ঞানসম্পন্ন পূষা! অদ্য আমরা যে ধন উদ্দেশ করে তোমার স্তব করছি, তুমি আমাদের সে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। ৫। গোকাম এ সমস্ত মানবগণকে গো-লাভদ্বারা চরিতার্থ কর। হে পূষা! তুমি দূরদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছ। ৬। হে পূষা! আমরা অদ্যকার ও পরদিনের যজ্ঞসম্পাদনার্থে তোমার সে রক্ষা প্রার্থনা করছি; সে রক্ষা পাপ হতে দূরস্থিত ও ধনের সন্নিকৃষ্ট।

৫৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইন্দ্রা নু পূষণা বয়ং সখ্যায় স্বস্তয়ে। হুবেম বাজসাতয়ে ॥ ১
সোমমন্য উপাসদৎ পাতবে চম্বোঃ সুতম্। করম্ভমন্য ইচ্ছতি ॥ ২
অজা অন্যস্য বহ্নয়ো হরী অন্যস্য সম্ভৃতা। তাভ্যাং বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ৩
যদিন্দ্রো অনয়দ্ রিতো মহীরপো বৃষন্তমঃ। তত্র পূষাভবৎ সচা ॥ ৪
তাং পূষ্ণঃ সুমতিং বয়ং বৃক্ষস্য প্র বয়ামিব। ইন্দ্রস্য চা রভামহে ॥ ৫
উৎ পূষণং যুবামহেহভীশূঁরিব সারথিঃ। মহ্যা ইন্দ্রং স্বস্তয়ে ॥ ৬

অনুবাদ: ১। হে ইন্দ্র ও পূষা! অদ্য আমরা আমাদের মঙ্গলার্থে তোমাদের সাথে বন্ধুত্বের জন্য ও অন্নলাভের নিমিত্ত তোমাদের আহবান করছি। ২। তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থাৎ ইন্দ্র পাত্র মধ্যে অভিষুত সোমরস পান করবার নিমিত্ত গমন করেন এবং অপর ব্যক্তি অর্থাৎ পূষা করম্ভ ভোজন করতে অভিলাষ করেন। ৩। একের বাহন ছাগগণ, অন্যের বাহন স্থূলকায় অশ্বদ্বয় এবং তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র সে অশ্বদ্বয়সহকারে বৃত্র সংহার করেন। ৪। যখন নিরতিশয় বর্ষণকারী ইন্দ্র মহাবৃষ্টি পাতিত করেন, তখন পূষা তাঁর সহায় হন। ৫। আমরা বৃক্ষের সুদৃঢ় শাখার ন্যায় পূষা ও ইন্দ্রের অনুগ্রহ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আছি। ৬। সারথি যেরূপ রশ্মি আকর্ষণ করে আমাদের প্রকৃষ্ট কল্যাণের নিমিত্ত আমরাও সেরূপ পূষা ও ইন্দ্রকে আমাদের নিকট আকর্ষণ করছি।

৫৮ সূক্ত ॥ পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

শুক্রং তে অন্যদ্ যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু ॥ ১
অজাশ্বঃ পশুপা বাজপস্ত্যো ধিয়ংজিন্বো ভুবনে বিশ্বে অর্পিতঃ।
অষ্ট্রাং পূষা শিথিরামুদ্বরীবৃজৎ সংচক্ষাণো ভুবনা দেব ঈয়তে ॥ ২
যাস্তে পূষন্নাবো অন্তঃ সমুদ্রে হিরণ্যয়ীরন্তরিক্ষে চরন্তি।
তাভির্যাসি দূত্যাং সূর্যস্য কামেন কৃত শ্রব ইচ্ছমানঃ ॥ ৩
পূষা সুবন্ধুর্দিব আ পৃথিব্যা ইলস্পতির্মঘবা দস্মবর্চাঃ।
যং দেবাসো অদদুঃ সূর্যায়ৈ কামেন কৃতং তবসং স্বঞ্চম্ ॥ ৪

অনুবাদ: ১। হে পূষা! তোমার একরূপ দিবা শুক্লবর্ণ ও অন্যরূপ রাত্রি কেবল যজনীয়। এরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্ন প্রকার। তুমি সূর্যের ন্যায় প্রকাশক, কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর, সম্প্রতি তোমার কল্যাণকর দান প্রকাশিত হোক। ২। যিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, যাঁর গৃহে

অন্নপূর্ণ, তিনি স্তোতৃবর্গের প্রীতিপ্রদ। যিনি অখিল ভুবনের উপর স্থাপিত, সে দেব পূষা সূর্যরূপে ভূতজাতকে প্রকাশিত করে নিজহস্তে প্রতোদ উত্তোলন করে নভোমণ্ডলে গমন করেছেন। ৩। হে পূষা, তোমার যে সমস্ত হিরণ্ময়ী নৌকা সমুদ্র মধ্যস্থ অন্তরিক্ষ মধ্যে সঞ্চরণ করে, তা দিয়ে তুমি সূর্যের দৌত্য কার্য সম্পাদন কর ; তুমি হব্যরূপ অন্নার্থী, স্তোতৃগণ তোমাকে স্বেচ্ছা প্রদত্ত পশ্বাদি দ্বারা বশীভূত করে। ৪। পূষা স্বর্গ ও পৃথিবীর শোভন বন্ধুস্বরূপ, অন্নের অধিপতি, ঐশ্বর্যশালী ও মনোজ্ঞ মূর্তি। তিনি বলশালী, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত পশ্বাদি দ্বারা প্রসাদযোগ্য ও শোভন গমনকারী তাঁকে দেবগণ সূর্য পত্নীর নিকট সমর্পণ করেছিলেন।

৫৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র নু বোচা সুতেষু বাং বীর্যা যানি চক্রথুঃ।
হতাসো বাং পিতরো দেবশত্রব ইন্দ্রাগ্নী জীবথো যুবম্ ॥ ১
বলিত্থা মহিমা বামিন্দ্রাগ্নী পনিষ্ঠ আ।
সমানো বাং জনিতা ভ্রাতরা যুবং যমাবিহেহমাতরা ॥ ২
ওকিবাংসা সুতে সচাঁ অশ্বা সপ্তী ইবাদনে।
ইন্দ্রা ন্বগ্নী অবসেহ বজ্রিণা বয়ং দেবা হবামহে ॥ ৩
য ইন্দ্রাগ্নী সুতেষু বাং স্তুবত্তেষ্বৃতাবৃধা।
জোষবাকং বদতঃ পজ্রহোষিণা ন দেবা ভসথশ্চন ॥ ৪
ইন্দ্রাগ্নী কো অস্য বাং দেবৌ মর্তশ্চিকেততি।
বিষূচো অশ্বান্ যুযুজান ঈয়ত একঃ সমান আ রথে ॥ ৫
ইন্দ্রাগ্নী অপাদিয়ং পূর্বাগাৎ পদ্বতীভ্যঃ।
হিত্বী শিরো জিহ্বয়া বাবদচ্চরৎ ত্রিংশৎ পদা ন্যক্রমীৎ ॥ ৬
ইন্দ্রাগ্নী আ হি তন্বতে নরো ধন্বানি বাহ্বোঃ।
মা নো অস্মিন্মহাধনে পরা বক্তং গবিষ্টিষু ॥ ৭
ইন্দ্রাগ্নী তপন্তি মাঘা আর্যো অরাতয়ঃ।
অপ দ্বেষাংস্যা কৃতং যুযুতং সূর্যাদধি ॥ ৮
ইন্দ্রাগ্নী যুবোরপি বসু দিব্যানি পার্থিবা।
আ ন ইহ প্র যচ্ছতং রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম্ ॥ ৯
ইন্দ্রাগ্নী উক্থবাহসা স্তোমেভির্হবনশ্রুতা।
বিশ্বাভির্গীর্ভিরা গতমস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যে বীরত্ব প্রকাশ করেছ, সোমরস অভিষুত হলে আমি তোমাদের সে বীরত্ব আগ্রহ সহকারে কীর্তন করি। দেবদ্বেষ্টা অসুরগণ তোমাদের দ্বারা নিহত হয়েছে অথচ তোমরা অক্ষত আছ। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের যে জন্মমাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হয় সে সকল যথার্থ ও অতিশয় প্রশংসনীয়। তোমাদের উভয়েরই এক জনক ; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ও তোমাদের মাতা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। ৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় যেরূপ ভক্ষণীয় ঘাসের অভিমুখে গমন করে, সোমরস অভিষুত হলে তোমরাও সেরূপ সমবেত হয়ে গমন কর। অদ্য আমরা রক্ষাহেতু বজ্রধর ও দানাদিগুণসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে এ যজ্ঞে আহ্বান করছি। ৪। হে যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক দেব ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের স্তোত্র সুপ্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি সোমরস অভিষুত হলে অপ্রীতিকর স্তোত্রদ্বারা কুৎসিতরূপে তোমাদের স্তব করে, তোমরা তার প্রদত্ত সোম গ্রহণ কর না। ৫। হে

দীপ্তিসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নি ! কোন্ মর্ত্য তোমাদের এ কার্যের বিচারক হবে ? যখন তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থাৎ সূর্যাত্মক ইন্দ্র বিবিধরূপে গমনকারী অশ্বগণকে যোজিত করে অগ্নির সাথে এক রথে আরোহণপূর্বক গমন করেন। ৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি। পাদরহিত এ উষা প্রাণিবর্গের শিরোদেশ উত্তেজিত করে এবং তাদের জিহ্বাদ্বারা উচ্চ শব্দ করিয়ে পাদযুক্ত নিদ্রিত জীবগণের অভিমুখবর্তিনী হচ্ছেন। এরূপে ত্রিশ পদ ত্রিংশৎ মুহূর্ত অতিক্রম করছেন। ৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! যোদ্ধ পুরুষগণ হস্তদ্বয়দ্বারা ধনুক বিস্তারিত করে। তোমরা এ মহাসংগ্রামে গোগণের অনুসন্ধান সময়ে আমাদের পরিত্যাগ করো না। ৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! হননশীল, আক্রমণকারী শত্রুগণ আমাদের পীড়িত করছে। তুমি আমাব শত্রুগণকে বিদূরিত কর ও তাদের সূর্যদর্শন হতে বঞ্চিত কর অর্থাৎ বিনষ্ট কর। ৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা দিব্য ও পার্থিব সকল ধনের অধিপতি। অতএব এ যজ্ঞে আমাদের সমগ্র জীবনপোষক ধন প্রদান কর। ১০। হে স্তোত্রদ্বারা আকর্ষণীয় ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা আমাদের এ সোমরস পান করবার নিমিত্ত এস, কারণ তোমরা স্তোত্র ও সমুদয় উপাসনা সমন্বিত আহ্বান শ্রবণ কর।

৬০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

শ্নথদ্বৃত্রমুত সনোতি বাজমিন্দ্রা যো অগ্নী সহুরী সপর্যাৎ।
ইরজ্যন্তা বসব্যস্য ভূরেঃ সহস্তমা সহসা বাজয়ন্তা ॥ ১
তা যোধিষ্টমভি গা ইন্দ্র নূনমপঃ স্বরুষসো অগ্ন ঊলহাঃ।
দিশঃ স্বরুষস ইন্দ্র চিত্রা অপো গা অগ্নে যুবসে নিযুত্বান্ ॥ ২
আ বৃত্রহণা বৃত্রহভিঃ শুষ্মৈরিন্দ্র যাতং নমোভিরগ্নে অর্বাক্।
যুবং রাধোভিরকবেভিরিন্দ্রাহগ্নে অস্মে ভবতমুত্তমেভিঃ ॥ ৩
তা হুবে যয়োরিদং পপ্নে বিশ্বং পুরা কৃতং। ইন্দ্রাগ্নী ন মর্ধতঃ ॥ ৪
উগ্রা বিঘনিনা মৃধ ইন্দ্রাগ্নী হবামহে। তা নো মৃলাত ঈদৃশে ॥ ৫
হতো বৃত্রাণ্যার্যা হতো দাসানি সৎপতী। হতো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ॥ ৬
ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমেঽভি স্তোমা অনূষত। পিবতং শম্ভুবা সুতম্ ॥ ৭
যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা। ইন্দ্রাগ্নী তাভিরা গতম্ ॥ ৮
তাভিরা গচ্ছতং নরোপেদং সবনং সুতম্। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ৯
তমীলিষ্ব যো অর্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ। কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া ॥ ১০
য ইদ্ধ আবিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্যঃ। দ্যুম্নায় সুতরাং অপঃ ॥ ১১
তা নো বাজবতীরিষ আশূন্ পিপৃতমর্বতঃ। ইন্দ্রমগ্নিং চ বোলহবে ॥ ১২
উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ।
উভা দাতারাবিষাং রয়ীণামুভা বাজস্য সাতয়ে হুবে বাম্ ॥ ১৩
আ নো গব্যেভিরশ্ব্যৈ র্বসব্যৈরুপ গচ্ছতম্।
সখায়ৌ দেবৌ সখ্যায় শম্ভুবেন্দ্রাগ্নী তা হবামহে ॥ ১৪
ইন্দ্রাগ্নী শৃণুতং হবং যজমানস্য সুন্বতঃ।
বীতং হব্যান্যা গতং পিবতং সোম্যং মধু ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। যিনি বিপুল ধনের অধিপতি, বলপূর্বক শত্রু নিধনকারী ও অন্নাভিলাষী ইন্দ্র ও অগ্নির পরিচর্যা করেন, তিনি শত্রুসংহার ও অন্নলাভ করেন। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা অপহৃত ধেনুবৃন্দ, বারিরাশি, সূর্য ও উষা সকলের জন্য যুদ্ধ করেছিলে। হে ইন্দ্র ! তুমি দিকসমূহ. সূর্য, উষা, বিচিত্র সলিল ও গোগণকে ভুবনের সাথে যোজিত করেছ। হে অগ্নি ! নিযুত সংখ্যক অশ্বের

অধিপতি ! তুমিও এরূপ কার্য সম্পাদন করেছ। ৩। হে বৃত্র-সংহারকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা আমাদের হব্যান্নদ্বারা পরিপুষ্ট হবার নিমিত্ত শত্রুনাশক বল-সহকারে আমাদের অভিমুখে এস। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা আনন্দনীয় ও অত্যুৎকৃষ্ট ধনের সাথে আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়। ৪। পূর্বকালে যাঁদের সমস্ত সৃষ্টিকার্য, ঋষিগণ কর্তৃক কীর্তিত হয়েছে, আমি সে ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। তাঁরা স্তোতৃবর্গের হিংসা করেন না। ৫। আমরা প্রচণ্ড বলশালী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। তাঁরা যেন এরূপ সংগ্রামে আমাদের কৃতকার্য করে সুখী করেন। ৬। সাধুগণের রক্ষাকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ধার্মিক ও অধার্মিক কৃত সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করছেন। তাঁরা সমুদয় বিদ্বেষকারিগণকে সংহার করেছেন। ৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! এ সকল স্তোতা তোমাদের স্তব করছেন। হে সুখপ্রদানকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা অভিষুত এ সোমরস পান কর। ৮। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমাদের বহুলোকস্পৃহণীয় ও হব্যদাতার নিমিত্ত উৎপন্ন যে নিযুত অশ্ব আছে. তোমরা সে সমস্ত অশ্বে আরোহণপূর্বক এস ৯। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা এ সবনে অভিষুত সোমরস পান করবার নিমিত্ত এস। ১০। হে স্তবকারী ! যিনি শিখাদ্বারা সমগ্র বনসমূহকে আচ্ছন্ন করেন এবং জ্বালারূপ জিহ্বাদ্বারা তাদের কৃষ্ণবর্ণ করেন তুমি সে অগ্নির স্তব কর। ১১। যে মর্ত্য প্রজ্বলিত অগ্নিকে ইন্দ্রের সুখদায়ক হব্য প্রদান করেন, ইন্দ্র সে ব্যক্তির দীপ্তিসম্পন্ন অন্নের কল্যাণকর বারিবর্ষণ করেন। ১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা আমাদের বলবান অন্ন এবং হব্য বলবান করবার নিমিত্ত বেগবান অশ্বসকল প্রদান কর। ১৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! আমি হোমদ্বারা অনুকূল করবার জন্য তোমাদের উভয়কেই আহ্বান করছি। হব্যদ্বারা যুগপৎ তৃপ্তিবিধান করবার নিমিত্ত আমি উভয়কেই আহ্বান করছি। তোমরা উভয়েই ধনদাতা ও অন্নদাতা, অতএব আমি অন্নলাভার্থে উভয়কেই আহ্বান করছি। ১৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও বিপুল ধনসহকারে আমাদের অভিমুখে এস। আমরা মিত্রতালাভের নিমিত্ত মিত্রভূত, দানাদিগুণসম্পন্ন ও সুখপ্রদাতা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। ১৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা সোমাভিষবকারী যজমানের আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা হব্য কামনা করে আগমন কর, এবং মধুর সোমরস পান কর।

৬১ সূক্ত ॥ সরস্বতী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইয়মদদাদ্ রভসমৃণচ্যুতং দিবোদাসং বধ্র্যশ্বায় দাশুষে।
যা শশ্বন্তমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাত্রাণি তবিষা সরস্বতি ॥ ১
ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎ সানু গিরীণাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ।
পারাবতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ॥২
সরস্বতি দেবনিদো নি বর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ।
উত ক্ষিতিভ্যোঽবনীরবিন্দো বিষমেভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি ॥ ৩
প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। ধীনামবিত্র্যবতু ॥ ৪
যস্ত্বা দেবী সরস্বত্যুপব্রুতে ধনে হিতে। ইন্দ্রং ন বৃত্রতূর্যে ॥ ৫
ত্বং দেবী সরস্বত্যবা বাজেষু বাজিনি। রদা পূষেব নঃ সনিম্ ॥ ৬
উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ। বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিম্ ॥ ৭
যস্যা অনন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ। অমশ্চরতি রোরুবৎ ॥ ৮
সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসৄরন্যা ঋতাবরী। অতন্নহেব সূর্যঃ ॥ ৯
উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা। সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১০

আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরিক্ষম্। সরস্বতী নিদস্পাতু ॥ ১১
ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চ জাতা বর্ধয়ন্তী। বাজেবাজে হব্যা ভূৎ ॥ ১২
প্র যা মহিম্না মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভিরন্যা অপসামপস্তমা।
রথ ইব বৃহতী বিভ্বনে কৃতোপস্তুত্যা চিকিতুষা সরস্বতী ॥ ১৩
সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপ স্ফরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্।
জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম ॥ ১৪

অনুবাদ : ১। এ সরস্বতী দেবী হব্যদাতা বধ্র্যশ্বকে বেগসম্পন্ন ও ঋণমোচনকারী দিবোদাস নামক একটি পুত্র প্রদান করেছেন। তিনি নিয়ত কেবল আত্মচিন্তনকারী দানবিমুখ পণি সংহার করেছেন। হে সরস্বতী দেবি ! তোমার এ সমস্ত দান অতি মহৎ। ২। এ নদীরূপা সরস্বতী মৃণালখননকারীর ন্যায় প্রবল ও বেগবান তরঙ্গসহকারে পর্বতসানু সকল ভগ্ন করছেন। আমরা রক্ষার নিমিত্ত স্তুতি ও যজ্ঞদ্বারা উভয় কুলনাশিনী সরস্বতীর পরিচর্যা করছি। ৩। হে সরস্বতি ! তুমি দেবনিন্দকগণকে বধ করেছ এবং সর্বব্যাপী মায়াবী বৃসয়ের পুত্রকে সংহার করেছ (১)। হে অন্নসম্পন্না সরস্বতী দেবি ! তুমি মানবগণকে ভূমি প্রদান করেছ এবং তাদের জন্য বারিবর্ষণ করেছ। ৪। দানশালিনী, অন্নসম্পন্না স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারিণী সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সম্যকরূপে আমাদের তৃপ্তি সাধন করেন। ৫। হে দেবি সরস্বতি ! যে ব্যক্তি তোমাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে, সে ব্যক্তি যখন ধনলাভার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাকে তুমি তখন রক্ষা করো এবং পুষার ন্যায় আমাদের ভোগযোগ্য ধন প্রদান করো। ৭। ভীষণা, হিরণ্ময় রথে আরূঢ়া শত্রুঘাতিনী সে সরস্বতী যেন আমাদের মনোহর স্তোত্র কামনা করেন। ৮। যাঁর অপরিমিত, অকুটিল দীপ্ত, অপ্রতিহতগতি, জলবর্ষী বেগ প্রচণ্ড শব্দ করে বিচরণ করে। ৯। নিয়ত ভ্রমণকারী সূর্য যেরূপ দিন সকলকে আনেন, সেরূপ সে সরস্বতী যেন আমাদের সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করেন এবং সলিলময়ী নিজ অন্যান্য ভগিনীগণকে আমাদের নিকট আনেন। ১০। সপ্ত নদীরূপ সপ্ত ভগিনী সম্পন্না (২) প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক সম্যকরূপে সেবিতা, আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদের স্তুতিভাজন হন। ১১। পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশ সকলকে যিনি নিজ দীপ্তিদ্বারা পূর্ণ করেছেন, সে সরস্বতী দেবী যেন নিন্দুক হতে আমাদের রক্ষা করেন। ১২। ত্রিলোকব্যাপিনী, সপ্তাবয়বা, পঞ্চশ্রেণীর (৩) সমৃদ্ধিবিধায়িনী সরস্বতী দেবী যেন প্রতিযুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন। ১৩। যিনি মাহাত্ম্য ও কীর্তিদ্বারা এদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ, যিনি নদীসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বেগবতী, যিনি শ্রেষ্ঠতা হেতু নিরতিশয় গুণশালিনী হয়েছেন, সে সরস্বতী জ্ঞানী স্তোতার স্তুতিভাজন হন। ১৪। হে সরস্বতি ! তুমি আমাদের প্রশস্ত ধনে নিয়ে যাও। তুমি আমাদের হীন করো না। অধিক জলদ্বারা আমাদের উৎপীড়িত করো না। তুমি আমাদের বন্ধুত্ব ও গৃহ স্বীকার কর। আমরা যেন তোমার নিকট হতে অপকৃষ্টস্থানে গমন না করি (৩)।

টীকা : সায়ণ বলেন বৃসয় ত্বষ্টার একটি নাম এবং তার পুত্র বৃত্র, যে বৃত্রকে ইন্দ্র বধ করেন। সায়ণ আরও বলেন যে, ইন্দ্র ত্বষ্টার বিশ্বরূপ নামে এক পুত্রকে হনন করলে ত্বষ্টা একটি সোম যজ্ঞ করেন। ইন্দ্র আহূত না হলেও সেখানে এসে সোম পান করে যান। তাতে ত্বষ্টা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে 'ইন্দ্র-ঘাতক' এক পুত্র পাবার জন্য যজ্ঞ করেন। উচ্চারণ দোষে 'ইন্দ্র-ঘাতক' শব্দ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে গৃহীত

না হয়ে বহুব্রীহি সমাসে গৃহীত হলো, সুতরাং ত্বষ্টার বৃত্র নামে দ্বিতীয় যে পুত্র হলো ইন্দ্র তারও ঘাতক হলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টার এক পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করেছিলেন, ঋগ্বেদে তা স্থানে স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। ২।১১।১৯ ঋক ও টীকা দেখুন। কিন্তু বৃত্র যে ত্বষ্টার দ্বিতীয় সন্তান তার কোনও উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই এবং মন্ত্রের উচ্চারণ দোষে সে বৃত্র ইন্দ্রের ঘাতক না হয়ে ইন্দ্র তার ঘাতক হয়েছিলেন, এ মন্ত্রোচ্চারণ স্পর্ধী পুরোহিত কল্পিত বালকোচিত উপন্যাস ঋগ্বেদের সময়ের নয়, অনেক পরে পুরোহিত প্রাধান্যের সময় সৃষ্ট হয়েছে। যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পণিকর্তৃক গাভী অপহরণের কথা এবং গ্রীক ভাষায় ইলিয়দের গল্প একই মনে করেন, তাঁরা বৃসয় ও Brisesকে এক মনে করেন। 'In the Iliad, Briseis, the daughter of Brises, is one of the first captives taken by the advancing army of the West. In the Veda, before the bright powers reconquer the light that had been stolen by Pani, they are said to have conquered the offspring of Brisaya,'—Max Muller's Science of Language (1882), vol, II, P. 515. ১।৬।৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। এখানেও সপ্ত নদীর উল্লেখ আছে। ৩। এখানে 'পঞ্চ জাতা' অর্থে সায়ণ চার জাতি ও নিষাদ করেছেন। ৪। অর্থাৎ সরস্বতী নদীতীরবাসী আর্যগণ সেখানে চিরকাল বাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।

৬২ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

স্তুষে নরা দিবো অস্য প্রসন্তাঽশ্বিনা হুবে জরমাণো অর্কৈঃ।
যা সদ্য উস্রা ব্যুষি জ্মো অন্তান্ যুযূষত পর্যুরূ বরাংসি ॥ ১
তা যজ্ঞমা শুচিভিশ্চক্রমাণা রথস্য ভানুং রুরুচূ রজোভিঃ।
পুরূ বরাংস্যমিতা মিমানাঽপো ধন্বান্যতি যাথো অজ্রান্ ॥ ২
তা হ ত্যদ্ বর্তির্যদরধ্রমুগ্রেত্থা ধিয় ঊহথুঃ শশ্বদশ্বৈঃ।
মনোজবেভির্ইষিরৈঃ শয়ধ্যৈ পরি ব্যথির্দাশুষো মর্ত্যস্য ॥ ৩
তা নব্যসো জরমাণস্য মন্মোপ ভূষতো যুযুজানসপ্তী।
শুভং পৃক্ষমিষমূর্জং বহন্তা হোতা যক্ষৎ প্রত্নো অধ্রুগ্যুবানা ॥ ৪
তা বল্গূ দস্রা পুরুশাকতমা প্রত্না নব্যসা বচসা বিবাসে।
যা শংসতে স্তুবতে শম্ভবিষ্ঠা বভূবতুর্গৃণতে চিত্ররাতী ॥ ৫
তা ভুজ্যুং বিভিরদ্ভ্যঃ সমুদ্রাত্তুগ্রস্য সূনুমূহথূ রজোভিঃ।
অরেণুভির্যোজনেভির্ভুজন্তা পতত্রিভিরর্ণসো নিরুপস্থাৎ ॥ ৬
বি জয়ুষা রথ্যা যাতমদ্রিং শ্রুতং হবং বৃষণা বধ্রিমত্যাঃ।
দশস্যন্তা শয়বে পিপ্যথুর্গামিতি চ্যবানা সুমতিং ভুরণ্যূ ॥ ৭
যদ্রোদসী প্রদিবো অস্তি ভূমা হেলো দেবানামুত মর্ত্যত্রা।
তদাদিত্যা বসবো রুদ্রিয়াসো রক্ষোযুজে তপুরঘং দধাত ॥ ৮
য ঈং রাজানাবৃতুথা বিদধদ্ রজসো মিত্রো বরুণশ্চিকেতৎ।
গম্ভীরায় রক্ষসে হেতিমস্য দ্রোঘায় চিদ্বচস আনবায় ॥ ৯
অন্তরৈশ্চক্রৈস্তনয়ায় বর্তির্দ্যুমতা যাতং নৃবতা রথেন।
সনুত্যেন ত্যজসা মর্ত্যস্য বনুষ্যতামপি শীর্ষা ববৃক্তম্ ॥ ১০
আ পরমাভিরুত মধ্যমাভির্নিযুদ্ভির্যাতমবমাভিরর্বাক্।
দৃলহস্য চিদ্গোমতো বি ব্রজস্য দুরো বর্তং গৃণতে চিত্ররাতী ॥ ১১

অনুবাদঃ ১। যাঁরা ক্ষণমাত্রে শত্রু নিবারণ করেন এবং প্রভাতে পৃথিবীর পর্যন্ত

প্রদেশ হতে প্রভূত অন্ধকার দূর করেন, দ্যুলোকের নেতা, এ ভুবনের ঈশ্বর, সে অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করি এবং মন্ত্রসমূহদ্বারা স্তুতি করে আহ্বান করি। ২। তাঁরা যজ্ঞাভিমুখে এসে নির্মল তেজবলে রথের দীপ্তি প্রকাশ করেন এবং প্রভূত তেজসমূহ অপরিমিতরূপে নির্মাণ করে জলের জন্য অশ্বসমূহকে মরুদেশ অতিক্রম করে নিয়ে যান। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উগ্র, তোমরা সে অসমৃদ্ধ গৃহে গমন কর এবং এ প্রকারে অভিলষণীয় ও মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বগণ দ্বারা স্তোতৃগণকে নিয়ে যাও। তোমারা হব্যদাতা মনুষ্যের হিংসাকারীকে দমন কর। ৪। তাঁরা অশ্বযোজিত করতে করতে সুন্দর অন্ন, পুষ্টি এবং রস বহন করে নূতন স্তোত্রকারীর মনোহর স্তোত্র সমীপে আসেন। তাঁরা যুবা। হোতা, দ্রোহশূন্য এবং পুরাণ অগ্নি তাঁদের যাগ করুন। ৫। যাঁরা স্তুতিকারী ও স্তোত্রকারী ব্যক্তিকে সুখশালী করেন এবং স্তুতিকারীকে বহুবিধ দান করেন, সে রুচির, বহুকর্মবিশিষ্ট, পুরাণ এবং দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়কে নূতন স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করব। ৬। তোমরা তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে রক্ষা করে রেণুরহিত মার্গে রথযুক্ত, গমনশীল অশ্বগণদ্বারা জলের উৎপত্তি স্থান সমুদ্রের জল হতে বাহির করেছ। ৭। হে রথারূঢ় অশ্বিদ্বয়! তোমরা জয়শীল রথদ্বারা পর্বত বিনাশ কর। তোমরা অভীষ্টবর্ষী, তোমরা পুত্রার্থিনীর আহ্বান শোন। তোমরা অভিলষিত দান করে থাক। তোমারা স্তুতিকারীর নিবৃত্তপ্রসবা গাভীকে দুগ্ধযুক্ত কর এবং এ প্রকারে সুস্তুতিগামী হয়ে সর্বত্রগামী হও। ৮। হে পুরাতনী দ্যাবাপৃথিবী! হে আদিত্যগণ! হে বসুগণ! হে রুদ্রপুত্রগণ! অশ্বিদ্বয়ের পরিচারক মনুষ্যগণের প্রতি দেবগণের যে মহান ক্রোধ আছে, তোমরা সে তাপপ্রদ ক্রোধকে রাক্ষস স্বামীর হননার্থে প্রেরণ কর। ৯। যে ব্যক্তি, লোকসমূহের রাজা, এ অশ্বিদ্বয়কে যথাকালে পরিচর্যা করেন, মিত্র এবং বরুণ তাঁকে জানেন। তিনি মহাবল রাক্ষসের বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করেন, অভিদ্রোহাত্মক মনুষ্যগণের বচনানুসারে অস্ত্রক্ষেপ করেন। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উত্তম চক্রবিশিষ্ট দীপ্তিবিশিষ্ট, সারথিযুক্ত রথে আরোহণ করে সন্তান দানের জন্য আমাদের গৃহে এস এবং ক্রোধ ত্যাগ করে মনুষ্যগণের বিঘ্নকারীদের মস্তক ছিন্ন কর। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট অশ্বযোগে আমাদের অভিমুখে এস, দৃঢ়, গোপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বারা অপাবৃত কর, আমি স্তুতি করছি, আমাকে বিচিত্র ধন দান কর।

৬৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, বিরাট্ একপদা ছন্দ।

ক্ব ত্যা বল্গূ পুরুহূতাদ্য দূতো ন স্তোমোঽবিদন্নমস্বান্।
আ যো অর্বাঙ্নাসত্যা ববর্ত প্রেষ্ঠা হ্যসথো অস্য মন্মন্ ॥ ১
অরং মে গন্তং হবনায়াস্মৈ গৃণানা যথা পিবাথো অন্ধঃ।
পরি হ ত্যদ্ বর্তির্যাথো রিষো ন যৎ পরো নান্তরস্তুতুর্যাৎ ॥ ২
অকারি বামন্ধসো বরীমনস্তারি বর্হিঃ সুপ্রায়ণতমম্।
উত্তানহস্তো যুবয়ুর্ববন্দা বাং নক্ষন্তো অদ্রয় আঞ্জন্ ॥ ৩
উর্ধ্বো বামগ্নিরধ্বরেষ্বস্থাৎ প্র রাতিরেতি জূর্ণিনী ঘৃতাচী।
প্র হোতা গূর্তমনা উরাণোঽযুক্ত যো নাসত্যা হবীমন্ ॥ ৪
অধি শ্রিয়ে দুহিতা সূর্যস্য রথং তস্থৌ পুরুভুজা শতোতিম্।
প্র মায়াভির্মায়িনা ভূতমত্র নরা নৃতূ জনিমন্ যজ্ঞিয়ানাম্ ॥ ৫
যুবং শ্রীভির্দর্শতাভিরাভিঃ শুভে পুষ্টিমূহথুঃ সূর্যায়াঃ।
প্র বাং বয়ো বপুষেঽনু পপ্তন্ নক্ষদ্বাণী সুষ্টুতা ধিষ্ণ্যা বাম্ ॥ ৬

আ বাং বয়োঽশ্বাসো বহিষ্ঠা অভি প্রয়ো নাসত্যা বহন্তু।
প্র বাং রথো মনোজবা অসর্জি ইষঃ পৃক্ষ ইষিধো অনু পূর্বীঃ ॥ ৭
পুরু হি বাং পুরুভুজা দেষ্ণং ধেনুং ন ইষং পিন্বতমসক্রাম্।
স্তুতিশ্চ বাং মাধ্বী সুষ্টুতিশ্চ রসাশ্চ যে বামনু রাতিমগ্মন্ ॥ ৮
উত ম ঋজ্রে পুরয়স্য রঘ্বী সুমীলহে শতং পেরুকে চ পক্বা।
শাণ্ডো দাদ্ধিরণিনঃ স্মদ্দিষ্টীন্ দশ বশাসো অভিষাচ ঋষ্বান্ ॥ ৯
সং বাং শতা নাসত্যা সহস্রাঽশ্বানাং পুরুপন্থা গিরে দাৎ।
ভরদ্বাজায় বীর নূ গিরে দাদ্ধতা রক্ষাংসি পুরুদংসসা স্যুঃ ॥ ১০
আ বাং সুম্নে বরিমন্ত্সূরিভিঃ ষ্যাম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। দূতের ন্যায় প্রেরিত হব্যযুক্ত স্তোম মনোহর, পুরুহূত অশ্বিদ্বয় যেখানেই অবস্থিতি করুন যেন তাঁদের লাভ করে। এ স্তোম নাসত্যদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে আবর্তিত করেছিল। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতার স্তোত্রে প্রীত হও। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদেব আহ্বান অনুসারে পর্যাপ্ত প্রকারে গমন কর, তোমরা শুয়মান হয়ে সোমপান কর, আমাদের গৃহ শত্রু হতে রক্ষা কর. দূরবর্তী অথবা নিকটবর্তী শত্রু যেন তাকে হিংসা করতে না পারে। ৩। তোমাদের জন্য সোমের বিস্তীর্ণ অভিষব প্রস্তুত করা হয়েছে। মৃদুতম বর্হি বিস্তীর্ণ করা হয়েছে; তোমাদের অভিলাষ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে লোকে বন্দনা করছে। প্রস্তর সকল তোমাদের ব্যাপ্ত করে সোমরস ব্যক্ত করেছে। ৪। অগ্নি তোমাদের যজ্ঞের জন্য ঊর্ধ্বে উত্থিত হন ও যজ্ঞে গমন করেন এবং হব্যপ্রদত্ত ও ঘৃতযুক্ত হন। যিনি নাসত্যদ্বয়কে স্তোত্রযুক্ত করেন, সে হোতা, বহুকর্মা ও অত্যন্ত উদ্যুক্ত মনস্ক হন। ৫। হে অনেকের রক্ষক অশ্বিদ্বয়! সূর্যদুহিতা, তোমাদের বহুরক্ষক রথ শোভিত করবার জন্য অধিষ্ঠান করেছিলেন। তোমরা দেবগণের এ জন্মে প্রজ্ঞাবলে প্রাজ্ঞ, নেতা এবং নৃত্যশালী হও। ৬। তোমরা এ দর্শনীয় কান্তিদ্বারা সূর্যের শোভার জন্য পুষ্টিপ্রাপ্ত হও। তোমাদের অশ্বগণ শোভার জন্য প্রকর্ষরূপে অনুগমন করে। হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! সুন্দররূপে স্তুত স্তুতিসমূহ তোমাদের ব্যাপ্ত করে। ৭। হে নাসত্যদ্বয়! গমনশীল, অত্যন্ত বহনপটু অশ্বগণ তোমাদের অন্ন অভিমুখে বহন করুক। তোমাদের মনের ন্যায় বেগশালী রথ সম্পর্কযোগ্য এবং অভিলষণীয় প্রভূত অন্নের জন্য বিসৃষ্ট হয়েছে। ৮। হে অনেকের রক্ষক অশ্বিদ্বয়! তোমাদের অনেক ধন আছে অতএব তোমরা আমাদের প্রীতি কর এবং অন্য সংক্রমণরহিত অন্ন দান কর। হে মাদয়িতা অশ্বিদ্বয়! তোমাদের স্তোত্র আছে, সুন্দর স্তুতি আছে এবং যা তোমাদের দানের উদ্দেশে গমন করে, এরূপ সোমরসও আছে। ৯। আর পুরয়ের ঋজুগামী এবং শীঘ্রগামী বড়বাদ্বয়, সুমীঢ়ের শত গাভী এবং পেরুকের পক্ব অন্ন আমার হয়েছে। শান্ত রাজা অশ্বিদ্বয়ের স্তোতাকে হিরণ্যযুক্ত, সুদর্শন রথ দিয়েছেন এবং সেরূপ শত্রুনাশক দর্শনীয় পুরুষও দিয়েছেন। ১০। হে নাসত্যদ্বয়! পুরুপন্থা তোমাদের স্তোত্রাকে শত ও সহস্র অশ্ব দান করে। হে বীর অশ্বিদ্বয়! তিনি স্তুতিকারী ভরদ্বাজকে শীঘ্র দান করুক। হে বহুকর্মবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! রাক্ষসসমূহ হত হোক। ১১। হে অশ্বিদ্বয়। আমি যেন বিদ্বান ব্যক্তিগণের সাথে তোমাদের সুখাবহ ধনে পরিবেষ্টিত হই।

৬৪ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু শ্রিয় উষসো রোচমানা অস্থুরপাং নোর্ময়ো রুশন্তঃ।
কৃণোতি বিশ্বা সুপথা সুগান্যভূদু বস্বী দক্ষিণা মঘোনী ॥ ১

ভদ্রা দদৃক্ষ উর্বিয়া বি ভাস্যুত্তে শোচির্ভানবো দ্যামপপ্তন্ ।
আবির্বক্ষঃ কৃণুষে শুম্ভমানোষো দেবি রোচমানা মহোভিঃ ॥ ২
বহন্তি সীমরুণাসো রুশন্তো গাবঃ সুভগামুর্বিয়া প্রথানাম্ ।
অপেজতে শূরো অস্তেব শত্রূন্ বাধতে তমো অজিরো ন বোল্হা ॥ ৩
সুগোত তে সুপথা পর্বতেষ্ববাতে অপস্তরসি স্বভানো ।
সা ন আ বহ পৃথুয়ামন্ নৃষ্বে রয়িং দিবো দুহিতরিষয়ধ্যৈ ॥ ৪
সা বহ যোক্ষভিরবাতোষো বরং বহসি জোষমনু ।
ত্বং দিবো দুহিতর্যা হ দেবী পূর্বহূতৌ মংহনা দর্শতা ভূঃ ॥ ৫
উত্তে বয়শ্চিদ্বসতেরপপ্তন্নরশ্চ যে পিতুভাজো ব্যুষ্টৌ ।
অমা সতে বহসি ভূরি বামমুষো দেবি দাশুষে মর্ত্যায় ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। দীপ্তিমতী, শুক্লবর্ণা ঊষাসমূহ, শোভার জন্য জলোর্মির ন্যায় উত্থিত হচ্ছেন। ঊষা সমস্ত স্থান, সুপথ বিশিষ্ট ও সুখে গমনযোগ্য করছেন। ধনবতী ঊষা প্রশস্তা এবং সমর্ধয়িত্রী। ২। হে ঊষাদেবি! তুমি কল্যাণীরূপে দৃষ্ট হচ্ছ এবং বিস্তৃত হয়ে শোভা পাচ্ছ। তোমার দীপ্তিমান রশ্মিসমূহ অন্তরিক্ষে উৎপতিত হচ্ছে। তুমি তেজসমূহে শোভমানা ও দীপ্যমানা হয়ে রূপ প্রকাশ করছ। ৩। লোহিতবর্ণ, দীপ্তিমান রশ্মিসমূহ, সুভগা, বিস্তীর্ণা প্রথমান এ ঊষা দেবতাকে বহন করে। ক্ষেপণশীল বীর যেরূপ শত্রু দূর করে, সেরূপ ঊষা তমঃ দূর করেন এবং ক্ষিপ্রগামী সেনানায়কের ন্যায় তমসমূহকে বাধা দেন। ৪। পর্বতসমূহ এবং বায়ুশূন্য প্রদেশ তোমার পক্ষে সুপথ এবং সুগম। হে স্বপ্রকাশবিশিষ্ট! তুমি অন্তরিক্ষ পার হয়ে থাক। হে মহৎ-রথবিশিষ্টা, দর্শনীয়া দ্যুলোকদুহিতা! তুমি আমাদের অভিলষণীয় ধন দান কর। ৫। হে ঊষাদেবি! তুমি আমাকে ধন দান কর, তুমি অপ্রতিহত হয়ে প্রীতিপূর্বক অশ্বদ্বারা ধন বহন করে থাক। হে দ্যুলোক-দুহিতা! তুমি দীপ্তিমতী, তুমি প্রথম আহ্বানে পূজনীয়া হয়ে থাক, অতএব তুমি দর্শনীয়া হও। ৬। হে ঊষাদেবি! তুমি প্রকাশ হলে পর পক্ষিগণ বাসস্থান হতে উত্থিত হয় এবং হব্যভাক্ মনুষ্যগণ উত্থিত হয়। তুমি, সমীপে বর্তমান হব্যদাতা মানুষকে প্রভূত ধন দান কর।

৬৫ সূক্ত ॥ ঊষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

এষা স্যা নো দুহিতা দিবোজাঃ ক্ষিতীরুচ্ছন্তী মানুষীরজীগঃ ।
যা ভানুনা রুশতা রাম্যাস্বজ্ঞায়ি তিরস্তমসশ্চিদক্তূন্ ॥ ১
বি তদ্ যযুররুণয়ুগ্ভিরশ্বৈশ্চিত্রং ভান্ত্যুষসশ্চন্দ্ররথাঃ ।
অগ্রং যজ্ঞস্য বৃহতো নয়ন্তী বি তা বাধন্তে তম ঊর্ম্যায়াঃ ॥ ২
শ্রবো বাজমিষমূর্জং বহন্তীর্নি দাশুষ উষসো মর্ত্যায় ।
মঘোনীর্বীরবৎ পত্যমানা অবো ধাত বিধতে রত্নমদ্য ॥ ৩
ইদা হি বো বিধতে রত্নমস্তীদা বীরায় দাশুষ উষাসঃ ।
ইদা বিপ্রায় জরতে যদুক্থা নি ষ্ম মাবতে বহথা পুরা চিৎ ॥ ৪
ইদা হি ত উষো অদ্রিসানো গোত্রা গবামঙ্গিরসো গৃণন্তি ।
ব্যর্কেণ বিভিদুর্ব্রহ্মণা চ সত্যা নৃণামভবদ্দেবহূতিঃ ॥ ৫
উচ্ছা দিবো দুহিতঃ প্রত্নবন্নো ভরদ্বাজবদ্বিধতে মঘোনি ।
সুবীরং রয়িং গৃণতে রিরীহ্যুরুগায়মধি ধেহি শ্রবো নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। যিনি, দীপ্তিমান কিরণযুক্ত হয়ে রাত্রিতে তেজ পদার্থ ও অন্ধকার

সমূহ তিরস্কৃত করে দৃষ্ট হন, এ সে দ্যুলোকজাতা দুহিতা ঊষা আমাদের জন্য অন্ধকার দূর করে প্রজাগণকে প্রকাশিত করছেন। ২। কান্তিযুক্ত রথবিশিষ্টা, ঊষাদেবী সে সময়ে বৃহৎ যজ্ঞের প্রথমাংশ সম্পাদন করে অরুণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা বিস্তীর্ণরূপে গমন করেন, বিচিত্ররূপে শোভা পান এবং নিশার অন্ধকার সম্যক্‌রূপে অপনোদন করেন। ৩। হে ঊষাদেবীগণ! তোমরা, হব্যদাতা মানুষকে কীর্তি, বল অন্ন এবং রস দান করে থাক, তোমরা ধনবতী এবং গমনশীলা। তোমরা অদ্য পরিচর্যাকারীকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন এবং ধন দান কর। ৪। হে ঊষাদেবী-গণ! এক্ষণে তোমাদের পরিচর্যাকারীর জন্য ধন আছে, এক্ষণে বীর হব্যদাতার জন্য তোমাদের ধন আছে, এক্ষণে প্রাজ্ঞ স্তুতিকারীর জন্য তোমাদের ধন আছে। যাতে উক্‌থ আছে, পূর্বকালের ন্যায় আমার মত ব্যক্তিকে সে ধন দান কর। ৫। হে সানুপ্রিয় ঊষাদেবি! অঙ্গিরাগণ তোমার প্রসাদে সদ্যই গাভীসমূহ ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং অর্চনীয় স্তোত্রদ্বারা তমঃ ভেদ করেছিলেন। নেতা অঙ্গিরাগণের দেববিষয়ক স্তুতি সত্য ফলবিশিষ্ট হয়েছিল। ৬। হে দ্যুলোকদুহিতা ঊষা! প্রাচীন ব্যক্তিদের ন্যায় আমাদের জন্য তমঃ দূর কর। হে ধনবতী ঊষা! আমি ভরদ্বাজের ন্যায় পরিচর্যা করছি, তুমি আমাকে পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট ধন দান কর। তুমি আমাদের অনেকের গন্তব্য অন্ন দান কর।

৬৬ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

বপুর্নু তচ্চিকিতুষে চিদস্তু সমানং নাম ধেনু পত্যমানম্‌।
মর্তেষ্বন্যদ্দোহসে পীপায় সকৃচ্ছুক্রং দুদুহে পৃশ্নিরূধঃ ॥ ১
যে অগ্নয়ো ন শোশুচন্নিধানা দ্বির্যৎ ত্রির্মরুতো বাবৃধন্ত।
অরেণবো হিরণ্যয়াস এষাং সাকং নৃম্ণৈঃ পৌংস্যেভিশ্চ ভূবন্‌ ॥ ২
রুদ্রস্য যে মীলহুষঃ সন্তি পুত্রা যাংশ্চো নু দাধৃবির্ভরধ্যৈ।
বিদে হি মাতা মহো মহী ষা সেৎ পৃশ্নিঃ সুভ্বে গর্ভমাধাৎ ॥ ৩
ন য ঈষন্তে জনুষোহয়া স্বহন্তঃ সন্তোহবদ্যানি পুনানাঃ।
নির্যদ্‌ দুহ্রে শুচয়োহনু জোষমনু শ্রিয়া তন্বমুক্ষমাণাঃ ॥ ৪
মক্ষূ ন যেষু দোহসে চিদয়া আ নাম ধৃষ্ণু মারুতং দধানাঃ।
ন যে স্তৌনা অয়াসো মহ্না নূ চিৎ সুদানুরব যাসদুগ্রান্‌ ॥ ৫
ত ইদুগ্রাঃ শবসা ধৃষ্ণুষেণা উভে যুজন্ত রোদসী সুমেকে।
অধ স্মৈষু রোদসী স্বশোচিরামবৎসু তস্থৌ ন রোকঃ ॥ ৬
অনেনো বো মরুতো যামো অস্ত্বনশ্চিদ্‌ যমজত্যরথীঃ।
অনবসো অনভীশূ রজস্তূর্বি রোদসী পথ্যা যাতি সাধন্‌ ॥ ৭
নাস্য বর্তা ন তরুতা স্বস্তি মরুতো যমবথ বাজসাতৌ।
তোকে বা গোষু তনয়ে যমপ্সু স ব্রজং দর্তা পার্যে অধ দ্যোঃ ॥ ৮
প্র চিত্রমর্কং গৃণতে তুরায় মারুতায় স্বতবসে ভরধ্বম্‌।
যে সহাংসি সহসা সহন্তে রেজতে অগ্নে পৃথিবী মখেভ্যঃ ॥ ৯
ত্বিষীমন্তো অধ্বরস্যেব দিদ্যুত্তৃষুচ্যবসো জুহ্বো নাগ্নেঃ।
অর্চত্রয়ো ধুনয়ো ন বীরা ভ্রাজজ্জন্মানো মরুতো অধৃষ্টাঃ ॥ ১০
তং বৃধন্তং মারুতং ভ্রাজদৃষ্টিং রুদ্রস্য সূনুং হবসা বিবাসে।
দিবঃ শর্ধায় শুচয়ো মনীষা গিরয়ো নাপ উগ্রা অস্পৃধ্রন্‌ ॥ ১১

অনুবাদঃ ১। মরুৎ

বেগবান বপু বিদ্বান স্তোতার নিকট শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হোক। তা অন্তরিক্ষে একবার শুক্লবর্ণ জল ক্ষরণ করে এবং মর্ত্যলোকে অন্য পদার্থ দোহন করবার জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ২। যাঁরা সমৃদ্ধিশালী অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পান, যাঁরা দ্বিগুণ এবং ত্রিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, সে মরুৎগণের রথ ধূলিরহিত এবং সুবর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট। তাঁরা ধন এবং বলের সাথে প্রাদুর্ভূত হন। ৩। অভীষ্টবর্ষী রুদ্রের যে পুত্র মরুৎগণ আছেন এবং যাঁদের ধারণকারী অন্তরিক্ষ ধারণ করতে সক্ষম, সে মহান মরুৎগণের মাতা মহতী। ঐ অন্তরিক্ষ মনুষ্যগণের উৎপত্তির জন্য গর্ভ জল ধারণ করেন। ৪। যাঁরা স্তোতৃগণের নিকট যানযোগে যেতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁদের অন্তঃকরণ মধ্যে বিদ্যমান থেকে পাপসমূহ শোধিত করেন, যাঁরা দীপ্তিমান, যাঁরা স্তোতৃগণের অভিলাষানুসারে জল দোহন করেন, যাঁরা দীপ্তিযুক্ত হয়ে স্বশরীর প্রকাশ করেন এবং ভূমি সিক্ত করেন। ৫। সমীপগামী স্তোতৃগণ যাঁদের উদ্দেশে মারুৎ স্তোত্র উচ্চারণ করে শীঘ্র অভিলাষিত লাভ করছেন এবং যাঁরা অপহর্তা, গমনশীল ও মহত্ত্বযুক্ত হচ্ছেন, সম্প্রতি সুন্দর দানবিশিষ্ট যজমান সে উগ্র মরুৎগণকে বীতক্রোধ করছেন। ৬। তাঁরা উগ্র এবং বলশালী, তাঁরা ধর্ষক সেনাগণকে সুরূপা দ্যাবাপৃথিবীর সাথে যোজিত করেন। এঁদের প্রতি রোদসী স্বদীপ্তিবিশিষ্টা বলবান মরুৎগণের দীপ্তি থাকে না। ৭। হে মরুৎগণ! তোমাদের রথ পাপরহিত হোক। স্তোতা সারথি না হয়েও যাকে চালনা করে, সে রথ অশ্বরহিত হয়েও, আহার ও পাশ রহিত হয়েও জলপ্রেরক এবং অভীষ্টপ্রদ হয়ে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষমার্গে গমন করে। ৮। হে মরুৎগণ! তোমরা যাকে সংগ্রামে রক্ষা কর, তার প্রেরকও নেই ও হিংসিতাও নেই। তোমরা যাঁকে পুত্র, পৌত্র, গাভী এবং জল বিষয়ে রক্ষা কর, তিনি সংগ্রামে দীপ্ত শত্রুর গাভীসমূহ বিদীর্ণ করেন। ৯। হে অগ্নি! যাঁরা বলদ্বারা শত্রুগণের বল অভিভূত করেন, যে মহান মরুৎগণ হতে পৃথিবী কম্পিত হয়, সে শব্দকারী, ত্বরিত বলবান মরুৎগণকে দর্শনীয় অন্ন দান কর। ১০। মরুৎগণ যজ্ঞের ন্যায় দ্যোতমান, শীঘ্রগামী অগ্নিরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান এবং অর্চনীয়, তাঁরা শত্রুগণের প্রকম্পক ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর, দীপ্ত শরীরবিশিষ্ট এবং অনভিভূত। ১১। আমি, সে বর্ধমান, দীপ্তিমান খড়্গবিশিষ্ট, রুদ্রের পুত্র মরুৎগণকে স্তোত্রদ্বারা পরিচর্যা করি। স্তোতার নির্মল স্তুতিসমূহ উগ্র হয়ে মেঘের ন্যায় মরুৎগণের বলের প্রতি স্পর্ধা করছে।

৬৭ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বিশ্বেষাং বঃ সতাং জ্যেষ্ঠতমা গীর্ভির্মিত্রাবরুণা বাবৃধধ্যৈ ॥
সং যা রশ্মেব যমতুর্যমিষ্ঠা দ্বা জনাঁ অসমা বাহুভিঃ স্বৈঃ ॥ ১
ইয়ং মদ্ বাং প্র স্তৃণীতে মনীষোপ প্রিয়া নমসা বর্হিরচ্ছ।
যন্তং নো মিত্রাবরুণাবধৃষ্টং ছর্দির্যদ্ বাং বরূথ্যং সুদানূ ॥ ২
আ যাতং মিত্রাবরুণা সুশস্ত্যুপ প্রিয়া নমসা হূয়মানা।
সং যাবপ্নঃস্থো অপসেব জনাঞ্ছ্রুধীয়তশ্চিদ্ যতথো মহিত্বা ॥ ৩
অশ্বা ন যা বাজিনা পূতবন্ধূ ঋতা যদ্ গর্ভমদিতির্ভরধ্যৈ।
প্র যা মহি মহান্তা জায়মানা ঘোরা মর্তায় রিপবে নি দীধঃ ॥ ৪
বিশ্বে যদ্বাং মংহনা মন্দমানাঃ ক্ষত্রং দেবাসো অদধুঃ সজোষাঃ।
পরি যদ্ভুথো রোদসী চিদুর্বী সন্তি স্পশো অদব্ধাসো অমূরাঃ ॥ ৫
তা হি ক্ষত্রং ধারয়েথে অনু দ্যূন্ দৃংহেথে সানুমুপমাদিব দ্যোঃ।
দৃলহো নক্ষত্র উত বিশ্বদেবো ভূমিমাতান্ দ্যাং ধাসিনায়োঃ ॥ ৬

তা বিগ্রং ধৈথে জঠরং পৃণধ্যা আ যৎসদ্ম সভৃতয়ঃ পৃণন্তি।
ন মৃষ্যন্তে যুবতয়োঽবাতা বি যৎপয়ো বিশ্বজিন্বা ভরন্তে ॥ ৭
তা জিহ্বয়া সদমেদং সুমেধা আ যদ্বাং সত্যো অরতির্ঋতে ভূৎ।
তদ্বাং মহিত্বং ঘৃতান্নাবস্তু যুবং দাশুষে বি চয়িষ্টমংহঃ ॥ ৮
প্র যদ্বাং মিত্রাবরুণা স্পূর্ধন্প্রিয়া ধাম যুবধিতা মিনন্তি।
ন যে দেবাস ওহসা ন মর্তা অযজ্ঞসাচো অপ্যো ন পুত্রাঃ ॥ ৯
বি যদ্বাচং কীস্তাসো ভরন্তে শংসন্তি কে চিন্নিবিদো মনানাঃ।
আদ্বাং ব্রবাম সত্যান্যুক্থা নকির্দেবেভির্যতথো মহিত্বা ॥ ১০
অবোরিত্থা বাং ছর্দিষো অভিষ্টৌ যুবোর্মিত্রাবরুণাবস্কৃধোয়ু।
অনু যদ্গাবঃ স্ফুরানৃজিপ্যং ধৃষ্ণুং যদ্রণে বৃষণং যুনজন্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। সকলের জ্যেষ্ঠতম, হে মিত্র বরুণ! তোমরা দুজনে অসম ও যন্তৃশ্রেষ্ঠ এবং রজ্জুর ন্যায় স্বীয় বাহুদ্বারা জনগণকে সংযত কর। আমি তোমাদের স্তুতিদ্বারা বর্ধিত করি। ২। হে প্রিয় মিত্র বরুণ! আমাদের এ স্তুতি, তোমাদের প্রচ্ছাদিত করে, হব্যের সাথে তোমাদের নিকট এবং তোমাদের যজ্ঞাভিমুখে গমন করে। হে সুন্দর দানবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণ! আমাদের শীতাদির নিবারক অনভিভূত গৃহ দান কর। ৩। হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্তোত্রদ্বারা সুন্দর-রূপে স্তুত হয়ে উপাগত হও। কর্মনিযুক্ত পুরুষ যেমন কর্মদ্বারা অন্নাভিলাষী ব্যক্তিগণকে সংযত করে, তোমরা মহিমাদ্বারা সেরূপ কর। ৪। যাঁরা অশ্বের ন্যায় বলশালী, পূতস্তোত্রবিশিষ্ট এবং সত্যভূত, অদিতি সে গর্ভভূত মিত্র ও বরুণকে ধারণ করেছিলেন। যাঁরা জন্মানমাত্রই মহান হতেও মহান এবং হিংসক মনুষ্যের ঘাতক, অদিতি তাঁদের ধারণ করেছিলেন। ৫। সমস্ত দেবগণ পরস্পর প্রীতিযুক্ত হয়ে তোমাদের মহত্ত্ব কীর্তন করে বল ধারণ করেছেন। তোমরা বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিভূত কর। তোমাদের অহিংসিত এবং অমূঢ় রশ্মি আছে। ৬। তোমরা প্রতিদিবস বল ধারণ কর এবং অন্তরিক্ষের উন্নত প্রদেশ খোঁটার ন্যায় দৃঢ়রূপে ধারণ কর। তোমাদের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত মেঘ অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং বিশ্বদেব মনুষ্যের হব্যে তৃপ্ত হয়ে ভূমিতে এবং দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হন। ৭। তোমরা সোমদ্বারা উদর পূর্ণ করবার জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে ধারণ কর। হে বিশ্বজিন্বা মিত্র ও বরুণ! যখন ঋত্বিকগণ যজ্ঞগৃহ পূর্ণ করে এবং যখন তোমরা জল প্রেরণ কর, তখন যুবতীগণ (১) মৃষ্ট হয় না বরং অশুষ্ক হয়ে বিভূতি ধারণ করে। ৮। মেধাবী ব্যক্তি তোমাদের নিকট বাক্যদ্বারা সর্বদা এ জল প্রার্থনা করেন। হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণ! যেরূপে তোমাদের অভিগন্তা যজ্ঞে মায়ারহিত হয়, তোমাদের সেরূপ মহিমা হোক। তোমরা হব্যদাতার পাপ বিনাশ কর। ৯। হে মিত্র ও বরুণ! যারা স্পর্ধা করে তোমাদের দ্বারা বিহিত এবং তোমাদের প্রিয় কর্মের বিঘ্ন করে, যে দেবগণ ও মনুষ্যগণ স্তোত্রযুক্ত হয় না, যারা কর্মবান হয়েও যজ্ঞযুক্ত নয় এবং যারা পুত্রস্বরূপ নয়, তাদের বিনাশ কর। ১০। যখন মেধাবিগণ স্তুতি উচ্চারণ করেন, কেউ কেউ স্তুতি করে নিবিৎসমূহ পাঠ করেন আমরা তোমাদের উদ্দেশে শত উকথসমূহ উচ্চারণ করি, তখন তোমরা মহিমা করে দেবগণের সাথে চলে যাও না। ১১। হে রক্ষক মিত্র ও বরুণ! যখন স্তুতিসমূহ উচ্চারিত হয় এবং যখন ঋজুগামী, ধর্ষক, অভীষ্টবর্ষী সোমকে যজ্ঞে সংযুক্ত করে, তখন গৃহদানের জন্য তোমরা অভিগত হলে তোমাদের দ্বারা দেয় গৃহ যে অবিচ্ছিন্ন হয় এ সত্য।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ নদী অথবা দিকসকল ধূলিদ্বারা অভিভূত হয় না। সায়ণ।

৬৮ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ ।

শ্রুষ্টী বাং যজ্ঞ উদ্যতঃ সজোষা মনুষ্বদ্বৃক্তবর্হিষো যজধ্যৈ ।
আ য ইন্দ্রাবরুণাবিষে অদ্য মহে সুম্নায় মহ আববর্ত্যৎ ॥ ১
তা হি শ্রেষ্ঠা দেবতাতা তুজা শূরাণাং শবিষ্ঠা তা হি ভূতম্ ।
মঘোনাং মংহিষ্ঠা তুবিশুষ্ম ঋতেন বৃত্রতুরা সর্বসেনা ॥ ২
তা গৃণীহি নমস্যেভিঃ শূষৈঃ সুম্নেভিরিন্দ্রাবরুণা চকানা ।
বজ্রেণান্যঃ শবসা হন্তি বৃত্রং সিষক্ত্যন্যো বৃজনেষু বিপ্রঃ ॥ ৩
গ্নাশ্চ যন্নরশ্চ বাবৃধন্ত বিশ্বে দেবাসো নরাং স্বগূর্তাঃ ।
প্রৈভ্য ইন্দ্রাবরুণা মহিত্বা দ্যৌশ্চ পৃথিবী ভূতমুর্বী ॥ ৪
স ইৎসুদানুঃ স্ববাঁ ঋতাবেন্দ্রা যো বাং বরুণ দাশতি ত্মন্ ।
ইষা স দ্বিষস্তরেদ্দাস্বান্বংসদ্রয়িং রয়িবতশ্চ জনান্ ॥ ৫
যং যুবং দাশ্বধ্বরায় দেবা রয়িং ধত্থো বসুমন্তং পুরুক্ষুম্ ।
অস্মে স ইন্দ্রাবরুণাবপি ষ্যাৎপ্র যো ভনক্তি বনুষামশস্তীঃ ॥ ৬
উত নঃ সুত্রাত্রো দেবগোপাঃ সূরিভ্য ইন্দ্রাবরুণা রয়িঃ ষ্যাৎ ।
যেষাং শুষ্মঃ পৃতনাসু সাহ্বাৎপ্র সদ্যো দ্যুম্না তিরতে ততুরিঃ ॥ ৭
নূ ন ইন্দ্রাবরুণা গৃণানা পৃংক্তং রয়িং সৌশ্রবসায় দেবা ।
ইত্থা গৃণন্তো মহিনস্য শর্ধোঽপো ন নাবা দুরিতা তরেম ॥ ৮
প্র সম্রাজে বৃহতে মন্ম নু প্রিয়মর্চ দেবায় বরুণায় সপ্রথঃ ।
অয়ং য উর্বী মহিনা মহিব্রতঃ ক্রত্বা বিভাত্যজরো ন শোচিষা ॥ ৯
ইন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতং সোমং পিবতং মদ্যং ধৃতব্রতা ।
যুবো রথো অধ্বরং দেববীতয়ে প্রতি স্বসরমুপ যাতি পীতয়ে ॥ ১০
ইন্দ্রাবরুণা মধুমত্তমস্য বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা বৃষেথাম্ ।
ইদং বামন্ধঃ পরিষিক্তমস্মে আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়েথাম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১ । হে মহান ইন্দ্র ও বরুণ ! মনুর ন্যায় কুশ বিস্তারকারী যজমানের অন্নের জন্য এবং সুখের জন্য যে যজ্ঞ আরব্ধ হয়, অদ্য তোমাদের জন্য ক্ষিপ্র সে যজ্ঞ ঋত্বিকগণের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়েছে । ২ । তোমরা শ্রেষ্ঠ, তোমরা যজ্ঞে ধন প্রেরক এবং শূরগণের মধ্যে অতিশয় বলবান । তোমরা দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা, বহুবলশালী, সত্যের দ্বারা শত্রুগণের হিংসক এবং সর্বসেনাবিশিষ্ট । ৩ । স্তুতি, বল এবং সুখের দ্বারা স্তুত সে ইন্দ্র ও বরুণকে স্তুতি কর । একজন বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অন্যজন উপদ্রব রক্ষা করবার জন্য বলযুক্ত হন । ৪ । হে ইন্দ্র ও বরুণ ! নর জাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এবং সমস্ত দেবগণ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের বর্ধিত করে তখন তোমরা মহত্ত্বযুক্ত হয়ে তাদের প্রভু হও । হে বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী তোমরা এদের প্রভু হও । ৫ । হে ইন্দ্র ও বরুণ ! যে ব্যক্তি তোমাদের স্বেচ্ছাপূর্বক হব্য দান করে, সে সুন্দর দানবিশিষ্ট, ধনবান এবং যজ্ঞবান হয় । দানবান সে ব্যক্তি জয়লব্ধ অন্নের সাথে শত্রু হতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং ধন ও ধনবান পুত্র সমূহ লাভ করে । ৬ । হে দেব ইন্দ্র ও বরুণ ! তোমরা হব্যদাতাকে ধনানুবন্ধী, বহু অন্নবিশিষ্ট যে ধন দান কর এবং যা শত্রুকৃত অখ্যাতি ক্ষালিত করে, সে ধন আমাদের হোক । ৭ । হে ইন্দ্র ও বরুণ ! আমরা তোমার স্তোতা, যে ধন সুন্দর রক্ষা বিশিষ্ট এবং দেবগণ যার রক্ষক, সে ধন আমাদের হোক । আমাদের বল যুদ্ধে শত্রুগণের অভিভবিতা এবং হিংসক হয়ে তৎক্ষণাৎ তাদের যশ তিরস্কৃত করুক । ৮ । হে ইন্দ্র ও বরুণ ! তোমরা স্তুয়মান হয়ে

সুন্দর অন্নের জন্য আমাদের শীঘ্র ধন দান কর। হে দেবদ্বয়! তোমরা মহান, আমরা এ প্রকারে তোমাদের বলের স্তুতি করছি, আমরা যেন নৌকাদ্বারা জলসমূহের ন্যায় দুরিতসমূহ পার হতে পারি। ৯। যে এ বরুণ মহিমাবান, মহাকর্মা, প্রাজ্ঞ, তেজোযুক্ত এবং জরারহিত, যিনি বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবীকে বিভাসিত করেন, সে সম্রাট এবং বৃহৎ বরুণদেবের উদ্দেশে অদ্য মনোহর ও সর্বতোভাবে পৃথু স্তোত্র উচ্চারণ কর। ১০। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা সোমপায়ী; এ মদকর, অভিষুত সোম পান কর। হে ধৃতব্রত মিত্র ও বরুণ! তোমাদের রথ দেবগণের পানার্থে যজ্ঞাভিমুখে গমন করে। ১১। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা অত্যন্ত মধুমান এবং অভীষ্টবর্ষী সোম পান কর। আমরা তোমাদের জন্য এ সোমরূপ অন্ন ঢেলেছি, তোমরা উপবেশন করে এ যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

৬৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সং বাং কর্মণা সমিষা হিনোমীন্দ্রাবিষ্ণূ অপসস্পারে অস্য।
জুষেথাং যজ্ঞং দ্রবিণং চ ধত্তমরিষ্টৈর্নঃ পথিভিঃ পারয়ন্তা ॥ ১
যা বিশ্বাসাং জনিতারা মতীনামিন্দ্রাবিষ্ণূ কলশা সোমধানা।
প্র বাং গিরঃ শস্যমানা অবন্তু প্র স্তোমাসো গীয়মানাসো অর্কৈঃ ॥ ২
ইন্দ্রাবিষ্ণূ মদপতী মদানামা সোমং যাতং দ্রবিণো দধানা।
সং বামঞ্জন্ত্বক্তুভির্মতীনাং সং স্তোমাসঃ শস্যমানাসঃ শস্যমানাস উক্থৈঃ ॥ ৩
আ বামশ্বাসো অভিমাতিষাহ ইন্দ্রাবিষ্ণূ সধমাদো বহন্তু।
জুষেথাং বিশ্বা হবনা মতীনামুপ ব্রহ্মাণি শৃণুতং গিরো মে ॥ ৪
ইন্দ্রাবিষ্ণূ তৎপনয়ায্যং বাং সোমস্য মদ উরু চক্রমাথে।
অকৃণুতমন্তরিক্ষং বরীয়োঽপ্রথতং জীবসে নো রজাংসি ॥ ৫
ইন্দ্রাবিষ্ণূ হবিষা বাবৃধানাগ্রাদ্বানা নমসা রাতহব্যা।
ঘৃতাসুতী দ্রবিণং ধত্তমস্মে সমুদ্রঃ স্থঃ কলশঃ সোমধানঃ ॥ ৬
ইন্দ্রাবিষ্ণূ পিবতং মধ্বো অস্য সোমস্য দস্রা জঠরং পৃণেথাম্।
আ বামন্ধাংসি মদিরাণ্যগ্মন্নুপ ব্রহ্মাণি শৃণুতং হবাং মে ॥ ৭
উভা জিগ্যথুর্ন পরা জয়েথে ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ।
ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং ত্রেধা সহস্রং বি তদৈরয়েথাম্ ॥ ৮

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমাদের উদ্দেশে স্তোত্র ও হব্য প্রেরণ করছি। তোমরা এ কর্ম সমাপ্ত হলে যজ্ঞ সেবা কর। তোমরা উপদ্রবশূন্য মার্গদ্বারা আমাদের পার করে থাক, তোমরা আমাদের ধন দান কর। ২। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সমস্ত স্তুতি উৎপাদন করে থাক, তোমরা সোমের নিধানভূত এবং কলসস্বরূপ। উচ্চার্যমান স্তোত্রসমূহ তোমাদের নিকট গমন করুক এবং স্তোতাগণ কর্তৃক গীয়মান স্তোত্রসমূহ তোমাদের নিকট গমন করুক। ৩। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সোমসমূহের স্বামী। তোমরা দ্রবিণ দান করে সোমাভিমুখে এস। স্তোতাগণের স্তোত্রসমুদয় শস্ত্রের সাথে উচ্চার্যমান হয়ে তোমাদের তেজ দ্বারা সম্বর্ধিত করুক। ৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! হিংসকগণের অভিভবিতা এবং একত্রে মত্ত অশ্বগণ তোমাদের বহন করুক। তোমরা স্তোতাগণের সমস্ত স্তোত্র সেবা কর এবং আমার স্তোত্রসমূহ ও বাক্য সকল শোন। ৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে তোমরা বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রমণ কর, তোমরা অন্তরিক্ষকে আমাদের

বিস্তীর্ণ করেছ এবং লোকসমূহকে আমাদের জীবনের জন্য প্রথিত করেছ। তোমাদের সে কর্মসমূহ স্তুতিযোগ্য। ৬। হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সোমদ্বারা বর্ধিত হয়ে থাক এবং সোমাগ্র ভোজন করে থাক; যজমানগণ নমস্কার পূর্বক তোমাদের হব্য দান করে, তোমরা আমাদের ধন দান কর। তোমরা উদধির ন্যায়, তোমরা সোমনিধান কলসস্বরূপ। ৭। হে দর্শনীয় ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা এ মদকর সোম পান কর এবং উদর পূর্ণ কর। মদকর সোমরূপ অন্ন তোমাদের নিকট গমন করুক, তোমরা আমার স্তোত্র এবং আহ্বান শোন। ৮। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা জয় করেছ, কখনও পরাজিত হও নি, তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ পরাজিত হয় নি। তোমরা যে দ্রব্যের জন্য স্পর্ধা করেছ, তা ত্রিধাস্থিত এবং অসংখ্যক হলেও বিক্রমদ্বারা লাভ করেছ।

৭০ সূক্ত ॥ দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী ছন্দ।

ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা ॥ ১
অসশ্চন্তী ভূরিধারে পয়স্বতী ঘৃতং দুহাতে সুকৃতে শুচিব্রতে।
রাজন্তী অস্য ভুবনস্য রোদসী অস্মে রেতঃ সিঞ্চতং যন্মনুর্হিতম্ ॥ ২
যো বামৃজবে ক্রমণায় রোদসী মর্তো দদাশ ধিষণে স সাধতি।
প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পরি যুবোঃ সিক্তা বিষুরূপাণি সব্রতা ॥ ৩
ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী অভীবৃতে ঘৃতশ্রিয়া ঘৃতপৃচা ঘৃতাবৃধা।
উর্বী পৃথ্বী হোতৃবূর্যে পুরোহিতে তে ইদ্বিপ্রা ঈলতে সুম্নমিষ্টয়ে ॥ ৪
মধু নো দ্যাবাপৃথিবী মিমিক্ষতাং মধুশ্চুতা মধুদুঘে মধুব্রতে।
দধানে যজ্ঞং দ্রবিণং চ দেবতা মহি শ্রবো বাজমস্মে সুবীর্যম্ ॥ ৫
ঊর্জং নো দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ পিন্বতাং পিতা মাতা বিশ্ববিদা সুদংসসা।
সংররাণে রোদসী বিশ্বশম্ভুবা সনিং বাজং রয়িমস্মে সমিন্বতাম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা উদকবতী, ভুবনসমূহের আশ্রয়ণীয়া, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা, মধুদুধা, সুরূপবিশিষ্টা, বরুণের ধারণ কার্যদ্বারা পৃথক রূপে ধারিতা, অজরা এবং বহু রেতসা। ২। অসঙ্গতা, বহুধারাবিশিষ্টা, উদকবতী ও শুচিব্রতা দ্যাবাপৃথিবী সুকৃতি ব্যক্তিকে উদক দান করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা এ ভুবনের রাজ্ঞী, তোমরা আমাদের যা মনুষ্যগণের হিতকর এরূপ রেত সেচন কর। ৩। হে ধিষণা দ্যাবাপৃথিবী! যে মর্ত তোমাদের সুখ গমনের জন্য হব্য দান করেন, তিনি সিদ্ধ মনোরথ হন এবং অপত্যগণের সাথে প্রবৃদ্ধ হন। কর্মের উপরি তোমাদের সিক্ত রস নানা বর্ণবিশিষ্ট এবং সমান কর্মা পদার্থরূপে উৎপন্ন হয়। ৪। দ্যাবাপৃথিবী জলের দ্বারা আবৃতা এবং জলকে আশ্রয় করেন। তাঁরা জল সংপৃক্তা, জলবর্ধয়িত্রী, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা এবং যজ্ঞে পুরস্কৃতা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁদের নিকট যজ্ঞার্থে সুখ যাচঞা করেন। ৫। মধুক্ষারয়িত্রী, মধুদুঘা, মধুব্রতা, দেবতাভূতা এবং আমাদের যজ্ঞ ধন, মহৎ যশ, অন্ন ও সুবীর্য দানকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের মধুদ্বারা সিক্ত করুন। ৬। পিতা দ্যুলোক এবং মাতা পৃথিবী আমাদের অন্ন দান করুন। বিশ্ববিৎ, সুকর্মা, পরস্পর রমমাণ এবং সকলের সুখকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের পুত্রাদি, বল এবং ধন প্রেরণ করুন।

৭১ সূক্ত ।। সবিতা দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়া বাহূ অযংস্ত সবনায় সুক্রতুঃ ।
ঘৃতেন পাণী অভি প্রুষ্ণুতে মখো যুবা সুদক্ষো রজসো বিধর্মণি ॥ ১
দেবস্য বয়ং সবিতুঃ সবীমনি শ্রেষ্ঠে স্যাম বসুনশ্চ দাবনে ।
যো বিশ্বস্য দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদো নিবেশনে প্রসবে চাসি ভূমনঃ ॥ ২
অদব্ধেভিঃ সবিতঃ পায়ুভিষ্ট্বং শিবেভিরদ্য পরি পাহি নো গয়ম্ ।
হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত ॥ ৩
উদু ষ্য দেবঃ সবিতা দমূনা হিরণ্যপাণিঃ প্রতিদোষমস্থাৎ ।
অয়োহনুর্যজতো মন্দ্রজিহ্ব আ দাশুষে সুবতি ভূরি বামম্ ॥ ৪
উদূ অয়াঁ উপবক্তেব বাহূ হিরণ্যয়া সবিতা সুপ্রতীকা ।
দিবো রোহাংস্যরুহৎ পৃথিব্যা অরীরমৎ পতয়ৎ কচ্চিদভ্বম্ ॥ ৫
বামমদ্য সবিতর্বামমু শ্বো দিবেদিবে বামমস্মভ্যং সাবীঃ ।
বামস্য হি ক্ষয়স্য দেব ভূরেরয়া ধিয়া বামভাজঃ স্যাম ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । সে সুকর্মা সবিতাদেব দানার্থে হিরণ্ময় বাহুদ্বয় উদ্যত করেন । মহান, যুবা, সুদক্ষ সবিতাদেব, লোকের ধারণার্থে জলপূর্ণ বাহুদ্বয় প্রেরণ করেন । ২ । আমরা যেন সে সবিতাদেবের প্রসবকার্যে ও শ্রেষ্ঠধন দান বিষয়ে সমর্থ হই । হে সবিতাদেব ! তুমি সমস্ত দ্বিপদের স্থিতি ও প্রসব কার্যে সক্ষম এবং চতুষ্পদের স্থিতি ও প্রসব কার্যে সক্ষম । ৩ । হে সবিতাদেব ! তুমি অদ্য অহিংসিত এবং সুখকর তেজ দ্বারা আমাদের গৃহ রক্ষা কর । তুমি হিরণ্য জিহ্বাবিশিষ্ট, তুমি নবতর সুখ দান কর এবং আমাদের রক্ষা কর । আমাদের অনিষ্টাশংসী ব্যক্তি যেন প্রভুত্ব করতে পারে না । ৪ । প্রশান্তান্তঃকরণ, হিরণ্যপাণি, হিরণ্ময় হনুবিশিষ্ট, যাগযোগ্য, মনোরম বাক্যবিশিষ্ট, সে সবিতাদেব রাত্রির অবসানে উত্থিত হোন । তিনি হব্যদাতাকে প্রভূত অন্ন প্রেরণ করুন । ৫ । সবিতাদেব উপবক্তার ন্যায় হিরণ্ময় এবং শোভনাবয়ব বাহুদ্বয় উদ্যত করুন । তিনি পৃথিবী হতে দ্যুলোকের উন্নত প্রদেশসমূহে আরোহণ করেন এবং গমনশীল যে কিছু মহৎ বস্তু তিরোহিত থাকে তাদের প্রীত করেন । ৬ । হে সবিতা ! অদ্য আমাদের ধন দান কর, কল্য আমাদের ধন দান কর, প্রতিদিন আমাদের ধন দান কর । হে দেব ! যেহেতু তুমি, নিবাসভূত প্রভূত ধনের দাতা, অতএব আমরা এ স্তুতিদ্বারা ধন লাভ করব ।

৭২ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও সোম দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ইন্দ্রাসোমা মহি তদ্বাং মহিত্বং যুবং মহানি প্রথমানি চক্রথুঃ ।
যুবং সূর্যং বিবিদথুর্যুবং স্বর্বিশ্বা তমাংস্যহতং নিদশ্চ ॥ ১
ইন্দ্রাসোমা বাসয়থ উষাসমুৎসূর্যং নয়থো জ্যোতিষা সহ ।
উপ দ্যাং স্কম্ভথুঃ স্কম্ভনেনাপ্রথতং পৃথিবীং মাতরং বি ॥ ২
ইন্দ্রাসোমাবাহিমপঃ পরিষ্ঠাং হথো বৃত্রমনু বাং দ্যৌরমন্যত ।
প্রার্ণাংস্যৈরয়তং নদীনামা সমুদ্রাণি পপ্রথুঃ পুরূণি ॥ ৩
ইন্দ্রাসোমা পক্বমামাস্বন্তর্নি গবামিদ্দধথুর্বক্ষণাসু ।
জগৃভথুরনপিনদ্ধমাসু রুশচ্চিত্রাসু জগতীষ্বন্তঃ ॥ ৪
ইন্দ্রাসোমা যুবমঙ্গ তরুত্রমপত্যসাচং শ্রুত্যং ররাথে ।
যুবং শুষ্মং নর্যং চর্ষণিভ্যঃ সং বিব্যথুঃ পৃতনাষাহমুগ্রা ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমাদের সে মহত্ত্ব প্রভূত। তোমরা মহৎ এবং মুখ্য ভূতসমূহ করেছ, তোমরা সূর্য লাভ করিয়েছ, তোমরা জল লাভ করিয়েছ। তোমরা সমস্ত তমঃ ও নিন্দকদের বধ করেছ। ২। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা উষাকে প্রকাশিত কর, সূর্যকে জ্যোতির সাথে ঊর্ধ্বে নীত কর এবং অন্তরিক্ষদ্বারা দ্যুলোককে স্তম্ভিত কর। তোমরা, মাতা পৃথিবীকে প্রথিত কর। ৩। হে ইন্দ্র ও সোম! জল পরিমৃতকারী অহি বৃত্রকে বধ কর। দ্যুলোক তোমাদের সম্বর্ধিত করেছিল। তোমরা নদীর জলসমূহ প্রেরণ কর এবং বহু সমুদ্রকে জল দ্বারা পূর্ণ কর। ৪। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা গাভীসমূহের অপক্ক উধোদেশে পক্ক দুগ্ধ নিহিত করেছ এবং নানাবর্ণ এ গোসমূহের মধ্যে আবদ্ধ ও শুক্লবর্ণ দুগ্ধ ধারণ করেছ। ৫। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা তারক, অপত্যযুক্ত এবং শ্রবণযোগ্য ধন শীঘ্র দান কর। হে উগ্র ইন্দ্র ও সোম! তোমরা মনুষ্যগণের হিতকর এবং শত্রুসেনার অভিভবকর বল বর্ধিত কর।

৭৩ সূক্ত ।। বৃহস্পতি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যো অদ্রিভিৎপ্রথমজা ঋতাবা বৃহস্পতিরাঙ্গিরসো হবিষ্মান্।
দ্বিবর্হজ্মা প্রাঘর্মসৎপিতা ন আ রোদসী বৃষভো রোরবীতি ।। ১
জনায় চিদ্য ঈবত উ লোকং বৃহস্পতির্দেবহূতৌ চকার।
ঘ্নন্ বৃত্রাণি বি পুরো দর্দরীতি জয়ঞ্ছত্রূঁরমিত্রাৎ পৃৎসু সাহন্ ।। ২
বৃহস্পতিঃ সমজয়দ্বসূনি মহো ব্রজান্ গোমতো দেব এষঃ।
অপঃ সিষাসন্ত্স্বরপ্রতীতো বৃহস্পতির্হন্ত্যমিত্রমর্কৈঃ ।। ৩

অনুবাদ ঃ ১। যে বৃহস্পতি অদ্রি ভেদ করেন, যিনি প্রথমে জাত হয়েছেন, যিনি সত্যবান, আঙ্গিরা ও যজ্ঞভাগী, যিনি লোকদ্বয়ে সুন্দররূপে গমন করেন, যিনি দীপ্তস্থানে বর্তমান এবং যিনি আমাদের পিতা, সে বৃহস্পতি বর্ষক হয়ে দ্যাবা-পৃথিবীতে গর্জন করেন। ২। যে বৃহস্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি বৃত্রগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন, অমিত্রসমূহকে অভিভূত করেন এবং পুরী সকল বিশেষরূপে বিদীর্ণ করেন। ৩। এ বৃহস্পতিদেব, ধন এবং গো সহিত গোব্রজসমূহ জয় করেছেন। বৃহস্পতি অপ্রতীত হয়ে যজ্ঞকর্ম ভোগ করতে ইচ্ছা করে স্বর্গের অমিত্রকে অর্চনা সাধন মন্ত্রের দ্বারা বধ করেন।

৭৪ সূক্ত ।। সোম ও রুদ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সোমারুদ্রা ধারয়েথামসূর্যং প্র বামিষ্টয়োঽরমশ্নুবন্তু।
দমেদমে সপ্ত রত্না দধানা শং নো ভূতং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ।। ১
সোমারুদ্রা বি বৃহতং বিষূচীমমীবা যা নো গয়মাবিবেশ।
আরে বাধেথাং নির্ঋতিং পরাচৈরস্মে ভদ্রা সৌশ্রবসানি সন্তু ।। ২
সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মে বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তম্।
অব স্যতং মুঞ্চতং যন্নো অস্তি তনূষু বদ্ধং কৃতমেনো অস্মৎ ।। ৩
তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সু মৃলতং নঃ।
প্র নো মুঞ্চতং বরুণস্য পাশাদ্গোপায়তং নঃ সুমনস্যমানা ।। ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম ও রুদ্র! তোমরা অসূর্য বল দান কর। যজ্ঞ সকল

প্রতিগৃহে তোমাদের পর্যাপ্তরূপে ব্যাপ্ত করুক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ করে থাক, তোমরা আমাদের সুখকর হও, দ্বিপদের এবং চতুষ্পদের সুখকর হও। ২। হে সোম ও রুদ্র! যে রোগ আমাদের গৃহে প্রবেশ করেছে, সে সংক্রামক রোগ বিযোজিত কর এবং নিঋৃতি যাতে পরাঙ্মুখ হয়, সেরূপে বাধা দান কর। আমাদের কল্যাণজনক অন্ন হোক। ৩। হে সোম ও রুদ্র! তোমরা আমাদের শরীরের জন্য এ সকল ভেষজ ধারণ কর। আমাদের কৃত যে পাপ আমাদের শরীরে বদ্ধ আছে, তা শিথিল কর এবং আমাদের হতে মুক্ত কর। ৪। হে সোম ও রুদ্র! তোমাদের দীপ্ত ধনু আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা সুন্দর সুখ প্রদান করে থাক। তোমরা শোভন স্তোত্র অভিলাষ করে আমাদের ইহলোক অত্যন্ত সুখী কর। তোমরা আমাদের বরুণের পাশ হতে প্রমুক্ত কর এবং আমাদের রক্ষা কর।

৭৫ সূক্ত ॥ (১) প্রথম মন্ত্রের বর্ম দেবতা, দ্বিতীয়ের ধেনুঃ, তৃতীয়ের জ্যা, চতুর্থের আর্ত্নী, পঞ্চমের ইষুধি, ষষ্ঠের পূর্বার্ধের সারথি ; ষষ্ঠের উত্তরার্ধের রশ্মি, সপ্তমের অশ্ব, অষ্টমের রথ, নবমের রথগোপগণ, দশমের স্তোতা, পিতা, সোম্য, দ্যাবাপৃথিবী ও পূষা দেবতা, একাদশ ও দ্বাদশের ইষু দেবতা, ত্রয়োদশের প্রতোদ, চতুর্দশের হস্তঘ্ন, পঞ্চদশ ও ষোড়শের ইষুদেবতা, সপ্তদশের যুদ্ধভূমি, ব্রহ্মণস্পতি এবং অদিতি দেবতা, অষ্টাদশের কবচ সোম ও বরুণ দেবতা, ঊনবিংশের দেবগণ ও ব্রহ্মদেবতা। ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি ছন্দ।

জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্মী যাতি সমদামুপস্থে।
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপর্তু ॥ ১
ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ২
বক্ষ্যন্তীবেদা গনীগন্তি কর্ণং প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা।
যোষেব শিংক্তে বিততাধি ধন্বঞ্জ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী ॥ ৩
তে আচরন্তী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভৃতামুপস্থে।
অপ শত্রূন্বিধ্যতাং সংবিদানে আর্ত্নী ইমে বিস্ফুরন্তী অমিত্রান্ ॥ ৪
বহ্বীনাং পিতা বহুরস্য পুত্রশ্চিশ্চা কৃণোতি সমনাবগত্য।
ইষুধিঃ সঙ্কাঃ পৃতনাশ্চ সর্বা পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ ॥ ৫
রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কাময়তে সুষারথিঃ।
অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ ॥ ৬
তীব্রান্ ঘোষান্ কৃণ্বতে বৃষপাণয়োঽশ্বা রথেভিঃ সহ বাজয়ন্তঃ।
অবক্রামন্তঃ প্রপদৈরমিত্রান্ ক্ষিণন্তি শত্রূঁরনপব্যয়ন্তঃ ॥ ৭
রথবাহনং হবিরস্য নাম যত্রায়ুধং নিহিতমস্য বর্ম।
তত্রা রথমুপ শগ্মং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সুমনস্যমানাঃ ॥ ৮
স্বাদুষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছ্রেশ্রিতঃ শক্তীবন্তো গভীরাঃ।
চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধ্রাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ ॥ ৯
ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো দ্যাবাপৃথিবী অনেহসা।
পূষা নঃ পাতু দুরিতাদৃতাবৃধো রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত ॥ ১০
সুপর্ণং বস্তে মৃগো অস্যা দন্তো গোভিঃ সনদ্ধা পততি প্রসূতা।
যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবন্তি তত্রাস্মভ্যমিষবঃ শর্ম যংসন্ ॥ ১১
ঋজীতে পরি বৃঙ্ধি নোঽশ্মা ভবতু নস্তনুঃ।
সোমো অধি ব্রবীতু নোঽদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু ॥ ১২

আ জংঘন্তি সান্বেষাং জঘনাঁ উপ জিঘ্নতে।
অশ্বাজনি প্রচেতসোঽশ্বান্ত্‌ সমৎসু চোদয় ॥ ১৩
অহিরিব ভোগৈঃ পর্যেতি বাহুং জ্যায়া হেতিং পরিবাধমানঃ।
হস্তঘ্নো বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বাৎ পুমাৎ পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ ॥ ১৪
আলাক্তা যা রুরুশীর্ষ্ণ্যথো যস্যা অয়ো মুখম্‌।
ইদং পর্জন্যরেতস ইষ্বৈ দেব্যৈ বৃহন্নমঃ ॥ ১৫
অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে।
গচ্ছামিত্রাৎপ্র পদ্যস্ব মামীষাং কং চনোচ্ছিষঃ ॥ ১৬
যত্র বাণাঃ সংপতন্তি কুমারা বিশিখা ইব।
তত্রা নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহা শর্ম যচ্ছতু ॥ ১৭
মর্মাণি তে বর্মণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাম্‌।
উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বানু দেবা মদন্তু ॥ ১৮
যো নঃ স্বো অরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাংসতি।
দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্‌ ॥ ১৯

অনুবাদ ঃ ১। সংগ্রাম উপস্থিত হলে এ রাজা যখন বর্ম পরিধান করে গমন করেন, তখন তাঁর জীমূতের ন্যায় রূপ হয়। হে রাজন! তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয়লাভ কর, বর্মের সে মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক। ২। আমরা ধনুদ্বারা গাভী জয় করব, ধনুদ্বারা যুদ্ধ জয় করব, ধনুদ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত শত্রুসেনা বধ করব। ধনু শত্রুর কামনা নষ্ট করুক, আমরা ধনুদ্বারা সকল দিক জয় করব। ৩। এ ধনু সংলগ্ন জ্যা সংগ্রাম কালে যুদ্ধের পারে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক হয়ে যেন প্রিয়বাক্য বলবার জন্যই ধনুর্ধারীর কর্ণের নিকট আসে এবং স্ত্রী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করে কথা বলে, জ্যা সেরূপ বাণকে আলিঙ্গন করে শব্দ করে। ৪। সে ধনুষ্কোটিদ্বয় অনন্যমনস্কা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করে শত্রুকে আক্রমণ করবার সময় মাতৃভাবে পুত্রতুল্য রাজাকে রক্ষা করুক এবং স্বকার্য উত্তমরূপে অবগত হয়ে গমনপূর্বক এ রাজার অমিত্রদের হিংসা করে শত্রুগণকে বিদ্ধ করুক। ৫। এ তূণীর বহুতর বাণের পিতা, অনেকগুলি বাণ এর পুত্র বাণ তুলবার সময় এ তূণীর চিশ্চা শব্দ করে এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে নিবদ্ধ থেকে যুদ্ধকালে বাণ প্রসবপূর্বক সমস্ত সেনা জয় করে। ৬। সুসারথি রথে অবস্থান করে পুরঃস্থিত অশ্বগণকে যেখানে যেখানে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে সেখানেই নিয়ে যায়। রশ্মিসমূহ অশ্বের পশ্চাতে থেকে ইচ্ছামত নিয়মিত করে, তাদের মহিমা স্তব কর। ৭। অশ্ব সকল খুর দিয়ে ধূলি উড়িয়ে রথের সাথে বেগে গমন করে শব্দ করতে থাকে এবং না পালিয়ে হিংস্র শত্রুগণকে পদাঘাতে তাড়ন করে। ৮। হব্য যেমন অগ্নিকে বর্ধিত করে সেরূপ এ রাজার রথবাহিত ধন এঁকে বর্ধিত করুক। রথে এঁর অস্ত্র, কবচ প্রভৃতি নিহিত থাকে, আমরা সর্বদা প্রসন্নমনে সে সুখকর রথের সমীপে গমন করি। ৯। রথের রক্ষকগণ বিপক্ষদিগের সুস্বাদু অন্ন নষ্ট করে স্বপক্ষীয়দের অন্ন দান করে। বিপৎকালে এদের আশ্রয় নেওয়া যায়। এঁরা শক্তিমান, গম্ভীর, বিচিত্র সেনাযুক্ত, বাণ বলবিশিষ্ট, অহিংস্য, বীর, মহান এবং বহুতর শত্রুকে জয় করতে সক্ষম। ১০। হে স্তোতাগণ! হে পিতৃগণ! হে যজ্ঞবর্ধক সোম্যগণ! তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবাপৃথিবী আমাদের মঙ্গলকর হও। পূষা আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুন; আমাদের পাপশংসী শত্রু যেন প্রভুত্ব না করতে পারে। ১১। বাণ সুপর্ণ ধারণ করে, মৃগ এর দন্ত (২)। তা গাভী কর্তৃক (৩) সম্যকরূপে বদ্ধ ও

প্রেরিত হয়ে পতিত হয়। যেখানে নেতাগণ একত্রে ও পৃথকরূপে বিচরণ করেন, বাণসমূহ আমাদের সে স্থানে সুখ দান করুন। ১২। হে বাণ! আমাদের পরিবর্ধিত কর, আমাদের শরীর পাষাণের ন্যায় হোক। সোম আমাদের হয়ে বলুন, অদিতি সুখ দান করুন। ১৩। হে কশা! প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট সারথিগণ তোমার দ্বারা এদের সক্থিতে আঘাত করে, জঘন প্রদেশে আঘাত করে, তুমি সংগ্রামে অশ্বগণকে প্রেরণ কর। ১৪। হস্তঘ্ন (৪) জ্যার আঘাত নিবারণ করে সর্পের ন্যায় শরীরের দ্বারা প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয় ও পৌরুষশালী হয়ে পুরুষকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে। ১৫। যা বিষাক্ত, যার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যার মুখ লৌহময়, সে পর্জন্য কার্যভূত বৃহৎ ইষু দেবতাকে এ নমস্কার। ১৬। হে মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণকৃত হিংসাকুশল ইষু! তুমি বিসৃষ্ট হয়ে পতিত হও, গমন কর এবং অমিত্রদের প্রাপ্ত হও। তুমি অমিত্রগণের মধ্যে কাকেও অবশিষ্ট রেখ না। ১৭। মুণ্ডিত কুমারগণের ন্যায় বাণসমূহ যে যুদ্ধভূমিতে সম্পাতিত হয়, সেখানে ব্রহ্মণস্পতি আমাদের সর্বদা সুখ দান করুন, অদিতি সুখদান করুন। ১৮। তোমার মর্মস্থানসমূহ বর্মদ্বারা আচ্ছাদিত করব; অনন্তর সোমরাজা তোমাকে অমৃতদ্বারা আচ্ছাদন করুন। বরুণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠ সুখ দান করুন। তুমি জয়ী হলে দেবগণ হৃষ্ট হোন। ১৯। যে জ্ঞাতি আমাদের প্রতি হৃষ্ট নন, যিনি দূরে থেকে আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করেন, তাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা করুন। এ মন্ত্রই (৫) আমার শর নিবারক বর্ম।

টীকাঃ ১। যুদ্ধ যাত্রাকালে রাজাকে বর্মাদি পরিধান করাবার সময় এ সূক্তোক্ত ঋকগুলি উচ্চারণ করতে হয়। এ সূক্ত হতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজন দ্রব্যসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। ২। মৃগের শৃঙ্গ নির্মিত বাণের ফলা। ৩। গরুর স্নায়ু নির্মিত জ্যা। ৪। ধনুর জ্যাঘাত হতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম বন্ধন করা যায়, তার নাম হস্তঘ্ন। ৫। ভরদ্বাজ বংশীয়দের সূক্তগুলি, অর্থাৎ ষষ্ঠ মণ্ডল এখানে শেষ হল। শেষ সূক্তের শেষ ঋকটি জ্ঞাতি শত্রুতার পরিচয় দিচ্ছে এবং বিরুদ্ধাচারী জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে একটি অভিশম্পাত মাত্র। প্রথম মণ্ডলের শেষ সূক্ত এবং দ্বিতীয় মণ্ডলের শেষ সূক্তও এরূপ 'ওঝার মন্ত্র' তা আমরা পূর্বে দেখেছি।

সপ্তম মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি (১)। বিরাট্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতী জনয়ন্ত প্রশস্তম্।
দূরেদৃশং গৃহপতিমথর্যুম্ ॥ ১
তমগ্নিমস্তে বসবো ন্যৃণ্বন্ত্সুপ্রতিচক্ষমবসে কুতশ্চিৎ।
দক্ষায্যো যো দম আস নিত্যঃ ॥ ২
প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্যা যবিষ্ঠ।
ত্বাং শশ্বন্ত উপ যন্তি বাজাঃ ॥ ৩
প্র তে অগ্নয়োঽগ্নিভ্যো বরং নিঃ সুবীরাসঃ শোশুচন্ত দ্যুমন্তঃ।
যত্রা নরঃ সমাসতে সুজাতাঃ ॥ ৪
দা নো অগ্নে ধিয়া রয়িং সুবীরং স্বপত্যং সহস্য প্রশস্তম্।
ন যং যাবা তরতি যাতুমাবান্ ॥ ৫
উপ যমেতি যুবতিঃ সুদক্ষং দোষা বস্তোর্হবিষ্মতী ঘৃতাচী।
উপ স্বৈনমরমতি র্বসূযুঃ ॥ ৬
বিশ্বা অগ্নেঽপ দহারাতীর্যেভিস্তপোভিরদহো জরূথম্।
প্র নিস্বরং চাতয়স্বামীবাম্ ॥ ৭
আ যস্তে অগ্ন ইধতে অনীকং বসিষ্ঠ শুক্র দীদিবঃ পাবক।
উতো ন এভিঃ স্তবথৈরিহ স্যাঃ ॥ ৮
বি যে তে অগ্নে ভেজিরে অনীকং মর্তা নরঃ পিত্র্যাসঃ পুরুত্রা।
উতো ন এভিঃ সুমনা ইহ স্যাঃ ॥ ৯
ইমে নরো বৃত্রহত্যেষু শূরা বিশ্বা অদেবীরভি সন্তু মায়াঃ।
যে মে ধিয়ং পনয়ন্ত প্রশস্তাম্ ॥ ১০
মা শূনে অগ্নে নি ষদাম নৃণাং মাশেষসোঽবীরতা পরি ত্বা।
প্রজাবতীষু দুর্যাসু দুর্য ॥ ১১
যমশ্বী নিত্যমুপযাতি যজ্ঞং প্রজাবন্তং স্বপত্যং ক্ষয়ং নঃ।
স্বজন্মনা শেষসা বাবৃধানম্ ॥ ১২
পাহি নো অগ্নে রক্ষসো অজুষ্টাৎ পাহি ধূর্তেরররুষো অঘায়োঃ।
ত্বা যুজা পৃতনায়ূঁরভি ষ্যাম্ ॥ ১৩
সেদগ্নিরগ্নীঁরত্যস্ত্বন্যান্যত্র বাজী তনয়ো বীলুপাণিঃ।
সহস্রপাথা অক্ষরা সমেতি ॥ ১৪
সেদগ্নির্যো বনুষ্যতো নিপাতি সমেদ্ধারমংহস উরুষ্যাৎ।
সুজাতাসঃ পরি চরন্তি বীরাঃ ॥ ১৫
অয়ং সো অগ্নিরাহুতঃ পুরুত্রা যমীশানঃ সমিদিন্ধে হবিষ্মান্।
পরি যমেত্যধ্বরেষু হোতা ॥ ১৬
ত্বে অগ্ন আহবনানি ভূরীশানাস আ জুহুয়াম নিত্যা।
উভা কৃণ্বন্তো বহতূ মিয়েধে ॥ ১৭
ইমো অগ্নে বীততমানি হব্যাজস্রো বক্ষি দেবতাতিমচ্ছ।
প্রতি ন ঈং সুরভীণি ব্যন্তু ॥ ১৮

মা নো অগ্নেঽবীরতে পরা দা দুর্বাসসেঽমতয়ে মা নো অস্যৈ।
মা নঃ ক্ষুধে মা রক্ষস ঋতাবো মা নো দমে মা বন আ জুহূর্থাঃ ॥ ১৯
নূ মে ব্রহ্মাণ্যগ্ন উচ্ছশাধি ত্বং দেব মঘবদ্ভ্যঃ সুষূদঃ।
রাতৌ স্যামোভয়াস আ তে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২০
ত্বমগ্নে সুহবো রণ্বসংদৃক্ সুদীতী সূনো সহসো দিদীহি।
মা ত্বে সচা তনয়ে নিত্য আ ধঙ্ মা বীরো অস্মন্নর্যো বি দাসীৎ ॥ ২১
মা নো অগ্নে দুর্ভৃতয়ে সচৈষু দেবেদ্ধেষ্বগ্নিষু প্র বোচঃ।
মা তে অস্মান্দুর্মতয়ো ভৃমাচ্চিদ্দেবস্য সূনো সহসো নশন্ত ॥ ২২
স মর্তো অগ্নে স্বনীক রেবানমর্ত্যে য আজুহোতি হব্যম্
স দেবতা বসুবনিং দধাতি যং সূরিরর্থী পৃচ্ছমান এতি ॥ ২৩
মহো নো অগ্নে সুবিতস্য বিদ্বান্রয়িং সূরিভ্য আ বহা বৃহন্তম্।
যেন বয়ং সহসাবন্মদেমাবিক্ষতাস আয়ুষা সুবীরাঃ ॥ ২৪
নূ মে ব্রহ্মাণ্যগ্ন উচ্ছশাধি ত্বং দেব মঘবদ্ভ্যঃ সুষূদঃ।
রাতৌ স্যামোভয়াস আ তে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২৫

অনুবাদ ঃ　১। প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে, নেতাগণ অরণিদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলিদ্বারা উৎপাদন করেন। ২। যিনি গৃহে নিত্য পূজনীয় ছিলেন, সে সুদর্শন অগ্নিকে সর্বপ্রকার ভয় হতে রক্ষার্থে বসুগণ গৃহে নিহিত করেছিলেন। ৩। হে যুবতম অগ্নি! তুমি প্রকর্ষরূপে সমিদ্ধ হয়ে অজস্র জ্বালার সাথে আমাদের পুরোভাগে প্রদীপ্ত হও, বহু অন্ন তোমার নিকট উপগত হচ্ছে। ৪। সুজাত নেতাগণ যে অগ্নির সমাসীন হন, লৌকিক অগ্নিসমূহ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান, কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সে অগ্নিসমূহ বিশেষরূপে দীপ্তি পান। ৫। হে অভিভবকুশল অগ্নি! শত্রু হিংসাযুক্ত হয়ে যা বাধা দিতে পারে না, সে কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সুন্দর অপত্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ ধন, তুমি স্তোত্রপ্রযুক্ত হয়ে আমাদের দান কর। ৬। হব্যযুক্তা যুবতী জুহু দিবারাত্র সুদক্ষ অগ্নির নিকট আসে, স্বকীয় দীপ্তি ধনাভিলাষী হয়ে তাঁর নিকট আসে। ৭। হে অগ্নি! তুমি যে তেজের দ্বারা পরুষ শব্দকারীকে দগ্ধ করে থাক, সে তেজের বলে সমস্ত শত্রুগণকে দগ্ধ কর। তুমি উপতাপ দূর করে রোগ নাশ কর। ৮। হে বসিষ্ঠ শুভ্র, দীপ্ত, পাবক অগ্নি! যারা তোমাকে সমিদ্ধ করে, তাদের ন্যায় আমাদেরও এ স্তোত্রে তুষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে অবস্থান কর। ৯। হে অগ্নি! যে পিতৃহিত, মর্ত্য নেতাগণ তোমাদের তেজ বহুদেশে বিভক্ত করেছেন; তাদের ন্যায় আমাদেরও এ স্তোত্রে প্রসন্ন হয়ে এ যজ্ঞে অবস্থান কর। ১০। যারা আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের স্তুতি করেন, সে এ শূর নেতাগণ সংগ্রামসমূহে সমস্ত মায়া অভিভব করুন। ১১। হে অগ্নি! আমরা শূন্য গৃহে বাস করব না, অন্য মানুষের গৃহে বাস করব না। হে গৃহের হিতকর অগ্নি! আমরা পুত্রশূন্য ও বীরশূন্য, আমরা তোমার পরিচর্যা করে প্রজাযুক্ত গৃহে বাস করব। ১২। অশ্ববান অগ্নি যে যজ্ঞের আশ্রয়ভূত গৃহে যায়, আমাদের সে ভৃত্যাদিযুক্ত, সুন্দর অপত্যবিশিষ্ট এবং ঔরসজাত পুত্রের দ্বারা বর্ধমান গৃহ দান কর। ১৩। হে অগ্নি। আমাদের অপ্রীতিকর রাক্ষস হতে রক্ষা কর, অদাতা পাপেচ্ছুক হিংসক হতে কর। আমি তোমার সাহায্যে পৃতনাকাম ব্যক্তিদের অভিভূত করব। ১৪। বলবান, দৃঢ়হস্ত, বহু অন্নবিশিষ্ট, তনয় ক্ষয়রহিত স্তোত্র দ্বারা যে অগ্নির পরিচর্যা করে, সে অগ্নি অন্য অগ্নিকে অভিভূত করুক। ১৫। যিনি প্রবোধককে হিংসা ও পাপ হতে রক্ষা করেন, যাঁকে সুজন্মবীরগণ পরিচর্যা করেন, তিনিই অগ্নি। ১৬। যাঁকে

সমৃদ্ধ ও হব্যযুক্ত ব্যক্তি সম্যকরূপে দীপ্ত করেন, যাঁকে হোতা যজ্ঞে পরিগমন করেন ; সে এ অগ্নি বহুদেশে আহূত হন। ১৭। হে অগ্নি ! আমরা ধনেশ্বর হয়ে তোমার উদ্দেশে নিত্য স্তোত্র ও শস্ত্রদ্বারা যজ্ঞে প্রভূত হব্য দান করব। ১৮। হে অগ্নি ! তুমি অনবরত দেবগণের নিকট এ অত্যন্ত কমনীয় হব্য বহন কর এবং গমন কর। দেবগণের প্রত্যেকে আমাদের এ সুরভি হব্য কামনা করুন। ১৯। হে অগ্নি ! আমাদের অপুত্রতা প্রদান করো না, মন্দ বস্ত্র প্রদান করো না, এ অমতি আমাদের প্রদান করো না, আমাদের ক্ষুধা প্রদান করো না, রাক্ষসের হস্তে প্রদান করো না। হে সত্যবান অগ্নি ! আমাদের গৃহে হিংসা করো না, বনে হিংসা করো না। ২০। হে অগ্নি ! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর। হে দেব ! তুমি যজ্ঞবানদের অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি ; তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর। ২১। হে বলের পুত্র অগ্নি ! তুমি সুন্দর আহ্বান-বিশিষ্ট ও রমণীয়দর্শন, তুমি শোভনদীপ্তির সাথে প্রদীপ্ত হও। তুমি সহায় হও এবং ঔরসপুত্রে দগ্ধ করো না, আমাদের মনুষ্য হিতকর পুত্র যেন ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়। ২২। হে অগ্নি ! তুমি সহায় হও এবং ঋত্বিকগণ কর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিগণকে বলে, যেন তাঁরা আমাদের সুখে ভরণ করেন। হে বলের পুত্র অগ্নিদেব ! তোমার নিগ্রহ বুদ্ধি ভ্রমেও যেন আমাদের ব্যাপ্ত না করে। ২৩। হে সুতেজা মর্ত্য অগ্নি ! যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান করে, সে মর্ত্য ধনবান হয়। যাঁর নিকট স্তোতা অর্থী জিজ্ঞাসা করে গমন করে, সে অগ্নিদেব যজমানকে ধারণ করে। ২৪। হে অগ্নি ! তুমি আমাদের মহৎ কল্যাণকর কর্ম অবগত আছ। হে বলপুত্র ! আমরা তোমার স্তোতা, আমরা যা দিয়ে অক্ষীণ, পূর্ণায়ু এবং কল্যাণকর পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে হৃষ্ট হতে পারি, আমাদের এরূপ মহৎ ধন দান কর। ২৫। হে অগ্নি ! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর ; হে দেব ! তুমি যজ্ঞবানদের অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। বসিষ্ঠ বা তদ্বংশীয়গণ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। বসিষ্ঠ ঋষি সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন, বিশ্বামিত্র ঋষি সুদাসের শত্রু ভারতদের পুরোহিত ছিলেন, সুতরাং বসিষ্ঠ বংশীয় ও বিশ্বামিত্র বংশীয়দের মধ্যে কতকটা অমিত্রতা ছিল। ১।৪৭।৬ এবং ৩।৩৩।৯ ঋকের টীকা দেখুন। এমন কি বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ বংশীয়দের অভিসম্পাত করেছিলেন, ৩।৫৩।২৩ ও ২৪ ঋক দেখুন এবং বসিষ্ঠও বিশ্বামিত্র পক্ষীয়দের প্রতি যথেষ্ট কঠিন মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, ৭।৮৩।৭ এবং ৭।১০৪।১২ হতে ১৬ ঋক দেখুন। ঋষিদের এ বৈরভাব ভুলে যদি আমরা বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠের সূক্তগুলি পাঠ করি তা হলে আমাদের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ হয়। বিশ্বামিত্রের জগদ্বিখ্যাত গায়ত্রী ও ওজস্বিতা একমাত্র দৈব বলের আরাধনা (৩।৫৫) এখনও এক ঈশ্বর-বাদীদের হৃদয় আলোড়িত করে। বসিষ্ঠের পাপ-অনুশোচনা ও ধর্মপিপাসা (৭।৮৬ হতে ৮৯ সূক্ত) সেরূপ পবিত্রভাবে হৃদয় প্লাবিত করে।

২ সূক্ত ।। আপ্রী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

জুষস্ব নঃ সমিধমগ্নে অদ্য শোচা বৃহদ্যজতং ধূমমৃণ্বন্ ।
উপ স্পৃশ দিব্যং সানু স্তূপৈঃ সং রশ্মিভিস্ততনঃ সূর্যস্য ॥ ১
নরাশংসস্য মহিমানমেষামুপ স্তোষাম যজতস্য যজ্ঞৈঃ ।
যে সুক্রতবঃ শুচয়ো ধিয়ন্ধাঃ স্বদন্তি দেবা উভয়ানি হব্যা ॥ ২

ঈলেন্যং বো অসুরং সুদক্ষমন্তর্দূতং রোদসী সত্যবাচম্ ।
মনুষ্বদগ্নিং মনুনা সমিদ্ধং সমধ্বরায় সদমিন্মহেম ॥ ৩
সপর্যবো ভরমাণা অভিজ্ঞু প্র বৃঞ্জতে নমসা বর্হিরগ্নৌ ।
আজুহ্বানা ঘৃতপৃষ্ঠং পৃষদ্বদধ্বর্যবো হবিষা মর্জয়ধ্বম্ ॥ ৪
স্বাধ্যোঽবি দুরো দেবয়ন্তোঽশিশ্রয়ূ রথয়ুর্দেবতাতা ।
পূর্বী শিশুং ন মাতরা রিহাণে সমগ্রুবো ন সমনেষ্বঞ্জন্ ॥ ৫
উত যোষণে দিব্যে মহী ন উষাসানক্তা সুদুঘেব ধেনুঃ ।
বর্হিষদা পুরুহূতে মঘোনী আ যজ্ঞিয়ে সুবিতায় শ্রয়েতাম্ ॥ ৬
বিপ্রা যজ্ঞেষু মানুষেষু কারূ মন্যে বাং জাতবেদসা যজধ্যৈ ।
ঊর্ধ্বং নো অধ্বরং কৃতং হবেষু তা দেবেষু বনথো বার্যাণি ॥ ৭
আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইলা দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ।
সরস্বতী সারস্বতেভিরর্বাক্ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু ॥ ৮
তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু দেব ত্বষ্টর্বি ররাণঃ স্যস্ব ।
যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ॥ ৯
বনস্পতেঽব সৃজোপ দেবানগ্নির্হবিঃ শমিতা সূদয়াতি ।
সেদু হোতা সত্যতরো যজাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ॥ ১০
আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙিন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ ।
বর্হির্ন আস্তামদিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! অদ্য আমাদের সমিধ সেবা কর : যজনীয় ধূম প্রেরণ করে অত্যন্ত দীপ্ত হও ; তপ্ত রশ্মি দ্বারা অন্তরীক্ষের সান প্রদেশ স্পর্শ কর এবং সূর্যের রশ্মিসমূহের সাথে সঙ্গত হও। ২। সুক্রতু, দীপ্তিমান এবং কর্মসমূহের ধারয়িতা, যে দেবগণ উভয় (১) হব্য ভক্ষণ করেন, আমরা তাঁদের মধ্যে স্তোত্রদ্বারা যজনীয় নরাশংসের মহিমার স্তুতি করি। ৩। তোমরা স্তুতিযোগ্য, অসুর (২), সুদক্ষ,দ্যাবাপৃথিবী মধ্যে দূত, সত্যবাক, মনুষ্যগণের ন্যায় মনুকর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে সর্বদা পূজা কর। ৪। পরিচর্যাভিলাষীগণ জানু পেতে পাত্র পূর্ণ করে হব্যের সাথে অগ্নিকে বর্হি দান করছেন। হে অধ্বর্যুগণ ! ঘৃতপৃষ্ঠ, স্থূলবিন্দুযুক্ত বর্হি হোম করে প্রদান কর। ৫। সুকর্মা, দেবাভিলাষী এবং রথাভিলাষীগণ যজ্ঞে দ্বার আশ্রয় করেছেন। মাতৃদ্বয় যেরূপ শিশুকে লেহন করে সেরূপ লেহনকারী ও পূর্বাভিমুখী জুহূ ও উপভৃতিকে অধ্বর্যুগণ নদীর ন্যায় যজ্ঞে সিক্ত করছেন। ৬। সুবতী, দিব্যা, মহতী, কুশোপরি আসীন। বহুস্তুতা, ধনবতী, যজ্ঞার্হা, অহোরাত্রি কামদুঘা ধেনুর ন্যায় কল্যাণের জন্য আমাদের আশ্রয় করুন। ৭। হে বিপ্র, জাতবেদা, মনুষ্যগণের যজ্ঞে কর্মকর্তা দেবীদ্বয় ! আমি তোমাদের যাগ করবার জন্য স্তুতি করি। স্তব করার পর আমাদের যজ্ঞ দেবতামুখী কর, তোমরা দেবগণের মধ্যে বিদ্যমান বরণীয় ধন বিভাগ করে দাও। ৮। ভারতীগণের সাথে সঙ্গতাভারতী আসুন, দেবতা ও মানুষের সাথে ইলা আসুন, অগ্নিও আসুন। সারস্বতগণের সাথে সরস্বতীও আসুন। দেবীত্রয় এসে সম্মুখে এ কুশে উপবেশন করুন (৩)। ৯। হে দেবত্বষ্টা ! যা দিয়ে বীর, কর্মকুশল, বলশালী ও সোমাভিষবের জন্য প্রস্তরহস্ত দেবাভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে আমার সেরূপ ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য প্রদান কর। ১০। হে বনস্পতি ! তুমি দেবতাগণকে সমীপে আন। পশুর সংস্কারক অগ্নি বনস্পতি দেবতাগণের উদ্দেশ্যে হব্য প্রেরণ করুন। সে যজ্ঞরূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি যজ্ঞ করুন, কারণ

তিনিই দেবতাগণের জন্ম জানেন। ১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিযুক্ত হয়ে ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সাথে এক রথে আমাদের অভিমুখে এস। সুপুত্রবিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উপবেশন করুন। নিত্য দেবগণ স্বাহাযুক্ত হয়ে তৃপ্তিলাভ করুন।

টীকা: ১। অর্থাৎ সোম ও হবিঃ সংস্থাদি। সায়ণ। ২। সপ্তম মণ্ডলে 'অসুর' শব্দের আটবার ব্যবহার হয়েছে, যথা—২ সূক্তে ৩ ঋকে অসুর শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে, ৬ সূক্তে ১ ঋকে অসুর শব্দ বৈশ্বানর সম্বন্ধে, ১৩ সূক্তে ১ ঋকে অসুরঘ্ন শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে, ৩০ সূক্তে ৩ ঋকে অসুর শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে, ৩৬ সূক্তে ২ ঋকে অসুর শব্দ মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ৫৬ সূক্তে ২৪ ঋকে অসুর শব্দ বীর সম্বন্ধে, ৬৫ সূক্তে ২ ঋকে অসুর শব্দ মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ৯৯ সূক্তে ৫ ঋকে অসুর শব্দ বর্চী সম্বন্ধে। ৩। এ ৮, ৯, ১০, ও ১১ ঋক ও ৩ মন্ডলের ৪ সূক্তের ঐ ঐ ঋকের অনুরূপ। উক্ত সূক্তের ৮ ঋকের ভারতী সম্বন্ধীয় টীকা দেখুন।

৩ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্।
যো মর্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা তপুর্মূর্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ ॥ ১
প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্যদা মহঃ সম্বরণাদ্ব্যস্থাৎ।
আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি ॥ ২
উদ্যস্য তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে চরন্ত্যজরা ইধানাঃ।
অচ্ছা দ্যামরুষো ধূম এতি সং দূতো অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্ ॥ ৩
বি যস্য তে পৃথিব্যাং পাজো অশ্রেত্তৃষু যদন্না সমবৃক্ত জম্ভৈঃ।
সেনেব সৃষ্টা প্রসিতিষ্ট এতি যবং ন দস্ম জুহ্বা বিবেক্ষি ॥ ৪
তমিদ্দোষা তমুষসি যবিষ্ঠমগ্নিমত্যং ন মর্জয়ন্ত নরঃ।
নিশিশানা অতিথিমস্য যোনৌ দীদায় শোচিরাহুতস্য বৃষ্ণঃ ॥ ৫
সুসন্দৃক্তে স্বনীক প্রতীকং বি যদ্রুক্মো ন রোচস উপাকে।
দিবো ন তে তন্যতুরেতি শুষ্মশ্চিত্রো ন সূরঃ প্রতি চক্ষি ভানুম্ ॥ ৬
যথা বঃ স্বাহাগ্নয়ে দাশেম পরীলাভির্ঘৃতবদ্ভিশ্চ হব্যৈঃ।
তেভির্নো অগ্নে অমিতৈর্মহোভিঃ শতং পূর্ভিরায়সীভির্নি পাহি ॥ ৭
যা বা তে সন্তি দাশুষে অধৃষ্টা গিরো ব যাভির্নৃবতীরুরুষ্যাঃ।
তাভির্নঃ সূনো সহসো নি পাহি স্মৎসূরীঞ্জরিতৄঞ্জাতবেদঃ ॥ ৮
নির্যৎপূতেব স্বধিতিং শুচির্গাৎস্বয়া কৃপা তন্বাঽরোচমানঃ।
আ যো মাত্রোরুশেন্যো জনিষ্ট দেবযজ্যায় সুক্রতুঃ পাবকঃ ॥ ৯
এতা নো অগ্নে সৌভগা দিদীহ্যপি ক্রতুং সুচেতসং বতেম।
বিশ্বা স্তোতৃভ্যো গৃণতে চ সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদ: ১। হে দেবগণ! যিনি মর্তগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান তাপক, তেজবিশিষ্ট, ঘৃতান্নযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও অন্য অগ্নিসমূহের সাথে মিলিত, সে অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত করো। ২। যখন অগ্নি অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণ করে ও শব্দ করে মহৎ নিরোধ হতে বৃক্ষ সমূহে অবস্থান করেন তখন তার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর হে অগ্নি! তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয়। ৩। হে অগ্নি! তোমার নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হয়ে উদ্গত হয়, তার আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে, হে অগ্নি! তুমি দূত

হয়ে দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হয়ে থাক। ৪। যখন তুমি দন্তদ্বারা কাষ্ঠাদিরূপ অন্ন ভক্ষণ কর, তোমার তেজ পৃথিবীতে বিমিশ্রিত হয়। তোমার শিখা সোনার ন্যায় বিসৃষ্ট হয়ে গমন করে, হে দর্শনীয় অগ্নি! তুমি শিখাদ্বারা যবের ন্যায় কাষ্ঠাদি ভক্ষণ কর। ৫। মনুষ্যগণ যুবতম অতিথির ন্যায় পূজ্য, সে অগ্নিকে তার স্থানে রাত্রিতে ও দিবাভাগে প্রদীপ্ত করে সততগামী অশ্বের ন্যায় পরিচর্যা করে। আহুত অভীষ্টবর্ষী অগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয়। ৬। হে সুন্দর তেজবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি যখন সূর্যের ন্যায় সমীপে দীপ্তি পাও তখন তোমার রূপ দর্শনীয় হয়। তোমার তেজ অন্তরিক্ষ হতে অশনির ন্যায় নির্গত হয়, তুমি দর্শনীয় সূর্যের ন্যায় স্বয়ং দীপ্তি প্রদর্শন করিয়ে থাক। ৭। হে অগ্নি! আমরা যেরূপ গব্য ও ঘৃতযুক্ত হব্যের দ্বারা তোমাদের স্বাহা দান করব, হে অগ্নি! তুমিও সেরূপ সে অমিত তেজবলে অপরিমিত আয়োনির্মিত (১) নগরী দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ৮। হে বলের পুত্র জাতবেদা! তুমি দানশীল তোমার যে শিখা আছে এবং যে বাক্যদ্বারা পুত্রবান প্রজাগণকে তুমি রক্ষা কর, সে সমুদয়দ্বারা আমাদের রক্ষা কর, প্রশস্ত এবং হব্যপ্রেরক স্তোতাগণকে রক্ষা কর। ৯। যখন শুচি অগ্নি স্বকীয় শরীর দ্বারা কৃপাবশত রোচমান হয়ে তীক্ষ্ণীকৃত পরশুর ন্যায় কাষ্ঠ হতে নির্গত হন, তখন তিনি যাগযোগ্য হন। কমনীয়, সুকর্মা পাবক অগ্নি মাতৃভূত অরণিদ্বয় হতে জাত হয়েছেন। ১০। হে অগ্নি! আমাদের এ সুন্দর ধন দান কর, আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেত পুত্র লাভ করতে পারি। সমস্ত ধন উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারীগণের হোক, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। 'আয়সীভিঃ' অর্থাৎ অতিশয় নিরাপদে রাখ। সায়ণ 'আয়সীভিঃ' অর্থে 'হিরণ্ময়ীভিঃ' করেছেন।

৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বঃ শুক্রায় ভানবে ভরধ্বং হব্যং মতিং চাগ্নয়ে সুপূতম্।
যো দৈব্যানি মানুষা জনূংষ্যন্তর্বিশ্বানি বিদ্মনা জিগাতি ॥ ১
স গৃৎসো অগ্নিস্তরুণশ্চিদস্তু যতো যবিষ্ঠো অজনিষ্ঠ মাতুঃ।
সং যো বনা যুবতে শুচিদন্ভুরি চিদন্না সমিদত্তি সদ্যঃ ॥ ২
অস্য দেবস্য সংসদ্যনীকে যং মর্তাসঃ শ্যেতং জগৃভ্রে।
নি যো গৃভং পৌরুষেয়ীমুবোচ দুরোকমগ্নিরায়বে শুশোচ ॥ ৩
অয়ং কবিরকবিষু প্রচেতা মর্তেষ্বগ্নিরমৃতো নি ধায়ি।
স মা নো অত্র জুহুরঃ সহস্বঃ সদা ত্বে সুমনসঃ স্যাম ॥ ৪
আ যো যোনিং দেবকৃতং সসাদ ক্রত্বা হ্যগ্নিরমৃতাঁ অতারীৎ।
তমোষধীশ্চ বনিনশ্চ গর্ভং ভূমিশ্চ বিশ্বধায়সং বিভর্তি ॥ ৫
ঈশে হ্যগ্নিরমৃতস্য ভূরেরীশে রায়ঃ সুবীর্যস্য দাতোঃ।
মা ত্বা বয়ং সহসাবন্নবীরা মাপ্সবঃ পরি ষদাম মাদুবঃ ॥ ৬
পরিষদ্যং হ্যরণস্য রেক্ণো নিত্যস্য রায়ঃ পতয়ঃ স্যাম।
ন শেষো অগ্নে অন্যজাতমস্ত্যচেতানস্য মা পথো বি দুক্ষঃ ॥ ৭
নহি গ্রভায়ারণঃ সুশেবোঽন্যোদর্যো মনসা মন্তবা উ।
অধা চিদোকঃ পুনরিৎস এত্যা নো বাজ্যভীষালেতু নব্যঃ ॥ ৮
ত্বমগ্নে বনুষ্যতো নি পাহি ত্বমু নঃ সহসাবন্নবদ্যাৎ।
সং ত্বা ধ্বস্মন্বদভ্যেতু পাথঃ সং রয়িং স্পৃহয়াষ্যঃ সহস্রী ॥ ৯

এতা ন অগ্নে সৌভগা দিদীহ্যপি ক্রতুং সুচেতসং বতেম ।
বিশ্বা স্তোতৃভ্যো গৃণতে চ সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১ । তোমরা শুভ্র এবং দীপ্ত অগ্নিকে সুপূত হব্য ও স্তুতি প্রদান কর । অগ্নি দৈব মনুষ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রজ্ঞাদ্বারা গমন করেন । ২ । অগ্নি অরণি হতে যুবতম হয়ে জাত হয়েছেন, অতএব সে মেধাবী অগ্নি তরুণ হোন । দীপ্ত দণ্ড অগ্নি বনসমূহ অগ্নি সংযুক্ত করেন এবং ক্ষণমাত্রে প্রভূত অন্ন ভক্ষণ করেন । ৩ । মর্ত্যগণ যে শুভ্র অগ্নিকে দেবের মুখ্যস্থানে পরিগ্রহণ করেন, যিনি পুরুষগণ কর্তৃক গৃহীত বস্তু সেবা করেন, সে অগ্নি মনুষ্যগণের জন্য শত্রুগণের দুঃসেব্যরূপে দীপ্তি পান । ৪ । কবি, প্রকাশক, অমর অগ্নি, অকবি মর্ত্যগণ মধ্যে নিহিত হয়েছেন । হে বলবান অগ্নি ! আমরা সর্বদা তোমার ভক্ত থাকব, তুমি আমাদের হিংসা করো না । ৫ । যেহেতু অগ্নি কর্মদ্বারা দেবগণকে পার করেছেন, অতএব তিনি দেবকৃত স্থানে উপবেশন করেন । ওষধি ও বৃক্ষসমূহ, বিশ্বধারক ও গর্ভে বিদ্যমান সে অগ্নিকে ধারণ করে, ভূমিও তাঁকে ধারণ করে । ৬ । অগ্নি প্রভূত অমৃত দান করতে সক্ষম ; সুন্দর বীর্যযুক্ত ধন দান করতে সক্ষম । হে বলবান অগ্নি ! আমরা যেন পুত্রাদিরহিত হয়ে উপবেশন না করি, রূপরহিত হয়ে উপবেশন না করি এবং পরিচর্যারহিত হয়ে উপবেশন না করি । ৭ । অঋণী ব্যক্তির ধন পর্যাপ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্য ধনের পতি হব ; হে অগ্নি ! যেন অপত্য অন্যজাত (১) না হয় । অবত্তার পথ জেনো না । ৮ । অন্যজাত পুত্র সুখকর হলেও তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করতে অথবা মনে করতে পারা যায় না । আর সে পুনরায় আপন স্থানে গমন করে ; অতএব অন্নবান শত্রুনাশক নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আসুক । ৯ । হে অগ্নি ! তুমি আমাদের হিংসক হতে রক্ষা কর. হে বলবান ! তুমি আমাদের পাপ হতে রক্ষা কর, নির্দোষ অন্ন তোমার নিকট গমন করুক, স্পৃহণীয় সহস্রসংখ্যক ধন আমাদের প্রাপ্ত হোক । ১০ । হে অগ্নি ! আমাদের এ সুন্দর ধন দান কর, আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেতা পুত্র লাভ করতে পারি । সমস্ত ধন উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারীগণের হোক, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

টীকা ঃ ১ । এ ঋকে ও পরের ঋকে দত্তকপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ।

৫ সূক্ত । বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা । বশিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

প্রাগ্নয়ে তবসে ভরধ্বং গিরং দিবো অরতয়ে পৃথিব্যাঃ ।
যো বিশ্বেষামমৃতানামুপস্থে বৈশ্বানরো বাবৃধে জাগৃবদ্ভিঃ ॥ ১
পৃষ্টো দিবি ধায্যগ্নিঃ পৃথিব্যাং নেতা সিন্ধূনাং বৃষভঃ স্তিয়ানাম্ ।
স মানুষীরভি বিশো বি ভাতি বৈশ্বানরো বাবৃধানো বরেণ ॥ ২
ত্বদ্ভিয়া বিশ আয়ন্নসিক্নীরসমনা জহতীর্ভোজনানি ।
বৈশ্বানর পূরবে শোশুচানঃ পুরো যদগ্নে দরয়ন্নদীদেঃ ॥ ৩
তব ত্রিধাতু পৃথিবী উত দ্যৌর্বৈশ্বানর ব্রতমগ্নে সচন্ত ।
ত্বং ভাসা রোদসী আ ততন্থাজস্রেণ শোচিষা শোশুচানঃ ॥ ৪
ত্বামগ্নে হরিতো বাবশানা গিরঃ সচন্তে ধুনয়ো ঘৃতাচীঃ ॥
পতিং কৃষ্টীনাং রথ্যং রয়ীণাং বৈশ্বানরমুষসাং কেতুমহ্নাম্ ॥ ৫
ত্বে অসুর্যং বসবো ন্যৃণ্বন্ক্রতুং হি তে মিত্রমহো জুষন্ত ।
ত্বং দস্যূঁরোকসো অগ্ন আজ উরু জ্যোতির্জনয়ন্নার্যায় ॥ ৬
স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্বায়ুর্ন পাথঃ পরি পাসি সদ্যঃ ।
ত্বং ভুবনা জনয়ন্নভি ক্রন্নপত্যায় জাতবেদো দশস্যন্ ॥ ৭

তামগ্নে অস্মে ইষমেরয়স্ব বৈশ্বানর দ্যুমতীং জাতবেদঃ।
যয়া রাধঃ পিন্বসি বিশ্ববার পৃথু শ্রবো দাশুষে মর্ত্যায় ॥ ৮
তং নো অগ্নে মঘবদ্ভ্যঃ পুরুক্ষুং রয়িং নি বাজং শ্রুত্যং যুবস্ব।
বৈশ্বানর মহি নঃ শর্ম যচ্ছ রুদ্রেভিরগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যে বৈশ্বানর যজ্ঞে জাগরিত সমস্ত দেবগণের সাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, সে প্রবৃদ্ধ এবং অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীতে গমনশীল অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর। ২। নদীগণের নেতা যে জলবর্ষী অগ্নি অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীতে নিসৃত হয়েছেন, সে বৈশ্বানর শ্রেষ্ঠ হব্যদ্বারা বর্ধিত হয়ে মনুষ্য প্রজাগণের অভিমুখে শোভা পান। ৩। হে বৈশ্বানর! যখন তুমি পুরুষ সমীপে দীপ্যমান হয়ে তার শত্রুর পুরী বিদীর্ণ করে প্রজ্বলিত হয়েছিলে, তখন তোমার ভয়ে অসিক্নী প্রজাগণ পরস্পর অসমচিত্ত হয়ে ভোজন ত্যাগ ক'রে এসেছিল। ৪। হে বৈশ্বানর অগ্নি! অন্তরিক্ষ, পৃথিবী ও দ্যুলোক তোমার ব্রত সেবা করে। তুমি অজস্র প্রকাশদ্বারা দীপ্যমান হয়ে স্বদীপ্তিতে দ্যাবাপৃথিবী বিস্তারিত কর। ৫। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি প্রজাগণের পতি, ধনসমূহের নেতা এবং ঊষা ও দিবসের মহান কেতু স্বরূপ। অশ্বগণ কাময়মান হয়ে তোমাকে সেবা করে, পাপনাশক ও ঘৃতযুক্ত বাক্য তোমাকে সেবা করে। ৬। হে মিত্রগণের পূজয়িতা অগ্নি! বসুগণ তোমাতে বল স্থাপিত করেছেন, তোমার কর্ম সেবা করেছেন। তুমি আর্যের জন্য অধি[illegible]তেজ উৎপন্ন করে দস্যুগণকে স্থান হতে নির্গত করেছ (১)। ৭। তুমি পরম ব্যোম প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়ে বায়ুর ন্যায় সদ্য সোম পান কর। হে জাতবেদা! তুমি জলসমূহ উৎপন্ন করে অপত্যের ন্যায় পালনীয় ব্যক্তির অভিলাষ প্রদান করে গর্জন করে থাক। ৮। হে সকলের বরণীয় অগ্নি! যা দিয়ে ধন রক্ষা কর এবং হব্যদাতা মনুষ্যের বিস্তীর্ণ যশ রক্ষা কর, হে জাতবেদা বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি আমাদের সে দীপ্তিমান অন্ন প্রদান কর। ৯। হে অগ্নি! আমরা যজ্ঞকারী, আমাদের বহু অন্ন, ধন এবং শ্রুতিযোগ্য বল প্রদান কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সাথে আমাদের মহৎ ধন দান কর।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ তোমার সহায়তায় আর্যগণ অনার্য বর্বরদের তাদের প্রাচীন প্রদেশসমূহ হতে নিঃসারিত করে সে প্রদেশ অধিকার করেছে।

৬ সূক্ত ॥ বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সম্রাজো অসুরস্য প্রশস্তিং পুংসঃ কৃষ্টীনামনুমাদ্যস্য।
ইন্দ্রস্যেব প্র তবসস্কৃতানি বন্দে দারুং বন্দমানো বিবক্মি ॥ ১
কবিং কেতুং ধাসিং ভানুমদ্রে-র্হিন্বন্তি শং রাজ্যং রোদস্যোঃ।
পুরন্দরস্য গীর্ভিরা বিবাসেঽগ্নের্ব্রতানি পূর্ব্যা মহানি ॥ ২
ন্যক্রতূন্ গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীঁরশ্রদ্ধাঁ অবৃধাঁ অযজ্ঞান্।
প্রপ্র তান্ দস্যূঁরগ্নির্বিবায় পূর্বশ্চকারাপরাঁ অযজ্যূন্ ॥ ৩
যো অপাচীনে তমসি মদন্তীঃ প্রাচীশ্চকার নৃতমঃ শচীভিঃ।
তমীশানং বস্বো অগ্নিং গৃণীষেঽনানতং দময়ন্তং পৃতন্যূন্ ॥ ৪
যো দেহ্যো অনময়দ্ বধস্নৈ-র্যো অর্যপত্নীরুষসশ্চকার।
স নিরুধ্যা নহুষো যহ্বো অগ্নি-র্বিশশ্চক্রে বলিহৃতঃ সহোভিঃ ॥ ৫
যস্য শর্মন্নুপ বিশ্বে জনাস এবৈস্তস্থুঃ সুমতিং ভিক্ষমাণাঃ।
বৈশ্বানরো বরমা রোদস্যো-রাগ্নিঃ সসাদ পিত্রোরুপস্থম্ ॥ ৬

আ দেবো দদে বুধ্ন্যা বসূনি বৈশ্বানর উদিতা সূর্যস্য।
আ সমুদ্রাদবরাদা পরস্মা-দাগ্নির্দদে দিব আ পৃথিব্যাঃ ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। আমি পুরীসমূহের ভেদকারীকে বন্দনা করি। বন্দমান হয়ে সম্রাট, অসুর, বীর ও জনসমূহের স্তুতিযোগ্য এবং বলবান ইন্দ্রের ন্যায় সে বৈশ্বানরের স্তুতি ও কর্মসমূহ কীর্তন করব। ২। অগ্নি, ঋষি, কেতুস্বরূপ, অদ্রিধারী, দীপ্তিমান, সুখকর ও দ্যাবাপৃথিবীর রাজা, দেবগণ সে অগ্নিকে প্রীত করেন। আমি পুরীবিদারক অগ্নির পুরাতন মহৎ কর্মসমূহ স্তুতি-দ্বারা কীর্তন করব। ৩। অগ্নি, যজ্ঞরহিত, জল্পক, হিংসিতবাক, শ্রদ্ধারহিত, বুদ্ধিশূন্য পণিনামক যজ্ঞহীন সে দস্যুদের বিদূরিত করুন, তিনি প্রধান হয়ে অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় করুন। ৪। নেতৃতম যে অগ্নি অপ্রকাশমান অন্ধকারে নিমগ্ন প্রজাগণকে হৃষ্ট করে প্রজ্ঞাদ্বারা ঋজুগামী করেছেন; আমি সে ধনস্বামী, অনত এবং যোদ্ধার দমনকারী অগ্নিকে স্তুতি করি। ৫। যিনি শত্রু কৌশল আয়ুধ-দ্বারা হীন করেছেন, যিনি আর্যপত্নী উষাকে সৃষ্টি করেছেন, সে মহান, অগ্নি প্রজা-গণকে বলদ্বারা নিরুদ্ধ করে নহুষ রাজার করপ্রদ করেছিলেন। ৬। সমস্ত লোক সুখের নিমিত্ত যাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে হব্যের সাথে উপস্থিত হয়, সে বৈশ্বানর অগ্নি পিতৃমাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত অন্তরিক্ষে এসেছেন। ৭। বৈশ্বানর-দেব, সূর্য উদয় হলে অন্তরিক্ষ হতে তমসমূহ গ্রহণ করেন। অগ্নি অবর অন্তরিক্ষ হতে তম গ্রহণ করেন, পরে সমুদ্র হতে তম গ্রহণ করেন, দ্যুলোকের তম গ্রহণ করেন, পৃথিবীর তম গ্রহণ করেন।

৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বো দেবং চিৎ সহসানমগ্নি-মশ্বং ন বাজিনং হিষে নমোভিঃ।
ভবা নো দূতো অধ্বরস্য বিদ্বান্ ত্মনা দেবেষু বিবিদে মিতদ্রুঃ ॥ ১
আ যাহ্যগ্নে পথ্যা অনু স্বা মন্দ্রো দেবানাং সখ্যং জুষাণঃ।
আ সানু শুষ্মৈর্নদয়ন্ পৃথিব্যা জম্ভেভির্বিশ্বমুশধগ্বনানি ॥ ২
প্রাচীনো যজ্ঞঃ সুধিতং হি বর্হিঃ প্রীণীতে অগ্নিরীলিতো ন হোতা।
আ মাতরা বিশ্ববারে হুবানো যতো যবিষ্ঠ জজ্ঞিষে সুশেবঃ ॥ ৩
সদ্যো অধ্বরে রথিরং জনন্ত মানুষাসো বিচেতসো য এষাম্।
বিশামধায়ি বিশ্পতির্দুরোণেহগ্নির্মন্দ্রো মধুবচা ঋতাবা ॥ ৪
অসাদি বৃতো বহ্নিরাজগন্বা-নগ্নির্ব্রহ্মা নৃষদনে বিধর্তা।
দ্যৌশ্চ যং পৃথিবী বাবৃধাতে আ যং যজাতি বিশ্ববারম্ ॥ ৫
এতে দ্যুম্নেভির্বিশ্বমাতিরন্ত মন্ত্রং যে বারং নর্যা অতক্ষন্।
প্র যে বিশস্তিরন্ত শ্রোষমানা আ যে মে অস্য দীধয়নৃতস্য ॥ ৬
নূ ত্বামগ্ন ঈমহে বসিষ্ঠা ঈশানং সূনো সহসো বসূনাম্।
ইষং স্তোতৃভ্যো মঘবদ্ভ্য আনড্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে অগ্নিদেব! তুমি অভিভবিতা এবং অশ্বের ন্যায় বেগবান, আমি তোমাকে স্তুতিদ্বারা প্রেরণ করি। হে বিদ্বান! তুমি আমাদের যজ্ঞের দূত হও, অগ্নি স্বয়ং দেবগণের মধ্যে দগ্ধদ্রুম বলে প্রজ্ঞাত আছেন। ২। হে অগ্নি! তুমি স্তুতিযোগ্য এবং দেবগণের সাথে সখ্য সেবা করে থাক, তুমি তেজ বলে পৃথিবীর তৃণ গুল্মাদি সানুপ্রদেশ শব্দিত করে দংষ্ট্রা দ্বারা সমস্ত বন দগ্ধ করে স্বীয় মার্গদ্বারা এস। ৩। হে যুবতম অগ্নি! যখন তুমি সুন্দর সুখযুক্ত হয়ে জাত হও, তখন

যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, বর্হি নিহিত হয়, স্তুতিযোগ্য অগ্নি ও হোতা তৃপ্ত হন এবং সকলের বরণীয় মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী আহূত হন। ৪। প্রাজ্ঞ মনুষ্যগণ যজ্ঞে রথী অগ্নিকে সদ্য উৎপাদন করেন। যিনি এঁদের হব্য বহন করেন সে মদয়িতা, মধুবাক, যজ্ঞবান বিশ্পতি অগ্নি মনুষ্যগণের গৃহে নিহিত হয়েছেন। ৫। দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁকে বর্ধিত করেন এবং হোতা যে সকলের বরণীয় অগ্নিকে যাগ করেন, সে বৃত, হব্যবাহক, ব্রহ্মা এবং সকলের ধারক অগ্নি এসে মনুষ্যের গৃহে উপবিষ্ট হয়েছেন। ৬। যে নরগণ পর্যাপ্তরূপে মন্ত্র সংস্কার করেছেন, যে মনুষ্য-গণ শ্রবণেচ্ছু হয়ে বর্ধিত করেন এবং যে মনুষ্যগণ সত্যভূত এ অগ্নিকে প্রদীপ্ত করেছেন, তারা অন্নের দ্বারা সমস্ত পোষ্যবর্গ বর্ধিত করেন। ৭। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি বসুসমূহের পতি, বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নদ্বারা ব্যাপ্ত কর, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্ধে রাজা সমর্যো নমোভি-র্যস্য প্রতীকমাহুতং ঘৃতেন।
নরো হব্যেভিরীলতে সবাধ আগ্নিরগ্র উষসামশোচি ॥ ১
অয়মু ষ্য সুমহাঁ অবেদি হোতা মন্দ্রো মনুষো যহ্বো অগ্নিঃ।
বি ভা অকঃ সসৃজানঃ পৃথিব্যাং কৃষ্ণপবিরোষধীভির্বক্ষে ॥ ২
কয়া নো অগ্নে বি বসঃ সুবৃক্তিং কামু স্বধামৃণবঃ শসামানঃ।
কদা ভবেম পতয়ঃ সুদত্র রায়ো বন্তারো দুষ্টরস্য সাধোঃ ॥ ৩
প্রপ্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে বি যৎ সূর্যো ন রোচতে বৃহদ্ ভাঃ।
অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু তস্থৌ দ্যুতানো দৈব্যো অতিথিঃ শুশোচ ॥ ৪
অসন্নিত্বে আহবনানি ভূরি ভুবো বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ।
স্তুতশ্চিদগ্নে শৃণ্বিষে গৃণানঃ স্বয়ং বর্ধস্ব তন্বং সুজাত ॥ ৫
ইদং বচঃ শতসাঃ সংসহস্র-মুদগ্নয়ে জনিষীষ্ট দ্বিবর্হাঃ।
শং যৎ স্তোতৃভ্য আপয়ে ভবাতি দ্যুমদমীবচাতনং রক্ষোহা ॥ ৬
নূ ত্বামগ্ন ঈমহে বসিষ্ঠা ঈশানং সূনো সহসো বসূনাম্।
ইষং স্তোতৃভ্যো মঘবদ্ভ্য আনড্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। যাঁর রূপ ঘৃতদ্বারা আহূত হয়, নেতাগণ বাধাযুক্ত হয়ে যাঁকে হব্যের সাথে স্তুতি করে, সে রাজা স্বামী অগ্নি স্তুতির সাথে সমিদ্ধ হচ্ছেন। অগ্নি ঊষার অগ্রে দীপ্ত হন। ২। এ হোতা, মদয়িতা, মহান, অগ্নি মনুষ্যকর্তৃক সুমহান বলে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি দীপ্তি বিকীর্ণ করেন। কৃষ্ণবর্ত্মা অগ্নি পৃথিবীতে সৃষ্ট হয়ে ওষধিদ্বারা বর্ধিত হন। ৩। হে অগ্নি! তুমি কোন স্বধা দ্বারা আমাদের স্তুতি ব্যাপ্ত করবে? স্তূয়মান হয়ে কোন স্বধা প্রাপ্ত হবে? হে শোভনদান অগ্নি! আমরা কখন দুস্তর সাধু-ধনের পাত ও বিভাগকারী হব? ৪। যখন এ অগ্নি সূর্যের ন্যায় বৃহৎ প্রভাশালী হয়ে প্রকাশ পান, তখন তিনি ভরতকর্তৃক প্রথিত হন। যিনি সংগ্রামসমূহে পূরুকে অভিভূত করেছেন সে দীপ্যমান দেবগণের অতিথি অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছেন। ৫। হে অগ্নি! তোমাতে প্রভূত হব্য প্রদত্ত হয়েছে, তুমি সমস্ত তেজের সাথে প্রসন্ন হও এবং স্তোতার স্তোত্র শোন। হে সুজাত! তুমি স্তূয়মান হয়ে স্বয়ং শরীর বর্ধিত কর। ৬। শত গাভীর বিভাগকারী ও সহস্র-গাভীসংযুক্ত এবং উভয় লোকে মাননীয় বসিষ্ঠ ঋষি এ বাক্য অগ্নির উদ্দেশে উৎপন্ন

করেছেন। এ দীপ্তিমৎ, রোগনিবারক, রাক্ষসনাশক এবং স্তোতাগণের ও তাঁদের বন্ধুর সুখদ হোক। ৭। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি বসুসমূহের পতি, বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নের দ্বারা ব্যাপ্ত কর, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অবোধি জার উষসামুপস্থা-দ্ধোতা মন্দ্রঃ কবিতমঃ পাবকঃ।
দধাতি কেতুমুভয়স্য জন্তো-র্হব্যা দেবেষু দ্রবিণং সুকৃৎসু ॥ ১
স সুক্রতুর্যো বি দুরঃ পণীনাং পুনানো অর্কং পুরুভোজসং নঃ।
হোতা মন্দ্রো বিশাং দমূনা-স্তিরস্তমো দদৃশে রাম্যাণাম্ ॥ ২
অমূরঃ কবিরদিতির্বিবস্বান্ সুসংসন্মিত্রো অতিথিঃ শিবো নঃ।
চিত্রভানুরুষসাং ভাত্যগ্রেঽপাং গর্ভঃ প্রস্ব আ বিবেশ ॥ ৩
ঈলেন্যো বো মনুষো যুগেষু সমনগা অশুচজ্জাতবেদাঃ।
সুসংদৃশা ভানুনা যো বিভাতি প্রতি গাবঃ সমিধানং বুধন্ত ॥ ৪
অগ্নে যাহি দূত্যং মা রিষণ্যো দেবাঁ অচ্ছা ব্রহ্মকৃতা গণেন।
সরস্বতীং মরুতো অশ্বিনাপো যক্ষি দেবান্ রত্নধেয়ায় বিশ্বান্ ॥ ৫
ত্বামগ্নে সমিধানো বসিষ্ঠো জরূথং হন্ যক্ষি রায়ে পুরন্ধিম্।
পুরুণীথা জাতবেদো জরস্ব যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি জারস্বরূপ, হোতাস্বরূপ, মদয়িতা, কবিতম ও পাবক ; তিনি উষার মধ্যে প্রবুদ্ধ হয়েছেন, তিনি উভয় প্রকার জীবকে (১) প্রজ্ঞা দান করেন, দেবগণকে হব্য দান করেন এবং সুকৃতকারিগণকে ধন দান করেন। ২। যিনি পণিগণের দ্বার বিবৃত করেছেন, সে অগ্নি সুকর্মা। তিনি আমাদের জন্য বহুক্ষীর-বিশিষ্ট ও অর্চনীয় গাভীসমূহ হরণ করেন। তিনি হোতা, মাদয়িতা ও দানমনা। অগ্নি রাত্রি সমূহের ও জনগণের তম বিদূরিত করে দৃষ্ট হন। ৩। অমূঢ়, কবি, অদীন, দীপ্তিমান, শোভন গৃহবিশিষ্ট, মিত্র, অতিথি এবং আমাদের মঙ্গলকর অগ্নি, বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত হয়ে উষামুখে শোভা পান এবং জলের গর্ভরূপে জাত হয়ে ওষধিসমূহে প্রবেশ করেন। ৪। হে অগ্নি! তুমি মনুষ্যের যজ্ঞকালে স্তুতিযোগ্য। জাতবেদা যুদ্ধে সংগত হয়ে দীপ্তি পান, দর্শনীয় তেজ দ্বারা শোভা পান। স্তুতি-সমূহ সমিদ্ধ অগ্নিকে প্রতিবোধিত করে। ৫। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের অভিমুখে দৌত্যকার্যে গমন কর। স্তুতিকারীদের দলের সাথে হিংসা করো না। আমাদের রত্ন দান করবার জন্য তুমি সরস্বতী, মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয়, জল প্রভৃতি সমস্ত দেবগণের যাগ কর। ৬। হে অগ্নি! বসিষ্ঠ তোমাকে সমিদ্ধ করছে, তুমি পরুষভাষীকে বধ কর, ধনবানের জন্য বহুধী দেবগণকে যাগ কর। হে জাতবেদা! বহুস্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর ; তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। দ্বিপদ ও চতুষ্পদ অথবা দেবতা ও মনুষ্য। সায়ণ।

১০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উষো ন জারঃ পৃথু পাজো অশ্রেদ্ বিদ্যুতদ্ দীদ্যাচ্ছোশুচানঃ।
বৃষা হরিঃ শুচিরা ভাতি ভাসা ধিয়ো হিন্বান উশতীরজীগঃ ॥ ১
স্বর্ণ বস্তোরুষসামরোচি যজ্ঞং তন্বানা উশিজো ন মন্ম।
অগ্নির্জন্মানি দেব আ বি বিদ্বান্ দ্রবদ্ দূতো দেবয়াবা বনিষ্ঠঃ ॥ ২

অচ্ছা গিরো মতয়ো দেবয়ন্তী-রগ্নিং যন্তি দ্রবিণং ভিক্ষমাণাঃ।
সুসন্দৃশং সুপ্রতীকং স্বঞ্চং হব্যবাহমরতিং মানুষাণাম্ ॥ ৩
ইন্দ্রং নো অগ্নে বসুভিঃ সজোষা রুদ্রং রুদ্রেভিরা বহা বৃহন্তম্।
আদিত্যেভিরদিতিং বিশ্বজন্যাং বৃহস্পতিমৃকভির্বিশ্ববারম্ ॥ ৪
মন্দ্রং হোতারমুশিজো যবিষ্ঠ-মগ্নিং বিশ ঈলতে অধ্বরেষু।
স হি ক্ষপাবাঁ অভবদ্ রয়ীণা-মতন্দ্রো দূতো যজথায় দেবান্ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। ঊষার প্রণয়ী সূর্যের ন্যায় অগ্নি বিস্তীর্ণ তেজ আশ্রয় করছেন। অত্যন্ত দীপ্তিমান, অভীষ্টবর্ষী, হব্যপ্রেরক, শুচি অগ্নি কর্মসমুদয় প্রেরণ করে দীপ্তিদ্বারা প্রকাশ পায় এবং অভিলাষীদের জাগান। ২। অগ্নি দিবাভাগে ঊষার অগ্রে আদিত্যের ন্যায় শোভা পান, ঋত্বিকগণ যজ্ঞ বিস্তার করে মননীয় স্তোত্র পাঠ করেন, বিদ্বান দূত এবং দেবগণের নিকট গমনকারী ও দাতাশ্রেষ্ঠ অগ্নিদেব প্রাণিসমূহ দ্রব করেন। ৩। দেবাভিলাষী, ধনভিক্ষাকারী, গমনশীল, স্তুতিরূপ বাক্য অগ্নির অভিমুখে যায়। সে অগ্নি দর্শনীয়, সুরূপ, সুগমনকারী, হব্যবাহক এবং মনুষ্যগণের স্বামী। ৪। হে অগ্নি! তুমি বসুগণের সাথে সংগত হয়ে ইন্দ্রকে আহ্বান কর, রুদ্রগণের সাথে সংগত হয়ে মহান রুদ্রকে আহ্বান কর, আদিত্যগণের সাথে সংগত হয়ে বিশ্বজন-হিতকর অদিতিকে আহ্বান কর স্তুতিযোগ্য অঙ্গিরাগণের সাথে সংগত হয়ে সকলের বরণীয় বৃহস্পতিকে আহ্বান কর। ৫। অভিলাষী মনুষ্যগণ, স্তুতিযোগ্য, হোতা, যুবতম অগ্নিকে যজ্ঞে স্তুতি করে। যেহেতু তিনি রাত্রিবিশিষ্ট এবং দেবগণকে যাগ করবার জন্য হব্যদাতার তন্দ্রারহিত দূত হয়েছিলেন।

১১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মহাঁ অস্যাধ্বরস্য প্রকেতো ন ঋতে ত্বদমৃতা মাদয়ন্তে।
আ বিশ্বেভিঃ সরথং যাহি দেবৈ-র্ন্যগ্নে হোতা প্রথমঃ সদেহ ॥ ১
ত্বামীলতে অজিরং দূত্যায় হবিষ্মন্তঃ সদমিন্মানুষাসঃ।
যস্য দেবৈরাসদো বর্হিরগ্নেঽহান্যস্মৈ সুদিনা ভবন্তি ॥ ২
ত্রিশ্চিদক্তোঃ প্র চিকিতুর্বসূনি ত্বে অন্তর্দাশুষে মর্ত্যায়।
মনুষ্বদগ্ন ইহ যক্ষি দেবান্ ভবা নো দূতো অভিশস্তিপাবা ॥ ৩
অগ্নিরীশে বৃহতো অধ্বরস্যাগ্নির্বিশ্বস্য হবিষঃ কৃতস্য।
ক্রতুং হ্যস্য বসবো জুষন্তাথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ॥ ৪
আগ্নে বহ হবিরদ্যায় দেবা-নিন্দ্রজ্যেষ্ঠাস ইহ মাদয়ন্তাম্।
ইমং যজ্ঞং দিবি দেবেষু ধেহি যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক হয়ে মহান হও। দেবগণ তোমা বিনা মত্ত হন না। তুমি সমস্ত দেবগণের সাথে রথযুক্ত হয়ে এস এবং এ কুশোপরি মুখ্য হোতা হয়ে উপবেশন কর। ২। হে অগ্নি! তুমি গমনশীল, হবিষ্মান, মনুষ্যগণ তোমাকে সর্বদা দৌত্যকার্যে প্রার্থনা করে। তুমি দেবগণের সাথে যার কুশোপরি উপবেশন কর, তার দিবসসমূহ সুদিন হয়। ৩। হে অগ্নি! ঋত্বিকগণ দিবসে তিনবার হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য তোমার মধ্যে হব্য প্রক্ষেপ করে। মনুর ন্যায় এ যজ্ঞে দূত হয়ে যাগ কর এবং আমাদের শত্রু হতে রক্ষা কর। ৪। অগ্নি মহান যজ্ঞের স্বামী, অগ্নি সমস্ত সংস্কৃত হব্যের স্বামী। যেহেতু বসুগণ এর কর্ম সেবা করেন, আর দেবগণ অগ্নিকে হব্যবাহক করেছেন। ৫। হে অগ্নি! হব্য

ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর, এ যজ্ঞে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণকে প্রমত্ত কর, এ যজ্ঞ দ্যুলোকে দেবগণের নিকট নিয়ে যাও, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে দুরোণে।
চিত্রভানুং রোদসী অন্তরুর্ব স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চম্ ॥ ১
স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বা-নগ্নিঃ ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।
স নো রক্ষিষদ্ দুরিতাদবদ্যা-দস্মান্ গৃণত উত নো মঘোনঃ ॥ ২
ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং বর্ধন্তি মতিভির্বসিষ্ঠাঃ।
ত্বে বসু সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। যিনি স্বগৃহে সমিদ্ধ হয়ে দীপ্তি পান, সে যুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যাস্থিত ও বিচিত্র শিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দররূপে আহুত ও সর্বত্র গমন-কারী অগ্নির নিকট আমরা নমস্কারের সাথে গমন করি। ২। সে জাতবেদা নিজ মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। তিনি যজ্ঞগৃহে স্তুত হচ্ছেন, তিনি আমাদের শাপ ও নিন্দিত কর্ম হতে রক্ষা করুন। আমরা তার স্তুতি করি ও যজ্ঞ করি। ৩। হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্ধিত করেন। তোমাতে বিদ্যমান ধন সুলভ হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১৩ সূক্ত ॥ বৈশানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রাগ্নয়ে বিশ্বশুচে ধিয়ন্ধেঽসুরঘ্নে মন্ম ধীতিং ভরধ্বম্।
ভরে হবির্ন বর্হিষি প্রীণানো বৈশ্বানরায় যতয়ে মতীনাম্ ॥ ১
ত্বমগ্নে শোচিষা শোশুচান আ রোদসী অপৃণা জায়মানঃ।
ত্বং দেবাঁ অভিশস্তেরমুঞ্চো বৈশ্বানর জাতবেদা মহিত্বা ॥ ২
জাতো যদগ্নে ভুবনা ব্যখ্যঃ পশূন্ন গোপা ইর্যঃ পরিজ্মা।
বৈশ্বানরঃ ব্রহ্মণে বিন্দ গাতুং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। সকলের উদ্দীপক, কর্মের ধারক, অসুর বিনাশক, অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র ও কর্ম কর। আমি প্রীত হয়ে অভিমত দাতা বৈশ্বানরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে হব্যের সাথে স্তুতি উচ্চারণ করি। ২। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তি দ্বারা দীপ্তি-বিশিষ্ট ও জাত হয়েই দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করেছ। হে জাতবেদা বৈশ্বানর! তুমি মহত্ব দ্বারা দেবগণকে শত্রু হতে মুক্ত করেছ। ৩। হে অগ্নি! তুমি সূর্য-রূপে জাত, স্বামী ও সর্বত্র গমনশীল, গোপালক যেরূপ পশুসমূহকে সন্দর্শন করে সেরূপ তুমি যখন ভূতসমূহ সন্দর্শন কর, তখন স্তোত্ররূপ ফল লাভ কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সমিধা জাতবেদসে দেবায় দেবহূতিভিঃ।
হবির্ভিঃ শুক্রশোচিষে নমস্বিনো বয়ং দাশেমাগ্নয়ে ॥ ১

বয়ং তে অগ্নে সমিধা বিধেম বয়ং দাশেম সুষ্টুতী যজত্র ।
বয়ং ঘৃতেনাধ্বরস্য হোত-র্বয়ং দেব হবিষা ভদ্রশোচে ॥ ২
আ নো দেবেভিরুপ দেবহূতি-মগ্নে যাহি বষট্কৃতিং জুষাণঃ ।
তুভ্যং দেবায় দাশতঃ স্যাম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদঃ ১। আমরা হবিষ্মান, আমরা সমিধদ্বারা জাতবেদার পরিচর্যা করব, দেবস্তুতিদ্বারা অগ্নিদেবের পরিচর্যা করব এবং হব্যদ্বারা শুভ্রদীপ্ত অগ্নির পরিচর্যা করব। ২। হে অগ্নি! আমরা সমিধদ্বারা তোমার পরিচর্যা করব। হে যজনীয়! আমরা স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করব, হে যজ্ঞের হোতা! আমরা ঘৃতদ্বারা পরিচর্যা করব; হে কল্যাণকর শিখাবিশিষ্ট অগ্নিদেব! আমরা হব্যদ্বারা পরিচর্যা করব। ৩। হে অগ্নি! তুমি বষট্কৃতি অর্থাৎ হব্য সেবন করে দেবগণের সাথে আমাদের যজ্ঞে উপাগত হও। তুমি দ্যোতমান, আমরা যেন তোমার পরিচর্যাকারী হই। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উপসদ্যায় মীল্হুষ আস্যে জুহুতা হবিঃ। যো নো নেদিষ্ঠমাপ্যম্ ॥ ১
যঃ পঞ্চ চর্ষণীরভি নিষসাদ দমে দমে। কবি গৃহপতি র্যুবা ॥ ২
স নো বেদো আমাত্য-মগ্নী রক্ষতু বিশ্বতঃ। উতাস্মান্ পাত্বংহসঃ ॥ ৩
নবং নু স্তোমমগ্নয়ে দিবঃ শ্যেনায় জীজনম্। বস্বঃ কুবিদ্বনাতি নঃ ॥ ৪
স্পার্হা যস্য শ্রিয়ো দৃশে রয়িবীরবতো যথা। অগ্রে যজ্ঞস্য শোচতঃ ॥ ৫
সেমাং বেতু বষট্কৃতি-মগ্নিজুর্ষত নো গিরঃ। যজিষ্ঠো হব্যবাহনঃ ॥ ৬
নি ত্বা নক্ষ্য বিশ্পতে দ্যুমন্তং দেব ধীমহি। সুবীরমগ্ন আহুত ॥ ৭
ক্ষপ উস্রশ্চ দীদিহি স্বগ্নয়স্ত্বয়া বয়ম্। সুবীরস্ত্বমস্ময়ুঃ ॥ ৮
উপ ত্বা সাতয়ে নরো বিপ্রাসো যন্তি ধীতিভিঃ। উপাক্ষরা সহস্রিণী ॥ ৯
অগ্নী রক্ষাংসি সেধতি শুক্রশোচিরমর্ত্যঃ। শুচিঃ পাবক ঈড্যঃ ॥ ১০
স নো রাধাংস্যা ভরে-শানঃ সহসো যহো। ভগশ্চ দাতু বার্যম্ ॥ ১১
ত্বমগ্নে বীরবদ্ যশো দেবশ্চ সবিতা ভগঃ। দিতিশ্চ দাতি বার্যম্ ॥ ১২
অগ্নে রক্ষা ণো অংহসঃ প্রতি ষ্ম দেব রীষতঃ। তপিষ্ঠৈরজরো দহ ॥ ১৩
অধা মহী ন আয়স্য-নাধৃষ্টো নৃপীতয়ে। পূর্ভবা শতভুজিঃ ॥ ১৪
ত্বং নঃ পাহ্যংহসো দোষাবস্তরঘায়তঃ। দিবা নক্তমদাভ্য ॥ ১৫

অনুবাদঃ ১। যিনি আমাদের আসন্নতম বন্ধু, সে উপসদনীয়, অভীষ্টবর্ষী অগ্নির জন্য তাঁর মুখে হব্য প্রদান কর। ২। কবি, গৃহপতি, যুবা অগ্নি পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যের অভিমুখে গৃহে গৃহে নিষণ্ণ হন। ৩। সে অগ্নি আমাদের অমাত্য, ধন সমস্ত বিপদ হতে রক্ষা করুন এবং আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুন। ৪। আমি দ্যুলোকের শ্যেনসদৃশ ক্ষিপ্রগামী অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তোম উৎপাদন করছি। তিনি আমাদের বহুধন দান করুন। ৫। যজ্ঞের অগ্রভাগে দীপ্যমান অগ্নির দীপ্তিসমূহ পুত্রবান ব্যক্তির ধনের ন্যায় চক্ষুর স্পৃহনীয়। ৬। যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ হব্যবাহক সে অগ্নি এ বষট্কৃতি কামনা করুন, আমাদের স্তুতি সেবা করুন। ৭। হে উপগন্তব্য, লোকগণের পতি, আহূত অগ্নিদেব! তুমি দ্যুতিমান এবং সুবীর। আমরা তোমাকে স্থাপন করেছি। ৮। তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হও, আমরা তোমার দ্বারা সুন্দর অগ্নিবিশিষ্ট হব, তুমি আমাদের কামনা করে সুন্দর স্তোত্রবিশিষ্ট হও। ৯। মেধাবী নেতাগণ, ধনকর্মদ্বারা ধন লাভের জন্য তোমার

নিকট যায়। সহস্রসংখ্যক, ক্ষয়রহিত স্তুতি তোমার নিকট যায়। ১০। শুভ্র, শিখাবিশিষ্ট, মরণরহিত, শুচি, পাবক, স্তুতিযোগ্য অগ্নি রাক্ষসগণকে বাধা দান করুন। ১১। হে বলের পুত্র ! তুমি ঈশ্বর হয়ে আমাদের ধন দান কর, ভগও বরণীয় ধন দান করুন। ১২। হে অগ্নি ! তুমি পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন দান কর, সবিতাদেবও বরণীয় ধন দান করুন, ভগও দান করুন, দিতিও দান করুন। ১৩। হে অগ্নি ! তুমি আমাদের পাপ হতে রক্ষা কর। হে জরারহিত দেব ! তুমি হিংসাকারিদের অত্যন্ত তাপক তেজ দ্বারা দগ্ধ কর। ১৪। তুমি অপ্রতিধর্ষণীয়, এক্ষণে তুমি আমাদের নরগণের রক্ষার্থে মহতী অয়োনির্মিতা শতগুণা পুরী হও। ১৫। হে অহিংসনীয় রাত্রির আচ্ছাদক ! তুমি আমাদের পাপ হতে এবং পাপেচ্ছু ব্যক্তি হতে দিবারাত্রি রক্ষা কর।

১৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। প্রাগাথম্ ছন্দ।

এনা বো অগ্নিং নমসো-র্জো নপাতমা হুবে।
প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্ ॥ ১
স যোজতে অরুষা বিশ্বভোজসা স দুদ্রবৎ স্বাহুতঃ।
সুব্রহ্মা যজ্ঞঃ সুশমী বসূনাং দেবং রাধো জনানাম্ ॥ ২
উদস্য শোচিরস্থা-দাজুহ্বানস্য মীল্হুষঃ।
উদ্ ধূমাসো অরুষাসো দিবিস্পৃশঃ সমগ্নিমিন্ধতে নরঃ ॥ ৩
তং ত্বা দূতং কৃণ্মহে যশস্তমং দেবাঁ আ বীতয়ে বহ।
বিশ্বা সূনো সহসো মর্তভোজনা রাস্ব তদ্ যত্ত্বেমহে ॥ ৪
ত্বমগ্নে গৃহপতি-স্ত্বং হোতা নো অধ্বরে।
ত্বং পোতা বিশ্ববার প্রচেতা যক্ষি বেষি চ বার্যম্ ॥ ৫
কৃধি রত্নং যজমানায় সুক্রতো ত্বং হি রত্নধা অসি।
আ ন ঋতে শিশীহি বিশ্বমৃত্বিজং সুশংসো যশ্চ দক্ষতে ॥ ৬
ত্বে অগ্নে স্বাহুত প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ।
যন্তারো যে মঘবানো জনানা-মূর্বান্ দয়ন্ত গোনাম্ ॥ ৭
যেষামিলা ঘৃতহস্তা দুরোণ আঁ অপি প্রাতা নিষীদতি।
তাংস্ত্রায়স্ব সহস্য দ্রুহো নিদো যচ্ছা নঃ শর্ম দীর্ঘশ্রুৎ ॥ ৮
স মন্দ্রয়া চ জিহ্বয়া বহ্নিরাসা বিদুষ্টরঃ।
অগ্নে রয়িং মঘবদ্ভ্যো ন আ বহ হব্যদাতিং চ সূদয় ॥ ৯
যে রাধাংসি দদত্যশ্বা মঘা কামেন শ্রবসো মহঃ।
তাঁ অংহসঃ পিপৃহি পর্তৃভিষ্টবং শতং পূর্ভির্যবিষ্ঠ্য ॥ ১০
দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব-মাদিদ্বো দেব ওহতে ॥ ১১
তং হোতারমধ্বরস্য প্রচেতসং বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত।
দধাতি রত্নং বিধতে সুবীর্য-মগ্নির্জনায় দাশুষে ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। আমি তোমাদের জন্য বলের পুত্র, প্রিয়, প্রজ্ঞাপকশ্রেষ্ঠ, গমনশীল, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, সকলের দূত, নিত্য অগ্নিকে এ স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি। ২। তিনি আরোচমান ও সকলের পালক এবং অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করেন, তিনি দেবগণের প্রতি অত্যন্ত দ্রুতগমন করেন। তিনি সুন্দররূপে আহূত, সুন্দর স্তুতিবিশিষ্ট, যজনীয় ও সুকর্মা। বসুগণের (১) ধন অগ্নিদেবের নিকট গমন

করুক। ৩। অভীষ্টবর্ষী, অভিহূয়মান এ অগ্নির তেজ উত্থিত হচ্ছে, আরোচমান, অন্তরীক্ষস্পর্শী ধূমসমূহ উত্থিত হচ্ছে, নরগণ অগ্নিকে সমিদ্ধ করছেন। ৪। হে বলের পুত্র! তুমি অত্যন্ত যশস্বী, আমরা তোমাকে দূত করি, তুমি হব্য ভোজনের নিমিত্ত দেবগণকে আহ্বান কর। যখন তোমার নিকট যাচ্ঞা করি তখন তুমি মনুষ্যগণকে ভাগ অর্থাৎ ধন দান কর। ৫। হে সকলের বরণীয় অগ্নি! তুমি আমাদের যজ্ঞে গৃহপতি, তুমি হোতা, তুমি পোতা, তুমি প্রকৃষ্টমতি, তুমি বরণীয় হব্য যাগ কর ও কামনা কর। ৬। হে সুকর্মা! যজমানকে রত্ন দান কর, যেহেতু তুমি রত্ন-দাতা, তুমি আমাদের যজ্ঞে সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে তীক্ষ্ণ কর। হোতা বর্ধিত হচ্ছে, তাকে বর্ধিত কর। ৭। হে সুন্দররূপে আহূত অগ্নি! তোমার স্তোতাগণ প্রিয় হোক এবং যে ধনবান দাতাগণ জনসমূহ ও গোসমূহ দান করে, তারাও প্রিয় হোক। ৮। যাদের গৃহে ঘৃতহস্তা ইলা (২) পূর্ণ হয়ে নিষণ্ণা আছেন, হে বলবান অগ্নি! তাদের দ্রোহকারী ও নিন্দুক হতে ত্রাণ কর, আমাদের দীর্ঘকাল স্তুতিযোগ্য সুখ দান কর। ৯। হে অগ্নি! তুমি হব্যবাহক ও বিদ্বান, মোদয়িত্রী ও আস্যস্থানীয়া জিহ্বাদ্বারা আমাদের ধন দান কর। আমরা হবিষ্মান। তুমি হব্যদাতাকে কর্মে প্রেরণ কর। ১০। হে যুবতম! যারা মহৎ যশ ইচ্ছা করে সাধক অশ্বরূপ হব্য দান করে, তুমি তাদের পাপ হতে রক্ষা কর ও শতনগরীদ্বারা পালন কর। ১১। ধনদাতা অগ্নিদেব আমাদের পূর্ণ স্রুক কামনা করেন, তোমরা সোমদ্বারা পাত্র সিক্ত কর, সোম দান কর। অনন্তর অগ্নিদেব তোমাদের বহন করেন। ১২। দেবগণ, প্রকৃষ্টমতি অগ্নিকে যজ্ঞবাহক ও হোতা করেছেন, অগ্নি পরিচর্যাকারী হব্যদাতা জনকে সুবীর্যযুক্ত রত্ন দান করুন।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ বাসক জন, বসিষ্ঠগণ। সায়ণ। ২। অন্নরূপা হবির্লক্ষণা দেবী। সায়ণ।

১৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। দ্বিপদা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নে ভব সুষমিধা সমিদ্ধ উত বর্হিরুর্বিয়া বি স্তৃণীতাম্ ॥ ১
উত দ্বার উশতীর্বি শ্রয়ন্তা-মুত দেবাঁ উশন আ বহেহ ॥ ২
অগ্নে বীহি হবিষা যক্ষি দেবান্ৎস্বধ্বরা কৃণুহি জাতবেদঃ ॥ ৩
স্বধ্বরা করতি জাতবেদা যক্ষদ্দেবাঁ অমৃতান্ পিপ্রয়চ্চ ॥ ৪
বংস্ব বিশ্বা বার্যাণি প্রচেতঃ সত্যা ভবন্ত্বাশিষো নো অদ্য ॥ ৫
ত্বামু তে দধিরে হব্যবাহং দেবাসো অগ্ন ঊর্জ আ নপাতম্ ॥ ৬
তে তে দেবায় দাশতঃ স্যাম মহো নো রত্না বি দধ ইয়ানঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! শোভন সমিধদ্বারা সমিদ্ধ হও। অধ্বর্যু সম্যক্‌রূপে কুশ বিস্তৃত করুন। ২। দেবাভিলাষী দ্বারসমূহকে আশ্রয় কর এবং যজ্ঞাভিলাষী দেবগণকে এ যজ্ঞে আন। ৩। হে জাতবেদা অগ্নি! দেবগণের অভিমুখে যাও, হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ কর এবং তাঁদের শোভন যজ্ঞবিশিষ্ট কর। ৪। জাতবেদা অমর দেবগণকে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট করুন, যাগ করুন এবং প্রীত করুন। ৫। হে মতিমান! সমস্ত বরণীয় ধন দান কর, আমাদের আশীর্বাদসমূহ অদ্য সত্য হোক! ৬। হে অগ্নি! তুমি বলের পুত্র, তোমাকে সে দেবগণ হব্যবাহক করেছেন। ৭। তুমি দ্যোতমান, তোমাকে আমরা হব্য দান করব, তুমি মহান ও উপগম্য, তুমি আমাদের রত্ন দান কর।

১৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা, কেবল ২২ ঋক হতে ২৫ ঋক পর্যন্ত সুদাস রাজার যজ্ঞের দান স্তব করা হয়েছে বলে তাই দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বে হ যৎ পিতরশ্চিন্ন ইন্দ্র বিশ্বা বামা জরিতারো অসন্বন্।
ত্বে গাবঃ সুদুঘাস্ত্বে হ্যশ্বা-স্তং বসু দেবয়তে বনিষ্ঠঃ ॥ ১
রাজেব হি জনিভিঃ ক্ষেষ্যেবাহব দ্যুভিরভি বিদুষ্কবিঃ সন্।
পিশা গিরো মঘবন্ গোভিরশ্বৈ-স্ত্বায়তঃ শিশীহি রায়ে অস্মান্ ॥ ২
ইমা উ ত্বা পস্পৃধানাসো অত্র মন্দ্রা গিরো দেবয়ন্তীরুপ স্থুঃ।
অর্বাচী তে পথ্যা রায় এতু স্যাম তে সুমতাবিন্দ্র শর্মন্ ॥ ৩
ধেনুং ন ত্বা সুয়বসে দুদুক্ষন্নুপ ব্রহ্মাণি সসৃজে বসিষ্ঠঃ।
ত্বামিন্মে গোপতিং বিশ্ব আহা ন ইন্দ্রঃ সুমতিং গন্ত্বচ্ছ ॥ ৪
অর্ণাংসি চিৎ পপ্রথানা সুদাস ইন্দ্রো গাধান্যকৃণোৎ সুপারা।
শর্ধন্তং শিম্যুমুচথস্য নব্যঃ শাপং সিন্ধুনামকৃণোদশস্তীঃ ॥ ৫
পুরোলা ইত্তুর্বশো যক্ষুরাসীদ্ রায়ে মৎস্যাসো নিশিতা অপীব।
শ্রুষ্টিং চক্রুর্ভৃগবো দ্রুহ্যবশ্চ সখা সখায়মতরদ্বিষূচোঃ ॥ ৬
আ পক্থাসো ভলানসো ভনন্তালিনাসো বিষাণিনঃ শিবাসঃ।
আ যোঽনয়ৎ সধমা আর্যস্য গব্যা তৃৎসুভ্যো অজগন্ যুধা নৄন্ ॥ ৭
দুরাধ্যো অদিতিং স্রেবয়ন্তোঽচেতসো বি জগৃভ্রে পরুষ্ণীম্।
মহ্নাবিব্যক্ পৃথিবীং পত্যমানঃ পশুষ্কবিরশয়চ্চায়মানঃ ॥ ৮
ঈয়ুরর্থং ন ন্যর্থং পরুষ্ণী-মাশুশ্চনেদভিপিত্বং জগাম।
সুদাস ইন্দ্রঃ সুতুকাঁ অমিত্রা-নরন্ধয়ন্মানুষে বধ্রিবাচঃ ॥ ৯
ঈয়ুর্গাবো ন যবসাদগোপা যথাকৃতমভি মিত্রং চিতাসঃ।
পৃশ্নিগাবঃ পৃশ্নিনিপ্রেষিতাসঃ শ্রুষ্টিং চক্রুর্নিযুতো রন্তয়শ্চ ॥ ১০
একং চ যো বিংশতিং চ শ্রবস্যা বৈকর্ণয়োর্জনান্ রাজা ন্যস্তঃ।
দস্মো ন সদ্মন্নি শিশাতি বর্হিঃ শূরঃ সর্গমকৃণোদিন্দ্র এষাম্ ॥ ১১
অধ শ্রুতং কবষং বৃদ্ধমপ্স্বনু দ্রুহ্যুং নি বৃণগ্বজ্রবাহুঃ।
বৃণানা অত্র সখ্যায় সখ্যং ত্বায়ন্তো যে অমদন্ননু ত্বা ॥ ১২
বি সদ্যো বিশ্বা দৃংহিতান্যেষা-মিন্দ্রঃ পুরঃ সহসা সপ্ত দর্দঃ।
ব্যানবস্য তৃৎসবে গয়ং ভা-গ্জেষ্ম পুরুং বিদথে মৃধ্রবাচম্ ॥ ১৩
নি গব্যবোঽনবো দ্রুহ্যবশ্চ ষষ্টিঃ শতা সুষুপুঃ ষট্ সহস্রা।
ষষ্টির্বীরাসো অধি ষড় দুবোয়ু বিশ্বেদিন্দ্রস্য বীর্যা কৃতানি ॥ ১৪
ইন্দ্রেণৈতে তৃৎসবো বেবিষাণা আপো ন সৃষ্টা অধবন্ত নীচীঃ।
দুর্মিত্রাসঃ প্রকলবিন্মিমানা জহুর্বিশ্বানি ভোজনা সুদাসে ॥ ১৫
অর্ধং বীরস্য শৃতপামনিন্দ্রং পরা শর্ধন্তং নুনুদে অভি ক্ষাম্।
ইন্দ্রো মন্যুং মন্যুম্যো মিমায় ভেজে পথো বর্তনিং পত্যমানঃ ॥ ১৬
আধ্রেণ চিত্তদ্বেকং চকার সিংহ্যং চিৎ পেত্বেনা জঘান।
অব স্রক্তীর্বেশ্যাবৃশ্চদিন্দ্রঃ প্রাযচ্ছদ্বিশ্বা ভোজনা সুদাসে ॥ ১৭
শশ্বন্তো হি শত্রবো রারধুষ্টে ভেদস্য চিচ্ছর্ধতো বিন্দ রন্ধিম্।
মর্তাঁ এনঃ স্তুবতো যঃ কৃণোতি তিগ্মং তস্মিন্নি জহি বজ্রমিন্দ্র ॥ ১৮
আবদিন্দ্রং যমুনা তৃৎসবশ্চ প্রাত্র ভেদং সর্বতাতা মুষায়ৎ।
অজাসশ্চ শিগ্রবো যক্ষবশ্চ বলিং শীর্ষাণি জভ্রুরশ্ব্যানি ॥ ১৯
ন ত ইন্দ্র সুমতয়ো ন রায়ঃ সঞ্চক্ষে পূর্বা উষসো ন নূত্নাঃ।
দেবকং চিন্মান্যমানং জঘন্থাঽব ত্মনা বৃহতঃ শম্বরং ভেৎ ॥ ২০

প্র যে গৃহাদমমদুস্ত্বায়া পরাশরঃ শতযাতুর্বসিষ্ঠঃ।
ন তে ভোজস্য সখ্যং মৃষন্তাধা সূরিভ্যঃ সুদিনা ব্যুচ্ছান্ ॥ ২১
দ্বে নপ্তুর্দেববতঃ শতে গোর্দ্বা রথা বধূমন্তাঃ সুদাসঃ।
অর্হন্নগ্নে পৈজবনস্য দানং হোতেব সদ্ম পর্যেমি রেভন্ ॥ ২২
চত্বারো মা পৈজবনস্য দানাঃ স্মদ্দিষ্টয়ঃ কৃশনিনো নিরেকে।
ঋজ্রাসো মা পৃথিবিষ্ঠাঃ সুদাস-স্তোকং তোকায় শ্রবসে বহন্তি ॥ ২৩
যস্য শ্রবো রোদসী অন্তরুর্বী শীর্ষ্ণে শীর্ষ্ণে বিবভাজা বিভক্তা।
সপ্তেদিন্দ্রং ন স্রবতো গৃণন্তি নি যুধ্যামধিমশিশাদভীকে ॥ ২৪
ইমং নরো মরুতঃ সশ্চতানু দিবোদাসং ন পিতরং সুদাসঃ।
অবিষ্টনা পৈজবনস্য কেতং দূণাশং ক্ষত্রমজরং দুবোয়ু ॥ ২৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! আমাদের পিতাগণ স্তুতি করে তোমা হতেই অমর মনোহর ধন লাভ করেছেন। তোমা হতে গাভীসমূহ সুখে দোহনক্ষম হয়, তোমাতে অশ্বগণ আছে এবং তুমি দেবাভিলাষী ব্যক্তিকে অধিকরূপে ধন দান কর ! ২। হে ইন্দ্র ! তুমি জায়াগণের সাথে রাজার ন্যায় দীপ্তির সঙ্গে বাস কর। হে মঘবন ! তুমি বিদ্বান ও কবি হয়ে স্তোতাদের রূপ দান কর এবং গো ও অশ্বদ্বারা রক্ষা কর। আমরা তোমাকে কামনা করি, তুমি আমাদের ধনার্থে সংস্কৃত কর। ৩। হে ইন্দ্র ! এ যজ্ঞের স্পর্ধমান ও রমণীয় স্তুতিসকল তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তোমার ধন আমাদের অভিমুখে গমন করুক। আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করে সুখী হব। ৪। সুতৃণবিশিষ্ট ধেনুর ন্যায় তোমাকে দোহন করতে ইচ্ছা করে, বসিষ্ঠ স্তোত্র সৃজন করছেন। সমস্ত লোকে তোমাকেই গাভীগণের পতি বলে। ইন্দ্র, আমাদের সুস্তুতির নিকট আসুন। ৫। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, নদীসমূহ প্রোথিত করে সুদাসের জন্য তলস্পর্শযোগ্য ও সুখে পারযোগ্য করেছেন। স্তোতার জন্য নদীগণের উৎসাহবান ও রোধবান শাপ দূর করেছেন। ৬। যজ্ঞশীল, দানকারী, তুর্বশনামে রাজা ছিলেন। মৎস্যের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হলেও ভৃগু ও দ্রুহ্যুগণ ধনার্থে সুদাস এবং তুর্বশের পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছিলেন (১)। এ উভয়ের মধ্যে সখা, সখাকে বধ করেছিলেন। ৭। হব্যসমূহের পাচক, ভদ্রমুখ, অপ্রবৃদ্ধ ও বিষাণহস্ত মঙ্গলকর ব্যক্তিগণ ইন্দ্রের স্তুতি করে। ইন্দ্র সোমপানে মত্ত হয়ে আর্যের গাভীসমূহ হিংসকগণ হতে এনেছেন, স্বয়ং লাভ করেছেন এবং যুদ্ধে মনুষ্যগণকে বধ করেছেন। ৮। দুরভি-সন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন করে অদীনা নদীর কূল ভেদ করে দিয়েছিল। সুদাস মহিমাদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করেছিলেন। চয়মানের পুত্র কবি, পালিত পশুর ন্যায় শয়ন করেছিল। ৯। নদীর জল গন্তব্য প্রদেশাভিমুখেই নদীতে গমন করেছিল। অগন্তব্য প্রদেশাভিমুখে যায় নি এবং সুদাসের অশ্ব গম্য প্রদেশে গিয়েছিল। ইন্দ্র, সুদাসের জন্য মনুষ্যগণের মধ্যে অপত্যবিশিষ্ট জল্পক অমিত্রদের অপত্যগণের সাথে বশ করেছিলেন। (২) ১০। রক্ষকবিহীন গাভীসমূহ যবের জন্য যেরূপ গমন করে, মাতাকর্তৃক প্রেরিত একত্রিত মরুৎগণ পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে মিত্র ইন্দ্রের অভিমুখে সেরূপ গিয়েছিলেন। তাঁদের নিযুৎগণ হৃষ্ট হয়ে শীঘ্র গিয়েছিল। ১১। সুদাস রাজা যশোলাভের জন্য দুটি জনপদের একবিংশ জন লোককে বিনাশ করেছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা অধ্বর্যু যেরূপ কুশ ছেদন করে, সেরূপ তিনি শত্রুগণকে ছেদন করেন। শূর ইন্দ্র, তাঁর সাহায্যার্থে মরুৎগণকে প্রসব করেছেন। ১২। আর বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে আনুপূর্ব-রূপে জলে নিমগ্ন করেছিলেন। এ সময়ে যারা তাঁকে কামনা করে তাঁর স্তুতি

করেছিল, তারা সখ্যের জন্য বরণ করে সখ্য লাভ করেছিল। ১৩। ইন্দ্র নিজ বলদ্বারা ওদের দৃঢ় পুরীসমস্ত এবং সপ্ত প্রকার রক্ষার উপায়ে তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ করেছিলেন। অনুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করেছিলেন। আমরা যেন দুষ্ট বাক্যবিশিষ্ট মনুষ্যকে জয় করতে পারি। ১৪। অনুর ও দ্রুহ্যুর গবাভিলাষী ষষ্টীশত এবং ৬৬৬৬ সংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্যাভিলাষী সুদাসের জন্য শায়িত হয়েছিল, এ সমস্ত কার্য ইন্দ্রের বীর্যসূচক। ১৫। তৃৎসুগণ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিম্নগামী জলের ন্যায় ধাবিত হয়েছিল। দুর্মিত্র অজ্ঞান শত্রুগণ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সুদাসকে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করেছিল। ১৬। সুদাস বীরের হিংসাকারী, ইন্দ্ররহিত, হব্যপাতা, উৎসাহমান ব্যক্তিদের ইন্দ্র ভূমিতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ক্রোধকারীর ক্রোধের বাধা প্রদান করেছিলেন। সুদাসের শত্রু পলায়নমার্গ অবলম্বন করেছিল। ১৭। ইন্দ্র তখন ক্ষুদ্র সুদাসের দ্বারা এক মহৎ কার্য করিয়েছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগদ্বারা হত করেছিলেন। সূচীদ্বারা যূপ কাষ্ঠ কেটে ফেলেছিলেন। সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করেছিলেন। ১৮। হে ইন্দ্র! তোমার বহুতর শত্রু বশীভূত হয়েছিল। উৎসাহযুক্ত ভেদকে বশীভূত কর। যে তোমার স্তব করে, এ ভেদ তারই অনিষ্ট করে, এর বিরুদ্ধে নিশিত যোদ্ধাকে উৎসাহিত কর। ১৯। এ যুদ্ধে ইন্দ্র ভেদকে বিনাশ করেছিলেন। যমুনা তাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তৃৎসুগণও তাঁকে তুষ্ট করেছিল। অজ, শিগ্রু যক্ষু এ তিন জনপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়েছিল। ২০। হে ইন্দ্র! তোমার পুরাতন অনুগ্রহ ও ধন ঊষার ন্যায় বর্ণনার অতীত। নূতন অনুগ্রহ এবং ধনও বর্ণনার অতীত। তুমি মান্যমানের পুত্র দেবককে বধ করেছ। স্বয়ং মহাশৈল হতে শম্বরকে ভেদ করেছ। ২১। হে ইন্দ্র! অনেক শত্রু যাকে হিংসা করতে ইচ্ছা করে সে পরাশর বসিষ্ঠ তোমাকে কামনা করে গৃহে আগমন করে তোমার স্তব করেছিল। তারা তোমার সখ্য বিস্মৃত হয় না, যেহেতু তুমি ভোজ বিস্মৃত হও না বলে তাদের সর্বদাই সুদিন থাকে। ২২। হে দেবশ্রেষ্ঠ! দেববান রাজার পৌত্র, পিজবনের পুত্র, সুদাসের দু শত গো ও দুখানি রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব করে প্রাপ্ত হয়েছি। হোতা যেমন যজ্ঞগৃহে গমন করে, আমি সেরূপ গমন করছি। ২৩। দানাংগদত্ত স্বর্ণালংকারবিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঋজুগামী ও পৃথিবীস্থিত, পিজবনপুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারটি অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অন্নার্থে বহন করছে (৩)। ২৪। যে সুদাসের যশ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দাতাশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ধন ধান করেন. সপ্তলোক তাঁকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে। নদীসকল যুদ্ধে যুধ্যামধি নামক শত্রুকে বিনাশ করেছেন। ২৫। হে নেতা মরুৎগণ! এ সুদাস রাজার পিতা, দিবোদাসের ন্যায় তোমরাও একে সেবা কর। পিজবনপুত্রের গৃহ রক্ষা করুন। এর বল বিনাশরহিত এবং অশিথিল হোক।

টীকা ঃ ১। সুদাস রাজার ঐ সকল ঋকে উল্লেখ না থাকলেও সায়ণ বলেন তুর্বশ রাজা সুদাসের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ২। ৭।৮৩।৭ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। যুদ্ধদিনে বসিষ্ঠ ইন্দ্রের স্তুতি করেছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে সুদাস রাজা বসিষ্ঠকে ২০০ গো, ২টি রথ ও ২টি অশ্ব দান করেছিলেন।

১৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যস্তিগ্মশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীম একঃ কৃষ্টীশ্চ্যাবয়তি প্র বিশ্বাঃ।
যঃ শশ্বতো অদাশুষো গয়স্য প্রযন্তাসি সুষ্বিতরায় বেদঃ ॥ ১

ত্বং হ ত্যদিন্দ্র কুৎসমাবঃ শুশ্রূষমাণস্তন্বা সমর্যে।
দাসং যচ্ছুষ্ণং কুযবং ন্যস্মা অরন্ধয় আর্জুনেয়ায় শিক্ষন্ ॥ ২
ত্বং ধৃষ্ণো ধৃষতা বীতহব্যং প্রাবো বিশ্বাভিরূতিভিঃ সুদাসম্।
প্র পৌরুকুৎসিং ত্রসদস্যুমাবঃ ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেষু পূরুম্ ॥ ৩
ত্বং নৃভির্নৃমণো দেববীতৌ ভূরীণি বৃত্রা হর্যশ্ব হংসি।
ত্বং নি দস্যুং চুমুরিং ধুনিং চাস্বাপয়ো দভীতয়ে সুহন্তু ॥ ৪
তব চ্যৌত্নানি বজ্রহস্ত তানি নব যৎ পুরো নবতিং চ সদ্যঃ।
নিবেশনে শততমাবিবেষী-রহন্ চ বৃত্রং নমুচিমুতাহন্ ॥ ৫
সনা তা ত ইন্দ্র ভোজনানি রাতহব্যায় দাশুষে সুদাসে।
বৃষ্ণে তে হরী বৃষণা যুনজ্মি ব্যন্তু ব্রহ্মাণি পুরুশাক বাজম্ ॥ ৬
মা তে অস্যাং সহসাবন্ পরিষ্টা-বঘায় ভূম হরিবঃ পরাদৈ।
ত্রায়স্ব নোহবৃকেভির্বরূথৈ-স্তব প্রিয়াসঃ সূরিষু স্যাম ॥ ৭
প্রিয়াস ইত্তে মঘবন্নভিষ্টৌ নরো মদেম শরণে সখায়ঃ।
নি তুর্বশং নি যাদ্বং শিশী-হ্যতিথিগবায় শংস্যং করিষ্যন্ ॥ ৮
সদ্যশ্চিন্নু তে মঘবন্নভিষ্টৌ নরঃ শংসন্ত্যুক্থশাস উক্থা।
যে তে হবেভির্বি পণীঁরদাশ-ন্নস্মান্ বৃণীষ্ব যুজ্যায় তস্মৈ ॥ ৯
এতে স্তোমা নরাং নৃতম তুভ্য-মস্মদ্র্যঞ্চো দদতো মঘানি।
তেষামিন্দ্র বৃত্রহত্যে শিবো ভূঃ সখা চ শূরোঽবিতা চ নৃণাম্ ॥ ১০
নূ ইন্দ্র শূর স্তবমান ঊতী ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধস্ব।
উপ নো বাজান্ মিমীহ্যুপ স্তীন্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। যিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়ে একাকী সমস্ত শত্রুলোক স্থানচ্যুত করেন, যিনি হব্যরহিত লোকের গৃহ অপহরণ করেন, সে ইন্দ্র অত্যন্ত সোমাভিষবকারীকে ধন প্রদান করুন। ২। হে ইন্দ্র! তুমি যখন অর্জুনীর পুত্র এ কুৎসকে ধন প্রদান করে দাস, শুষ্ণ ও কুযবকে বশীভূত করেছিলে, তখন শরীরদ্বারা শুশ্রূষমাণ হয়ে যুদ্ধে কুৎসকে রক্ষা করেছিলে। ৩। হে ধর্ষক! হব্যদাতা সুদাসকে ধর্ষক বজ্রের দ্বারা সমস্ত রক্ষার সাথে রক্ষা কর, যুদ্ধে ভূমিলাভের জন্য পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুকে ও পুরুকে রক্ষা কর। ৪। হে নেতৃদের স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে মরুৎগণের সাথে বহু বৃত্রগণকে বধ করেছ। হে হরিৎযুক্ত! তুমি দভীতির জন্য দস্যু, চুমুরি ও ধুনিকে বজ্রের দ্বারা বধ করেছ। ৫। হে বজ্রহস্ত! তোমার বল এরূপ যে, তুমি নব নবতী পুরী যুগপৎ বিদীর্ণ করেছ, নিবাসের জন্য শততম পুরী ব্যাপ্ত করেছ, বৃত্রকে এবং নমুচিকে বধ করেছ। ৬। হে ইন্দ্র! হব্যদাতা যজমান সুদাসের জন্য তোমার ধনসমূহ সনাতন হয়েছিল। হে বহুকর্মা! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষী অশ্বদ্বয়কে যোজিত করছি। তুমি বলী, স্তোত্রসমূহ তোমার নিকট গমন করুক। ৭। হে বলবান এবং অশ্ববান! তোমার এ যজ্ঞে আমরা যেন পরদান ও পাপের ভাগী না হই। আমাদের বাধারহিত রক্ষাদ্বারা ত্রাণ কর, স্তোতাগণের মধ্যে আমরা প্রিয় হব। ৮। হে ধনবান! আমরা তোমার যজ্ঞে নেতা, সখা ও প্রিয় হয়ে গৃহে হৃষ্ট হব। তুমি অতিথিবৎসল সুদাসের সুখ সম্পাদন করে তুর্বশকে ও যাদ্বকে (১) বশীভূত কর। ৯। হে ধনবান! তোমার যজ্ঞে আমরাই নেতা ও উক্থোচ্চারণকারী, অদ্য উক্থ উচ্চারণ করছি ও তোমার হব্যদ্বারা পণিগণকেও ধন দান করছি। আমাদের সখারূপে পরিগ্রহণ কর। ১০। হে নেতাশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! এ নেতাসমূহের স্তুতি তোমাকে পূজনীয় হব্য দান

করে আমাদের অভিমুখীন করেছে, তুমি যুদ্ধে সে নেতাগণের কল্যাণকর এবং সখা, শূর ও রক্ষক হও। ১১। হে শূর ইন্দ্র! অদ্য স্তূয়মান ও স্তোত্রযুক্ত হয়ে শরীরে বর্ধিত হও, আমাদের অন্ন দান কর ও গৃহ দান কর, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা: ১। এখানে বোধ হয় প্রসিদ্ধ যদুবংশের উল্লেখ করা হয়েছে। ৮।১।৩১ ঋকের টীকা দেখুন।

২০ সূক্ত ॥ ইন্দ্রদেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উগ্রো জজ্ঞে বীর্যায় স্বধাবা-ঞ্চক্রিরপো নর্যো যৎ করিষ্যন্।
জগ্মির্যুবা নৃষদনমবোভি-স্ত্রাতা ন ইন্দ্র এনসো মহশ্চিৎ ॥ ১
হন্তা বৃত্রমিন্দ্রঃ শূশুবানঃ প্রবীন্নু বারো জরিতারমূতী।
কর্তা সুদাসে অহ বা উ লোকং দাতা বসু মুহুরা দাশুষে ভূৎ ॥ ২
যুধ্মো অনর্বা খজকৃৎ সমদ্বা শূরঃ সত্রাষাড়্ জনুষেমষাল্হঃ।
ব্যাস ইন্দ্রঃ পৃতনাঃ স্বোজা অধা বিশ্বং শত্রূয়ন্তং জঘান ॥ ৩
উভে চিদিন্দ্র রোদসী মহিত্বা পপ্রাথ তবিষীভিস্তুবিষ্মঃ।
নি বজ্রমিন্দ্রো হরিবান্ মিমিক্ষন্ত্ সমন্ধসা মদেষু বা উবাচ ॥ ৪
বৃষা জজান বৃষণং রণায় তমু চিন্নারী নর্যং সসূব।
প্র যঃ সেনানীরধ নৃভ্যো অস্তী-নঃ সত্বা গবেষণঃ স ধৃষ্ণুঃ ॥ ৫
নূ চিৎ স ভ্রেষতে জনো ন রেষন্ মনো যো অস্য ঘোরমাবিবাসাৎ।
যজ্ঞৈর্য ইন্দ্রে দধতে দুবাংসি ক্ষয়ৎ স রায় ঋতপা ঋতেজাঃ ॥ ৬
যদিন্দ্র পূর্বো অপরায় শিক্ষ-ন্নয়ঞ্জ্যায়ান্ কনীয়সো দেষ্ণম্।
অমৃত ইৎ পর্যাসীত দূর-মা চিত্র চিত্র্যং ভরা রয়িং নঃ ॥ ৭
যস্ত ইন্দ্র প্রিয়ো জনো দদাশ-দসন্নিরেকে অদ্রিবঃ সখা তে।
বয়ং তে অস্যাং সুমতৌ চনিষ্ঠাঃ স্যাম বরূথে অঘ্নতো নৃপীতৌ ॥ ৮
এষ স্তোমো অচিক্রদদ্ বৃষা ত উত স্তামুর্মঘবন্নক্রপিষ্ট।
রায়স্কামো জরিতারং ত আগন্ ত্বমঙ্গ শক্র বস্ব আ শকো নঃ ॥ ৯
স ন ইন্দ্র ত্বয়তায়া ইষে ধা-স্ত্মনা চ যে মঘবানো জুনন্তি।
বসূনী যু তে জরিত্রে অস্তু শক্তি-র্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদ: ১। বলবান, উগ্র ইন্দ্র বীর্য প্রকাশের জন্য উৎপন্ন হয়েছেন। মনুষ্যের হিতকর ইন্দ্র যে কর্ম করতে ইচ্ছা করেন, তা নিশ্চয়ই করেন। যুবা ও আশ্রয় প্রদানার্থে যজ্ঞগৃহ-গামী ইন্দ্র মহাপাপ হতে আমাদের ত্রাণ করেন। ২। ইন্দ্র বর্ধমান হয়ে বৃত্রকে বধ করেন। তিনি বীর, তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দান দ্বারা স্তোতাকে রক্ষা করেন। তিনি সুদাসের জন্য জনপদ নির্মাণ করেছেন এবং যজমানের উদ্দেশে বার বার ধন দান করেন। ৩। ইন্দ্র যোদ্ধা, প্রতিপক্ষশূন্য যুদ্ধকারী, কলহপরায়ণ, শূর এবং স্বভাবতঃ বহুলোকাভিভাবী; তিনি শত্রুদের অনভিভবনীয় ও প্রকৃষ্ট বলযুক্ত। ইন্দ্রই শত্রুসেনা বিক্ষেপ করেছেন, তিনিই যে সকল ব্যক্তি শত্রুতা করে তাদের বধ করেন। ৪। হে বহুধনবান ইন্দ্র! তুমি বল ও মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী উভয়কে পরিপূরিত করেছ। অশ্ববান ইন্দ্র শত্রুদের প্রতি বজ্রক্ষেপ করে যজ্ঞে সোমরসদ্বারা সেবিত কর। ৫। পিতা যুদ্ধার্থে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে উৎপাদন করেছেন। নারী মনুষ্যের হিতকর সে ইন্দ্রকে প্রসব করেছেন। ইন্দ্রও মনুষ্যগণের সেনানী হয়ে প্রভু হন। তিনি ঈশ্বর, শত্রুবিনাশক,

গোসকলের অন্বেষক ও শত্রুগণের পরাভবকারী। ৬। যে ব্যক্তি এ ইন্দ্রের শত্রু-বিনাশক মনের পরিচর্যা করে, সে ব্যক্তি কখনও স্থানভ্রষ্ট হয় না, কখনও ক্ষীণ হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রের পরিচর্যা প্রদান করে, যজ্ঞজাত যজ্ঞপালক ইন্দ্র তার ধনার্থে বাস করেন। ৭। হে বিচিত্র ইন্দ্র! পিতা পুত্রকে যে ধন দান করে এবং জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিকট যে দেয় ধন প্রাপ্ত হয় এবং যে ধন লাভ করলে অমরত্ব লাভ হয়, এ ত্রিবিধ ধন আমাদিগের জন্য আহরণ কর। ৮। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তোমার যে প্রিয়সখা হব্য দান করে; সে তোমার দানেই অবস্থান করুক। আমরা হিংসা না করে তোমার অনুগ্রহ লাভ করে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনবান মনুষ্যদের রক্ষণশীল গৃহে যেন অবস্থিতি করতে পারি। ৯। হে ধনবান ইন্দ্র! এ সোম তোমার জন্য বর্ধিত হয়ে ক্রন্দন করছে। আরও স্তোতা তোমার স্তব করছে। হে শত্রু! আমি তোমার স্তোতা, ধনাভিলাষ আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে, অতএব তুমি শীঘ্র আমাদের বাসযোগ্য ধন প্রদান কর। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের ধারণ কর যেন আমরা তোমার দত্ত অন্ন ভোগ করতে পারি। যে হব্যদায়িগণ নিজেই হব্য প্রদান করেন তাদের ধারণ কর, অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতি কার্যে আমার সামর্থ হোক, আমি তোমার স্তোতা, তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২১ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধো ন্যস্মিন্নিন্দ্রো জনুষেমুবোচ।
বোধামসি ত্বা হর্যশ্ব যজ্ঞৈ-র্বোধা নঃ স্তোমমন্ধসো মদেষু॥ ১
প্র যন্তি যজ্ঞং বিপয়ন্তি বর্হিঃ সোমমাদো বিদথে দুধ্রবাচঃ।
ন্যু ভ্রিয়ন্তে যশসো গৃভাদা দূর উপব্দো বৃষণো নৃষাচঃ॥ ২
ত্বমিন্দ্র স্রবিতবা অপস্কঃ পরিষ্ঠিতা অহিনা শূর পূর্বীঃ।
ত্বদ্বাবক্রে রথ্যো ন ধেনা রেজন্তে বিশ্বা কৃত্রিমাণি ভীষা॥ ৩
ভীমো বিবেষায়ুধেভিরেষা-মপাংসি বিশ্বা নর্যাণি বিদ্বান্।
ইন্দ্রঃ পুরো জর্হৃষাণো বি দুধোদ্বি বজ্রহস্তো মহিনা জঘান॥ ৪
ন যাতব ইন্দ্র জূজুবুর্নো ন বন্দনা শবিষ্ঠ বেদ্যাভিঃ।
স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তো-র্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতং নঃ॥ ৫
অভি ক্রত্বেন্দ্র ভূরধ জ্মন্ন তে বিব্যঙ্ মহিমানং রজাংসি।
স্বেনা হি বৃত্রং শবসা জঘন্থ ন শত্রুরন্তং বিবিদদ্ যুধা তে॥ ৬
দেবাশ্চত্তে অসুর্যায় পূর্বেঽনু ক্ষত্রায় মমিরে সহাংসি।
ইন্দ্রো মঘানি দয়তে বিষহ্যে-ন্দ্রং বাজস্য জোহুবন্ত সাতৌ॥ ৭
কীরিশ্চিদ্ধি ত্বামবসে জুহাবে-শানমিন্দ্র সৌভগস্য ভূরেঃ।
অবো বভূথ শতমূতে অস্মে অভিক্ষত্তুস্ত্বাবতো বরূতা॥ ৮
সখায়স্ত ইন্দ্র বিশ্বহ স্যাম নমোবৃধাসো মহিনা তরুত্র।
বন্বন্তু স্মা তেঽবসা সমীকেঽভীতিমর্যো বনুষাং শবাংসি॥ ৯
স ন ইন্দ্র ত্বয়তায়া ইষে ধা-স্ত্মনা চ যে মঘবানো জুনন্তি।
বস্বী ষু তে জরিত্রে অস্তু শক্তি র্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ১০

অনুবাদ: ১। দীপ্ত, গব্যমিশ্রিত সোম অভিষুত হয়েছে। এ ইন্দ্র স্বভাবতঃই এতে সংগত হন। হে হর্যশ্ব! তোমাকে যজ্ঞের দ্বারা প্রবোধিত করব। তুমি সোমজনিত মত্ততার কালে আমাদের স্তোত্র অবগত হও। ২। যজমানগণ যজ্ঞে গমন করছেন,

বর্হি বিস্তীর্ণ করছেন, যজ্ঞস্থলে প্রস্তরসকল দূর্ধর শব্দ করে। অন্নবান; দূরগামি-শব্দবিশিষ্ট, ঋত্বিক-সঙ্গত, বর্ষণকারী প্রস্তরসকল গৃহ হতে গৃহীত হচ্ছে। ৩। হে শূর ইন্দ্র! তুমি বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত বহুতর জল প্রেরণ করেছিলে। তুমি আছ বলে নদীসকল রথিগণের ন্যায় নির্গত হয়। সমস্ত কৃত্রিম ভুবন ভয়ে কম্পিত হয়। ৪। ইন্দ্র মনুষ্যের হিতকর সমস্ত কর্ম অবগত হয়ে এবং আয়ুধদ্বারা ভয়ংকর হয়ে এ শত্রুগণকে ব্যাপ্ত করেছিলেন; তাদের নগরসকল কম্পিত করেছিলেন। তিনি হৃষ্ট, মহিমাযুক্ত ও বজ্রহস্ত হয়ে তাদের বধ করেছিলেন। ৫। হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন আমাদের হিংসা না করে। হে বলবত্তম ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন প্রজাগণ হতে আমাদের পৃথক না করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহান্বিত হন। শিশ্ন দেবগণ যেন আমাদের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি কর্মদ্বারা পৃথিবীতে বর্তমান জন্তুসকলকে অভিভূত কর। লোকসকল তোমার মহিমা ব্যাপ্ত করতে পারে না। তুমি নিজবলে বৃত্রকে বধ করেছ। শত্রুরা যুদ্ধদ্বারা তোমার অন্ত লাভ করতে পারে নি। ৭। হে ইন্দ্র! পূর্ব দেবগণও বল এবং প্রাণিবধ বিষয়ে তোমার বল অপেক্ষা অল্প বলে বিদিত হয়েছিলেন। ইন্দ্র শত্রুগণকে অভিভূত করে ভক্তগণকে ধন দান করেন। স্তোতাগণ অন্নলাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি ঈশান, স্তোতা রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করছে। হে বহুরক্ষক ইন্দ্র! তুমি আমাদের প্রভূত ধনের রক্ষক হয়েছিলে। তোমার তুল্য যে ব্যক্তি আমাদের হিংসা করে, তাকে নিবারণ কর। ৯। হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতি-ধারায় তোমাকে বর্ধিত করে সর্বদা যেন তোমার সখা হই। তুমি স্বীয় মহিমায় সকলের তারক, তোমার আশ্রয়ে আর্য স্তোতাগণ যুদ্ধকালে যুদ্ধার্থে আগত হিংসকদের বল হিংসা করুন। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের ধারণ কর, যেন আমরা তোমার দত্ত অন্ন ভোগ করতে পারি। যে হব্যদায়িগণ নিজেই হব্য প্রদান করে, তাদেরও ধারণ কর। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতিকার্যে আমার সামর্থ হোক, আমি তোমার স্তোতা। তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। বিরাট্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ।
সোতুর্বাহুভ্যাং সুয়তো নার্বা ॥ ১
যস্তে মদো যুজ্যশ্চারুরস্তি যেন বৃত্রাণি হর্যশ্ব হংসি।
স ত্বামিন্দ্র প্রভূবসো মমত্তু ॥ ২
বোধা সু মে মঘবন্ বাচমেমাং যাং তে বসিষ্ঠো অর্চতি প্রশস্তিম্।
ইমা ব্রহ্ম সধমাদে জুষস্ব ॥ ৩
শ্রুধী হবং বিপিপানস্যাদ্রে-র্বোধা বিপ্রস্যার্চতো মনীষাম্।
কৃষ্বা দুবাংস্যন্তমা সচেমা ॥ ৪
ন তে গিরো অপি মৃষ্যে তুরস্য ন সুষ্টুতিমসুর্যস্য বিদ্বান্।
সদা তে নাম স্বযশো বিবক্মি ॥ ৫
ভূরি হি তে সবনা মানুষেষু ভূরি মনীষী হবতে ত্বামিৎ।
মারে অস্মন্মঘবঞ্জ্যোক্ কঃ ॥ ৬
তুভ্যেদিমা সবনা শূর বিশ্বা তুভ্যং ব্রহ্মাণি বর্ধনা কৃণোমি।
ত্বং নৃভির্হব্যো বিশ্বধাসি ॥ ৭
নূ চিন্নু তে মন্যমানস্য দস্মো-দশ্নুবন্তি মহিমানমুগ্র।
ন বীর্যমিন্দ্র তে ন রাধঃ ॥ ৮

যে চ পূর্ব ঋষয়ো যে চ নূত্না ইন্দ্র ব্রহ্মাণি জনয়ন্ত বিপ্রাঃ।
অস্মে তে সন্তু সখ্যা শিবানি যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! সোম পান কর, সোম তোমায় মত্ত করুক। হে হরি-নামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! রশ্মিদ্বারা সংযত অশ্বের ন্যায় অভিষব-কর্তার হস্তদ্বয়ে পরিগৃহীত প্রস্তর, এ সোম অভিষব করেছে। ২। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, প্রভূত ধনবান ইন্দ্র! তোমার যে উপযুক্ত ও সম্যক প্রস্তুত সোম আছে; যা দিয়ে তুমি বৃত্রগণকে হনন করেছ, সে সোম তোমায় প্রমত্ত করুক। ৩। হে মঘবন! বসিষ্ঠ তোমার স্তুতিরূপ এ যে কথা বলছেন, তুমি আমার এ বাক্য জ্ঞাত হও, আর যজ্ঞে এ সকল স্তুতি সেবা কর। ৪। হে ইন্দ্র! আমি সোম পান করেছি, তুমি আমার প্রস্তরের আহ্বান শোন, স্তুতিকারী বিপ্রের স্তুতি অবগত হও। এ যে পরিচর্যা করছি, সহায়ভূত হয়ে এ সমস্ত বুদ্ধিস্থ কর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রু হিংসক, আমি তোমার বল জানি, আমি তোমার স্তুতি পরিত্যাগ করব না। আমি সর্বদা তোমার অসাধারণ যশোবিশিষ্ট নাম উচ্চারণ করব। ৬। হে ইন্দ্র! মনুষ্যের মধ্যে তোমার অভিষব অনেক। মনীষী তোমাকেই অত্যন্ত আহ্বান করছে। অতএব আপনাকে আমাদের হতে দূরে স্থাপন করো না। ৭। হে শূর! তোমারই জন্য এ সকল সোমাভিষব। তোমারই জন্য বর্ধনকর স্তোত্র করছি। তুমিই সর্ব-প্রকারে মনুষ্যগণের আহ্বানযোগ্য। ৮। হে দর্শনীয়! তুমি স্তুয়মান হলে তোমার মহিমা কে না তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হয়? কে না তোমার ধন প্রাপ্ত হয়? ৯। যে সকল প্রাচীন ঋষি ছিলেন ও যে সকল নতুন ঋষি আছেন সকলে তোমার স্তোত্র উৎপাদন করছেন। আমাদের প্রতি তোমার সখ্য মঙ্গলকর হোক। তোমরা আমাদের সর্বদা স্তুতিদ্বারা পালন কর।

২৩ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যেন্দ্রং সমর্যে মহয়া বসিষ্ঠ।
আ যো বিশ্বানি শবসা ততানোপশ্রোতা ম ঈবতো বচাংসি ॥ ১
অয়ামি ঘোষ ইন্দ্র দেবজামিরিরজ্যন্ত যচ্ছুরুধো বিবাচি।
নহি স্বমায়ুশ্চিকিতে জনেষু তানীদংহাংস্যতি পর্ষ্যস্মান্ ॥ ২
যুজে রথং গবেষণং হরিভ্যামুপ ব্রহ্মাণি জুজুষাণমস্থুঃ।
বি বাধিষ্ট স্য রোদসী মহিত্বেন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতী জঘন্বান্ ॥ ৩
আপশ্চিৎপিপ্যুঃ স্তর্যো ন গাবো নক্ষন্নৃতং জরিতারস্ত ইন্দ্র।
যাহি বায়ুর্ন নিযুতো নো অচ্ছা ত্বং হি ধীভির্দয়সে বি বাজান্ ॥ ৪
তে ত্বা মদা ইন্দ্র মাদয়ন্তু শুষ্মিণং তুবিরাধসং জরিত্রে।
একো দেবত্রা দয়সে হি মর্তানস্মিঞ্ছূর সবনে মাদয়স্ব ॥ ৫
এবেদিন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুং বসিষ্ঠাসো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
স নঃ স্তুতো বীরবৎ পাতু গোমদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। অন্নের ইচ্ছায় স্তোত্র সকল উদীরিত হত। হে বসিষ্ঠ! তুমিও যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তোত্র কর। তিনি বল দ্বারা সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত করেছিলেন। আমি তার নিকট যেতে ইচ্ছা করি। তিনি আমার স্তুতি বাক্য শুনুন। ২। যখন ওষধি সকল বর্ধিত হয় তখন দেবগণের প্রিয়শব্দ উদীরিত হয়। আরও লোকের মধ্যে কেউই আপনার আয়ু জানতে পারে না। আমাদের সকল পাপ হতে পার কর। ৩। আমি হরিদ্বয়ের দ্বারা ইন্দ্রের গোপ্রাপক রথ যোজিত করি। ইন্দ্র স্তুতি সেবা

করছেন, তাঁকে সকলে উপাসনা করছে। তিনি স্বমহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বাধিত করেছেন। ইন্দ্র শত্রুদ্বন্দ্বসমূহ বিনাশ করেছেন। ৪। হে ইন্দ্র! অপ্রসূত গাভীর ন্যায় জল বর্ধিত হোক। তোমার স্তোতৃগণ জল ব্যাপ্ত করুক। বায়ু যেমন নিযুৎগণের নিকট আসে, সেরূপ তুমি আমার নিকট এস। তুমি কর্ম দ্বারা অন্ন প্রদান কর। ৫। হে ইন্দ্র! মদকর সোম সকল তোমায় মত্ত করুক। স্তোতাকে বলবান বহুধন পুত্র দান কর। হে শূর! দেবগণের মধ্যে তুমিই একাকী মনুষ্যগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর। এ যজ্ঞে প্রমত্ত হও। ৬। বসিষ্ঠগণ অর্চনীয় স্তোত্র দ্বারা এ প্রকারেই বজ্রবাহু অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের পূজা করে। তিনি স্তুত হয়ে আমাদের বীরবিশিষ্ট ও গোবিশিষ্ট ধন দান করুন, তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৪ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যোনিষ্ট ইন্দ্র সদনে অকারি তমা নৃভিঃ পুরুহূত প্র যাহি ;
অসো যথা নোঽবিতা বৃধে চ দদো বসূনি মমদশ্চ সোমৈঃ ॥ ১
গৃভীতং তে মন ইন্দ্র দ্বিবর্হাঃ সুতঃ সোমঃ পরিষিক্তা মধূনি।
বিসৃষ্টধেনা ভরতে সুবৃক্তিরিয়মিন্দ্রং জোহুবতী মনীষা ॥ ২
আ নো দিব আ পৃথিব্যা ঋজীষিন্নিদং বর্হিঃ সোমপেয়ায় যাহি।
বহন্তু ত্বা হরয়ো মদ্র্যঞ্চমাঙ্গূষমচ্ছা তবসং মদায় ॥ ৩
আ নো বিশ্বাভিরূতিভিঃ সজোষা ব্রহ্ম জুষাণো হর্যশ্ব যাহি।
বরীবৃজৎস্থবিরেভিঃ সুশিপ্রাস্মে দধদ্বৃষণং শুষ্মমিন্দ্র ॥ ৪
এষ স্তোমো মহ উগ্রায় বাহে ধুরী বাত্যো ন বাজয়ন্নধায়ি।
ইন্দ্র ত্বায়মর্ক ঈট্টে বসূনাং দিবীব দ্যামধি নঃ শ্রোমতং ধাঃ ॥ ৫
এবা ন ইন্দ্র বার্যস্য পূর্ধি প্র তে মহীং সুমতিং বেবিদাম।
ইষং পিন্ব মঘবদ্ভ্যঃ সুবীরাং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমার সদনের জন্য স্থান করা হয়েছে। হে পুরুহূত! মরুৎগণের সঙ্গে সেখানে এস। তুমি যেরূপ আমাদের রক্ষিতা হয়েছ, যেরূপ আমাদের বৃদ্ধির জন্য হয়েছ সেরূপ ধন দান কর। আমাদের সোম দ্বারা মত্ত হও। ২। হে ইন্দ্র! তুমি দুইস্থানে পূজ্য। আমরা তোমার মন গ্রহণ করেছি। সোম অভিষব করেছি, মধু পরিষেক করেছি, মধ্যম স্বরে উচ্চার্যমান সুসমাপ্ত এ স্তুতি বার বার ইন্দ্রকে আহ্বান করে উচ্চারিত হচ্ছে। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এ যজ্ঞে সোম পানের জন্য স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ হতে এস। আরও অশ্বগণ আনন্দের নিমিত্ত আমার অভিমুখে ইন্দ্রকে স্তোত্রাভিমুখে বহন করুক। ৪। হে হর্যশ্ব, শোভন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি সর্বপ্রকার রক্ষার সাথে মিলিত হয়ে বৃদ্ধ মরুৎগণের সঙ্গে শত্রুদের হিংসা করে আমাদের অভীষ্টবর্ষী বলবান পুত্র প্রদান করে স্তোত্র সেবা করতে করতে আমাদের নিকট এস। ৫। রথের অশ্বের ন্যায় এ বলকারক স্তোম মহান,ওজস্বী, বিশ্ববাহক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্থাপিত হয়েছে। হে ইন্দ্র! স্তোতা তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করে, তুমি আমাদের আকাশের স্বর্গের ন্যায় শ্রীমান পুত্র প্রদান কর। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি এরূপে আমাদের বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমার মহান অনুগ্রহ লাভ করব। আমরা হবিষ্মান, আমাদের বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৫ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ তে মহ ইন্দ্রোত্যুগ্র সমন্যবো যৎসমরন্ত সেনাঃ।
পতাতি দিদ্যুন্নর্যস্য বাহ্বোর্মা তে মনো বিষ্বদ্র্যগ্বি চারীৎ ॥ ১
নি দুর্গ ইন্দ্র শ্নথিহ্যমিত্রানভি যে নো মর্তাসো অমন্তি।
আরে তং শংসং কৃণুহি নিনিৎসোরা নো ভর সম্ভরণং বসূনাম্ ॥ ২
শতং তে শিপ্রিন্নূতয়ঃ সুদাসে সহস্রং শংসা উত রাতিরস্তু।
জহি বধর্বনুষো মর্ত্যস্যাস্মে দ্যুম্নমধি রত্নং চ ধেহি ॥ ৩
ত্বাবতো হীন্দ্র ক্রত্বে অস্মি ত্বাবতোঽবিতুঃ শূর রাতৌ।
বিশ্বেদহানি তবিষীব উগ্রং ওকঃ কৃণুষ্ব হরিবো ন মর্ধীঃ ॥ ৪
কুৎসা এতে হর্যশ্বায় শূষমিন্দ্রে সহো দেবজূতমিয়ানাঃ।
সত্রা কৃধি সুহনা শূর বৃত্রা বয়ং তরুত্রাঃ সনুয়াম বাজম্ ॥ ৫
এবা ন ইন্দ্র বার্যস্য পূর্ধি প্র তে মহীং সুমতিং বেবিদাম।
ইষং পিন্ব মঘবদ্ভ্যঃ সুবীরাং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। হে উগ্র ইন্দ্র! তুমি মহান ও মনুষ্যের হিতকর। যখন তোমার সেনাগণ সকলেই সমান, এ অভিমান করে যুদ্ধ করে তখন তোমার হস্তস্থিত বজ্র আমাদের রক্ষার্থে পতিত হোক। তোমার সর্বত্রগামী মন যেন বিচলিত না হয়। ২। হে ইন্দ্র! যুদ্ধে যে মর্ত্যগণ আমাদের অভিমুখ হয়ে আমাদের অভিভব করে, সে শত্রুগণকে বিনাশ কর। যারা আমাদের নিন্দা করতে ইচ্ছা করে, তাদের কথা দূর করে দাও। আমাদের জন্য ধন সমূহ আহরণ কর। ৩। হে উষ্ণীষবান ইন্দ্র! আমি সুদাস, তোমার শতসংখ্যক রক্ষা আমার হোক, তোমার সহস্র অভিলাষ ও ধন আমার হোক, হিংসকের হিংসা সাধন আয়ুধ বিনাশ কর! আমাদের উদ্দেশে দীপ্ত অন্ন ও রত্ন দান কর। ৪। হে ইন্দ্র! আমি তোমার সদৃশ লোকের কর্মে নিযুক্ত, তোমার সদৃশ রক্ষক ব্যক্তির দানে নিযুক্ত। হে বলবান ওজস্বিন ইন্দ্র! সমস্ত দিনই আমাদের স্থান কর। হে হরিবান! আমাদের হিংসা করো না। ৫। আমরা হর্যশ্ব ইন্দ্রের জন্য সুখকর স্তোত্র করে ইন্দ্রের নিকট দেবপ্রেরিত বল যাচ্ঞা করে দুর্গ সকল উত্তীর্ণ হয়ে বল লাভ করব। হে শূর! তুমি সর্বদা আমাদের শত্রুবধে সমর্থ কর। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি এরূপে আমাদের বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমার মহান অনুগ্রহ লাভ করব। আমরা হবিষ্মান, আমাদের বীরপুত্র-বিশিষ্ট অন্নদান কর। তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৬ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ন সোম ইন্দ্রমসুতো মমাদ নাব্রহ্মাণো মঘবানং সুতাসঃ।
তস্মা উক্থং জনয়ে যজ্জুজোষন্নৃবন্নবীয়ঃ শৃণবদ্যথা নঃ ॥ ১
উক্থউক্থে সোম ইন্দ্রং মমাদ নীথেনীথে মঘবানং সুতাসঃ।
যদীং সবাধঃ পিতরং ন পুত্রাঃ সমানদক্ষা অবসে হবন্তে ॥ ২
চকার তা কৃণবন্নূনমন্যা যানি ব্রুবন্তি বেধসঃ সুতেষু।
জনীরিব পতিরেকঃ সমানো নি মামৃজে পুর ইন্দ্রঃ সু সর্বাঃ ॥ ৩
এবা তমাহুরুত শৃণ্ব ইন্দ্র একো বিভক্তা তরণির্মঘানাম্।
মিথস্তুর ঊতয়ো যস্য পূর্বীরস্মে ভদ্রাণি সশ্চত প্রিয়াণি ॥ ৪
এবা বসিষ্ঠ ইন্দ্রমূতয়ে নৄন্ কৃষ্টীনাং বৃষভং সুতে গৃণাতি।
সহস্রিণ উপ নো মাহি বাজান্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যে সোম ধনবান ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষুত নয়, তাতে তৃপ্তি হয় না। অভিষুত হলেও স্তোত্রহীন সোম তৃপ্তিকর হয় না। আমাদের যে উকথ ইন্দ্রকে সেবা করে, রাজা যাকে শোনে, সে নূতন উকথ আমি ইন্দ্রের উদ্দেশে পাঠ করি। ২। প্রতি উকথ স্তুতিপাঠ কালেই সোম ধনবান ইন্দ্রকে তৃপ্ত করে। প্রতি স্তোত্র পাঠকালেই অভিষুত সোম তাকে তৃপ্ত করে। অতএব পরস্পর মিলিত ও সমান উৎসাহবিশিষ্ট ঋত্বিকগণ, পুত্র যেরূপ পিতাকে অহ্বান করে, সেরূপ রক্ষার্থে তাকে আহ্বান করছে। ৩। স্তোত্রকারিগণ সোম অভিষুত হলে যে সকল কর্মের কথা বলে, ইন্দ্র পূর্বকালে সে সকল কর্ম করেছিলেন। সম্প্রতি অন্য কর্মও করছেন। সমবৃত্তি, সহায়রহিত ইন্দ্র, পতি যেরূপ পত্নীকে শোধন করেন, সেরূপ সমস্ত শত্রুনগরী শোধন করেছিলেন। ৪। ইন্দ্রের পরস্পর সংশ্লিষ্ট বহুতর রক্ষা আছে। ঋষিগণ তাকে এরূপ বলেছেন। আরও ইন্দ্র পূজনীয় ধনের দাতা ও আপদ উর্ধতা বলে শুনতে পাই। তাঁর প্রসাদে প্রীতিকর কল্যাণ সকল আমাদের সেবা করুক। ৫। বসিষ্ঠ রক্ষার্থে ও প্রজাগণের অভীষ্টবর্ষণার্থে ইন্দ্রকে সোমাভিষবে এরূপে স্তব করছেন। হে ইন্দ্র ! আমাদের সহস্র সংখ্যক অন্ন প্রদান কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৭ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ।
শূরো নৃষাতো শবসশ্চকান আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ ॥ ১
য ইন্দ্র শুষ্মো মঘবন্তে অস্তি শিক্ষা সখিভ্যঃ পুরুহূত নৃভ্যঃ।
ত্বং হি দৃড়্হা মঘবন্বিচেতা অপা বৃধি পরিবৃতং ন রাধঃ ॥ ২
ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনামধি ক্ষমি বিষুরূপং যদস্তি।
ততো দদাতি দাশুষে বসূনি চোদদ্রাধ উপস্তুতশ্চিদর্বাক্ ॥ ৩
নূ চিন্ন ইন্দ্রো মঘবা সহূতী দানো বাজং নি যমতে ন ঊতী।
অনূনা যস্য দক্ষিণা পীপায় বামং নৃভ্যো অভিবীতা সখিভ্যঃ ॥ ৪
নূ ইন্দ্র রায়ে বরিবস্কৃধী ন আ তে মনো ববৃত্যাম মঘায়।
গোমদশ্বাবদ্রথবন্ব্যন্তো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যখন যুদ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধীয় কর্ম সকল প্রযুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রকে লোকে যুদ্ধে আহ্বান করে। তুমি ইন্দ্র, মনুষ্যদের ধনপ্রদ ও বলাভিলাষী হয়ে গোপূর্ণ গোষ্ঠে আমাদের নিয়ে যাও। ২। হে পুরুহূত ইন্দ্র ! তোমার যে বল আছে তা স্তোতাদের প্রদান কর। হে মঘবন ! যেহেতু দৃঢ় পুরসমূহ ভেদ করেছ অতএব প্রজ্ঞা প্রকাশ করে লুক্কায়িত ধন প্রকাশ করে দাও। ৩। ইন্দ্র জঙ্গম জগতের ও মনুষ্যগণের রাজা। পৃথিবীতে নানা প্রকারের যে ধন আছে তারও রাজা। তিনি হব্যদায়ীকে ধন প্রদান করেন। সে ইন্দ্র আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের অভিমুখে ধন প্রেরণ করুন। ৪। ধনবান দানশীল ইন্দ্রকে আমরা মরুৎগণের সাথে আহ্বান করায়, আমাদের রক্ষার্থে তিনি শীঘ্রই অন্ন প্রেরণ করুন। এ ইন্দ্রই সখাগণকে যে সম্পূর্ণ ও সর্বতোব্যাপী দান করেন, তা মনুষ্যগণের উদ্দেশে মনোহর ধন দোহন করে। ৫। হে ইন্দ্র ! তুমি ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত শীঘ্র আমাদের ধন দান কর। আমরা পূজনীয় স্তুতির উদ্দেশে তোমার মন আবর্তিত করব। তোমরা গো অশ্ব ও রথবিশিষ্ট ও ধনবান, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৮ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা । বশিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ব্রহ্মা ণ ইন্দ্রোপ যাহি বিদ্বানর্বাঞ্চস্তে হরয়ো সন্তু যুক্তাঃ ।
বিশ্বে চিদ্ধি ত্বাং বিহবন্ত মর্তা অস্মাকমিচ্ছৃণুহি বিশ্বমিন্ব ॥ ১
হবং ত ইন্দ্র মহিমা ব্যানড্ব্রহ্ম যৎপাসি শবসিন্নৃষীণাম্ ।
আ যদ্বজ্রং দধিষে হস্ত উগ্র ঘোরঃ সন্ক্রত্বা জনিষ্ঠা আষাড়্ হঃ ॥ ২
তব প্রণীতীন্দ্র জোহুবানান্তসং যন্নৄন্ন রোদসী নিনেথ ।
মহে ক্ষত্রায় শবসে হি জজ্ঞেহতূতুজিং চিত্তুতুজিরশিশ্নৎ ॥ ৩
এভির্ন ইন্দ্রাহভির্দশস্য দুর্মিত্রাসো হি ক্ষতয়ঃ পবন্তে ।
প্রতি যচ্চষ্টে অনৃতমনেনা অব দ্বিতা বরুণো মায়ী নঃ সাৎ ॥ ৪
বোচেমেদিন্দ্রং মঘবানমেনং মহো রায়ো রাধসো যদ্দদন্নঃ ।
যো অর্চতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! তুমি অবগত হয়ে আমাদের স্তোত্রে এস। তোমার অশ্বগণ আমাদের অভিমুখে যোজিত হোক। হে সকলের প্রীতিপদ ইন্দ্র ! সমস্ত মনুষ্যই যদিও তোমাকে পৃথক পৃথক আহ্বান করে, তথাপি তুমি আমাদের আহ্বানই শোন। ২। হে বলবান ইন্দ্র ! যখন তুমি ঋষিগণের স্তোত্র রক্ষা কর তখন তোমার মহিমা স্তোতাকে ব্যাপ্ত করুক। হে ওজস্বিন ইন্দ্র ! যখন হস্তে বজ্র ধারণ কর তখন কর্মদ্বারা ভয়ঙ্কর হয়ে শত্রুগণের দুদ্ধর্ষ হও। ৩। হে ইন্দ্র ! তোমার উপদেশানুসারে যে সকল লোক বার বার স্তব করে, তাদের দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি মহাবল ও মহাধনের জন্য উৎপন্ন হয়েছ ; অতএব যে তোমার উদ্দেশে যাগ করে, সে যজ্ঞবিরতদের হিংসা করতে সমর্থ হয়। ৪। হে ইন্দ্র ! শত্রুভূত মনুষ্যগণ আসছে। এ সকল দিনে আমাদের দান কর। আরও পাপহারী প্রজ্ঞাবান বরুণ আমাদের সম্বন্ধে যে পাপ দেখিতে পান, তা দু প্রকারে বিমোচন কর। ৫। যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করেছেন, যিনি স্তুতিকারী স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সে ধনবান ইন্দ্রকে স্তুতি করব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৯ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুন্ব আ তু প্র যাহি হরিবস্তদোকাঃ ।
পিবা ত্বস্য সুষুতস্য চারোর্দদো মঘানি মঘবন্নিয়ানঃ ॥ ১
ব্রহ্মন্বীর ব্রহ্মকৃতিং জুষাণোহর্বাচীনো হরিভির্যাহি তূয়ম্ ।
অস্মিন্নূ ষু সবনে মাদয়স্বোপ ব্রহ্মাণি শৃণব ইমা নঃ ॥ ২
কা তে অস্ত্যরংকৃতিঃ সূক্তৈঃ কদা নূনং তে মঘবন্দাশেম ।
বিশ্বা মতীরা ততনে ত্বায়াধা ম ইন্দ্র শৃণবো হবেমা ॥ ৩
উতো ঘা তে পুরুষ্যা ইদাসন্যেষাং পূর্বেষামশৃণোঋর্ষীণাম্ ।
অধাহং ত্বা মঘবঞ্জোহবীমি ত্বং ন ইন্দ্রাসি প্রমতিঃ পিতেব ॥ ৪
বোচেমেদিন্দ্রং মঘবানমেনং মহো রায়ো রাধসো যদ্দদন্নঃ ।
যো অর্চতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! তোমার উদ্দেশে এ সোম অভিষুত হয়েছে। হে হরিবান ইন্দ্র ! এর সেবার্থে সত্বর এস। সম্যক অভিষুত চারু সোম পান কর। হে মেঘবন ! আমরা যাচ্ঞা করছি, আমাদের ধন দান কর। ২। হে ব্রহ্মবীর ইন্দ্র !

স্তোত্রকার্য সেবা করে অশ্বযানে শীঘ্র আমাদের অভিমুখে এস। এ যজ্ঞেই সম্যক্‌রূপে হৃষ্ট হও। আমাদের এ স্তোত্র সকল শোন। ৩। হে ইন্দ্র! সূক্তদ্বারা তোমার অলঙ্কৃতি কিরূপে সম্পাদন করব? আমরা কখন তোমার প্রীতি উৎপাদন করব? তোমাকে কামনা করেই সমস্ত স্তুতি করছি; অতএব হে ইন্দ্র! আমার এ স্তুতি শোন। ৪। হে মঘবন! যে সকল ঋষির স্তুতি শুনছ, সে পূর্ব ঋষিগণ পুরুষগণের হিতকারী ছিলেন। অতএব আমি তোমায় বার বার আহ্বান করছি। হে ইন্দ্র! তুমি পিতার ন্যায় আমাদের বন্ধু। ৫। যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করেছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সে ধনবান ইন্দ্রকে স্তুতি করব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৩০ সূক্ত।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

আ নো দেব শবসা যাহি শুষ্মিন্‌ভবা বৃধ ইন্দ্র রায়ো অস্য।
মহে নৃম্‌ণা.. নৃপতে সুবজ্র মহি ক্ষত্রায় পৌংস্যায় শূর।। ১
হবন্ত উ ত্বা হব্যং বিবাচি তনূষু শূরাঃ সূর্যস্য সাতৌ।
ত্বং বিশ্বেষু সেন্যো জনেষু ত্বং বৃত্রাণি রন্ধয়া সুহন্তু।। ২
অহা যদিন্দ্র সুদিনা ব্যুচ্ছান্দধো যৎকেতুমুপমং সমৎসু।
ন্যগ্নিঃ সীদদসুরো ন হোতা হুবানো অত্র সুভগায় দেবান্‌।। ৩
বয়ং তে ত ইন্দ্র যে চ দেব স্তবন্ত শূর দদতো মঘানি।
যচ্ছা সূরিভ্য উপমং বরূথং স্বাভুবো জরণামশ্নবন্ত।। ৪
বোচেমেদিন্দ্রং মঘবানমেনং মহো রায়ো রাধসো যদ্দদন্নঃ।
যো অর্চতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ।। ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে বলবান, দ্যুতিমান ইন্দ্র! বলের সাথে আমাদের নিকট এস। আমাদের ধনের বর্ধয়িতা হও। হে সুবজ্র নৃপতি! মহাবলবান হও এবং শত্রু-বিনাশক মহা পুরুষত্ব লাভ কর। ২। হে ইন্দ্র! তুমি আহ্বানযোগ্য। মহা কোলাহল সময়ে শরীর রক্ষার জন্য এবং সূর্যকে পাবার জন্য লোকে তোমাকে আহ্বান করে। সমস্ত লোকের মধ্যে তুমিই সেনার্হ। তুমি সুহন্তু নামক বজ্রদ্বারা শত্রুগণকে আমাদের বশীভূত কর। ৩। হে ইন্দ্র! যখন দিন সকল সুদিন হয়ে প্রভাত হয়; যখন যুদ্ধে সমীপবর্তী বলে আপনাকে জ্ঞান কর, তখন হোতা অগ্নি আমাদেরকে উত্তম ধন দেবার জন্য দেবগণকে আহ্বান করে এ যজ্ঞে উপবেশন করেন। ৪। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার; যারা তোমাকে পূজনীয় হব্য দান করে স্তুতি করে, তারাও তোমার। সে স্তোতাগণকে শ্রেষ্ঠ গৃহ দান কর। আরও তারা সুসমৃদ্ধ হয়ে জরা প্রাপ্ত হোক। ৫। যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করেছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন; সে ইন্দ্রকে স্তুতি করব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৩১ সূক্ত।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী, বিরাট্‌ ছন্দ।

প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্যশ্বায় গায়ত। সখায়ঃ সোমপাব্নে।। ১
শংসেদুক্‌থং সুদানব উত দ্যুক্ষং যথা নরঃ। চকৃমা সত্যরাধসে।। ২
ত্বং ন ইন্দ্র বাজযুস্ত্বং গব্যুঃ শতক্রতো। ত্বং হিরণ্যয়ুর্বসো।। ৩
বয়মিন্দ্র ত্বায়বোঽভি প্র ণোনুমো বৃষন্‌। বিদ্ধী ত্বস্য নো বসো।। ৪
মা নো নিদে চ বক্তবেঽর্যো রন্ধীররাব্‌ণে। ত্বে অপি ক্রতুর্মম।। ৫
ত্বং বর্মাসি সপ্রথঃ পুরোয়োধশ্চ বৃত্রহন্‌। ত্বয়া প্রতি ব্রুবে যুজা।। ৬

মহাঁ উতাসি যস্য তেঽনু স্বধাবরী সহঃ। মম্নাতে ইন্দ্র রোদসী ॥ ৭
তং ত্বা মরুত্বতী পরি ভুবদ্বাণী সয়াবরী। নক্ষমাণা সহ দ্যুভিঃ ॥ ৮
ঊর্ধ্বাসস্ত্বান্বিন্দবো ভুবন্দস্মমুপ দ্যবি। সং তে নমন্ত কৃষ্টয়ঃ ॥ ৯
প্র বো মহে মহিবৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্।
বিশঃ পূর্বীঃ প্র চরা চর্ষণিপ্রাঃ ॥ ১০
উরুব্যচসে মহিনে সুবৃক্তিমিন্দ্রায় ব্রহ্ম জনয়ন্ত বিপ্রাঃ।
তস্য ব্রতানি ন মিনন্তি ধীরাঃ ॥ ১১
ইন্দ্রং বাণীরনুত্তমন্যুমেব সত্রা রাজানং দধিরে সহধ্যৈ।
হর্যশ্বায় বর্হয়া সমাপীন্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে সখাগণ! তোমরা সোমপায়ী হর্যাশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর। ২। শোভন দানযুক্ত সত্যধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেরূপ দীপ্ত স্তোত্র পাঠ করে, তোমরা সেরূপ কর। আমরাও করব। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের অন্নকাম হও, হে শতক্রতো! তুমি আমাদের গোকাম হও, হে বাসপ্রদ! তুমি হিরণ্যপ্রদ হও। ৪। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! আমরা তোমার কামনা করে বিশেষরূপে স্তুতি করছি। হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! তুমি শীঘ্র আমাদের স্তুতি অবধারণ কর। ৫। হে আর্য ইন্দ্র! যে পরুষ বাক্য বলে, যে নিন্দা করে, যে দান করে না, আমাদের তার বশীভূত করো না। আমার স্তোত্র তোমাতেই গমন করুক। ৬। হে বৃত্রহন! তুমি আমাদের বর্ম, তুমি সর্বত প্রথিত সম্মুখ যুদ্ধকারী। তোমাকে সহায় পেয়ে শত্রুদের হনন করব। ৭। অন্নবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী যে ইন্দ্রের বল স্বীকার করেন, সে তুমি ইন্দ্র মহান হয়েছ। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার সহগামিনী তেজযুক্তা ও স্তোতৃবিশিষ্টা স্তুতি তোমাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করুক। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গসমীপে স্থিত ও দর্শনীয়। আমাদের সোম সকল তোমার উদ্দেশে উন্মুখ হয়ে আছে। প্রজাসকল তোমাকে নমস্কার করছে। ১০। তোমরা মহাধন বর্ধয়িতা, মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রণয়ন কর। প্রকৃষ্টমতির উদ্দেশে প্রকৃষ্ট স্তুতি কর। প্রজাগণের কামপূরক, যারা হব্যদ্বারা তোমায় পূর্ণ করে; তাদের অভিমুখে এস। ১১। যে ইন্দ্র প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও মহান, তার উদ্দেশে মেধাবীগণ স্তুতি ও হব্য উৎপাদন করছেন। প্রাজ্ঞ লোকে তাঁর ব্রত হিংসা করতে পারে না। ১২। সর্ব জগতের ঈশ্বর ও অপ্রতিহতক্রোধ ইন্দ্রের স্তুতি সকল শত্রুদের অভিনব সাধন করে। অতএব ইন্দ্রের স্তুতির জন্য বন্ধুগণকে উৎসাহিত কর।

৩২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। প্রাগাথ, দ্বিপদা ছন্দ।

মো ষু ত্বা বাঘতশ্চনারে অস্মন্নি রীরমন্।
আরাত্তাচ্চিৎ সধমাদং ন আ গহীহ বা সন্নুপ শ্রুধি ॥ ১
ইমে হি তে ব্রহ্মকৃতঃ সুতে সচা মধৌ ন মক্ষ আসতে।
ইন্দ্রে কামং জরিতারো বসূয়বো রথে ন পাদমা দধুঃ ॥ ২
রায়স্কামো বজ্রহস্তং সুদক্ষিণং পুত্রো ন পিতরং হুবে ॥ ৩
ইম ইন্দ্রায় সুন্বিরে সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
তাঁ আ মদায় বজ্রহস্ত পীতয়ে হরিভ্যাং যাহ্যোক আ ॥ ৪
শ্রবচ্ছ্রুৎকর্ণ ঈয়তে বসূনাং নূ চিন্নো মর্ধিষদ্গিরঃ।
সদ্যশ্চিদ্যঃ সহস্রাণি শতা দদন্নকির্দিৎসন্তমা মিনৎ ॥ ৫

স বীরো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রেণ শূশুবে নৃভিঃ।
যস্তে গভীরা সবনানি বৃত্রহন্ত্সুনোত্যা চ ধাবতি ॥ ৬
ভবা বরূথং মঘবন্মঘোনাং যৎসমজাসি শর্ধতঃ।
বি ত্বাহতস্য বেদনং ভজেমহ্যা দূণাশো ভরা গয়ম্ ॥ ৭
সুনোতা সোমপাব্নে সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
পচতা পক্তীরবসে কৃণুধ্বমিৎপৃণন্নিৎপৃণতে ময়ঃ ॥ ৮
মা স্রেধত সোমিনো দক্ষতা মহে কৃণুধ্বং রায় আতুজে।
তরণিরিজ্জয়তি ক্ষেতি পুষ্যতি ন দেবাসঃ কবত্নবে ॥ ৯
নকিঃ সুদাসো রথং পর্যাস ন রীরমৎ।
ইন্দ্রো যস্যাবিতা যস্য মরুতো গমৎস গোমতি ব্রজে ॥ ১০
গমদ্বাজং বাজয়ন্নিন্দ্র মর্ত্যো যস্য ত্বমবিতা ভুবঃ।
অস্মাকং বোধ্যবিতা রথানামস্মাকং শূর নৃণাম্ ॥ ১১
উদিন্ন্বস্য রিচ্যতেঽংশো ধনং ন জিগ্যুষঃ।
য ইন্দ্রো হরিবান্ন দভন্তি তং রিপো দক্ষং দধাতি সোমিনি ॥ ১২
মন্ত্রমখর্বং সুধিতং সুপেশসং দধাত যজ্ঞিয়েষ্বা।
পূর্বীশ্চন প্রসিতয়স্তরন্তি তং য ইন্দ্রে কর্মণা ভুবৎ ॥ ১৩
কস্তমিন্দ্র ত্বাবসুমা মর্ত্যো দধর্ষতি।
শ্রদ্ধা ইত্তে মঘবন্ পার্যে দিবি বাজী বাজং সিষাসতি ॥ ১৪
মঘোনঃ স্ম বৃত্রহত্যেষু চোদয় যে দদতি প্রিয়া বসু।
তব প্রণীতী হর্যশ্ব সূরিভির্বিশ্বা তরেম দুরিতা ॥ ১৫
তবেদিন্দ্রাবমং বসু ত্বং পুষ্যসি মধ্যমম্।
সত্রা বিশ্বস্য পরমস্য রাজসি নকিষ্ট্বা গোষু বৃণ্বতে ॥ ১৬
ত্বং বিশ্বস্য ধনদা অসি শ্রুতো য ঈং ভবন্ত্যাজয়ঃ।
তবায়ং বিশ্বঃ পুরুহূত পার্থিবোঽবস্যুর্নাম ভিক্ষতে ॥ ১৭
যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।
স্তোতারমিদ্দিধিষেয় রদাবসো ন পাপত্বায় রাসীয় ॥ ১৮
শিক্ষেয়মিন্মহয়তে দিবেদিবে রায় আ কুহচিদ্বিদে।
নহি ত্বদন্যন্মঘবন্ন আপ্যং বস্যো অস্তি পিতা চন ॥ ১৯
তরণিরিৎসিষাসতি বাজং পুরন্ধ্যা যুজা।
আ ব ইন্দ্রং পুরুহূতং নমে গিরা নেমিং তষ্টেব সুদ্রবম্ ॥ ২০
ন দুষ্টুতী মর্ত্যো বিন্দতে বসু ন স্রেধন্তং রয়ির্নশৎ।
সুশক্তিরিন্মঘবন্তুভ্যং মাবতে দেষ্ণং যৎপার্যে দিবি ॥ ২১
অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥ ২২
ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে ॥ ২৩
অভী ষতস্তদা ভরেন্দ্র জ্যায়ঃ কনীয়সঃ।
পুরূবসুর্হি মঘবন্ত্সনাদসি ভরেভরে চ হব্যঃ ॥ ২৪
পরা ণুদস্ব মঘবন্নমিত্রান্ত্সুবেদা নো বসূ কৃধি।
অস্মাকং বোধ্যবিতা মহাধনে ভবা বৃধঃ সখীনাম্ ॥ ২৫
ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥ ২৬

মা নো অজ্ঞাতা বৃজনা দুরাধ্যোঽমাশিবাসো অব ক্রমুঃ।
ত্বয়া বয়ং প্রবতং শশ্বতীরপোঽতি শূর তরামসি ॥ ২৭

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! এ যজমানগণও যেন আমা হতে দূরে তোমার সঙ্গে আমোদ না করে। তুমি দূরে থাকলেও আমাদের যজ্ঞে এস। এ স্থানে এসে শোন। ২। যেমন মধুতে মধুমক্ষিকা উপবেশন করে, সেরূপ স্তোত্রকারিগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত হলে উপবেশন করে। রথে যেমন পদক্ষেপ করে, ধনকাম স্তোতাগণ সেরূপ ইন্দ্রে স্তুতি সমর্পণ করে। ৩। পুত্র যেরূপ পিতাকে আহ্বান করে, আমি ধনাভিলাষী হয়ে সুন্দর দানবিশিষ্ট ইন্দ্রকে সেরূপ আহ্বান করি। ৪। এ সকল দধিমিশ্রিত সোম ইন্দ্রের জন্য অভিষুত হয়েছে। হে বজ্রহস্ত! আনন্দের জন্য সে সোমপান করণার্থে অশ্বের সাথে যজ্ঞ সদনাভিমুখে এস। ৫। শ্রবণশীল কর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করছি। তিনি বাক্য শুনুন, যেন নিষ্ফল না করেন। যে ইন্দ্র সদাই সহস্র ও শত দান করেন, দানাভিলাষী সে ইন্দ্রকে যেন কেউ বারণ না করে। ৬। হে বৃত্রহন! যে তোমার জন্য গভীর সোম অভিষব করে ও তোমার অনুগমন করে, সে বীর। কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না, সে পরিচারকগণ কর্তৃক বেষ্টিত হয়। ৭। হে মঘবন ইন্দ্র! তুমি হবিষ্মানগণের বর্মস্বরূপ হও। তুমি উৎসাহশীল শত্রুগণকে বিনাশ কর। তুমি যে শত্রুকে বিনাশ করেছ, তার ধন আমরা বিভাগ করে নিই। তোমাকে কেউ নাশ করতে পারে না। তুমি আমাদের জন্য ধন আহরণ কর। ৮। বজ্রযুক্ত সোমপাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমাভিষব কর। ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য পক্তব্য পাক কর ও কর্তব্য কার্য সম্পাদন কর। ইন্দ্র সুখ প্রদান করে হব্য পূর্ণ করেন। ৯। সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হিংসা করো না। উৎসাহবান হও, মহান ও শত্রুবিনাশক ইন্দ্রের উদ্দেশে ধন লাভার্থে কর্ম কর। ত্বরাবান ব্যক্তিই জয় করে, নিবাস করে ও পুষ্ট হয়। কুৎসিতক্রিয়াকারীর দেবতা নেই। ১০। সুদানশীল ব্যক্তির রথ কেউ দূরে নিক্ষেপ করতে পারে না এবং কেউ রোধ করতে পারে না। ইন্দ্র যার রক্ষক, মরুৎগণ যার রক্ষক, সে গোযুক্ত গোষ্ঠে যায়। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি যে মর্ত্যের রক্ষক হবে, সে তোমাকে বলবান করে অন্ন প্রাপ্ত হবে। হে শূর! আমাদের রথের রক্ষক হও, আমাদের পুত্রাদিরও রক্ষক হও। ১২। যে হরিবান ইন্দ্র সোমযুক্ত ব্যক্তিকে বল প্রদান করেন এবং শত্রুরা যাকে হিংসা করতে পারে না, সে ইন্দ্রের ভাগ জয়শীল ব্যক্তির ভাগের ন্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৩। দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকেই অনল্প, সুবিহিত, শোভনস্তোত্র অর্পণ করে। যে ব্যক্তি কর্মদ্বারা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে, বহু প্রকার বন্ধনাদি তার নিকট যেতে পারে না। ১৪। তুমি যাকে ব্যাপ্ত কর, কোন মনুষ্য তাকে ধর্ষণা করতে পারে? হে মঘবন! তোমার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে হবিষ্মান হয়, সে দ্যুলোকে ও দিবসে ধন লাভ করে। ১৫। হে ইন্দ্র! তুমি মঘবান, যারা তোমার প্রিয় ধন প্রদান করে, তাদের সংগ্রামে প্রেরণ কর। হে হর্যশ্ব: তোমার উপদেশমত স্তোতৃগণের সাথে সমস্ত দুরিত হতে উত্তীর্ণ হব। ১৬। হে ইন্দ্র! অধম ধন তোমারই। তুমি মধ্যম ধন পোষণ কর। তুমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধনের কর্তা একথা সত্য। গো বিষয়ে কেউ তোমাকে বারণ করতে পারে না। ১৭। তুমি সকলের ধনদাতা বলে প্রসিদ্ধ। এ যে যুদ্ধ সকল হয় এতেও ধনদাতা বলে প্রসিদ্ধ। হে পুরুহূত! এ সমস্ত পার্থিব লোক রক্ষাভিলাষে তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করে। ১৮। হে ইন্দ্র! তুমি যত ধনের ঈশ্বর, আমি যেন তত ধনের ঈশ্বর হই।

হে ধনদ। আমি স্তোতাকে প্রতিপালন করব। পাপের জন্য ধন দান করব না। ১৯। যে কোন স্থানে বিদ্যমান পূজাকারী লোকের উদ্দেশে প্রত্যহ ধন দান করব। হে ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন আমাদের বন্ধু প্রশস্য পিতা নেই। ২০। ত্বরাবান ব্যক্তিই মহৎ কর্মের বলে অন্ন ভজনা করে। ত্বষ্টা যেমন উত্তম কাষ্ঠ-বিশিষ্ট নেমিকে নমিত করেন, সেরূপ স্তুতিদ্বারা পুরুহূত ইন্দ্রকে নমিত করব। ২১। মর্ত্য মন্দ স্তুতিদ্বারা ধনলাভ করতে পারে না। ধন হিংসাকারীর নিকট যায় না; হে মঘবন! দ্যুলোকে ও দিবসে আমার মত লোকের প্রতি তোমার যা দাতব্য আছে, তা সুকর্মা ব্যক্তিই লাভ করে। ২২। হে শূর! তুমি এ জগতের অর্থাৎ জঙ্গম পদার্থের ঈশ্বর, স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর ও সর্বদর্শী অথবা অশূন্ধ ধেনুর ন্যায় তোমার স্তুতি করছি। ২৩। হে মঘবন! তোমাব মত কেউ স্বর্গে বা পৃথিবীতে জন্মে নি ও জন্মাবে না। আমরা অশ্ব, অন্ন ও গাভী অভিলাষী, তোমাকে আহ্বান করছি। ২৪। হে ইন্দ্র! তুমি জ্যেষ্ঠ ও আমি কনিষ্ঠ হয়েছি। আমার জন্য সে ধন আহরণ কর, তুমি চিরকাল হতে বহুধনবান এবং প্রত্যেক যুদ্ধে হব্য লাভ যোগ্য। ২৫। হে মঘবন! শত্রুদের পরাঙ্মুখ করে প্রেরণ কর। আমাদের ধন সুলভ কর। সংগ্রামে আমাদের রক্ষক হও। আমরা সখা, আমাদের বর্ধয়িতা হও। ২৬। হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম আহরণ কর, পিতা পুত্রকে যেরূপ দান করে, সেরূপ তুমি আমাদের ধন দান কর। হে পুরুহূত! আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্যকে প্রাপ্ত হই। ২৭। হে ইন্দ্র! হিংসক, দুষ্প্রসাদ্য, অমঙ্গলময় শত্রু যেন অজ্ঞাতসারে আমাদের আক্রমণ না করে। হে শূর! আমরা তোমার নিকট নম্র হয়ে অনেক কার্যে উত্তীর্ণ হব।

৩৩ সূক্ত ।। প্রথম ১ ঋকে বসিষ্ঠ ঋষি। বসিষ্ঠপুত্রগণ দেবতা। পরবর্তী ঋকের বসিষ্ঠ-পুত্রগণ ঋষি। বসিষ্ঠ দেবতা। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

শ্বিত্যঞ্চো মা দক্ষিণতস্কপর্দা ধিয়ংজিন্বাসো অভি হি প্রমন্দুঃ।
উত্তিষ্ঠন্বোচে পরি বর্হিষো নৄন্ন মে দূরাদবিতবে বসিষ্ঠাঃ ॥ ১
দূরাদিন্দ্রমনয়ন্না সুতেন তিরো বৈশন্তমতি পান্তমুগ্রম্।
পাশদ্যুম্নস্য বায়তস্য সোমৎসুতাদিন্দ্রো অবৃণীতা বসিষ্ঠান্ ॥ ২
এবেন্নু কং সিন্ধুমেভিস্ততারেবেন্নু কং ভেদমেভির্জঘান।
এবেন্নু কং দাশরাজ্ঞে সুদাসং প্রাবদিন্দ্রো ব্রহ্মণা বো বসিষ্ঠাঃ ॥ ৩
জুষ্টী ন্বরো ব্রহ্মণা বঃ পিতৄণামক্ষমব্যয়ং ন কিলা রিষাথ।
যচ্ছক্বরীষু বৃহতা রবেণেন্দ্রে শুষ্মমদধাতা বসিষ্ঠাঃ ॥ ৪
উদ্যামিবেত্তৃষ্ণজো নাথিতাসোঽদীধয়ুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ।
বসিষ্ঠস্য স্তুবত ইন্দ্রো অশ্রোদুরুং তৃৎসুভ্যো অকৃণোদু লোকম্ ॥ ৫
দণ্ডা ইবেদ্গো অজনাস আসন্ পরিচ্ছিন্না ভরতা অর্ভকাসঃ।
অভবচ্চ পুরএতা বসিষ্ঠ আদিত্তৃৎসূনাং বিশো অপ্রথন্ত ॥ ৬
ত্রয়ঃ কৃন্বন্তি ভুবনেষু রেতাস্তিস্রঃ প্রজা আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ।
ত্রয়ো ঘর্মাস উষসং সচন্তে সর্বাঁ ইত্তাঁ অনু বিদুর্বসিষ্ঠাঃ ॥ ৭
সূর্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাং সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ।
বাতস্যেব প্রজবো নান্যেন স্তোমো বসিষ্ঠা অন্বেতবে বঃ ॥ ৮
ত ইন্নিণ্যং হৃদয়স্য প্রকেতৈঃ সহস্রবল্শমভি সং চরন্তি।
যমেন ততং পরিধিং বয়ন্তোঽপ্সরস উপ সেদুর্বসিষ্ঠাঃ ॥ ৯

বিদ্যুতো জ্যোতিঃ পরি সঞ্জিহানং মিত্রাবরুণা যদপশ্যতাং ত্বা।
তত্তে জন্মোতৈকং বসিষ্ঠাগস্ত্যো যত্বা বিশ আজভার ॥ ১০
উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্মনসোঽধি জাতঃ।
দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত ॥ ১১
স প্রকেত উভয়স্য প্রবিদ্বান্ত্সহস্রদান উত বা সদানঃ।
যমেন ততং পরিধিং বয়িষ্যন্নপ্সরসঃ পরি জজ্ঞে বসিষ্ঠঃ ॥ ১২
সত্রে হ জাতাবিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানম্।
ততো হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ততো জাতমৃষিমাহুর্বসিষ্ঠম্ ॥ ১৩
উক্থভৃতং সামভৃতং বিভর্তি গ্রাবাণং বিভ্রৎপ্র বদাত্যগ্রে।
উপৈনমাধ্বং সুমনস্যমানা আ বো গচ্ছাতি প্রতৃদো বসিষ্ঠঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। শ্বেতবর্ণ কর্মপূরক দক্ষিণভাগে চূড়াধারীগণ (১) আমাকে হর্ষিত করছেন। আমি বর্হি হতে উঠবার সময়ে লোক সকলকে বলি যে, বসিষ্ঠগণ আমার নিকট হতে যেন দূরে না যান। ২। বসিষ্ঠপুত্রগণ পাশদ্যুম্নকে তিরস্কার করে চমসস্থিত সোমপায়ী উগ্র ইন্দ্রকে দূর হতে সোমদ্বারা এনেছিলেন। ইন্দ্র ও পাশদ্যুম্নকে অতিক্রম করে সোমাভিষবপ্রযুক্ত বসিষ্ঠগণকে বরণ করেছিলেন (২)। ৩। এরূপেই এঁরা সুখে নদী পার হয়েছিলেন। এরূপেই এঁরা ভেদকে বিনাশ করেছিলেন। হে বসিষ্ঠগণ! এরূপেই দশজন রাজার সাথে যুদ্ধে তোমাদের মন্ত্রবলে ইন্দ্র সুদাসরাজাকে রক্ষা করেছিলেন (৩)। ৪। হে মনুষ্যগণ! তোমাদের স্তোত্রদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন কর। তোমাদের রথের অক্ষ যেন ক্ষীণ না হয়। হে বসিষ্ঠগণ! তোমরা শক্করী ঋক ও শ্রেষ্ঠ শব্দদ্বারা ইন্দ্রের বল সম্পাদন করেছিলে। ৫। জাততৃষ্ণ রাজগণকর্তৃক পরিবৃত বসিষ্ঠগণ দশরাজার সাথে সংগ্রামে ইন্দ্রকে আদিত্যের ন্যায় ঊর্ধ্বে উত্থাপিত করেছিলেন। ইন্দ্র স্তুতিকারী বসিষ্ঠের স্তোত্র শুনেছিলেন এবং বিস্তীর্ণ লোক প্রদান করেছিলেন। ৬। গোপ্রেরক দণ্ডের ন্যায় ভরতগণ পরিচ্ছন্ন ও অল্প সংখ্যক হল। বসিষ্ঠ পুরোহিত হলে তৃৎসুদের প্রজাবৃদ্ধি হতে লাগল। ৭। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এ তিন জনেই ভুবনে জল উৎপন্ন করেন। তাদেরই জ্যোতি পূর্ণ তিন আর্য প্রজা আছে। দীপ্তিমান তিন জনই ঊষাকে বয়ন করেন। বসিষ্ঠগণ তাঁদের সকলকেই জানেন। ৮। হে বসিষ্ঠগণ! তোমাদের স্তোম সূর্যের জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত হয়। তোমাদের মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর। তোমাদের স্তোম বায়ুবেগের ন্যায় অন্যের অনুগমনের অশক্য। ৯। সে বশিষ্ঠগণ হৃদয়ের জ্ঞানদ্বারা তিরোহিত সহস্রশাখ সংসারে বিচরণ করেন। তাঁরা যম কর্তৃক বিস্তৃত বস্ত্র বয়ন করে অপ্সরগণের নিকট গিয়েছিলেন (৪)। ১০। হে বসিষ্ঠ! বিদ্যুতের ন্যায় স্বীয় জ্যোতি পরিত্যাগ কালে মিত্র ও বরুণ তোমায় দেখেছিলেন। তখন তোমার এক জন্ম হয়। আরও যখন অগস্ত্য বাসস্থান হতে তোমায় আহরণ করেছিলেন। ১১। আরও হে বসিষ্ঠ! তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মণ! উর্বশীর মন হতে তুমি জাত। তখন মিত্র ও বরুণের তেজ নির্গত হয়েছিল, বিশ্বদেবগণ দৈব স্তোত্রদ্বারা পুষ্কর মধ্যে তোমায় ধারণ করেছিলেন। ১২। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠ উভয় লোক অবগত হয়ে সহস্র দান বা সর্বদান বিশিষ্ট হয়েছিলেন। যমকর্তৃক বিস্তীর্ণ বস্ত্র বয়ন করণেচ্ছায় বসিষ্ঠ উর্বশী হতে জন্মেছিলেন। ১৩। যজ্ঞে উৎপন্ন মিত্র ও বরুণ স্তুতিদ্বারা প্রার্থিত হয়ে, কুম্ভ মধ্যে নিজ তেজ স্থাপন করেছিলেন। অনন্তর মধ্য হতে মান (৫) প্রাদুর্ভূত হলেন। ঋষিও তা হতেই জন্মেছিলেন। লোকে এ বলে। ১৪। হে প্রতৃদগণ (৬)! বসিষ্ঠ তোমাদের নিকট আসছেন। তোমরা প্রসন্নমনে এর পূজা কর।

ইনি অগ্রবর্তী, উকথধারী, সামধারী ও প্রস্তরাভিষবনকারী এবং বক্তব্য বাক্য বলেন।

টীকা ঃ ১। বসিষ্ঠপুত্রগণ মস্তকের দক্ষিণ ভাগে চূড়া ধারণ করত। ২। পূর্বকালে যখন বসিষ্ঠপুত্রগণ সুদাসরাজার যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বয়তের পুত্র পাশদ্যুম্ন নামক রাজা যজ্ঞ করেন, ইন্দ্র যখন উক্ত রাজার যজ্ঞে সোমপান করছিলেন সে সময়ে বসিষ্ঠগণ মন্ত্রবলে তাকে উঠিয়ে এনে সুদাসের যজ্ঞে উপস্থিত করেছিলেন। সায়ণ। ৩। এ স্থান হতে চারটি ঋকে সুদাসরাজার সাথে অন্য দশরাজার যুদ্ধের উল্লেখ আছে। ৭।১৮।৭ ঋকের টীকা দেখুন। ৪।৯ হতে ১৩ ঋকে বসিষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে একটি বৈদিক আখ্যানের উল্লেখ আছে। বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র ; বসিষ্ঠ উর্বশী হতে জাত। এ আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ কি ? বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বসুতম, অর্থাৎ উজ্জ্বলতম, অর্থাৎ সূর্য। মিত্র ও বরুণ অর্থে দিন ও রাত, উর্বশীর আদি অর্থ উষা। অতএব বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র এবং উর্বশী হতে জাত। এ আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ। পরে বসিষ্ঠনামীয় এক বংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তখন সে ঋষি বসিষ্ঠের সঙ্গে সূর্য বসিষ্ঠের সাথে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা হল। (See Max Muller's Selected Essays (1881, vol. I. P. 406,) ৫। অগস্ত্য। সায়ণ। ৬। অর্থাৎ তৃৎসুগণ।

৩৪ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। দ্বিপদা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র শুক্রৈতু দেবী মনীষা অস্মৎসুতষ্টো রথো ন বাজী ॥ ১
বিদুঃ পৃথিব্যা দিবো জনিত্রং শৃণ্বন্ত্যাপো অধ ক্ষরন্তীঃ ॥ ২
আপশ্চিদস্মৈ পিন্বন্ত পৃথ্বীর্বৃত্রেষু শূরা মংসন্ত উগ্রাঃ ॥ ৩
আ ধূর্ষ্বস্মৈ দধাতাশ্বানিন্দ্রো ন বজ্রী হিরণ্যবাহুঃ ॥ ৪
অভি প্র স্থাতাহেব যজ্ঞং যাতেব পত্মন্ত্মনা হিনোত ॥ ৫
ত্মনা সমৎসু হিনোত যজ্ঞং দধাত কেতুং জনায় বীরম্ ॥ ৬
উদস্য শুষ্মাদ্ভানুর্নার্ত বিভর্তি ভারং পৃথিবী ন ভূম ॥ ৭
হ্বয়ামি দেবাঁ অয়াতুরগ্নে সাধন্নৃতেন ধিয়ং দধামি ॥ ৮
অভি বো দেবীং ধিয়ং দধিধ্বং প্র বো দেবত্রা বাচং কৃণুধ্বম্ ॥ ৯
আ চষ্ট আসাং পাথো নদীনাং বরুণ উগ্রঃ সহস্রচক্ষাঃ ॥ ১০
রাজা রাষ্ট্রানাং পেশো নদীনামনুত্তমস্মৈ ক্ষত্রং বিশ্বায়ু ॥ ১১
অবিষ্টো অস্মান্বিশ্বাসু বিক্ষ্বদ্যুং কৃণোত শংসং নিনিৎসোঃ ॥ ১২
ব্যেতু দিদ্যুদ্দ্বিষামশেবা যুযোত বিষ্বগ্রপস্তনূনাম্ ॥ ১৩
অবীন্নো অগ্নির্হব্যান্নমোভিঃ প্রেষ্ঠো অস্মা অধায়ি স্তোমঃ ॥ ১৪
সজূর্দেবেভিরপাং নপাতং সখায়ং কৃধ্বং শিবো নো অস্তু ॥ ১৫
অব্জামুক্থৈরহিং গৃণীষে বুধ্নে নদীনাং রজঃসু ষীদন্ ॥ ১৬
মা নোঽহির্বুধ্ন্যো রিষে ধান্মা যজ্ঞো অস্য স্রিধদৃতায়োঃ ॥ ১৭
উত নঃ এষু নৃষু শ্রবো ধুঃ প্র রায়ে যন্তু শর্ধন্তো অর্যঃ ॥ ১৮
তপন্তি শত্রুং স্বর্ণ ভূমা মহাসেনাসো অমেভিরেষাম্ ॥ ১৯
আ যন্নঃ পত্নীর্গমন্ত্যচ্ছা ত্বষ্টা সুপাণির্দধাতু বীরান্ ॥ ২০
প্রতি নঃ স্তোমং ত্বষ্টা জুষেত স্যাদস্মে অরমতির্বসূয়ুঃ ॥ ২১
তা নো রাসন্রাতিষাচো বসূন্যা রোদসী বরুণানী শৃণোতু।
বরূত্রীভিঃ সুশরণো নো অস্তু ত্বষ্টা সুদত্রো বি দধাতু রায়ঃ ॥ ২২

তন্নো রায়ঃ পর্বতাস্তন্ন আপস্তদ্রাতিষাচ ওষধীরুত দ্যৌঃ।
বনস্পতিভিঃ পৃথিবী সজোষা উভে রোদসী পরি পাসতো নঃ ॥ ২৩
অনু তদুর্বী রোদসী জিহাতামনু দ্যুক্ষো বরুণ ইন্দ্রসখা।
অনু বিশ্বে মরুতো যে সহাসো রায়ঃ স্যাম ধরুণং ধিয়ধ্যৈ ॥ ২৪
তন্ন ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অগ্নিরাপ ওষধীর্বনিনো জুষন্ত।
শর্মন্ত্স্যাম মরতামুপস্থে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২৫

অনুবাদ ঃ ১। দীপ্ত ও অভীষ্টপ্রদ স্তুতি, বেগবান, সুসংস্কৃত রথের ন্যায় আমাদের নিকট হতে দেবগণের নিকট গমন করুন। ২। ক্ষরণশীল জল, স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎপত্তি অবগত আছেন, আর স্তুতি শুনুন। ৩। বিস্তীর্ণ জলও ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করে। উপদ্রব সংজাত হলে উগ্র শূরগণ ওঁরই স্তুতি করে। ৪। ওঁর জন্য অশ্বগণকে রথাগ্রে যোজনা কর। ইন্দ্র বজ্রধারী ও সুবর্ণময় হস্ত-বিশিষ্ট। ৫। যজ্ঞের অভিমুখে এস। গন্তার ন্যায় আপনিই যজ্ঞ মার্গে এস। ৬। সংগ্রামে নিজেই গমন কর। লোকের জন্য প্রজ্ঞাপক পাপবারক যজ্ঞ বিধান কর। ৭। এ যজ্ঞের বল হতে সূর্য উদিত হচ্ছেন। পৃথিবী যেমন ভূতগণের ভার বহন করেন, সেরূপ যজ্ঞভার বহন করছেন। ৮। হে অগ্নি! অহিংসাদি নিয়মযুক্ত যজ্ঞদ্বারা মনোরথ পূর্ণ করে দেবগণকে আহ্বান করছি এবং তাদের উদ্দেশে কর্ম করছি। ৯। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে দীপ্ত কর্ম ধারণ কর। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে স্তুতি কর। ১০। উগ্র সহস্রচক্ষু বরুণ এ নদীগণের জল দর্শন করেন। ১১। বরুণ রাষ্ট্রের রাজা, নদীর রূপ, তার বল অবারিত ও সর্বতোগামী। ১২। হে দেবগণ! সকল প্রজার মধ্যে আমাদের রক্ষা কর, নিন্দা করণেচ্ছু শত্রুকে দীপ্তিরহিত কর। ১৩। অসুখজনক শত্রুদের আয়ুধ চারদিকে অপগত হোক। হে দেবগণ! শরীরের পাপ আমাদের নিকট হতে পৃথক কর। ১৪। হব্যভোজী অগ্নি নমস্কার দ্বারা প্রিয়তম হয়ে আমাদের রক্ষা করুন। আমরা তাঁর উদ্দেশে স্তোত্র করছি। ১৫। দেবগণের সহচর অপাংনপাৎকে সখা কর। তিনি আমাদের মঙ্গলকর হোন। ১৬। মেঘের আহন্তা নদীর স্থানে জলে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর। ১৭। অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদের হিংসক হস্তে সমর্পণ না করে। যজ্ঞকারী ব্যক্তির যজ্ঞ যেন ক্ষীণ না হয়। ১৮। দেবগণ যেন আমাদের এ লোকগুলির ন্যায় অন্ন ধারণ করেন। ধনার্থে উৎসাহমান শত্রুগণ প্রগত হোক। ১৯। আদিত্য যেমন ভুবনগণকে তাপ দেন, মহাসেনাবিশিষ্ট রাজগণ এঁদের বলে সেরূপ শত্রুগণকে তাপ দেন। ২০। যখন দেবপত্নীগণ আমাদের অভিমুখে আসেন, তখন উত্তম হস্তবিশিষ্ট ত্বষ্টা আমাদের বীরপুত্র প্রদান করুন। ২১। ত্বষ্টা যেন আমাদের স্তোত্র সেবা করেন। পর্যাপ্তবুদ্ধি ত্বষ্টা আমাদের জন্য ধনকাম হোন। ২২। দানদক্ষা দেবপত্নীগণ আমাদের যা অভিপ্রেত তা প্রদান করুন। দ্যাবাপৃথিবী ও বরুণানী শুনুন। কল্যাণকর দানবিশিষ্ট ত্বষ্টা উপদ্রব নিবারিণী দেবপত্নীগণের সাথে আমাদের সুশরণপ্রদ হোন। ২৩। পর্বতগণ আমাদের সে ধন পালন করুন। জল সকল আমাদের সে ধন পালন করুন। দানদক্ষা দেবপত্নীগণ তা পালন করুন। ওষধিগণ ও দ্যুলোক পালন করুন। বনস্পতিগণের সাথে অন্তরিক্ষ তা পালন করুন। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের রক্ষা করুন। ২৪। আমরা ধারণীয় ধনের আধার হব, বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী তার অনুমোদন করুন। দীপ্তির আধার ইন্দ্র, সখা বরুণ তার অনুমোদন করুন। যাঁরা পরাজয় করেন, সে মরুদগণও অনুমোদন করুন। ২৫। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি,

আপ, ওষধি ও বৃক্ষগণ আমাদের জন্য এ স্তোত্র সেবা করুন। মরুদগণের সমীপে থেকে আমরা সুখে থাকব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৩৫ সূক্ত (১) ।। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ ॥ ১
শং নো ভগঃ শমু নঃ শংসো অস্তু শং নঃ পুরন্ধিঃ শমু সন্তু রায়ঃ।
শং নঃ সত্যস্য সুযমস্য শংসঃ শং নো অর্যমা পুরুজাতো অস্তু ॥ ২
শং নো ধাতা শমু ধর্তা নো অস্তু শং ন উরূচী ভবতু স্বধাভিঃ।
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ শং নো দেবানাং সুহবানি সন্তু ॥ ৩
শং নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু শং নো মিত্রাবরুণাবশ্বিনা শম্।
শং নঃ সুকৃতাং সুকৃতানি সন্তু শং ন ইষিরো অভি বাতু বাতঃ ॥ ৪
শং নো দ্যাবাপৃথিবী পূর্বহূতৌ শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু।
শং ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু শং নো রজসস্পতিরস্তু জিষ্ণুঃ ॥ ৫
শং ন ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ।
শং নো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ শং নস্ত্বষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু ॥ ৬
শং নঃ সোমো ভবতু ব্রহ্ম শং নঃ শং নো গ্রাবাণঃ শমু সন্তু যজ্ঞাঃ।
শং নঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু শং নঃ প্রস্বঃ শম্বস্তু বেদিঃ ॥ ৭
শং নঃ সূর্য উরুচক্ষা উদেতু শং নশ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ ॥ ৮
শং নো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ শং নো ভবন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ।
শং নো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু শং নো ভবিত্রং শম্বস্তু বায়ুঃ ॥ ৯
শং নঃ দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণঃ শং নো ভবন্তূষসো বিভাতীঃ।
শং নো পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ শং নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শম্ভুঃ ॥ ১০
শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু।
শমভিষাচঃ শমুঃ রাতিষাচঃ শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ ॥ ১১
শং নঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু শং নো অর্বন্তঃ শমু সন্তু গাবঃ।
শং ন ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ শং নো ভবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১২
শং নো অজ একপাদ্দেবো অস্তু শং নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ।
শং নো অপাং নপাৎপেরুরস্তু শং নঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপাঃ ॥ ১৩
আদিত্যা রুদ্রা বসবো জুষন্তেদং ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং নবীয়ঃ।
শৃণ্বন্তু নো দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ১৪
যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! রক্ষাদ্বারা আমাদের শান্তিপ্রদ হও। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যজমান হব্য প্রদান করেছে, তোমরা আমাদের শান্তিপ্রদ হও। ইন্দ্র ও সোম আমাদের শান্তি ও কল্যাণপ্রদ হোন। ইন্দ্র ও পূষা আমাদের শান্তি ও সুখপ্রদ হোন। ২। ভগ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। নরাশংস আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পুরন্ধি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ধন সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। উত্তম যমযুক্ত সত্যের বচন আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বহুবার প্রাদুর্ভূত অর্যমা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ৩। ধাতা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ধর্তা বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বিবর্তগমনা পৃথিবী অন্নের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ

হোন। মহতী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদা হোন। পর্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। দেবগণের উৎকৃষ্ট স্তুতি সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ৪। জ্যোতির্মুখ অগ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। মিত্র ও বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অশ্বিদ্বয় আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পুণ্যকারিদের পুণ্যকর্ম আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। গমনশীল বায়ুও আমাদের শান্তির জন্য বইতে থাকুন। ৫। প্রথম আহ্বানে দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অন্তরিক্ষ দর্শনার্থে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ওষধি সকল ও বৃক্ষ সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। জয়শীল লোকপতি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ৬। দেব ইন্দ্র বসুগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। শোভনস্তুতিযুক্ত বরুণ আদিত্যগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। রুদ্রদেব রুদ্রগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ত্বষ্টা দেবপত্নীগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যজ্ঞ আমাদের স্তোত্র শুনুন। ৭। সোম আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। স্তোত্র আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। প্রস্তরগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যজ্ঞ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যূপগণের পরিমাণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ওষধিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বেদিও আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ৮। বিস্তীর্ণতেজা সূর্য আমাদের শান্তির জন্য উদিত হোন। চারটি মহাদিক আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। স্থির পর্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। নদীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। জলও আমাদের শান্তির জন্য হোন। ৯। অদিতি কর্মদ্বারা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। শোভন স্তুতিযুক্ত মরুদগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বিষ্ণু আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পূষা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অন্তরিক্ষ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বায়ু আমাদের শান্তিপ্রদ হোন! ১০। সবিতা দেব রক্ষা করত আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। তমোনিবারিণী ঊষাগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পর্জন্য আমাদের প্রজাগণের প্রতি শান্তিপ্রদ হোন। ক্ষেত্রপতি শম্ভু আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ১১। দ্যুতিমান বিশ্বদেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। সরস্বতী কর্মের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যজ্ঞসেবিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হন। দানদক্ষগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোকভব সকলে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ১২। সত্যপালক দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অশ্বগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। গোসকল আমাদের সুখপ্রদ হোন। সুকর্মকারী সুহস্তযুক্ত ঋভুগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। স্তোত্র হলে আমাদের পিতৃগণও আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ১৩। অজ এক পাদ দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অহির্বুধ্ন দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। সমুদ্র আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। উপদ্রব পারয়িতা অপাংনপাৎ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। দেবপালিকা পৃশ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ১৪। আমি এ নূতন স্তোত্র করছি। হে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বায়ুগণ! একে সেবা কর। দ্যুলোকভব পার্থিব ও পৃশ্নিজাত এবং যে কেউ যজ্ঞীয় আছ, সকলে আমাদের আহ্বান শোন। ১৫। যজ্ঞার্হ দেবগণের ও যজনীয় মনুর, যজনীয় মরণরহিত সত্যজ্ঞ যে দেবগণ আছেন, তারা অদ্য আমাদের বহুকীর্তি যুক্ত পুত্র প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তে যে কেবল দেবগণের উল্লেখ আছে এমন নয়; গো, অশ্ব, ওষধি, পর্বত, নদী বৃক্ষ প্রভৃতিরও অর্চনা আছে।

৩৬ সূক্ত ।। বিশ্বদেব দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

প্র ব্রহ্মৈতু সদনাদৃতস্য বি রশ্মিভিঃ সসৃজে সূর্যো গাঃ ।
বি সানুনা পৃথিবী সস্র উর্বী পৃথু প্রতীকমধ্যেধে অগ্নিঃ ॥ ১
ইমাং বাং মিত্রাবরুণা সুবৃক্তিমিষং ন কৃণ্বে অসুরা নবীয়ঃ ।
ইনো বামন্যঃ পদবীরদব্ধো জনং চ মিত্রো যততি ব্রুবাণঃ ॥ ২
আ বাতস্য ধ্রজতো রন্ত ইত্যা অপীপয়ন্ত ধেনবো ন সূদাঃ ।
মহো দিবঃ সদনে জায়মানোঽচিক্রদদ্বৃষভঃ সস্মিন্নূধন্ ॥ ৩
গিরা য এতা যুনজদ্ধরী ত ইন্দ্র প্রিয়া সুরথা শূর ধায়ূ ।
প্র যো মন্যুং রিরিক্ষতো মিনাত্যো সুক্রতুমর্যমণং ববৃত্যাম্ ॥ ৪
যজন্তে অস্য সখ্যং বয়শ্চ নমস্বিনঃ স্ব ঋতস্য ধামন্ ।
বি পৃক্ষো বাবধে নৃভিঃ স্তবান ইদং নমো রুদ্রায় প্রেষ্ঠম্ ॥ ৫
আ যৎসাকং যশসো বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তথী সিন্ধুমাতা ।
যাঃ সুষ্বয়ন্ত সুদুঘাঃ সুধারা অভি স্বেন পয়সা পীপ্যানাঃ ॥ ৬
উত ত্যে নো মরুতো মন্দসানা ধিয়ং তোকং চ বাজিনোঽবন্তু ।
মা নঃ পরি খ্যদক্ষরা চরন্ত্যবীবৃধন্যুজ্যং তে রয়িং নঃ ॥ ৭
প্র বো মহীমরমতিং কৃণুধ্বং প্র পূষণং বিদথ্যং ন বীরম্ ।
ভগং ধিয়োঽবিতারং নো অস্যাঃ সাতৌ বাজং রাতিষাচং পুরন্ধিম্ ॥ ৮
অচ্ছায়ং বো মরুতঃ শ্লোক এত্বচ্ছ বিষ্ণুং নিষিক্তপামবোভিঃ ।
উত প্রজায়ৈ গৃণতে বয়ো ধুর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞের সদন হতে স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে গমন করুক। সূর্য কিরণসমূহদ্বারা বৃষ্টির জল সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী সানুসমূহ বিস্তীর্ণ করে ব্যেপে আছেন। অগ্নি পৃথিবীর বিস্তৃত অবয়বের উপর জ্বলছেন। ২। হে অসুর মিত্র ও বরুণ! তোমাদের উদ্দেশে অন্নের ন্যায় নতুন স্তুতি করছি। তোমাদের মধ্যে অন্যতর প্রভু বরুণ, স্থানের জনয়িতা। মিত্র স্তূয়মান হয়ে প্রাণিজাতকে প্রবর্তিত করে। ৩। গমনশীল বায়ুর গতি চতুর্দিকে শোভা পাচ্ছে। ক্ষীরদায়ী ধেনু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। মহান ও দ্যোতমান আদিত্যের স্থানে উৎপন্ন বর্ষণশীল পর্জন্য সে অন্তরিক্ষে ক্রন্দন করছেন। ৪। হে শূর ইন্দ্র! তোমার প্রিয় সুন্দর-গতিবিশিষ্ট ও ধারক এ অশ্বদ্বয় লোকে স্তুতি দ্বারা রথে যোজিত করে। অর্যমা হিংসাকরণেচ্ছু কোপ বিনষ্ট করেন, সে শোভন কর্মবিশিষ্ট অর্যমাকে আবর্তিত করি। ৫। যজ্ঞপরায়ণগণ অন্নবিশিষ্ট হয়েও যজ্ঞস্থানে অবস্থান করে তাঁর সখ্য কামনা করছেন। নেতাগণকর্তৃক স্তূয়মান হয়ে রুদ্র অন্ন দান করছেন। আমি রুদ্রের প্রিয় নমস্কার করছি। ৬। যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধু মাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া (১) সে কামদুঘা সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হচ্ছে। স্বীয় জলে বর্তমান ও অন্নবিশিষ্ট ও কাময়মান নদীসকল যুগপৎ আসুন। ৭। হৃষ্ট ও বেগবান মরুদগণ আমাদের যজ্ঞকর্ম ও আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। ব্যাপ্ত ও বিচরণশীল বাগদেবতা আমাদের ত্যাগ করে যেন অন্যকে না দেখেন। মরুৎ ও বাক আমাদের ধন নিয়ত হলেও ওকে বর্ধিত করুন। ৮। তোমরা শেষরহিতা মহতী ভূমিকে আহ্বান কর। যজ্ঞার্হ বীর পূষাকে আহ্বান কর। আমাদের কর্মরক্ষক ভগকে আহ্বান কর। দানদক্ষ পুরাণ ঋভুগণের অন্যতম বাজদেবকে যজ্ঞে আহ্বান কর। ৯। হে মরুদগণ! আমাদের এ শ্লোক ত্বদভিমুখে গমন করুক। আশ্রয়দাতা

গর্ভপালক বিষ্ণুর নিকট গমন করুক। ওরা স্তুতিকারীকে পুত্র ও অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্তুতিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। এর পূর্বে অনেক স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ পেয়েছি, এখানে সিন্ধুকে তাদের মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তমস্থানীয়া বলা হয়েছে। অতএব বোধ হয় সিন্ধু ও তার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী এ সাতটিকে সপ্তনদী বলা হত।

৩৭ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বো বাহিষ্ঠো বহতু স্তবধ্যৈ রথো বাজা ঋভুক্ষণো অমৃক্তঃ।
অভি ত্রিপৃষ্ঠৈঃ সবনেষু সোমৈর্মদে সুশিপ্রা মহভিঃ পৃণধ্বম্ ॥ ১
যূয়ং হ রত্নং মঘবৎসু ধত্থ স্বর্দৃশ ঋভুক্ষণো অমৃক্তম্।
সং যজ্ঞেষু স্বধাবন্তঃ পিবধ্বং বি নো রাধাংসি মতিভির্দয়ধ্বম্ ॥ ২
উবোচিথ হি মঘবন্দেষ্ণং মহো অর্ভস্য বসুনো বিভাগে।
উভা তে পূর্ণা বসুনা গভস্তী ন সূনৃতা নি যমতে বসব্যা ॥ ৩
ত্বমিন্দ্র স্বযশা ঋভুক্ষা বাজো ন সাধুরস্তমেষ্যৃক্বা।
বয়ং নু তে দাশ্বাংসঃ স্যাম ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো হরিবো বসিষ্ঠাঃ ॥ ৪
সনিতাসি প্রবতো দাশুষে চিদ্যাভির্বিবেষো হর্যশ্ব ধীভিঃ।
ববন্মা নু তে যুজ্যাভিরূতী কদা ন ইন্দ্র রায় আ দশস্যেঃ ॥ ৫
বাসয়সীব বেধসস্ত্বং নঃ কদা ন ইন্দ্র বচসো বুবোধঃ।
অস্তং তাত্যা ধিয়া রয়িং সুবীরং পৃক্ষো নো অর্বা ন্যুহীত বাজী ॥ ৬
অভি যং দেবী নির্ঋতিশ্চিদীশে নক্ষন্ত ইন্দ্রং শরদঃ সুপৃক্ষঃ।
উপ ত্রিবন্ধুর্জরদষ্টিমেত্যস্ববেশং যং কৃণবন্ত মর্তাঃ ॥ ৭
আ নো রাধাংসি সবিতঃ স্তবধ্যা আ রায়ো যন্তু পর্বতস্য রাতৌ।
সদা নো দিব্যঃ পায়ুঃ সিষক্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ঋভুক্ষা বাজগণ! বহনশীল ও প্রশংসাযোগ্য ও হিংসারহিত রথ তোমাদের বহন করুক। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট ঋভুগণ! যজ্ঞে আনন্দার্থে ত্রিপৃষ্ঠ (১) মহান সোমরসদ্বারা তোমাদের উদর পূর্ণ কর। ২। হে স্বর্গদর্শী ঋভুগণ! তোমরা হব্যবিশিষ্ট লোকদের নিমিত্ত হিংসারহিত রত্ন ধারণ কর। অনন্তর বলবান হয়ে যজ্ঞে পান কর ও অনুগ্রহ দ্বারা বিশেষরূপে আমাদের ধন দান কর। ৩। হে মঘবন ইন্দ্র! তুমি মহৎ ধন ও অল্প ধনের দানকালে ধন সেবা কর। তোমার উভয় বাহু ধনে পূর্ণ। তোমার বাক্য ধনলাভে প্রতিবন্ধকতা করে না। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি অসাধারণ, কীর্তিমান, ঋভুক্ষা ও সাধু। তুমি অন্যের ন্যায় স্তোতার গৃহে আগমন কর। হে হরিবান! অদ্য আমরা বসিষ্ঠগণ তোমার জন্য হব্য প্রদান করে স্তোত্র করতে থাকব। ৫। হে হর্যশ্ব! তুমি যেহেতু আমাদের স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত হচ্ছ, অতএব তুমি হব্যদায়ী যজমানের দেয় ধনদ্বারা দাতা। হে ইন্দ্র! তুমি কবে আমাদের ধন প্রদান করবে? অদ্য তোমার যোগ্য রক্ষা কার্যদ্বারা আমরা প্রতিপালিত হব। ৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, তুমি কবে আমাদের বাক্য অবগত হবে? তুমি আমাদের এক্ষণে নিবাস প্রদান করছ। বলবান ও বেগবান অশ্ব আমাদের স্তুতি প্রযুক্ত যেন বীরপুত্রবিশিষ্ট ধন ও অন্ন আমাদের গৃহে বহন করে আনেন। ৭। দ্যুতিমতি, নির্ঋতি যে ইন্দ্রকে অধিপতি করবার জন্য ব্যাপ্ত করে, সুন্দর অন্নবিশিষ্ট বৎসর সকল যে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করে, মর্ত্য স্তোতাগণ যে ইন্দ্রকে আপনার বাটীতে নিয়ে যায়, ত্রিলোকধারী সে ইন্দ্র, অন্ন

জীর্ণকারী বন প্রাপ্ত হচ্ছে। ৮। হে দেব সবিতা! তোমার নিকট হতে প্রশংসা যোগ্য ধন আমাদের নিকট আসুক। পর্জন্যদেব ধনদান করলে ধন আমাদের নিকট আসুক। সকলের পালক স্বর্গীয় ইন্দ্র সর্বদা আমাদের সেবা করুন। হে দেবগণ! তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। ক্ষীর, দধি ও সক্তুমিশ্রিত। সায়ণ।

৩৮ সূক্ত ।। সবিতা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা যয়াম হিরণ্যয়ীমমতিং যামশিশ্রেৎ।
নূনং ভগো হব্যো মানুষেভির্বি যো রত্না পুরুবসুর্দধাতি ॥ ১
উদু তিষ্ঠ সবিতঃ শ্রুধস্য হিরণ্যপাণে প্রভৃতাবৃতস্য।
ব্যুর্বীং পৃথ্বীমমতিং সৃজান আ নৃভ্যো মর্তভোজনং সুবানঃ ॥ ২
অপি ষ্টুতঃ সবিতা দেবো অস্তু যমা চিদ্বিশ্বে বসবো গৃণন্তি।
স নঃ স্তোমান্নমস্যশ্চনো ধাদ্বিশ্বেভিঃ পাতু পায়ুভির্নি সূরীন্ ॥ ৩
অভি যং দেব্যাদিতির্গৃণাতি সবং দেবস্য সবিতুর্জুষাণা।
অভি সম্রাজো বরুণো গৃণন্ত্যভি মিত্রাসো অর্যমা সজোষাঃ ॥ ৪
অভি যে মিথো বনুষঃ সপন্তে রাতিং দিবো রাতিষাচঃ পৃথিব্যা।
অহির্বুধ্ন্য উত নঃ শৃণোতু বরূত্র্যেকধেনুভির্নি পাতু ॥ ৫
অনু তন্নো জাস্পতির্মংসীষ্ট রত্নং দেবস্য সবিতুরিয়ানঃ।
ভগমুগ্রোঽবসে জোহবীতি ভগমনুগ্রো অধ যাতি রত্নম্ ॥ ৬
শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষু দেবতাতা মিতদ্রবঃ স্বর্কাঃ।
জম্ভয়ন্তোঽহিং বৃকং রক্ষাংসি সনেম্যস্মদ্‌যুয়বন্নমীবাঃ ॥ ৭
বাজেবাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
অস্য মধ্বঃ পিবতু মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। সবিতাদেব যে হিরণ্ময়ী প্রভা আশ্রয় করেন, সে প্রভাকে উদগত করছেন। সবিতাদেব মনুষ্যের হবনীয়। বহুধনবিশিষ্ট সবিতা স্তোতাগণকে রমণীয় ধন দান করেন। ২। হে দেব সবিতা! উদগত হও। হে হিরণ্যপাণি! বিস্তীর্ণ ও প্রথিত প্রভা প্রদান করে এবং মানুষদের ভোগযোগ্য ধন নেতাগণের উদ্দেশে প্রেরণ করে যজ্ঞ আরব্ধ হলে, তুমি আমাদের স্তোত্র শোন। ৩। সবিতা দেবতা আমাদের দ্বারা স্তুত হোন। সকল দেবগণ যে সবিতাকে স্তব করছে, সকলের পূজার্হ সে সবিতা আমাদের স্তোম ও অন্ন ধারণ করুন। সর্বপ্রকার পালন কার্য-দ্বারা স্তোতাগণকে পালন করুন। ৪। দেবী অদিতি, সবিতাদেবের অনুজ্ঞানুসারে স্তব করেন, শোভমান বরুণাদি দেবগণ সবিতার স্তব করেন, মিত্রাদি এবং সমান প্রীতিযুক্ত অর্যমা তাঁর স্তব করেন। ৫। দানদক্ষ ভজনশীল যজমান পরস্পর মিলিত হয়ে দ্যুলোক ও ভূলোকের মিত্রভূত সবিতার পরিচর্যা করেন। অহির্বুধ্ন্য আমাদের স্তোত্র শুনুন। বাগ্দেবীও আমাদের অভিমুখে ধেনুগণদ্বারা আমাদের পালন করুন। ৬। প্রজাপালক সবিতা আমাদের প্রার্থনানুসারে তার সে রমণীয় ধন প্রাপ্ত অনুমোদন করুন। ওজস্বী স্তোতা আমাদের রক্ষণার্থে ভগনামক দেবতাকে বার বার আহ্বান করছে। অসমর্থ স্তোতা রত্ন যাচ্ঞা করছেন। ৭। যজ্ঞকালে আমাদের স্তোত্র পরিমিত পথবিশিষ্ট ও সুন্দর অন্নযুক্ত, বাজীনামক দেবগণ আমাদের সুখপ্রদ হোন। এ দেবগণ অদাতা হন্তা ও রাক্ষসগণকে হিংসা করে পুরাতন রোগ সকলকে আমাদের নিকট হতে পৃথক করুন। ৮। হে বাজিগণ!

তোমরা মেধাবী, মরণরহিত ও সত্যজ্ঞ হয়ে ধনের নিমিত্ত সকল দ্বন্দ্বে আমাদের পালন কর। এ সোম পান কর ও প্রমত্ত হও। পরে তৃপ্ত হয়ে দেবযান পথে গমন কর।

৩৯ সূক্ত ।। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমতিং বস্বো অশ্রেৎ প্রতীচী জূর্ণির্দেবতাতিমেতি।
ভেজাতে অদ্রী রথ্যেব পন্থামৃতং হোতা ন ইষিতো যজাতি ॥ ১
প্র বাবৃজে সুপ্রয়া বর্হিরেষমা বিশ্পতীব বীরিট ইযাতে।
বিশামক্তোরুষসঃ পূর্বহূতৌ বায়ুঃ পূষা স্বস্তয়ে নিযুত্বান্ ॥ ২
জ্ময়া অত্র বসবো রন্ত দেবা উরাবন্তরিক্ষে মর্জয়ন্ত শুভ্রাঃ।
অর্বাক্পথ উরুজ্রয়ঃ কৃণুধ্বং শ্রোতা দূতস্য জগ্মুষো নো অস্য ॥ ৩
তে হি যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াস ঊমাঃ সধস্থং বিশ্বে অভি সন্তি দেবাঃ।
তাঁ অধ্বর উশতো যক্ষ্যগ্নে শ্রুষ্টী ভগং নাসত্যা পুরন্ধিম্ ॥ ৪
আগ্নে গিরো দিব আ পৃথিব্যা মিত্রং বহ বরুণমিন্দ্রমগ্নিম্।
আর্যমণমদিতিং বিষ্ণুমেষাং সরস্বতী মরুতো মাদয়ন্তাম্ ॥ ৫
ররে হব্যং মতিভির্যজ্ঞিয়ানাং নক্ষৎকামং মর্ত্যানামসিন্বন্।
ধাতা রয়িমাবিদস্যং সদাসাং সক্ষীমহি যুজ্যেভির্নু দেবৈঃ ॥ ৬
নূ রোদসী অভিষ্টুতে বসিষ্ঠৈর্ঋতাবানো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
যচ্ছন্তু চন্দ্রা উপমং নো অর্কং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। অগ্নি উন্মুখ হয়ে স্তোতার সুস্তুতি সেবা করুন। সকলের জরাপ্রদাত্রী ঊষাদেবী অভিমুখী হয়ে যজ্ঞে গমন করেন। আদর বিশিষ্ট পত্নী ও যজমান রথিদ্বয়ের ন্যায় যজ্ঞমার্গ সেবা করছেন। আমাদের হোতা সংপ্রেষিত হয়ে যজ্ঞ করছেন। ২। এঁদের সু অন্নযুক্ত বর্হি পাওয়া যাচ্ছে, ইদানীং প্রজাপালক নিযুক্ত বায়ু ও পূষা প্রজাগণের মঙ্গলার্থে রাত্রি প্রত্যুষ হবার পূর্বকালীন আহ্বানপ্রাপ্ত হয়ে অন্তরীক্ষে আসেন। ৩। বসুনামক দেবগণ এ যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষস্থিত দীপ্যমান মরুদগণের সেবা করেন। হে প্রভূতগামী বসু ও মরুদগণ! তোমার পথ আমাদের অভিমুখ কর। আমাদের দূত তোমাদের নিকট গিয়েছে। তোমরা তার আহ্বান শোন। ৪। প্রসিদ্ধ যজ্ঞার্হ রক্ষাকারী বিশ্বদেবগণ যজ্ঞস্থানে আসেন। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে অভিলাষবিশিষ্ট দেবগণের উদ্দেশে যাগ কর। ভগ, অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্রকে শীঘ্র পূজো কর। ৫। হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোক হতে স্তুতি-যোগ্য মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অর্যমা, অদিতি ও বিষ্ণুকে আমাদের যজ্ঞে আহ্বান কর। পৃথিবী হতেও আহ্বান কর, সরস্বতীও মরুদগণ হৃষ্ট হোন। ৬। আমরা যজ্ঞার্হ দেবগণের উদ্দেশে স্তুতির সাথে হব্য প্রদান করছি। অগ্নি আমাদের অভিলাষের প্রতিবন্ধক না হয়ে যজ্ঞ ব্যাপ্ত করছেন। হে দেবগণ! তোমরা অনুপেক্ষণীয় ও সর্বদা সম্ভজনীয় ধন দান কর। অদ্য আমরা সহায়ভূত দেবগণের সাথে মিলিত হব। ৭। অদ্য দ্যাবাপৃথিবী বসিষ্ঠগণের দ্বারা সর্বতোভাবে স্তুত হলেন। যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হলেন। আহ্লাদকর দেবগণ আমাদের অর্চনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪০ সূক্ত ।। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ও শ্রুষ্টির্বিদথ্যা সমেতু প্রতি স্তোমং দধীমহি তুরাণাম্।
যদদ্য দেবঃ সবিতা সুবাতি স্যামাস্য রত্নিনো বিভাগে ॥ ১

মিত্রস্তন্নো বরুণো রোদসী চ দ্যুভক্তমিন্দ্রো অর্যমা দদাতু।
দিদেষ্টু দেব্যদিতী রেক্ণো বায়ুশ্চ যন্নিয়ুবৈতে ভগশ্চ ॥ ২
সেদুগ্রো অস্তু মরুতঃ স শুষ্মী যং মর্ত্যং পৃষদশ্বা অবাথ।
উতেমগ্নিঃ সরস্বতী জুনন্তি ন তস্য রায় পর্যেতাস্তি ॥ ৩
অয়ং হি নেতা বরুণ ঋতস্য মিত্রো রাজানো অর্যমাপো ধুঃ।
সুহবা দেব্যদিতিরনর্বা তে নো অংহো অতি পর্ষন্নরিষ্টান্ ॥ ৪
অস্য দেবস্য মীড়্হুষো বয়া বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবির্ভিঃ।
বিদে হি রুদ্রো রুদ্রিয়ং মহিত্বং যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ ॥ ৫
মাত্র পূষন্নাঘৃণ ইরস্যো বরূত্রী যদ্রাতিষাচশ্চ রাসন্।
ময়োভুবো নো অর্বন্তো নি পান্তু বৃষ্টিং পরিজ্মা বাতো দদাতু ॥ ৬
নূ রোদসী অভিষ্টুতে বসিষ্ঠৈর্ঋতাবানো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
যচ্ছন্তু চন্দ্রা উপমং নো অর্কং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে দেবগণ! তোমাদের চিত্তদ্বারা সম্পাদনীয় সুখ আমাদের নিকট আসুক। আমরা বেগবান দেবগণের উদ্দেশে স্তোত্র করি। এক্ষণে সবিতা যে ধন প্রেরণ করেন, আমরা রত্নবিশিষ্ট সবিতার সে ধন গ্রহণ করব। ২। মিত্র, বরুণ ও দ্যাবাপৃথিবী আমাদের সে ধন দান করুন। ইন্দ্র ও অর্যমা আমাদের দ্যুতিমান স্তোতাগণের সেবিত ধন প্রদান করুন। বায়ু ও ভগ যে ধন আমাদের প্রতি যোজনা করেন, দেবী অদিতি ধন দান আজ্ঞা করুন। ৩। হে পৃষদশ্ব মরুদগণ! যে মর্ত্যকে তোমরা রক্ষা কর, সে ওজস্বী হোক, সে বলবান হোক। অগ্নি ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবগণ যজমানকে প্রবর্তিত করছেন, এ যজমানের ধনের কেউ বিনাশক নেই। ৪। যজ্ঞের প্রাপয়িতা এ বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সকলের সামর্থবিশিষ্ট, এরা আমাদের যজ্ঞকর্ম ধারণ করছেন। অপ্রতিরুদ্ধা, দ্যুতিমতী অদিতি শোভন আহ্বানবিশিষ্টা। তাঁরা সকলে যাতে আমাদের বাধা না হয়, এ রূপে পাপ হতে উদ্ধার করুন। ৫। অন্য দেবগণ যজ্ঞে হব্যদ্বারা প্রাপণীয়, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর শাখাস্বরূপ। রুদ্র রুদ্রীয় মহিমা প্রদান করেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের হব্যযুক্ত গৃহে এস। ৬। সকলের বরণীয়া সরস্বতী ও দানদক্ষা দেবপত্নীগণ যে ধন আমাদের দান করেন, হে দীপ্তিযুক্তা পূষা! এ দানে বাধা দিও না। সুখপ্রদ, গমনশীল দেবগণ আমাদের পালন সর্বত্রগামী বায়ু বৃষ্টির জল প্রদান করুন। ৭। অদ্য দ্যাবাপৃথিবী দেব সর্বতোভাবে স্তুত হলেন। যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তু আহ্লাদকর দেবগণ আমাদের অর্চনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তো আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪১ সূক্ত ॥ প্রথম ঋক ইন্দ্রাদি দেবতা; দ্বিতীয় অবধি পাঁচটির ভগ দে সপ্তমটির ঊষা দেবতা। এর নাম ভগসূক্ত। বসিষ্ঠ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টু

প্রাতরগ্নিং প্রাতরিন্দ্রং হবামহে প্রাতর্মিত্রাবরুণা প্রাতরশ্বিনা।
প্রাতর্ভগং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং প্রাতঃ সোমমুত রুদ্রং হুবেম ১
প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধর্তা।
আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্রাজা চিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ ॥ ২
ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদন্নঃ।
ভগ প্র ণো জনয় গোভিরশ্বৈর্ভগ প্র নৃভির্নৃবন্তঃ স্যাম ৩

উতেদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্ ।
উতোদিতা মঘবন্ত্সূর্যস্য বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম ॥ ৪
ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবাস্তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম ।
তং ত্বা ভগ সর্ব ইজ্জোহবীতি স নো ভগ পুরএতা ভবেহ ॥ ৫
সমধ্বরায়োষসো নমন্ত দধিক্রাবেব শুচয়ে পদায় ।
অর্বাচীনং বসুবিদং ভগং নো রথমিবাশ্বা বাজিন আ বহন্তু ॥ ৬
অশ্বাবতীর্গোমতীর্ন উষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছন্তু ভদ্রাঃ ।
ঘৃতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রপীতা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১ । আমরা প্রাতকালে অগ্নিকে আহ্বান করি, প্রাতকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, প্রাতকালে মিত্র ও বরুণকে আহ্বান করি, প্রাতকালে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করি, প্রাতকালে ভগকে, পূষাকে ও ব্রহ্মণস্পতিকে স্তব করি, প্রাতকালে সোম ও রুদ্রকে স্তব করি । ২ । যিনি জগতের ধারক, জয়শীল উগ্র অদিতির পুত্র সে ভগ-দেবতাকে প্রাতকালেই আহ্বান করব । দরিদ্র স্তোতা এবং ধনশালী রাজা উভয়েই ভগদেবকে স্তুতি করে, 'আমায় ভজনীয় ধন দাও' বলে যাচ্ঞা করে । ৩ । হে ভগ ! তুমি প্রকৃষ্ট নেতা । হে ভগ ! তুমি সত্যধন । তুমি আমাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করে আমাদের স্তুতি সফল কর । হে ভগ ! তুমি আমাদের গো ও অশ্বদ্বারা প্রবৃদ্ধ কর । হে ভগ ! আমরা নেতাগণদ্বারা মনুষ্যবান হব । ৪ । আরও আমরা যেন ইদানীং ভগবান হতে পারি, দিবসের প্রারম্ভে ও মধ্যেও যেন ভগবান হতে পারি । আরও হে মঘবন ! সূর্যের উদয়ে আমরা যেন ইন্দ্রাদির অনুগ্রহ লাভ করতে পারি । ৫ । হে দেবগণ ! ভগই ভগবান হোন । আমরা ভগের অনুগ্রহেই ভগবান হব । হে ভগ ! সকলেই তোমায় বার বার আহ্বান করেন । হে ভগ ! তুমি এ যজ্ঞে আমাদের অগ্রগামী হও । ৬ । শুদ্ধস্থানের উদ্দেশে দধিক্রাবার ন্যায় ঊষাদেবতা আমাদের যজ্ঞে আসুন । বেগবান অশ্ব রথের ন্যায় ঊষাদেবতা ধনপ্রদ ভগদেবকে আমাদের অভিমুখে আনুন । ৭ । সর্বগুণে প্রবৃদ্ধ ভজনীয় ঊষাদেবতা-গণ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও বীরবিশিষ্ট হয়ে জলসেক করে সর্বদা আমাদের নৈশ তমো নাশ করুন । তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৪২ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

প্র ব্রহ্মাণো অঙ্গিরসো নক্ষন্ত প্র ক্রন্দনুর্নভন্যস্য বেতু ।
প্র ধেনব উদপ্রুতো নবন্ত যুজ্যাতামদ্রী অধ্বরস্য পেশঃ ॥ ১
সুগস্তে অগ্নে সনবিত্তো অধ্বা যুংক্ষ্বা সুতে হরিতো রোহিতশ্চ ।
যে বা সদ্মন্নরুষা বীরবাহো হুবে দেবানাং জনিমানি সত্তঃ ॥ ২
সমু বো যজ্ঞং মহয়ন্নমোভিঃ প্র হোতা মন্দ্রো রিরিচ উপাকে ।
যজস্ব সু পুর্বণীক দেবানা যজ্ঞিয়ামরমতিং ববৃত্যাঃ ॥ ৩
যদা বীরস্য রেবতো দুরোণে স্যোনশীরতিথিরাচিকেতৎ ।
সুপ্রীতো অগ্নিঃ সুধিতো দম আ স বিশে দাতি বার্যমিয়ত্যৈ ॥ ৪
ইমং নো অগ্নে অধ্বরং জুষস্ব মরুৎস্বিন্দ্রে যশসং কৃধী নঃ ।
আ নক্তা বর্হিঃ সদতামুষামোশন্তা মিত্রাবরুণা যজেহ ॥ ৫
এবাগ্নিং সহস্যং বসিষ্ঠো রায়স্কামো বিশ্বপ্সুস্য স্তৌৎ ।
ইষং রয়িং পপ্রথদ্বাজমস্মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । স্তোতা অঙ্গিরাগণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হোন । পর্জন্য আমাদের স্তোত্র

বিশেষরূপে ইচ্ছা করুন। প্রীতিদায়িনী নদীগণ জলসেচন করে গমন করুন। আদরবিশিষ্টা পত্নী ও যজমান যজ্ঞের রূপ যোজনা করুন। ২। হে অগ্নি! তোমার চিরলব্ধ পথ সুগম হোক। যে হরিৎ ও রোহিতগণ যজ্ঞগৃহে তোমার ন্যায় বীরকে বহন করে শোভা পায়, তাদের রথে যোজনা কর। আমি উপবিষ্ট হয়ে দেবগণকে আহ্বান করছি। ৩। হে দেবগণ! নমস্কারযুক্ত এ স্তোতাগণ তোমাদের যজ্ঞ সম্যকরূপে পূজা করে। আমাদের সমীপস্থিত স্তুতিশীল হোতা সর্বাপেক্ষা উত্তম। হে যজমান! তুমি দেবগণকে সুন্দররূপে যজ্ঞ কর। হে বহুতেজস্বিন! তুমি যজ্ঞার্থে ভূমিকে আবর্তিত কর। ৪। সকলের অতিথি অগ্নি, যখন বীর ধনবানের গৃহে সুখে শায়িত দৃষ্ট হন, যখন অগ্নি গৃহে সুনিহিত হয়ে প্রীত হন, তখন তিনি নিকটগামী প্রজাকে বরণীয় ধন দান করেন। ৫। অগ্নি আমাদের এ যজ্ঞ সেবা কর। ইন্দ্র ও মরুদগণের মধ্যে আমাদের যশোযুক্ত কর। রাত্রি ও উষাকালে বর্হিতে উপবেশন কর। যজ্ঞাভিলাষী মিত্র ও বরুণকে এ যজ্ঞে পূজা কর। ৬। বসিষ্ঠ ধনাভিলাষী হয়ে এ প্রকারে বলের পুত্র অগ্নিকে বহুরূপবিশিষ্ট ধনলাভার্থে স্তুতি করেছিলেন। অগ্নি আমাদের অন্ন, বল ও ধন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৩ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বো যজ্ঞেষু দেবয়ন্তো অর্চন্দ্যাবা নমোভিঃ পৃথিবী ইষধ্যৈ।
যেষাং ব্রহ্মাণ্যসমানি বিপ্রা বিষ্বগ্বিয়ন্তি বনিনো ন শাখাঃ ॥ ১
প্র যজ্ঞ এতু হেত্বো ন সপ্তিরুদ্যচ্ছধ্বং সমনসো ঘৃতাচীঃ।
স্তৃণীত বর্হিরধ্বরায় সাধূর্ধ্বা শোচীংষি দেবয়ূন্যস্থুঃ ॥ ২
আ পুত্রাসো ন মাতরং বিভৃত্রাঃ সানৌ দেবাসো বর্হিষঃ সদন্তু।
আ বিশ্বাচী বিদথ্যামনক্ত্বগ্নে মা নো দেবতাতা মৃধস্কঃ ॥ ৩
তে সীষপন্ত জোষমা যজত্রা ঋতস্য ধারাঃ সুদুঘা দুহানাঃ।
জ্যেষ্ঠং বো অদ্য মহ আ বসুনামা গন্তন সমনসো যতি ষ্ঠ ॥ ৪
এবা নো অগ্নে বিক্ষ্বা দশস্য ত্বয়া বয়ং সহসাবন্নাস্ক্রাঃ।
রায়া যুজা সধমাদো অরিষ্টা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। বৃক্ষের শাখার ন্যায় যে মেধাবিগণের স্তোত্র বিশেষরূপে চারদিকে গমন করে, সে দেবাভিলাষিগণ যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা তোমাদের পাবার জন্য বিশেষরূপে স্তব করছে, দ্যাবাপৃথিবীকেও স্তব করছে। ২। শীঘ্রগামী অশ্বের ন্যায় এ যজ্ঞে গমন করুন। তোমরা একমনে ঘৃতক্ষরণকারিণী স্রুক উত্তোলন কর। অধ্বরের জন্য সাধুবর্হি বিস্তীর্ণ কর। হে অগ্নি! তোমার দেবাভিলাষী কিরণসমূহ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বাস করুন। ৩। বিশেষরূপে প্রতিপালনীয় পুত্রগণ মাতার ক্রোড়ে যেরূপ উপবেশন করে, সেরূপ দেবগণ যজ্ঞের উন্নত প্রদেশে উপবেশন করুন। হে অগ্নি! জুহু তোমার যাগযোগ্য জ্বালা সম্যকরূপে সিক্ত করুক। তুমি যুদ্ধে আমাদের শত্রুগণের সহায়তা করো না। ৪। যজনীয় দেবগণ উদকের দোহন যোগ্য ধারা বর্ষণ করে পর্যাপ্তভাবে আমাদের পরিচর্যা স্বীকার করুন। হে দেবগণ! অদ্য ধনের মধ্যে যে পূজনীয় ধন আছে, তা আসুক। তোমরা সকলেও একমন হয়ে এস। ৫। হে অগ্নি! তুমি এ প্রকারে প্রজাগণের মধ্যে আমাদের ধন দাও। হে বলবন! আমরা তোমাকর্তৃক অপরিত্যক্ত হয়ে নিত্যযুক্ত ধনের সঙ্গ মত্ত ও অহিংসিত হব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৪ সূক্ত ।। দধিক্রা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

দধিক্রাং বঃ প্রথমমশ্বিনোষসমগ্নিং সমিদ্ধং ভগমূতয়ে হুবে ।
ইন্দ্রং বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিমাদিত্যান্দ্যাবাপৃথিবী অপঃ স্বঃ ॥ ১
দধিক্রামু নমসা বোধয়ন্ত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ ।
ইলাং দেবীং বর্হিষি সাদয়ন্তোঽশ্বিনা বিপ্রা সুহবা হুবেম ॥ ২
দধিক্রাবাণং বুবুধানো অগ্নিমুপ ব্রুব উষসং সূর্যং গাম্ ।
ব্রধ্নং মাংশ্চতোর্বরুণস্য বভ্রুং তে বিশ্বাস্মদ্দুরিতা যাবয়ন্তু ॥ ৩
দধিক্রাবা প্রথমো বাজ্যর্বাগ্রে রথানাং ভবতি প্রজানন্ ।
সংবিদান উষসা সূর্যেণাদিত্যেভির্বসুভিরঙ্গিরোভিঃ ॥ ৪
আ নো দধিক্রাঃ পথ্যামনক্ত্বৃতস্য পন্থামন্বেতবা উ ।
শৃণোতু নো দৈব্যং শর্ধো অগ্নিঃ শৃণ্বন্তু বিশ্বে মহিষা অমূরাঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১ । তোমাদের রক্ষার্থে প্রথমে দধিক্রাকে আহ্বান করি । তদনন্তর অশ্বিদ্বয়, ঊষা সমিদ্ধ অগ্নি ও ভগকে আহ্বান করি । ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, আদিত্যগণ, দ্যাবাপৃথিবী, জল, দেবতা ও সূর্যকে আহ্বান করি । ২ । স্তোত্রদ্বারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবর্তিত করে আমরা যজ্ঞের উপক্রমে কুশোপরি ইলাদেবীকে স্থাপন করে শোভন আহ্বানযুক্ত মেধাবী অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি । ৩ । আমি দধিক্রাকে প্রবোধিত করে অগ্নি, ঊষা, সূর্য ও ভূমির স্তব করি । আমি শত্রু বিনাশকারী বরুণের মহৎ পিঙ্গলবর্ণ অশ্বকে স্তব করি, সে দেবগণ সমস্ত পাপ আমা হতে পৃথক করুন । ৪ । অশ্ব মুখ্য, শীঘ্রগামী, গমনশীল দধিক্রাবা সম্যকরূপে জ্ঞাতব্য অবগত হয়ে ঊষা, সূর্য, আদিত্যগণ, বসুগণ, অঙ্গিরাগণের সাথে এক মত হয়ে রথের অগ্রে লগ্ন হন । ৫ । দধিক্রা (অশ্বরূপ দেবতা) সত্যের পথে অনুগামী আমাদের পথ সিক্ত করুন । দৈববলী অগ্নি ও বিজ্ঞ দেবগণ আমাদের আহ্বান শুনুন ।

৪৫ সূক্ত ।। সবিতা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

আ দেবো যাতু সবিতা সুরত্নোঽন্তরিক্ষপ্রা বহমানো অশ্বৈঃ ।
হস্তে দধানো নর্যা পুরূণি নিবেশয়ঞ্চ প্রসুবঞ্চ ভূম ॥ ১
উদস্য বাহূ শিথিরা বৃহন্তা হিরণ্যয়া দিবো অন্তাঁ অনষ্টাম্ ।
নূনং সো অস্য মহিমা পনিষ্ট সূরশ্চিদস্মা অনু দাদপস্যাম্ ॥ ২
স ঘা নো দেবঃ সবিতা সহাবা সাবিষদ্বসুপতির্বসূনি ।
বিশ্রয়মাণো অমতিমরূচীং মর্তভোজনমধ রাসতে নঃ ॥ ৩
ইমা গিরঃ সবিতারং সুজিহ্বং পূর্ণগভস্তিমীলতে সুপাণিম্ ।
চিত্রং বয়ো বৃহদস্মে দধাতু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১ । রত্নবিশিষ্ট, অন্তরিক্ষের পূরক এবং অশ্বকর্তৃক উহ্যমান সবিতাদেব মনুষ্যের হিতকর বহুধন হস্তে ধারণ করে ভূতগণকে স্বস্থানে ধারণ ও স্বকার্যে পাঠিয়ে আসুন । ২ । শিথিল এবং বৃহৎ হিরণ্ময় বাহুদ্বারা অন্তরিক্ষের অন্তসমূহকে ব্যাপ্ত করুক । আমরা অদ্য সবিতার সে মহিমার স্তুতি করি । সূর্যও সবিতাকে কর্মেচ্ছা প্রদান করুন । ৩ । তেজোবিশিষ্ট বসুপতি সবিতাদেবই আমাদের উদ্দেশে ধন প্রেরণ করুন । তিনি বহুবিস্তীর্ণরূপ ধারণ করে আমাদের মানুষের ভোগযোগ্য ধন দান করুন । ৪ । এ স্তুতিসমূহ উত্তম জিহ্বাযুক্ত এবং ধনপূর্ণ হস্তযুক্ত সবিতাকে স্তব করছে । তিনি আমাদের বিচিত্র বৃহৎ অন্নদান করুন । তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৪৬ সূক্ত ।। রুদ্র দেবতা বসিষ্ঠ ঋষি । জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাম্নে ।
অষাঢ়্হায় সহমানায় বেধসে তিগ্মায়ুধায় ভরতা শৃণোতু নঃ ॥ ১
স হি ক্ষয়েণ ক্ষম্যস্য জন্মনঃ সাম্রাজ্যেন দিব্যস্য চেতিত ।
অবন্নবন্তীরুপ নো দুরশ্চরানমীবো রুদ্র জাসু নো ভব ॥ ২
যা তে দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি ক্ষ্ময়া চরতি পরি সা বৃণক্তু নঃ ।
সহস্রং তে স্বপিবাত ভেষজা মা নস্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ ॥ ৩
মা নো বধী রুদ্র মা পরা দা মা তে ভূম প্রসিতৌ হীলিতস্য ।
আ নো ভজ বর্হিষি জীবশংসে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। স্থিরকার্মুক, শীঘ্রগামী, বাণবিশিষ্ট, অন্নবান, কারও দ্বারা অনভিভূত, সকলের অভিভবকর এবং তীক্ষ্ণাস্ত্র বিধানকারী রুদ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর। তিনি শুনুন। ২। পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থ জনের ঐশ্বর্যদ্বারা তাঁকে জানতে পারা যায়। হে রুদ্র! তোমার স্তবকারী আমাদের প্রজাগণকে পালন করে আমাদের গৃহে যাও। আমাদের রোগ দিও না। ৩। অন্তরিক্ষ হতে বিমুক্ত তোমার যে বিদ্যুৎ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, সে আমাদের পরিত্যাগ করুক। হে স্বপিবাত! তোমার সহস্র ভেষজ আছে, আমাদের পুত্র বা পৌত্রের প্রতি হিংসা করো না। ৪। হে রুদ্র! আমাদের হিংসা করো না, আমাদের ত্যাগ করো না। তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে যে বন্ধন কর, আমরা যেন তাতে না থাকি, জীবগণের প্রশংসাযোগ্য যজ্ঞে আমাদের ভাগী কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৭ সূক্ত ।। অপ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আপো যং বঃ প্রথমং দেবয়ন্ত ইন্দ্রপানমূর্মিমকৃণ্বতেলঃ ।
তং বো বয়ং শুচিমরিপ্রমদ্য ঘৃতপ্রুষং মধুমন্তং বনেম ॥ ১
তমূর্মিমাপো মধুমত্তমং বোঽপাং নপাদবত্বাশুহেমা ।
যস্মিন্নিন্দ্রো বসুভির্মাদয়াতে তমশ্যাম দেবয়ন্তো বো অদ্য ॥ ২
শতপবিত্রাঃ স্বধয়া মদন্তীর্দেবীর্দেবানামপি যন্তি পাথঃ ।
তা ইন্দ্রস্য ন মিনন্তি ব্রতানি সিন্ধুভ্যো হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥ ৩
যাঃ সূর্যো রশ্মিভিরাততান যাভ্য ইন্দ্রো অরদদ্গাতুমূর্মিম্ ।
তে সিন্ধবো বরিবো ধাতনা নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে অপ দেবতা! দেবাভিলাষিগণ ইন্দ্রের পাতব্য, ভূমিসম্ভূত, যে তোমাদের সোমরস প্রথমে সংস্কৃত করেছে, সে শুচি, পাপরহিত, বৃষ্টিজলাসেকী, মধুর রসযুক্ত সোমরস আমরাও সেবন করব। ২। হে অপ দেবতা! শীঘ্রগতি অপাংনপাৎ দেবতা তোমাদের সে মধুমত্তম প্রসিদ্ধ ঊর্মি পালন করুন। ইন্দ্র যাতে বসুগণের সাথে মত্ত হন, আমরা দেবাভিলাষী হয়ে অদ্য তোমাদের সে ঊর্মি প্রাপ্ত হব। ৩। বহু পবিত্র রূপবিশিষ্ট অন্নদ্বারা লোকের হর্ষ উৎপাদক ও দ্যোতমান জল দেবগণের স্থানে প্রবেশ করেন। তাঁরা ইন্দ্রের কর্ম হিংসা করেন না। তোমরা সিন্ধুগণের উদ্দেশে ঘৃতযুক্ত হব্য হোম কর। ৪। সূর্য রশ্মিদ্বারা যে অপসমূহকে বিস্তীর্ণ করেন, যাদের জন্য ইন্দ্র গমনযোগ্য পথ বিদীর্ণ করেছেন; হে সিন্ধুগণ! সে তোমরা আমাদের ধন ধারণ কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৮ সূক্ত ।। ঋভু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঋভুক্ষণো বাজা মাদয়ধ্বমস্মে নরো মঘবানঃ সুতস্য।
আ বোঽর্বাচঃ ক্রতবো ন যাতাং বিভ্বো রথং নর্যং বর্তয়ন্তু ॥ ১
ঋভুর্ঋভুভিরভি বঃ স্যাম বিভ্বো বিভুভিঃ শাবসা শবাংসি।
বাজো অস্মাঁ অবতু বাজসাতাবিন্দ্রেণ যুজা তরুষেম বৃত্রম্ ॥ ২
তে চিদ্ধি পূর্বীরভি সন্তি শাসা বিশ্বাঁ অর্য উপরতাতি বন্বন্।
ইন্দ্রো বিভ্বাং ঋভুক্ষা বাজো অর্যঃ শত্রোর্মিথত্যা কৃণবন্বি নৃম্ণম্ ॥ ৩
নূ দেবাসো বরিবঃ কর্তনা নো ভূত নো বিশ্বেঽবসে সজোষাঃ।
সমস্মে ইষং বসবো দদীরন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে নেতা ধনবান ঋভুগণ! তোমরা আমাদের সোমপানে প্রমত্ত হও। তোমরা যাচ্ছ, তোমাদের কর্মনেতা সমর্থ অশ্বগণ আমাদের অভিমুখী হয়ে মনুষ্য হিতকর রথ আবর্তিত করুক। ২। হে ঋভুগণ! আমরা তোমাদের দ্বারা প্রথিত। তোমরা সমর্থ; তোমাদের সাহায্যে সমর্থ হয়ে তোমাদের বলে শত্রুবল অভিভব করব। বাজ আমাদের যুদ্ধে রক্ষা করুন। ইন্দ্রকে সহায় পেয়ে আমরা বৃত্রের হস্ত হতে উত্তীর্ণ হব। ৩। ইন্দ্র ও ঋভুগণ আমাদের বহুতর শত্রু সেনা আজ্ঞাদ্বারা অভিভব করেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে সমস্ত শত্রুগণকে হিংসা করেন। বিদ্যা, ঋভুক্ষ ও বাজ ও ইন্দ্র আর্য হয়ে মথনদ্বারা শত্রু বল বিকৃত করেন। ৪। হে দ্যোতমান ঋভুগণ! তোমরা অদ্য আমাদের ধন দাও। হে সমস্ত ঋভুগণ! তোমরা প্রীত হয়ে আমাদের রক্ষণার্থে হও। বসু ঋভুগণ আমাদের অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৯ সূক্ত ।। অপ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ।
ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ১
যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ২
যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্।
মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীবিহ মামবন্তু ॥ ৩
যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবা যাসূর্জং মদন্তি।
বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ৪

অনুবাদ : ১। সমুদ্র যে অপসমূহের জ্যেষ্ঠ, সর্বদাগমনশীল ও শোধয়িতা, সে অপসমূহ অন্তরীক্ষের মধ্য হতে গমন করেন। বজ্রধারী অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যে অপসমূহকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারা এ স্থানে আমায় রক্ষা করুন। ২। যে অপ-সমূহ অন্তরিক্ষে উৎপন্ন হয়, অথবা যা প্রবাহিত হয়ে খননদ্বারা যাদের লাভ করা যায়, যা স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, দীপ্তিযুক্ত পবিত্রকর সে অপদেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন। ৩। যে অপসমূহের স্বামী বরুণ জলসমূহ মধ্যে সত্য ও মিথ্যার সাক্ষী স্বরূপ হয়ে মধ্যম লোকে গমন করেন, মধুক্ষারিণী-দীপ্তিযুক্ত, শোধয়িতা, সে অপ দেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন। ৪। যাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাতে সোম বাস করেন, যাতে বিশ্বদেবগণ অন্ন পেয়ে প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অগ্নি যাতে প্রবিষ্ট হয়েছেন, সে দ্যুতিমান অপ সমূহ আমায় রক্ষা করুন।

৫০ সূক্ত ॥ (১)প্রথম ঋকের মিত্র ও বরুণ দেবতা ; দ্বিতীয়ের অগ্নি দেবতা । তৃতীয়ের বৈশ্বানর । চতুর্থের নদী দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । জগতী, শক্করী ছন্দ ।

আ মাং মিত্রাবরুণেহ রক্ষতং কুলায়য়দ্বিশ্বযন্মা ন আ গন্ ।
অজকাবং দুর্দৃশীকং তিরোদধে মা মাং পদ্যেন রপসা বিদত্ত্সরুঃ ॥ ১
যদ্বিজামন্পরুষি বন্দনং ভুবদষ্ঠীবন্তৌ পরি কুলফৌ চ দেহৎ ।
অগ্নিষ্টচ্ছোচন্নপ বাধতামিতো মা মাং পদ্যেন রপসা বিদত্ত্সরুঃ ॥ ২
যচ্ছল্মলৌ ভবতি যন্নদীষু যদোসধীভ্যঃ পরি জায়তে বিষম্ ।
বিশ্বে দেবা নিরিতস্তৎসুবন্তু মা মাং পদ্যেন রপসা বিদত্ত্সরুঃ ॥ ৩
যাঃ প্রবতো নিবত উদ্বত উদন্বতীরনুদকাশ্চ যাঃ ।
তা অস্মভ্যং পয়সা পিন্বমানাঃ শিবা দেবীরশিপদা ভবন্তু সর্বা
নদ্যো অশিমিদা ভবন্তু ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১ । হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা এখানে আমাদের রক্ষা কর । কুলায়কারী ও সর্বদা বর্ধমান বিষ আমাদের অভিমুখে যেন না আসে, অজকানামক রোগবিশিষ্ট দুর্দর্শন বিষ বিনষ্ট হোক । ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে জানতে না পারে । ২ । যে বন্দন নামক বিষ নানা জন্মে বৃক্ষাদির পর্বস্থানে উদ্ভূত হয়, যে বিষ জানু ও গুলফ স্ফীত করে. দীপ্তিমান অগ্নিদেব, এ ব্যক্তির নিকট হতে সে বিষ দূরীকৃত করুন । ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে জানতে না পারে । ৩ । যে বিষ শাল্মলীতে উৎপন্ন হয়, যা নদীজলে ওষধি হতে উৎপন্ন হয়, বিশ্বদেবগণ সে বিষ আমাদের নিকট হতে দূর করে দিন । ছদ্মগামী সর্প যেন পদশব্দের দ্বারা আমাকে জানতে না পারে । ৪ । যে নদীগণ প্রবল দেশে গমন করে, যারা নিম্নদেশে গমন করে, যারা উন্নত দেশে গমন করে, যে নদী সকল উদকবিশিষ্ট ও যারা অনুদক জলদ্বারা জগৎ আপ্যায়িত করে, সে দ্যুতিমান নদীসকল আমাদের শ্রীপদ রাগ নিবারণ করে কল্যাণকর হোক । আরও সে নদী সকল অহিংসাপ্রদ হোক ।

টীকা ঃ ১ । সূক্তটি "ওঝার মন্ত্র" স্বরূপ । ৯ম ও ২য় মণ্ডলের শেষ সূক্তগুলি দেখুন ।

৫১ সূক্ত ॥ আদিত্য দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

আদিত্যানামবসা নূতনেন সক্ষীমহি শর্মনা শন্তমেন ।
অনাগাস্ত্বে অদিতিত্বে তুরাস ইমং যজ্ঞং দধতু শ্রোষমাণাঃ ॥ ১
আদিত্যাসো অদিতির্মাদয়ন্তাং মিত্রো অর্যমা বরুণো রজিষ্ঠাঃ ।
অস্মাকং সন্তু ভুবনস্য গোপাঃ পিবন্তু সোমমবসে নো অদ্য ॥ ২
আদিত্যা বিশ্বে মরুতশ্চ বিশ্বে দেবাশ্চ বিশ্ব ঋভবশ্চ বিশ্বে ।
ইন্দ্রো অগ্নিরশ্বিনা তুষ্টুবানা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১ । আমরা যেন আদিত্য দেবগণের আশ্রয় লাভ করে নূতন সুখকর গৃহ প্রাপ্ত হই । ত্বরান্বিত আদিত্যগণ আমাদের স্তোত্র সকল শ্রবণ করে এ যজ্ঞকারীকে অনপরাধ ও অদীন করে দিন । ২ । আদিত্যগণ ও অদিতি ও অতিশয় ঋজুস্বভাব মিত্র, বরুণ ও অর্যমা প্রমত্ত হোন । ভুবনের রক্ষক দেবগণ আমাদের হোন । অদ্য আমাদের রক্ষার্থে সোম পান করুন । ৩ । আমরা সমস্ত আদিত্যগণ, সমস্ত মরুদগণ, সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত ঋভুগণ ও ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়ের স্তব করলাম । তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৫২ সূক্ত । আদিত্য দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আদিত্যাসো অদিতয়ঃ স্যাম পূর্দেবত্রা বসবো মর্তত্রা ।
সনেম মিত্রাবরুণা সনন্তো ভবেম দ্যাবাপৃথিবী ভবন্তঃ ॥ ১
মিত্রস্তন্নো বরুণো মামহন্ত শর্ম তোকায় তনয়ায় গোপাঃ ।
মা বো ভুজেমান্যজাতমেনো মা তৎকর্ম বসবো যচ্চয়ধ্বে ॥ ২
তুরণ্যবোঽঙ্গিরসো নক্ষন্ত রত্নং দেবস্য সবিতুরিয়ানাঃ ।
পিতা চ তন্নো মহান্যজত্রো বিশ্বে দেবাঃ সমনসো জুষন্ত ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। আমরা আদিত্য, আমরা অদিতি হব (১)। দেবগণের মধ্যে হে বসুগণ! মনুষ্যগণকে তোমরা পালন কর। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের সম্ভজনা করে ধন উপভোগ করব। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমরা যেন ভূতি বিশিষ্ট হই। ২। মিত্র ও বরুণ প্রমুখ রক্ষক আদিত্যগণ আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে সুখ প্রদান করুন। অন্যকৃত পাপ যেন আমাদের ভোগ করতে না হয়, তোমরা যে কর্ম করলে নাশ কর, হে বসুগণ, আমরা যেন সে কর্ম না করি। ৩। ত্বরাবান অঙ্গিরাগণ সবিতার নিকট যাচ্ঞা করে তার যে রমণীয় ধন ব্যাপ্ত করেছিলেন, যাগশীল মহান পিতা ও সমস্ত দেবগণ এক মনে সে ধন আমাদের প্রদান করুন।

টীকা ঃ ১। এখানেও বসিষ্ঠবংশীয়গণ সূর্যের সাথে সম্বন্ধ করছেন। ৭।৩৩।১ ঋকের টীকা দেখুন।

৫৩ সূক্ত ।। দ্যাবাপৃথিবী দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী নমোভিঃ সবাধ ঈলে বৃহতী যজত্রে ।
তে চিদ্ধি পূর্বে কবয়ো গৃণন্তঃ পুরো মহী দধিরে দেবপুত্রে ॥ ১
প্র পূর্বজে পিতরা নব্যসীভির্গীর্ভিঃ কৃণুধ্বং সদনে ঋতস্য ।
আ নো দ্যাবাপৃথিবী দৈব্যেন জনেন যাতং মহি বাং বরূথম্ ॥ ২
উতো হি বাং রত্নধেয়ানি সন্তি পুরূণি দ্যাবাপৃথিবী সুদাসে ।
অস্মে ধত্তং যদসদস্কৃধোয়ু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। যে মহতী ও দেবগণের জনয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্বতন স্তোতাগণ স্তুতি করে পুরোভাগে স্থাপন করেছিলেন, আমি সে যজনীয়া ও মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে ঋত্বিকগণের সম্বাধযুক্ত হয়ে যজ্ঞ ও নমস্কারের সঙ্গে স্তুতি করি। ২। হে স্তোতাগণ! তোমরা নব্য স্তুতিদ্বারা পূর্বপ্রজাতা এবং বিশ্বের পিতৃমাতৃভূতা দ্যাবা-পৃথিবীকে যজ্ঞস্থলের পুরোভাগে সংস্থাপিত কর। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদিগের মহৎ ও বরণীয় ধন দানার্থে দেবগণের সাথে আমাদের নিকট এস। ৩। হে দ্যাবা-পৃথিবী! তোমাদের দাসে দেয় বহু রমণীয় ধন আছে, তার মধ্যে যা অক্ষয় তাই আমাদের প্রদান কর। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা সর্বদা আমাদের কল্যাণের সঙ্গে পালন কর।

৫৪ সূক্ত ।। বাস্তোষ্পতি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বাস্তোষ্পতে প্রতি জানীহ্যস্মান্ত্স্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ ।
যত্ত্বেমহে প্রতি তন্নো জুষস্ব শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ১
বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো ।
অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব ॥ ২

বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সক্ষীমহি রণ্বয়া গাতুমত্যা।
পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ : ১। হে বাস্তোষ্পতে! (১) তুমি আমাদের প্রবোধিত কর, আমাদের নিবাস নীরোগ কর, আমরা যে ধন যাচ্ঞা করি তা প্রদান কর এবং আমাদের পুত্র পৌত্রাদি দ্বিপদ জনের ও গবাশ্বাদি চতুষ্পদবর্গের সুখকর হও। ২। হে বাস্তোষ্পতে! তুমি আমাদের ও আমাদের ধনের বর্ধয়িতা হও। তুমি সখা হলে আমরা গাভী ও অশ্বযুক্ত ও জরারহিত হব। পিতা যেরূপ পুত্রদের পালন করে, তুমি আমাদের সেরূপ পালন কর। ৩। হে বাস্তোষ্পতে! আমরা যেন তোমার সুখকর, রমণীয় ও ধনযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই। তুমি আমাদের প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বরণীয় ধন রক্ষা কর ও আমাদের কল্যাণের সাথে সর্বদা পালন কর।

টীকা : ১। বাস্তোষ্পতি গৃহের পালয়িতা দেবতা। ইনি সরমার কুলোদ্ভব, সে জন্য পরে সারমেয় নামে অভিহিত হয়েছেন।

৫৫ সূক্ত ॥ বাস্তোষ্পতি ও ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্। সখা সুশেব এধি নঃ ॥ ১
যদর্জুন সারমেয় দতঃ পিশঙ্গ যচ্ছসে।
বীবভ্রাজন্ত ঋষ্টয় উপ স্রক্কেষু বপ্সতো নি ষু স্বপ ॥ ২
স্তেনং রায় সারমেয় তস্করং বা পুনঃ সর।
স্তোতৃনিন্দ্রস্য রায়সি কিমস্মান্দুচ্ছুনায়সে নি ষু স্বপ ॥ ৩
ত্বং সূকরস্য দর্দৃহি তব দর্দর্তু সূকরঃ।
স্তোতৃনিন্দ্রস্য রায়সি কিমস্মান্দুচ্ছুনায়সে নি ষু স্বপ ॥ ৪
সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্পতিঃ।
সসন্তু সর্বে জ্ঞাতয়ঃ সস্ত্বয়মভিতো জনঃ ॥ ৫
য আস্তে যশ্চ চরতি যশ্চ পশ্যতি নো জনঃ।
তেষাং সং হন্মো অক্ষাণি যথেদং হর্ম্যং তথা ॥ ৬
সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।
তেনা সহস্যেনা বয়ং নি জনান্ত্স্বাপয়ামসি ॥ ৭
প্রোষ্ঠেশয়া বহ্যেশয়া নারীর্যাস্তল্পশীবরীঃ।
স্ত্রিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধাস্তাঃ সর্বাঃ স্বাপয়ামসি ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে বাস্তোষ্পতে! তুমি রোগনাশক। তুমি সর্বপ্রকার রূপ মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের সখা ও সুখকর হও। ২। হে শ্বেতবর্ণ ও কোন কোন অংশে পিশঙ্গবর্ণ সরমাপুত্র! তুমি যখন দন্ত প্রকাশ কর তা আমার নিকট আহারের সময় সৃক্কণী প্রদেশে আয়ুধের ন্যায় বিশেষ রূপে শোভা পায়। তুমি সুখে নিদ্রা যাও। ৩। হে সারমেয়! তুমি যে স্থান হতে গমন কর, পুনরায় সে স্থানে এস। তুমি চোর ও ডাকাতের প্রতি গমন কর। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? আমাদের কেন বাধা দাও? সুখে নিদ্রা যাও। ৪। তুমি শূকরকে বিদারণ কর, শূকরও তোমায় বিদারণ করুক। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? কেন আমাদের বাধা দাও? সুখে নিদ্রা যাও। ৫। তোমার মাতা নিদ্রা যান, তোমার পিতা নিদ্রা যান। কুক্কুর নিদ্রা যাক, গৃহস্বামী নিদ্রা যাক, বন্ধুগণ নিদ্রা যাক। চতুর্দিকবর্তী এ জনগণও নিদ্রা যাক। ৬। যে ব্যক্তি এ স্থানে আছে, যে বিচরণ

করছে, যে আমাদের দেখছে, তাদের চক্ষু সকল বিনাশ করব। এ হর্ম্য যেরূপ তারাও সেরূপ হবে। ৭। যে সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ সমুদ্র হতে উদ্গত হল (১) সে অভিভবকারীর সাহায্যে আমরা জনগণকে নিদ্রিত করব। ৮। যে স্ত্রীগণ প্রাঙ্গণে শয়ন করে আছে, যারা বাহনে শয়ন করে আছে, যারা তল্পে শয়ন করে আছে, যারা পুণ্যগন্ধা, তাদের সকলকে নিদ্রিত করব।

টীকা ঃ ১। সমুদ্র হতে উদ্গত শৃঙ্গযুক্ত বৃষভ কি? সহস্ররশ্মি চন্দ্র বা সূর্য হতে পারে।

৫৬ সূক্ত ॥ মরুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। দ্বিপদা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ক ঈং ব্যক্তা নরঃ সনীলা রুদ্রস্য মর্যা অধা স্বশ্বাঃ ॥ ১
নকিহ্যেষাং জনূংষি বেদ তে অঙ্গ বিদ্রে মিথো জনিত্রম্ ॥ ২
অভি স্বপূভির্মিথো বপন্ত বাতস্বনসঃ শ্যেনা অস্পৃধ্রন্ ॥ ৩
এতানি ধীরো নিণ্যা চিকেত পৃশ্নির্যদূধো মহী জভার ॥ ৪
সা বিট্ সুবীরা মরুদ্ভিরস্তু সনাৎসহন্তী পুষ্যন্তী নৃম্ণম্ ॥ ৫
যামং যেষ্ঠাঃ শুভাঃ শোভিষ্ঠাঃ শ্রিয়া সংমিশ্লা ওজোভিরুগ্রাঃ ॥ ৬
উগ্রং ব ওজঃ স্থিরা শবাংস্যধা মরুদ্ভির্গণস্তুবিষ্মান্ ॥ ৭
শুভ্রো বঃ শুষ্মঃ ক্রুধ্মী মনাংসি ধুনির্মুনিরিব শর্ধস্য ধৃষ্ণোঃ ॥ ৮
সনেম্যস্মদ্যুয়োত দিদ্যুং মা বো দুর্মতিরিহ প্রণঙ্নঃ ॥ ৯
প্রিয়া বো নাম হুবে তুরাণামা যত্তৃপন্মরুতো বাবশানাঃ ॥ ১০
স্বায়ুধাস ইষ্মিণঃ সুনিষ্কা উত স্বয়ং তন্বঃ শুম্ভমানাঃ ॥ ১১
শুচী বো হব্যা মরুতঃ শুচীনাং শুচিং হিনোম্যধ্বরং শুচিভ্যঃ।
ঋতেন সত্যমৃতসাপ আয়ঞ্ছুচিজন্মানঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ ॥ ১২
অংসেষ্বা মরুতঃ খাদয়ো বো বক্ষঃসু রুক্মা উপশিশ্রিয়াণাঃ।
বি বিদ্যুতো ন বৃষ্টিভী রুচানা অনু স্বধামায়ুধৈর্যচ্ছমানাঃ ॥ ১৩
প্র বুধ্ন্যা ব ঈরতে মহাংসি প্র নামানি প্রযজ্যবস্তিরধ্বম্।
সহস্রিয়ং দম্যং ভাগমেতং গৃহমেধীয়ং মরুতো জুষধ্বম্ ॥ ১৪
যদি স্তুতস্য মরুতো অধীথেত্থা বিপ্রস্য বাজিনো হবীমন্।
মক্ষু রায়ঃ সুবীর্যস্য দাত নু চিদ্যমন্য আদভদরাবা ॥ ১৫
অত্যাসো ন যে মরুতঃ স্বঞ্চো যক্ষদৃশো ন শুভয়ন্ত মর্যাঃ।
তে হর্ম্যেষ্ঠাঃ শিশবো ন শুভ্রা বৎসাসো ন প্রক্রীলিনঃ পয়োধাঃ ॥ ১৬
দশস্যন্তো নো মরুতো মৃলন্তু বরিবস্যন্তো রোদসী সুমেকে।
আরে গোহা নৃহা বধো বো অস্তু সুম্নেভিরস্মে বসবো নমধ্বম্ ॥ ১৭
আ বো হোতা জোহবীতি সত্তঃ সত্রাচীং রাতিং মরুতো গৃণানঃ।
য ঈবতো বৃষণো অস্তি গোপাঃ সো অদ্বয়াবী হবতে ব উক্থৈঃ ॥ ১৮
ইমে তুরং মরুতো রাময়ন্তীমে সহঃ সহস আ নমন্তি।
ইমে শংসং বনুষ্যতো নি পান্তি গুরু দ্বেষো অররুষে দধন্তি ॥ ১৯
ইমে রধ্রং চিন্মরুতো জুনন্তি ভৃমিং চিদ্যথা বসবো জুষন্ত।
অপ বাধধ্বং বৃষণস্তমাংসি ধত্ত বিশ্বং তনয়ং তোকমস্মে ॥ ২০
মা বো দাত্রান্মরুতো নিররাম মা পশ্চাদ্দঘ্ম রথ্যো বিভাগে।
আ নঃ স্পার্হে ভজতনা বসব্যেহয়ন্দী সুজাতং বৃষণো বো অস্তি ॥ ২১
সং যদ্ধনন্ত মন্যুভির্জনাসঃ শূরা যহ্বীষ্বোষধীষু বিক্ষু।
অধ স্মা নো মরুতো রুদ্রিয়াসস্ত্রাতারো ভূত পৃতনাস্বর্যঃ ॥ ২২

ভূরি চক্র মরুতঃ পিত্র্যাণ্যুক্থানি যা বঃ শস্যন্তে পুরা চিৎ ।
মরুদ্ভিরুগ্রঃ পৃতনাসু সাড়্হা মরুদ্ভিরিৎসনিতা বাজমর্বা ।। ২৩
অস্মে বীরো মরুতঃ শুষ্ম্যস্তু জনানাং যো অসুরো বিধর্তা ।
অপো যেন সুক্ষিতয়ে তরেমাধ স্বমোকো অভি বঃ স্যাম ।। ২৪
তন্ন ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অগ্নিরাপ ওষধীর্বনিনো জুষন্ত ।
শর্মন্ত্স্যাম মরুতামুপস্থে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ।। ২৫

অনুবাদ ঃ ১ । ব্যক্তরূপ নেতা, সমানস্থানবাসী মনুষ্যের হিতকর অথচ সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট এ রুদ্র পুত্রগণ এঁরা কে ? ২ । কেউ এদের জন্ম জানেন না । তারাই পরস্পর আপনাদের জন্ম কথা জানেন । ৩ । আপনারাই সঞ্চরণ করে পরস্পর মিলিত হন । বায়ুবৎ বেগশালী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় পরস্পর স্পর্ধা করেন । ৪ । ধীমান ব্যক্তি এ শ্বেতবর্ণ ভূত সকলকে অবগত আছেন । মহতী পৃশ্নি এঁদের অন্তরিক্ষে ধারণ করেছিলেন । ৫ । সে প্রজা মরুদগণের অনুগ্রহে চিরকাল শত্রুগণের অভিভবকারিণী ও ধনের পুষ্টিপ্রদায়িনী ও বীরপুত্রবিশিষ্টা হোক । ৬ । মরুৎগণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গন্তব্যস্থানে যান, অলঙ্কার দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক শোভা ধারণ করেন, তারা শ্রীসমন্বিত ও উগ্র । ৭ । তোমাদের তেজ উগ্র, তোমাদের বল স্থির । মরুৎগণ বৃদ্ধিমান হোন । ৮ । তোমাদের বল সর্বত্র শোভমান, তোমাদের চিত্ত ক্রোধশীল । ধর্ষণযোগ্য, বলযুক্ত মরুৎগণের বেগ স্তোতার ন্যায় বিবিধ শব্দকারী । ৯ । হে মরুৎগণ ! পুরাণ আয়ুধ আমাদের নিকট হতে পৃথক কর । তোমাদের ক্রুরবুদ্ধি যেন আমাদের ব্যাপ্ত না করে । ১০ । তোমরা ত্বরাবান । তোমাদের প্রিয় নাম ধরে আহ্বান করি । অভিলাষবান মরুৎগণ এতেই তৃপ্ত হন । ১১ । মরুৎগণ সুন্দর আয়ুধবিশিষ্ট, গমনশীল, সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত এবং তাঁরা আমাদের শরীর অলংকৃত করেন । ১২ । হে মরুৎগণ ! তোমরা শুচি, শুচি হব্য তোমাদের হোক । তোমরা শুচি, তোমাদের উদ্দেশে শুচি যজ্ঞ প্রেরণ করি । উদকস্পর্শী মরুৎগণ সত্য দ্বারা সত্য প্রাপ্ত হয়েছেন । তারা শুচি, তাঁদের জন্ম শুচি, ও তাঁরা অন্যকে শুচি করেন । ১৩ । হে মরুৎগণ ! তোমাদের স্কন্ধে খাদি সকল রয়েছে । উত্তম রুক্ম তোমাদের বক্ষঃ আশ্রয় করে আছে (১) । বৃষ্টির সাথে বিদ্যুৎ যেরূপ শোভা পায়, সেরূপ জল প্রদানের সময় স্বীয় আয়ুধদ্বারা তোমরা শোভা পাও । ১৪ । তোমাদের অন্তরিক্ষভব তেজ বিশেষরূপে গমন করছে । হে বিশেষরূপে যষ্টব্য মরুৎগণ ! তোমরা জল বৃদ্ধি কর । হে মরুৎগণ ! তোমরা সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট গৃহভব গৃহ মেধিদত্ত এ ভাগ সেবা কর । ১৫ । হে মরৎগণ ! যেহেতু তোমরা অন্নবিশিষ্ট মেধাবীর হব্যযুক্ত স্তোত্র অবগত হও, অতএব শোভন পুত্রবিশিষ্টের ধন শীঘ্র প্রদান কর, সে ধন শত্রু অভিহনন করতে পারে না । ১৬ । যে মরুৎগণ সততগামী অশ্বের ন্যায় সুন্দর গমনবিশিষ্ট, উৎসবদর্শী মনুষ্যগণের ন্যায় অলঙ্কারধারী, গৃহস্থিত শিশুগণের ন্যায় শুভ্র, তারা ক্রীড়াপরায়ণ বৎসগণের ন্যায় পয়োদাতা । ১৭ । মরুৎগণ আমাদের ধন প্রদান করে সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ণ করে সুখী করুন । হে বাসপ্রদগণ ! মেঘভেদক, মনুষ্যনাশক তোমাদের আয়ুধ আমাদের নিকট হতে দূরে থাকুক । তোমরা সুখের সঙ্গে আমাদের অভিমুখী হও । ১৮ । নিষণ্ণ হোতা তোমাদের সর্বত্রগামী দানকার্যের প্রশংসা করে তোমাদের সম্যকরূপে বার বার আহ্বান করছেন । হে কামবর্ষিগণ ! যে হোতা যজমানের রক্ষক, সে কপটতারহিত হয়ে স্তোত্রদ্বারা তোমাদের স্তব করে ।

১৯। এ মরুৎগণ যজ্ঞে ত্বরান্বিত যজমানকে প্রীত করেন। এঁরা বলের দ্বারা বলবান লোক সকলকে আনমিত করেন। এঁরা হিংসকের হস্ত হতে স্তোতাকে রক্ষা করেন। যারা হব্য প্রদান করে না, তাদের মহা অপ্রিয় সাধন করেন। ২০। এঁরা সমৃদ্ধ লোককেও উত্তেজিত করেন, দরিদ্রকেও উত্তেজিত করেন। বন্ধুগণ যেরূপ কামনা করেন, হে কামবর্ষিগণ! তোমরা তমো বিনাশ কর, আরও আমাদের বহুল পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর। ২১। হে মরুৎগণ! তোমাদের দান হতে আমরা যেন নির্গত না হই। হে রথবিশিষ্টগণ! ধন দান কালে আমাদের পশ্চাতে ফেল না। স্পৃহণীয় ধনসমূহ আমাদের ভাগী কর। হে কামবর্ষিগণ! তোমাদের যে সুজাত ধন আছে, তারও ভাগী কর। ২২। যখন বিক্রান্ত জনগণ বহুতর ওষধি ও মনুষ্যের জয়ের জন্য কোপপূর্ণ হন, তখন হে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! যুদ্ধে শত্রুর নিকট হতে আমাদের ত্রাতা হও। ২৩। হে মরুৎগণ! আমাদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে অনেক কার্য করেছ। তোমাদের পূর্বকালীন যে সকল কর্ম প্রশংসিত হয়, তাও করেছ ওজস্বী ব্যক্তি যুদ্ধে মরুৎগণের সাহায্যে শত্রুগণের অভিভবিতা হন. তোমাদেরই সাহায্যে স্তোত্রকারী অন্ন ভোগ করে। ২৪। হে মরুৎগণ! আমাদের বীর বলবান হোক সে অসুরও লোকের বিধায়ক হোক। আমরা নিরাসার্থে প্রাপ্ত শত্রুদের বিনাশ করব। আমরা তোমাদের আত্মীয় স্থানে অবস্থিতি করব। ২৫। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, আপ, ওষধি ও বৃক্ষ আমাদের স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎগণের ক্রোড়ে আমরা সুখে থাকব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। খাদি অর্থে বলয় ও রুক্ম অর্থে বক্ষঃস্থলের সুবর্ণের অলঙ্কার, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৭ সূক্ত ।। মরুৎগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মধ্বো বো নাম মারুতং যজত্রাঃ প্র যজ্ঞেষু শবসা মদন্তি।
যে রেজয়ন্তি রোদসী চিদুর্বী পিন্বন্ত্যুৎসং যদয়াসুরুগ্রাঃ ॥ ১
নিচেতারো হি মরুতো গৃণন্তং প্রণেতারো যজমানস্য মন্ম।
অস্মাকমদ্য বিদথেষু বর্হিরা বীতয়ে সদত পিপ্রিয়াণাঃ ॥ ২
নৈতাবদন্যে মরুতো যথেমে ভ্রাজন্তে রুক্মৈরায়ুধৈস্তনূভিঃ।
আ রোদসী বিশ্বপিশঃ পিশানাঃ সমানমঞ্জ্যঞ্জতে শুভে কম্ ॥ ৩
ঋধক্সা বো মরুতো দিদ্যুদস্তু যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম।
মা বস্তস্যামপি ভূমা যজত্রা অস্মে বো অস্তু সুমতিশ্চনিষ্ঠা ॥ ৪
কৃতে চিদত্র মরুতো রণন্তানবদ্যাসঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ।
প্র ণোহবত সুমতিভির্যজত্রাঃ প্র বাজেভিস্তিরত পুষ্যসে নঃ ॥ ৫
উত স্তুতাসো মরুতো ব্যন্তু বিশ্বেভির্নামভির্নরো হবীংষি।
দদাত নো অমৃতস্য প্রজায়ৈ জিগৃত রায়ঃ সূনৃতা মঘানি ॥ ৬
আ স্তুতাসো মরুতো বিশ্ব ঊতী অচ্ছা সূরীন্ত্সর্বতাতা জিগাত।
যে নস্ত্মনা শতিনো বর্ধয়ন্তি যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে যজনীয় মরুৎগণ! মাদয়িতা স্তোতাগণ যজ্ঞকালে বলের সাথে তোমাদের নাম স্তব করে। মরুৎগণ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত করেন। মেঘকে বর্ষণ করান ও উগ্র হয়ে সর্বত্র গমন করেন। ২। মরুৎগণ স্তুতিকারীকে অন্বেষণ করেন। যজমানের অভীষ্টপূরণ করেন। তোমরা প্রীত হয়ে আমাদের যজ্ঞে সোমপানার্থে বর্হিতে উপবেশন কর। ৩। এ মরুৎগণ যত দান করেন,

এত আর কেউই দেন না। এ'রা রুক্ম, আয়ুধ ও শরীর শোভায় শোভিত হন। দ্যাবাপৃথিবী প্রকাশকারী ব্যাপ্তদীপ্তি, মরুৎগণ শোভার্থে সমানরূপ আভরণ ব্যক্ত করে। ৪। তোমাদের প্রসিদ্ধ আয়ুধ আমাদের হতে পৃথক হোক। যদিও মনুষ্য বলে আমরা তোমার নিকট অপরাধ করি, হে যজনীয়গণ! যেন তোমাদের সে আয়ুধে না পড়ি। তোমাদের যে বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা অন্নপ্রদ তাই আমাদের হোক। ৫। আমাদের যজ্ঞকর্মেই মরুৎগণ তৃপ্ত হোন। তাঁরা অনিন্দিত দীপ্তিযুক্ত ও শোধক। হে যজনীয় মরুৎগণ! অনুগ্রহ করে অথবা উত্তম স্তুতিপ্রযুক্ত আমাদের বিশেষরূপে পালন কর। অন্নের দ্বারা পোষণার্থে আমাদের প্রবর্ধিত কর। ৬। মরুৎগণ স্তুত হয়ে হবি ভক্ষণ করুন, তাঁরা নেতা ও সমস্ত জলের সহিত বর্তমান। হে মরুৎগণ! আমাদের সন্ততির জন্য উদক প্রদান কর। হব্যদায়ীকে সত্য ও প্রিয় ধন দান কর। ৭। মরুৎগণ স্তুত হয়ে সকল রক্ষার সাথে যজ্ঞে স্তোতার অভিমুখে এস। এ'রা আপনিই স্তোতাগণকে শতসংখ্যাবিশিষ্ট করে বর্ধিত করেন, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৫৮ সূক্ত।। মরুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সাকমুক্ষে অর্চতা গণায় যো দৈব্যস্য ধাম্নস্তুবিষ্মান্।
উত ক্ষোদন্তি রোদসী মহিত্বা নক্ষন্তে নাকং নির্ঋতেরবংশাৎ ॥ ১
জনূশ্চিদ্বো মরুতস্ত্বেষ্যেণ ভীমাসস্তুবিমণ্যবোহয়াসঃ।
প্র যে মহোভিরোজসোত সন্তি বিশ্বো যো যামন্ভয়তে স্বর্দৃক্ ॥ ২
বৃহদ্বয়ো মঘবদ্ভ্যো দধাত জুজোষন্নিন্মরুতঃ সুষ্টুতিং নঃ।
গতো নাধ্বা বি তিরাতি জন্তুং প্র ণঃ স্পার্হাভিরূতিভিস্তিরেত ॥ ৩
যুষ্মোতো বিপ্রো মরুতঃ শতস্বী যুষ্মোতো অর্বা সহুরিঃ সহস্রী।
যুষ্মোতঃ সম্রালুত হন্তি বৃত্রং প্র তদ্বো অস্তু ধূতয়ো দেষ্ণম্ ॥ ৪
তাঁ আ রুদ্রস্য মাড়্হুষো বিবাসে কুবিন্নংসন্তে মরুতঃ পুনর্নঃ।
যৎসস্বর্তা জিহীলিরে যদাবিরব তদেন ঈমহে তুরাণাম্ ॥ ৫
প্র সা বাচি সুষ্টুতির্মঘোনামিদং সূক্তং মরুতো জুষন্ত।
আরাচ্চিদ্দ্বেষো বৃষণো যুযোত যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। তোমরা সতত বর্ষণকারী, মরুৎ সংঘকে অর্চনা কর। এরা দেবতাদের স্থানে সর্বাপেক্ষা প্রবৃদ্ধ, আরও এ'রা মহিমায় দ্যাব্যাপৃথিবীকে ভগ্ন করেন। ভূমি ও অন্তরিক্ষ হতে স্বর্গকে ব্যাপ্ত করেন। ২। হে ভীম! হে প্রবৃদ্ধমতি ও গমনশীল মরুৎগণ! তোমাদের জন্ম দীপ্ত রুদ্র হতে, আরও এরা তেজবলে প্রবল হয়েছেন। তোমাদের গমনে সূর্যদ্রষ্টা সমস্ত জীবসমূহ ভীত হয়। ৩। তোমরা হব্যবিশিষ্টকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। আমাদের সুন্দর স্তোত্র অবশ্য সেবা কর। মরুৎগণ যে পথ প্রাপ্ত হন, তা প্রাণিগণকে বিনাশ করে না। তাঁরা স্পৃহণীয় রক্ষাদ্বারা আমাদের প্রবর্ধিত করুন। ৪। হে মরুৎগণ! স্তোতা তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হয়ে শতসংখ্যক ধনবান হন। তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হয়ে স্তোতা আক্রমণকারী অভিভবিতা ও সহস্র ধনবান হয়। তোমাদেব কর্তৃক রক্ষিত হয়ে সে সাম্রাজ্যযুক্ত হয় ও শত্রুনাশ করে। হে কম্পনকারিগণ! তোমাদের দত্ত সে ধন প্রভূত হোক। ৫। কামবর্ষী সে রুদ্রপুত্রগণকে আমি পরিচর্যা করি। তাঁরা পুনরায় বহুবার আমাদের অভিমুখ হোন। যে অপ্রকাশিত ও যে প্রকাশিত পাপপ্রযুক্ত মরুৎগণ ক্রুদ্ধ হন, মরুৎগণ সম্বন্ধীয় সে পাপ অপনীত করব।

৬। ধনবান মরুৎগণের সে স্তুতি আমরা উচ্চারণ করেছি। মরুৎগণ এ সূক্ত সেবা করুন। হে অভীষ্টবর্ষিগণ! তোমরা দূর হতেই শত্রুগণকে পৃথক কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৫৯ সূক্ত ॥ ১১শ পর্যন্ত ঋকের মরুৎ দেবতা। ১২শ ঋকে রুদ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। প্রগাথ, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

যং ত্রায়ধ্ব ইদমিদং দেবাসো যং চ নয়থ।
তস্মা অগ্নে বরুণ মিত্রার্যমন্মরুতঃ শর্ম যচ্ছত ॥ ১
যুষ্মাকং দেবা অবসাহনি প্রিয় ঈজানস্তরতি দ্বিষঃ।
প্র স ক্ষয়ং তিরতে বি মহীরিষো যো বো বরায় দাশতি ॥ ২
নহি বশ্চরমং চন বসিষ্ঠঃ পরিমংসতে।
অস্মাকমদ্য মরুতঃ সুতে সচা বিশ্বে পিবত কামিনঃ ॥ ৩
নহি ব ঊতিঃ পৃতনাসু মর্ধতি যস্মা অরাধ্বং নরঃ।
অভি ব আবর্ৎসুমতির্নবীয়সী তূয়ং যাত পিপীষবঃ ॥ ৪
ও ষু ঘৃষ্বিরাধসো যাতনান্ধাংসি পীতয়ে।
ইমা বো হব্যা মরুতো ররে হি কং মো ষ্ব ন্যত্র গন্তন ॥ ৫
আ চ নো বর্হিঃ সদতাবিতা চ নঃ স্পার্হাণি দাতবে বসু।
অস্রেধন্তো মরুতঃ সোম্যে মধৌ স্বাহেহ মাদয়াধ্বৈ ॥ ৬
সস্বশ্চিদ্ধি তন্বঃ শুম্ভমানা আ হংসাসো নীলপৃষ্ঠা অপপ্তন্।
বিশ্বং শর্ধো অভিতো মা নি ষেদ নরো ন রণ্বাঃ সবনে মদন্তঃ ॥ ৭
যো নো মরুতো অভি দুর্হৃণায়ুস্তিরশ্চিত্তানি বসবো জিঘাংসতি।
দ্রুহঃ পাশান্ প্রতি স মুচীষ্ট তপিষ্ঠেন হন্মনা হন্তনা তম্ ॥ ৮
সান্তপনা ইদং হবির্মরুতস্তজ্জুজুষ্টন। যুষ্মাকোতী রিশাদসঃ ॥ ৯
গৃহমেধাস আ গত মরুতো মাপ ভূতন। যুষ্মাকোতী সুদানবঃ ॥ ১০
ইহেহ বঃ স্বতবসঃ কবয়ঃ সূর্যত্বচঃ। যজ্ঞং মরুত আ বৃণে ॥ ১১
ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবগণ! এ হতে স্তোতাকে ত্রাণ কর। হে অগ্নি, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও মরুৎগণ! তোমরা যাঁকে বিনীত কর, তাঁকে সুখ প্রদান কর। ২। হে দেবগণ! তোমাদের আশ্রয়ে তোমাদের প্রিয় দিনে যে যাগ করে, যে শত্রুগণকে আক্রমণ করে, যে তোমাদের অন্যত্র গমন হতে নিবৃত্ত করবার জন্য প্রচুর হব্য প্রদান করে, সে আপনার নিবাসস্থান বৃদ্ধি করে। ৩। বসিষ্ঠ তোমাদের মধ্যে হীন ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে স্তব করে না। হে মরুৎগণ! অদ্য সোমাভিলাষী হয়ে তোমরা সকলে মিলে আমাদের সোম অভিযুত হলে পান কর। ৪। হে নেতাগণ! যাকে অভিলষিত প্রদান কর, তোমাদের রক্ষা তাকে যুদ্ধে হিংসা করে না। তোমাদের নূতনতর অনুগ্রহবুদ্ধি আমাদের অভিমুখে আসুক। হে সোমপানাভিলাষিগণ! তোমরা শীঘ্র এস। ৫। হে মরুৎগণ! তোমাদের ধন পরস্পর সংহত, তোমরা সোম ভক্ষণের জন্য উত্তমরূপে এস। যেহেতু আমি তোমাদের এ হব্য দান করছি, অতএব তোমরা অন্যত্র যেও না। ৬। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদের বর্হিতে আসীন হও। স্পৃহণীয় ধন দানের জন্য আমাদের নিকট এস। তোমরা হিংসারহিত হয়ে এ যজ্ঞে মদকর সোমাত্মক হব্য স্বাহা বলে প্রমত্ত হও।

৭। অন্তর্হিত মরুৎগণ নিজ অংশসকল অলংকৃত করে নীলপৃষ্ঠ হংসগণের ন্যায় আসুন; আমাদের যজ্ঞে আনন্দিত রমণীয় মনুষ্যগণের ন্যায় বিশ্বব্যাপ্ত মরুৎগণ আমার চারদিকে উপবেশন করুন। ৮। হে বসু মরুৎগণ! অন্যায় ক্রোধ করে যে তিরস্কৃত ব্যক্তি আমাদের চিত্ত বিনাশ করতে চায়, সে ব্যক্তি পাপদ্রোহী বরুণের পাশ আমাদের প্রতি বন্ধন করে। তোমরা তাকে অত্যন্ত তাপপ্রদ আয়ুধদ্বারা বিনাশ কর। ৯। হে শত্রুতাপকগণ! এ তোমাদের হব্য, তোমরা শত্রুভক্ষক, তোমাদের রক্ষাদ্বারা তা সেবা কর। ১০। হে মরুৎগণ! তোমরা গৃহ মধ্যেও উত্তম দানশীল। তোমাদের রক্ষার সাথে এস, অপগত হয়ো না। ১১। হে স্বায়ত্ত বলবিশিষ্টকারী ও সূর্যবর্ণ মরুৎগণ! আমি যজ্ঞ কল্পনা করছি। ১২। সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বকের যজ্ঞ করি। উর্বারুক ফলের ন্যায় যেন আমরা মৃত্যুবন্ধ হতে মুক্ত হই। অমৃত হতে যেন না বঞ্চিত হই।

৬০ সূক্ত ॥ প্রথম ঋকের সূর্য দেবতা। অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা।
বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যদদ্য সূর্য ব্রবোহনাগা উদ্যন্মিত্রায় বরুণায় সত্যম্।
বয়ং দেবত্রাদিতে স্যাম তব প্রিয়াসো অর্যমন্ গৃণন্তঃ ॥ ১
এষ স্য মিত্রাবরুণা নৃচক্ষা উভে উদেতি সূর্যো অভি জ্মন্।
বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ গোপা ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্ ॥ ২
অযুক্ত সপ্ত হরিতঃ সধস্থাদ্ যা ঈং বহন্তি সূর্যং ঘৃতাচীঃ।
ধামানি মিত্রাবরুণা যুবাকুঃ সং যো যূথেব জনিমানি চষ্টে ॥ ৩
উদ্বাং পৃক্ষাসো মধুমন্তো অস্থুরা সূর্যো অরুহচ্ছুক্রমর্ণঃ।
যস্মা আদিত্যা অধ্বনো রদন্তি মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সজোষাঃ ॥ ৪
ইমে চেতারো অনৃতস্য ভূরের্মিত্রো অর্যমা বরুণো হি সন্তি।
ইম ঋতস্য বাবৃধুর্দুরোণে শগ্মাসঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধাঃ ॥ ৫
ইমে মিত্রো বরুণো দূলভাসোহচেতসং চিচ্চিতয়ন্তি দক্ষৈঃ।
অপি ক্রতুং সুচেতসং বতন্তস্তিরশ্চিদংহঃ সুপথা নয়ন্তি ॥ ৬
ইমে দিবো অনিমিষা পৃথিব্যাশ্চিকিত্বাংসো অচেতসং নয়ন্তি।
প্রব্রাজে চিন্নদ্যো গাধমস্তি পারং নো অস্য বিষ্পিতস্য পর্ষন্ ॥ ৭
যদ্গোপাবদদিতিঃ শর্ম ভদ্রং মিত্রো যচ্ছন্তি বরুণঃ সুদাসে।
তস্মিন্না তোকং তনয়ং দধানা মা কর্ম দেবহেলনং তুরাসঃ ॥ ৮
অব বেদিং হোত্রাভির্যজেত রিপঃ কাশ্চিদ্বরুণধ্রুতঃ সঃ।
পরি দ্বেষোভিরর্যমা বৃণক্তূরুং সুদাসে বৃষণা উ লোকম্ ॥ ৯
সস্বশ্চিদ্ধি সমৃতিস্ত্বেষ্যেষামপীচ্যেন সহসা সহন্তে।
যুষ্মদ্ভিয়া বৃষণো রেজমানা দক্ষস্য চিন্মহিনা মৃলতা নঃ ॥ ১০
যো ব্রহ্মণে সুমতিমায়জাতে বাজস্য সাতৌ পরমস্য রায়ঃ।
সীক্ষন্ত মন্যুং মঘবানো অর্য উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে সুধাতু ॥ ১১
ইয়ং দেব পুরোহিতির্যুবভ্যাং যজ্ঞেষু মিত্রাবরুণাবকারি।
বিশ্বানি দুর্গা পিপৃতং তিরো নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১২

অনুবাদ: ১। হে সূর্য! তুমি উদিত হয়ে অদ্য আমাদের পাপশূন্য বল। হে অদিতি! দেবগণের মধ্যে মিত্র ও বরুণের নিকট সত্য হব। হে অর্যমা! তোমাকে স্তব করে তোমার প্রিয় হব। ২। হে মিত্র ও বরুণ! এ সে মনুষ্যদের সাক্ষী

সূর্য অন্তরিক্ষে গমন করে দ্যাবাপৃথিবী অভিমুখে উদিত হচ্ছেন। তিনি সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমের পালক মনুষ্যমধ্যে স্থিত সুকৃত ও দুষ্কৃত দর্শন করেন। ৩। হে মিত্র ও বরুণ! তিনি অন্তরিক্ষে সপ্তহরিৎ যোজিত করছেন। ওরা জলে আর্দ্র হয়ে এ সূর্যকে বহন করছে। গোপাল যেরূপ গোযূথ দর্শন করেন, সেরূপ ইনি স্থান ও প্রাণিসকলকে দর্শন করেন ও তোমাদের অভিলাষ করেন। ৪। তোমাদের দুজনের জন্য অন্ন ও মধুর পদার্থ বর্তমান ছিল। সূর্য দীপ্ত অন্তরিক্ষে আরোহণ করেছিলেন। সমান প্রীতিযুক্ত মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভৃতি আদিত্যগণ, এ সূর্যের জন্য পথ প্রস্তুত করেন। ৫। মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভৃত পাপের হন্তা, এঁরা সুখকর ও হিংসারহিত এবং অদিতির পুত্র; এঁরা যজ্ঞের গৃহে বর্ধিত হন। ৬। মিত্র ও বরুণ অনভিভবনীয় এবং সামর্থদ্বারা চৈতন্যশূন্যের চৈতন্য করেছেন। এঁরা সুচেতা, অনুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির অভিমুখে গমন করে পাপ নাশ করে, সুপথে নিয়ে যান। ৭। এঁরা নিমেষরহিত হয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর চৈতন্যরহিত ব্যক্তিকে অবগত হয়ে সুপথে নিয়ে যান। এঁদের প্রভাবে অত্যন্ত নিম্নপ্রদেশেও নদীর তল থাকে। এঁরা আমাদের এ কর্মকে পারে নিয়ে যান। ৮। অদিতি, মিত্র ও বরুণ হব্য-দায়ীকে যে রক্ষাবিশিষ্ট এবং প্রশংসাযোগ্য সুখ প্রদান করেন, পুত্র ও পৌত্রগণকে সে সুখ দান করে। আমরা ত্বরাপ্রযুক্ত দেবগণের কোপকর কার্য যেন না করি। ৯। আমাদের দ্বেষকারী ব্যক্তি যদি স্তুতির সাথে বেদী ত্যাগ করে, তা হলে বরুণ কর্তৃক হিংসিত হয়ে যেন কোন প্রকার নাশ প্রাপ্ত হয়। অর্যমা দ্বেষকারিগণ হতে আমাদের বর্জিত করুন। হে কামবর্ষী মিত্র ও বরুণ! দানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিস্তীর্ণ স্থান প্রদান কর। ১০। এঁদের সংহতি নিগূঢ় ও দীপ্ত। নিগূঢ় বলদ্বারা এঁরা অভিনব করেন। হে কামবর্ষিগণ! তোমাদের ভয়ে লোকে কম্পান্বিত হয়। তোমাদের বলের মহিমা দ্বারা আমাদের সুখী কর। ১১। অন্ন এবং উৎকৃষ্ট ধনদানের জন্য তোমাদের স্তোত্রে যে ব্যক্তি মতি স্থির করে, সে স্তোতার স্তোত্র মঘবাগণ সেবা করেন ও তার বিস্তীর্ণ নিবাসের জন্য উত্তম স্থান করেন। ১২। হে দেব মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে এ স্তুতি করা হয়েছে। তোমরা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর করে আমাদের পার কর, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬১ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদ্বাং চক্ষুর্বরুণ সুপ্রতীকং দেবয়োরেতি সূর্যস্ততন্বান্।
অভি যো বিশ্বা ভুবনানি চষ্টে স মন্যুং মর্ত্যেষ্বা চিকেত ॥ ১
প্র বাং স মিত্রাবরুণাবৃতাবা বিপ্রো মন্মানি দীর্ঘশ্রুদিয়র্তি।
যস্য ব্রহ্মাণি সুক্রতূ অবাথ আ যৎক্রত্বা ন শরদঃ পৃণৈথে ॥ ২
প্রোরোর্মিত্রাবরুণা পৃথিব্যাঃ প্র দিব ঋষ্বাদ্বৃহতঃ সুদানূ।
স্পশো দধাথে ওষধীষু বিক্ষ্বৃধগ্যতো অনিমিষং রক্ষমাণা ॥ ৩
শংসা মিত্রস্য বরুণস্য ধাম শুষ্মো রোদসী বদ্বধে মহিত্বা।
অয়ন্মাসা অয়জ্বনামবীরাঃ প্র যজ্ঞমন্মা বৃজনং তিরাতে ॥ ৪
অমূরা বিশ্বা বৃষণাবিমা বাং ন যাসু চিত্রং দদৃশে ন যক্ষম্।
দ্রুহঃ সচন্তে অনৃতা জনানাং ন বাং নিণ্যান্যচিতে অভূবন্ ॥ ৫
সমু বাং যজ্ঞং মহয়ং নমোভির্হুবে বাং মিত্রাবরুণা সবাধঃ।
প্র বাং মন্মান্যৃচসে নবানি কৃতানি ব্রহ্ম জুজুষন্নিমানি ॥ ৬
ইয়ং দেব পুরোহিতির্যুবভ্যাং যজ্ঞেষু মিত্রাবরুণাবকারি।
বিশ্বানি দুর্গা পিপৃতং তিরো নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা দেবতা, তোমাদের চক্ষুস্বরূপ শোভনরূপবিশিষ্ট সূর্য তেজ বিস্তার করে উদিত হচ্ছেন। তিনি সমস্ত ভুবন দর্শন করেন, তিনি মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবৃত্ত স্তোত্র অবগত আছেন। ২। হে মিত্র ও বরুণ! সে যজ্ঞবান, দীর্ঘশ্রোতা বিপ্র বসিষ্ঠ তোমাদের মনোহর স্তোত্র প্রেরণ করেছেন। তোমরা সুকর্মা, তোমরা এঁর স্তোত্র রক্ষা করেছ। তোমরা বহু বৎসর ব্যাপি এর কর্ম পূর্ণ করেছিলে। ৩। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করেছ, তোমরা দর্শনীয় এবং মহান দ্যুলোকও অতিক্রম করেছ। তোমাদের দান মনোহর। তোমরা ওষধি ও প্রজাগণের জন্য রূপ ধারণ কর। তোমরা নিমেষরহিতভাবে সত্যপথগামীদের পালন করে থাক। ৪। মিত্র ও বরুণের তেজের স্তব কর। তাঁদের বল দ্যাবাপৃথিবী আপন মহিমায় পৃথকরূপে স্থাপন করেন। যজ্ঞরহিতগণের মাসসকল পুত্ররহিতভাবে গমন করুক। যজ্ঞে স্থিরমতি ব্যক্তি বল প্রবর্ধিত করুক। ৫। হে অমূঢ়! হে ব্যাপ্ত! হে কামবর্ষিদ্বয়! এ তোমাদের স্তুতি হতে বিস্ময়কর বা পূজার্হ কিছুই দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যগণের মিথ্যা স্তুতি দ্রোহকারিগণ সেবা করে। তোমাদের রহস্য যেন অজ্ঞানার্থে না হয়। ৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে নমস্কার দ্বারা পূজা করছি। আমি বাধাযুক্ত হয়ে আহ্বান করছি। তোমাদের সেবার্থে নূতন স্তোত্রসকল রচিত হোক। মৎকৃত এ স্তোত্র তোমাদের প্রীত করুক। ৭। হে দেব মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে এ স্তুতি করা হয়েছে, তোমরা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর করে আমাদের পার কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৬২ সূক্ত ॥ সূর্য, মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উৎসূর্যো বৃহদর্চীংষ্যশ্রেৎপুরু বিশ্বা জনিম মানুষাণাম্।
সমো দিবা দদৃশে রোচমানঃ ক্রত্বা কৃতঃ সুকৃতঃ কর্তৃভির্ভূৎ ॥ ১
স সূর্য প্রতি পুরো ন উদ্ গা এভিঃ স্তোমেভিরেতশেভিরেবৈঃ।
প্র নো মিত্রায় বরুণায় বোচোঽনাগসো অর্যম্ণে অগ্নয়ে চ ॥ ২
বি নঃ সহস্রং শুরুধো রদন্ত্বৃতাবানো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
যচ্ছন্তু চন্দ্রা উপমং নো অর্কমা নঃ কামং পূপুরন্তু স্তবানাঃ ॥ ৩
দ্যাবাভূমী অদিতে ত্রাসীথাং নো যে বাং জজ্ঞুঃ সুজনিমান ঋষ্বে।
মা হেলে ভূম বরুণস্য বায়োর্মা মিত্রস্য প্রিয়তমস্য নৃণাম্ ॥ ৪
প্র বাহবা সিসৃতং জীবসে ন আ নো গব্যূতিমুক্ষতং ঘৃতেন।
আ নো জনে শ্রবয়তং যুবানা শ্রুতং মে মিত্রাবরুণা হবেমা ॥ ৫
নূ মিত্রো বরুণো অর্যমা নস্ত্মনে তোকায় বরিবো দধন্তু।
সুগা নো বিশ্বা সুপথানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। সূর্য ঊর্ধ্বমুখে মহৎ ও বহু তেজ আশ্রয় করেন এবং মনুষ্যগণের সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন। তিনি দিবসে দ্যুতিমান হয়ে একরূপেই দৃষ্ট হন। তিনি কর্তা এবং কৃত এবং কর্তা দ্বারা সুকৃত হয়েছেন। ২। হে সূর্য! তুমি প্রত্যেকের সম্মুখে এ স্তোত্র প্রযুক্ত এবং হরিতবর্ণ, গমনশীল অশ্বযোগে ঊর্ধ্বমুখে যাও। তুমি, মিত্র, বরুণ, অর্যমা ও অগ্নির নিকট আমাদের নিরপরাধ বলে উল্লেখ কর। ৩। দুঃখ প্রতিরোধক, সত্যবান বরুণ, মিত্র ও অগ্নি আমাদের সহস্র ধন দান করুন। তাঁরা আহ্লাদকর, আমাদের স্তুত্য ও অর্চনীয় বস্তু দান করুন। আমাদের কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। ৪। হে দ্যাবা-

পার্থিব ! হে অদিতি ! হে সুদর্শন ! আমাদের রক্ষা কর। আমরা সুজন্মা, তোমাদের অবগত হয়েছি । আমরা যেন বরুণের, বায়ুর এবং স্তুতিকারীর প্রিয়তম মিত্রের ক্রোধে পতিত না হই। ৫। হে মিত্র ও বরুণ ! বাহু প্রসারিত কর। আমাদের জীবনার্থে আমাদের গোপ্রচরণ স্থান জলদ্বারা সিক্ত কর, মনুষ্যসমূহ মধ্যে আমাদের বিখ্যাত কর। তোমরা নিত্য তরুণ, আমাদের এ আহ্বান শোন। ৬। হে মিত্র, বরুণ ও অর্যমা ! আমাদের নিজের পুত্রের জন্য ধনপ্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৩ সূক্ত ॥ প্রথম চার ঋকের ও পঞ্চমের প্রথম অর্ধের সূর্য দেবতা, অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদ্বেতি সুভগো বিশ্বচক্ষাঃ সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্ ।
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্য দেবশ্চর্মেব যঃ সমবিব্যক্তমাংসি ॥ ১
উদ্বেতি প্রসবীতা জনানাং মহান্ কেতুরর্ণবঃ সূর্যস্য ।
সমানং চক্রং পর্যাবিবৃৎসন্যদেতশো বহতি ধূর্ষু যুক্তঃ ॥ ২
বিভ্রাজমান উষসামুপস্থাদ্রেভৈরুদেত্যনুমদ্যমানঃ ।
এষ মে দেবঃ সবিতা চচ্ছন্দ যঃ সমানং ন প্রমিনাতি ধাম ॥ ৩
দিবো রুক্ম উরুচক্ষা উদেতি দূরে অর্থস্তরণির্ভ্রাজমানঃ ।
নূনং জনাঃ সূর্যেণ প্রসূতা অয়ন্নর্থানি কৃণবন্নপাংসি ॥ ৪
যত্রা চক্রুরমৃতা গাতুমস্মৈ শ্যেনো ন দীয়ন্নন্বেতি পাথঃ ।
প্রতি বাং সূর উদিতে বিধেম নমোভির্মিত্রাবরুণোত হব্যৈঃ ॥ ৫
নু মিত্রো বরুণো অর্যমা নস্ত্মনে তোকায় বরিবো দধন্তু !
সুগা নো বিশ্বা সুপথানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। সুভগ, সর্বদর্শী, মনুষ্যগণের সাধারণ, মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ, দ্যুতিমান সূর্য উদিত হচ্ছেন। ইনি চর্মের ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন। ২। মনুষ্যগণের প্রসবিতা, মহান, পদার্থপ্রকাশক, জলপ্রদ এ সূর্য একমাত্র চক্রকে পরিবর্তিত করতে ইচ্ছা করে উদিত হচ্ছেন। রথভারে নিযুক্ত হরিতবর্ণ অশ্ব ওকে বহন করছে। ৩। অত্যন্ত দীপ্তিমান এ সূর্য স্তোতাগণের স্তোত্র শ্রবণে প্রমত্ত হয়ে ঊষাগণের মধ্যে উদিত হচ্ছেন। ইনি আমাদের অভিলষিত প্রদান করেন। ইনি সকলের পক্ষে সমান, নিজের তেজ সংকুচিত করেন না। ৪। এ দূরগামী ত্রাণকর্তা, দীপ্তিমান সূর্য শোভমান ও প্রভূত তেজোবিশিষ্ট হয়ে অন্তরিক্ষ হতে উদিত হচ্ছেন। প্রাণিগণ নিশ্চয়ই সূর্যকর্তৃক প্রসূত হয়ে অনুষ্ঠেয় কর্ম করে থাকে। ৫। মরণরহিত দেবগণ যে স্থলে এ সূর্যের জন্য পথ করেছিলেন, গমনশীল গৃধ্রের ন্যায় সে পথ অন্তরিক্ষকে অনুগমন করে। হে মিত্র ও বরুণ ! সূর্য উদিত হলে নমস্কার ও হব্যদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করব। ৬। মিত্র, বরুণ ও অর্যমা আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৪ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দিবি ক্ষয়ন্তা রজসঃ পৃথিব্যাং প্র বাং ঘৃতস্য নির্ণিজো দদীরন্ ।
হব্যং নো মিত্রো অর্যমা সুজাতো রাজা সুক্ষত্রো বরুণো জুষন্ত ॥ ১

আ রাজানা মহ ঋতস্য গোপা সিন্ধুপতী ক্ষত্রিয়া যাতমর্বাক্ ।
ইলাং নো মিত্রাবরুণোত বৃষ্টিমব দিব ইন্বতং জীরদানূ ॥ ২
মিত্রস্তন্নো বরুণো দেবো অর্যঃ প্র সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভির্নয়ন্তু ।
ব্রবদ্যথা আদরিঃ সুদাস ইষা মদেম সহ দেবগোপাঃ ॥ ৩
যো বাং গর্তং মনসা তক্ষদেতমূর্ধ্বাং ধীতিং কৃণবদ্ ধারয়চ্চ ।
উক্ষেথাং মিত্রাবরুণা ঘৃতেন তা রাজানা সুক্ষিতীস্তর্পয়েথাম্ ॥ ৪
এষ স্তোমো বরুণ মিত্র তুভ্যং সোমঃ শুক্রো ন বায়বেহয়ামি ।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধীর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র ও বরুণ! দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে তোমরা জলের স্বামী। তোমাদের প্রেরিত মেঘ জলকে রূপ প্রদান করে। মিত্র, সুজাত অর্যমা এবং রাজা ও বলবান বরুণ আমাদের হব্য সেবা করুন। ২। তোমরা রাজা, মহাযজ্ঞের রক্ষক, সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয় (১) ; তোমরা আমাদের অভিমুখে এস। হে ক্ষিপ্রদানশীল মিত্র ও বরুণ! আমাদের অন্ন ও বৃষ্টি অন্তরিক্ষ হতে প্রেরণ কর। ৩। মিত্র, বরুণ ও অর্যমা দেবগণ উৎকৃষ্ট পথের দ্বারা সে স্থানে আমাদের নিয়ে যান। অর্যমা যেন সুন্দর দানশীল লোকের নিকট আমাদের কথা বলেন। আমরা তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হয়ে অন্নদ্বারা প্রমত্ত হব। ৪। হে মিত্র ও বরুণ! যে মনের দ্বারা তোমাদের এ রথ নির্মাণ করেছে, যে উন্নত কর্ম করে ও যজ্ঞে তোমাদের ধারণ করে, তোমরা রাজা, তোমরা তাকে জলের দ্বারা সিক্ত কর, তাকে সুক্ষিতি প্রদান করে তৃপ্ত কর। ৫। হে মিত্র! হে বরুণ। তোমাদের ও বায়ুর জন্য দীপ্ত সোমের ন্যায় এ সোম করা হল। আমাদের কর্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। 'ক্ষত্রিয়াঃ' অর্থ বলবান। 'ক্ষত্রিয়' নামে একটি বিভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয়নি। মিত্র ও বরুণ ক্ষত্রিয় জাতীয় নন।

৬৫ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রতি বাং সূর উদিতে সূক্তৈর্মিত্রং হুবে বরুণং পূতদক্ষম্ ।
যয়োরসুর্যমক্ষিতং জ্যেষ্ঠং বিশ্বস্য যামন্নাচিতা জিগত্নু ॥ ১
তা হি দেবানামসুরা তাবর্যা তা নঃ ক্ষিতীঃ করতমূর্জয়ন্তীঃ ।
অশ্যাম মিত্রাবরুণা বয়ং বাং দ্যাবা চ যত্র পীপয়ন্নহা চ ॥ ২
তা ভূরিপাশাবনৃতস্য সেতূ দুরত্যেতূ রিপবে মর্ত্যায় ।
ঋতস্য মিত্রাবরুণা পথা বামপো ন নাবা দুরিতা তরেম ॥ ৩
আ নো মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতমিলাভিঃ ।
প্রতি বামত্র বরমা জনায় পৃণীতমুদ্নো দিব্যস্য চারোঃ ॥ ৪
এষ স্তোমো বরুণ মিত্র তুভ্যং সোমঃ শুক্রো ন বায়বেহয়ামি ।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধীর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ! সূর্য উদিত হলে তোমাদের দু জনকে সূক্ত দ্বারা আহ্বান করি। এদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত ; সংগ্রাম আরব্ধ হলে তা জয় লাভ করে। ২। তাঁরা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁরা আর্য; তাঁরা আমাদের প্রজা প্রবৃদ্ধ করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা তোমাদের ব্যাপ্ত করব। ৩। তাঁদের পাশ প্রভূত। তাঁরা অনৃতের সেতু (১) এবং শত্রুজনের

দূরতিক্রম। হে মিত্র ও বরুণ! নৌকাদ্বারা যেমন জল পার হয়, তোমাদের যজ্ঞের পথে সেরূপ দুরিত হতে পার হব। ৪। মিত্র ও বরুণ আমাদের হব্য সেবায় আসুন, অন্নের সাথে জলদ্বারা আমাদের গো-প্রচারণ স্থান সিক্ত করুন। তোমাদের প্রতি এ লোকে উৎকৃষ্ট হব্য কে দেবে? তোমরা লোকের জন্য স্বর্গীয় রমণীয় জল প্রদান কর। ৫। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদের ও বায়ুর জন্য এ স্তোম দীপ্ত সোমের ন্যায় করা হল। আমাদের কর্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা: ১। অর্থাৎ যজ্ঞরহিত ব্যক্তির পক্ষে সেতুর ন্যায় বন্ধনকারী।

৬৬ সূক্ত ॥ চতুর্থ ঋক হতে ত্রয়োদশ পর্যন্ত আদিত্য দেবতা। চতুর্দশ হতে ষোড়শ পর্যন্ত গায়ত্রী, প্রগাথ ছন্দ। সূর্য দেবতা; আদি ও অন্তের তৃচ দুটির মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

প্র মিত্রয়োর্বরুণয়োঃ স্তোমো ন এতু শূষ্যঃ। নমস্বান্তুবিজাতয়োঃ ॥ ১
যা ধারয়ন্ত দেবাঃ সুদক্ষা দক্ষপিতরা। অসুর্যায় প্রমহসা ॥ ২
তা নঃ স্তিপা তনূপা বরুণ জরিতৃণাং। মিত্র সাধয়তং ধিয়ঃ ॥ ৩
যদদ্য সূর উদিতেঽনাগা মিত্রো অর্যমা। সুবাতি সবিতা ভগঃ ॥ ৪
সুপ্রাবীরস্তু স ক্ষয়ঃ প্র নু যামন্ত্সুদানবঃ।
যে নো অংহোঽতিপিপ্রতি ॥ ৫
উত স্বরাজো অদিতিরদব্ধস্য ব্রতস্য যে। মহো রাজান ঈশতে ॥ ৬
প্রতি বাং সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণং। অর্যমণং রিশাদসম্ ॥ ৭
রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে। ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে ॥ ৮
তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ। ইষং স্বশ্চ ধীমহি ॥ ৯
বহবঃ সূরচক্ষসোঽগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ।
ত্রীণি যে যেমুর্বিদথানি ধীতিভির্বিশ্বানি পরিভূতিভিঃ ॥ ১০
বি যে দধুঃ শরদং মাসমাদহর্যজ্ঞমক্তুং চাদৃচম্।
অনাপ্যং বরুণো মিত্রো অর্যমা ক্ষত্রং রাজান আশত ॥ ১১
তদ্বো অদ্য মনামহে সূক্তৈঃ সূর উদিতে।
যদোহতে বরুণো মিত্রো অর্যমা যূয়মৃতস্য রথ্যঃ ॥ ১২
ঋতাবান ঋতজাতা ঋতাবৃধো ঘোরাসো অনৃতদ্বিষঃ।
তেষাং বঃ সুম্নে সুচ্ছর্দিষ্টমে নরঃ স্যাম যে চ সূরয়ঃ ॥ ১৩
উদু ত্যদ্দর্শতং বপুর্দিব এতি প্রতিহ্বরে।
যদীমাশুর্বহতি দেব এতশো বিশ্বস্মৈ চক্ষসে অরম্ ॥ ১৪
শীর্ষ্ণঃ শীর্ষ্ণো জগতস্তস্থুষস্পতিং সময়া বিশ্বমা রজঃ।
সপ্ত স্বসারঃ সুবিতায় সূর্যং বহন্তি হরিতো রথে ॥ ১৫
তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্ ॥ ১৬
কাব্যেভিরদাভ্যা যাতং বরুণ দ্যুমৎ। মিত্রশ্চ সোমপীতয়ে ॥ ১৭
দিবো ধামভির্বরুণ মিত্রশ্চা যাতমদ্রুহা। পিবতং সোমমাতুজী ॥ ১৮
আ যাতং মিত্রাবরুণা জুষাণাবাহুতিং নরা। পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৯

অনুবাদ: ১। বার বার আবির্ভূত মিত্র ও বরুণের সুখকর ও অন্নবান স্তোম গমন করুন। ২। শোভন বলবিশিষ্ট, বলপালক, প্রকৃত তেজোবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণকে দেবগণ বলের জন্য ধারণ করেছিলেন। ৩। সে মিত্র ও বরুণ গৃহ-

পালক ও শরীর-পালক। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা স্তোতাগণের কর্ম সাধন কর। ৪। অদ্য সূর্য উদিত হলে পাপহন্তা মিত্র, সবিতা, অর্যমা ও ভগ যে ধন আমাদের জন্য অপেক্ষিত তা প্রেরণ করুন। ৫। হে শোভন দানশীলগণ! তোমরা আমাদের পাপ দূর কর, তোমাদের আগমন হলে সে নিবাস সুরক্ষিত হোক। ৬। মিত্রাদি ও অদিতি হিংসারহিত ব্রতের ঈশ্বর, তারা মহাধনেরও ঈশ্বর। ৭। সূর্য উদিত হলে মিত্র, বরুণ ও শত্রুভক্ষক অর্যমাকে স্তব করব। ৮। এ স্তুতি হিরণ্য ধনের সাথে আমাদের অহিংসনীয় বলের নিমিত্ত হোক। ৯। হে দেব বরুণ! হে মিত্র! আমরা সূরিগণের সাথে তোমার স্তোতা হব, অন্ন ও জল ধারণ করব। ১০। মহান সূর্যের ন্যায় দীপ্ত, অগ্নিজিহ্ব, যজ্ঞবর্ধক মিত্রাদি তিন ব্যাপ্ত স্থান পরিভবকর কর্মদ্বারা প্রদান করেন। ১১। যাঁরা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও ঋক সৃষ্টি করেছেন, সে বরুণ, মিত্র, অর্যমা শোভমান হয়ে অপ্রাপ্ত বল লাভ করেছেন। ১২। অদ্য সূর্য উদিত হলে, সূক্তদ্বারা তোমাদের নিকট সে ধন যাচ্ঞা করব, যা জলের নেতা মিত্র, বরুণ, অর্যমা ধারণ করেন। ১৩। তোমরা যজ্ঞবান, যজ্ঞার্থে উৎপন্ন, যজ্ঞবর্ধক, ভয়ানক ও যজ্ঞহীনের দ্বেষকারী। তোমাদের সুখতম ধনের জন্য অন্য যে সূরিরা আছেন, তাঁরা ও আমরা নেতা হব। ১৪। সে সে দর্শনীয় বপুঃ অন্তরিক্ষের সমীপে উদিত হচ্ছে। শীঘ্রগামী হরিতবর্ণ অশ্বগণ সকলকে সম্যক দর্শনার্থে ওকে ধারণ করেছেন। ১৫। মস্তকেরও মস্তক, স্থাবর জঙ্গমের পতি, রথস্থ সূর্যকে কল্যাণের জন্য সপ্তসংখ্যক গমনশীল হরিতগণ, সর্ব-লোকের সমীপে বহন করছে। ১৬। সে চক্ষুস্বরূপ, দেবগণের হিতকর, নির্মল, সূর্যমণ্ডল উদিত হচ্ছেন। আমরা যেন শত শরৎ দেখতে পাই, শত শরৎ বেঁচে থাকি। ১৭। হে বরুণ! তুমি ও মিত্র অহিংসনীয় ও দ্যুতিমান। তোমরা স্তোত্রপ্রযুক্ত সোম পানার্থে এস! ১৮। হে মিত্র। তুমি ও বরুণ দ্রোহরহিত। তোমরা দ্যুলোকের স্থান হতে এস, শত্রুদের হিংসাকর হয়ে সোমপান কর। ১৯। হে নেতা মিত্র বরুণ! আহুতি সেবা করে এস। হে যজ্ঞবর্ধক! তোমরা সোম পান কর।

৬৭ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রতি বাং রথং নৃপতী জরধ্যৈ হবিষ্মতা মনসা যজ্ঞিয়েন।
যো বাং দূতো ন ধিষ্ণ্যাবজীগরচ্ছা সূনুর্ন পিতরা বিবক্মি ॥ ১
অশোচ্যগ্নিঃ সমিধানো অস্মে উপো অদৃশ্রন্নমসশ্চিদন্তাঃ।
অচেতি কেতুরুষসঃ পুরস্তাচ্ছ্রিয়ে দিবো দুহিতুর্জায়মানঃ ॥ ২
অভি বাং নূনমশ্বিমা সুহোতা স্তোমৈঃ সিষক্তি নাসত্যা বিবক্বান্।
পূর্বীভির্যাতং পথ্যাভিরর্বাক্স্বর্বিদা বসুমতা রথেন ॥ ৩
অবোর্বাং নূনমশ্বিনা যুবাকুহুবে যদ্বাং সুতে মাধ্বী বসূয়ুঃ।
আ বাং বহন্তু স্থবিরাসো অশ্বাঃ পিবাথো অস্মে সুষুতা মধূনি ॥ ৪
প্রাচীমু দেবাশ্বিনা ধিয়ং মেহমৃধ্রাং সাতয়ে কৃতং বসূয়ুম্।
বিশ্বা অবিষ্টং বাজ আ পুরন্ধীস্তা নঃ শক্তং শচীপতী শচীভিঃ ॥ ৫
অবিষ্টং ধীষ্বশ্বিনা ন আসু প্রজাবদ্রেতো অহ্রয়ং নো অস্তু।
আ বাং তোকে তনয়ে তূতুজানাঃ সুরত্নাসো দেববীতিং গমেম ॥ ৬
এষ স্য বাং পূর্বগত্বেব সখ্যে নিধির্হিতো মাধ্বী রাতো অস্মে।
অহেলতা মনসা যাতমর্বাগশ্নন্তা হব্যং মানুষীষু বিক্ষু ॥ ৭

একস্মিন্যোগে ভুরণা সমানে পরি বাং সপ্ত স্রবতো রথো গাৎ।
ন বায়ন্তি সুভ্বো দেবযুক্তা যে বাং ধূর্ষু তরণয়ো বহন্তি ॥ ৮
অসশ্চতা মঘবদ্ভ্যো হি ভূতং যে রায়া মঘদেয়ং জুনন্তি।
প্র যে বন্ধুং সূনৃতাভিস্তিরন্তে গব্যা পৃঞ্চন্তো অশ্ব্যা মঘানি ॥ ৯
নূ মে হবমা শৃণুতং যুবানা যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ।
ধত্তং রত্নানি জরতং চ সূরীন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। হে নৃপতিদ্বয়! আমরা হব্যযুক্ত স্তোত্রের সাথে তোমাদের রথের স্তুতি করবার জন্য যাচ্ছি। হে স্তোত্রার্হদ্বয়! পুত্র যেরূপ পিতাকে জাগরিত করে, সেরূপ এ রথ তোমাদের দূতের ন্যায় লোককে জাগরিত করে। সে রথ আমাদের অভিমুখে আসতে বলছি। ২। আমাদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে অগ্নি দীপ্ত হচ্ছেন। অন্ধকারের অন্তর প্রদেশও দৃষ্ট হচ্ছে। প্রজ্ঞাপক সূর্য দ্যুলোক দুহিতার পূর্বদিকে শোভার্থে জাত হয়ে দৃষ্ট হচ্ছেন। ৩। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! সুহোতা এবং স্তুতিসমূহের বক্তা স্তোমদ্বারা তোমাদের সেবা করছেন। অতএব তোমরা পূর্বপথে স্বর্গবিৎ ও ধনবান রথে এস। ৪। হে রক্ষক ও মধুর সোমার্হ অশ্বিদ্বয়! যেহেতু সোম অভিষুত হলে আমি তোমাদের কামনা করে ধনাভিলাষী হয়ে তোমাদের স্তুতি করি, অতএব অদ্য প্রবদ্ধ অশ্বগণ তোমাদের বহন করে আনুক। তোমরা আমাদের কর্তৃক অভিষুত মধুর সোম পান কর। ৫। হে অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা আমার ধনাভিলাষী সরল এবং হিংসারহিত বুদ্ধিকে লাভক্ষম কর, সংগ্রামেও আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে রক্ষা কর। হে শচী-পতিদ্বয় (১)! স্তোত্রপ্রযুক্ত আমাদের ধন প্রদান কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! এ কর্মসমূহে আমাদের রক্ষা কর, আমাদের রেত অক্ষীণ এবং পুত্রবিশিষ্ট হোক। তোমাদের অনুগ্রহে পুত্র এবং পৌত্রে অভিমত ধন প্রদান করে এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট হয়ে আমরা যেন দেবালয়ে যজ্ঞে আগমন করি। ৭। হে মধুপ্রিয় অশ্বিদ্বয়! বন্ধুর জন্য পুরোগামী দূতের ন্যায় আমাদের সংকল্পিত এ সোম নিধি-স্বরূপ তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত হয়েছে। অতএব ক্রোধরহিত মনে আমাদের অভিমুখে এস, মনুষ্য প্রজামধ্যে অবস্থিত হব্য ভক্ষণ কর। ৮। হে ভর্তাদ্বয়! তোমাদের উভয়ের মিলন হলে তোমাদের রথ গমনশীল সপ্ত নদী অতিক্রম করে আসে। সুজাত, দেবযুক্ত যে অশ্বগণ রথভারে তরণীস্বরূপ তোমাদের বহন করে, তারা শ্রান্ত হয় না। ৯। তোমরা কোথাও আসক্ত হও না। যে ধনবানগণ ধনের নিমিত্ত দাতব্য হবি প্রেরণা করে, যারা বন্ধুকে সূনৃত বাক্যদ্বারা প্রবর্ধিত করে, যারা গো, অশ্ব এবং ধন দান করে, তোমরা তাদের জন্যই হয়েছ। ১০। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শোন। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে এস, রত্ন দান কর, স্তোতাকে বর্ধিত কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকাঃ ১। ঋগ্বেদে শচী অর্থে যজ্ঞ, শচীপতি অর্থে যজ্ঞপতি। ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপতি বলা হয়েছে। এ ঋকে মিত্র ও বরুণকে শচীপতি বলা হয়েছে, অন্যান্য স্থানে অন্যান্য দেবকেও এ বিশেষণ দিয়ে অভিহিত করা হয়েছে। পৌরাণিক কালে লোকে শচী শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলে গিয়ে ইন্দ্রকে শচীপতি বলে ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী বিবেচনা করলেন। এরূপে পৌরাণিক গল্প সৃষ্ট হয়েছে। এস্থান হতে ৮টি সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়। তাদের কার্য-সমূহের বিশেষ বিবরণ প্রথম মণ্ডলের ১১২ ও ১১৬ সূক্তের টীকায় দেওয়া হয়েছে।

৬৮ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ শুভ্রা যাতমশ্বিনা স্বশ্বা গিরো দস্রা জুজুষাণা যুবাকোঃ।
হব্যানি চ প্রতিভৃতা বীতং নঃ ॥ ১
প্র বামন্ধাংসি মদ্যান্যস্থুরবং গন্তং হবিষো বীতয়ে মে।
তিরো অর্যো হবনানি শ্রুতং নঃ ॥ ২
প্র বাং রথো মনোজবা ইয়র্তি তিরো রজাংস্যশ্বিনা শতোতিঃ।
অস্মভ্যং সূর্যাবসূ ইয়ানঃ ॥ ৩
অয়ং হ যদ্বাং দেবয়া উ অদ্রিরূর্ধ্বো বিবক্তি সোমসুদ্ যুবভ্যাম্।
আ বল্গূ বিপ্রো ববৃতীত হব্যৈঃ ॥ ৪
চিত্রং হ যদ্ বাং ভোজনং ন্বস্তি ন্যত্রয়ে মহিষ্বন্তং যুযোতম্।
যো বামোমানাং দধতে প্রিয়ঃ সন্ ॥ ৫
উত ত্যদ্বাং জুরতে অশ্বিনা ভূচ্চ্যবানায় প্রতীত্যং হবির্দে।
অধি যদ্ বর্প ইতঊতি ধত্থঃ ॥ ৬
উত ত্যং ভুজ্যুমশ্বিনা সখায়ো মধ্যে জহুর্দুরেবাসঃ সমুদ্রে।
নিরীং পর্ষদরাবা যো যুবাকুঃ ॥ ৭
বৃকায় চিজ্জসমানায় শক্তমুত শ্রুতং শয়বে হূয়মানা।
যাবঘ্ন্যামপিন্বতমপো ন স্তর্যং চিচ্ছক্ত্যশ্বিনা শচীভিঃ ॥ ৮
এষ স্য কারুর্জরতে সূক্তৈরগ্রে বুধান উষসাং সুমন্মা।
ইষা তং বর্ধদঘ্ন্যা পয়োভির্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯

অনুবাদ: ১। হে দীপ্ত, সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! এস। তোমরা শত্রুনাশক, যে তোমাদের কামনা করে, তার স্তুতি সেবা কর, আমাদের সম্ভৃত হব্য ভক্ষণ কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য মদকর অন্ন রয়েছে, তোমরা আমার হবি ভক্ষণার্থে শীঘ্র গমন কর, শত্রুর আহ্বান শ্রবণ না করে আমাদের আহ্বান শোন! ৩। তোমরা সূর্যের সাথে রথে বাস কর, মনের ন্যায় বেগশালী ও অপরিমিত রক্ষাবিশিষ্ট তোমাদের রথ আমাদের জন্য প্রার্থিত হয়ে লোকসকলকে অতিক্রম করে আসছে। ৪। তোমাদের দেবতা করতে অভিলাষ করি, তোমাদের নিমিত্ত সোমাভিষবকারী এ প্রস্তর যখন উন্নত হয়ে শব্দ করে তখন হে সুন্দর অশ্বিদ্বয়! বিপ্র হব্যদ্বারা তোমাদের আবর্তিত কর। ৫। তোমাদের যে চিত্রধন আছে তা আমাদের দাও। যিনি প্রিয় হয়ে তোমাদের দত্ত সুখ ধারণ করেন, সে অত্রি হতে মহিষ্বৎকে ঋবিসকে পৃথক কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের স্তুতিকারী জীর্ণ হব্যদাতা চ্যবনের জন্য যেরূপ এদিকে এনে দান করেছিলে তা তাঁর প্রতিগমন করেছিল। ৭। আরও দুষ্টবুদ্ধি সখাগণ যে ভুজ্যুকে সমুদ্রমধ্যে ত্যাগ করেছিল, তোমরা তাকে পার করেছিলে। সে তোমাদের কামনা করেছিল এবং বিরুদ্ধাচরণ করেনি। ৮। বৃক যখন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কর্ম এবং সামর্থ দ্বারা তাকে ধন দিয়েছিলে। আহূয়মান হয়ে শয়ুকে শ্রবণ করেছিলে। নদী যেরূপ জলদ্বারা পূর্ণ করে, সেরূপ নিবৃত্তপ্রসবা গাভীকে দুগ্ধদ্বারা পূর্ণ করেছিলে। ৯। সে স্তোতা, সুমনা হয়ে উষার পূর্বে জাগরিত হয়ে সূক্তদ্বারা স্তুতি করছে, ওকে অন্নদ্বারা বর্ধিত কর, দুগ্ধদ্বারা বর্ধিত কর এবং এর গাভীকে বর্ধিত কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৯ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বাং রথো রোদসী বদ্বধানো হিরণ্যয়ো বৃষভির্যাত্বশ্বৈঃ।
ঘৃতবর্তনিঃ পবিভী রুচান ইষাং বোড়্হা নৃপতির্বাজিনীবান্ ॥ ১
স পপ্রথানো অভি পঞ্চ ভূমা ত্রিবন্ধুরো মনসা যাতু যুক্তঃ।
বিশো যেন গচ্ছথো দেবয়ন্তীঃ কুত্রা চিদ্ যামমশ্বিনা দধানা ॥ ২
স্বশ্বা যশসা যাতমর্বাগ্দস্রা নিধিং মধুমন্তং পিবাথঃ।
বি বাং রথো বধ্বা যাদমানোঽন্তান্দিবো বাধতে বর্তনিভ্যাম্ ॥ ৩
যুবোঃ শ্রিয়ং পরি যোষাবৃণীত সূরো দুহিতা পরিতক্ম্যায়াম্।
যদ্দেবয়ন্তমবথঃ শচীভিঃ পরি ঘ্রংসমোমনা বাং বয়ো গাৎ ॥ ৪
যো হ স্য বাং রথিরা বস্ত উস্রা রথো যুজানঃ পরিয়াতি বর্তিঃ।
তেন নঃ শং যোরুষসো ব্যুষ্টৌ ন্যশ্বিনা বহতং যজ্ঞে অস্মিন্ ॥ ৫
নরা গৌরেব বিদ্যুতং তৃষাণাঽস্মাকমদ্য সবনোপ যাতম্।
পুরুত্রা হি বাং মতিভির্হবন্তে মা বামন্যে নি যমন্দেবয়ন্তঃ ॥ ৬
যুবং ভুজ্যুমববিদ্ধং সমুদ্র উদূহথুরর্ণসো অস্রিধানৈঃ।
পতত্রিভিরশ্রমৈরব্যথিভির্দংসনাভিরশ্বিনা পারয়ন্তা ॥ ৭
নূ মে হবমা শৃণুতং যুবানা যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ।
ধত্তং রত্নানি জরতং চ সূরীন্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। তোমাদের রথ তরুণ অশ্বযুক্ত হয়ে আসুক। তা দ্যাবাপৃথিবীকে বাধা দান করে এবং হিরন্ময়। তার চক্রে জল আছে। তা রথনেমিদ্বারা দীপ্তিমান, অন্নবাহক, নৃপতি এবং অন্নবান। ২। তা পঞ্চভূতে প্রথিত, বন্ধুরত্রয়বিশিষ্ট ও স্তুতিবিশিষ্ট। তা আসুক। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে কোন স্থানে গমনার্থে উদ্যোগ করে, ঐ রথে দেবাভিলাষী প্রজার প্রতি গমন কর। ৩। তোমরা সুন্দর অশ্ব ও অন্নের সাথে আমার দিকে এস। হে দস্রদ্বয়! তোমরা মধুমান নিধি সোম পান কর। তোমাদের রথ বধূর সাথে গমন করে চক্রের দ্বারা দ্যুলোকের পর্যন্ত প্রদেশসমূহকে বাধা দান করে। ৪। রাত্রিতে যোষিৎ সূর্যদুহিতা তোমাদের রথ পরিবৃত করে। যখন তোমরা দেবাভিলাষীকে কর্মদ্বারা রক্ষা কর, তখন দীপ্ত অন্ন রক্ষার জন্য তোমাদের পরিগমন করে। ৫। হে রথিদ্বয়! সে রথ তেজসমূহ আচ্ছাদিত করে ও অশ্বের সাথে যুক্ত হয়ে মার্গে গমন করে. হে অশ্বিদ্বয়! উষা প্রকাশিত হলে আমাদের এ যজ্ঞে সে রথদ্বারা পাপের শাস্তি ও সুখের মিশ্রণের জন্য উপস্থিত হও। ৬। হে নেতৃদ্বয়! মৃগীর ন্যায় বিশেষরূপে দীপ্যমান সোমপানেচ্ছু হয়ে অদ্য আমাদের সবনসমূহে এস। যেহেতু বহু যজ্ঞে তোমাদের স্তুতি দ্বারা আহ্বান করে অতএব অন্য দেবাভিলাষিগণ তোমাদের যেন দান না করে। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, বিক্ষিপ্ত সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন ভুজ্যুকে অক্ষত শ্রমরহিত ও শীঘ্রগামী অশ্বদ্বারা এবং কর্মদ্বারা পার করে জল হতে উত্তোলন করেছিলে। ৮। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শোন। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে এস। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭০ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বিশ্ববারাশ্বিনা গতং নঃ প্র তৎ স্থানমবাচি বাং পৃথিব্যাম্।
অশ্বো ন বাজী শুনপৃষ্ঠো অস্থাদা যৎ সেদথুর্ধ্রুবসে ন যোনিম্ ॥ ১

সিষক্তি সা বাং সুমতিশ্চনিষ্ঠাহতাপি ঘর্মো মনুষো দুরোণে।
যো বাং সমুদ্রান্ত্সরিতঃ পিপর্ত্যেতগ্বা চিন্ন সুযুজা যুজানঃ ॥ ২
যানি স্থানান্যশ্বিনা দধাথে দিবো যহ্বীষ্বোষধীষু বিক্ষু।
নি পর্বতস্য মূর্ধনি সদন্তেষং জনায় দাশুষে বহন্তা ॥ ৩
চনিষ্টং দেবা ওষধীষ্বপ্সু যদ্যোগ্যা অশ্নবৈথে ঋষীণাম্।
পুরূণি রত্না দধতৌ ন্যস্মে অনু পূর্বাণি চখ্যথুর্যুগানি ॥ ৪
শুশ্রুবাংসা চিদশ্বিনা পুরূণ্যভি ব্রহ্মাণি চক্ষাথে ঋষীণাম্।
প্রতি প্র যাতং বরমা জনায়াহস্মে বামস্তু সুমতিশ্চনিষ্ঠা ॥ ৫
যো বাং যজ্ঞো নাসত্যা হবিষ্মান্ কৃতব্রহ্মা সমর্যো ভবাতি।
উপ প্র যাতং বরমা বসিষ্ঠমিমা ব্রহ্মাণ্যৃচ্যন্তে যুবভ্যাম্ ॥ ৬
ইয়ং মনীষা ইয়মশ্বিনা গীরিমাং সুবৃক্তিং বৃষণা জুষেথাম্।
ইমা ব্রহ্মাণি যবযুন্যগ্মন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে সকলের বরণীয় অশ্বিদ্বয়! আমাদের যজ্ঞবেদিতে এস, পৃথিবীতে তোমাদের ঐ স্থান বলে থাকে। যে অশ্বে তোমরা উপবেশন কর, সে সুখকর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব তোমাদেরই নিকট থাকুক। ২। অতিশয় অন্নবতী সে সুস্তুতি তোমাদের সেবা করে। ঘর্ম মনুষ্যের গৃহে তপ্ত হয়েছে। তা তোমাদের প্রাপ্ত হয়। সরিৎ ও সমুদ্র সকলকে পূর্ণ করে। অশ্ব যেরূপ রথে যোজিত হয় সেরূপ তোমাদের যজ্ঞে যোজিত করে। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক হতে এসে মহতী ওষধি ও প্রজাগণের মধ্যে যে স্থান কর, তোমরা পর্বতের মস্তকে উপবেশন করে অন্নদাতাকে সে স্থান প্রাপিত কর। ৪। হে দেবদ্বয়! যেহেতু তোমরা ঋষিদের প্রদত্ত উপযুক্ত পদার্থ ব্যাপ্ত করে থাক, অতএব তোমরা ওষধি ও জল কামনা কর। আমাদের বহুতর রত্ন দান করে তোমরা পূর্বমিথুন, সকলকে আকর্ষণ করেছিলে। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শুনে ঋষিদের বহুকর্ম অভিদর্শন করে থাক। অতএব যজমানের যজ্ঞের প্রতি এস। আমাদের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত অন্নযুক্ত অনুগ্রহ হোক। ৬। হে নাসত্যদ্বয়! যে যজমান হব্যযুক্ত, কৃতস্তোত্র ও মর্ত্যগণের সাথে মিলিত হয়, সে বরণীয় বসিষ্ঠের নিকট এস। এ মন্ত্রসকল তোমাদের জন্য স্তুত্য হচ্ছে। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য এ স্তুতি ও এ বাক্য হল। হে কামবর্ষিদ্বয়! এ শোভন স্তুতি সেবা কর, এ কর্মসকল তোমাদের কামনা করে সঙ্গত হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

সূক্ত ৭১॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অপ স্বসুরুষসো নগ্জিহীতে রিণক্তি কৃষ্ণীররুষায় পন্থাম্।
অশ্বামঘা গোমঘা বাং হুবেম দিবা নক্তং শরুমস্মদ্ যুয়োতম্ ॥ ১
উপায়াতং দাশুষে মর্ত্যায় রথেন বামমশ্বিনা বহন্তা।
যুযুতমস্মদনিরামমীবাং দিবা নক্তং মাধ্বী ত্রাসীথাং নঃ ॥ ২
আ বাং রথমবমস্যাং ব্যুষ্টৌ সুম্নায়বো বৃষণা বর্তয়ন্তু।
স্যূমগভস্তিমৃতযুগ্ভিরশ্বৈরাশ্বিনা বসুমন্তং বহেথাম্ ॥ ৩
যো বাং রথো নৃপতী অস্তি বোঢ়া ত্রিবন্ধুরো বসুমাঁ উস্রয়ামা।
আ ন এনা নাসত্যোপ যাতমভি যদ্বাং বিশ্বপ্স্ন্যো জিগাতি ॥ ৪
যুবং চ্যবানং জরসোহমুমুক্তং নি পেদব ঊহথুরাশুমশ্বম্।
নিরংহসস্তমসঃ স্পর্তমত্রিং নি জাহুষং শিথিরে ধাতমন্তঃ ॥ ৫

ইয়ং মনীষা ইয়মশ্বিনা গীরিমাং সুবৃক্তিং বৃষণা জুষেথাম্।
ইমা ব্রহ্মাণি যুবয়ূন্যগ্মন্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। ভগিনী উষার নিকট হতে রাত্রি অপগত হয়, কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি সূর্যাশ্ব অরুষের (১) জন্য পথ প্রদান করেন। অতএব হে অশ্বধন! হে গোধন অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আহ্বান করি, তোমরা দিবারাত্রি হিংস্রকদের আমাদের নিকট হতে পৃথক কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! হব্যদায়ীর জন্য রথদ্বারা রমণীয় পদার্থ বহন করে তোমরা এস। অন্নদারিদ্র্য ও রোগ আমাদের নিকট হতে পৃথক কর। হে মধুবিশিষ্টদ্বয়! তোমরা আমাদের দিবারাত্র রক্ষা কর। ৩। এ আসন্ন প্রাতঃকালে তোমাদের রথে সুখে যোজিত অভীষ্টবর্ষী অশ্বগণ তোমাদের আনুক। হে অশ্বিদ্বয়! সুখকর রশ্মিবিশিষ্ট ধনযুক্ত রথকে তোমরা উদকপ্রদ অশ্বদ্বারা বাহিত কর। ৪। হে নৃপতিদ্বয়! তোমাদের যে রথ বহনসমর্থ, বন্ধুরত্রয়যুক্ত, ধনবান, দিবসের প্রতিগামী এবং যে রথ ব্যাপ্তরূপ হয়ে গমন করে, তোমরা সে রথে আমাদের নিকট এস। ৫। তোমরা চ্যবনকে জরা হতে বিমুক্ত করেছিলে, পেদুর জন্য শীঘ্রগামী অশ্ব যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলে, অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার হতে পার করেছিলে, জাহুসকে ভ্রষ্টরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করেছিলে। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য এ স্তুতি ও এ বাক্য। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! এ শোভন স্তুতি সেবা কর, এ কর্মসকল তোমাদের কামনা করে সংগত হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। 'অরুষ' সম্বন্ধে ১।৬।১ ঋকের টীকা দেখুন।

৭২ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ গোমতা নাসত্যা রথেনাশ্বাবতা পুরুশ্চন্দ্রেণ যাতম্।
অভি বাং বিশ্বা নিযুতঃ সচন্তে স্পার্হয়া শ্রিয়া তন্বা শুভানা ॥ ১
আ নো দেবেভিরুপ যাতমর্বাক্ সজোষসা নাসত্যা রথেন।
যুবোর্হি নঃ সখ্যা পিত্র্যাণি সমানো বন্ধুরুত তস্য বিত্তম্ ॥ ২
উদু স্তোমাসো অশ্বিনোরবুধ্রঞ্জামি ব্রহ্মাণ্যুষসশ্চ দেবীঃ।
আবিবাসন্রোদসী ধিষ্ণ্যেমে অচ্ছা বিপ্রো নাসত্যা বিবক্তি ॥ ৩
বি চেদুচ্ছন্ত্যশ্বিনা উষাসঃ প্র বাং ব্রহ্মাণি কারবো ভরন্তে।
ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতা দেবো অশ্রেদ্বৃহদগ্নয়ঃ সমিধা জরন্তে ॥ ৪
আ পশ্চাতান্নাসত্যা পুরস্তাদাশ্বিনা যাতমধরাদুদক্তাৎ।
আ বিশ্বতঃ পাঞ্চজন্যেন রায়া যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ও ধনপ্রদ রথে এস, বহু নিযুৎ তোমাদের সেবা করে, তোমরা স্পৃহণীয় শোভা শরীর দ্বারা দীপ্যমান হও। ২। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা দেবগণের সাথে প্রীতিযুক্ত হয়ে রথারোহণে আমাদের নিকট উপস্থিত হও। তোমাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব পিতৃক্রমাগত, আমাদের বন্ধু এক বলে জেনো, তাঁর ধনও এক। ৩। স্তুতিসমূহ অশ্বিদ্বয়কে সুন্দররূপে জাগরিত করছে, বন্ধুস্থানীয় কর্মসকল দ্যোতমান ঊষাকে জাগরিত করছে। মেধাবী বসিষ্ঠ এ স্তোত্রার্হ দ্যাবাপৃথিবীর পরিচর্যা করে নাসত্যদ্বয়ের অভিমুখে স্তব করছেন। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! যদি ঊষাসকল তমো নিবারণ করে, তা হলে স্তোতারা বিশেষরূপে তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করবে। সবিতাদেব ঊর্ধ্বে তেজ আশ্রয় করেন, অগ্নিদেব সমিধদ্বারা বিশেষরূপে স্তব করেন। ৫। হে নাসত্যদ্বয়! পশ্চাদ্দেশ হতে ও সম্মুখদেশ হতে এস, দক্ষিণদিক ও উত্তরদিক

হতে এস, পঞ্চশ্রেণী লোকের হিতকর সকল দিক হতেই এস। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অতারিষ্ম তমসস্পারমস্য প্রতি স্তোমং দেবয়ন্তো দধানাঃ
পুরুদংসা পুরুতমা পুরাজাঽমর্ত্যা হবতে অশ্বিনা গীঃ ১
ন্যু প্রিয়ো মনুষঃ সাদি হোতা নাসত্যা যো যজতে বন্দতে চ।
অশ্নীতং মধ্বো অশ্বিনা উপাক আ বাং বোচে বিদথেষু প্রয়স্বান্॥ ২
অহেম যজ্ঞং পথামুরাণা ইমাং সুবৃক্তিং বৃষণা জুষেথাম্।
শ্রুষ্টীবেব প্রেষিতো বামবোধি প্রতি স্তোমৈর্জরমাণো বসিষ্ঠঃ ॥ ৩
উপ ত্যা বহ্নী গমতো বিশং নো রক্ষোহণা সংভৃতা বীলুপাণী।
সমন্ধাংস্যগ্মত মৎসরাণি মা নো মর্ধিষ্টমা গতং শিবেন ॥ ৪
আ পশ্চাতান্নাসত্যা পুরস্তাদাশ্বিনা যাতমধরাদুদক্তাৎ।
আ বিশ্বতঃ পাঞ্চজন্যেন রায়া যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদঃ ১ঃ আমরা দেবাভিলাষী হয়ে স্তোত্র সম্পাদন করে অজ্ঞানের পারে উত্তীর্ণ হব। হে বহুকর্মা, প্রভূততম, পূর্বজাত, অমর্ত্য অশ্বিদ্বয়! স্তোতা আহবান করছে। ২। তোমাদের প্রিয়ভূত মনুষ্য হোতা এ উপবিষ্ট আছে. হে নাসত্যদ্বয়! যে যাগ করে ও বন্দনা করে, হে অশ্বিদ্বয়! তার মধুর সোমরস সমীপে থেকে ভক্ষণ কর। যজ্ঞে অন্নবান হয়ে তোমাদের আহবান করছি। ৩। আমরা মহান স্তোত্রকারী, আমরা আগমনশীল দেবগণের জন্য যজ্ঞ বর্ধিত করছি। হে অভীষ্ট-বর্ষিদ্বয়! এ সুস্তুতি সেবা কর। আমি বসিষ্ঠ দ্রুতগামী দূতের ন্যায় তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়ে স্তোত্রদ্বারা স্তব করে প্রবোধিত হয়েছি। ৪। সে হব্যবাহিদ্বয় রাক্ষসঘাতী পুষ্টাঙ্গ ও দৃঢ়পাণি, তাঁরা আমাদের প্রজার নিকট উপস্থিত হোন। তোমরা মদকর অন্নের সাথে সঙ্গত হও, আমাদের হিংসা করো না মঙ্গলের সাথে এস। ৫। হে নাসত্যদ্বয়! পশ্চাৎদেশ হতে ও সম্মুখদেশ হতে এস, পঞ্চজনের হিতকর সকল দিক হতেই এস। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭৪ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। বৃহতী, সতোবৃহতী ছন্দ।

ইমা উ বাং দিবিষ্টয় উস্রা হবন্তে অশ্বিনা।
অয়ং বামহ্বেঽবসে শচীবসূ বিশংবিশং হি গচ্ছথঃ ॥ ১
যুবং চিত্রং দদথুর্ভোজনং নরা চোদেথাং সূনৃতাবতে।
অর্বাগ্রথং সমনসা নিযচ্ছতং পিবতং সোম্যং মধু ॥ ২
আ যাতমুপ ভূষতং মধ্বঃ পিবতমশ্বিনা।
দুগ্ধং পয়ো বৃষণা জেন্যাবসূ মা নো মর্ধিষ্টমা গতম্ ॥ ৩
অশ্বাসো যে বামুপ দাশুষো গৃহং যুবাং দীয়ন্তি বিভ্রতঃ।
মক্ষুয়ুভির্নরা হয়েভিরশ্বিনাঽদেবা যাতমস্ময়ূ ॥ ৪
অধা হ যন্তো অশ্বিনা পৃক্ষঃ সচন্ত সূরয়ঃ।
তা যংসতো মঘবদ্ভ্যো ধ্রুবং যশশ্ছর্দিরস্মভ্যং নাসত্যা ॥ ৫
প্র যে যযুরবৃকাসো রথা ইব নৃপাতারো জনানাম্।
উত স্বেন শবসা শূশুবুর্নর উত ক্ষিয়ন্তি সুক্ষিতিম্ ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদ্বয়! এ স্বর্গেচ্ছুগণ, তোমাদের আহবান করছে,

হে কর্মধনদ্বয় ! আমিও রক্ষার্থে তোমাদের আহ্বান করি। কারণ তোমরা প্রতি-প্রজার নিকট গিয়ে থাক। ২। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা যে চিত্রধন ধারণ কর, স্তুতিবান ব্যক্তির নিকট তা প্রেরণ কর। তোমরা একমনা হয়ে তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর, সোমসম্বন্ধীয় মধুপান কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা এস, নিকটে অবস্থান কর, মধু পান কর। হে অভীষ্টবর্ষী ধনঞ্জয়দ্বয় ! তোমরা পয়ঃ দোহন কর, আমাদের হিংসা করো না, এস। ৪। তোমাদের যে অশ্বগণ হব্যদাতার গৃহে তোমাদের ধারণ করে গমন করে, হে নেতা অশ্বিদেবদ্বয় ! আমাদের কামনা করে সে শীঘ্রগামী অশ্বের সাহায্যে এস। ৫। হে অশ্বিদ্বয় ! গমনকারী স্তোতাগণ প্রভৃত অন্নসেবা করে, তোমরা আমাদের অবিচলিত যশ ও গৃহ প্রদান কর। হে নাসত্যদ্বয় ! আমরা ধনবান। ৬। যারা পরকীয় ধন গ্রহণ না করে মনুষ্যমধ্যে মনুষ্যরক্ষক হয়ে তোমার নিকট রথের ন্যায় গমন করে, তারা নিজের বলে বর্ধিত হয় এবং সুনিবাস স্থানে গমন করে।

৭৫ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ব্যুষা আবো দিবিজা ঋতেনাবিষ্কৃণ্বানা মহিমানমাগাৎ।
অপ দ্রুহস্তম আবরজুষ্টমঙ্গিরস্তমা পথ্যা অজীগঃ ॥ ১
মহে নো অদ্য সুবিতায় বোধ্যুষো মহে সৌভগায় প্র যন্ধি।
চিত্রং রয়িং যশসং ধেহ্যস্মে দেবি মর্তেষু মানুষি শ্রবস্যুম্ ॥ ২
এতে ত্যে ভানবো দর্শতায়াশ্চিত্রা উষসো অমৃতাস আগুঃ।
জনয়ন্তো দৈব্যানি ব্রতান্যাপৃণন্তো অন্তরিক্ষা ব্যস্থুঃ ॥ ৩
এষা স্যা যুজানা পরাকাৎ পঞ্চ ক্ষিতীঃ পরি সদ্যো জিগাতি।
অভিপশ্যন্তী বয়ুনা জনানাং দিবো দুহিতা ভুবনস্য পত্নী ॥ ৪
বাজিনীবতী সূর্যস্য যোষা চিত্রামঘা রায় ঈশে বসূনাম্।
ঋষিষ্টুতা জরয়ন্তী মঘোন্যুষা উচ্ছতি বহ্নিভিগৃণানা ॥ ৫
প্রতি দ্যুতানামরুষাসো অশ্বাশ্চিত্রা অদৃশ্রন্নুষসং বহন্তঃ।
যাতি শুভ্রা বিশ্বপিশা রথেন দধাতি রত্নং বিধতে জনায় ॥ ৬
সত্যা সত্যেভির্মহতী মহদ্ভির্দেবী দেবেভির্যজতা যজত্রৈঃ।
রুজদ্দৃড়্হানি দদদুস্রিয়াণাং প্রতি গাব উষসং বাবশন্ত ॥ ৭
নূ নো গোমদ্বীরবদ্ধেহি রত্নমুষো অশ্ববৎ পুরুভোজো অস্মে।
মা নো বর্হিঃ পুরুষতা নিদে কর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। উষা অন্তরিক্ষে প্রাদুর্ভূত হয়ে প্রকাশ করেছেন। তিনি তেজোবলে আপনার মহিমা প্রকাশ করে এলেন, অপ্রিয় শত্রু ও অন্ধকারকে দূরীকৃত করলেন, সর্বাপেক্ষা গন্তব্য পথ প্রকাশ করলেন। ২। অদ্য আমাদের মহা সুখলাভের জন্য প্রবুদ্ধ হও। হে উষা ! মহা সৌভাগ্য প্রদান কর, বিচিত্র যশোযুক্ত ধন আমাদের নিমিত্ত ধারণ কর। হে মনুষ্য-হিতকারিণী দেবি ! মর্ত্যগণকে অন্নবান পুত্র প্রদান কর। ৩। দর্শনীয় উষার এ-সকল প্রবৃদ্ধ, বিচিত্র, অনশ্বর রশ্মি দেবগণের ব্রত উৎপাদন করে ও অন্তরিক্ষসকল পূর্ণ করে আসছে এবং বিবিধ প্রকারে গমন করছে। ৪। এ সেই দ্যুলোকের দুহিতা, ভুবনের পালয়িত্রী উষা প্রাণিগণের প্রজ্ঞানসমূহ অভিদর্শন করে দূর হতেও উদ্যোগ করে পঞ্চশ্রেণীর নিকট সদ্য গমন করছেন। ৫। অন্নবতী, সূর্যগৃহিণী, বিচিত্র ধনবতী, ধন ও বসুর ঈশ্বরী হয়েছেন। ঋষিগণের স্তোতা, জরাদায়িনী ধনবতী উষা যজমান কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে প্রভাত

করছেন। ৬। দীপ্তিমতী উষাকে যারা বহন করে, সে উজ্জ্বল বিচিত্র অশ্বসমূহ দৃষ্ট হচ্ছে। সে উষা দীপ্তিমতী হয়ে বহুরূপ রথে যাচ্ছেন ও পরিচর্যাকারী মনুষ্যকে রত্নদান করছেন। ৭। সত্যা মহতী যজনীয়া, উষাদেবী সত্য, মহান ও যজনীয় দেবগণের সাথে অত্যন্ত স্থির অন্ধকার ভেদ করছেন, গোসকলের সঞ্চারার্থে আলোক প্রদান করছেন, গোসকল উষাকে কামনা করছেন। ৮। হে উষা! আমাদের গোবিশিষ্ট, বীরবিশিষ্ট অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর, আমাদের বহু অন্ন প্রদান কর, পুরুষগণের মধ্যে আমাদের যজ্ঞ নিন্দিত করো না। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭৬ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু জ্যোতিরমৃতং বিশ্বজন্যং বিশ্বানরঃ সবিতা দেবো অশ্রেৎ।
ক্রত্বা দেবানামজনিষ্ট চক্ষুরাবিরকর্ভুবনং বিশ্বমুষাঃ ॥ ১
প্র মে পন্থা দেবয়ানা অদৃশ্রন্নমর্ধন্তো বসুভিরিষ্কৃতাসঃ।
অভূদু কেতুরুষসঃ পুরস্তাৎ প্রতীচ্যাগাদধি হর্ম্যেভ্যঃ ॥ ২
তানীদহানি বহুলান্যাসন্ যা প্রাচীনমুদিতা সূর্যস্য।
যতঃ পরি জার ইবাচরন্ত্যুষো দদৃক্ষে ন পুনর্যতীব ॥ ৩
ত ইদ্দেবানাং সধমাদ আসন্নৃতাবানঃ কবয়ঃ পূর্ব্যাসঃ।
গূঢ়ং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্ত্সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্নুষাসম্ ॥ ৪
সমান ঊর্বে অধি সঙ্গতাসঃ সং জানতে ন যতন্তে মিথস্তে।
তে দেবানাং ন মিনন্তি ব্রতান্যমর্ধন্তো বসুভির্যাদমানাঃ ॥ ৫
প্রতি ত্বা স্তোমৈরীলতে বসিষ্ঠা উষর্বুধঃ সুভগে তুষ্টুবাংসঃ।
গবাং নেত্রী বাজপত্নী ন উচ্ছোষঃ সুজাতে প্রথমা জরস্ব ॥ ৬
এষা নেত্রী রাধসঃ সূনৃতানামুষা উচ্ছন্তী রিভ্যতে বসিষ্ঠৈঃ।
দীর্ঘশ্রুতং রয়িমস্মে দধানা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ: ১। সকলের নেতা সবিতা ঊর্ধ্বদেশে অবিনাশী ও সর্বজনের হিতকর জ্যোতি আশ্রয় করেন। তিনি দেবগণের কর্মের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, উষা চক্ষুস্বরূপ হয়ে সমস্ত ভুবনকে আবিষ্কৃত করেছেন। ২। আমি হিংসাশূন্য তেজ দ্বারা সংস্কৃত দেবযান পথকে (১) দর্শন করছি, উষার কেতু পূর্বদিকে ছিলেন। উষা আমাদের অভিমুখী হয়ে উন্নত প্রদেশ হতে আসেন। ৩। হে উষা! যে সকল জ্যোতি সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রকাশ হয়, তাদের গুণে তুমি কুলটার ন্যায় না হয়ে পতিসমীপগামিনী রমণীর ন্যায় পরিদৃষ্ট হও। ৪। যে অঙ্গিরাগণ সত্যবান, কবি, পূর্বকালীন পিতা ও যাঁরা গূঢ় জ্যোতি লাভ করেছিলেন এবং অবিতথ মন্ত্রদ্বারা উষাকে প্রাদুর্ভূত করেছিলেন, তাঁরাই দেবগণের সঙ্গে একত্রে প্রমত্ত হতেন। ৫। তাঁরা সাধারণ গোসমূহের জন্য সঙ্গত হয়ে একবুদ্ধি হয়েছিলেন। তাঁরা কি পরস্পর যত্ন করেন নি? তাঁরা দেবগণের কর্ম হিংসা করেন না। তাঁরা হিংসারহিত বাসপ্রদ কিরণের দ্বারা গমন করেন। ৬। হে সুভগা উষা! তোমাকে প্রাতঃকালে জাগরিত স্তুতিকারী বসিষ্ঠগণ স্তোত্রের দ্বারা স্তব করে। তুমি গোসমূহের প্রাপিকা, অন্নপালিকা, তুমি আমাদের জন্য প্রভাত কর। হে সুজাতা উষা! তুমি প্রথমে স্তুত হও। ৭। এ উষা স্তোতার সূনৃত বাক্যসকলের নেত্রী হয়ে তমো নিবারণ করে এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ ধন আমাদের দান করে বসিষ্ঠগণ কর্তৃক স্তুত হচ্ছেন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা: ১। 'দেবযান পথ' সম্বন্ধে ১।১৮৩।৬ ঋকের টীকা দেখুন।

৭৭ সূক্ত ।। উষা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

উপো রুরুচে যুবতির্ন যোষা বিশ্বং জীবং প্রসুবন্তী চরায়ৈ ।
অভূদগ্নিঃ সমিধে মানুষাণামকর্জ্যোতির্বাধমানা তমাংসি ॥ ১
বিশ্বং প্রতীচী সপ্রথা উদস্থাদ্রুশদ্বাসো বিভ্রতী শুক্রমশ্বৈৎ ।
হিরণ্যবর্ণা সুদৃশীকসংদৃগ্গবাং মাতা নেত্র্যহ্নামরোচি ॥ ২
দেবানাং চক্ষুঃ সুভগা বহন্তী শ্বেতং নয়ন্তী সুদৃশীকমশ্বম্ ।
উষা অদর্শি রশ্মিভির্ব্যক্তা চিত্রামঘা বিশ্বমনু প্রভূতা ॥ ৩
অন্তিবামা দূরে অমিত্রমুচ্ছোর্বীং গব্যূতিমভয়ং কৃধী নঃ ।
যাবয় দ্বেষ আ ভরা বসূনি চোদয় রাধো গৃণতে মঘোনি ॥ ৪
অস্মে শ্রেষ্ঠেভির্ভানুভির্বি ভাহ্যুষো দেবি প্রতিরন্তী ন আয়ুঃ ।
ইষং চ নো দধতী বিশ্ববারে গোমদশ্বাবদ্রথবচ্চ রাধঃ ॥ ৫
যাং ত্বা দিবো দুহিতর্বর্ধয়ন্ত্যুষঃ সুজাতে মতিভির্বসিষ্ঠাঃ ।
সাস্মাসু ধা রয়িমৃষ্বং বৃহন্তং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। যুবতী যোষার ন্যায় সমস্ত জীবগণকে সঞ্চারার্থে প্রেরণ করে সূর্যের সমীপেই দীপ্তি পাচ্ছেন। অগ্নি মনুষ্যদের জন্য ইন্ধন যোগ্য হয়েছেন এবং অন্ধকার নাশক জ্যোতি প্রকাশ করছেন। ২। সমস্ত জগতের অভিমুখী, সর্বত্র প্রথিতা উষা উদিত হলেন, তেজোময় বসন ধারণ করে বর্ধিত হলেন। হিরণ্যবর্ণ দর্শনীয় ও তেজবিশিষ্ট বাক্যসমূহের মাতা, দিবসসমূহের নেত্রী উষা শোভা পাচ্ছেন। ৩। দেবগণের চক্ষু স্থানীয় তেজ বহন করে সুভগা ও স্বকীয় কিরণে প্রকাশিতা, বিচিত্র ধনবিশিষ্টা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রভূতা উষা সুদর্শন অশ্বকে শ্বেতবর্ণ করে দৃষ্ট হচ্ছেন। ৪। হে উষা! তুমি সমীপে বিচিত্র ধনবিশিষ্টা হয়ে অমিত্রকে দূর করে প্রভাত হও, আমাদের বিস্তীর্ণ গোপ্রচরণ ভূমিকে ভয়শূন্য কর, দ্বেষকারিগণকে পৃথক কর, শত্রুগণের ধন আহরণ কর। হে ধনবতি! স্তুতিকারীর নিকট ধন প্রেরণ কর। ৫। হে উষা দেবি! আমাদের আয়ু বর্ধিত করে শ্রেষ্ঠ রশ্মিসঙ্গে আমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হও। হে সকলের বরণীয়া! আমাদের উদ্দেশে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন ধারণ করে প্রকাশিত হও। ৬। হে দ্যুলোকের দুহিতা সুজাতা উষা! বসিষ্ঠগণ স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করে, তুমি আমাদের রমণীয় মহৎ ধন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭৮ সূক্ত ।। উষা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

প্রতি কেতবঃ প্রথমা অদৃশ্রন্নূর্ধ্বা অস্যা অঞ্জয়ো বি শ্রয়ন্তে ।
উষো অর্বাচা বৃহতা রথেন জ্যোতিষ্মতা বামমস্মভ্যং বক্ষি ॥ ১
প্রতি ষীমগ্নির্জরতে সমিদ্ধঃ প্রতি বিপ্রাসো মতিভির্গৃণন্তঃ ।
উষা যাতি জ্যোতিষা বাধমানা বিশ্বা তমাংসি দুরিতাপ দেবী ॥ ২
এতা উত্যাঃ প্রত্যদৃশ্রন্পুরস্তাজ্জ্যোতির্যচ্ছন্তীরুষসো বিভাতীঃ ।
অজীজনন্ত্সূর্যং যজ্ঞমগ্নিমপাচীনং তমো অগাদজুষ্টম্ ॥ ৩
অচেতি দিবো দুহিতা মঘোনী বিশ্বে পশ্যন্ত্যুষসং বিভাতীম্ ।
আস্থাদ্রথং স্বধয়া যুজ্যমানমা যমশ্বাসঃ সুযুজো বহন্তি ॥ ৪
প্রতি ত্বাদ্য সুমনসো বুধন্তাস্মাকাসো মঘবানো বয়ং চ ।
তিল্বিলায়ধ্বমুষসো বিভাতীর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। প্রথম কেতু সকল দৃষ্ট হচ্ছে। এর ব্যঞ্জক রশ্মি সকল ঊর্ধ্বমুখ

হয়ে সর্বত্র আশ্রয় করছে। হে উষা দেবি! আমাদের অভিমুখে আগত, বৃহৎ জ্যোতিষ্মান রথদ্বারা আমাদের জন্য রমণীয় ধন বহন কর। ২। অগ্নি সমিদ্ধ হয়ে সর্বত্র বর্ধিত হচ্ছেন, মেধাবিগণ স্তুতিদ্বারা উষাকে স্তব করে বৃদ্ধ হচ্ছেন। উষাদেবীও জ্যোতিদ্বারা সমস্ত অন্ধকার ও দুরিত বাধা দান করে গমন করছেন। ৩। এ সে সকল প্রভাতকারিণী জ্যোতিপ্রদায়িনী উষা পূর্বদিকে দৃষ্ট হচ্ছেন। তাঁরা সূর্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে প্রাদুর্ভূত করলেন, তাতে নীচগামী অপ্রিয়তম অপগত হল। ৪। দ্যুলোকের দুহিতা ধনবতী উষা জাত হয়েছেন, সকলে প্রভাতকারিণী উষাকে দেখছে। তিনি অন্নযুক্ত রথে আরোহণ করেছেন, সুযুক্ত অশ্ব এ রথ বহন করছে। ৫। হে উষা! আমরা ও আমাদের সুমনা ও ধনবান লোক সকল অদ্য তোমাকে প্রতিবোধিত করছি। হে উষাগণ! তোমরা প্রভাতকারিণী হয়ে জগৎ স্নিগ্ধ কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭৯ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ব্যুষা আবঃ পথ্যা জনানাং পঞ্চ ক্ষিতীর্মানুষীর্বোধয়ন্তী।
সুসংদৃগ্ভিরুক্ষভির্ভানুমশ্রেদ্বি সূর্যো রোদসী চক্ষসাবঃ ॥ ১
ব্যঞ্জতে দিবো অন্তেষ্বক্তূন্বিশো ন যুক্তা উষসো যতন্তে।
সং তে গাবস্তম আ বর্তয়ন্তি জ্যোতির্যচ্ছন্তি সবিতেব বাহূ ॥ ২
অভূদুষা ইন্দ্রতমা মঘোন্যজীজনৎ সুবিতায় শ্রবাংসি।
বি দিবো দেবী দুহিতা দধাত্যাঙ্গিরস্তমা সুকৃতে বসূনি ॥ ৩
তাবদুষো রাধো অস্মভ্যং রাস্ব যাবৎস্তোতৃভ্যো অরদো গৃণানা।
যাং ত্বা জজ্ঞুর্বৃষভস্যা রবেণ বি দৃড়্হস্য দুরো অদ্রেরৌর্ণোঃ ॥ ৪
দেবংদেবং রাধসে চোদয়ন্ত্যস্মদ্র্যক্ সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
ব্যুচ্ছন্তী নঃ সনয়ে ধিয়ো ধা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। মনুষ্যগণের হিতকারিণী উষা তমো নাশ করছেন, পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যকে প্রবোধিত করছেন, উত্তম তেজবিশিষ্ট কিরণসমূহদ্বারা সূর্যকে আশ্রয় করছেন, সূর্যও তেজদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করছেন। ২। উষাগণ অন্তরিক্ষের প্রান্তে তেজ সকলকে ব্যক্ত করছেন, পরস্পর মিলিত প্রজাগণের ন্যায় চেষ্টা করছেন। তোমার রশ্মিসকল অন্ধকার নাশ করছে, সূর্য বাহুদ্বয়ের ন্যায় জ্যোতি প্রদান করছেন। ৩। সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরী, ধনবতী উষা প্রাদুর্ভূত হলেন, কল্যাণার্থে অন্ন উৎপাদন করেছেন। স্বর্গের দুহিতা, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঙ্গিরা, উষাদেবী সুকর্মকারীর জন্য ধন ধারণ করেন। ৪। হে উষা! পূর্বের স্তোতাগণকে যত ধন দিয়েছ, আমাদের তত ধন দাও। বৃষভের ন্যায় রবদ্বারা তোমাকে প্রাণিগণ জানতে পারে। দৃঢ় অদ্রির দ্বার তুমি বিবৃত করেছিলে। ৫। তুমি সকল স্তোতাকে ধনার্থে প্রেরণ করে এবং আমাদের অভিমুখে সুনৃত বাক্য প্রেরণ করে তমোবিনাশিনী হয়ে আমাদের দানের জন্য বুদ্ধি স্থির কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৮০ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রতি স্তোমেভিরুষসং বসিষ্ঠা গীর্ভির্বিপ্রাসঃ প্রথমা অবুধ্রন্।
বিবর্তয়ন্তীং রজসী সমন্তে আবিষ্কৃণ্বতীং ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১
এষা স্যা নব্যমায়ুর্দধানা গূঢ়্বী তমো জ্যোতিষোষা অবোধি।
অগ্র এতি যুবতিরহ্রয়াণা প্রাচিকিতৎসূর্যং যজ্ঞমগ্নিম্ ॥ ২

অশ্বাবতীর্গোমতীর্ন উষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছন্তু ভদ্রাঃ।
ঘৃতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রপীতা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। বিপ্র বসিষ্ঠগণ, সকলের প্রথমে স্তোমও স্তবের দ্বারা উষাদেবীকে প্রবুদ্ধ করেছেন। উষা সমান প্রান্তবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে বাবর্তিত করেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে প্রকাশিত করেন। ২। এ সে উষা, যিনি নবযৌবন ধারণ করে এবং জ্যোতিদ্বারা গূঢ়তম বিনাশ করে জাগরিত হন। লজ্জাহীনা যুবতীর ন্যায় ইনি সূর্যের সম্মুখে আগমন করেন এবং সূর্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন। ৩। বহুঅশ্ব এবং বহুগোবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য উষা সকল সর্বদা তম নিবারণ করুন। তাঁরা জল দোহন করেন এবং সর্বত্র প্রবৃদ্ধ হন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৮১ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। বৃহতী, সতোবৃহতী ছন্দ।

প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যুচ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ।
অপো মহি ব্যয়তি চক্ষসে তমো জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী॥ ১
উদুস্রিয়াঃ সৃজতে সূর্যঃ সচাঁ উদ্যন্নক্ষত্রমর্চিবৎ।
তবেদুষো ব্যুষি সূর্যস্য চ সং ভক্তেন গমেমহি॥ ২
প্রতি ত্বা দুহিতর্দিব উষো জীরা অভুৎস্মহি।
যা বহসি পুরু স্পার্হং বনন্বতি রত্নং ন দাশুষে ময়ঃ॥ ৩
উচ্ছন্তী যা কৃণোষি মংহনা মহি প্রখ্যৈ দেবি স্বর্দৃশে।
তস্যাস্তে রত্নভাজ ঈমহে বয়ং স্যাম মাতুর্ন সূনবঃ॥ ৪
তচ্চিত্রং রাধ আ ভরোষো যদ্দীর্ঘশ্রুত্তমম্।
যত্তে দিবো দুহিতর্মর্তভোজনং তদ্রাস্ব ভুনজামহৈ॥ ৫
শ্রবঃ সূরিভ্যো অমৃতং বসুত্বনং বাজাঁ অস্মভ্যং গোমতঃ।
চোদয়িত্রী মঘোনঃ সূনৃতাবত্যুষা উচ্ছদপ স্রিধঃ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। তমোনিবারিণী, দ্যুলোকদুহিতা উষা আসছেন, দৃষ্ট হল। তিনি দর্শনার্থে মহৎ তম অপাবৃত করছেন, মনুষ্যের নেত্রী হয়ে জ্যোতি বিকাশ করছেন। ২। সূর্য রশ্মিসমূহকে যুগপৎ উৎগত করেছেন, প্রাদুর্ভূত হয়ে নক্ষত্রকে দীপ্তিযুক্ত করছেন। হে উষা! তোমার ও সূর্যের প্রকাশ হলে আমরা যেন অন্যের সাথে মিলিত হই। ৩। হে দ্যুলোকদুহিতা উষা! আমরা ক্ষিপ্রকারী হয়ে তোমাদের প্রতিবুদ্ধ করব। হে ধনবতি! তুমি স্পৃহণীয় বহুধন বহন কর, যজমানের জন্য রত্ন ও সুখ বহন কর। ৪। হে মহতী দেবী! তুমি তমোনিবারিণী ও মহিমাযুক্তা। তুমি প্রবোধনার্থে ও দর্শনার্থে সমস্ত জগৎকে প্রেরণ কর। তুমি রত্নভাক, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। পুত্রগণ যেরূপ মাতার প্রিয় হয়, সেরূপ আমরা তোমার হব। ৫। হে উষা! যে ধন অতি দূরবর্তী স্থানে প্রসিদ্ধ, তুমি সে বিচিত্র ধন আহরণ কর। হে দ্যুলোকদুহিতা! তোমার যে মনুষ্যদের ভোগযোগ্য অন্ন আছে, তা প্রদান কর, আমরাও ভোগ করব। ৬। হে উষা! স্তোতাগণকে মরণরহিত, বাসপ্রদ, প্রসিদ্ধ যশ প্রদান কর, আমাদের বহু গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান কর। যজমানের প্রেরয়িত্রী সুনৃত বাক্যবিশিষ্টা উষা শত্রুদের দূরীকৃত করুন।

৮২ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। জগতী ছন্দ।

ইন্দ্রাবরুণা যুবমধ্বরায় নো বিশে জনায় মহি শর্ম যচ্ছতম্ ।
দীর্ঘপ্রযজ্যুমতি যো বনুষ্যতি বয়ং জয়েম পৃতনাসু দূঢ্যঃ ॥ ১
সম্রাডন্যঃ স্বরালন্য উচ্যতে বাং মহান্তাবিন্দ্রাবরুণা মহাবসূ ।
বিশ্বে দেবাসঃ পরমে ব্যোমনি সং বামোজো বৃষণা সং বলং দধুঃ ॥ ২
অন্বপাং খান্যতৃন্তমোজসা সূর্যমৈরয়তং দিবি প্রভুম্ ।
ইন্দ্রাবরুণা মদে অস্য মায়িনোঽপিন্বতমপিতঃ পিন্বতং ধিয়ঃ ॥ ৩
যুবামিদ্যুৎসু পৃতনাসু বহ্নয়ো যুবাং ক্ষেমস্য প্রসবে মিতজ্ঞবঃ ।
ঈশানা বস্ব উভয়স্য কারব ইন্দ্রাবরুণা সুহবা হবামহে ॥ ৪
ইন্দ্রাবরুণা যদিমানি চক্রথুর্বিশ্বা জাতানি ভুবনস্য মজ্মনা ।
ক্ষেমেণ মিত্রো বরুণং দুবস্যতি মরুদ্ভিরুগ্রঃ শুভমন্য ঈয়তে ॥ ৫
মহে শুল্কায় বরুণস্য নু ত্বিষ ওজো মিমাতে ধ্রুবমস্য যৎস্বম্ ।
অজামিমন্যঃ শ্নথয়ন্তমাতিরদ্দভ্রেভিরন্যঃ প্র বৃণোতি ভূয়সঃ ॥ ৬
ন তমংহো ন দুরিতানি মর্ত্যমিন্দ্রাবরুণা ন তপঃ কুতশ্চন ।
যস্য দেবা গচ্ছথো বীথো অধ্বরং ন তং মর্তস্য নশতে পরিহ্বৃতিঃ ॥ ৭
অর্বাঙ্নরা দৈব্যেনাবসা গতং শৃণুতং হবং যদি মে জুজোষথঃ ।
যুবোর্হি সখ্যমুত বা যদাপ্যং মার্ডীকমিন্দ্রাবরুণা নি যচ্ছতম্ ॥ ৮
অস্মাকমিন্দ্রাবরুণা ভরেভরে পুরোযোধা ভবতং কৃষ্ট্যোজসা ।
যদ্বাং হবন্ত উভয়ে অধ স্পৃধি নরস্তোকস্য তনয়স্য সাতিষু ॥ ৯
অস্মে ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দ্যুম্নং যচ্ছন্তু মহি শর্ম সপ্রথঃ ।
অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঋর্তাবৃধো দেবস্য শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা আমাদের পরিচারকজনের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানার্থে মহাগৃহ প্রদান কর। যে শত্রু দীর্ঘকাল যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, আমরা যুদ্ধে দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট সে শত্রুকে (১) জয় করব। ২। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা মহান ও মহানধনবিশিষ্ট। তোমাদের একজন সম্রাট আর একজন স্বরাট। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! উৎকৃষ্ট আকাশে বিশ্বদেবগণ তোমাদের তেজ প্রদান করেছিল এবং বলও প্রদান করেছিল। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বলদ্বারা জলের দ্বার অপাবৃত করেছিলে, প্রভু সূর্যকে আকাশে গমন করিয়েছিলে। এ প্রজ্ঞাকর সোমপানে আনন্দ হলে, তোমরা জলরহিত নদী পূর্ণ কর এবং কর্ম সকলকেও পূর্ণ কর। ৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! স্তোত্রধারী ব্যক্তিরা যুদ্ধে শত্রুসেনার মধ্যে রক্ষার জন্য এবং সংকুচিত জানু লোকে মঙ্গল উৎপাদনের জন্য তোমাদের আহ্বান করে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর এবং সুখে আহ্বানযোগ্য। আমরা স্তোতা, তোমাদের আহ্বান করি। ৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা ভুবনে সমস্ত প্রাণীকে আপনার বলে নির্মাণ করেছ, তোমাদের মধ্যে একজনকে মিত্র মঙ্গলের জন্য পরিচর্যা করেন, অপর ব্যক্তি মরুৎগণের সাথে উগ্র হয়ে অলঙ্কার প্রাপ্ত হয়। ৬। মহৎ ধনলাভার্থে বরুণ ও ইন্দ্রের দীপ্তির জন্য অচিরে বল উৎপন্ন হয়। এদের এ বল নিত্য এবং সত্ত্বাম্পদীভূত। একজন অবন্ধু হিংসাকারীকে অভিঘাত করেন, অন্য অল্পের দ্বারা বহুতর শত্রুকে বাধিত করেন। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! তোমরা যাঁর যজ্ঞে যাও যাঁকে কামনা কর, বাধা সে মানুষের নিকট কোন কারণে যেতে পারে না, পাপ যেতে পারে না, দুরিত যেতে পারে না, সন্তাপও সে মানুষের নিকট কোন কারণে যেতে পারে না। ৮। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ!

যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাক, তবে দৈবরক্ষার সাথে আমার সম্মুখে এস, স্তোত্র শোন। তোমাদের সখিত্ব এবং তোমাদের বন্ধুতা সুখের সাধক, আমাদের তা দাও। ৯। হে শত্রুকর্ষক তেজ বিশিষ্ট ইন্দ্র ও বরুণ! যুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের অগ্রগামী যোদ্ধা হও, তোমাদের উভয় প্রকার নেতাই যুদ্ধে এবং পুত্র পৌত্র লাভের নিমিত্ত আহ্বান করে। ১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদের দ্যোতমান ধন এবং মহান বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্ষিকা অদিতির তেজ আমাদের অহিংসক হোক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করব।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ অনার্য বর্বরদের।

৮৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যুবাং নরা পশ্যমানাস আপ্যং প্রাচা গব্যন্তঃ পৃথুপর্শবো যযুঃ।
দাসা চ বৃত্রা হতমার্যাণি চ সুদাসমিন্দ্রাবরুণাবসাবতম্ ॥ ১
যত্রা নরঃ সময়ন্তে কৃতধ্বজো যস্মিন্নাজা ভবতি কিঞ্চন প্রিয়ম্।
যত্রা ভয়ন্তে ভুবনা স্বর্দৃশস্তত্রা ইন্দ্রাবরুণাধি বোচতম্ ॥ ২
সং ভূম্যা অন্তা ধ্বসিরা অদৃক্ষতেন্দ্রাবরুণা দিবি ঘোষ আরুহৎ।
অস্থুর্জনানামুপ মামরাতয়োঽর্বাগবসা হবনশ্রুতা গতম্ ॥ ৩
ইন্দ্রাবরুণা বধনাভিরপ্রতি ভেদং বন্বন্তা প্র সুদাসমাবতম্।
ব্রহ্মাণ্যেষাং শৃণুতং হবীমনি সত্যা তৃৎসূনামভবৎপুরোহিতিঃ ॥ ৪
ইন্দ্রাবরুণাবভ্যা তপন্তি মাঘান্যর্যো বনুষামরাতয়ঃ।
যুবং হি বস্ব উভয়স্ব রাজথোঽধ স্মা নোঽবতং পার্যে দিবি ॥ ৫
যুবাং হবন্ত উভয়াস আজিষ্বিন্দ্রং চ বস্বো বরুণং চ সাতয়ে।
যত্র রাজভির্দশভির্নিবাধিতং প্র সুদাসমাবতং তৃৎসুভিঃ সহ ॥ ৬
দশ রাজানঃ সমিতা অযজ্যবঃ সুদাসমিন্দ্রাবরুণা ন যুযুধুঃ।
সত্যা নৃণামদ্মসদামুপস্তুতির্দেবা এষামভবন্দেবহূতিষু ॥ ৭
দাশরাজ্ঞে পরিযত্তায় বিশ্বতঃ সুদাস ইন্দ্রাবরুণাবশিক্ষতম্।
শ্বিত্যঞ্চো যত্র নমসা কপর্দিনো ধিয়া ধীবন্তো অসপন্ত তৃৎসবঃ ॥ ৮
বৃত্রাণ্যন্যঃ সমিথেষু জিঘ্নতে ব্রতান্যন্যো অভি রক্ষতে সদা।
হবামহে বাং বৃষণা সুবৃক্তিভিরস্মে ইন্দ্রাবরুণা শর্ম যচ্ছতম্ ॥ ৯
অস্মে ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দ্যুম্নং যচ্ছন্তু মহি শর্ম সপ্রথঃ।
অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঋর্তাবৃধো দেবস্য শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের বন্ধুত্ব চেয়ে গোলাভের ইচ্ছায় বিশাল পরশুবিশিষ্ট যোদ্ধাগণ পূর্বদিকে এসেছিল। উভয় দাস বৃত্র ও আর্য শত্রুগণকে বধ কর, তোমরা সুদাস রাজার উদ্দেশে রক্ষার সাথে এস (১)। ২। যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন করে মিলিত হয়, যে যুদ্ধে কিছুই অনুকূল হয় না, যাতে দূতগণ স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয় সে সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের পক্ষ হয়ে কথা কও। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ভূমির অন্ত সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে দৃষ্ট হচ্ছে, কোলাহল দ্যুলোকে আরোহণ করছে। সৈন্যের শত্রু সকল আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে। হে শ্রবণকারী ইন্দ্র ও বরুণ! রক্ষার সাথে আমাদের নিকট এস। ৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আয়ুধদ্বারা অপ্রাপ্ত ভেদকে হিংসা করে তোমরা সুদাসকে রক্ষা করেছ, তৃৎসুদের স্তোত্র শুনেছ, যুদ্ধকালে তৃৎসুদের পৌরোহিত্য সফল হয়েছিল। ৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! শত্রুর আয়ুধ সকল আমাকে

চারদিক হতে বাধা দিচ্ছে, হিংসকদের মধ্যে শত্রুরা বাধা দিচ্ছে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর, অতএব যুদ্ধের দিনে আমাদের রক্ষা কর। ৬। যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকেই ইন্দ্র ও বরুণকে ধন লাভার্থে আহ্বান করে। এ যুদ্ধে দশজন রাজাকর্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সাথে তোমরা রক্ষা করেছিলে। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! দশজন যজ্ঞরহিত রাজা (২) মিলিত হয়েও সুদাস রাজাকে প্রহার করতে শক্ত হল না। হব্যযুক্ত যজ্ঞে নেতাগণের স্তোত্র সফল হয়েছিল। এদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। ৮। যেখানে নির্মলগামী জটাবিশিষ্ট কর্মযুক্ত তৃৎসুগণ অন্ন এবং স্তুতির সাথে পরিচর্যা করে, সে দেশে দশজন রাজাকর্তৃক চারদিকে পরিবেষ্টিত সুদাসকে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বল প্রদান করেছিলে। ৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের একজন যুদ্ধে বৃত্রগণকে হনন করেন, অপর একজন ব্রত রক্ষা করেন। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! তোমাদের সুপ্রবৃত্ত স্তুতিদ্বারা আহ্বান করছি। তোমরা আমাদের সুখ প্রদান কর। ১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদের দ্যোতমান ধন এবং মহান বিস্তীর্ণ গৃহ দিন। যজ্ঞবর্ধিকা অদিতির তেজ আমাদের অহিংসক হোক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করব।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ সুদাস রাজার আর্য ও অনার্য সকল প্রকার শত্রু ধ্বংস করে তাঁকে রক্ষা কর। ২, ৩ ও ৫ ঋকে যুদ্ধ বর্ণনা দেখা যায়। ২। ভারত প্রভৃতি দশজাতি মিলিত হয়ে সুদাস রাজাকে আক্রমণ করেছিল। সুদাসের দেশ প্লাবিত করবার জন্য আদীনা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিল। বিশ্বামিত্র তাদের পুরোহিত ছিলেন। সুদাস রাজা একাকী তাঁদের পরাস্ত করেছিলেন। সুদাসের পুরোহিত বসিষ্ঠ সে বিজয়ের গীত গাচ্ছেন। সুদাসের বিরুদ্ধাচারী জাতির মধ্যে ভারত, যদু মৎস্য, অনু ও দ্রুহ্যুজাতির নাম ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

৮৪ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বাং রাজানাবধ্বরে ববৃত্যাং হব্যেভিরিন্দ্রাবরুণা নমোভিঃ।
প্র বাং ঘৃতাচী বাহ্বোর্দধানা পরি ত্মনা বিষুরূপা জিগাতি ॥ ১
যুবো রাষ্ট্রং বৃহদিন্বতি দ্যৌর্যৌ সেতৃভিররজ্জুভিঃ সিনীথঃ।
পরি নো হেলো বরুণস্য বৃজ্যা উরুং ন ইন্দ্রঃ কৃণবদু লোকম্ ॥ ২
কৃতং নো যজ্ঞং বিদথেষু চারুং কৃতং ব্রহ্মাণি সূরিষু প্রশস্তা।
উপো রয়ির্দেবজূতো ন এতু প্র ণঃ স্পার্হাভিরূতিভিস্তিরেতম্ ॥ ৩
অস্মে ইন্দ্রাবরুণা বিশ্ববারং রয়িং ধত্তং বসুমন্তং পুরুক্ষুম্।
প্র য আদিত্যো অনৃতা মিনাত্যমিতা শূরো দয়তে বসূনি ॥ ৪
ইয়মিন্দ্রং বরুণমষ্ট মে গীঃ প্রাবত্তোকে তনয়ে তূতুজানা।
সুরত্নাসো দেববীতিং গমেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ! এ যজ্ঞে তোমাদের হব্য ও স্তোত্রদ্বারা আবর্তিত করছি। বাহুদ্বয়ে ধৃত নানারূপবিশিষ্ট জুহূ স্বয়ং তোমাদের অভিগমন করছে। ২। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমার স্বর্গরূপ বৃহৎ রাষ্ট্র বৃষ্টি প্রদান দ্বারা সকলকে প্রীত করে। তোমরা রজ্জুরহিত বাধাপ্রদ উপায়ে পাপকারীকে বন্ধন কর। বরুণের ক্রোধ আমাদের পরিত্রাণ করে গমন করুক, ইন্দ্রও স্থানকে বিস্তীর্ণ করুন। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের গৃহের যজ্ঞকে মনোহর কর, স্তোতৃগণের স্তোত্রকে উৎকৃষ্ট কর। দেবগণের প্রেরিত ধন আমাদের নিকট আসুক। স্পৃহণীয়

রক্ষাদ্বারা তাঁরা আমাদের বর্ধিত করুন। ৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের সকলের বরণীয় নিবাস স্থানযুক্ত, বহু অন্নবিশিষ্ট ধন প্রদান কর। যে আদিত্য অনৃত বিনাশ করেন; সে শূর অপরিমিত ধন করুন। ৫। আমার এ স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্র বিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞ প্রাপ্ত হব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৮৫ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পুনীষে বামরক্ষসং মনীষাং সোমমিন্দ্রায় বরুণায় জুহ্বৎ।
ঘৃতপ্রতীকামুষসং ন দেবীং তা নো যামন্নুরুষ্যতামভীকে ॥ ১
স্পর্ধন্তে বা উ দেবহূয়ে অত্র যেষু ধ্বজেষু দিদ্যবঃ পতন্তি।
যুবং তাঁ ইন্দ্রাবরুণাবমিত্রান্ হতং পরাচঃ শর্বা বিষূচঃ ॥ ২
আপশ্চিদ্ধি স্বযশসঃ সদঃসু দেবীরিন্দ্রং বরুণং দেবতা ধুঃ।
কৃষ্টীরন্যো ধারয়তি প্রবিক্তা বৃত্রাণ্যন্যো অপ্রতীনি হন্তি ॥ ৩
স সুক্রতুর্ঋতচিদস্তু হোতা য আদিত্য শবসা বাং নমস্বান্।
আববর্তদবসে বাং হবিষ্মানসদিৎস সুবিতায় প্রযস্বান্ ॥ ৪
ইয়মিন্দ্রং বরুণমষ্ট মে গীঃ প্রাবত্তোকে তনয়ে তূতুজানা।
সুরত্নাসো দেববীতিং গমেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের জন্য অগ্নিতে সোম ক্ষেপ করে দীপ্তিমতী ঊষার ন্যায় দীপ্তাবয়বা রাক্ষসরহিতা স্তুতিকে শোধন করছি। তাঁরা উপস্থিত যুদ্ধে যাত্রাকালে আমাদের রক্ষা করুন। ২। পরস্পর স্পর্ধাবিশিষ্ট সংগ্রামে আমরা শত্রুদের স্পর্ধা করছি। যে যুদ্ধে ধ্বজার আয়ুধ সকল পতিত হয়, সে সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা হিংসক আয়ুধদ্বারা পরাঙ্মুখ ও বিবিধ গতিবিশিষ্ট শত্রুগণকে বিনাশ কর। ৩। সোম সকল অয়ত্ত, যশোবিশিষ্ট ও দ্যুতিমান হয়ে সদনে ইন্দ্র ও বরুণ এ উভয় দেবতাকে ধারণ করেন। এঁদের একজন প্রজাগণকে পৃথক পৃথক করে ধারণ করেন, অন্যজন অপ্রতিগত শত্রুগণকে বিনাশ করেন। ৪। হে আদিত্যদ্বয়! তোমরা বলশালী, যে নমস্কারযুক্ত হয়ে তোমাদের পরিচর্যা করে, সে শোভনকর্মবিশিষ্ট হোতা ঋতজ্ঞ হোন। যে হব্যযুক্ত ব্যক্তি তৃপ্তির জন্য তোমাদের আবর্তিত করে, সে অন্নবান হয়ে একান্ত প্রাপ্তব্য ফল লাভ করে। ৫। আমার এ স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্রবিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞ প্রাপ্ত হব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৮৬ সূক্ত ॥ বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ধীরা ত্বস্য মহিনা জনূংষি বি যস্তস্তম্ভ রোদসী চিদুর্বী।
প্র নাকমৃষ্বং নুনুদে বৃহন্তং দ্বিতা নক্ষত্রং পপ্রথচ্চ ভূম ॥ ১
উত স্বয়া তন্বা সং বদে তৎকদা ন্বন্তর্বরুণে ভুবানি।
কিং মে হব্যমহৃণানো জুষেত কদা মৃলীকং সুমনা অভি খ্যম্ ॥ ২
পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষূপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছম্।
সমানমিন্মে কবয়শ্চিদাহুরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হৃণীতে ॥ ৩

কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ম্ ।
প্র তন্মে বোচো দূলভ স্বধাবোঽব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াম্ ॥ ৪
অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোঽব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ ।
অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠম্ ॥ ৫
ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ ।
অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্চনেদনৃতস্য প্রয়োতা ॥ ৬
অরং দাসো ন মীঢ়ুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েঽনাগাঃ ।
অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥ ৭
অয়ং সু তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ্চিদস্তু ।
শং নঃ ক্ষেমে শমু যোগে নো অস্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। এ বরুণের জন্ম মহিমাপ্রযুক্ত স্থির হয়েছে। ইনি বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছেন, ইনি বৃহৎ আকাশ ও দর্শনীয় নক্ষত্রকে দ্বিধা প্রেরণ করেন। ইনি ভূমিকেও বিস্তীর্ণ করেছেন। ২। আমি কি স্বীয় শরীরের সঙ্গে বরুণের স্তুতি করব? কখন বরুণদেবের সন্নিকট থাকব? বরুণ কি ক্রোধরহিত হয়ে আমার হব্য সেবা সেবন করবেন? আমি সুমনা হয়ে কখন সুখপ্রদ বরুণকে দেখতে পাব? ৩। হে বরুণ! আমি দিদৃক্ষু হয়ে সে পাপের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করছি। আমি বিবিধ প্রশ্নের জন্য বিদ্বান জনের নিকট গিয়েছি। কবিরা সকলেই আমাকে একরূপ বলেছেন যে, 'এ বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।' ৪। হে বরুণ! আমি এমন কি করেছি, যে তুমি মিত্রভূত স্তোতাকে হনন করতে ইচ্ছা কর। হে দুর্ধর্ষ তেজস্বিন, আমাকে তা বল যাতে আমি ত্বরমান হয়ে নমস্কারের সাথে তোমার নিকট গমন করি। ৫। হে বরুণ! আমাদের পিতৃক্রমাগত দ্রোহবিশ্লিষ্ট কর। আমরা নিজ শরীর দ্বারা যা করেছি, তাও বিশ্লিষ্ট কর। হে রাজা! পশুখাদক চোরের ন্যায়, রজ্জুবদ্ধ গোবৎসের ন্যায়, আমাকে পাপ হতে বিশ্লিষ্ট কর। ৬। হে বরুণ! সে পাপ নিজের দোষে নয়। এ ভ্রম বা সুরা বা মন্যু বা দ্যূতক্রীড়া বা অবিবেকবশত ঘটেছে। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠও বিপথে নিয়ে যায়, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয়। ৭। অভীষ্টবর্ষী, পোষক বরুণের উদ্দেশে পাপ-রহিত হয়ে আমি দাসের ন্যায় পর্যাপ্তরূপে পরিচর্যা করব। আমরা অজ্ঞান, আর্যদেব আমাদের জ্ঞানদান করুন। প্রাজ্ঞতর দেব স্তোত্রকে ধনার্থে প্রেরণ করুন। ৮। হে অন্নবান বরুণ! তোমার উদ্দেশে রচিত এ স্তোত্র তোমার হৃদয়ে সুনিহিত হোক। লাভ আমাদের মঙ্গল হোক, ক্ষেম আমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর (১)।

টীকা ঃ ১। বসিষ্ঠ রচিত এ সপ্তমণ্ডলে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে সূক্তগুলি অতিশয় পবিত্র এবং এগুলিতে পাপের অনুশোচনা ও পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। বিশেষ ৮৬ হতে ৮৯ সূক্ত অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

৮৭ সূক্ত ॥ বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

রদৎপথো বরুণঃ সূর্যায় প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাম্ ।
সর্গো ন সৃষ্টো অর্বতীর্ঋতায়ঞ্চকার মহীরবনীরহভ্যঃ ॥ ১
আত্মা তে বাতো রজ আ নবীনোৎপশুর্ন ভূর্ণির্যবসে সসবান্ ।
অন্তর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়াণি ॥ ২

পরি স্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা উভে পশ্যন্তি রোদসী সুমেকে।
ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ন্ত মন্ম ॥ ৩
উবাচ মে বরুণো মেধিরায় ত্রিঃ সপ্ত নামাঘ্ন্যা বিভর্তি।
বিদ্বান্‌পদস্য গুহ্যা ন বোচদ্যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্ ॥ ৪
তিস্রো দ্যাবো নিহিতা অন্তরস্মিন্তিস্রো ভূমীরুপরাঃ ষড়্‌বিধানাঃ।
গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেঙ্খং হিরণ্যয়ং শুভে কম্ ॥ ৫
অব সিন্ধুং বরুণো দ্যৌরিব স্থাদ্‌দ্রপ্সো ন শ্বেতো মৃগস্তুবিষ্মান্।
গম্ভীরশংসো রজসো বিমানঃ সুপারক্ষেত্রঃ সতো অস্য রাজা ॥ ৬
যো মৃলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং স্যাম বরুণো অনাগাঃ।
অনু ব্রতান্যদিতেঋর্ধন্তো যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। এ বরুণদেব সূর্যের জন্য পথ প্রদান করেছেন, নদী সকলকে অন্তরিক্ষভব জল প্রদান করেছেন। অশ্ব যেরূপ বড়বার প্রতি ধাবমান হয়, সেরূপ শীঘ্র যেতে ইচ্ছা করে তিনি মহতী রজনীসমূহকে দিবস হতে পৃথক করেছেন। ২। হে বরুণ! তোমার বায়ু জগতের আত্মা, সে জলকে চারদিকে প্রেরণ করে। ঘাস প্রদত্ত হলে পশু যেরূপ অন্নবান হয়, সেরূপ ভর্তা বায়ু অন্নবান। মহতী, বৃহতী দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে তোমার সমস্ত স্থান লোকের প্রিয়। ৩। বরুণের চর সকলের গতি প্রশস্ত, তারা সুন্দর রূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী সন্দর্শন করে এবং কর্মবান, যজ্ঞধীর, প্রাজ্ঞ কবিগণ যে স্তোত্র প্রেরণ করেন তাও চারদিকে দর্শন করে। ৪। আমি মেধাবী, বরুণ আমাকে বলেছেন যে গো (১) একুশটি নাম ধারণ করে। বিদ্বান মেধাবী বরুণ উপযুক্ত অন্তেবাসীকে উপদেশ দিয়ে উৎকৃষ্ট স্থানে এ সকল গুহ্য কথাও বলেছেন। ৫। এ বরুণ দেবের মধ্যেই তিন প্রকার দ্যুলোকে (২) নিহিত আছে, তিন প্রকার ভূমি (২) ছয় অবস্থায় (৩) এতে অন্তর্ভূত আছে। স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরিক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় (৪) সূর্যকে দীপ্তির জন্য নির্মাণ করেছেন। ৬। সূর্যের ন্যায় দীপ্ত বরুণ সমুদ্রকে স্থাপিত করেছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান, গভীর স্তোত্রবিশিষ্ট, উদকের নির্মাতা, পারক্ষম বলযুক্ত এবং সমস্ত সৎপদার্থের রাজা। ৭। অপরাধ করলেও যে বরুণ দয়া করেন (৫) অদীন বরুণের ব্রত সকল যথাক্রমে সমৃদ্ধ করে আমরা যেন তাঁর নিকটেই অনপরাধী হই। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ বাক অথবা পৃথিবী। সায়ণ। ২। উত্তম, মধ্যম ও অধম। সায়ণ। ৩। বসন্তাদি ঋতুভেদে। সায়ণ। ৪। সূর্য কেবল দু দিক স্পর্শ করে, এ জন্য সূর্য দোলার ন্যায়। সায়ণ। ৫। 'The consciousness of sin is a prominent feature in the religion of the Veda ; so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of his sins.'—Max Muller's Selected Essays.

৮৮ সূক্ত ।। বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র শুন্ধ্যুবং বরুণায় প্রেষ্ঠাং মতিং বসিষ্ঠ মীড়্হুষে ভরস্ব।
য ঈমর্বাঞ্চং করতে যজত্রং সহস্রামঘং বৃষণং বৃহন্তম্ ॥ ১
অধা ন্বস্য সন্দৃশং জগন্বানগ্নেরনীকং বরুণস্য মংসি।
স্বর্যদশ্মন্নধিপা উ অন্ধোঽভি মা বপুর্দৃশয়ে নিনীয়াৎ ॥ ২
আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেঙ্খ ঈঙ্খয়াবহৈ শুভে কম্ ॥ ৩

বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্ততনন্যাদুষাসঃ ॥ ৪
কৃত্যানি সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদবৃকং পুরা চিৎ।
বৃহন্তং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে ॥ ৫
যা আপির্নিত্যো বরুণ প্রিয়ঃ সন্ত্বামাগাংসি কৃণবৎসখা তে।
মা ত এনস্বন্তো যক্ষিন্ ভুজেম যন্ধি ষ্মা বিপ্রঃ স্তুবতে বরূথম্ ॥ ৬
ধ্রুবাসু ত্বাসু ক্ষিতিষু ক্ষিয়ন্তো ব্যস্মৎপাশং বরুণো মুমোচৎ।
অবো বন্বানা অদিতেরুপস্থাদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে বসিষ্ঠ! তুমি অভীষ্টবর্ষী বরুণের উদ্দেশে স্বতঃশুদ্ধ প্রিয়তম স্তুতি কর। ইনি যজনীয় সহস্র ধনবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বৃহৎ। এ দেবতাকে আমাদের অভিমুখী কর। ২। অধুনা আমি শীঘ্র বরুণের সন্দর্শন প্রাপ্ত হয়ে অগ্নির জ্বালাসমূহকে স্তব করি। যখন বরুণ সুখকর পাষাণে অবস্থিত এ সোম অধিক পরিমাণে পান করেন তখন দর্শনার্থে আমাকে প্রশস্ত রূপ প্রদান করে। ৩। যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করেছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করেছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থে নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করেছিলাম। ৪। মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করে দিনসমূহের মধ্যে সুদিনে বসিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলেন, তাঁকে রক্ষাদ্বারা সুকর্মা করেছিলেন। ৫। হে বরুণ! আমাদের সে সখ্য কোথায় হয়েছিল? পূর্বকালে যে হিংসারহিত সখ্য ছিল তাই সেবা করছি। হে অন্নবান বরুণ! তোমার মহান ভূতগণের বিচ্ছেদকারী সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহে যাব (১)। ৬। হে বরুণ! যে বসিষ্ঠ নিত্যবন্ধু, যে পূর্বে প্রিয় হয়ে তোমার প্রতি অপরাধ করেছিল, সে তোমার সখা হোক। হে যজনীয় বরুণ! আমরা তোমার আত্মীয়, আমরা পাপযুক্ত হয়ে যেন ভোগ না করি। তুমি মেধাবী, স্তুতিকারীকে বরণীয় গৃহ প্রদান কর। ৭। এ সকল নিত্যভূমিতে বাস করে আমরা তোমার স্তব করি। বরুণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা যেন অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপস্থান হতে বরুণের রক্ষা ভোগ করতে পারি।

টীকা ঃ ১। বরুণের সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ কি? আমাদের মনে হয় স্বর্গ।

৮৯ সূক্ত ॥ বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী, জগতী ছন্দ।

মো ষু বরুণ মৃন্ময়ং রাজন্নহং গমম্। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ১
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ২
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ৩
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ৪
যৎকিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুয়োপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে রাজা বরুণ! মৃন্ময় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই। হে সুক্ষত্র (১)! দয়া কর, দয়া কর। ২। হে আয়ুধবান বরুণ! আমি কম্পান্বিত কলেবরে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় যাচ্ছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। ৩। হে ধনবান, নির্মল বরুণ! অশক্তিপ্রযুক্ত কর্মের প্রাতিকূল্য প্রাপ্ত হয়েছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। ৪। জলমধ্যে বাস করলেও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণাপ্রাপ্ত হয়েছিল। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। ৫। হে বরুণ! আমরা

মনুষ্য, দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করেছি, অজ্ঞানবশত তোমার যে কর্মে অনবধানতা করেছি, সে সকল পাপ প্রযুক্ত আমাদের হিংসা করো না।

টীকা ঃ ১। ক্ষত্র অর্থ বল, সুদক্ষ অর্থে অতিশয় বলবান। ক্ষত্রিয় নামে একটি ভিন্ন জাতি তখনও সৃষ্ট হয় নি। বরুণদেব ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন না এ সূক্তের প্রথম চারটি ঋকের শেষে 'দয়া কর, দয়া কর' এ শব্দগুলি আছে। 'Have mercy, Almighty, have mercy'—Max Muller.

৯০ সূক্ত ।। বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বীরয়া শুচয়ো দদ্রিরে বামধ্বর্যুভির্মধুমন্তঃ সুতাসঃ।
বহ বায়ো নিযুতো যাহ্যচ্ছা পিবা সুতস্যান্ধসো মদায় ॥ ১
ঈশানায় প্রহুতিং যস্ত আনট্ শুচিং সোমং শুচিপাস্তুভ্যং বায়ো।
কৃণোষি তং মর্ত্যেষু প্রশস্তং জাতোজাতো জায়তে বাজ্যস্য ॥ ২
রায়ে নু যং জজ্ঞতু রোদসীমে রায়ো দেবী ধিষণা ধাতি দেবম্।
অধ বায়ুং নিযুতঃ সশ্চত স্বা উত শ্বেতং বসুধিতিং নিরেকে ॥ ৩
উচ্ছন্নুষসঃ সুদিনা অরিপ্রা উরু জ্যোতির্বিবিদুর্দীধ্যানাঃ।
গব্যং চিদূর্বমুশিজো বি বব্রুস্তেষামনু প্রদিবঃ সস্রুরাপঃ ॥ ৪
তে সত্যেন মনসা দীধ্যানাঃ স্বেন যুক্তাসঃ ক্রতুনা বহন্তি।
ইন্দ্রবায়ূ বীরবাহং রথং বামীশানয়োরভি পৃক্ষঃ সচন্তে ॥ ৫
ঈশানাসো যে দধতে স্বর্ণো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্হিরণ্যৈঃ।
ইন্দ্রবায়ূ সূরয়ো বিশ্বমায়ুরর্বদ্ভির্বীরৈঃ পৃতনাসু সহ্যুঃ ॥ ৬
অর্বন্তো ন শ্রবসো ভিক্ষমাণা ইন্দ্রবায়ূ সুষ্টুতির্ভির্বসিষ্ঠাঃ।
বাজয়ন্তঃ স্ববসে হুবেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে বায়ু! তুমি বীর। শুদ্ধ, মাধুর্যযুক্ত অভিষুত সোম অধ্বর্যুগণ তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করছে। তুমি নিযুৎগণকে রথে যোজিত কর, অভিমুখে এস, আনন্দের জন্য অভিষুত সোমরসের ভাগ ভক্ষণ কর। ২। হে বায়ু! তুমিই ঈশ্বর। যে তোমার জন্য উত্তম আহুতি প্রদান করে, হে সোমপায়ী! যে তোমার জন্য শুচি সোম প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে তুমি তাকে প্রধান কর, সে সর্বত্র প্রাদুর্ভূত হয়ে প্রাপ্তব্য ধন লাভ করে। ৩। এ দ্যাবাপৃথিবী যে বায়ুকে ধনার্থে উৎপন্ন করেছেন, দ্যুতিমতি ধিষণা ধনার্থে যে দেবতাকে ধারণ করেন, অধুনা স্বকীয় নিযুতগণ সে বায়ুকে সেবা করছে। বায়ু দারিদ্র্যে শ্বেতবর্ণ ধন প্রদান করেন। ৪। পাপরহিত, উষা সকল সুদিনের হেতু হয়ে তম নাশ করছেন। দীপ্যমান হয়ে বিস্তীর্ণ জ্যোতি লাভ করছেন। উশিজগণ গোরূপ ধন লাভ করেছে, পুরাণ জল তাদের অনুসরণ করেছিল। ৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তাঁরা যথার্থ মননীয় স্তোত্রদ্বারা দীপ্যমান হয়ে আপনার কর্মদ্বারা বীরগণের বহনীয় রথ বহন করছেন। তোমরা ঈশান, অন্ন সকল তোমাদের সেবা করছে। ৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ আমাদের গো, অশ্ব, নিবাসপ্রদ ধন ও হিরণ্যের সাথে সুখ প্রদান করে, সে দাতাগণ সংগ্রামে অশ্ব ও বীরগণের সাহায্যে ব্যাপ্ত আয়ু জয় করেন। ৭। অশ্বের ন্যায় হব্যবাহী, অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ অর্থাৎ আমরা উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করছি। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৯১ সূক্ত ।। বায়ু দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

কুবিদঙ্গ নমসা যে বৃধাসঃ পুরা দেবা অনবদ্যাস আসন্ ।
তে বায়বে মনবে বাধিতায়াবাসয়ন্নুষসং সূর্যেণ ॥ ১
উশন্তা দূতা ন দভায় গোপা মাসশ্চ পাথঃ শরদশ্চ পূর্বীঃ ।
ইন্দ্রবায়ূ সুষ্টুতির্বামিয়ানা মার্তীকমীট্টে সুবিতং চ নব্যম্ ॥ ২
পীবো অন্নান্ রয়িবৃধঃ সুমেধাঃ শ্বেতঃ সিষক্তি নিযুতামভিশ্রীঃ ।
তে বায়বে সমনসো বি তস্থুর্বিশ্বেন্নরঃ স্বপত্যানি চক্রুঃ ॥ ৩
যাবত্তরস্তন্বো যাবদোজো যাবন্নরশ্চক্ষসা দীধ্যানাঃ ।
শুচিং সোমং শুচিপা পাতমস্মে ইন্দ্রবায়ূ সদতং বর্হিরেদম্ ॥ ৪
নিযুবানা নিযুতঃ স্পার্হবীরা ইন্দ্রবায়ূ সরথং যাতমর্বাক্ ।
ইদং হি বাং প্রভৃতং মধ্বো অগ্রমধ প্রীণানা বি মুমুক্তমস্মে ॥ ৫
যা বাং শতং নিযুতো যাঃ সহস্রমিন্দ্রবায়ূ বিশ্ববারাঃ সচন্তে ।
আভির্যাতং সুবিদত্রাভিরর্বাক্ পাতং নরা প্রতিভৃতস্য মধ্বঃ ॥ ৬
অর্বন্তো ন শ্রবসো ভিক্ষমাণা ইন্দ্রবায়ূ সুষ্টুতিভির্বসিষ্ঠাঃ ।
বাজয়ন্তঃ স্ববসে হুবেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। পূর্বকালে যে প্রবৃদ্ধ স্তোতাগণ বহুভাক স্তোত্রদ্বারা অনিন্দনীয় হয়েছিলেন, তাঁরা বিপদগ্রস্ত মনুষ্যগণের উদ্ধারার্থে বায়ুর উদ্দেশে সূর্যের সাথে ঊষাকে একত্র বাস করিয়েছেন। ২। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা কাময়মান দূত ও রক্ষক। তোমরা হিংসা করো না, মাস এবং বহুবৎসর ধরে রক্ষা কর। সুন্দর স্তুতি তোমাদের নিকট গমন করে সুখ যাচ্ঞা করছে এবং প্রশস্য সুপ্রাপ্য ধন যাচ্ঞা করছে। ৩। সুমেধা এবং নিযুতগণের আশ্রয়ণীয় শ্বেতবর্ণ বায়ু প্রভূত অন্নবিশিষ্ট এবং ধনবৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে সেবা করেন। তারাও সমানমনস্ক হয়ে বায়ুর উদ্দেশে যজ্ঞ করবার জন্য বিবিধ প্রকারে অবস্থান করেছিলেন, সে নেতাগণ সুন্দর অপত্যের হেতুভূত কার্য করেছিলেন। ৪। যাবৎ তোমাদের শরীরের বেগ থাকে যাবৎ বল থাকে, যাবৎ নেতৃগণ জ্ঞানবলে দীপ্যমান থাকেন, তাবৎ হে বিশুদ্ধ সোমপায়ী ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা আমাদের বিশুদ্ধ সোম পান কর, এ বর্হিতে উপবেশন কর। ৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা স্পৃহণীয় স্তোতৃবিশিষ্ট এবং নিযুৎগণকে এক রথে সংযুক্ত কর। তোমরা অভিমুখে এস। এ মধুর সোমের অগ্র তোমাদের জন্য আনীত হয়েছে। অনন্তর তোমরা প্রীত হয়ে আমাদের বিমুক্ত কর। ৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে নিযুৎগণ শতসংখ্যক হয়ে তোমাদের সেবা করে, সকলের বরণীয় যে নিযুৎগণ সহস্রসংখ্যক হয়ে সেবা করে, সে শোভন ধনপ্রদ নিযুৎগণের সাথে অভিমুখে এস। হে নেতৃদ্বয়! উত্তরবেদির প্রতি নীত মধুর সোম পান কর। ৭। অশ্বের ন্যায় হব্যবাহী অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করছে। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৯২ সূক্ত ।। বায়ু দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্ববার ।
উপো তে অন্ধো মদ্যময়ামি যস্য দেব দধিষে পূর্বপেয়ম্ ॥ ১
প্র সোতা জীরো অধ্বরেষ্বস্থাৎ সোমমিন্দ্রায় বায়বে পিবধ্যৈ ।
প্র যদ্বাং মধ্বো অগ্রিয়ং ভরন্ত্যধ্বর্যবো দেবয়ন্তঃ শচীভিঃ ॥ ২

প্র যাভির্যাসি দাশ্বাংসমচ্ছা নিযুদ্ভির্বায়বিষ্টয়ে দুরোণে।
নি নো রয়িঃ সুভোজসং যুবস্ব নি বীরং গব্যমশ্ব্যং চ রাধঃ ॥ ৩
যে বায়ব ইন্দ্রমাদনাস আদেবাসো নিতোশনাসো অর্যঃ।
ঘ্নন্তো বৃত্রাণি সূরিভিঃ ষ্যাম সাসহ্বাংসো যুধা নৃভিরমিত্রান্ ॥ ৪
আ নো নিযুদ্ভিঃ শতিনীভিরধ্বরং সহস্রিণীভিরুপ যাহি যজ্ঞম্।
বায়ো অস্মিন্ত্সবনে মাদয়স্ব যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ　১। হে শুচি সোমপাতা বায়ু! আমাদের সমীপে এস। হে সকলের বরণীয়! তোমার নিযুৎ সকল সহস্রসংখ্যাযুক্ত। হে বায়ু! তুমি যে সোমের প্রথম পানে অধিকারী, সে মদকর সোম পাত্রে স্থাপিত রয়েছে। ২। ক্ষিপ্রহস্ত অভিষবকারী, ইন্দ্রও বায়ুর পানার্থে যজ্ঞে সোম প্রস্থাপিত করেছেন। হে ইন্দ্র ও বায়ু! দেবাভিলাষী অধ্বর্যুগণ কর্মদ্বারা তোমাদের জন্য এ যজ্ঞে সোমের অগ্রভাগ সম্পাদন করেছেন। ৩। হে বায়ু! গৃহস্থিত হব্যদায়ীর অভিমুখে যজ্ঞের জন্য যে নিযুৎগণের সাথে যাও তাদের সাথে এস। আমাদের সুন্দর অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর। বীরপুত্র, গোযুক্ত অশ্বযুক্ত ঐশ্বর্য প্রদান কর। ৪। যারা ইন্দ্রের এবং বায়ুরও তৃপ্তি উৎপাদন করেন, তারা দেবযুক্ত, অতএব শত্রুগণের নিহন্তা হয়। সে স্তোতৃগণের সাহায্যে আমরা যেন শত্রুনিপাতে সমর্থ হই। আমাদের লোকদ্বারা যেন যুদ্ধে অমিত্রগণকে পরাভব করতে পারি। ৫। হে বায়ু! শতসংখ্যাবিশিষ্ট ও সহস্র-সংখ্যাবিশিষ্ট নিযুৎগণের সাথে আমাদের হিংসারহিত যজ্ঞের সমীপে এস, এ যজ্ঞে প্রমত্ত হও। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৯৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শুচিং নু স্তোমং নবজাতমদ্যেন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা জুষেথাম্।
উভা হি বাং সুহবা জোহবীমি তা বাজং সদ্য উশতে ধেষ্ঠা ॥ ১
তা সানসী শবসানা হি ভূতং সাকংবৃধা শবসা শূশুবাংসা।
ক্ষয়ন্তৌ রায়ো যবসস্য ভূরেঃ পৃংক্তং বাজস্য স্থবিরস্য ঘৃষেঃ ॥ ২
উপো হ যদ্বিদথং বাজিনো গূধীর্ভির্বিপ্রাঃ প্রমতিমিচ্ছমানাঃ।
অর্বন্তো ন কাষ্ঠাং নক্ষমাণা ইন্দ্রাগ্নী জোহুবতো নরস্তে ॥ ৩
গীর্ভির্বিপ্রঃ প্রমতিমিচ্ছমান ঈট্টে রয়িং যশসং পূর্বভাজম্।
ইন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা সুবজ্রা প্র নো নব্যেভিস্তিরতং দেষ্ণৈঃ ॥ ৪
সং যন্মহী মিথতী স্পর্ধমানে তনূরুচা শূরসাতা যতৈতে।
অদেবয়ুং বিদথে দেবয়ুভিঃ সত্রা হতং সোমসুতা জনেন ॥ ৫
ইমামু ষু সোমসুতিমুপ ন এন্দ্রাগ্নী সৌমনসায় যাতম্।
নূ চিদ্ধি পরিমম্নাথে অস্মানা বাং শশ্বদ্ভির্ববৃতীয় বাজৈঃ ॥ ৬
সো অগ্ন এনা নমসা সমিদ্ধোঽচ্ছা মিত্রং বরুণমিন্দ্রং বোচেঃ।
যৎসীমাগশ্চকৃমা তৎসু মৃল তদর্যমাদিতিঃ শিশ্রথন্তু ॥ ৭
এতা অগ্ন আশুষাণাস ইষ্টীর্যুবোঃ সচাভ্যশ্যাম বাজান্।
মেন্দ্রো নো বিষ্ণুর্মরুতঃ পরি খ্যন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ　১। হে বৃত্রহা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শুভ্র নবজাত স্তোম অদ্য সেবা কর, তোমরা সুখে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের দুজনকে বার বার আহ্বান করছি। যজমান কামনা করছেন, তাঁকে সদ্য অন্ন প্রদান কর। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা

সংভজনীয়, তোমরা বলের ন্যায় আচরণ কর। তোমরা যুগপৎ প্রবৃদ্ধ, বলদ্বারা বর্ধমান, বহুল ধন ও অন্নের ঈশ্বর. তোমরা স্থূল ও শত্রুবিনাশক অন্ন যোজনা কর। ৩। হবিষ্মান অনুগ্রহাভিলাষী যে বিপ্রগণ কর্মদ্বারা যজ্ঞপ্রাপ্ত হয়, সে নেতাগণ, অশ্ব যেরূপ যুদ্ধভূমি ব্যাপ্ত করে, সেরূপ ইন্দ্র ও অগ্নি কর্ম ব্যাপ্ত করে তাঁদের বার বার আহ্বান করছে। ৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! অনুগ্রহার্থী বিপ্র যশোযুক্ত ও প্রথম উপভোগযোগ্য ধনের উদ্দেশে স্তুতি দ্বারা তোমাদের স্তব করছে। হে বৃত্রঘাতী সুন্দর আয়ুধবিশিষ্টদ্বয়! নবতর ও দাতব্য ধনদ্বারা আমাদের প্রবর্ধিত কর। ৫। মহৎ পরস্পর, আক্রোশকারী, স্পর্ধমান ও সংগ্রামে যত্নকারী সেনাদ্বয়কে আপনার তেজ দ্বারা সতত বিনাশ কর। সোমাভিষবকারী ও দেবাভিলাষী জনের সাহায্যে যজ্ঞে অদেবকাম ব্যক্তিকে বিনাশ কর। ৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! সৌমনস্য লাভের জন্য আমাদের এ সোমাভিষব ক্রিয়ায় এস। তোমরা আমাদের পরিত্যাগ করে অন্যকে জান না, অতএব তোমাদের বহু অন্নদ্বারা আবর্তিত করব। ৭। হে অগ্নি! তুমি এ অন্নদ্বারা সমিদ্ধ হয়ে মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণকে বল, আমরা যে অপরাধ করেছি তা হতে রক্ষা কর। অর্যমা ও অদিতি সকলে তা বিযুক্ত করুক। ৮। হে অগ্নি! শীঘ্র এ যজ্ঞ ভজনা করে আমরা তোমাদের অন্ন যুগপৎ যেন প্রাপ্ত হই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও মরুৎগণ আমাদের পরিত্যাগ করে অন্যকে যেন না দেখেন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৯৪ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ইয়ং বামস্য মন্মন ইন্দ্রাগ্নী পূর্ব্যস্তুতিঃ। অভ্রাদ্বৃষ্টিরিবাজনি ॥ ১
শৃণুতং জরিতুর্হবমিন্দ্রাগ্নী বনতং গিরঃ। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥ ২
মা পাপত্বায় নো নরেন্দ্রাগ্নী মাভিশস্তয়ে। মা নো রীরধতং নিদে ॥ ৩
ইন্দ্রে অগ্না নমো বৃহৎসুবৃক্তিমেরয়ামহে। ধিয়া ধেনা অবস্যবঃ ॥ ৪
তা হি শশ্বন্ত ঈলত ইত্থা বিপ্রাস ঊতয়ে। সবাধো বাজসাতয়ে ॥ ৫
তা বাং গীর্ভির্বিপন্যবঃ প্রযস্বন্তো হবামহে। মেধসাতা সনিষ্যবঃ ॥ ৬
ইন্দ্রাগ্নী অবসা গতমস্মভ্যং চর্ষণীসহা। মা নো দুঃশংস ঈশত ॥ ৭
মা কস্য নো অররুষো ধূর্তিঃ প্র ণঙমর্ত্যস্য। ইন্দ্রাগ্নী শর্ম যচ্ছতম্ ॥ ৮
গোমদ্ধিরণ্যবদ্বসু যদ্বামশ্বাবদীমহে। ইন্দ্রাগ্নী তদ্বনেমহি ॥ ৯
যৎসোম আ সুতে নর ইন্দ্রাগ্নী অজোহবুঃ। সপ্তীবন্তা সপর্যবঃ ॥ ১০
উক্থেভির্বৃত্রহন্তমা যা মন্দানা চিদা গিরা। আঙ্গূষৈরাবিবাসতঃ ॥ ১১
তাবিদ্দুঃশংসং মর্ত্যং দুর্বিদ্বাংসং রক্ষস্বিনম্।
আভোগং হন্মনা হতমুদধিং হন্মনা হতম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! মেঘ হতে বৃষ্টির ন্যায় এ স্তোতা হতে এ প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হয়েছে। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! স্তোতার আহ্বান শোন, তাঁর স্তুতি ভজন কর। তোমরা ঈশ্বর, অনুষ্ঠিত কর্ম পূরণ কর। ৩। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদের হীনভাবের জন্য, পরাভবের জন্য ও নিন্দার জন্য পরবশ করো না। ৪। আমরা রক্ষাভিলাষী হয়ে বৃহৎ হব্য ও সুস্তুতি ও কর্মযুক্ত বাক্য, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট প্রেরণ করি। ৫। তাঁদের দু জনকে বহু বিপ্রগণ রক্ষার্থে এ প্রকারে স্তব করছে, পরস্পর বাধা প্রাপ্ত লোকেও অন্নলাভের জন্য স্তব করছে। ৬। স্তোত্রেচ্ছু, অন্নবিশিষ্ট ও ধনেচ্ছু হয়ে আমরা যজ্ঞ লাভের নিমিত্ত, সে তোমাদের দু জনকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করব। ৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা মনুষ্যগণের অভিভব কর, তোমরা আমাদের জন্য অন্নের সাথে এস। পরুষবাদী

ব্যক্তি যেন আমাদের প্রভু না হয়। ৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! কোনও শত্রুরই হিংসা যেন আমাদের প্রাপ্ত না হয়, আমাদের সুখ প্রদান কর। ৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমরা তোমাদের নিকট যে গোবিশিষ্ট, হিরণ্যবিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি, তা যেন ভোগ করতে পারি। ১০। সোম অভিষুত হলে কর্মনেতাগণ পরিচরণাভিলাষী হয়ে উত্তম অশ্বযুক্ত ইন্দ্র ও অগ্নিকে বার বার আহ্বান করে। ১১। সর্বাপেক্ষা বৃত্রহন্তা, অত্যন্ত আনন্দিত ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমরা উকথ ও ঘোষণীয় স্তব ও স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করব। ১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা দুষ্টাভিসন্ধিযুক্ত, দুষ্টজ্ঞানযুক্ত, বলবান অপহরণকারী মনুষ্যকে আয়ুধদ্বারা কুম্ভের ন্যায় হনন কর।

৯৫ সূক্ত ।। সরস্বতী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ।
প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিন্ধুরন্যাঃ ॥ ১
একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।
রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায় ॥ ২
স বাবৃধে নর্যো যোষণাসু বৃষা শিশুর্বৃষভো যজ্ঞিয়াসু।
স বাজিনং মঘবদ্ভ্যো দধাতি বি সাতয়ে তন্বং মামৃজীত ॥ ৩
উত স্যা নঃ সরস্বতী জুষাণোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অস্মিন্।
মিতজ্ঞুভির্নমস্যৈরিয়ানা রায়া যুজা চিদুত্তরা সখিভ্যঃ ॥ ৪
ইমা জুহ্বানা যুষ্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতী জুষস্ব।
তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্থেয়াম শরণং ন বৃক্ষম্ ॥ ৫
অয়মু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দ্বারাবৃতস্য সুভগে ব্যাবঃ।
বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে বাজান্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। এ সরস্বতী অয়োনির্মিত পুরীর ন্যায় ধারয়িত্রী হয়ে ধারক উদকের সাথে প্রধাবিতা হচ্ছেন। তিনি অন্য সমস্ত স্যন্দনশীল জলকে মহিমাদ্বারা বাধা প্রদান করে পথের ন্যায় গমন করছেন। ২। নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা গিরি অবধি সমুদ্র পর্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী অবগত হয়েছিলেন, ভুবনস্থ বহুল ধন প্রদান করে তিনি নহুষের জন্য (১) ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করেছিলেন। ৩। মনুষ্যগণের হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীষ্টবর্ষী সরস্বান (২) যজ্ঞার্হ যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। তিনি হবিষ্মান যজমানদের বলবান পুত্র দান করেন এবং লাভার্থে তাঁদের শরীর সংস্কার করেন। ৪। সুভগা সরস্বতী প্রীতা হয়ে আমাদের এ যজ্ঞে স্তুতি শুনুন। অর্চনীয় দেবগণ নতজানু হয়ে তাঁর নিকটে গমন করেন, তিনি নিত্য ধনবিশিষ্টা এবং সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী। ৫। হে সরস্বতি! আমরা এ হব্য হোম করে নমস্কার দ্বারা তোমার নিকট হতে ধন প্রাপ্ত হব, আমাদের স্তোম সেবা কর, আমরা তোমার অতি প্রিয় গৃহে অবস্থিতি করে আশ্রয়ভূত বৃক্ষের ন্যায় তোমার সাথে মিলিত হব। ৬। হে সুভগে সরস্বতি! এ বসিষ্ঠ তোমার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করছেন। হে শুভ্রবর্ণা দেবি! বর্ধিত হও, স্তুতিকারীকে অন্নদান কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকাঃ ১। নহুষ রাজা সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করবার অভিপ্রায়ে সরস্বতীকে স্তব করেছিলেন, সরস্বতী সে স্তব অবগত হয়ে তাঁকে সহস্র বৎসরের উপযুক্ত দুগ্ধ ও ঘৃত

প্রদান করেছিলেন, সায়ণ। ২। কোন কোন স্থানে সরস্বতী শব্দকে পুংলিঙ্গ করে একটি দেবস্বরূপ অর্চনা করা হয়েছে।

৯৬ সূক্ত॥ প্রথম তিনটি ঋকের সরস্বতী দেবতা। অবশিষ্টের সরস্বান্ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। বৃহতী, প্রস্তার পংক্তি, গায়ত্রী ছন্দ।

বৃহদু গায়িষে বচোঽসুর্যা নদীনাম্।
সরস্বতীমিন্মহয়া সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈর্বসিষ্ঠ রোদসী॥ ১
উভে যত্তে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ন্তি পূরবঃ।
সা নো বোধ্যবিত্রী মরুৎসখা চোদ রাধো মঘোনাম্॥ ২
ভদ্রমিদ্ভদ্রা কৃণবৎ সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী।
গৃণানা জমদগ্নিবৎ স্তুবানা চ বসিষ্ঠবৎ॥ ৩
জনীয়ন্তো ন্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ সুদানবঃ। সরস্বন্তং হবামহে॥ ৪
যে তে সরস্ব ঊর্ময়ো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ। তেভির্নোঽবিতা ভব॥ ৫
পীপিবাংসং সরস্বতঃ স্তনং যো বিশ্বদর্শতঃ। ভক্ষীমহি প্রজামিষম্॥ ৬

অনুবাদঃ ১। হে বসিষ্ঠ! তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান কর, দ্যাবাপৃথিবীতে বর্তমানা সরস্বতীকেই দোষবর্জিত স্তোত্রদ্বারা পূজা কর। ২। হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতি! তোমার মহিমা দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হয়ে আমাদের অবগত হও, মরুদগণের সখা হয়ে তুমি হবিষ্মানদের নিকট ধন প্রেরণ কর। ৩। কল্যাণী সরস্বতী কেবল কল্যাণই করুন, সুন্দরগমনা ও অন্নবতী আমাদের প্রজ্ঞা উৎপাদন করুন। আমি যমদগ্নির ন্যায় স্তব করলে, তুমি বসিষ্ঠের উপযুক্ত স্তব লাভ কর। ৪। আমরা জায়াভিলাষী, পুত্রাভিলাষী, সুদানযুক্ত স্তোতা; আমরা সরস্বান দেবকে স্তব করি। ৫। হে সরস্বান! তোমার যে জলসমূহ রসবান এবং ঘৃতক্ষারী সে জল সঙ্ঘদ্বারা আমাদের রক্ষক হও। ৬। প্রবৃদ্ধ সরস্বান দেবের স্তব যেন আমরা প্রাপ্ত হই, তিনি মেঘ সকলের দর্শনীয়। আমরা যেন প্রজা ও অন্ন লাভ করি।

৯৭ সূক্ত॥ প্রথম ঋকের ইন্দ্র দেবতা। তৃতীয় ও নবমের ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি দেবতা, দশমের ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, অবশিষ্টের বৃহস্পতি। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যজ্ঞে দিবো নৃষদনে পৃথিব্যা নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি।
ইন্দ্রায় যত্র সবনানি সুন্বে গমন্মদায় প্রথমং বয়শ্চ॥ ১
আ দৈব্যা বৃণীমহেঽবাংসি বৃহস্পতির্নো মহ আ সখায়ঃ।
যথা ভবেম মীড়ুষে অনাগা যো নো দাতা পরাবতঃ পিতেব॥ ২
তমু জ্যেষ্ঠং নমসা হবির্ভিঃ সুশেবং ব্রহ্মণস্পতিং গৃণীষে।
ইন্দ্রং শ্লোকো মহি দৈব্যঃ সিষক্তু যো ব্রহ্মণো দেবকৃতস্য রাজা॥ ৩
স আ নো যোনিং সদতু প্রেষ্ঠো বৃহস্পতির্বিশ্ববারো যো অস্তি।
কামো রায়ঃ সুবীর্যস্য তং দাৎপর্ষন্নো অতি সশ্চতো অরিষ্টান্॥ ৪
তমা নো অর্কমমৃতায় জুষ্টমিমে ধাসুরমৃতাসঃ পুরাজাঃ।
শুচিক্রন্দং যজতং পস্ত্যানাং বৃহস্পতিমনর্বাণং হুবেম॥ ৫
তং শগ্মাসো অরুষাসো অশ্বা বৃহস্পতিং সহবাহো বহন্তি।
সহশ্চিদ্যস্য নীলবৎ সধস্থং নভো ন রূপমরুষং বসানাঃ॥ ৬
স হি শুচিঃ শতপত্রঃ স শুন্ধ্যুর্হিরণ্যবাশীরিষিরঃ স্বর্ষাঃ।
বৃহস্পতিঃ স স্বাবেশ ঋষ্বঃ পুরু সখিভ্য আসুতিং করিষ্ঠঃ॥ ৭

দেবী দেবস্য রোদসী জনিত্রী বৃহস্পতিং বাবৃধতুর্মহিত্বা।
দক্ষায্যায় দক্ষতা সখায়ঃ করদ্‌ব্রহ্মণে সুতরা সুগাধা ॥ ৮
ইয়ং বাং ব্রহ্মণস্পতে সুবৃক্তির্ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে অকারি।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধীর্জজস্তমর্যো বনুষামরাতীঃ ॥ ৯
বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বো দিব্যস্যেশাথে উত পার্থিবস্য।
ধত্তং রয়িং স্তুবতে কীরয়ে চিদ্‌যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। যে যজ্ঞে দেবাভিলাষী নেতাগণ মর্ত্য হন, যে যজ্ঞে সবনসমূহ ইন্দ্রের জন্য অভিযুক্ত হয়, ইন্দ্র হৃষ্ট হবার জন্য দ্যুলোক হতে পৃথিবীর নেতাগণের সে যজ্ঞে প্রথম আসুন এবং গমনশীল অশ্বগণও আসুক। ২। হে সখাগণ! আমরা দৈবরক্ষা প্রার্থনা করি, বৃহস্পতি আমাদের হব্য স্বীকার করুন। পিতা যেরূপ দূরদেশ হতে ধন আহরণ করে পুত্রকে দান করে, সেরূপ তিনি আমাদের দান করেন। আমরা যাতে কামবর্ষী বৃহস্পতির নিকট অনপরাধী হতে পারি, সেরূপ কর। ৩। জ্যেষ্ঠ সুসুখবিশিষ্ট, সে ব্রহ্মণস্পতিকে নমস্কার ও হব্যের দ্বারা স্তুতি করি। যিনি দেবকৃত মন্ত্রের রাজা, দেবার্হ শ্লোক সে মহান ইন্দ্রকে সেবা করুক। ৪। সে প্রিয়তম ব্রহ্মণস্পতি আমাদের স্থানে উপবেশন করুন, তিনি সকলের বরণীয় হয়েছেন। ধন এবং সুবীর্যের যে অভিলাষ তা তিনি আমাদের প্রদান করুন, আমরা উপদ্রবযুক্ত, তিনি আমাদের অহিংসিত করে পার করুন। ৫। এ পুরাজাত অমরগণ আমাদের সে অমর, পর্যাপ্ত ও অর্চনসাধন অন্নদান করুন। আমরা শুদ্ধ স্তোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণের যাগযোগ্য ও অপ্রতিগত বৃহস্পতিকে আহ্বান করি। ৬। সুখকর, উজ্জ্বল, বহনশীল এবং আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিপূর্ণ অশ্বগণ সে বৃহস্পতিকে বহন করুক। তাঁর বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ আছে। ৭। বৃহস্পতি শুচি, তাঁর বাহন অনেক, তিনি সকলের শোধয়িতা, হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত; গমনশীল, স্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তম নিবাসযুক্ত। তিনি স্তোতাগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নদান করেন। ৮। বৃহস্পতিদেবের জননী দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় মহিমাবলে বৃহস্পতিকে বর্ধিত করুন। হে সখাগণ! বর্ধণীয় বৃহস্পতিকে বর্ধিত কর, তিনি প্রভূত অন্নের জন্য জল সকলকে তরল ও অবগাহন যোগ্য করেন। ৯। হে ব্রহ্মণস্পতি! তোমার ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্ররূপ সুস্তুতি করলাম। তোমরা কর্ম রক্ষা কর, বহুস্তুতি শোন, আমরা তোমার প্রসাদ ভোজী, আমাদের আক্রমণশীল শত্রুসেনা বিনাশ কর। ১০। হে বৃহস্পতি! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনের ঈশ্বর; তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৯৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

অধ্বর্যবোঽরুণং দুগ্ধমংশুং জুহোতন বৃষভায় ক্ষিতীনাম্‌।
গৌরাদ্বেদীয়াঁ অবপানমিন্দ্রো বিশ্বাহেদ্যাতি সুতসোমমিচ্ছন্‌ ॥ ১
যদ্দধিষে প্রদিবি চার্বন্নং দিবেদিবে পীতিমিদস্য বক্ষি।
উত হৃদোত মনসা জুষাণ উশন্নিন্দ্র প্রস্থিতান্‌ পাহি সোমান্‌ ॥ ২
জজ্ঞানঃ সোমং সহসে পপাথ প্র তে মাতা মহিমানমুবাচ।
এন্দ্র পপ্রাথোর্বন্তরিক্ষং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ॥ ৩
যদ্যোধয়া মহতো মন্যমানান্তসাক্ষাম তান্বাহুভিঃ শাশদানান্‌।
যদ্বা নৃভির্বৃত ইন্দ্রাভিযুধ্যাস্তং ত্বয়াজিং সৌশ্রবসং জয়েম ॥ ৪

প্রেন্দ্রস্য বোচং প্রথমা কৃতানি প্র নূতনা মঘবা যা চকার।
যদেদদেবীরসহিষ্ট মায়া অথাভবৎ কেবলঃ সোমো অস্য ॥ ৫
তবেদং বিশ্বমভিতঃ পশব্যং যৎপশ্যসি চক্ষসা সূর্যস্য।
গবামসি গোপতিরেক ইন্দ্র ভক্ষীমহি তে প্রযতস্য বস্বঃ ॥ ৬
বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বো দিব্যস্যেশাথে উত পার্থিবস্য।
ধত্তং রয়িং স্তুবতে কীরয়ে চিদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অধ্বর্যুগণ! মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্য দীপ্তিমান অভিষুত সোম পান কর; ইন্দ্র গৌরমৃগ অপেক্ষাও শীঘ্র দূরস্থিত পাতব্য সোম অবগত হয়ে সোমাভিষবকারী যজমানকে অন্বেষণ করে সর্বদাই আসেন। ২। হে ইন্দ্র! পূর্বকালে যে চারু অন্ন ধারণ করতে, এখনও প্রত্যহ সে সোমপানের কামনা কর। হৃদয় ও মনে আমাদের কামনা করে হে ইন্দ্র! সম্মুখে আনীত সোম পান কর। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি জন্ম গ্রহণ করেই বলের জন্য সোম পান করেছিলে। মাতা তোমার মহিমা বলেছেন। তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ পূর্ণ করেছ এবং দুগ্ধার্থে স্তোতৃগণের জন্যই ধন উৎপাদন করেছ। ৪। হে ইন্দ্র! যখন প্রভূত ও অভিমান-বিশিষ্ট শত্রুদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করাবে তখন হিংসকগণকে হস্তদ্বারাই অভিভব করব। যদি তুমি মরুৎগণের সাথে নিজেই যুদ্ধ কর, তবে সুন্দর অন্নের হেতুভূত সে সংগ্রাম তোমার সাহায্যে জয় করব। ৫। আমি ইন্দ্রের পুরাতন কর্ম সকল কীর্তন করব, মঘবা নূতন যা করেছেন তাও কীর্তন করব, যেহেতু তিনি অদেবী মায়া অভিভব করেছেন, অতএব সোম কেবলমাত্র ইন্দ্রেরই হয়েছে। ৬। হে ইন্দ্র! পশু হিতকর এ যে বিশ্ব, চারদিকে অবস্থিত এবং সূর্যের তেজে যা দেখছ এ সমস্তই তোমার। তুমি একাকী সমস্ত গোসমূহের পতি। তোমার প্রদত্ত ধন ভোগ করব। ৭। হে বৃহস্পতি! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয়গণের ঈশ্বর, তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯৯ সূক্ত ॥ উরু, যজ্ঞের প্রভৃতি তিনটির ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। অবশিষ্টের কেবল বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধান ন তে মহিত্বমন্বশ্নুবন্তি।
উভে তে বিদ্ম রজসী পৃথিব্যা বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে ॥ ১
ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।
উদস্তভ্না নাকমৃষ্বং বৃহন্তং দাধর্থ প্রাচীং ককুভং পৃথিব্যাঃ ॥ ২
ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূয়বসিনী মনুষে দশস্যা।
ব্যস্তভ্না রোদসী বিষ্ণবেতে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ ॥ ৩
উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্তা সূর্যমুষাসমগ্নিম্।
দাসস্য চিদ্বৃষশিপ্রস্য মায়া জঘ্নথুর্নরা পৃতনাজ্যেষু ॥ ৪
ইন্দ্রাবিষ্ণূ দৃংহিতাঃ শম্বরস্য নব পুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টম্।
শতং বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্ ॥ ৫
ইয়ং মনীষা বৃহতী বৃহন্তোরুক্রমা তবসা বর্ধয়ন্তী।
ররে বাং স্তোমং বিদথেষু বিষ্ণো পিন্বতমিষো বৃজনেষ্বিন্দ্র ॥ ৬
বষট্ তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্।
বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে বিষ্ণু! তুমি মাত্রার অতীত শরীরে বর্ধমান হলে তোমার মহিমা কেউ অনুব্যাপ্ত করতে পারে না, পৃথিবী হতে আরম্ভ করে উভয় লোক আমরা জানি, কিন্তু তুমিই কেবল, হে দেব! পরমলোক অবগত আছ। ২। হে দেব বিষ্ণু! যারা জন্মেছে ও যারা জন্মাবে, কেউই তোমার মহিমার অপর পার দেখতে পায় না। দর্শনীয় বৃহৎ স্বর্গকে তুমি ঊর্ধ্বে ধারণ করেছ। তুমি পৃথিবীর পূর্বদিক ধারণ করেছ (১)। ৩। হে দ্যাবাপৃথিবি! তোমরা স্তুতিকারী মনুষ্যকে দান করবার ইচ্ছাযুক্ত হয়ে অন্নবতী, ধেনুমতীও সুন্দর যববিশিষ্টা হয়েছ। হে বিষ্ণু! এ দ্যাবাপৃথিবীকে তুমি বিবিধ প্রকারে ধারণ করেছ। সর্বত্র স্থিত ময়ূখদ্বারা (২) এ পৃথিবীকে ধারণ করেছ। ৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সূর্য, অগ্নি ও ঊষাকে উৎপাদন করে তোমরা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্মাণ করেছ। হে নেতাদ্বয়! সংগ্রামে বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়াকে বিনষ্ট করেছ। ৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শম্বরের নবনবতী দৃঢ় পুরী বিনাশ করেছ। তোমরা বর্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে যাতে তারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না পারে, এরূপ করে নাশ করেছ। ৬। এ মহতী স্তুতি বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, বিক্রমযুক্ত ও বলবান ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে বর্ধিত করবে। হে বিষ্ণু! হে ইন্দ্র! তোমাদের যজ্ঞস্থলে সোম প্রদান করেছি, তোমরা যুদ্ধে আমাদের অন্ন বর্ধিত কর। ৭। হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হতে বষটকার করেছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সে হব্য সেবা কর, আমাদের সুস্তুতি ও বাক্য তোমায় বর্ধিত করুক, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা : ১। ঋগ্বেদে বিষ্ণু অর্থে সূর্য, সূর্য পূর্বদিকে উদয় হন। ১।২২।১৬ ঋকের টীকা দেখুন। ২। সূর্যরূপ বিষ্ণুর 'ময়ূখ' অর্থ কিরণ। কিন্তু সায়ণ বিষ্ণুর পৌরাণিক অর্থ করতে ইচ্ছুক সেজন্য বলেন ময়ূখ শব্দের অর্থ পর্বত।

১০০ সূক্ত ।। বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নূ মর্তো দয়তে সনিষ্যন্যো বিষ্ণব উরুগায়ায় দাশৎ।
প্র যঃ সত্রাচা মনসা যজাত এতাবন্তং নর্যমাবিবাসাৎ ॥ ১
ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যামপ্রযুতামেবয়াবো মতিং দাঃ।
পর্চো যথা নঃ সুবিতস্য ভূরেরশ্বাবতঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য রায়ঃ ॥ ২
ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বি চক্রমে শতর্চসং মহিত্বা।
প্র বিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীয়ান্ত্বেষং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম ॥ ৩
বি চক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্।
ধ্রুবাসো অস্য কীরয়ো জনাস উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার ॥ ৪
প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামার্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।
তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে ॥ ৫
কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং ভূৎপ্র যদ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি।
মা বর্পো অস্মদপ গূহ এতদ্যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ ॥ ৬
বষট্ তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্।
বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। যিনি বহুলোকের কীর্তনীয় বিষ্ণুকে হব্য দান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা

করেন সে মর্ত্য ধন ইচ্ছা করে শীঘ্র প্রাপ্ত হন। ২। হে অভিলাষপ্রদ বিষ্ণু! সর্বজনের হিতকর দোষরহিত অনুগ্রহ আমাদের প্রদান কর। যাতে সুপ্রাপ্ত, প্রচুর অশ্ববান বহুলোকের প্রীতিকর ধন লাভ করা যায়, তা কর। ৩। এ দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট পৃথিবীতে স্বীয় মহিমায় তিনবার পাদক্ষেপ করেন। বৃদ্ধ হতে বৃদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হোন, প্রবৃদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত (১)। ৪। এ বিষ্ণু এ পৃথিবীকে নিবাসার্থে মনুষ্যকে প্রদান করতে ইচ্ছা করে পদক্ষেপ করেছিলেন। এ বিষ্ণুর স্তোতাগণ নিশ্চল হন। সুজন্মা বিষ্ণু বিস্তীর্ণ নিবাস স্থান নির্মাণ করেছেন। ৫। হে শিপিবিষ্ট! অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হয়ে তোমার সে প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্তন করব। তুমি প্রবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হলেও তোমার স্তুতি করব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর। ৬। হে বিষ্ণু! 'আমি শিপিবিষ্ট' এ যে নাম বলছি এ প্রখ্যাপন করা কি তোমার উচিত? তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করো না, আমাদের নিকট হতে তোমার শরীর লুক্কায়িত করো না (২)। ৭। হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হতে বষটকার করছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সে হব্য সেবা কর, আমার সুস্তুতি ও বাক্য তোমাকে বর্ধিত করুক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা: ১। অর্থাৎ সূর্যরূপ বিষ্ণুর রূপ কিরণময়। ২। পূর্বকালে বিষ্ণু আপনার রূপ ত্যাগ করে অন্যরূপ ধারণ করে সংগ্রামে বসিষ্ঠের সাহায্য করেছিলেন। বসিষ্ঠ তাঁকে জানতে পেরে এ ঋকের দ্বারা স্তব করছেন। সায়ণ। যাস্কের মতে বিষ্ণুর দুই নাম আছে, শিপিবিষ্ট ও বিষ্ণু।

১০১ সূক্ত ।। পর্জন্য দেবতা। অগ্নিপুত্র কুমার অথবা বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।
[শৌনক বলেন যে উপবাস করে জল মধ্যে অবগাহন করে এ সূক্ত ও এর পরবর্তী সূক্ত জপ করলে পঞ্চ রাত্রের পর নিশ্চয়ই বৃষ্টি লাভ করা যায়]।

তিস্রো বাচঃ প্র বদ জ্যোতিরগ্রা যা এতদ্দুহ্রে মধুদোঘমূধঃ।
স বৎসং কৃণ্বন্ গর্ভমোষধীনাং সদ্যো জাতো বৃষভো রোরবীতি ॥ ১
যো বর্ধন ওষধীনাং যো অপাং যো বিশ্বস্য জগতো দেব ঈশে।
স ত্রিধাতু শরণং শর্ম যংসত্ত্রিবর্তু জ্যোতিঃ স্বভিষ্ট্যস্মে ॥ ২
স্তরীরু ত্বদ্ভবতি সূত উ ত্বদ্যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ।
পিতুঃ পয়ঃ প্রতি গৃভ্ণাতি মাতা তেন পিতা বর্ধতে তেন পুত্রঃ ॥ ৩
যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুস্তিস্রো দ্যাবস্ত্রেধা সস্রুরাপঃ।
ত্রয়ঃ কোশাস উপসেচনাসো মধ্বঃ শ্চোতন্ত্যভিতো বিরপ্শম্ ॥ ৪
ইদং বচঃ পর্জন্যায় স্বরাজে হৃদো অস্ত্বন্তরং তজ্জুজোষৎ।
ময়োভুবো বৃষ্টয়ঃ সন্ত্বস্মে সুপিপ্পলা ওষধীর্দেবগোপাঃ ॥ ৫
স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তস্মিন্নাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।
তন্ম ঋতং পাতু শতসারদায় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ: ১। অগ্রভাগে জ্যোতির্বিশিষ্ট যে তিন প্রকার বাক্য উদক উৎপাদক মেঘকে দোহন করে, সে বাক্য উচ্চারণ কর। তিনিও সহবাসী বৈদ্যুতাগ্নি প্রাদুর্ভূত করে এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন করে সদ্য উৎপন্ন হয়ে বৃষভের ন্যায় শব্দ করছেন। ২। যিনি ওষধিসমূহের ও জলের বৃদ্ধিকর, যে দেবতা সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তিনি তিন প্রকার ভূমিবিশিষ্ট গৃহ ও সুখ প্রদান করুন এবং আমাদের তিন

প্রকারে বর্ত্তমান সুগতিবিশিষ্ট জ্যোতি প্রদান করুন। ৩। এ'র একরূপ নিবৃত্তপ্রসবা গাভী অপর রূপ অর্থাৎ জল প্রসব করে। ইনি ইচ্ছানুসারে আপন শরীর নির্মাণ করেন। মাতা পিতা পৃথিবী দ্যুলোকের নিকট জল গ্রহণ করেন, তাতে পিতা ও পুত্র স্থানীয় জীবগণ উভয়েই বর্ধিত হয়। ৪। সমস্তভুবন যাঁতে অবস্থিত, যাঁতে দ্যুলোক ত্রয় অবস্থিত, যাঁহা হতে আপ সকল তিন প্রকারে বিনির্গত হয়, উপসেচনকর তিন প্রকার মেঘ, যে মহান পর্জন্যের চারদিকে মিষ্টজল বর্ষণ করেন। ৫। স্বায়ত্তদীপ্তিবিশিষ্ট সে পর্জন্যের উদ্দেশে এ স্তোত্র করছি। তিনি এ গ্রহণ করুন। এ তাঁর হৃদয়গ্রাহী হোক। আমাদের জন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হোক। পর্জন্য যাদের রক্ষক, সে ওষধিসমূহ সুফলযুক্ত হোক। ৬। সে পর্জন্য বৃষভের ন্যায় বহুতর ওষধিসমূহের প্রতি তেজ আধান করেন। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁতেই বাস করে। তৎপ্রদত্ত জল শতবৎসরব্যাপী জীবনের জন্য আমাকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১০২ সূক্ত ।। পর্জন্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পর্জন্যায় প্র গায়ত দিবস্পুত্রায় মীড়্হুষে। স নো যবসমিচ্ছতু ॥ ১
যো গর্ভমোষধীনাং গবাং কৃণোত্যর্বতাঃ। পর্জন্যঃ পুরুষীণাম্ ॥ ২
তস্মা ইদাস্যে হবিজু'হোতা মধুমত্তমং। ইলাং নঃ সংযতং করৎ ॥ ৩

অনুবাদঃ ১। অন্তরিক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। তিনি আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন। ২। যে পর্জন্যদেব ওষধি-সমূহের, গোসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীগণের গর্ভ উৎপাদন করেন। ৩। তাঁরই উদ্দেশে দেবগণের আর্যভূত অগ্নিতে অতিশয় রসবান হব্য হোম কর। তিনি আমাদের উদ্দেশে অন্ন নিশ্চিত করে দেন।

১০৩ সূক্ত ॥ মণ্ডূক দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

[বৃষ্টিকাম ব্যক্তি এ সূক্ত জপ করেন। নিরুক্তকার বলেন যে বসিষ্ঠ বৃষ্টিকাম হয়ে পর্জন্যকে স্তব করেন। মণ্ডূকসকল তাঁর অনুমোদন করে। সেজন্য তিনি মণ্ডূকগণকে স্তুতি করেছিলেন।]

সম্বৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণ্য ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ ॥ ১
দিব্যা আপো অভি যদেনমায়ন্দৃতিং ন শুষ্কং সরসী শয়ানম্।
গবামহ ন মায়ুর্বৎসিনীনাং মণ্ডূকানাং বগ্নুরত্রা সমেতি ॥ ২
যদীমেনাঁ উশতো অভ্যবর্ষীত্তৃষ্যাবতঃ প্রাবিষ্যাগতায়াম্।
অখখলীকৃত্যা পিতরং ন পুত্রো অন্যো অন্যমুপ বদন্তমেতি ॥ ৩
অন্যো অন্যমনু গৃভ্ণাত্যোনোরপাং প্রসর্গে যদমন্দিষাতাম্।
মণ্ডূকো যদভিবৃষ্টঃ কনিষ্কনপৃশ্নিঃ সংপৃংক্তে হরিতেন বাচম্ ॥ ৪
যদেষামন্যো অন্যস্য বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ।
সর্বং তদেষাং সমৃধেব পর্ব যৎসুবাচো বদথনাধ্যপ্সু ॥ ৫
গোমায়ুরেকো অজমায়ুরেকঃ পৃশ্নিরেকো হরিত এক এষাম্।
সমানং নাম বিভ্রতো বিরূপাঃ পুরুত্রা বাচং পিপিশুর্বদন্তঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে সরো ন পূর্ণমভিতো বদন্তঃ।
সম্বৎসরস্য তদহঃ পরি ষ্ঠ যন্মণ্ডূকাঃ প্রাবৃষীণং বভূব ॥ ৭

ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচমক্রত ব্রহ্ম কৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্ ।
অধ্বর্যবো ঘর্মিণঃ সিষ্বিদানা আবির্ভবন্তি গুহ্যা ন কেচিৎ ॥ ৮
দেবহিতিং জুগুপুর্দ্বাদশস্য ঋতুং নরো ন প্র মিনন্ত্যেতে ।
সম্বৎসরে প্রাবৃষ্যাগতায়াং তপ্তা ঘর্মা অশ্নুবতে বিসর্গম্ ॥ ৯
গোমায়ুরদাদজমায়ুরদাৎ পৃশ্নিরদাদ্ধরিতো নো বসূনি ।
গবাং মণ্ডূকা দদতঃ শতানি সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১ । সম্বৎসর ব্রতচারী স্তোতাদের ন্যায় সম্বৎসর শয়ান থেকে মণ্ডূকগণ পর্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করছেন । ২ । শুষ্কচর্মের ন্যায়, সরোবরে শয়ান মণ্ডূকগণের নিকট স্বর্গীয় জল যখন আসে, তখন বৎসযুক্ত ধেনুর শব্দের ন্যায় (১) মণ্ডূকগণের শব্দ সংগত হয় । ৩ । বর্ষাকাল আগত হলে পর্জন্য যখন কামনাবান ও তৃষ্ণার্ত মণ্ডূকগণকে জলদ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন অখ্খল শব্দ করে পিতার নিকট যায়, সেরূপ এক মণ্ডূক অন্যের নিকট গমন করে । ৪ । জল পড়লে পর যখন মণ্ডূকদ্বয় হৃষ্ট হয়, যখন পর্জন্য কর্তৃক সিক্ত হয়ে অত্যন্ত লম্ফপ্রদান করত ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক হরিদ্বর্ণ মণ্ডূকের সাথে একত্রে শব্দ করে, তখন এক মণ্ডূক অন্যকে অনুগ্রহ করে । ৫ । শিষ্য গুরুর ন্যায় যখন এ মণ্ডূক সকলের মধ্যে একটি অন্যের বাক্য অনুসরণ করে তখন হে মণ্ডূক-গণ ! তোমরা সুন্দর শব্দবিশিষ্ট হয়ে জলের উপর লম্ফ প্রদান করে শব্দ কর, তখন তোমাদের সমস্ত পর্বযুক্ত শরীর সমৃদ্ধ হয় । ৬ । এদের একের শব্দ গরুর ন্যায়, অপরের শব্দ ছাগলের ন্যায়, একটি ধূম্রবর্ণ অপরটি হরিদ্বর্ণ । সকলেরই এক নাম অথচ রূপ বিবিধ প্রকার, এরা নানাদেশে শব্দ করে প্রাদুর্ভূত হয় । ৭ । হে মণ্ডূকগণ ! অতিরাত্রনামক সোমযাগে স্তোতাগণের ন্যায় সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ সরোবরের চতুর্দিকে শব্দ করে যে দিন প্রাবৃট সঞ্চার হল, সে দিন চতুর্দিকে অবস্থিতি কর । ৮ । সোম যুক্ত সাংবৎসরিক স্তুতিকারী স্তোতাগণের ন্যায় (২) এ মণ্ডূকগণ শব্দ করছে, প্রবর্গচারী অধ্বর্যুগণের ন্যায় ঘর্মাক্ত কলেবর, লুক্কায়িত কোন কোন মণ্ডূক সম্প্রতি বৃষ্টিতে আবির্ভূত হচ্ছে । ৯ । নেতা মণ্ডূকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, এরা দ্বাদশ মাসের ঋতুগণকে হিংসা করে না । সম্বৎসর পূর্ণ হয়ে বর্ষা আগত হলে, গ্রীষ্মস্থ তাপপীড়িত মণ্ডূকগণ গর্ত হতে বিমুক্তি লাভ করে । ১০ । ধেনুবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুক, অজবৎ শব্দ-বিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুক, ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুক, হরিদ্বর্ণ মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুক । সহস্র ওষধি প্রসবকারী বর্ষা ঋতুতে মন্ডূকগণ অপরিমিত গো প্রদান করে আমাদের আয়ু বর্ধিত করুন ।

টীকা ঃ ১ । বৎস পেলে ধেনুগণ যে রব করে, বৃষ্টি আগমনে ভেকদিগের রব তার সাথে তুলনা করা হয়েছে । এর পরের ঋকগুলিতেও ভেকদের শব্দ সম্বন্ধে অন্যান্য উপমা আছে । ২ । মূল 'ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ' শব্দের অর্থ 'স্তুতিকারী স্তোতা-গণ' । ব্রাহ্মণ নামে একটি ভিন্ন 'জাতি' তখন সৃষ্ট হয় নি । ১।১০।১ ঋকের টীকা দেখুন ।

১০৪ সূক্ত ।। নবম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশের সোম দেবতা ; একাদশের দেব দেবতা ; অষ্টম ও ষোড়শের ইন্দ্র দেবতা ; সপ্তদশের গ্রাবা দেবতা ; অষ্টাদশের মরুৎ দেবতা ; দশম ও চতুর্দশের অগ্নি দেবতা, প্রবক্তুর ইত্যাদি পাঁচটির ইন্দ্র দেবতা ; ত্রয়োবিংশের পূর্বার্ধ বসিষ্ঠের প্রার্থনা, অপরার্ধের পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ দেবতা ; অবশিষ্টের দেবতা রক্ষোবিনাশক ইন্দ্র ও সোম । বসিষ্ঠ ঋষি । জগতী, ত্রিষ্টুপ্ অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

ইন্দ্রাসোমা তপতং রক্ষ উব্জতং ন্যর্পয়তং বৃষণা তমোবৃধঃ ।
পরা শৃণীতমচিতো ন্যোষতং হতং নুদেথাং নি শিশীতমত্রিণঃ ॥ ১
ইন্দ্রাসোমা সমঘশংসমভ্যঘং তপুর্যযস্তু চরুরগ্নিবাঁ ইব ।
ব্রহ্মদ্বিষে ক্রব্যাদে ঘোরচক্ষসে দ্বেষো ধত্তমনবায়ং কিমীদিনে ॥ ২
ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতো বব্রে অন্তরনারম্ভণে তমসি প্র বিধ্যতম্ ।
যথা নাতঃ পুনরেকশ্চনোদয়ত্তদ্বামস্তু সহসে মন্যুমচ্ছবঃ ॥ ৩
ইন্দ্রাসোমা বর্তয়তং দিবো বধং সং পৃথিব্যা অঘশংসায় তর্হণম্ ।
উত্তক্ষতং স্বর্যং পর্বতেভ্যো যেন রক্ষো বাবৃধানং নিজূর্বথঃ ॥ ৪
ইন্দ্রাসোমা বর্তয়তং দিবস্পর্যগ্নিতপ্তেভির্যুবমশ্মহন্মভিঃ ।
তপুর্বধেভিরজরেভিরত্রিণো নি পর্শানে বিধ্যতং যন্তু নিস্বরম্ ॥ ৫
ইন্দ্রাসোমা পরি বাং ভূতু বিশ্বত ইয়ং মতিঃ কক্ষ্যাশ্বেব বাজিনা ।
যাং বাং হোত্রাং পরিহিনোমি মেধয়েমা ব্রহ্মাণি নৃপতীব জিন্বতম্ ॥ ৬
প্রতি স্মরেথাং তুজয়দ্ভিরেবৈর্হতং দ্রুহো রক্ষসো ভঙ্গুরাবতঃ ।
ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতে মা সুগং ভূদ্যো নঃ কদা চিদভিদাসতি দ্রুহা ॥ ৭
যো মা পাকেন মনসা চরন্তমভিচষ্টে অনৃতেভির্বচোভিঃ ।
আপ ইব কাশিনা সংগৃভীতা অসন্নস্ত্বাসত ইন্দ্র বক্তা ॥ ৮
যে পাকশংসং বিহরন্ত এবৈর্যে বা ভদ্রং দূষয়ন্তি স্বধাভিঃ ।
অহয়ে বা তান্ প্রদদাতু সোম আ বা দধাতু নির্ঋতেরুপস্থে ॥ ৯
যো নো রসং দিপ্সতি পিত্বো অগ্নে যো অশ্বানাং যো গবাং যস্তনূনাম্ ।
রিপুঃ স্তেন স্তেয়কৃদ্দভ্রমেতু নি ষ হীয়তাং তন্বা তনা চ ॥ ১০
পরঃ সো অস্তু তন্বা তনা চ তিস্রঃ পৃথিবীরধো অস্তু বিশ্বাঃ ।
প্রতি শুষ্যতু যশো অস্য দেবা যো নো দিবা দিপ্সতি যশ্চ নক্তম্ ॥ ১১
সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জনায় সচ্চাসচ্চ বচসী পস্পৃধাতে ।
তয়োর্যৎ সত্যং যতরদৃজীয়স্তদিৎ সোমোঽবতি হন্ত্যাসৎ ॥ ১২
ন বা উ সোমো বৃজিনং হিনোতি ন ক্ষত্রিয়ং মিথুয়া ধারয়ন্তম্ ।
হন্তি রক্ষো হন্ত্যাসদ্বদন্তমুভাবিন্দ্রস্য প্রসিতৌ শয়াতে ॥ ১৩
যদি বাহমনৃতদেব আস মোঘং বা দেবাঁ অপ্যূহে অগ্নে ।
কিমস্মভ্যং জাতবেদো হৃণীষে দ্রোঘবাচস্তে নির্ঋথং সচন্তাম্ ॥ ১৪
অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি যদি বায়ুস্ততপ পূরুষস্য ।
অধা স বীরৈর্দশভির্বি যূয়া যো মা মোঘং যাতুধানেত্যাহ ॥ ১৫
যো মায়াতুং যাতুধানেত্যাহ যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ ।
ইন্দ্রস্তং হন্তু মহতা বধেন বিশ্বস্য জন্তোরধমস্পদীষ্ট ॥ ১৬
প্র যা জিগাতি খর্গলেব নক্তমপ দ্রুহা তন্বং গূহমানা ।
বব্রাঁ অনন্তাঁ অব সা পদীষ্ট গ্রাবাণো ঘ্নন্তু রক্ষস উপব্দৈঃ ॥ ১৭
বি তিষ্ঠধ্বং মরুতো বিক্ষ্বিচ্ছত গৃভায়ত রক্ষসঃ সং পিনষ্টন ।
বয়ো যে ভূত্বী পতয়ন্তি নক্তভির্যে বা রিপো দধিরে দেবে অধ্বরে ॥ ১৮

প্র বর্তয় দিবো অশ্মানমিন্দ্র সোমশিতং মঘবন্ত্সং শিশাধি।
প্রাক্তাদপাক্তাদধরাদুদক্তাদভি জহি রক্ষসঃ পর্বতেন ॥ ১৯
এত উ ত্যে পতয়ন্তি শ্বয়াতব ইন্দ্রং দিপ্সন্তি দিপ্সবোঽদাভ্যম্।
শিশীতে শক্রঃ পিশুনেভ্যো বধং নূনং সৃজদশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ ॥ ২০
ইন্দ্রো যাতূনামভবৎ পরাশরো হবির্মথীনামভ্যা বিবাসতাম্।
অভীদু শক্রঃ পরশুর্যথা বনং পাত্রেব ভিন্দন্ত্সত এতি রক্ষসঃ ॥ ২১
উলূকয়াতুং শুশুলূকয়াতুং জহি শ্বয়াতুমুত কোকয়াতুম্।
সুপর্ণয়াতুমুত গৃধ্রয়াতুং দৃষদেব প্র মৃণ রক্ষ ইন্দ্র ॥ ২২
মা নো রক্ষো অভি নড্যাতুমাবতামপোচ্ছতু মিথুনা যা কিমীদিনা।
পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাত্বংহসোঽন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাত্বস্মান্ ॥ ২৩
ইন্দ্র জহি পুমাংসং যাতুধানমুত স্ত্রিয়ং মায়য়া শাশদানাম্।
বিগ্রীবাসো মূরদেবা ঋদন্তু মা তে দৃশংৎসূর্যমুচ্চরন্তম্ ॥ ২৪
প্রতি চক্ষ্ব বি চক্ষ্বেন্দ্রশ্চ সোম জাগৃতম্।
রক্ষোভ্যো বধমস্যতমশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ ॥ ২৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা রাক্ষসগণকে সন্তাপ প্রদান কর ও হিংসা কর। হে কামবর্ষিদ্বয়! তোমরা অন্ধকার দ্বারা বর্ধমান রাক্ষসদের নীচ করে দাও। জ্ঞানরহিত রাক্ষসদের পরাঙ্মুখ করে হিংসা কর, দগ্ধ কর, মের ফেল, দূর করে দাও। ভক্ষক রাক্ষসগণকে কৃশ করে ফেল। ২। হে ইন্দ্র ও সোম! অনর্থবাদী, আক্রমণকারী শত্রুকে একেবারেই অভিভব কর, তাপপ্রাপ্ত রাক্ষস অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত চরুর ন্যায় বিলুপ্ত হোক। ব্রহ্মদ্বেষী ক্রব্যাদ ঘোরদর্শন ক্রূরবুদ্ধির প্রতি যাতে নিরন্তর দ্বেষ থাকে তা কর। ৩। হে ইন্দ্র ও সোম! দুষ্কর্মকারীকে আবরণ কর, মধ্যস্থলে অবলম্বনরহিত অন্ধকার মধ্যে ফেলে তাড়না কর, যে এদের মধ্যে একজনও ওর মধ্য হতে পুনরায় উদ্গত হতে না পারে। তোমাদের সে প্রসিদ্ধ ক্রোধবিশিষ্ট বল অভিভবার্থে সমর্থ হোক। ৪। হে ইন্দ্র ও সোম! অন্তরিক্ষ হতে বধ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। অনর্থ উৎপাদকের জন্য পৃথিবী হতে নাশ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। মেঘ হতে উপতাপপ্রদ অশনি উৎপাদন কর, যা দিয়ে প্রবৃদ্ধ রাক্ষসকে বিনাশ করেছ। ৫। হে ইন্দ্র ও সোম! অন্তরিক্ষ হতে চারদিকে আয়ুধসমূহ প্রেরণ কর। তোমরা অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত, তাপপ্রদ, প্রহারযুক্ত, জরারহিত প্রস্তর বিকারভূত অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসগণকে পার্শ্বস্থানে বিদ্ধ কর। তারা নিঃশব্দে নির্গত হোক। ৬। হে ইন্দ্র ও সোম! কক্ষ বন্ধনরজ্জু যেমন অশ্বকে বেষ্টন করে, সেরূপ এ মনোহর স্তুতি তোমাদের প্রাপ্ত হোক। তোমরা বলবান, আমরা মেধা বলে এ স্তোত্র প্রেরণ করছি। নৃপতির ন্যায় তোমরা এ স্তোত্র সকলকে ফলযুক্ত কর। ৭। হে ইন্দ্র ও সোম! ত্বরমান অশ্বের সাহায্যে অভিগমন কর। দ্রোহশীল ভঞ্জনকারী রাক্ষসদের নিধন কর। পাপকারী রাক্ষসের যেন সুখ না হয়। কারণ সে দ্রোহযুক্ত হয়ে আমাদের কখন না কখন হনন করতে পারে। ৮। আমি শুদ্ধমনে ব্রত আচরণ করি। যে অনৃত বাক্যদ্বারা আমার অপবাদ দেয়, হে ইন্দ্র! মুষ্টিতে গৃহীত জলের ন্যায় সে অসত্যবাদী অস্তিত্ব শূন্য হোক। ৯। আমি পরিপক্ব বাক্যযুক্ত, যারা আপনার স্বার্থের জন্য আমার পরিবাদ করে, আমি কল্যাণবৃত্তি, যারা বলযুক্ত হয়ে আমার দোষ দেয়, সোম তাদের সর্পের উপর পাতিত করুন অথবা নির্ঋতির উৎসঙ্গে অর্পণ করুন। ১০। হে অগ্নি! যে আমাদের অন্নের সার নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, যে অশ্বগণের, গোসকলের

ও সন্তানগণের সার নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, শত্রু, চোর ও ধনাপহারী সে ব্যক্তি হিংসাপ্রাপ্ত হোক, সে আপনার শরীর ও তনয়ের সাথে নিহত হোক। ১১। সে তনু ও তনয় হতে বিযুক্ত হোক, ব্যাপ্ত তিন পৃথিবীর অধোদেশে গমন করুক। যে দিনরাত্রি আমাদের হিংসা করতে ইচ্ছা করে, হে দেবগণ! তার যশ পরিশুষ্ক হোক। ১২। বিদ্বানগণের বিদিত হোক, যে সত্য এবং অসত্য-রূপ বাক্যদ্বয় পরস্পর স্পর্ধা করে; তাদের মধ্যে যা সত্য এবং যা ঋজুতম, সোম তাকেই পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন। ১৩। সোমদেব পাপকারীকে প্রবর্তিত করেন না; বলযুক্ত, মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবর্তিত করেন না। তিনি রাক্ষসকে হনন করেন, অসত্যবাদীকে হনন করেন, সে হত হয়ে ইন্দ্রের বন্ধনে বাস করে (১)। ১৪। যদি আমার দেবতাগণ অসত্যস্বরূপ হত, অথবা যদি আমি বৃথা দেবগণের নিকট গমন করতাম, তা হলে হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে। মিথ্যাবাদিগণ তোমার হিংসা বিশেষরূপে লাভ করুক। ১৫। যদি আমি যাতুধান হই, অথবা যদি কোনও পুরুষের আয়ু নাশ করে থাকি, তা হলে আমি যেন এখনই মরে যাই। যে আমাকে মিথ্যাজপে যাতুধান বলে সম্বোধন করছে, সে যেন তার দশ জন বীর বন্ধু হতে বিযুক্ত হয় (২)। ১৬। যে আমাকে মিথ্যারূপে যাতুধান সম্বোধন করছে, যে আমাকে শুচি রাক্ষস বলছে, ইন্দ্র মহা আয়ুধদ্বারা তাঁকে বিনাশ করুন, সে সকল জন্তুর অধম হয়ে পতিত হোক। ১৭। যে রাক্ষসী রাত্রিকালে দ্রোহযুক্তা হয়ে উলূকীর ন্যায় আপনার শরীর লুকায়িত করে গমন করে, সে অবাঙ্মুখ হয়ে অনন্তগর্তে পতিত হোক। প্রস্তর সকল অভিষবণ শব্দদ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ করুক। ১৮। হে মরুৎগণ! তোমরা প্রজাদের মধ্যে বিবিধ প্রকারে বাস কর। যারা পক্ষী হয়ে রাত্রিতে আসে অথবা যারা দীপ্ত যজ্ঞে হিংসা ধারণ করে, সে রাক্ষসদের ইচ্ছা কর, গ্রহণ কর ও চূর্ণ কর। ১৯। হে ইন্দ্র! অন্তরিক্ষ হতে অশনি প্রবর্তিত কর, হে মঘবন! সোমদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত যজমানকে সংস্কৃত কর, পর্বযুক্ত বজ্রদ্বারা পূর্বদিক হতে, পশ্চিমদিক হতে, দক্ষিণদিক হতে ও উত্তরদিক হতে রাক্ষসদের বিনাশ কর। ২০। এরা কুকুরের দ্বারা হিংসা করে আসে। যারা জিঘাংসু হয়ে অহিংসনীয় ইন্দ্রকে হিংসা করতে ইচ্ছা করে, সে কপটগণকে হিংসা করবার জন্য ইন্দ্র অশনি-তীক্ষ্ণ করছেন। তিনি শীঘ্র যাতুধানদের উদ্দেশে অশনি নিক্ষেপ করুন। ২১। ইন্দ্র হিংসকদের হিংসক, পরশু যেরূপ বন ছেদ করে, মুদ্গর পাত্রসমূহকে যেরূপ ভেদ করে, ইন্দ্র সেরূপ হব্য মন্থনকারী ও অভিমুখে আগমনকারী পূজকদের জন্য রাক্ষস সকল বিনাশ করে আগমন করছেন। ২২। হে ইন্দ্র! যারা উলূকরূপে হিংসা করে, তাদের বিনাশ কর, যারা ক্ষুদ্র উলূকরূপে হিংসা করে, তাদের বিনাশ কর, যারা কুক্কুররূপে, যারা চক্রবাকরূপে, যারা শ্যেনপক্ষীরূপে, যাঁরা গৃধ্ররূপে বিনাশ করে, পাষাণের ন্যায় বজ্রের দ্বারা সে সকল রাক্ষসকে মেরে ফেল। ২৩। রাক্ষস আমাদের যেন ব্যাপ্ত করতে না পারে, যন্ত্রণাদায়ী রাক্ষসগণের মিথুন সকল অপগত হোক। এ রাক্ষসেরা 'এঁকি এঁকি' বলে বেড়ায়। পৃথিবী আমাদের অন্তরিক্ষভব পাপ হতে রক্ষা করুন, অন্তরিক্ষ আমাদের স্বর্গীয় পাপ হতে রক্ষা করুন। ২৪। হে ইন্দ্র! রাক্ষস-পুরুষকে বিনাশ কর এবং যে রাক্ষসী স্ত্রী বঞ্চনাদ্বারা হিংসা করে, তাকেও বিনাশ কর। আঘাত করাই যে সকল রাক্ষসের ক্রীড়া, তারা ছিন্নগ্রীব হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হোক। তারা যেন উদয়শীল সূর্যকে দেখতে না পায়। ২৫। হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র তোমরা প্রত্যেকে দর্শন কর, জাগরিত হও, যাতুধান রাক্ষসদের উদ্দেশে অশনিরূপ আয়ুধ ক্ষেপ কর (৩)।

টীকা : ১। বিশ্বামিত্র ৩।৫৩।২৩ ও ২৪ ঋকে বসিষ্ঠ সম্বন্ধে যে কটূক্তি করেছিলেন, বসিষ্ঠ এ সূক্তের ১৩ হতে ১৬ ঋকে তার উত্তর প্রদান করলেন। ২। 'অধা স বীরৈ দর্শভির্বিযূযাঃ' অর্থ যেন তার দশটি পুত্র মারা যায় ;—অথবা বিশ্বামিত্র যে দশ জন রাজার সাথে সুদাসকে আক্রমণ করেছিলেন, সে দশ জন যেন হত হয়। ৩। এ সূক্তের শেষ ঋকগুলি কেবল 'ওঝার মন্ত্র'। এখন যেমন লোকে ভূতের ভয় করে, সেকালে 'যাতুধান ও রক্ষ' ভয়ের বিষয় ছিল। সেরূপ ভয় হতে রক্ষা পাওয়াই এ সপ্তম মণ্ডলের শেষ সূক্তের শেষ ঋকগুলির উদ্দেশ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় মণ্ডলের শেষ সূক্তের শেষ ঋকগুলিও এরূপ 'ওঝার মন্ত্র'।

অষ্টম মণ্ডল

১ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা । কণ্বগোত্র মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি ঋষি , আদি ঋকদ্বয়ের ঘোরের পুত্র ঋষি ; পরে কণ্বের পুত্রতাপ্রাপ্ত প্রগাথ নামক ঋষি , ত্রিংশ হতে চারটি ঋকের ঋষি অসঙ্গ নামক রাজপুত্র ; চতুস্ত্রিংশ ঋকের ঋষি অসঙ্গের ভার্যা অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী (১) । বৃহতী, সতোবৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

মা চিদন্যদ্বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত ।
ইন্দ্রমিৎস্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত ।। ১
অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথাজুরং গাং ন চর্ষণীসহম্ ।
বিদ্বেষণং সংবননোভয়ঙ্করং মংহিষ্ঠমুভয়াবিনম্ ।। ২
যচ্চিদ্ধি ত্বা জনা ইমে নানা হবন্ত ঊতয়ে ।
অস্মাকং ব্রহ্মেদমিন্দ্র ভূতু তেহহা বিশ্বা চ বর্ধনম্ ।। ৩
বি তর্তূর্যন্তে মঘবন্বিপশ্চিতোহর্যো বিপো জনানাম্ ।
উপ ক্রমস্ব পুরুরূপমা ভর বাজং নেদিষ্ঠমূতয়ে ।। ৪
মহে চন ত্বামদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দেয়াম্ ।
ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ ।। ৫
বস্যাঁ ইন্দ্রাসি মে পিতুরুত ভ্রাতুরভুঞ্জতঃ ।
মাতা চ মে ছদয়থঃ সমা বসো বসুত্বনায় রাধসে ।। ৬
ক্বেয়থ ক্বেদসি পুরুত্রা চিদ্ধি তে মনঃ ।
অলর্ষি যুধ্ম খজকৃৎপুরন্দর প্র গায়ত্রা অগাসিষুঃ ।। ৭
প্রাস্মৈ গায়ত্রমর্চত বাবাতুর্যঃ পুরন্দরঃ ।
যাভিঃ কাণ্বস্যোপ বর্হিরাসদং যাসদ্বজ্রী ভিনৎপুরঃ ।। ৮
যে তে সন্তি দশগ্বিনঃ শতিনো যে সহস্রিণঃ ।
অশ্বাসো যে তে বৃষণো রঘুদ্রুবস্তেভির্নস্তূয়মা গহি ।। ৯
আ ত্বদ্য সবর্দুঘাং হুবে গায়ত্রবেপসম্ ।
ইন্দ্রং ধেনুং সুদুঘামন্যামিষমুরুধারামরংকৃতম্ ।। ১০
যত্তুদৎসূর এতশং বঙ্কূ বাতস্য পর্ণিনা ।
বহৎকুৎসমার্জুনেয়ং শতক্রতুৎসরদ্গন্ধর্বমস্তৃতম্ । ১১
য ঋতে চিদভিশ্রিষঃ পুরা জত্রুভ্য আতৃদঃ ।
সং ধাতা সন্ধিং মঘবা পুরূবসুরিষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ ।। ১২
মা ভূম নিষ্ট্যা ইবেন্দ্র ত্বদরণা ইব ।
বনানি ন প্রজহিতান্যদ্রিবো দুরোষাসো অমন্মহি ।। ১৩
অমন্মহীদনাশবোহনুগ্রাসশ্চ বৃত্রহন্ ।
সকৃৎসু তে মহতা শূর রাধসানু স্তোমং মুদীমহি ।। ১৪
যদি স্তোমং মম শ্রবদস্মাকমিন্দ্রমিন্দবঃ ।
তিরঃ পবিত্রং সসৃবাংস আশবো মন্দন্তু তুগ্র্যাবৃধঃ ।। ১৫
আ ত্বদ্য সধস্তুতিং বাবাতুঃ সখ্যুরা গহি ।
উপস্তুতির্মঘোনাং প্র ত্বাবত্বধা তে বশ্মি সুষ্টুতিম্ ।। ১৬

সোতা হি সোমমদ্রিভিরেমেনমপ্সু ধাবত।
গব্যা বস্ত্রেব বাসয়ন্ত ইন্নরো নির্ধুক্ষন্বক্ষণাভ্যঃ ॥ ১৭
অধ জ্মো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি।
অযা বর্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ ॥ ১৮
ইন্দ্রায় সু মদিন্তমং সোমং সোতা বরেণ্যম্।
শক্র এণং পীপয়দ্বিশ্বয়া ধিয়া হিন্বানং ন বাজয়ুম্ ॥ ১৯
মা ত্বা সোমস্য গল্দয়া সদা যাচন্নহং গিরা।
ভূর্ণিং মৃগং ন সবনেষু চুক্রুধং ক ঈশানং ন যাচিষৎ ॥ ২০
মদেনেষিতং মদমুগ্রমুগ্রেণ শবসা।
বিশ্বেষাং তরুতারং মদচ্যুতং মদে হি ষ্মা দদাতি নঃ ॥ ২১
শেবারে বার্যা পুরু দেবো মর্তায় দাশুষে।
স সুন্বতে চ স্তুবতে চ রাসতে বিশ্বগূর্তো অরিষ্টুতঃ ॥ ২২
এন্দ্র যাহি মৎস্ব চিত্রেণ দেব রাধসা।
সরো ন প্রাস্যুদরং সপীতিভিরা সোমেভিরুরু স্ফিরম্ ॥ ২৩
আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥ ২৪
আ ত্বা রথে হিরণ্যয়ে হরী ময়ূরশেপ্যা।
শিতিপৃষ্ঠা বহতাং মধ্বো অন্ধসো বিবক্ষণস্য পীতয়ে ॥ ২৫
পিবা ত্বস্য গির্বণঃ সুতস্য পূর্বপা ইব।
পরিষ্কৃতস্য রসিন ইয়মাসুতিশ্চারুর্মদায় পত্যতে ॥ ২৬
য একো অস্তি দংসনা মহাঁ উগ্রো অভি ব্রতৈঃ।
গমৎস শিপ্রী ন স যোষদা গমদ্ধবং ন পরি বর্জতি ॥ ২৭
ত্বং পুরং চরিষ্ণ্বং বধৈঃ শুষ্ণস্য সং পিণক্।
ত্বং ভা অনু চরো অধ দ্বিতা যদিন্দ্র হব্যো ভুবঃ ॥ ২৮
মম ত্বা সূর উদিতে মম মধ্যন্দিনে দিবঃ।
মম প্রপিত্বে অপিশর্বরে বসবা স্তোমাসো অবৃৎসত ॥ ২৯
স্তুহি স্তুহীদেতে ঘা তে মংহিষ্ঠাসো মঘোনাম্।
নিন্দিতাশ্বঃ প্রপথী পরমজ্যা মঘস্য মেধ্যাতিথে ॥ ৩০
আ যদশ্বান্বনন্বতঃ শ্রদ্ধয়াহং রথে রুহম্।
উত বামস্য বসুনশ্চিকেততি যো অস্তি যাদ্বঃ পশুঃ ॥ ৩১
য ঋজ্রা মহ্যং মামহে সহ ত্বচা হিরণ্যয়া।
এষ বিশ্বান্যভ্যস্তু সৌভগাসঙ্গস্য স্বনদ্রথঃ ॥ ৩২
অধ প্লাযোগিরতি দাসদন্যানাসঙ্গো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈঃ।
অধোক্ষণো দশ মহ্যং রুশন্তো নলা ইব সরসো নিরতিষ্ঠন্ ॥ ৩৩
অন্বস্য স্থূরং দদৃশে পুরস্তাদনস্থ ঊরুরবরম্বমাণঃ
শশ্বতী নার্যভিচক্ষ্যাহ সুভদ্রমর্য ভোজনং বিভর্ষি ॥ ৩৪

অনুবাদ ঃ ১। হে সখা সকল! তোমরা অন্যের স্তোত্র উচ্চারণ করো না, হিংসিত হয়ো না, সোম অভিষুত হলে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে একত্র হয়ে স্তব কর এবং মুহুর্মুহু উকথ সকল উচ্চারণ কর। ২। বৃষভের ন্যায় শত্রুদের হিংসাকারী ও জরারহিত ও বৃষভের ন্যায় মনুষ্যদের পরাভবকারী ও শত্রুদের বিদ্বেষ্টা ও স্তোত্রগণের সংভজনীয় এবং উভয় প্রকার ধনবিশিষ্ট দাতৃতম ইন্দ্রকেই স্তব কর। ৩। হে ইন্দ্র!

এ জনগণ যদিও রক্ষার্থে পৃথক পৃথক তোমায় স্তব করছে তথাপি আমাদের এ স্তোত্রই সর্বকালেই তোমার বর্ধক হোক। ৪। হে মঘবন ইন্দ্র! তোমার পণ্ডিত স্তোতাগণ শত্রুগণকে কম্প উৎপাদন করে সর্বদা আপদ হতে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের নিকট এস, তৃপ্তির জন্য বহুরূপবিশিষ্ট নিকটস্থিত অন্ন আমাদের প্রদান কর। ৫। হে বজ্রবান ইন্দ্র! তোমাকে মহামূল্যেও বিক্রয় করি না। হে বজ্রহস্ত! সহস্রসংখ্যক ও অযুতসংখ্যক ধনের জন্যও করি না এবং হে বহুধন! অপরিমিত ধনের জন্যও করি না। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমার পিতা হতেও অধিক ধনবান, অপালনকারী ভ্রাতা হতেও অধিক ধনবান। হে বসু! আমার মাতা ও তুমি সমান হয়ে আমায় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধনলাভার্থে পূজিত কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি কোথায় গিয়েছ, কোথায় আছ, তোমার মন নানা দিকে। হে যুদ্ধকুশল, যুদ্ধকারী পুরন্দর! এস, গায়ত্রগণ তোমার স্তব করছেন। ৮। এ ইন্দ্রের উদ্দেশে গায়ত্র গান কর, পুরন্দর ইন্দ্র সকলের সংভজনীয়, ঋকসমূহদ্বারা কণ্বপুত্রের যজ্ঞস্থলে বজ্রযুক্ত হয়ে গমন করেছিলেন এবং যাদের দ্বারা পুরী ভেদ করেছিলেন, সে ঋকে গায়ত্র গান কর। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে দশযোজনগামী শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব আছে, তারা সেচনসমর্থ ও শীঘ্রগামী। সে অশ্বের সাহায্যে শীঘ্র এস। ১০। অদ্য দুগ্ধদায়িনী, প্রশংসনীয় বেগযুক্তা, সুখে দোহন সমর্থা ধেনুরূপ ইন্দ্রকে স্তব করি। বহুধারাযুক্ত, বাঞ্ছনীয়, বৃষ্টিরূপ পর্যাপ্তকারী ইন্দ্রকে স্তব করি। ১১। সূর্য যখন এতশকে পীড়া দিয়েছিলেন তখন বক্রগামী ও বায়ুসদৃশ গমনশীল অশ্বদ্বয় অর্জুন পুত্র কুৎস ঋষিকে বহন করেছিল। শতক্রতু গন্ধর্ব (২) ও অহিংসিত সূর্যকে ছদ্মবেশে আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। ১২। যে ইন্দ্র সন্ধান দ্রব্য ব্যতিরেকেই গ্রীবা হতে রুধির নিঃসরণের পূর্বেই সন্ধির সংযোজনা করেন, ক্ষমাবান, বহুধন সে ইন্দ্র বিচ্ছিন্নকে আবার সংস্কার করে দেন। ১৩। হে ইন্দ্র! তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন নীচ না হই, যেন দুঃখী না হই, আর প্রক্ষীণ বলের ন্যায় আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিবিযুক্ত না হই। বজ্রবান ইন্দ্র! অন্যে আমাদের দগ্ধ করতে পারে না, গৃহে নিবাস করে আমরা তোমার স্তব করব। ১৪। হে বৃত্রহন্তা! সত্বর ও উগ্রতাশূন্য হয়ে আমরা ধীরে ধীরে তোমার স্তব করব। হে শূর! তোমার জন্য একবার প্রভূত ধনের সাথে সুন্দর স্তোত্র অনুমোদন করব। ১৫। ইন্দ্র যদি আমাদের স্তোত্র শোনেন, তা হলে তখনই যেন আমাদের সোম সকল তাঁকে হর্ষিত করতে পারে, ওরা তির্যকভাবে অবস্থিত পবিত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে ও বসতীবরী প্রভৃতি জলের দ্বারা বর্ধমান, অতএব শীঘ্র মদজনক হয়েছে। ১৬। হে ইন্দ্র! তোমার সেবাকারী স্তোতার সংমিলিত স্তুতির অভিমুখে অদ্য শীঘ্র এস, অন্য হবিষ্মানদের স্তোত্র তোমার নিকট গমন করুক, অধুনা আমিও তোমার সুস্তুতি কামনা করি। ১৭। তোমরা প্রস্তর দ্বারা সোম অভিষব কর, একে জলে ধৌত কর, গোচর্মের ন্যায় মেঘের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করে মরুদগণ নদীগণের জন্য জল দোহন করছেন। ১৮। হে ইন্দ্র! পৃথিবী হতে, অন্তরিক্ষ হতে অথবা বৃহৎ দীপ্তপ্রদেশ হতে এসে আমার এ বিস্তৃত স্তুতিদ্বারা বর্ধিত হও। হে সুক্রতু! আমাদের উৎপন্ন লোক সকলকে অভিলষিত ফলে পূর্ণ কর। ১৯। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সর্বাপেক্ষা মদকর বরণীয় সোম অভিষব কর! শত্রু সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রীতি উৎপাদক অন্নাভিলাষী যজমানকে বর্ধিত করেন। ২০। হে ইন্দ্র! সবনসমূহে সোম স্রাবণ ও স্তুতিযুক্ত হয়ে সর্বদা প্রার্থনা করে আমি যেন তোমাকে কুপিত না করি। তুমি ভর্তা ও সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর, কে তোমার নিকট যাচ্ঞা না করে।

২১। উগ্রবলযুক্ত ইন্দ্র, মদোৎপাদক স্তোতাদ্বারা প্রেরিত মদকর সোম পান করুন। তিনি সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে আমাদের শত্রুগণের জেতা ও তাদের গর্ব খর্বকারী পুত্র প্রদান করেন। ২২। ইন্দ্রদেব সুখোৎপাদক যজ্ঞে হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে বহুবরণীয় ধন দান করেন। তিনিই সোমাভিষবকারী ও স্তোত্রকারীকে ধন প্রদান করেন। তিনি সর্বকার্যে উদ্যোগী ও স্তোতাগণের প্রশংসনীয়। ২৩। হে ইন্দ্র! এস। হে দেব! তুমি বিচিত্র ধনদ্বারা হৃষ্ট হও, একত্র পীত সোমদ্বারা তোমার বিস্তীর্ণ বৃদ্ধ উদর সরোবরের ন্যায় পূর্ণ কর। ২৪। হে ইন্দ্র! শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্ময় রথে সোমপানার্থে ইন্দ্রকে বহন করুক। তারা প্রভুযুক্ত ও কেশরযুক্ত। ২৫। শ্বেতপৃষ্ঠ, ময়ূরবর্ণরূপবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে মধুর স্তুতিযোগ্য সোম পানার্থে হিরণ্ময় রথে বহন করুন। ২৬। হে স্তুতিযোগ্য! শীঘ্র এ অভিষুত সোম প্রথম সোমপায়ীর ন্যায় (৩) পান কর; এ পরিষ্কৃত ও রসবিশিষ্ট। এ আসব মদকর ও চারু, এ মত্ততার জন্য সম্পন্ন হয়। ২৭। যে ইন্দ্র একাকী আপন কর্মদ্বারা সকলকে পরাভব করেন, যিনি কর্মদ্বারা মহান, উগ্র এবং শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, সে ইন্দ্র আসুন। তিনি যেন পৃথক না হন। আমাদের স্তোত্রাভিমুখে আসুন। তিনি যেন আমাদের ত্যাগ না করেন। ২৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণের সঞ্চরণশীল নিবাস স্থান বজ্রের দ্বারা সঞ্চূর্ণ করেছিলে, তুমি দু প্রকারের স্তোতা ও যষ্টার দ্বারা আহ্বানযোগ্য, তুমি দীপ্তিমান হয়ে তাঁর অনুগমন করেছিলে। ২৯। সূর্য উদিত হলে, তুমি আমার স্তোত্র সকল আবর্তিত কর। দিবসের মধ্যাহ্নে আমার স্তুতি আবর্তিত কর। দিবসের অবসান হলে আমার স্তোত্র আবর্তিত কর। শর্বরী সময়েও আমার স্তোত্র সকল আবর্তিত কর। ৩০। হে মেধ্যাতিথি! বার বার আমাকে স্তব কর, আমাকে প্রশংসা কর, আমরা ধনবানদের মধ্যে তোমার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক ধনদাতা। আমার বীর্যে অন্যে আমার অশ্ব প্রাপ্ত হয়, আমার পথ উৎকৃষ্ট, আয়ুধ উৎকৃষ্ট। ৩১। আমি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আহারান্তে অশ্বদের তোমার রথে যোজনা করেছিলাম। আমি মনোহর ধন দান করতে জানি, আমি যদুবংশোৎপন্ন (৪) ও বহু পশুর অধিকারী। ৩২। যিনি গমনশীল ধন হিরণ্ময় চর্মাস্তরণের সাথে আমাকে প্রদান করেছিলেন, তিনি শব্দায়মান রথযুক্ত হয়ে শত্রুদের সমস্ত ধন অভিভব করুন। ৩৩। হে অগ্নি! প্লয়োগের পুত্র অসঙ্গ দশ সহস্র গাভী দানের দ্বারা অন্য দাতাগণকে অতিক্রম করেছিলেন। অনন্তর সে সেচনসমর্থ ও দীপ্যমান পশু সকল সরোবর হতে নলের ন্যায় নির্গত হয়েছিল। ৩৪। তার সম্মুখ ভাগে স্থূলবস্তু দেখা যাচ্ছে, তা অস্থিরহিত, বিস্তীর্ণ এবং নিম্নমুখে লম্ববান। শশ্বতী নারী তা দেখে বললেন (৫), আর্য! উত্তম ভোগসাধন ধারণ করছ।

টীকা ঃ ১। কণ্ব বা তদ্বংশীয়গণ অষ্টম মণ্ডলের ঋষি। ২। 'গন্ধর্ব' শব্দে গবাং রশ্মীনাং ধর্ত্তারং। সায়ণ। ৩।৩৮।৬ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। সকল দেবতার পূর্বে বায়ু সোম পান করে থাকেন। সায়ণ। ৪। 'যাদ্বো যদুবংশোদ্ভবঃ। যদ্ব্যা যদবো মনুষ্যাঃ। সায়ণ ৮।৬।৩৯ ও ৪৮ ঋকের টীকা দেখুন। ৫। অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী অসঙ্গের ভার্যা এবং এ ঋকের বক্তা। সায়ণ বলেন অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হয়ে স্ত্রী হয়ে যান, পরে পুরুষত্ব লাভ করেন। ৮।৩৩।১৯ ঋকে এ রূপ আর একটি গল্প দেখুন।

২ সূক্ত ॥　ইন্দ্র দেবতা । কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি ও আঙ্গিরাগোত্র
প্রিয়মেধ ঋষি । গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্ ।　অনাভয়িন্ ররিমা তে ॥ ১
নৃভির্ধূতঃ সুতো অশ্নৈরব্যো বারৈঃ পরিপূতঃ ।　অশ্বো ন নিক্তো নদীষু ॥ ২
তং তে যবং যথা গোভিঃ স্বাদুমকর্ম শ্রীণন্তঃ ।　ইন্দ্র ত্বাস্মিন্তসধমাদে ॥ ৩
ইন্দ্র ইৎসোমপা এক ইন্দ্র সুতপা বিশ্বায়ুঃ ।　অন্তর্দেবামর্ত্যাংশ্চ ॥ ৪
ন যং শুক্রো ন দুরাশীর্ন তৃপ্রা উরুব্যাচসং ।　অপস্পৃণ্বতে সুহার্দম্ ॥ ৫
গোভির্যদীমন্যে অস্মন্মৃগং ন ব্রা মৃগয়ন্তে ।　অভিৎসরন্তি ধেনুভিঃ ॥ ৬
ত্রয় ইন্দ্রস্য সোমাঃ সুতাসঃ সন্তু দেবস্য ।　স্বে ক্ষয়ে সুতপাব্নঃ ॥ ৭
ত্রয়ঃ কোশাসঃ শ্চোতন্তি তিস্রশ্চম্বঃ সুপূর্ণাঃ ।　সমানে অধি ভার্মন্ ॥ ৮
শুচিরসি পুরুনিঃষ্ঠা ক্ষীরৈর্মধ্যত আশীর্তঃ ।　দধ্না মন্দিষ্ঠঃ শূরস্য ॥ ৯
ইমে ত ইন্দ্র সোমাস্তীব্রা অস্মে সুতাসঃ ।　শুক্রা আশিরং যাচন্তে ॥ ১০
তাঁ আশিরং পুরোলাশমিন্দ্রেমং সোমং শ্রীণীহি । রেবন্তং হি ত্বা শৃণোমি ॥ ১১
হৃৎসু পীতাসো যুধ্যন্তে দুর্মদাসো ন সুরায়াম্ ।　উধর্ন নগ্না জরন্তে ॥ ১২
রেবাঁ ইদ্রেবতঃ স্তোতা স্যাত্ত্বাবতো মঘোনঃ ।　প্রেদু হরিবঃ শ্রুতস্য ॥ ১৩
উক্থং চন শস্যমানমগোররিবা চিকেত ।　ন গায়ত্রম্ গীয়মানম্ ॥ ১৪
মা ন ইন্দ্র পীয়ত্নবে মা শর্ধতে পরা দাঃ ।　শিক্ষা শচীবঃ শচীভিঃ ॥ ১৫
বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ ।　কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে ॥ ১৬
ন ঘেমন্যদা পপন বজ্রিন্নপসো নবিষ্টৌ ।　তবেদু স্তোমং চিকেত ॥ ১৭
ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি ।　যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ ॥ ১৮
ও ষু প্র যাহি বাজেভির্মা হৃণীথা অভ্যস্মান্ ।　মহাঁ ইব যুবজানিঃ ॥ ১৯
মো ষ্বদ্য দুর্হণাবাংৎসায়ং করদারে অস্মং ।　অশ্রীব ইব জামাতা ॥ ২০
বিদ্মা হ্যস্য বীরাস্য ভূরিদাবরীং সুমতিম্ ।　ত্রিষু জাতস্য মনাংসি ॥ ২১
আ তূ ষিঞ্চ কণ্বমন্তং ন ঘা বিদ্ম শবসানাৎ ।　যশস্তরং শতমূতেঃ ॥ ২২
জ্যেষ্ঠেন সোতরিন্দ্রায় সোমং বীরায় শক্রায় ।　ভরা পিবন্নর্যায় ॥ ২৩
যো বেদিষ্ঠো অব্যথিষ্বশ্বাবন্তং জরিতৃভ্যঃ ।　বাজং স্তোতৃভ্যো গোমন্তম্ ॥ ২৪
পন্যং পন্যমিৎসোতার আ ধাবত মদ্যায় ।　সোমং বীরায় শূরায় ॥ ২৫
পাতা বৃত্রহা সুতমা ঘা গমন্নারে অস্মং ।　নি যমতে শতমূতিঃ ॥ ২৬
এহ হরী ব্রহ্মযুজা শগ্মা বক্ষতঃ সখায়ম্ ।　গার্ভিঃ শ্রুতং গির্বণসম্ ॥ ২৭
স্বাদবঃ সোমা আ যাহি শ্রীতাঃ সোমা আ যাহি ।
শিপ্রিন্নৃষীবঃ শচীবো নায়মচ্ছা সধমাদম্ ॥ ২৮
স্তুতশ্চ যাস্ত্বা বর্ধন্তি মহে রাধসে নৃম্ণায় ।　ইন্দ্র কারিণং বৃধন্তঃ ॥ ২৯
গিরিশ্চ যাস্তে গির্বাহ উক্থা চ তুভ্যং তানি ।　সত্রা দধিরে শবাংসি ॥ ৩০
এবেদেষ তুবিকূর্মির্বাজাঁ একো বজ্রহস্তঃ ।　সনাদমৃক্তো দয়তে ॥ ৩১
হন্তা বৃত্রং দক্ষিণেনেন্দ্রঃ পুরুপুরুহূতঃ ।　মহান্মহীভিঃ শচীভিঃ ॥ ৩২
যস্মিন্বিশ্বাশ্চর্ষণয় উত চ্যৌত্না জ্রয়াংসি চ ।　অনু ঘেন্মন্দী মঘোনঃ ॥ ৩৩
এষ এতানি চকারেন্দ্রো বিশ্বা যোঽতি শৃণ্বে ।　বাজদাবা মঘোনাম্ ॥ ৩৪
প্রভর্তা রথং গব্যন্তমপাকা চ্চিদ্যমবতি ।　ইনো বসু স হি বোড়্হা ॥ ৩৫
সনিতা বিপ্রো অর্বদ্ভির্হন্তা বৃত্রং নৃভিঃ শূরঃ ।　সত্যোঽবিতা বিধন্তম্ ॥ ৩৬
যজধ্বৈনং প্রিয়মেধা ইন্দ্রং সত্রাচা মনসা ।　যো ভূৎসোমৈঃ সত্যমদ্বা ॥ ৩৭
গাথশ্রবসং সৎপতিং শ্রবস্কামং পুরুত্মানম্ ।　কণ্বাসো গাত বাজিনম্ ॥ ৩৮

য ঋতে চিদ্গাস্পদেভ্যো দাৎসখা নৃভ্যঃ শচীবান্ । যে অস্মিন্ কামমশ্রিয়ন্ ।। ৩৯
ইত্থা ধীবন্তমদ্রিবঃ কান্বং মেধ্যাতিথিং । মেষো ভূতোভি যন্নয়ঃ ।। ৪০
শিক্ষা বিভিন্দো অস্মৈ চত্বার্যযুতা দদৎ ।। অষ্টা পরঃ সহস্রা ।। ৪১
উত স্ত্যে পরোবৃধা মাকী রণস্য নপ্ত্যা । জনিত্বনায় মামহে ।। ৪২

অনুবাদ ঃ ১। হে বসু ইন্দ্র ! এ অভিষুত সোম পান কর, উদর পূর্ণ হোক। হে অকুতোভয় ইন্দ্র ! তোমাকে দান করব। ২। নেতাগণদ্বারা ধৌত, বস্ত্রদ্বারা অভিষুত ও মেষলোমে পরিপূত সোম, নদীতে স্নাত অশ্বের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। ৩। হে ইন্দ্র ! যবের ন্যায় উক্ত সোম তোমার জন্য গব্যের সাথে মিশিয়ে আস্বাদযুক্ত করেছিলাম। অতএব হে ইন্দ্র ! একত্র পানস্থলে এস। ৪। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রই কেবল সমস্ত সোমপান করতে পারেন। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রই সর্বপ্রকার অন্নযুক্ত। ৫। যে দূরব্যাপী সুহৃৎ ইন্দ্রকে দীপ্ত সোম অপ্রীত করে না, দুর্লভ মিশ্রণ দ্রব্যবিশিষ্ট সোম যাঁহাকে অপ্রীত করে না, তৃপ্তিকর চরু পুরোডাশাদি যাকে অপ্রীত করে না, আমরা সে ইন্দ্রকে স্তব করি। ৬। ব্যাধ মৃগকে যেরূপ অন্বেষণ করে, সেরূপ অন্য যে লোক গব্য সংস্কৃত সোমদ্বারা ইন্দ্রকে অন্বেষণ করে ও বাক্যদ্বারা কুৎসিতরূপে তাঁর নিকট গমন করে, তারা তাঁকে পায় না। ৭। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রদেবের তিন প্রকার সোম যজ্ঞগৃহে অভিষুত হোক। ৮। একমাত্র ঋত্বিকগণের ভরণীয় যজ্ঞে তিনটি কোশ সোমস্রবণ করছে, তিনটি চমস পূর্ণ হয়েছে। ৯। হে সোম ! তুমি শুচি এবং বহুপাত্রে অবস্থিত এবং মধ্যে ক্ষীরদ্বারা ও দধিদ্বারা মিশ্রিকৃত ! তুমি বীর ইন্দ্রকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত কর। ১০। হে ইন্দ্র ! তোমার এ সোম সকল তীব্র, আমাদের অভিষুত ও দীপ্ত মিশ্রণ দ্রব্য তোমার আকাঙ্ক্ষা করছে। ১১। হে ইন্দ্র ! উক্ত সোম সকলে মিশ্রণ দ্রব্য মিশ্রিত কর। পুরোডাশ ও এ সোমকে মিশ্রিত কর, যেহেতু তোমাকে ধনবান বলে শুনতে পাই। ১২। সুরা পীত হলে, কুৎসিত মত্ততা সুরাপায়ীকে প্রমত্ত করবার জন্য যেরূপ যুদ্ধ করে, সেরূপ হে ইন্দ্র ! পীতসোম সকল হৃদয় মধ্যে যুদ্ধ করে। দুগ্ধপূর্ণ উধঃকে লোকে যেরূপ পালন করে, তুমি সোমপূর্ণ, স্তোতাগণ সেরূপ তোমায় পালন করে। ১৩। হে হর্যশ্ব ! তুমি ধনবান, তোমার স্তোতা ধনবান হয়। তোমার ন্যায় ধনবান প্রসিদ্ধ লোকের স্তোতা প্রভু হয়। ১৪। ইন্দ্র স্তুতিশূন্য লোকের শত্রু, তিনি উচ্চার্যমান উকথ জানতে পারেন; সম্প্রতি গায়ত্র গান করা হচ্ছে। ১৫। হে ইন্দ্র ! তুমি বধকারী শত্রুর হস্তে আমাকে পরিত্যাগ করো না, অভিভবকারীর হস্তে পরিত্যাগ করো না। হে শক্তিমান ইন্দ্র ! তুমি স্বীয় কর্মবলে আমাদের ধন দান কর। ১৬। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার সখা, তোমায় ইচ্ছা করি, তোমার স্তোত্রই আমাদের প্রয়োজন, আমরা তোমায় স্তব করি। কণ্বগোত্রোৎপন্নগণ উকথদ্বারা তোমায় স্তব করছে। ১৭। হে বজ্রবান ইন্দ্র ! তুমি কর্মবান, তোমায় নূতন যজ্ঞে আমি অন্য স্তোত্র উচ্চারণ করিনা, কেবল তোমার স্তোত্রই আমি জানি। ১৮। দেবগণ সোমাভিষবকারীকে সর্বদা ইচ্ছা করেন, তার স্বপ্নাবস্থা ইচ্ছা করেন না। তাঁরা অনলস হয়ে অত্যন্ত মদকর সোম প্রাপ্ত হন। ১৯। হে ইন্দ্র ! অন্নের সাথে আমাদের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে এস। যুবতী জায়া পেলে গুণী ব্যক্তিও যেরূপ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, সেরূপ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ো না। ২০। দুঃসহনীয় ইন্দ্র; অদ্য আমাদের সমীপে আসুন, কুৎসিত জামাতার ন্যায় যেন সন্ধ্যা না করেন। ২১। আমরা এ বীর ইন্দ্রের বহুধনদাত্রী কল্যাণী অনুগ্রহ বুদ্ধি জানি। তিন লোকে প্রাদুর্ভূত

ইন্দ্রের হৃদয় জানি। ২২। কণ্বমান ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে শীঘ্র সোম সেক কর, অতি বলসম্পন্ন এবং প্রভূত রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্রের অপেক্ষা অধিক যশস্বী ব্যক্তি জানি না। ২৩। হে অভিষবণকারী! তুমি বীর, শক্তিমান ও নরগণের হিতকর। ইন্দ্রের উদ্দেশে মুখ্যরূপ সোম প্রদান কর; তিনি পান করুন। ২৪। যিনি সুখকর স্তোতাগণকে বিশেষরূপে জানেন, সে ইন্দ্র, হোতাদের ও স্তোতাগণকে বহু অশ্বযুক্ত ও গোযুক্ত অন্নদান করুন। ২৫। হে অভিষবণকারিগণ! তোমরা মাদয়িতব্য বীর ও শূর ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিযোগ্য সোম দান কর। ২৬। সোম পানশীল, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র আসুন, আমাদের দূরবর্তী হবেন না। বহুবিধ রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্র শত্রুগণকে নিয়ত করুন। ২৭। স্তোত্রযুক্ত, সুখকর অশ্বদ্বয় এ যজ্ঞে স্তুতিদ্বারা বিশ্রুত এবং সংভজনীয় সখা ইন্দ্রকে আনুন। ২৮। হে শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, ঋষিযুক্ত শক্তিমান ইন্দ্র! এ সোম স্বাদু, তুমি এস। সোম সকল মিশ্রণদ্রব্যে মিশ্রিত হয়েছে, এস। তুমি হর্ষপ্রিয়, স্তোতা তোমার অভিমুখে স্তুতি করছে। ২৯। হে ইন্দ্র! বর্ধনশীল স্তোতাগণ ও স্তুতি সমূহ মহৎ ধন ও বল লাভের জন্য তোমাকে বর্ধিত করে। ৩০। হে স্তুতিদ্বারা বহনীয় ইন্দ্র! তোমার জন্য যে স্তুতি ও উক্থ আছে, তা সমস্ত মিলিত হয়েই তোমার বল বিধান করছে। ৩১। ইন্দ্র বহুকর্মা, তিনি এক এবং বজ্রহস্ত, তিনি চিরকাল হতে শত্রু কর্তৃক অনভিভূত, তিনি স্তোতাকে বল প্রদান করেন। ৩২। ইন্দ্র দক্ষিণ হস্তদ্বারা বৃত্রকে হনন করেছেন, তিনি অনেক স্থানে অনেকবার আহূত, তিনি নানা প্রকার ক্রিয়াদ্বারা মহান। ৩৩। সমস্ত প্রজাগণ যে ইন্দ্রের অধীন, অচ্যুত বল ও অভিভব যে ইন্দ্রে বর্তমান, সে ইন্দ্র, যজমানগণের অনুমোদনকারী হোন। ৩৪। ইন্দ্র এ সমস্ত কার্য করেছেন, তিনি সর্বত্র বিশ্রুত, তিনি হবিষ্মানদের অন্নদাতা। ৩৫। প্রহরণশীল ইন্দ্র যে গমনশীল গবাভিলাষী স্তোতাকে অপক্বপ্রজ্ঞ শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করেন, সে স্তোতাই প্রভু হয়ে বহুধন দান করেন। ৩৬। মেধাবী ইন্দ্র অশ্বের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে যান। তিনি শূর। নেতা মরুদগণের সাহায্যে বৃত্র বধ করেন। তিনি পরিচর্যাকারী যজমানের রক্ষক এবং সত্যস্বরূপ। ৩৭। । হে প্রিয়মেধা! সে ইন্দ্রের প্রতি আসক্তমান যজ্ঞ কর। ইন্দ্র সোম প্রাপ্ত হলে হৃষ্ট হন, সে হর্ষ নিষ্ফল হয় না। ৩৮। হে কণ্বগণ! তোমরা সাধু লোকের পালক, অন্নাভিলাষী বহুদেশগামী, বেগবান ও গেয়যশঃসম্পন্ন ইন্দ্রের স্তব কর। ৩৯। পদচিহ্ন না থাকলেও সখা, সুকর্মা ইন্দ্র নেতা দেবগণকে গাভীসকল পুনঃ প্রদান করেছিলেন। দেবগণ ইন্দ্র হতে অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হয়েছিল। ৪০। হে বজ্রবাণ ইন্দ্র! তুমি মেষরূপে অভিগমন করে এ প্রকারে স্তুতিকারী কণ্বপুত্র মেধ্যাতিথিকে প্রাপ্ত হয়েছিলে। ৪১। হে বিভিন্দু (১); তুমি দাতা, তুমি আমাকে চার অযুত ধন দান করেছ, পরে অষ্ট সহস্র সংখ্যক দান করেছ। ৪২। প্রসিদ্ধ, জলবর্ধক, ভূত-নির্মাতা স্তোতার প্রতি অনুগ্রহশীল, দ্যাবাপৃথিবীকে ধনোৎপত্তির জন্য স্তব করেছ।

টীকা ঃ ১। বিন্দুনামক রাজার নিকট বহুধনপ্রাপ্ত হয়ে ঋষি তাঁর স্তব করছেন। সায়ণ।

৩ সূক্ত ॥ ১৯ ২২, ২৩ ও ২৪ এ চারটি ঋকের কুরুযানের পুত্র পাকস্থাম রাজার দানের স্তুতি করা হয়েছে, অতএব তাই দেবতা, অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।
কণ্বগোত্রোৎপন্ন মেধ্যাতিথি ঋষি। প্রগাথ, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, বৃহতী ছন্দ।

পিবা সুতস্য রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ।
আপির্নো বোধি সধমাদ্যো বৃধেঽস্মাঁ অবন্তু তে ধিয়ঃ ॥ ১

ভূয়াম তে সুমতৌ বাজিনো বয়ং মা নঃ স্তরভিমাতয়ে ।
অস্মাণ্ডিত্রাভিরবতাদভিষ্টিভি-রা নঃ সুম্নেষু যাময় ॥ ২
ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম ।
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভি স্তোমৈরনূষত ॥ ৩
অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সহস্কৃতঃ সমুদ্র ইব পপ্রথে ।
সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে ॥ ৪
ইন্দ্রমিদ দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে ।
ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্র ধনস্য সাতয়ে ॥ ৫
ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রাঃ সূর্যমবোচয়ৎ ।
ইন্দ্রো হ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ৬
অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ ।
সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্ রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্ ॥ ৭
অস্যেদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং শবো মদে সুতস্য বিষ্ণবি ।
অদ্যা তমস্য মহিমানমায়বোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা ॥ ৮
তত্ত্বা যামি সুবীর্যং তদ্ ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে ।
যেনা যতিভ্যো ভৃগবে ধনে হিতে যেন প্রস্কণ্বমাবিথ ॥ ৯
যেনা সমুদ্রমসৃজো মহীরপ স্তদিন্দ্র বৃষ্ণি তে শবঃ ।
সদ্যঃ সো অস্য মহিমা ন সংনশে যং ক্ষোণীরনুচক্রদে ॥ ১০
শগ্ধী ন ইন্দ্র যত্ত্বা রয়িং যামি সুবীর্যম্ ।
শগ্ধি বাজায় প্রথমং সিষাসতে শগ্ধি স্তোমায় পূর্ব্য ॥ ১১
শগ্ধী নো অস্য যদ্ধ পৌরমাবিথ ধিয় ইন্দ্র সিষাসতঃ ।
শগ্ধি যথা রুশমং শ্যাবকং কৃপ-মিন্দ্র প্রাবঃ স্বর্ণরম্ ॥ ১২
কন্নব্যো অতসীনাং তুরো গৃণীত মর্ত্যঃ ।
নহী ন্বস্য মহিমানমিন্দ্রিয়ং স্বর্গৃণন্ত আনশুঃ ॥ ১৩
কদু স্তুবন্ত ঋতয়ন্ত দেবত ঋষিঃ কো বিপ্র ওহতে ।
কদা হবং মঘবন্নিন্দ্র সুন্বতঃ কদু স্তুবত আ গমঃ ॥ ১৪
উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে ।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১৫
কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা ইব বিশ্বমিদ্ ধীতমানশুঃ ।
ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্ ॥ ১৬
যুক্ষ্বা হি বৃত্রহন্তম হরী ইন্দ্র পরাবতঃ ।
অর্বাচীনো মঘবন্ সোমপীতয় উগ্র ঋষ্বেভিরা গহি ॥ ১৭
ইমে হি তে কারবো বাবশুর্ধিয়া বিপ্রাসো মেধাসতয়ে ।
স ত্বং নো মঘবন্নিন্দ্র গির্বণো বেনো ন শৃণুধী হবম্ ॥ ১৮
নিরিন্দ্র বৃহতীভ্যো বৃত্রং ধনুভ্যো অস্ফুরঃ ।
নিরর্বুদস্য মৃগয়স্য মায়িনো নিঃ পর্বতস্য গা আজঃ ॥ ১৯
নিরগ্নয়ো রুরুচুর্নিরু সূর্যো নিঃ সোম ইন্দ্রিয়ো রসঃ ।
নিরন্তরিক্ষাদধমো মহামহিং কৃষে তদিন্দ্র পৌংস্যম্ ॥ ২০
যং মে দুরিন্দ্রো মরুতঃ পাকস্থামা কৌরয়াণঃ ।
বিশ্বেষাং ত্মনা শোভিষ্ঠ-মুপেব দিবি ধাবমানম্ ॥ ২১
রোহিতং মে পাকস্থামা সুধুরং কক্ষ্যপ্রাম্ ।
অদাদ্ রায়ো বিবোধনম্ ॥২২

যস্যা অন্যে দশ প্রতি ধুরং বহন্তি বহ্নয়ঃ।
অস্তং বয়ো ন তুগ্র্যম্ ॥ ২৩
আত্মা পিতুস্তনূর্বাস ওজোদা অভ্যঞ্জনম্।
তুরীয়মিদ্ রোহিতস্য পাকস্থামানং ভোজং দাতারমব্রবম্ ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! আমাদের রসবান, গব্যযুক্ত, অভিষুত সোমপান কর এবং তৃপ্ত হও। তুমি আমাদের সাথে মত্ত হবার যোগ্য। তুমি বন্ধু হয়ে আমাদের বর্ধিত করবার জন্য প্রবৃদ্ধ হও। তোমার বুদ্ধি আমাদের রক্ষা করুক। ২। আমরা হবিষ্মান আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করব, শত্রুর জন্য আমাদের হিংসা করো না, আমাদের বহুবিধ রক্ষাদ্বারা রক্ষা কর, আমাদের সুখে নিয়ত কর। ৩। হে বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্র ! আমার এ বাক্য তোমাকে বর্ধিত করুক, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও শুচি বিদ্বানগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে। ৪। ইনি সহস্র ঋষিগণের নিকট হতে বল লাভ করে বিস্তীর্ণ হয়েছেন, এর অবিতথ, প্রসিদ্ধ মহিমা ও বল যজ্ঞে বিপ্রগণের রাজত্বে স্তুত হয়। ৫। আমরা যজ্ঞার্থে ইন্দ্রকে আহবান করছি, যজ্ঞ আরম্ভ হলে ইন্দ্রকে আহবান করছি, যজ্ঞ সম্পন্ন হলে ইন্দ্রকে আহবান করছি। আমরা ভজমান হয়ে ধনলাভার্থে ইন্দ্রকে আহবান করছি। ৬। ইন্দ্র আপনার বলের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বিস্তারিত করেছেন, ইন্দ্র সূর্যকে দীপ্ত করেছেন, সমস্ত ভুবন ইন্দ্রে নিয়মিত হয়েছে। অভিষুত সোম ইন্দ্রে অন্তর্ভূত হয়। ৭। হে ইন্দ্র ! প্রথম পানার্থে মনুষ্যগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করছেন, সমীচীন ঋভুগণ তোমাকেই সম্যক্‌স্তব করছেন। তুমি পুরাতন, রুদ্রগণ তোমাকেই স্তব করেছে। ৮। অভিষুত সোমপানে সর্বদেহব্যাপী মত্ততা জন্মিলে ইন্দ্র এ যজমানেরই বীর্য ও বল বর্ধিত করেন, মনুষ্যগণ অদ্য পূর্বকালের ন্যায় ইন্দ্রের সে গুণ স্তব করছে। ৯। হে ইন্দ্র ! তুমি উত্তম বীর্যবান, আমি তোমার নিকট প্রথম লাভার্থ উৎকৃষ্ট অন্ন যাচ্‌ঞা করছি। যা দ্বারা কর্মশূন্য লোকের নিকট হতে হিতকর ধন প্রদান করেছ ও যা দ্বারা প্রস্কণ্বকে রক্ষা করেছ, আমি তাই প্রার্থনা করি। ১০। হে ইন্দ্র ! যে বলদ্বারা সমুদ্রের জন্য প্রভূত জল প্রেরণ করেছ, তোমার সে বল অভীষ্ট ফলপ্রদ ! ইন্দ্রের সে সে মহিমা প্রাপ্তিযোগ্য নয়, পৃথিবী এ মহিমা অনুগমন করে। ১১। হে ইন্দ্র ! শোভন বীর্যবিশিষ্ট যে ধন তোমার নিকট যাচ্‌ঞা করি আমাদের সে ধন প্রদান কর। ভজনাভিলাষী হবিষ্মান যজমানের উদ্দেশে প্রথম ধন প্রদান কর। হে পুরাতন ! তদনন্তর স্তোতাকে দাও। ১২। হে ইন্দ্র ! কর্ম সংভজনকারী, যে ধনদ্বারা পুরু রাজার পুত্রকে রক্ষা করেছিলে, সে ধন আমাদের এ যজমানকে প্রদান কর। রুশম, শ্যাবক ও কৃপকে যেরূপে রক্ষা করেছিলে, সেরূপ সকল হবির্নেতা যজমানকে রক্ষা কর। ১৩। সর্বাগ্রগামী স্তুতির কর্তা, কোন অভিনব মনুষ্য ইন্দ্রকে স্তুতি করতে পারে। সুখলভ্য ইন্দ্রের স্তুতিকারী লোক ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও মহত্ব ব্যাপ্ত করতে পারে না। ১৪। হে ইন্দ্র ! তুমি দেবতা, স্তুতিকারী কোন লোক তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করে ? কোন ঋষি বিপ্র তোমার স্তুতি বহন করে ? হে ইন্দ্র ! তুমি কখন স্তুতিকারীর আহবানানুসারে গমন কর ? কখনই বা স্তোতার নিকট যাও। ১৫। প্রসিদ্ধ, অতিমধুর বাক্যসমূহ ও স্তোত্রসমূহ শত্রুজয়ী, ধনভাক, অক্ষয় রক্ষাবিশিষ্ট, অন্নাভিলাষী রথের ন্যায় উদীরিত হচ্ছে। ১৬। কণ্বগণের ন্যায় ভৃগুগণ সূর্যরশ্মির ন্যায় ধ্যানাস্পদীভূত, ব্যাপ্ত ইন্দ্রকেই ব্যাপ্ত করেছিল। প্রিয়মেধ মনুষ্যগণ পূজা করে স্তোত্রদ্বারা তাঁকেই পূজা করেছিল। ১৭। হে বৃত্রহা শ্রেষ্ঠ ! হরিদ্বয়কে রথে যোজনা কর। হে ধনবান !

তুমি উগ্র, সোমপানার্থে আমাদের অভিমুখে দূরদেশ হতে দর্শনীয় মরুদগণের সাথে এস । ১৮ । হে ইন্দ্র ! কর্মকর্তা, মেধাবী, এ যজমানগণ যজ্ঞ ভজনার্থে তোমাকেই স্তুতি করছে । হে মঘবন ! হে স্তুতিভক্ত ইন্দ্র ! তুমি কামুক পুরুষের ন্যায় আমাদের আহ্বান শোন । ১৯ । হে ইন্দ্র ! মহাধনদ্বারা তুমি বৃত্রকে হত করেছ, মায়াবী অর্বুদের ও মৃগয়কে নাশ করেছ, পর্বত হতে গোসকলকে নির্গত করেছ । ২০ । হে ইন্দ্র ! তুমি যখন অন্তরীক্ষ হতে মহান ও হননশীল বৃত্রকে নির্গত করেছিলে তখন বল প্রকাশ করেছিলে । অগ্নিসকল দীপ্ত হয়েছিল, সূর্য দীপ্ত হয়েছিল, ইন্দ্রের সেব্য সোমরসও দীপ্ত হয়েছিল । ২১ । ইন্দ্র ও মরুদগণ যা আমাকে দিয়েছিলেন, কুরযানের পুত্র পাকস্থামা তাই আমাকে দিয়েছেন । তা সমস্ত ধনের মধ্যে স্বর্গে ধাবমান প্রভাযুক্ত সূর্যের ন্যায় শোভা পায় । ২২ । পাকস্থামা আমাকে লোহিতবর্ণ, সুন্দর বহনবিশিষ্ট, বন্ধন রজ্জুর পরিপূরক ও বহুধনের প্রাপক ধন প্রদান করেছেন । ২৩ । দশ সংখ্যক অশ্ব তার প্রতিনিধি হয়ে আমাকে বহন করে । অশ্বগণ এরূপে তুগ্যপুত্রকে বহন করেছিল । ২৪ । পাকস্থামা তার পিতার তনয় এবং বাসপ্রদ ও পরিস্ফুটভাবে বলদাতা, শত্রুদের হিংসাকারী ও ভোজয়িতা । লোহিতবর্ণ অশ্বদাতা পাকস্থামাকে স্তব করি ।

৪ সূক্ত ॥ ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ ঋকের পূষা দেবতা, ১৯, ২০ এবং ২১ ঋকের কুরঙ্গদান দেবতা, অবশিষ্ট ঋকের ইন্দ্র দেবতা । দেবাতিথি ঋষি । প্রগাথ, পুরউষ্ণিক্ ছন্দ ।

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ ন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ ।
সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবেঽসি প্রশর্ধ তুর্বশে ॥ ১
যদ্বা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা ।
কণ্বাসস্ত্বা ব্রহ্মভিঃ স্তোমবাহস ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যা গহি ॥ ২
যথা গৌরো অপা কৃতং তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্ ।
আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মা গহি কণ্বেষু সু সচা পিব ॥ ৩
মন্দন্তু ত্বা মঘবন্নিন্দ্রেন্দবো রাধোদেয়ায় সুন্বতে ।
আমুষ্যা সোমমপিবশ্চমূ সুতং জ্যেষ্ঠং তদ্ দধিষে সহঃ ॥ ৪
প্র চক্রে সহসা সহো বভঞ্জ মন্যুমোজসা ।
বিশ্বে ত ইন্দ্র পৃতনায়বো যহো নি বৃক্ষা ইব যেমিরে ॥ ৫
সহস্রেণেব সচতে যবীযুধা যস্ত আনলুপস্তুতিম্ ।
পুত্রং প্রাবর্গং কৃণুতে সুবীর্যে দাশ্নোতি নম উক্তিভিঃ ॥ ৬
মা ভেম মা শ্রমিষ্মোগ্রস্য সখ্যে তব ।
মহত্তে বৃষ্ণো অভিচক্ষ্যং কৃতং পশ্যেম তুর্বশং যদুম্ ॥ ৭
সব্যামনু স্ফিগ্যং বাবসে বৃষা ন দানো অস্য রোষতি ।
মধ্বা সংপৃক্তাঃ সারঘেণ ধেনবস্তূয়মেহি দ্রবা পিব ॥ ৮
অশ্বী রথী সুরূপ ইদ্গোমাঁ ইদিন্দ্র তে সখা ।
শ্বাত্রভাজা বয়সা সচতে সদা চন্দ্রো যাতি সভামুপ ॥ ৯
ঋশ্যো ন তৃষ্যন্নবপানমা গহি পিবা সোমং বশাঁ অনু ।
নিমেঘমানো মঘবন্ দিবেদিব ওজিষ্ঠং দধিষে সহঃ ॥ ১০
অধ্বর্যো দ্রাবয়া ত্বং সোমমিন্দ্রঃ পিপাসতি ।
উপ নূনং যুযুজে বৃষণা হরী আচজাগাম বৃত্রহা ॥ ১১

স্বয়ং চিৎ স মন্যতে দাশুরিজর্নো যত্রা সোমস্য তৃম্পসি।
ইদং তে অন্নং যুজ্যং সমুক্ষিতং তস্যেহি প্র দ্রবা পিব ॥ ১২
রথেষ্ঠায়াধ্বর্যবঃ সোমমিন্দ্রায় সোতন।
অধি ব্রধ্নস্যাদ্রয়ো বি চক্ষতে সুন্বন্তো দাশ্বধ্বরম্ ॥ ১৩
উপ ব্রধ্নং বাবাতা বৃষণা হরী ইন্দ্রমপসু বক্ষতঃ।
অর্বাঞ্চং ত্বা সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ ॥ ১৪
প্র পূষণং বৃণীমহে যুজ্যায় পুরূবসুম্।
স শক্র শিক্ষ পুরুহূত নো ধিয়া তুজে রায়ে বিমোচন ॥ ১৫
সং নঃ শিশীহি ভুরিজোরিব ক্ষুরং রাস্ব রায়ো বিমোচন।
ত্বে তন্নঃ সুবেদমুস্রিয়ং বসু যং ত্বং হিনোষি মর্ত্যম্ ॥ ১৬
বেমি ত্বা পূষন্নৃঞ্জসে বেমি স্তোতব আঘৃণে।
ন তস্য বেম্যরণং হি তদ্ বসো স্তুষে পজ্রায় সাম্নে ॥ ১৭
পরা গাবো যবসং কচ্চিদাঘৃণে নিত্যং রেক্‌ণো অমর্ত্য।
অস্মাকং পূষন্নবিতা শিবো ভব মংহিষ্ঠো বাজসাতয়ে ॥ ১৮
স্থূরং রাধঃ শতাশ্বং কুরুঙ্গস্য দিবিষ্টিষু।
রাজ্ঞস্ত্বেষস্য সুভগস্য রাতিষু তুর্বশেষ্বমন্মহি ॥ ১৯
ধীভিঃ সাতানি কাণ্বস্য বাজিনঃ প্রিয়মেধৈরভিদ্যুভিঃ।
ষষ্টিং সহস্রানু নির্মজামজে নির্যূথানি গবামৃষিঃ ॥ ২০
বৃক্ষাশ্চিন্মে অভিপিত্বে অরারণুঃ।
গাং ভজন্ত মেহনাশ্বং ভজন্ত মেহনা ॥ ২১

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র! যদি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দেশস্থ নরগণ কর্তৃক আহূত হয়ে থাক, হে শ্রেষ্ঠ! তথাপি আনুর পুত্রের উদ্দেশে স্তোতাগণ-কর্তৃক প্রেরিত হও, তুর্বশের উদ্দেশে স্তোতাগণকর্তৃক প্রেরিত হও। ২। হে ইন্দ্র! যদিও তুমি, রুম, রুশম, শ্যাবক ও কৃপের সাথে হৃষ্ট হয়ে থাক, স্তোত্রবাহক, কণ্বগণ তোমাকে স্তোত্র প্রদান করছে, তুমি এস। ৩। গৌর মৃগ যেরূপ তৃষিত হয়ে জলপূর্ণ তৃণশূন্য স্থান জানতে পারে। হে ইন্দ্র। সেরূপ তুমি বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হলে আমাদের অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, আমরা কণ্বপুত্র, আমাদের সঙ্গে একত্র পান কর। ৪। হে মঘবান ইন্দ্র! সোম সকল অভিষবকারীকে ধনদানার্থে তোমাকে প্রমত্ত করুক। তুমি সোম পান করেছ, ঐ সোম অভিষবণ ফলকদ্বারা অভিষুত, অতএব অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, এ জন্য তুমি মহাবল ধারণ করেছ। ৫। ইন্দ্র বীরকর্মদ্বারা শত্রুগণকে অভিভব করেছেন, বলদ্বারা পরকীয় ক্রোধ নষ্ট করেছেন। হে মহান ইন্দ্র। সমস্ত যুদ্ধকাম শত্রুগণকে তুমি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল করেছ। ৬। হে ইন্দ্র! যে তোমার স্তোত্র করে, সে সহস্রসংখ্যক বজ্রায়ুধ বীর লাভ করে, যে নমস্কার দ্বারা হব্য প্রদান করে, সে সুবীর্যবান শত্রুনিধনকারী পুত্র লাভ করে। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি উগ্র, তোমার সখ্য লাভ করে আমরা ভীত হব না, শ্রান্তও হব না। তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার মহৎ কর্মসকল প্রকাশ করা উচিত। আমরা তুর্বশ ও যদুকে দেখেছি। ৮। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বাম কটিপ্রদেশ-দ্বারা সমস্ত ভূতজাত আচ্ছাদন করেছেন। হব্যদাতা ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করেন না। মধুমক্ষিকাজাত মধুদ্বারা সংপৃক্ত ও প্রীতিজনক সোম সকলের অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, তার নিকট গমন কর এবং পান কর। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার সখাই অশ্ববান, রথবান, গোবান ও রূপবান। সে সর্বদা ধন শীঘ্র প্রাপ্ত হয় এবং

সকলের আহ্লাদকর হয়ে সভায় গমন করে। ১০ । পিপাসু ঋশ্যনামক মৃগের ন্যায় তুমি পাত্রে আনীত সোমাভিমুখে এস। অভিলাষানুরূপ পান কর। হে মঘবন ! তুমি প্রতিদিন নিম্নমুখ বৃষ্টি সিক্ত করে অত্যন্ত ওজস্বী বল ধারণ কর। ১১। হে অধ্বর্যু! ইন্দ্র পান করতে ইচ্ছা করছেন, তুমি সোমের অভিষব কর। তরুণবয়স্ক অশ্বদ্বয় অদ্য যোজিত হয়েছে, বৃত্রহা এসেছেন। ১২। হে ইন্দ্র। যার সোমে তুমি তৃপ্ত হও, সে হব্যদায়ী ব্যক্তি আপনি তা জানতে পারে। তোমার যোগ্য অন্ন পাত্রে সিক্ত রয়েছে তুমি এস, নিকটে যাও ও পান কর। ১৩। হে অধ্বর্যুগণ ! রথে ইন্দ্র অবস্থিতি করছেন, তাঁর উদ্দেশে সোম অভিষব কর। মূল প্রস্তরের উপর প্রস্তর সকল যজমানের যাগ নিষ্পাদক সোম অভিষব করে শোভা পাচ্ছে। ১৪। আমাদের কর্মে অন্তরিক্ষবিহারী, সেচনসমর্থ হরিদ্বয় ইন্দ্রকে আনুন। হে ইন্দ্র ! যজ্ঞসেবী, গমনশীল অশ্বগণ তোমাকে সবনসমূহের অভিমুখে উপনীত করুন। ১৫। আমরা সখ্যলাভার্থে বহুধনবিশিষ্ট পূষাকে বরণ করি। হে শত্রু, পুরুহূত, পাপবিমোচক পূষা ! আমাদের আপনার বুদ্ধিদ্বারা ধনলাভ ও শত্রুনাশার্থে সমর্থ করতে ইচ্ছা কর। ১৬। হে পূষা ! আমাদের বাহুস্থিত ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্নবুদ্ধি কর, হে পাপবিমোচনকারী ! আমাদের ধন দান কর ! তোমার গোধন আমাদের সুলভ হোক। তুমি মর্ত্যের প্রতি এ ধন প্রেরণ করে থাক। ১৭। হে পূষা ! তোমাকে প্রসাধিত করতে ইচ্ছা করি। হে দীপ্তিযুক্ত ! তোমার স্তুতি করতে ইচ্ছা করি। তার স্তোত্র ইচ্ছা করি না। যেহেতু তা অসুখকর। হে নিবাসপ্রদ ! স্তুতিকারী ও সামযুক্ত পজ্রকে অভিলষিত ধন প্রদান কর। ১৮। হে দীপ্তিযুক্ত, অমর পূষা ! কোনও কালে আমাদের গোসকল তৃণ ভক্ষণে পরাগত হয় না। গোরূপ ধন আমাদের নিত্য হোক। তুমি আমাদের রক্ষক ও মঙ্গলকর হও, অন্নদানার্থে মহান হও। ১৯। কুরঙ্গ নামক, দীপ্তিযুক্ত ও সৌভাগ্যবান রাজার স্বর্গপ্রাপ্তি হেতু যজ্ঞে ও দানে (১) মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা প্রভূত অশ্বশতযুক্ত ধন জানতে পেরেছি। ২০। কণ্বপুত্র হবিষ্মান ও স্তোতাগণের ভজনীয়, দীপ্তিপ্রাপ্ত প্রিয়মেধ নামক ঋষিগণের সেবিত অত্যন্ত পবিত্র ষষ্টিসহস্র গোসমূহ আমি দেবাতিথি সকলের শেষে প্রাপ্ত হয়েছি। ২১। আমি ধন প্রাপ্ত হলে, বৃক্ষ সকলও শব্দ করেছিল যে এঁরা প্রশংসনীয় গোলাভ ও অশ্বলাভ করেছেন।

টীকা ঃ ১। মূলে 'দিবিষ্টিষু রাতিষু' আছে। যজ্ঞ ও দানদ্বারা স্বর্গ লাভ করা যায়, এ বিশ্বাস এ থেকে প্রতীয়মান হয়।

৫ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা, কেবল শেষ পাঁচটি অর্ধ ঋকের দেবতা কশুনামক রাজা, কারণ, তারই দানের কথা এতে উক্ত হয়েছে। কণ্বগোত্র ব্রহ্মাতিথি ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

দূরাদিহেব যৎ সত্যরুণপ্সুরশিশ্বিতৎ। বি ভানুং বিশ্বধাতনৎ ॥ ১
নৃবদ্ দস্রা মনোযুজা রথেন পৃথুপাজসা। সচেথে অশ্বিনোষসম্ ॥ ২
যুবাভ্যাং বাজিনীবসু প্রতি স্তোমা অদৃক্ষত। বাচং দূতো যথোহিষে ॥ ৩
পুরুপ্রিয়া ণ ঊতয় পুরুমন্দ্রা পুরূবসু। স্তুষে কণ্বাসো অশ্বিনা ॥ ৪
মংহিষ্ঠা বাজসাতমে-ষয়ন্তা শুভস্পতী। গন্তারা দাশুষো গৃহম্ ॥ ৫
তা সুদেবায় দাশুষে সুমেধামবিতারিণীম্। ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্ ॥ ৬

আ নঃ স্তোমমুপ দ্রবত্তূয়ং শ্যেনেভিরাশুভিঃ। যাতমশ্বেভিরশ্বিনা ॥ ৭
যেভিস্তিস্রঃ পরাবতো দিবো বিশ্বানি রোচনা। ত্রী রক্তূন্ পরিদীয়থঃ ॥ ৮
উত নো গোমতীরিষ উত সাতীরহর্বিদা। বি পথঃ সাতয়ে সিতম্ ॥ ৯
আ নো গোমন্তমশ্বিনা সুবীরং সুরথং রয়িম্। বোল্হমশ্বাবতীরিষঃ ॥ ১০
বাবৃধানা শুভস্পতী দস্রা হিরণ্যবর্তনী। পিবতং সোম্যং মধু ॥ ১১
অস্মভ্যং বাজিনীবসূ মঘবদ্ভ্যশ্চ সপ্রথঃ। ছর্দির্যন্তমদাভ্যম্ ॥ ১২
নি ষু ব্রহ্ম জনানাং যাবিষ্টং তূয়মা গতম্। মো ষ্বন্যাঁ উপারতম্ ॥ ১৩
অস্য পিবতমশ্বিনা যুবং মদস্য চারুণঃ। মধ্বো রাতস্য ধিষ্ণ্যা ॥ ১৪
অস্মে আ বহতং রয়িং শতবন্তং সহস্রিণম্। পুরুক্ষুং বিশ্বধায়সম্ ॥ ১৫
পুরুত্রা চিদ্ধি বাং নরা বিহ্বয়ন্তে মনীষিণঃ। বাঘদ্ভিরশ্বিনা গতম্ । ১৬
জনাসো বৃক্তবর্হিষো হবিষ্মন্তো অরংকৃতঃ। যুবাং হবন্তে অশ্বিনা ॥ ১৭
অস্মাকমদ্য বাময়ং স্তোমো বাহিষ্ঠো অন্তমঃ। যুবাভ্যাং ভূত্বশ্বিনা ॥ ১৮
যো হ বাং মধুনো দৃতি-রাহিতো রথচর্ষণে। ততঃ পিবতমশ্বিনা ॥ ১৯
তেন নো বাজিনীবসূ পশ্বে তোকায় শং গবে। বহতং পীবরীরিষঃ ॥ ২০
উত নো দিব্যা ইষ উত সিন্ধূঁরহর্বিদা। অপ দ্বারেব বর্ষথঃ ॥ ২১
কদা বাং তৌগ্র্যো বিধৎ সমুদ্রে জহিতো নরা। যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ ॥ ২২
যুবং কণ্বায়নাসত্যাপিরিপ্তায় হর্ম্যে। শশ্বদূতীর্দশস্যথঃ ॥ ২৩
তাভিরা যাতমূতিভি-র্নব্যসীভিঃ সুশস্তিভিঃ। যদ্বাং বৃষণ্বসূ হুবে ॥ ২৪
যথা চিৎ কণ্বমাবতং প্রিয়মেধমুপস্তুতম্। অত্রিং শিঞ্জারমশ্বিনা ॥ ২৫
যথোত কৃত্ব্যে ধনেংশুং গোষ্বগস্ত্যম্। যথা বাজেষু সোভরিম্ ॥ ২৬
এতাবদ্বাং বৃষণ্বসূ অতো বা ভূয়ো অশ্বিনা। গৃণন্তঃ সুম্নমীমহে ॥ ২৭
রথং হিরণ্যবন্ধুরং হিরণ্যাভীশুমশ্বিনা। আ হি স্থাথো দিবিস্পৃশম্ ॥ ২৮
হিরণ্যয়ী বাং রভি-রীষা অক্ষো হিরণ্যয়ঃ। উভা চক্রা হিরণ্যয়া ॥ ২৯
তেন নো বাজিনীবসূ পরাবতশ্চিদা গতম্। উপেমাং সুষ্টুতিং মম ॥ ৩০
আ বহেথে পরাকাৎ পূর্বীরশ্নন্তাবশ্বিনা। ইষো দাসীরমর্ত্যা ॥ ৩১
আ নো দ্যুম্নৈরা শ্রবোভি-রা রায়া যাতমশ্বিনা। পুরুশ্চন্দ্রা নাসত্যা ॥ ৩২
এহ বাং প্রুষিতপ্সবো বয়ো বহন্তু পর্ণিনঃ। অচ্ছা স্বধ্বরং জনম্ ॥ ৩৩
রথং বামনুগায়সং য ইষা বর্ততে সহ। ন চক্রমভি বাধতে ॥ ৩৪
হিরণ্যয়েন রথেন দ্রবৎপাণিভিরশ্বৈঃ। ধীজবনা নাসত্যা ॥ ৩৫
যুবং মৃগং জাগৃবাংসং স্বদথো বা বৃষণ্বসূ। তা নঃ পৃঙ্ক্তমিষা রয়িম্ ॥ ৩৬
তা মে অশ্বিনা সনীনাং বিদ্যাতং নবানাম্।
যথা চিচ্চৈদ্যঃ কশুঃ শতমুষ্ট্রানাং দদৎ সহস্রা দশ গোনাম্ ॥ ৩৭
যো মে হিরণ্যসন্দৃশো দশ রাজ্ঞো অমংহত।
অধস্পদা ইচ্চৈদ্যস্য কৃষ্টয়শ্চর্মম্না অভিতো জনাঃ ॥ ৩৮
মাকিরেনা পথা গাদ্ যেনেমে যন্তি চেদয়ঃ।
অন্যো নেৎ সূরিরোহতে ভূরিদাবত্তরো জনঃ ॥ ৩৯

অনুবাদ ঃ ১। দূর হতেই নিকটে বর্তমানার ন্যায় দীপ্তরূপবিশিষ্ট ঊষা যখন সমস্ত বস্তু শ্বেত বর্ণ করে দেন তখন দীপ্তিকে বহুপ্রকারে বিস্তারিত করেন। ২। হে দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! তোমরা নেতার ন্যায়। তোমরা ইচ্ছামাত্রে যোজিত বহু অন্নবিশিষ্ট রথে ঊষার সঙ্গে মিলিত হও। ৩। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্র সকল দর্শন কর। দূত যেমন প্রভুর

বাক্য প্রার্থনা করে, সেরূপ আমরা তোমার বাক্যের জন্য প্রার্থনা করি। ৪। তোমরা অনেকের প্রিয়, অনেকের আনন্দপ্রদ, বহুধনবিশিষ্ট, আমরা কণ্বগোত্রোৎপন্ন, আমরা আমাদের রক্ষার্থে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করি। ৫। তোমরা পূজনীয়, সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নপ্রদ, শোভন ধনের অধিপতি এবং মঙ্গলপ্রদ ও হব্যদায়ীর গৃহে গমনশীল। ৬। যে হব্যদায়ী সুন্দর দেবতাবিশিষ্ট, তাঁর জন্য তোমরা উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট অনপায়ী গোসঞ্চরণ ভূমিকে জলের দ্বারা সিক্ত কর। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বে আরোহণ করে অতি শীঘ্র আমাদের স্তোত্রের নিকট এস। এ অশ্বগণের গতি প্রশংসনীয়। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! তিন দিন ও রাত্রি সমস্ত দীপ্তিবিশিষ্ট স্থানে এ অশ্বের সাহায্যে দূর হতে গমন কর। ৯। তোমরা দিবসের প্রাপক, আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট অন্ন ও সম্ভোগযোগ্য ধন প্রদান কর এবং এ সকলের সম্ভোগার্থে পথ প্রদান কর। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট, পুত্রবিশিষ্ট, সুন্দর রথবিশিষ্ট ও অশ্বযুক্ত ধন আহবান কর। ১১। হে শোভন পদার্থের অধিপতি, দর্শনীয়, হিরণ্ময়, মার্গযুক্ত অশ্বিদ্বয়! প্রবৃদ্ধ হয়ে সোমময় মধু পান কর। ১২। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আমরা ধনবান, আমাদের সর্বতোবিস্তীর্ণ অহিংসনীয় গৃহ দাও। ১৩। তোমরা মনুষ্যের স্তোত্র রক্ষা কর, তোমরা শীঘ্র এস। অন্যের নিকট যেও না। ১৪। হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের প্রদত্ত মদকর মনোহর মধুর অংশ পান কর। ১৫। আমাদের জন্য শত ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, বহুনিবাসযুক্ত সকলের ধারণক্ষম ধন আন। ১৬। হে নেতাদ্বয়! মনীষিগণ নানা দেশে তোমাদের আহবান করে। হে অশ্বিদ্বয়! বাহক অশ্বের সাহায্যে এস। ১৭। হব্যযুক্ত পর্যাপ্ত কার্যকারী জনগণ বর্হি ছিন্ন করে তোমাদের আহবান করছে। ১৮। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের এ স্তোম তোমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক বাহক হয়ে তোমাদের নিকটবর্তী হোক। ১৯। হে অশ্বিদ্বয়! যে মধুপূর্ণ চর্মপাত্র মধ্যদেশে স্থাপিত হয়েছে, তা হতে মধু পান কর। ২০। হে অন্নযুক্ত ধনবান অশ্বিদ্বয়! আমাদের পশু, পুত্র ও গোগণের জন্য প্রবৃদ্ধ অন্ন নিয়ে সে রথে অনায়াসে এস। ২১। হে দিবসের প্রাপক অশ্বিদ্বয়! স্বর্গীয় বাঞ্ছনীয় জল আমাদের জন্য যেন দ্বার দিয়েই সেচন কর। ২২। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! তুগ্রপুত্র সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হয়ে কখন স্তুতিদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করেছিল? যে তোমাদের রথ অশ্বগণের সাথে গমন করেছিল। ২৩। হে নাসত্যদ্বয়! তোমার হর্ম্যতলে বদ্ধ কণ্ব মুনিকে নানাপ্রকার রক্ষা প্রদান করেছিলে। ২৪। হে বর্ষণশীল ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যখন তোমাদের আহবান করি, তখন সে নবতর প্রশংসনীয় রক্ষার সাথে এস। ২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যেরূপ কণ্ব, প্রিয়মেধ, উপস্তুপ ও স্তুতিকারী অত্রিকে রক্ষা করেছিলে, সেরূপ আমাদের রক্ষা কর। ২৬। ধনের জন্য যেরূপ অংশকে, গোসমূহের জন্য যেরূপ অগস্ত্যকে, অন্নের জন্য যেরূপ সোভারকে রক্ষা করেছিলে, সেরূপ আমাদের রক্ষা কর। ২৭। হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! আমরা স্তব করে এ পরিমাণ, অথবা এ অপেক্ষা অধিক ধন যাচঞা করি। ২৮। হে অশ্বিদ্বয়! হিরণ্ময় সারথিস্থানযুক্ত, হিরণ্ময় বল্গাযুক্ত রথে অবস্থান কর। ২৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের অলম্ভনীয় রথের ঈষা হিরণ্ময়, অক্ষ হিরণ্ময়, উভয় চক্রই হিরণ্ময়। ৩০। হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! ঐ রথে দূর দেশ হতেও এস। আমাদের এ শোভন স্তুতির নিকট গমন কর। ৩১। হে মরণরহিত অশ্বিদ্বয়! তোমরা দাসগণের বহুসংখ্যক পুরী ভগ্ন করে দূর দেশ হতে অন্ন আবহন কর। ৩২। হে অনেকের প্রিয়, নাসত্য অশ্বিদ্বয়! আমাদের নিকট অন্নের সাথে এস, যশের সাথে ও ধনের সাথে

এস। ৩৩। হে অশ্বিদ্বয়! স্নিগ্ধরূপবিশিষ্ট, পক্ষযুক্ত অশ্বগণ তোমাদের সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট জনের নিকট নিয়ে যাক। ৩৪। যে রথ অশ্বের সাথে বর্তমান, স্তোতাগণ কর্তৃক প্রশংসনীয়, তোমাদের সে রথ সৈন্যসমূহকে বাধা দেয় না। ৩৫। হে মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট নাসত্যদ্বয়! ক্ষিপ্র পদযুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট হিরণ্ময় রথে আরোহণ করে আগমন কর। ৩৬। হে বর্ষণশীল ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমরা সর্বদা জাগরূক অন্বেষণীয় সোম পান কর, সেই তোমরা অন্ন প্রদান কর। ৩৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অভিনব সম্ভজনীয় ধন জান। চৌদিবংশীয় কশুরাজার যে প্রকারে শত উষ্ট্র, দশসহস্র গো (১) প্রদান করেছিলেন তাও জান। ৩৮। যে কুশ আমার পরিচর্যার্থে হিরণ্যসদৃশ দশজন রাজা প্রদান করেছিলে, সমস্ত প্রজা সে চৌদিবংশীয় কশুরাজার পদের নিম্নে অবস্থিতি করে। ৩৯। যে পথে এ চৌদিরা গমন করছে, সে পথে আর কেউ যেতে পারে না। এ অপেক্ষা অধিকতর দানশীল বিদ্বান ব্যক্তি স্তোতার জন্য দান করে নি।

টীকা ঃ ১। ঋগ্বেদে পালিত পশুদের মধ্যে গো, মহিষ ও অশ্বেরই অধিক উল্লেখ দেখা যায়, তদ্ভিন্ন গজ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুরও উল্লেখ স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শেষ তিনটি ঋকে পরশুনামক রাজার পুত্র তিরিন্দিরের দানের প্রশংসা করা হয়েছে বলে তাই দেবতা।
বৎস ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব। স্তোমৈর্বৎসস্য বাবৃধে ॥ ১
প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ ভরন্ত বহ্নয়ঃ। বিপ্রা ঋতস্য বাহসা ॥ ২
কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্। জামি ব্রুবত আয়ুধম্ ॥ ৩
সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ। সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ ॥ ৪
ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎ সমবর্তয়ৎ। ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী ॥ ৫
বি চিদ্বৃত্রস্য দোধতো বজ্রেণ শতপর্বণা। শিরো বিভেদ বৃষ্ণিনা ॥ ৬
ইমা অভি প্র ণোনুমো বিপামগ্রেষু ধীতয়ঃ। অগ্নেঃ শোচির্ন দিদ্যুতঃ ॥ ৭
গুহা সতীরুপ ত্মনা প্র যচ্ছোচন্ত ধীতয়ঃ। কণ্বা ঋতস্য ধারয়া ॥ ৮
প্র তমিন্দ্র নশীমহি রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্। প্র ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে ॥ ৯
অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ। অহং সূর্য ইবাজনি ॥ ১০
অহং প্রত্নেন মন্মনা গিরঃ শুম্ভামি কণ্ববৎ। যেনেন্দ্রঃ শুষ্মমিদ্দধে ॥ ১১
যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুর্ ঋষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ। মমেদ্ বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ ॥ ১২
যদস্য মন্যুরধ্বনীদ্বি বৃত্রং পর্বশো রুজন্। অপঃ সমুদ্রমৈরয়ৎ ॥ ১৩
নি শুষ্ণ ইন্দ্র ধর্ণসিং বজ্রং জঘন্থ দস্যবি। বৃষা হ্যুগ্র শৃণ্বিষে ॥ ১৪
ন দ্যাব ইন্দ্রমোজসা নান্তরিক্ষাণি বজ্রিণম্। ন বিব্যচন্ত ভূময়ঃ ॥ ১৫
যস্ত ইন্দ্র মহীরপঃ স্তভূয়মান আশয়ৎ। নি তং পদ্যাসু শিশ্নথঃ ॥ ১৬
য ইমে রোদসী মহী সমীচী সমজগ্রভীৎ। তমোভিরিন্দ্র তং গুহঃ ॥ ১৭
য ইন্দ্র যতয়স্ত্বা ভৃগবো যে চ তুষ্টুবুঃ। মমেদুগ্র শ্রুধী হবম্ ॥ ১৮
ইমাস্ত ইন্দ্র পৃশ্নয়ো ঘৃতং দুহত আশিরম্। এনামৃতস্য পিপ্যুষীঃ ॥ ১৯
যা ইন্দ্র প্রস্বস্ত্বাহসা গর্ভমচক্রিরন্। পরি ধর্মেব সূর্যম্ ॥ ২০
ত্বামিচ্ছবসস্পতে কণ্বা উক্থেন বাবৃধুঃ। ত্বাং সুতাস ইন্দবঃ ॥ ২১
তবেদিন্দ্র প্রণীতিষূত প্রশস্তিরদ্রিবঃ। যজ্ঞো বিতন্তসায্যঃ ॥ ২২
আ ন ইন্দ্র মহীমিষং পুরং ন দর্ষি গোমতীম্। উত প্রজাং সুবীর্যম্ ॥ ২৩

উত ত্যদাশ্বশ্ব্যং যদিন্দ্র নাহুষীষ্বা । অগ্রে বিক্ষু প্রদীদয়ৎ ॥ ২৪
অভি ব্রজং ন তত্নিষে সূর উপাকচক্ষসম্ । যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ২৫
যদঙ্গ তবিষীয়স ইন্দ্র প্ররাজসি ক্ষিতীঃ । মহাঁ অপার ওজসা ॥ ২৬
তং ত্বা হবিষ্মতীর্বিশ উপ ব্রুবত ঊতয়ে । উরুজ্রয়সমিন্দুভিঃ ॥ ২৭
উপহ্বরে গিরীণাং সঙ্গথে চ নদীনাম্ । ধিয়া বিপ্রো অজায়ত ॥ ২৮
অতঃ সমুদ্রমুদ্বতশ্চিকিত্বাঁ অব পশ্যতি । যতো বিপান এজতি ॥ ২৯
আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্ । পরো যদিধ্যতে দিবা ॥ ৩০
কণ্বাস ইন্দ্র তে মতিং বিশ্বে বর্ধন্তি পৌংস্যম্ । উতো শবিষ্ঠ বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৩১
ইমাং ম ইন্দ্র সুষ্টুতিং জুষস্ব প্র সু মামব । উত প্র বর্ধয়া মতিম্ ॥ ৩২
উত ব্রহ্মণ্যা বয়ং তুভ্যং প্রবৃদ্ধ বজ্রিবঃ । বিপ্রা অতক্ষ্ম জীবসে ॥ ৩৩
অভি কণ্বা অনূষতাপো ন প্রবতা যতীঃ । ইন্দ্রং বনন্বতী মতিঃ ॥ ৩৪
ইন্দ্রমুক্থানি বাবৃধুঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ । অনুত্তমন্যুমজরম্ ॥ ৩৫
আ নো যাহি পরাবতো হরিভ্যাং হর্যতাভ্যাম্ । ইমমিন্দ্র সুতং পিব ॥ ৩৬
ত্বামিদ্বৃত্রহন্তম জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ । হবন্তে বাজসাতয়ে ॥ ৩৭
অনু ত্বা রোদসী উভে চক্রং ন বর্ত্যেতশম্ । অনু সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ৩৮
মন্দস্বা সু স্বর্ণর উতেন্দ্র শর্যণাবতি । মৎস্বা বিবস্বতো মতী ॥ ৩৯
বাবৃধান উপ দ্যবি বৃষা বজ্র্যরোরবীৎ । বৃত্রহা সোমপাতমঃ ॥ ৪০
ঋষির্হি পূর্বজা অস্যেক ঈশান ওজসা । ইন্দ্র চোষ্কূয়সে বসু ॥ ৪১
অস্মাকং ত্বা সুতাঁ উপ বীতপৃষ্ঠা অভি প্রয়ঃ । শতং বহন্তু হরয়ঃ ॥ ৪২
ইমাং সু পূর্ব্যাং ধিয়ং মধোর্ঘৃতস্য পিপ্যুষীম্ । কণ্বা উক্থেন বাবৃধুঃ ॥ ৪৩
ইন্দ্রমিদ্বিমহীনাং মেধে বৃণীত মর্ত্যঃ । ইন্দ্রং সনিষ্যুরূতয়ে ॥ ৪৪
অর্বাঞ্চং ত্বা পুরুষ্টুত প্রিয়মেধস্তুতা হরী । সোমপেয়ায় বক্ষতঃ ॥ ৪৫
শতমহং তিরিন্দিরে সহস্রং পর্শাবা দদে । রাধাংসি যাদ্বানাম্ ॥ ৪৬
ত্রীণি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম্ । দদুষ্পজ্রায় সাম্নে ॥ ৪৭
উদানট্ ককুহো দিব-মুষ্ট্রাঞ্চতুর্যুজো দদৎ । শ্রবসা যাদ্বং জনম্ ॥ ৪৮

অনুবাদ ঃ ১। বৃষ্টিমান পর্জন্যের ন্যায় যিনি বলে মহান, তিনি বৎসরে স্তোমের দ্বারা বর্ধিত হন। ২। যখন নভোদেশপূর্ণকারী অশ্বগণ, যজ্ঞের প্রজ্ঞা ইন্দ্রকে বহন করে, তখন বিদ্বানগণ যজ্ঞের প্রাপক স্তুতি দ্বারা স্তব করে। ৩। কণ্বগণ স্তোমদ্বারা ইন্দ্রকে যজ্ঞসাধক করেছেন, অতএব লোকে আয়ুধকে আত্মীয় বলে থাকে। ৪। সিন্ধুগণ যেরূপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমস্ত মানব প্রজাগণ এঁর ক্রোধের ভয়ে একে স্বয়ং প্রণাম করে। ৫। যে বলদ্বারা ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই চর্মের ন্যায় সম্বর্তিত করেন, তার সেই বল দীপ্ত হয়েছিল। ৬। তিনি কম্পক বৃত্রের মস্তক শতপর্ব বীর্যশালী বজ্রদ্বারা ছেদ করেছিলেন। ৭। আমরা স্তোতাগণের অগ্রে অগ্নির দীপ্তির ন্যায় দীপ্যমান এ স্তোত্রসমূহ বার বার উচ্চারণ করব। ৮। গুহাতে বর্তমান যে স্তুতিসমূহ স্বয়ং উপগত হয়ে দীপ্তি পায়, কণ্বগণ তা উদকধারাযুক্ত করুন। ৯। হে ইন্দ্র! আমরা যেন গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই এবং অন্যের পূর্বে জ্ঞানের জন্য আমি প্রাপ্ত হই। ১০। আমি পিতা ও সত্য ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেছি। আমি সূর্যের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হয়েছি। ১১। আমি কণ্বের ন্যায় নিত্য স্তোত্রদ্বারা বাক্যসমূহ অলঙ্কৃত করি, তা দ্বারা ইন্দ্র বল ধারণ করেন। ১২। হে ইন্দ্র! যারা তোমাকে স্তুতি করে না ও যে ঋষিগণ তোমাকে স্তুতি করে এ সকলের মধ্যে আমার স্তোত্রে সুন্দররূপে স্তুত হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।

১৩। যখন এঁর ক্রোধ বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভাগ করে শব্দ করেছিল, তখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে জল প্রেরণ করেছিলেন। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি উপক্ষপয়িতা শুষ্ণের প্রতি ধারয়িতব্য বজ্র আঘাত করেছিলে। হে উগ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী বলে বিদিত। ১৫। দ্যুলোকসমূহ ইন্দ্রকে বলদ্বারা ব্যাপ্ত করে না, অন্তরিক্ষসমূহ বজ্রধারীকে ব্যাপ্ত করে না, ভূমিসমূহ ব্যাপ্ত করে না। ১৬। হে ইন্দ্র! যে বৃত্র তোমার মহৎ জল স্তম্ভন করে পরিব্যাপ্ত করেছিল, তাকে গমনশীল জলের মধ্যে বধ করেছিলে। ১৭। যে, এ মহতী সংগতা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করেছিল, হে ইন্দ্র! তাকে তমঃ সমূহদ্বারা সংবৃত করেছ। ১৮। হে উগ্র ইন্দ্র! যে যতিগণ তোমাকে স্তুতি করে, যে ভৃগুগণ তোমাকে স্তব করে, তাঁদের মধ্যে আমার আহ্বান শোন। ১৯। হে ইন্দ্র! তোমার এ সত্যবর্ধয়িত্রী গাভীগণ ঘৃত এবং আশির দোহন করে। ২০। হে ইন্দ্র! প্রসবকারিণী গোসকল আস্যদ্বারা তোমার প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করে সূর্যের চতুর্দিকে জলের ন্যায় গর্ভ ধারণ করেছিল। ২১। হে বলপতি ইন্দ্র! কণ্বগণ উক্থদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করছে, অভিষুত সোমসমূহ তোমায় বর্ধিত করেছিল। ২২। হে বজ্রবান ইন্দ্র! তুমি পথপ্রদর্শক হলে উত্তম স্তুতি ও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞ করা হয়। ২৩। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য মহান, গোমান অন্ন রক্ষা করতেও বীর্যবান পুত্রাদি দান করতে ইচ্ছা কর। ২৪। হে ইন্দ্র! নহুষরাজার প্রজাগণের সম্মুখে শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত যে বল প্রদান করেছ, আমাদেরও তা প্রদান কর। ২৫। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাজ্ঞ, তুমি ইদানীং নিকট হতে দর্শনীয় গোষ্ঠ বিস্তার কর ও আমাদের সুখী কর। ২৬। হে ইন্দ্র তুমি বলের ন্যায় আচরণ কর ও মনুষ্যগণের রাজা হও, তুমি বলদ্বারা মহান ও অনভিভবনীয়। ২৭। হে ইন্দ্র! তুমি বিস্তীর্ণব্যাপী! হব্যবান লোকসকল সোমদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করবার জন্য তোমার নিকট এসে স্তব করে। ২৮। পর্বতগণের প্রান্তদেশে নদীসকলের সঙ্গমস্থলে যজ্ঞক্রিয়া করলে মেধাবী ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ২৯। সর্বব্যাপী ইন্দ্র, যে লোকে বিহার করেন, সে ঊর্ধ্বলোক হতে বিদ্বান ইন্দ্র নিম্নমুখে সমুদ্র দর্শন করে। ৩০। দ্যুলোকের উপরিভাগে ইন্দ্র যখন দীপ্তি লাভ করেন, তখনই পুরাতন জলপ্রদ ইন্দ্রের নিবাস জ্যোতি লোকে দর্শন করে। ৩১। হে ইন্দ্র! সমস্ত কণ্বগণ তোমার বুদ্ধি ও বল বর্ধন করছে। হে বলবত্তম! তোমার বীরকর্মও বর্ধন করছে। ৩২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এ সুন্দর স্তুতি সেবা কর, আমাকে ভাল করে রক্ষা কর, আমার বুদ্ধিকে প্রবর্ধিত কর। ৩৩। হে প্রবৃদ্ধ বজ্রবান ইন্দ্র! আমরা মেধাবী, আমরা জীবনার্থে তোমার জন্য স্তোত্র করেছিলাম। ৩৪। কণ্বগণ স্তব করছে, নিম্নাভিমুখে গমনশীল জলসমূহের ন্যায় রমণীয় স্তুতি আপনিই ইন্দ্রের সেবায় উপযুক্ত হয়। ৩৫। নদীগণ যেরূপ সমুদ্রকে বর্ধিত করে, উক্থসকল ইন্দ্রকে সেরূপ বর্ধিত করছে, ইন্দ্র জরারহিত, তাঁর ক্রোধ কেউ নিবারণ করতে পারে না। ৩৬। হে ইন্দ্র! দূরদেশ হতে কমনীয় অশ্বে আরোহণ করে আমাদের নিকট এস, অভিষুত সোম পান কর। ৩৭। হে সর্বাপেক্ষা শত্রুনাশক ইন্দ্র! যে সকল লোক বর্হি ছিন্ন করে, তারা অন্নলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করে। ৩৮। হে ইন্দ্র! চক্র যেরূপ অশ্বের অনুবর্তন করে, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই সেরূপ তোমার অনুবর্তন করে, অভিষুত সোমসকল তোমার অনুবর্তন করে। ৩৯। হে ইন্দ্র! শর্যণাদেশের পুষ্করণীতে সমস্ত ঋত্বিকগণকর্তৃক আরব্ধ যজ্ঞে তৃপ্ত হও, পরিচর্যাকারীর স্তুতিদ্বারা আনন্দ লাভ কর (১)। ৪০। প্রবৃদ্ধ, অভীষ্টবর্ষী, বজ্রবান, অতিশয় সোমপায়ী বৃত্রহন্তা ইন্দ্র দ্যুলোকের সমীপে শব্দ করেন। ৪১। হে ইন্দ্র! তুমি

পূর্বজাত ঋষি, তুমি অদ্বিতীয় বলদ্বারা সকলের অধিপতি হয়েছ। তুমি বার বার ধন দান কর। ৪২। প্রশস্ত পৃষ্ঠবিশিষ্ট, শতসংখ্যক অশ্বগণ আমাদের অভিষুত সোম ও অন্নের উদ্দেশে তোমাকে বহন করুক। ৪৩। কণ্বগণ উক্থদ্বারা এ পূর্বকৃতা, মধুর জলের বর্ধয়িত্রী যোগক্রিয়া বর্ধিত করুন। ৪৪। দেবগণ বিশেষরূপে মহান, তাঁদের মধ্যে ইন্দ্রকেই মনুষ্যগণ ধনাভিলাষী হয়ে রক্ষণার্থে বরণ করে। ৪৫। যে বহুস্তুত ইন্দ্র! যজ্ঞপ্রিয় ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোমপানার্থে তোমায় আমাদের অভিমুখে বহন করুক। ৪৬। যদুগণের মধ্যে পশুর পুত্র তিরিন্দিরের নিকট শত ও সহস্র ধন গ্রহণ করেছি। ৪৭। তারা পজ্র্কে ও সামকে তিনশত অশ্ব দশশত গো প্রদান করেছিল। ৪৮। ইনি উন্নত হয়ে চার ধনভার-যুক্ত উষ্ট্রসমূহ প্রদান করে এবং যদুগণকে (২) দাসরূপে প্রদান করে কীর্তিদ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করেছিলেন।

টীকা ঃ ১। শর্যণা হ্রদতীরে যদুবংশীয় পরশুরাজার পুত্র তিরিন্দির নিবাস করতেন। কণ্বগোত্রীয় বৎস তাঁর পুরোহিত। ৮।৭।২৯ ঋকের টীকা দেখুন। ২। এখানে ও অন্যান্য স্থানে যদুগণের উল্লেখ আছে। কণ্বগণ তাঁদের পুরোহিত।

৭ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। কণ্বগোত্র বৎস ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র যদ্ বস্ত্রিষ্টুভমিষং মরুতো বিপ্রো অক্ষরৎ। বিপ্রা পর্বতেষু রাজথ ॥ ১
যদঙ্গ তবিষীয়বো যামং শুভ্রা অচিধ্বম্। নি পর্বতা অহাসত ॥ ২
উদীরয়ন্ত বায়ুভি-র্বাশ্রাসঃ পৃশ্নিমাতরঃ। ধুক্ষন্ত পিপ্যুষীমিষম্ ॥ ৩
বপন্তি মরুতো মিহং প্র বেপয়ন্তি পর্বতান্। যদ্ যামং যান্তি বায়ুভিঃ ॥ ৪
নি যদ্ যামায় বো গিরি-র্নি সিন্ধবো বিধর্মণে। মহে শুষ্মায় যেমিরে ॥ ৫
যুষ্মাঁ উ নক্তমূতয়ে যুষ্মান্দিবা হবামহে। যুষ্মান্ প্রয়ত্যধ্বরে ॥ ৬
উদু ত্যে অরুণপ্সবশ্চিত্রা যামেভিরীরতে। বাশ্রা অধি ষ্ণুনা দিবঃ ॥ ৭
সৃজন্তি রশ্মিমোজসা পন্থাং সূর্যায় যাতবে। তে ভানুভির্বি তস্থিরে ॥ ৮
ইমাং মে মরুতো গির-মিমং স্তোমমৃভুক্ষণঃ। ইমং মে বনতা হবম্ ॥ ৯
ত্রীণি সরাংসি পৃশ্নয়ো দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু। উৎসং কবন্ধমুদ্রিণম্ ॥ ১০
মরুতো যদ্ধ বো দিবঃ সুম্নায়ন্তো হবামহে। আ তূ ন উপ গন্তন ॥ ১১
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানবো রুদ্রা ঋভুক্ষণো দমে। উত প্রচেতসো মদে ॥ ১২
আ নো রয়িং মদচ্যুতং পুরুক্ষুং বিশ্বধায়সম্। ইয়র্তা মরুতো দিবঃ ॥ ১৩
অধীব যদ্ গিরীণাং যামং শুভ্রা অচিধ্বম্। সুবানৈর্মন্দধ্ব ইন্দুভিঃ ॥ ১৪
এতাবতশ্চিদেষাং সুম্নং ভিক্ষেত মর্ত্যঃ। অদাভ্যস্য মন্মভিঃ ॥ ১৫
যে দ্রপ্সা ইব রোদসী ধমন্ত্যনু বৃষ্টিভিঃ। উৎসং দুহন্তো অক্ষিতম্ ॥ ১৬
উদু স্বানেভিরীরত উদ্ রথৈরুদ বায়ুভিঃ। উৎ স্তোমৈঃ পৃশ্নিমাতরঃ ॥ ১৭
যেনাব তুর্বশং যদুং যেন কণ্বং ধনস্পৃতম্। রায়ে সু তস্য ধীমহি ॥ ১৮
ইমা উ বঃ সুদানবো ঘৃতং ন পিপ্যুষীরিষঃ। বর্ধান্ কাণ্বস্য মন্মভিঃ ॥ ১৯
ক্ব নূনং সুদানবো মদথা বৃক্তবর্হিষঃ। ব্রহ্মা কো বঃ সপর্যতি ॥ ২০
নহি ষ্ম যদ্ধ বঃ পুরা স্তোমেভির্বৃক্তবর্হিষঃ। শর্ধাঁ ঋতস্য জিন্বথ ॥ ২১
সমু ত্যে মহতীরপঃ সং ক্ষোণী সমু সূর্যম্। সং বজ্রং পর্বশো দধুঃ ॥ ২২
বি বৃত্রং পর্বশো যযু র্বি পর্বতাঁ অরাজিনঃ। চক্রাণা বৃষ্ণি পৌংস্যম্ ॥ ২৩
অনু ত্রিতস্য যুধ্যতঃ শুষ্মমাবন্নুত ক্রতুম্। অন্বিন্দ্রং বৃত্রতূর্যে ॥ ২৪
বিদ্যুদ্ধস্তা অভিদ্যবঃ শিপ্রাঃ শীর্ষন্ হিরণ্যয়ীঃ। শুভ্রা ব্যঞ্জত শ্রিয়ে ॥ ২৫

উশনা যৎ পরাবত উক্ষ্ণো রন্ধ্রময়াতন। দ্যৌর্ন চক্রদদ্ভিয়া ॥ ২৬
আ নো মখস্য দাবনেঽশ্বৈর্হিরণ্যপাণিভিঃ। দেবাস উপ গন্তন ॥ ২৭
যদেষাং পৃষতী রথে প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ। যান্তি শুভ্রা রিণন্নপঃ ॥ ২৮
সুষোমে শর্যণাব-ত্যার্জীকে পস্ত্যাবতি। যযুর্নিচক্রয়া নরঃ ॥ ২৯
কদা গচ্ছাথ মরুত ইত্থা বিপ্রং হবমানম্। মার্ডীকেভির্নাধমানম্ ॥ ৩০
কদ্ধ নূনং কধপ্রিয়ো যদিন্দ্রমজহাতন। কো বঃ সখিত্ব ওহতে ॥ ৩১
সহো ষু ণো বজ্রহস্তৈঃ কণ্বাসো অগ্নিং মরুদ্ভিঃ। স্তুষে হিরণ্যবাশীভিঃ ॥ ৩২
ও ষু বৃষ্ণঃ প্রযজ্যূনা নব্যসে সুবিতায়। ববৃত্যাং চিত্রবাজান্ ॥ ৩৩
গিরয়শ্চিন্নি জিহতে পর্শানাসো মন্যমানাঃ। পর্বতাশ্চিন্নি যেমিরে ॥ ৩৪
আক্ষ্ণয়াবানো বহন্ত্যন্তরিক্ষেণ পততঃ। ধাতারঃ স্তুবতে বয়ঃ ॥ ৩৫
অগ্নির্হি জানি পূর্ব্যশ্ছন্দো ন সূরো অর্চিষা। তে ভানুভির্বি তস্থিরে ॥ ৩৬

অনুবাদ : ১। হে মরুৎগণ! যখন বিজ্ঞ ব্যক্তি সবনত্রয়ে প্রশস্য অন্ন প্রক্ষেপ করেন, তখন তোমরা পর্বতসমূহে দীপ্তি পাও। ২। হে বলাভিলাষী শোভমান মরুৎগণ! তোমরা যখন রথকে অশ্বদ্বারা সংশ্লিষ্ট কর, তখন পর্বতগণ প্রচলিত হয়। ৩। শব্দকারী পৃশ্নিতনয় মরুৎগণ বায়ুগণের দ্বারা মেঘ উদ্গত করেন এবং বৃদ্ধিকর অন্ন দান করেন। ৪। যখন মরুৎগণ বায়ুগণের সাথে রথে গমন করেন তখন তাঁরা বৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, পর্বতগণকে কম্পিত করেন। ৫। তোমাদের রথের জন্য গিরিসমূহ নিয়ত হয়, সিন্ধুগণ বিধরণের জন্য এবং মহৎ বলের জন্য নিয়ত হয়। ৬। আমরা তোমাদের রাতে রক্ষার জন্য আহ্বান করি, দিবাভাগে তোমাদের আহ্বান করি, যজ্ঞ আরম্ভ হলে তোমাদের আহ্বান করি। ৭। সে অরুণরূপবিশিষ্ট বিচিত্র শব্দকারী মরুৎগণ রথযোগে দ্যুলোকের উপরিভাগে সানুপ্রদেশে উদ্গমন করেন। ৮। যে মরুৎগণ সূর্যের গমনার্থে রশ্মিযুক্ত পথ সৃষ্টি করেন, তাঁরা তেজ দ্বারা অবস্থান করেন। ৯। হে মরুৎগণ! আমার এ বাক্য ভজনা কর। হে মহান মরুৎগণ! এ স্তোম ভজনা কর, এ আমার আহ্বান সেবা কর। ১০। পৃশ্নি-গণ বজ্রীর জন্য উৎস, কবন্ধ (১) ও উদ্রি (২) এ তিন সরোবর হতে মধু দোহন করেছিলেন। ১১। হে মরুৎগণ! যখন আপনার সুখাভিলাষে আমরা স্বর্গ হতে তোমাদের আহ্বান করি তখন শীঘ্রই আমাদের নিকট এস। ১২। হে সুন্দর দানশীল মহাতেজস্বী রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা গৃহে আনন্দ সহকারে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হও। ১৩। হে মরুৎগণ! স্বর্গ হতে আমাদের জন্য মদস্রাবী, বহুনিবাসপ্রদ সকলের ভরণসমর্থ ধন আনিয়ে দাও। ১৪। হে শুভ্র মরুৎগণ! তোমরা যখন পর্বতের উপরিভাগে তোমাদের যান নিয়ে যাও, তখন অভিষুত সোমের বলে প্রমত্ত হও। ১৫। স্তোতা স্তুতি দ্বারা অহিংসনীয় মরুৎগণের নিকট তাঁদের সুখ ভিক্ষা করেন। ১৬। মরুৎগণ অক্ষীণ মেঘকে দোহন করে জলবিন্দুর ন্যায় বৃষ্টিদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করে। ১৭। পৃশ্নিপুত্রগণ শব্দ করে ঊর্ধ্বে গমন করেন, রথদ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করেন, বায়ুদ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং স্তোমদ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করেন। ১৮। যা দিয়ে তুর্বসু ও যদুকে রক্ষা করেছ, যা দিয়ে ধনকাম কণ্বকেও রক্ষা করেছ, আমরা ধনের জন্য তারই ধ্যান করছি। ১৯। হে উত্তম দানশীল মরুৎগণ! ঘৃতের ন্যায় পুষ্টিকর এ অন্ন কণ্ব গোত্রোৎপন্নের স্তোত্রের সাথে বর্ধিত কর। ২০। হে মরুৎগণ! তোমরা দানশীল, তোমাদের জন্য বর্হি ছিন্ন হয়েছে, তোমরা এক্ষণে কোথায় মত্ত আছ? কোন স্তোতা তোমাদের পরিচর্যা করছেন? ২১। হে বৃক্তবর্হি মরুৎগণ তোমরা যে অন্য কর্তৃক পূর্বকৃত স্তোত্রদ্বারা যজ্ঞের বলসমূহ প্রীত

করছ তা নয়। ২২। সে মরুৎগণ ওষধির সাথে অনেক জল মিশিয়েছিলেন, দ্যাবাপৃথিবীকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত করেছিলেন, সূর্যকে স্থাপন করেছেন। তাঁরা প্রতিপর্বে বজ্র ধারণ করেছিলেন। ২৩। রাজাশূন্য বৃষ্ণি ও বলকারক মরুৎগণ পর্বতের ন্যায় বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিনাশ করেছিলেন। ২৪। মরুৎগণ যুদ্ধকারী ত্রিতের বল রক্ষা করেছিলেন, তার ক্রতুও রক্ষা করেছিলেন, বৃত্রবধার্থে ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন। ২৫। আয়ুধহস্ত দীপ্তিমান শুভ্র মরুৎগণ শোভার্থে মস্তকে হিরণ্ময় শিরস্ত্রাণ প্রকাশিত করেন। ২৬। হে মরুৎগণ! তোমরা কামনা করে অভীষ্টবর্ষী রথের মধ্যস্থলে দূরদেশ হতে আগমন করেছিলে। দ্যুলোকবর্তী জনসমূহের ন্যায় ভূতসকল কম্পান্বিত হয়েছিল। ২৭। দেবগণ আমাদের যজ্ঞ-দানার্থে স্বর্ণময় পাদবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করে আসুন। ২৮। এ মরুৎগণের রথ যখন বিন্দুচিহ্নিত শীঘ্রগামী রোহিত বহন করে তখন শোভমান মরুৎগণ গমন করেন এবং জল প্রবাহিত হয়। ২৯। নেতাগণ শোভন সোমবিশিষ্ট যজ্ঞগৃহোপেত ঋজীকা দেশে শর্যণা তীরে রথচক্র নিম্নমুখ করে গমন করেন (৩)। ৩০। হে মরুৎগণ! কখন তোমরা এ প্রকারে আহ্বানকারী যাচমান বিপ্রের নিকট সুখহেতুভূত ধনের সাথে গমন করবে? ৩১। তোমরা স্তুতিদ্বারা প্রীত হয়ে থাক, তোমরা কখন ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করেছিলে? তোমাদের সখ্য কে প্রার্থনা করেছিল? ৩২। হে কণ্বগণ! অগ্নিকে বজ্রহস্ত ও স্বর্ণময়বাশীবিশিষ্ট মরুৎগণের সাথে স্তব কর। ৩৩। আমি বর্ষণশীল ও যজনীয় ও বিচিত্রবলবিশিষ্ট মরুৎগণকে নবতর সুখলভ্য ধনের জন্য আবর্তিত করি। ৩৪। গিরিসকল পীড্যমান ও বাধাপ্রাপ্ত হলেও স্বস্থান ভ্রষ্ট হয় না। পর্বত সকলও নিয়মিত হয়। ৩৫। বহুদূরব্যাপী গমনবিশিষ্ট অশ্বগণ আকাশমার্গে গমন করে মরুৎগণকে আনে। তাঁরা স্তুতি-কারীকে অন্ন দান করেন। ৩৬। অগ্নি তেজবলে স্তুতিযোগ্য সূর্যের ন্যায় সকলের মুখ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। মরুৎগণ দীপ্তবলে নানা স্থানে অবস্থিত করছেন।

টীকা ঃ ১। জল। সায়ণ। ২। মেঘ। সায়ণ। ৩। অর্থাৎ ঋজীকা দেশে শর্যণা তীরে যদুবংশীয় তিরিন্দির রাজার যজ্ঞে অবতরণ করেন। শর্যণা সম্বন্ধে ৮।৬৪।১১ এবং ১।১৩০।১ ঋক দেখুন।

৮ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বগোত্রীয় সধ্বংসাখ্য ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আ নো বিশ্বাভিরূতিভি-রশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্।
দস্রা হিরণ্যবর্তনী পিবতং সোম্যং মধু ॥ ১
আ নূনং যাতমশ্বিনা রথেন সূর্যত্বচা।
ভুজী হিরণ্যপেশসা কবী গম্ভীরচেতসা ॥ ২
আ যাতং নহুষস্পর্যান্তরিক্ষাৎ সুবৃক্তিভিঃ।
পিবাথো অশ্বিনা মধু কণ্বানাং সবনে সুতম্ ॥ ৩
আ নো যাতং দিবস্পর্যান্তরিক্ষাদধপ্রিয়া।
পুত্রঃ কণ্বস্য বামিহ সুষাব সোম্যং মধু ॥ ৪
আ নো যাতমুপশ্রুত্যশ্বিনা সোমপীতয়ে।
স্বাহা স্তোমস্য বর্ধনা প্র কবী ধীতিভির্নরা। ৫
যচ্চিদ্ধি বাং পুর ঋষয়ো জুহূরেঽবসে নরা।
আ যাতমশ্বিনা গত-মুপেমাং সুষ্টুতিং মম ॥ ৬

দিবশ্চিদ্রোচনাদ-ধ্যা নো গন্তং স্ববির্দা ।
ধীভির্বৎসপ্রচেতসা স্তোমেভির্হবনশ্রুতা ॥ ৭
কিমন্যে পর্যাসতেঽস্মৎ স্তোমেভিরশ্বিনা ।
পুত্রঃ কণ্বস্য বামৃষি-গীর্ভির্বৎসো অবীবৃধৎ ॥ ৮
আ বাং বিপ্র ইহাবসেঽহ্বৎ স্তোমেভিরশ্বিনা ।
অরিপ্রা বৃত্রহন্তমা তা নো ভূতং ময়োভুবা ॥ ৯
আ যদ্বাং যোষণা রথমতিষ্ঠদ্বাজিনীবসূ ।
বিশ্বান্যশ্বিনা যুবং প্র ধীতান্যগচ্ছতম্ ॥ ১০
অতঃ সহস্রনির্ণিজা রথেনা যাতমশ্বিনা ।
বৎসো বাং মধুমদ্বচোঽশংসীৎ কাব্যঃ কবিঃ ॥ ১১
পুরুমন্দ্রা পুরূবসূ মনোতরা রয়ীণাম্ ।
স্তোমং মে অশ্বিনাবিম-মভি বহ্নী অনূষাতাম্ ॥ ১২
আ নো বিশ্বান্যশ্বিনা ধত্তং রাধাংস্যহ্রয়া ।
কৃতং ন ঋত্বিয়াবতো মা নো রীরধতং নিদে ॥ ১৩
যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্বা স্থো অধ্যম্বরে ।
অতঃ সহস্রনির্ণিজা রথেনা যাতমশ্বিনা ॥ ১৪
যো বাং নাসত্যাবৃষি-গীর্ভির্বৎসো অবীবৃধৎ ।
তস্মৈ সহস্রনির্ণিজ মিষং ধত্তং ঘৃতশ্চুতম্ ॥ ১৫
প্রাস্মা ঊর্জং ঘৃতশ্চুত মশ্বিনা যচ্ছতং যুবম্ ।
যো বাং সুম্নায় তুষ্টবদ্বসূয়াদ্দানুনস্পতী ॥ ১৬
আ নো গন্তং রিশাদসে-মং স্তোমং পুরুভুজা ।
কৃতং নঃ সুশ্রিয়ো নরে-মা দাতমভিষ্টয়ে ॥ ১৭
আ বাং বিশ্বাভিরূতিভিঃ প্রিয়মেধা অহূষত ।
রাজন্তাবধ্বরাণা-মশ্বিনা যামহূতিষু ॥ ১৮
আ নো গন্তং ময়োভুবাঽশ্বিনা শম্ভুবা যুবম্ ।
যো বাং বিপন্যূ ধীতিভি-গীর্ভির্বৎসো অবীবৃধৎ ॥ ১৯
যাভিঃ কণ্বং মেধাতিথিং যাভির্বশং দশব্রজম্ ।
যাভির্গোশর্যমাবতং তাভির্নোঽবতং নরা ॥ ২০
যাভির্নরা ত্রসদস্যু-মাবতং কৃত্ব্যে ধনে ।
তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অশ্বিনা প্রাবতং বাজসাতয়ে ॥ ২১
প্র বাং স্তোমাঃ সুবৃক্তয়ো গিরো বর্ধন্ত্বশ্বিনা ।
পুরুত্রা বৃত্রহন্তমা তা নো ভূতং পুরুস্পৃহা ॥ ২২
ত্রীণি পদান্যশ্বিনো-রাবিঃ সান্তি গুহা পরঃ ।
কবী ঋতস্য পত্মভি-রর্বাগ্‌জীবেভ্যস্পরি ॥ ২৩

অনুবাদঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দর্শনীয়, তোমাদের রথ হিরণ্ময়, তোমরা সমস্ত রক্ষার সাথে এস, সোমময় মধু পান কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভোক্তা, হিরণ্ময় শরীরবিশিষ্ট, কবি ও গম্ভীরচিত্ত, তোমরা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল রথে অবশ্য আমাদের নিকট এস। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! দোষ-বর্জিত স্তুতিপ্রযুক্ত অন্তরিক্ষ হতে মনুষ্য লোকাভিমুখে এস ও কণ্বদের যজ্ঞে অভিষুত সোম পান কর। ৪। কণ্বের পুত্র এ যজ্ঞে তোমাদের জন্য সোমময় মধু অভিষব করছেন, অতএব হে অশ্বিদ্বয়! অধোলোকের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হয়ে

তোমরা দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ হতে এস। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! সোমপানার্থে আমাদের স্তুতিবিশিষ্ট এ যজ্ঞে এস। হে কবি ও নেতাদ্বয়! তোমরা স্তুতিপ্রযুক্ত ও কর্মপ্রযুক্ত স্তোতার বুদ্ধি প্রদান কর। ৬। হে নেতাদ্বয়! পূর্বকালে ঋষিগণ যখন তোমাদের রক্ষার্থে আহ্বান করেছিলেন, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এসেছিলে। অতএব আমার এ সুস্তুতির নিকট এস। ৭। হে স্বর্গবিৎ অশ্বিদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ হতে আমাদের নিকট এস। হে বৎসের প্রতি প্রকৃষ্ট জ্ঞান-বিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা বুদ্ধির সাথে এস। হে আহ্বান শ্রবণকারিদ্বয়! তোমরা স্তোত্রের সাথে এস। ৮। আমি ভিন্ন অন্য কেউ কি স্তোমদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করতে পারে? কণ্বের পুত্র বৎসঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদের বর্ধিত করছে। ৯। হে অশ্বিদ্বয়! এ যজ্ঞে স্তোতা রক্ষার্থে স্তুতিদ্বারা তোমাদের আহ্বান করেছে। হে পাপশূন্য, শত্রুবিনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! তোমরা অমোদের সুখপ্রদ হও। ১০। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যোষিৎ তোমাদের রথে আরোহণ করেছিলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হও। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে স্থানে আছ, বহুতর রূপযুক্ত রথে আরোহণ করে সে স্থান হতে এস। কবির পুত্র কবি বৎস মধুময় বাক্য উচ্চারণ করছেন। ১২। হে বহুমদবিশিষ্ট বহুধনযুক্ত ধনপ্রদ জগৎ বাহক অশ্বিদ্বয়! আমার এ স্তোত্র প্রশংসা কর। ১৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের জন্য যশস্কর সমস্ত ধন দান কর, আমদের প্রজোৎপাদনরূপ কর্মবান কর, নিন্দুকদের বশীভূত করো না। ১৪। হে নাসত্যদ্বয়! দূরদেশেই থাক অথবা নিকটেই থাক, যে স্থান হতেই হোক, সহস্ররূপ-বিশিষ্ট রথে এস। ১৫। হে নাসত্যদ্বয়! যে বৎস ঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদের বর্ধিত করেছেন তার জন্য সহস্ররূপবিশিষ্ট ঘৃতক্ষরণশীল অন্ন প্রদান কর। ১৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তার জন্য ঘৃতধারাযুক্ত বলকর অন্ন প্রদান কর। হে দানাধিপতিদ্বয়! ইনি আপনাদের সুখের জন্য স্তুতি করেছেন এবং নিজের জন্য ধন অভিলাষ করেন। ১৭। হে শত্রুভক্ষক বহুভোজী নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের এ স্তুতিক্রমে এস, আমাদের সুশ্রী কর ও পার্থিব পদার্থ প্রদান কর। ১৮। প্রিয় মেঘনামক ঋষিগণ, দেবগণের আহ্বান সময়ে তোমাদের সমস্ত রক্ষার সাথে আহ্বান করেছে। তোমরা যজ্ঞে শোভা পাও। ১৯। হে সুখপ্রদ আরোগ্যপ্রদ স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! যে বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদের বর্ধিত করেছে, তার অভিমুখে এস। ২০। যে উপায়দ্বারা কণ্বকে, মেধাতিথিকে, বশকে ও দশব্রজকে এবং গোশর্যকে রক্ষা করেছ, হে নেতাদ্বয়! তাদ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ২১। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! যা দ্বারা প্রাপ্তব্য ধনের জন্য ত্রস-দস্যুকে রক্ষা করেছিলে, তারই দ্বারা আমাদের অন্নলাভার্থে উত্তমরূপে রক্ষা কর। ২২। হে বহুত্রাতা শত্রুনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! দোষশূন্য স্তোম ও বাক্য সকল তোমাদের প্রবর্ধিত করুক। তোমরা আমাদের সম্বন্ধে বহুলরূপে অভীপ্সিত হও। ২৩। অশ্বিদ্বয়ের তিন পদ (১) গুহায় বর্তমান থেকে পরে আবির্ভূত হচ্ছে। কবি অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞের হেতুভূত এ পদের সাহায্যে জীবনলোক শ্রেষ্ঠ হয়েছেন।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ রথের তিন চক্র। সায়ণ।

৯ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। শশকর্ণ ঋষি। বৃহতী, গায়ত্রী, বিরাট্, ককুপ, জগতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ নূনমশ্বিনা যুবং বৎসস্য গন্তমবসে।
প্রাস্মৈ যচ্ছতমবৃকং পৃথু ছর্দির্যুযুতং যা অরাতয়ঃ ॥ ১

যদন্তরিক্ষে যদ্দিবি যৎপঞ্চ মানুষাঁ অনু। নৃম্ণং তদ্ধত্তমশ্বিনা ॥ ২
যে বাং দংসাংস্যশ্বিনা বিপ্রাসঃ পরিমামৃশুঃ। এবেৎ কাণ্বস্য বোধতম্ ॥ ৩
অয়ং বাং ধর্মো অশ্বিনা স্তোমেন পরি ষিচ্যতে।
অয়ং সোমো মধুমান্বাজিনীবসূ যেন বৃত্রং চিকেতথঃ ॥ ৪
যদপ্সু যদ্বনস্পতৌ যদোষধীষু পুরুদংসসা কৃতম্। তেন মাবিষ্টমশ্বিনা ॥ ৫
যন্নাসত্যা ভুরণ্যথো যদ্বা দেব ভিষজ্যথঃ।
অয়ং বাং বৎসো মতিভির্ন বিন্ধতে হবিষ্মন্তং হি গচ্ছথঃ ॥ ৬
আ নূনমশ্বিনোর্ঋষিঃ স্তোমং চিকেত বাময়া।
আ সোমং মধুমত্তমং ধর্মং সিঞ্চাদথর্বণি ॥ ৭
আ নূনং রঘুবর্তনিং রথং তিষ্ঠাথো অশ্বিনা।
আ বাং স্তোমা ইমে মম নভো ন চুচ্যবীরত ॥ ৮
যদদ্য বাং নাসত্যোকথৈরাচুচ্যুবীমহি।
যদ্বা বাণীভিরশ্বিনেবেৎকণ্বস্য বোধতম্ ॥ ৯
যদ্বাং কক্ষীবাঁ উত যদ্ব্যশ্ব ঋষির্যদ্বাং দীর্ঘতমা জুহাব।
পৃথী যদ্বাং বৈন্যঃ সাদনেষ্বেবেদতো অশ্বিনো চেতয়েথাম্ ॥ ১০
যাতং ছর্দিষ্পা উত নঃ পরস্পা ভূতং জগৎপা উত নস্তনূপা।
বর্তিস্তোকায় তনয়ায় যাতম্ ॥ ১১
যদিন্দ্রেণ সরথং যাথো অশ্বিনো যদ্বা বায়ুনা ভবথঃ সমোকসা।
যদাদিত্যেভিঋভুভিঃ সজোষসা যদ্বা বিষ্ণোর্বিক্রমণেষু তিষ্ঠতঃ ॥ ১২
যদদ্যাশ্বিনাবহং হুবেয় বাজসাতয়ে।
যৎ পৃৎসু তুর্বণে সহস্তচ্ছ্রেষ্ঠমশ্বিনোরবঃ ॥ ১৩
আ নূনং যাতমশ্বিনেমা হব্যানি বাং হিতা।
ইমে সোমাসো অধি তুর্বশে যদাবিমে কণ্বেষু বামথ ॥ ১৪
যন্নাসত্যা পরাকে অর্বাকে অস্তি ভেষজম্।
তেন নূনং বিমদায় প্রচেতসা ছর্দির্বৎসায় যচ্ছতম্ ॥ ১৫
অভুৎস্যু প্র দেব্যা সাকং বাচাহমশ্বিনোঃ।
ব্যাবর্দেব্যা মতিং বি রাতিং মর্তেভ্যঃ ॥ ১৬
প্র বোধয়োষো অশ্বিনা প্র দেবি সূনৃতে মহি।
প্র যজ্ঞহোতরানুষক্ প্র মদায় শ্রবো বৃহৎ ॥ ১৭
যদুষো যাসি ভানুনা সং সূর্যেণ রোচসে।
আ হায়মশ্বিনো রথো বর্তির্যাতি নৃপায্যম্ ॥ ১৮
যদাপীতাসো অংশবো গাবো ন দুহ্র ঊধভিঃ।
যদ্বা বাণীরনূষত প্র দেবয়ন্তো অশ্বিনা ॥ ১৯
প্র দ্যুম্নায় প্র শবসে প্র নৃষাহ্যায় শর্মণে। প্র দক্ষায় প্রচেতসা ॥ ২০
যন্নূনং ধীভিরশ্বিনা পিতুর্যোনা নিষীদথঃ। যদ্বা সুম্নেভিরুক্থ্যা ॥ ২১

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বৎসের রক্ষার্থে নিশ্চয়ই গিয়েছ, ঐ ঋষিকে বাধারহিত বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান কর, ওঁর শত্রুগণকে দূর করে দাও। ২। হে অশ্বিদ্বয়! যে ধন অন্তরিক্ষে ও যে ধন স্বর্গে বর্তমান ও যা পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সে ধন প্রদান কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! যে বিপ্রগণ তোমাদের কর্ম বার বার অনুষ্ঠান করে, তোমরা তাদের জান। অতএব কণ্বপুত্রের কর্ম অবগত হও। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের হবি স্তোত্রদ্বারা পরিষিক্ত হচ্ছে, হে

তন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয় ! যে সোমদ্বারা তোমরা বৃত্রকে জানতে পেরেছিলে, সে সে মধুমান সোম এই। ৫। হে বহুকর্মা অশ্বিদ্বয় ! জলে বনস্পতিতে এবং ওষধিতে যা করেছ, তার দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ৬। হে দেব নাসত্যদ্বয় ! তোমরা জগৎ পোষণ করেছ ও সকলকে আরোগ্য করেছ, বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদের পাচ্ছে না। তোমরা হবিষ্মানের নিকট যাও। ৭। ঋষি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের স্তোত্র জেনেছিলেন, অতিশয় মধুর সোম ও হবি, অথর্ব অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেছেন। ৮। হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা শীঘ্রগামী রথে আরোহণ কর, আমার এ স্তোত্র সকল সূর্যের ন্যায় তোমাদের অভিমুখে যাচ্ছে। ৯। হে নাসত্যদ্বয় ! অদ্য উকথদ্বারা যে প্রকারে তোমাদের আনছি, যে প্রকারে বাণীদ্বারা আনছি, সেপ্রকারেই কণ্বপুত্রের স্তোত্রে অবগত হও। ১০। হে অশ্বিদ্বয় কক্ষিবান্ ঋষি যেরূপে তোমাদের আহ্বান করেছেন, যেরূপে ব্যশ্ব ও দীর্ঘতমা যেরূপে বেণের পুত্র পৃথী যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেছেন, সেরূপেই আমি স্তব করছি। আমার এ স্তোত্র অবগত হও। ১১। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা গৃহপালক হয়ে এস। তোমরা অতিশয় পালক, জগৎপালক ও শরীর পালক হও, পুত্র পৌত্রের গৃহে এস। ১২। হে অশ্বিদ্বয় ! যদি তোমরা ইন্দ্রের সাথে এক রথে গমন কর, যদি বায়ুর সাথে এক স্থানবাসী হও, যদি অদিতির পুত্রগণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হও, যদি বিষ্ণুর পাদক্ষেপে অবস্থান কর, তবে এস (১)। ১৩। যদি আমি সংগ্রামার্থে অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি তখন তাঁরা আসুন। যুদ্ধে শত্রুগণের হিংসা করণে অশ্বিগণের যে অভিভবকর রক্ষা আছে, তাই শ্রেষ্ঠ। ১৪। হে অশ্বিদ্বয় ! এ হব্য সকল তোমাদের জন্য বিহিত হয়েছে, তোমরা অবশ্য এস। এ সোম তুর্বশ ও যদুতে বর্তমান। এ তোমাদের জন্য সংস্কৃত ও কণ্বপুত্রগণকে প্রদত্ত। ১৫। হে নাসত্যদ্বয় ! দূরে অথবা নিকটে যে ভেষজ আছে, হে প্রচেতাদ্বয় ! তার সাথে বিমদের ন্যায় বৎসকে গৃহ প্রদান কর। ১৬। অশ্বি সম্বন্ধীয়, দ্যুতিমান স্তোত্রের সাথে আমি প্রবুদ্ধ হয়েছি। হে দ্যুতিমতি উষা ! আমার স্তুতি প্রযুক্ত তম নিবারণ কর ও মর্তসমূহকে ধন দান কর। ১৭। হে উষা ! হে দেবি ! হে সুনৃতে ! হে মহতি ! অশ্বিদ্বয়কে প্রবুদ্ধ কর, প্রবুদ্ধ কর ! হে দেবগণের আহ্বাতা ! অনবরত প্রবোধিত কর, তাঁদের আনন্দের জন্য বৃহৎ অন্ন প্রস্তুত হয়েছে। ১৮। হে উষা ! যখন তুমি দীপ্তির সাথে গমন কর তখন সূর্যের সাথে সমান শোভা পাও। সে সময় অশ্বিদ্বয়ের এ রথ মনুষ্যগণের পালনীয় যজ্ঞগৃহে আসে। ১৯। যখন পীতবর্ণ সোমলতাকে গাভীর ঊধ প্রদেশের ন্যায় দোহন করে, যখন দেবাভিলাষিগণ স্তুতি উচ্চারণ করে, হে অশ্বিদ্বয় ! তখন রক্ষা কর। ২০। হে প্রচেতাদ্বয় ! তোমরা ধনের জন্য আমাদের রক্ষা কর, বলের জন্য মনুষ্যদের উপভোগযোগ্য, সুখের জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য আমাদের রক্ষা কর। ২১। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা পিতৃভূত দ্যুলোকের ক্রোড়ে যদি কর্মের সাথে উপবেশন করে থাক, যদিবা প্রশংসনীয় হয়ে সুখে নিবাস কর, তবে আমাদের নিকট এস।

টীকা ঃ ১। বিষ্ণুর পাদবিক্ষেপ সম্বন্ধে ১।২২।১৬ ঋকের টীকা দেখুন।

১০ সূক্ত ।। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বপুত্র প্রগাথ ঋষি। বৃহতী, জ্যোতি, অনুষ্টুপ্, আস্তার পংক্তি, সতোবৃহতী ছন্দ।

যৎস্থো দীর্ঘপ্রসদ্মনি যদ্বাদো রোচনে দিবঃ।
যদ্বা সমুদ্রে অধ্যাকৃতে গৃহেহত আ যাতমশ্বিনা ॥ ১

যদ্বা যজ্ঞং মনবে সংমিমিক্ষথুরেবেৎকাণ্বস্য বোধতম্ ।
বৃহস্পতিং বিশ্বান্দেবাঁ অহং হুব ইন্দ্রাবিষ্ণূ অশ্বিনাবাশুহেষসা ॥ ২
ত্যা ন্ব শ্বিনা হুবে সুদংসসা গৃভে কৃতা ।
যয়োরস্তি প্র ণঃ সখ্যং দেবেষ্বধ্যাপ্যম্ ॥ ৩
যয়োরধি প্র যজ্ঞা অসূরে সন্তি সূরয়ঃ ।
তা যজ্ঞস্যাধ্বরস্য প্রচেতসা স্বধাভির্যা পিবতঃ সোম্যং মধু ॥ ৪
যদদ্যাশ্বিনাবপাগ্যৎপ্রাক্স্থো বাজিনীবসূ ।
যদ্দ্রুহ্যব্যনবি তুর্বশে যদৌ হুবে বামথ মা গতম্ ॥ ৫
যদন্তরিক্ষে পতথঃ পুরুভুজা যদ্বেমে রোদসী অনু ।
যদ্বা স্বধাভিরধিতিষ্ঠথো রথমত আ যাতমশ্বিনা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয় ! যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সে লোকে থাক, যদি ঐ দ্যুলোকের দীপ্তিমান প্রদেশে থাক, যদি অন্তরিক্ষে নির্মিত গৃহে বাস কর, ঐ সকল স্থান হতে এস। ২। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা যেরূপে মনুর জন্য যজ্ঞে সিক্ত করেছিলে, সেরূপে কণ্বের যজ্ঞ অবগত হও। বৃহস্পতি, সমস্ত দেবগণ, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ও দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়কে আমি আহ্বান করি। ৩। অশ্বিদ্বয় সুকর্মা এবং গ্রহণার্থে প্রাদুর্ভূত, আমি তাঁদের আহ্বান করি। তাঁদের সাথে সখ্য দেবগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সহজ লভ্য। ৪। যজ্ঞ সকল যাদের উপর প্রভু হন, স্তুতিশূন্যদের মধ্যেও যাঁদের স্তোতা আছে, তাঁরা হিংসারহিত যজ্ঞের প্রচেতা, তাঁরা স্বধার সাথে সোমময় মধু পান করেন। ৫। হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! ইদানীং তোমরা পশ্চিম দিকেই অবস্থিতি কর অথবা পূর্ব দিকেই অবস্থিতি কর, যদি বা দ্রুহ্যু, অনু, তুর্বশু বা যদুর সন্নিহিত হও, আমি তোমাদের আহ্বান করছি, আমাদের নিকট এস। ৬। হে বহুভোজী অশ্বিদ্বয় ! যদি অন্তরিক্ষে গমন কর, যদি দ্যাবাপৃথিবী অভিমুখে গমন কর, যদি তেজবলে রথে উপবেশন কর, সকল স্থান হতে এস।

১১ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা । বৎস ঋষি । গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষ্বা । ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ ॥ ১
ত্বমসি প্রশস্যো বিদথেষু সহন্ত্য । অগ্নে রথীরধ্বরাণাম্ ॥ ২
স ত্বমস্মদপ দ্বিষো যুযোধি জাতবেদঃ । অদেবীরগ্নে অরাতীঃ ॥ ৩
অন্তি চিৎসন্তমহ যজ্ঞং মর্তস্য রিপোঃ । নোপ বেষি জাতবেদঃ ॥ ৪
মর্তা অমর্ত্যস্য তে ভূরি নাম মনামহে । বিপ্রাসো জাতবেদসঃ ॥ ৫
বিপ্রং বিপ্রাসোঽবসে দেবং মর্তাস ঊতয়ে । অগ্নিং গীর্ভির্হবামহে ॥ ৬
আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎসধস্থাৎ । অগ্নে ত্বাং কাময়া গিরা ॥ ৭
পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি বিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ । সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ৮
সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে । বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥ ৯
প্রত্নো হি কমীড্যো অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সৎসি ।
স্বাং চাগ্নে তন্বং পিপ্রয়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমা যজস্ব ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নিদেব ! তুমি মর্তাগণের মধ্যে কর্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য। ২। হে শত্রুপরাজয়কারী ! তুমি যজ্ঞে প্রশংসাযোগ্য, তুমি অধ্বরসমূহের নেতা। ৩। হে জাতবেদা ! তুমি আমাদের শত্রুগণকে পৃথক কর। হে অগ্নি ! তুমি দেবদ্বেষী অরাতিগণকে পৃথক কর। ৪। হে জাতবেদা ! অন্তিকস্থিত

হলেও রিপুর যজ্ঞ তুমি কখনই কামনা কর না। ৫। আমরা বিপ্র, তুমি মরণরহিত ও জাতবেদা। আমরা তোমার বিস্তৃত নাম অবগত হব। ৬। আমরা বিপ্র ও মর্ত্য। আমরা মেধাবী দেব অগ্নিকে (১) হব্যদ্বারা প্রীত করবার জন্য আমাদের রক্ষার্থে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। ৭। হে অগ্নি! বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট বাসস্থান হতেও তোমার মন আকর্ষণ করে। তাঁর স্তুতি তোমার প্রতি অভিলাষবতী। ৮। তুমি বহুদেশে সমানরূপে দর্শন কর, অতএব সমস্ত প্রজাগণের পক্ষে তুমি ঈশ্বর। যুদ্ধে তোমাকে আমরা আহ্বান করি। ৯। আমরা অন্নেচ্ছু হয়ে যুদ্ধে রক্ষার্থে অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি সংগ্রামে বিচিত্র ধনযুক্ত। ১০। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞে পূজনীয় ও পুরাতন। তুমি সনাতন হোতা ও স্তুতিযোগ্য। তুমি যজ্ঞে উপবেশন কর, তুমি আপনার শরীরকে ব্যাপ্ত কর, আমাদেরও সৌভাগ্য প্রদান কর।

টীকা ঃ ১। মূলে 'বিপ্রং দেবং অগ্নিং' আছে। অর্থ মেধাবী দেব অগ্নি। বিপ্র শব্দের এখন যে অর্থ, ঋগ্বেদ রচনার সময় সে অর্থ ছিল না। তখন ব্রাহ্মণ বলে একটি 'জাতি' ছিল না, অগ্নি ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন না।

১২ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় পর্বত ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

য ইন্দ্র সোমপাতমো মদঃ শবিষ্ঠ চেততি। যেনা হংসি ন্যত্রিণং তমীমহে ॥ ১
যেনা দশগ্বমধ্রিগুং বেপয়ন্তং স্বর্ণরম্। যেনা সমুদ্রমাবিথা তমীমহে ॥ ২
যেন সিন্ধুং মহীরপো রথাঁ ইব প্রচোদয়ঃ। পন্থামৃতস্য যাতবে তমীমহে ॥ ৩
ইমং স্তোমমভিষ্টয়ে ঘৃতং ন পূতমদ্রিবঃ। যেনা নু সদ্য ওজসা ববক্ষিথ ॥ ৪
ইমং জুষস্ব গির্বণঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে। ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভির্ববক্ষিথ ॥ ৫
যো নো দেবঃ পরাবতঃ সখিত্বনায় মামহে। দিবো ন বৃষ্টিং প্রথয়ন্ববক্ষিথ ॥ ৬
ববক্ষুরস্য কেতব উত বজ্রো গভস্ত্যোঃ। যৎসূর্যো ন রোদসী অবর্ধয়ৎ ॥ ৭
যদি প্রবৃদ্ধ সৎপতে সহস্রং মহিষাঁ অঘঃ। আদিত্ত ইন্দ্রিয়ং মহি প্র বাবৃধে ॥ ৮
ইন্দ্রঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্ন্যর্শসানমোষতি। অগ্নির্বনেব সাসহিঃ প্র বাবৃধে ॥ ৯
ইয়ং ত ঋত্বিয়াবতী ধীতিরেতি নবীয়সী। সপর্যন্তী পুরুপ্রিয়া মিমীত ইৎ ॥ ১০
গর্ভো যজ্ঞস্য দেবয়ুঃ ক্রতুং পুনীত আনুষক্। স্তোমৈরিন্দ্রস্য বাবৃধেমিমীত ইৎ॥ ১১
সনির্মিত্রস্য পপ্রথ ইন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে। প্রাচী বাশীব সুন্বতে মিমীত ইৎ ।। ১২
যং বিপ্রা উক্থবাহসোঽভি প্রমন্দুরায়বঃ। ঘৃতং ন পিপ্য আসন্যৃতস্য যৎ।। ১৩
উত স্বরাজে অদিতিঃ স্তোমমিন্দ্রায় জীজনৎ। পুরু প্রশস্তমূতয় ঋতস্য যৎ ॥ ১৪
অভি বহ্নয় উতয়েঽনূষত প্রশস্তয়ে। ন দেব বিব্রতা হরী ঋতস্য যৎ ॥ ১৫
যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি যদ্বা ঘ ত্রিত আপ্ত্যে। যদ্বা মরুৎসু মন্দসে সমিন্দুভিঃ ॥ ১৬
যদ্বা শক্র পরাবতি সমুদ্রে অধি মন্দসে। অস্মাকমিৎসুতে রণা সমিন্দুভিঃ ।। ১৭
যদ্বাসি সুন্বতো বৃধো যজমানস্য সৎপতে। উক্থে বা যস্য রণ্যসি সমিন্দুভিঃ ।। ১৮
দেবং দেবং বোঽবস ইন্দ্রমিন্দ্রং গৃণীষণি। অধা যজ্ঞায় তুর্বণে ব্যানশুঃ ॥ ১৯
যজ্ঞেভির্যজ্ঞবাহসং সোমেভিঃ সোমপাতমম্। হোত্রাভিরিন্দ্রং বাবৃধুর্ব্যানশুঃ ।। ২০
মহীরস্য প্রণীতয়ঃ পূর্বীরুত প্রশস্তয়ঃ। বিশ্বা বসূনি দাশুষে ব্যানশুঃ ।। ২১
ইন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে দেবাসো দধিরে পুরঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষতা সমোজসে ।। ২২
মহান্তং মহিনা বয়ং স্তোমেভির্হবনশ্রুতম্। অর্কৈরভি প্র ণোনুমঃ সমোজসে ।। ২৩
ন যং বিবিক্তো রোদসী নান্তরিক্ষাণি বজ্রিণম্। অমাদিদস্য তিত্বিষে সমোজসঃ ।। ২৪
যদিন্দ্র পৃতনাজ্যে দেবাস্ত্বা দধিরে পুরঃ। আদিত্তে হর্যতা হরী ববক্ষতুঃ ।। ২৫
যদা বৃত্রং নদীবৃতং শবসা বজ্রিন্নবধীঃ। আদিত্তে হর্যতা হরী ববক্ষতুঃ ।। ২৬
যদা তে বিষ্ণুরোজসা ত্রীণি পদা বিচক্রমে। আদিত্তে হর্যতা হরী ববক্ষতুঃ ।। ২৭

যদা তে হর্যতা হরী বাবৃধাতে দিবেদিবে। আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ২৮
যদা তে মারুতীর্বিশস্তুভ্যমিন্দ্র নিযেমিরে। আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ২৯
যদা সূর্যমমুং দিবি শুক্রং জ্যোতিরধারয়ঃ। আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ৩০
ইমাং ত ইন্দ্র সুষ্টুতিং বিপ্র ইয়র্তি ধীতিভিঃ।
জামিং পদেব পিপ্রতীং প্রাধ্বরে ॥ ৩১
যদস্য ধামনি প্রিয়ে সমীচীনাসো অস্বরন্। নাভা যজ্ঞস্য দোহনা প্রাধ্বরে ॥ ৩২
সুবীর্যং স্বশ্ব্যং সুগব্যমিন্দ্র দদ্ধি নঃ। হোতেব পূর্বচিত্তয়ে প্রাধ্বরে ॥ ৩৩

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি অত্যন্ত সোমপায়ী, হে বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তুমি হৃষ্ট হয়ে সম্যকরূপে অবগত হয়ে থাক। তুমি যেরূপ মদ যুক্ত হয়ে রাক্ষসগণকে নিহত করছ, সেরূপ মদযুক্ত হলে আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। ২। যেরূপ মদযুক্ত হয়ে তুমি অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন অধ্রিগুকে ও তমোনিবারক এবং সকলের নেতা সূর্যকে রক্ষা করেছ, যেরূপ মদযুক্ত হয়ে তুমি সমুদ্রকে রক্ষা করেছ, সেরূপ মদযুক্ত হলে আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। ৩। যে মত্ততা বশতঃ তুমি রথের ন্যায় প্রভূত বৃষ্টিজল সিন্ধুর অভিমুখে প্রেরণ কর, তুমি সেরূপ মদযুক্ত হলে আমরা যজ্ঞমার্গ প্রাপ্তির জন্য তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। ৪। হে বজ্রবান! যে স্তোমদ্বারা স্তুত হয়ে তুমি তৎক্ষণাৎ বলদ্বারা আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর, অভীষ্টদানের জন্য ঘৃতের ন্যায় পবিত্র সে স্তোম গ্রহণ কর। ৫। হে স্তুতিদ্বারা ভজনীয় ইন্দ্র! এ স্তোম গ্রহণ কর, তা সমুদ্রের ন্যায় বর্ধিত হয়। তুমি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের অভিলষিত দান করে থাক। ৬। ইন্দ্রদেব দূরদেশ হতে আমাদের সখ্যের জন্য ধন দান করেছেন, এবং দ্যুলোক হতে বৃষ্টির ন্যায় ধন বিস্তার করে অভিলষিত দান করেন। ৭। যখন ইন্দ্র সূর্যের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীকে বর্ধিত করেন তখন তাঁর পতাকাসমূহ এবং হস্তস্থিত বজ্র অভিলষিত দান করে। ৮। হে প্রবৃদ্ধ এবং সাধুগণের পতি। যখন তুমি সহস্র সংখ্যক মহিষ (১) বধ করলে, তার পরেই তোমার বীর্য প্রভূতরূপে বর্ধিত হল। ৯। অগ্নি যেরূপ বন দগ্ধ করেন, সেরূপ ইন্দ্র সূর্যের রশ্মিসমূহদ্বারা প্রতিবন্ধক শত্রুকে দগ্ধ করেন, অনভিভবনশীল ইন্দ্র প্রবর্ধিত হন। ১০। তোমার এ স্তুতি গমন করছে; এ বসন্তাদি কালে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকর্মবিশিষ্ট অত্যন্ত অভিনব পূজাকারী এবং বহুলরূপে প্রীতিকর। ১১। ইন্দ্র দেবাভিলাষী যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অবিচ্ছিন্নভাবে সোমকে পবিত্র করছেন, স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে বর্ধিত করছেন এবং স্তোত্রে ইন্দ্রের গুণ সমূহের ইয়ত্তা করছেন। ১২। স্তোতার প্রতি ধন দাতা ইন্দ্র গুণকীর্তনকারী, সোমাভিষবকারীর বাক্যের ন্যায় ধনদানার্থে প্রবৃদ্ধ শরীর হচ্ছেন। ঐ বাক্য ইন্দ্রের গুণসমূহের ইয়ত্তা করছে। ১৩। স্তোত্রবাহক মনুষ্যগণ যে ইন্দ্রকে অত্যন্ত হৃষ্ট করে, তাঁর মুখে ঘৃতের ন্যায় যজ্ঞের হব্য সেক করব। ১৪। অদিতি স্বয়ং শোভমান ইন্দ্রের উদ্দেশে রক্ষার্থে যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনেকের প্রশংসিত স্তোত্র সৃষ্টি করছেন। ১৫। যজ্ঞবাহকগণ রক্ষার্থে এবং প্রশংসার জন্য ইন্দ্রকে স্তব করছেন। হে দেব ইন্দ্র! সম্প্রতি বিবিধ কর্মবান হরিদ্বয় যজ্ঞে যা আছে, তাঁর উদ্দেশে তোমায় বহন করছে। ১৬। হে ইন্দ্র! বিষ্ণু অথবা আপ্ত ত্রিত, অথবা মরুদগণ আগত হলে, তুমি যে সোম পান করে প্রমত্ত হও, সে সোমের সাথে এস। ১৭। হে শত্রু! দূরদেশে যে সমুদ্রবৎ সোমে প্রমত্ত হও, আমাদের সোম অভিষুত হলে তাতে প্রীত হও। ১৮। হে সৎপতি! তুমি সোমাভিষবকারী যজমানের বর্ধয়িতা, তুমি যার উকথমন্ত্রে প্রীত হও, তার সোমে প্রীত হও। ১৯। হে ঋত্বিকগণ! তোমাদের রক্ষার্থে যে ইন্দ্রদেবকে

স্তব করছি। সে ইন্দ্রকে আমার স্তুতিগণ শীঘ্র ভজনার্থে ও যজ্ঞার্থে ব্যাপ্ত করুক। ২০। হব্য, স্তুতি ও সোমদ্বারা যজ্ঞে প্রাপণীয় এবং সর্বাপেক্ষা সোমপানকারী ইন্দ্রকে স্তোতাগণ বর্ধিত করছেন এবং ব্যাপ্ত করছেন। ২১। ইন্দ্রের ধনদান প্রভৃত, ইন্দ্রের কীর্তি বহুতর, তা হব্যদায়ী যজমানের জন্য সমস্ত ধন ব্যাপ্ত করছেন। ২২। দেবগণ বৃত্রের হননার্থে ইন্দ্রকে ধারণ করেছিলেন, স্তুতি সকল সম্যক বলার্থে ইন্দ্রকে স্তব করছে। ২৩। আমার মহিমায় মহান ও আহ্বান শ্রবণকারী ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা এবং অর্চনা মন্ত্রদ্বারা সম্যক বললাভার্থে বার বার স্তব করছি। ২৪। দ্যাবা-পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ যে বজ্রাবান ইন্দ্রকে পৃথক করতে পারে না, সে ইন্দ্রের বল হতে বললাভার্থে জগৎ দীপ্ত হয়। ২৫। হে ইন্দ্র! যুদ্ধে দেবগণ যখন তোমাকে সম্মুখে ধারণ করেছিল, তখনই কমনীয় হরিদ্বয় তোমাকে বহন করেছিল। ২৬। হে বজ্রিন! জলাবরণকারী বৃত্রকে যখন বলদ্বারা হনন করেছিলে তখন কমনীয় হরিদ্বয় তোমাকে বহন করেছিল। ২৭। তোমায় বিষ্ণু যখন বলদ্বারা তিনপদ বিহরণ করেছিল, তখন তোমার কমনীয় অশ্বদ্বয় তোমাকে বহন করেছিল। ২৮। হে ইন্দ্র! তোমার কমনীয় হরিদ্বয় যখন প্রতিদিন প্রবৃদ্ধ হয়, তার পরই তোমাকর্তৃক সমস্ত ভুবন নিয়মিত হয়। ২৯। হে ইন্দ্র! তোমার মরুৎরূপ প্রজাগণ যখন সমস্ত ভূতজাতকে নিয়ে নিয়মিত করে, তখন তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত কর। ৩০। যখন এ নির্মল জ্যোতি সূর্যকে দ্যুলোকে স্থাপিত করেছে, তখনই তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত করেছ। ৩১। হে ইন্দ্র! যেমন লোকে বন্ধুকে উৎকৃষ্ট স্থানে নিয়ে যায়, সেরূপ মেধাবী এ প্রীতিকরী সুস্তুতিকে পরিচর্যার সাথে যজ্ঞে তোমার নিকট নিয়ে যাচ্ছে। ৩২। যজ্ঞে এ ইন্দ্রের তেজ প্রীত হলে সমবেত স্তোতাগণ যখন প্রকৃষ্টরূপে স্তব করে তখন নাভিস্বরূপ যজ্ঞের অভিষব স্থানে ধন প্রদান কর। ৩৩। হে ইন্দ্র! তুমি উত্তম বীর্যযুক্ত, উত্তম গোযুক্ত এবং উত্তম অশ্বযুক্ত ধন আমাদের প্রদান কর। আমি অগ্রে জ্ঞানলাভের জন্য হোতার ন্যায় যজ্ঞে স্তব করেছিলাম।

টীকা ঃ ১। সায়ণ মহিষ অর্থে মহান বৃত্রাদি অসুর করেছেন, কিন্তু মহিষ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইন্দ্র অনেক মহিষ ভক্ষণ করেন, তার উল্লেখ আমরা পূর্বেই পেয়েছি।

১৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নারদ ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

ইন্দ্রঃ সুতেষু সোমেষু ক্রতুং পুনীত উক্থ্যম্। বিদে বৃধস্য দক্ষসো মহান্ হি যঃ ॥ ১
স প্রথমে ব্যোমনি দেবানাং সদনে বৃধঃ। সুপারঃ সুশ্রবস্তমঃ সমপ্সুজিৎ ॥ ২
তমহ্বে বাজসাতয় ইন্দ্রং ভরায় শুষ্মিণম্। ভবা নঃ সুম্নে অন্তমঃ সখা বৃধে ॥ ৩
ইয়ং ত ইন্দ্র গির্বণো রাতিঃ ক্ষরতি সুন্বতঃ। মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি ॥ ৪
নূনং তদিন্দ্র দদ্ধি নো যত্ত্বা সুন্বন্ত ঈমহে। রয়িং নশ্চিত্রমা ভরা স্বর্বিদম্ ॥ ৫
স্তোতা যত্তে বিচর্ষণিরতি প্রশর্ধয়দ্গিরঃ। বয়া ইবানু রোহতে জুষন্ত যৎ ॥ ৬
প্রত্নবজ্জনয়া গিরঃ শৃণুধী জরিতুর্হবং। মদেমদে ববক্ষিথা সুকৃত্বনে ॥ ৭
ক্রীলন্ত্যস্য সূনৃতা আপো ন প্রবতা যতীঃ। অয়া ধীয়া য উচ্যতে পতির্দিবঃ ॥ ৮
উতো পতির্য উচ্যতে কৃষ্টীনামেক ইদ্বশী। নমোবৃধৈরবস্যুভিঃ সুতে রণ ॥ ৯
স্তুহি শ্রুতং বিপশ্চিতং হরী যস্য প্রসক্ষিণা। গন্তারা দাশুষো গৃহং নমস্বিনঃ ॥ ১০
তূতুজানো মহেমতেঽশ্বেভিঃ প্রুষিতপ্সুভিঃ। আ যাহি যজ্ঞমাশুভিঃ শমিদ্ধি তে॥ ১১
ইন্দ্র শবিষ্ঠ সৎপতে রয়িং গৃণৎসু ধারয়। শ্রবঃ সূরিভ্যো অমৃতং বসুত্বনম্ ॥ ১২

হবে ত্বা সূর উদিতে হবে মধ্যন্দিনে দিবঃ। জুষাণ ইন্দ্র সপ্তিভির্ন আ গহি ॥ ১৩
আ তূ গহি প্র তু দ্রব মৎস্বা সুতস্য গোমতঃ। তন্তুং তনুষ্ব পূর্ব্যং যথা বিদে ॥ ১৪
যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্। যদ্বা সমুদ্রে অন্ধসোঽবিতেদসি ॥ ১৫
ইন্দ্রং বর্ধন্তু নো গির ইন্দ্রং সুতাস ইন্দবঃ। ইন্দ্রে হবিষ্মতীর্বিশো অরাণিষুঃ ॥ ১৬
তমিদ্বিপ্রা অবস্যবঃ প্রবত্বতীভিরূতিভিঃ। ইন্দ্রং ক্ষোণীরবর্ধয়ন্বয়া ইব ॥ ১৭
ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত। তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরঃ সদাবৃধম্ ॥ ১৮
স্তোতা যত্তে অনুব্রত উক্থান্যৃতুথা দধে। শুচিঃ পাবক উচ্যতে সো অদ্ভুতঃ ॥ ১৯
তদিদ্রুদ্রস্য চেততি যহ্বং প্রত্নেষু ধামসু। মনো যত্রা বি তদ্দধুর্বিচেতসঃ ॥ ২০
যদি মে সখ্যমাবর ইমস্য পাহ্যন্ধসঃ। যেন বিশ্বা অতি দ্বিষো অতারিম ॥ ২১
কদা ত ইন্দ্র গির্বণঃ স্তোতা ভবাতি শন্তমঃ। কদা নো গব্যে অশ্ব্যে বসৌ দধঃ ॥ ২২
উত তে সুষ্টুতা হরী বৃষণা বহতো রথম্। অজুর্যস্য মদিন্তমং যমীমহে ॥ ২৩
তমীমহে পুরুষ্টুতং যহ্বং প্রত্নাভিরূতিভিঃ। নি বর্হিষি প্রিয়ে সদদধ দ্বিতা ॥ ২৪
বর্ধস্বা সু পুরুষ্টুত ঋষিষ্টুতাভিরূতিভিঃ। ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষমবা চ নঃ ॥ ২৫
ইন্দ্র ত্বমবিতেদসীত্থা স্তুবতো অদ্রিবঃ। ঋতাদিয়র্মি তে ধিয়ং মনোযুজম্ ॥ ২৬
ইহ ত্যা সধমাদ্যা যুজানঃ সোমপীতয়ে। হরী ইন্দ্র প্রতদ্বসূ অভি স্বর ॥ ২৭
অভি স্বরন্তু যে তব রুদ্রাসঃ সক্ষত শ্রিয়ম্। উতো মরুত্বতীর্বিশো অভি প্রয়ঃ ॥ ২৮
ইমা অস্য প্রতূর্তয়ঃ পদং জুষন্ত যদ্দিবি। নাভা যজ্ঞস্য সং দধুর্যথা বিদে ॥ ২৯
অয়ং দীর্ঘায় চক্ষসে প্রাচি প্রযত্যধ্বরে। মিমীতে যজ্ঞমানুষগ্বিচক্ষ্য ॥ ৩০
বৃষায়মিন্দ্র তে রথ উতো তে বৃষণা হরী। বৃষা ত্বং শতক্রতো বৃষা হবঃ ॥ ৩১
বৃষা গ্রাবা বৃষা মদো বৃষা সোমো অয়ং সুতঃ। বৃষা যজ্ঞো যমিন্বসি বৃষা হবঃ ॥ ৩২
বৃষা ত্বা বৃষণং হুবে বজ্রিঞ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। বাবন্থ হি প্রতিষ্টুতিং বৃষা হবঃ ॥ ৩৩

অনুবাদ : ১। সোম অভিষুত হলে, ইন্দ্র যজ্ঞকর্তা ও স্তোতাকে পবিত্র করেন, ইন্দ্রই বৃদ্ধিকর বললাভার্থে মহান হয়েছেন। ২। ইন্দ্র প্রথম ব্যোম প্রদেশে দেবসদনে যজমানের বর্ধয়িতা, তিনি কার্য পরিসমাপ্তি করেন, অত্যন্ত যশোযুক্ত এবং জলপ্রাভার্থে জয় করেন। ৩। বলবান ইন্দ্রকে বললাভকর সংগ্রামে আহ্বান করছি। হে ইন্দ্র! সুখ অভিলষিত হলে, তুমি আমদের বর্ধনার্থে সখা হও। ৪। হে স্তুতিভাক ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে সোমাভিষবকারী যজমানের প্রদত্ত আহুতি যাচ্ছে। তুমি মত্ত হয়ে তার যজ্ঞে বিরাজ কর। ৫। হে ইন্দ্র! সোমাভিষবকারিগণ, যে ধন তোমার নিকট প্রত্যাশা করে, তুমি অবশ্য সে ধন আমায় দান কর। আরও বিচিত্র, স্বর্গপ্রাপক ধন আমাদের জন্য আহরণ কর। ৬। হে ইন্দ্র! বিশেষদর্শী স্তোতা যখন তোমার উদ্দেশে শত্রুর প্রসহনসমর্থ স্তুতি করে, যখন বাক্যসকল তোমায় প্রীত করে, তখন সখার ন্যায় সকল গুণ তোমায় আরোহণ করে। ৭। হে ইন্দ্র! পূর্বকালের ন্যায় স্তোত্র উৎপাদন কর, স্তোতার আহ্বান শোন। যখনই সোমদ্বারা প্রমত্ত হও তখনই সুকার্যকারী যজমানের উদ্দেশে ফল বহন কর। ৮। ইন্দ্রের সুনৃত বাক্য নিম্নাভিগামী জলের ন্যায় বিহার করছে, স্বর্গপতি ইন্দ্র এ স্তুতিদ্বারা পরিকীর্তিত হচ্ছেন। ৯। বশী এক ইন্দ্রই মনুষ্য-সমূহের পালয়িতা বলে উক্ত হন। তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্ধনকারী ও রক্ষণেচ্ছুগণের সাথে সোমাভিষবে প্রমত্ত হও। ১০। হে স্তোতা বিপশ্চিৎ! বিখ্যাত ইন্দ্রকে স্তব কর। এঁর শত্রুপরাজয়কারী অশ্বদ্বয় নমস্কারকারী হবিষ্মানের গৃহে গমন করে। ১১। হে ইন্দ্র! তোমার বুদ্ধি মহাফলপ্রদ, তুমি প্রিয়রূপ, শীঘ্রগামী অশ্বের সাথে যজ্ঞে এস। যেহেতু তাতেই তোমার সুখ। ১২। হে বলবত্তম, সংপতি ইন্দ্র! আমরা স্তুতি

করছি, আমাদের ধন প্রদান কর। স্তোতাগণকে বিনাশরহিত ব্যাপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর। ১৩। হে ইন্দ্র! সূর্য উদিত হলে তোমাকে আহ্বান করি, দিবসের মধ্যভাগে তোমাকে আহ্বান করি। তুমি প্রীত হয়ে গমনশীল অশ্বের সাথে এস। ১৪। হে ইন্দ্র! শীঘ্র এস, শীগ্র গমন কর, গব্যমিশ্রিত অভিষুত সোমে প্রীত হও। অনন্তর, আমি যেরূপ জানি, সেরূপ পূর্বকৃত বিস্তৃত যজ্ঞ নিষ্পন্ন কর। ১৫। হে শত্রু! হে বৃত্রহন! যদি দূরদেশে থাক, যদি সমীপে থাক. যদি বা অন্তরিক্ষে থাক, সকল স্থান হতে সোম পান করে রক্ষাকারী হও। ১৬। আমাদের স্তুতিসমূহ ইন্দ্রকে বর্ধিত করুক, অভিষুত সোমসমূহ ইন্দ্রকে বর্ধিত করুক, হব্যযুক্ত মনুষ্যগণ ইন্দ্রের প্রতি রত হয়েছে। ১৭। মেধাবী রক্ষাভিলাষিগণ সে ইন্দ্রকেই তৃপ্তিকর আহুতিসমূহদ্বারা বর্ধিত করে, পৃথিবীস্থিত সমস্ত লোক শাখার ন্যায় বর্ধিত করে। ১৮। দেবগণ ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে চৈতন্যদাতা ইন্দ্রকে যাগ করেছিলেন, আমাদের স্তুতিসমূহ সর্বদা বর্ধয়িতা সে ইন্দ্রকেই বর্ধিত করুক। ১৯। হে ইন্দ্র! তোমার স্তোতা অনুকূলকর্মা হয়ে কালে কালে উকথসমূহ উচ্চারণ করে। তুমি অদ্ভুত, শুদ্ধ ও পাবক বলে স্তুত হও। ২০। যাঁদের উদ্দেশে বিশিষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্তোত্র উচ্চারণ করেন. সে রুদ্রের অপত্য মরুদ্‌গণ চিরন্তন স্থানসমূহে আছেন। ২১। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমায় সখ্য প্রদান কর ও এ সোমরূপ অন্ন পান কর তা হলে আমরা সমস্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করতে পারব। ২২। হে স্তুতিভাক ইন্দ্র! কখন তোমার স্তোতা অত্যন্ত সুখী হবে? কখন আমাদের গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও নিবাসভূত ধন দান করবে? ২৩। হে জরারহিত ইন্দ্র! সুস্তুত ও সেচনসমর্থ অশ্বদ্বয় তোমার রথ আমাদের নিকট আনুক। তুমি অত্যন্ত মদযুক্ত, আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করছি। ২৪। মহান ও বহুকর্তৃক স্তুত সে ইন্দ্রের নিকট তৃপ্তিকর আহুতিদ্বারা যাচ্ঞা করি। তিনি প্রীতিকর কুশোপরি উপবেশন করুন, অনন্তর দ্বিবিধ হব্য স্বীকার করুন। ২৫। হে বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র। তুমি ঋষিগণকর্তৃক স্তুত, রক্ষাকার্যদ্বারা আমাদের বর্ধিত কর এবং আমাদের অভিমুখে প্রবৃদ্ধ অন্ন দান কর। ২৬। হে বজ্রবান ইন্দ্র! তুমি এ প্রকারে স্তুতিকারীর রক্ষক হয়ে থাক, আমি যজ্ঞহেতু তোমার স্তোত্রপাপ্য অনুগ্রহ লাভ করি। ২৭। হে ইন্দ্র! প্রসিদ্ধ ও হর্ষান্বিত ও বিস্তীর্ণ ধনবিশিষ্ট অশ্বদ্বয়কে যোজিত করে এ যজ্ঞে সোমপানার্থে এস। ২৮। তোমার যে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ আছেন তাঁরা শ্রয়ণীয়, এ যজ্ঞে আসুন, আর মরুৎগণযুক্ত প্রজাগণও আমাদের হব্যাভিমুখে আসুন। ২৯। ইন্দ্রের এ হিংসক মরুৎ প্রভৃতি প্রজাগণ দ্যুলোকে যে স্থানে আছে, তা সেবা করেন এবং যাতে আমরা ধন লাভ করতে পারি, এরূপ যজ্ঞে নাভি প্রদেশে সন্নিহিত থাকেন। ৩০। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞ আরম্ভ হলে পর এ ইন্দ্র দ্রষ্টব্য ফলার্থে যজ্ঞ আনুপূর্বরূপে পরিদর্শন করে নিষ্পন্ন করেন। ৩১। হে ইন্দ্র! তোমার এ রথ অভীষ্টবর্ষী, তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী। হে শতক্রতু! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী। ৩২। গ্রাভিহব প্রস্তর অভীষ্টবর্ষী। মত্ততা অভীষ্টবর্ষী, এ অভিষুত সোম অভীষ্টবর্ষী, যে যজ্ঞ তোমার নিকট গমন করছে তা অভীষ্টবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী। ৩৩। হে বজ্রবান! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি হব্য সেচক, আমি নানাবিধ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। যেহেতু তুমি তোমার উদ্দেশে কৃত স্তুতি গ্রহণ কর, অতএব তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী।

১৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীর গোসূক্তি ও অশ্বসূক্তি নামক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ। স্তোতা মে গোষখা স্যাৎ ॥ ১
শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিণে। যদহং গোপতিঃ স্যাম্ ॥ ২
ধেনুষ্ট ইন্দ্র সূনৃতা যজমানায় সুন্বতে। গামশ্বং পিপ্যুষী দুহে ॥ ৩
ন তে বর্তাস্তি রাধস ইন্দ্র দেবো ন মর্ত্যঃ। যদ্দিৎসসি স্তুতো মঘম্ ॥ ৪
যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্যদ্ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ। চক্রাণ ওপশং দিবি ॥ ৫
বাবৃধানস্য তে বয়ং বিশ্বা ধনানি জিগ্যুষঃ। ঊতিমিন্দ্রা বৃণীমহে ॥ ৬
ব্যন্তরিক্ষমতিরন্মদে সোমস্য রোচনা। ইন্দ্রো যদভিনদ্বলম্ ॥ ৭
উদগা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্ গুহা সতীঃ। অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্ ॥ ৮
ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃড়্হানি দৃংহিতানি চ। স্থিরাণি ন পরাণুদে ॥ ৯
অপামূর্মির্মদন্নিব স্তোম ইন্দ্রাজিরায়তে। বি তে মদা অরাজিষুঃ ॥ ১০
ত্বং হি স্তোমবর্ধন ইন্দ্রাস্যুক্থবর্ধনঃ। স্তোতৃণামুত ভদ্রকৃৎ ॥ ১১
ইন্দ্রমিৎকেশিনা হরী সোমপেয়ায় বক্ষতঃ। উপ যজ্ঞং সুরাধসম্ ॥ ১২
অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ। বিশ্বা যদজয়ঃ স্পৃধঃ ॥ ১৩
মায়াভিরুৎসিসৃপ্সত ইন্দ্র দ্যামারুরুক্ষতঃ। অব দস্যূঁরধূনুথাঃ ॥ ১৪
অসুন্বামিন্দ্র সংসদং বিষূচীং ব্যনাশয়ঃ। সোমপা উত্তরো ভবন্ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! যেরূপ একমাত্র তুমিই ধনস্বামী, সেরূপ যদি আমি ঐশ্বর্যযুক্ত হই, তবে আমার স্তোতা যেন গোযুক্ত হয়। ২। হে শক্তিমান! যদি আমি গোপতি হই, তবে এ স্তোতাকে দান করতে ইচ্ছা করব এবং প্রার্থিত ধন দান করব। ৩। হে ইন্দ্র! তোমার সত্যপ্রিয় এবং প্রবর্ধক স্তুতিরূপ ধেনু সোমাভিষবকারীকে গাভী ও অশ্বদান করে। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত হয়ে ধন দান করতে ইচ্ছা কর তখন তোমার ধনের নিবারক দেবতা নেই, মনুষ্যও নেই। ৫। যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধিত করেছে, যেহেতু তিনি দ্যুলোকে মেঘকে শয়িত করে পৃথিবীকে বৃষ্টি দানে বিবর্তিত করেছেন। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি বর্ধমান এবং শত্রুগণের সমস্ত ধনের জেতা, আমরা তোমার রক্ষা লাভ করব। ৭। সোমজনিত মত্ততা হলে ইন্দ্র দীপ্তিমান অন্তরিক্ষকে বর্ধিত করেছেন, যেহেতু তিনি বলকে ভেদ করেছেন। ৮। তিনি গুহামধ্যে লুক্কায়িত গাভীসমূহ প্রকাশিত করে আঙ্গিরাগণকে প্রদান করেছিলেন এবং বলকে অধোমুখ করেছিলেন। ৯। ইন্দ্র দ্যুলোকের নক্ষত্রসমূহকে দৃঢ়াবয়ব ও দৃঢ় করেছেন, দৃঢ় নক্ষত্র সকলকে কেহ স্থানচ্যুত করতে পারে না। ১০। হে ইন্দ্র! সমুদ্রের উর্মির ন্যায় তোমার স্তোত্র সকল শীঘ্র গমন করে, তোমার প্রমত্ততা বিশেষরূপে দীপ্তি পায়। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্ধনীয়, তুমি উকথদ্বারা বর্ধনীয়, তুমি স্তোতাগণের কল্যাণকর। ১২। কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয়, সোমাপানার্থে শোভনদানযুক্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞের নিকট বহন করছে। ১৩। হে ইন্দ্র! তুমি জলের ফেনাদ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করেছিলে ও সমস্ত শত্রুগণকে জয় করেছিলে। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি মায়াদ্বারা সর্বত্র প্রসরণশীল, দ্যুলোকে আরোহণেচ্ছু দস্যুগণকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করেছিলে। ১৫। হে ইন্দ্র! তুমি সোম পান করে উৎকৃষ্টতর হয়ে সোমাভিষবহীন জনসংঘদের পরস্পর বিরোধী করে (১) বিনাশ কর।

টীকা ঃ ১। সোমাভিষববিহীন লোক বোধ হয় যজ্ঞবিরোধী অনার্যগণ।

১৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গোসূক্তি এবং অশ্বসূক্তি ঋষি। উষ্ণিক্‌ ছন্দ।

তম্বভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্‌। ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবিষমা বিবাসত ॥ ১
যস্য দ্বিবর্হসো বৃহৎসহো দাধার রোদসী। গিরীংরজ্রাঁ অপঃ স্বর্বৃষত্বনা ॥ ২
স রাজসি পুরুষ্টুতঁ একো বৃত্রাণি জিঘ্নসে। ইন্দ্র জৈত্রা শ্রবস্যা চ যন্তবে ॥ ৩
তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃৎসু সাসহিম্‌। উ লোককৃত্নুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্‌ ॥ ৪
যেন জ্যোতীংষ্যায়বে মনবে চ বিবেদিথ। মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি ॥ ৫
তদদ্যা চিত্ত উক্থিনোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা। বৃষপত্নীরপো জয়া দিবেদিবে ॥ ৬
তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহত্তব শুষ্মমুত ক্রতুম্‌। বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্‌ ॥ ৭
তব দ্যৌরিন্দ্র পৌংস্যং পৃথিবী বর্ধতি শ্রবঃ। ত্বামাপঃ পর্বতাসশ্চ হিন্বিরে ॥ ৮
ত্বাং বিষ্ণুর্বৃহন্‌ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ। ত্বাং শর্ধো মদত্যনু মারুতম্‌ ॥ ৯
ত্বং বৃষা জনানাং মংহিষ্ঠ ইন্দ্র জজ্ঞিষে। সত্রা বিশ্বা স্বপত্যানি দধিষে ॥ ১০
সত্রা ত্বং পুরুষ্টুতঁ একো বৃত্রাণি তোশসে। নান্য ইন্দ্রাৎকরণং ভূয় ইন্বতি ॥ ১১
যদিন্দ্র মন্মশস্ত্বা নানা হবন্ত ঊতয়ে। অস্মাকেভির্নৃভিরত্রা স্বর্জয় ॥ ১২
অরং ক্ষয়ায় নো মহে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্‌। ইন্দ্রং জৈত্রায় হর্ষয়া শচীপতিম্‌ ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। অনেকের আহূত, অনেকের স্তুত, সে ইন্দ্রকে স্তব কর, বাক্যের দ্বারা মহান ইন্দ্রের পরিচর্যা কর। ২। দুস্থানে ইন্দ্রের পূজনীয় মহাবল দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করেন, শীঘ্র গমনকারী মেঘ এবং গমনশীল জলকে বীর্যদ্বারা ধারণ করেন। ৩। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র! তুমি শোভা পাচ্ছ, তুমি জেতব্য এবং শ্রবণযোগ্য ধন নিয়ত করবার জন্য একাকী বৃত্রগণকে বধ করছ। ৪। হে বজ্রবান! তোমার হর্ষের প্রশংসা করি, তা অভিলাষপ্রদ, সংগ্রামে শত্রুদের অভিভবকর, স্থানপ্রদ এবং অশ্বগণের দ্বারা সেবনীয়। ৫। হে ইন্দ্র! যে হর্ষদ্বারা আয়ুকে ও মনুকে সূর্যাদি দান করেছিলে, সে হর্ষে হৃষ্ট হয়ে তুমি প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের কর্তা হয়েছ। ৬। হে ইন্দ্র! পূর্বকালের ন্যায় অদ্যও উকথ মন্ত্রোচ্চারণকারিগণ তোমার সে বলের প্রশংসা করে। তুমি ও পর্জন্য যাদের স্বামী প্রতি দিবস সে জল জয় করে। ৭। হে ইন্দ্র! স্তুতি তোমার সে বৃহৎ বীর্য, তোমার সে বল কর্ম এবং বরণীয় বজ্রকে তীক্ষ্ণ করছে। ৮। হে ইন্দ্র! দ্যুলোক তোমার বল বর্ধিত করছে, পৃথিবী তোমার যশ বর্ধিত করছে, অন্তরিক্ষ ও মেঘ তোমায় প্রীত করে। ৯। হে ইন্দ্র! মহান, নিবাসহেতু বিষ্ণু, মিত্র ও বরুণ তোমার স্তুতি করছে। মরুৎগণ তোমার মত্ততার পর মত্ত হচ্ছে। ১০। তুমি বর্ষক এবং দেবজন মধ্যে সর্বাপেক্ষা দাতা, তুমি সুন্দর পুত্রাদির সাথে সমস্ত ধন ধারণ কর। ১১। হে বহুস্তুত ইন্দ্র! তুমি একাকী মহান শত্রুসমূহকে বিনাশ কর। কেউ ইন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর কর্ম প্রাপ্ত হয় না। ১২। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তোমাকে স্তোত্রদ্বারা রক্ষার্থে নানা প্রকারে স্তুতি করে, সে যুদ্ধে আমাদের স্তোতাগণকর্তৃক আহূত হয়ে শত্রুবল জয় কর। ১৩। হে স্তোতা! আমাদের মহাগৃহের জন্য পর্যাপ্ত ও পরিব্যাপ্ত রূপকে স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত করে কর্মপালক ইন্দ্রকে জেতব্য ধনের জন্য স্তুতি কর।

১৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ। নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্‌ ॥ ১
যস্মিন্নুক্থানি রণ্যন্তি বিশ্বানি চ শ্রবস্যা। অপামবো ন সমুদ্রে ॥ ২
তং সুষ্টুত্যা বিবাসে জ্যেষ্ঠরাজং ভরে কৃত্নুম্‌। মহো বাজিনং সনিভ্যঃ ॥ ৩
যস্যানূনা গভীরা মদা উরবস্তরুত্রা। হর্ষুমন্তঃ শূরসাতৌ ॥ ৪

তমিদ্ধনেষু হিতেষ্বধিবাকায় হবন্তে । যেষামিন্দ্রস্তে জয়ন্তি ॥ ৫
তমিচ্চ্যৌত্নৈরার্যন্তি তং কৃতেভিশ্চর্ষণয়ঃ । এষ ইন্দ্রো বরিবস্কৃৎ ॥ ৬
ইন্দ্রো ব্রহ্মেন্দ্র ঋষিরিন্দ্রঃ পুরূ পুরুহূত । মহান্মহীভিঃ শচীভিঃ ॥ ৭
স স্তোম্যঃ স হব্যঃ সত্যঃ সত্বা তুবিকূর্মিঃ । একশ্চিৎসন্নভিভূতিঃ ॥ ৮
তমর্কেভিস্তং সামভিস্তং গায়ত্রৈশ্চর্ষণয়ঃ ইন্দ্রং বর্ধন্তি ক্ষিতয়ঃ ॥ ৯
প্রণেতারং বস্যো অচ্ছা কর্তারং জ্যোতিঃ সমৎসু । সাসহ্বাংসং যুধামিত্রান্ ॥ ১০
স নঃ পপ্রিঃ পারয়াতি স্বস্তি নাবা পুরুহূতঃ । ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ ॥ ১১
স ত্বং ন ইন্দ্র বাজেভির্দশস্যা চ গাতুয়া চ । অচ্ছা চ নঃ সুম্নং নেষি ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। মনুষ্যগণের মধ্যে সম্রাট ইন্দ্রকে স্তব কর। তিনি স্তুতিদ্বারা স্তুত্য নেতা, শত্রুদের অভিভবিতা ও সর্বাপেক্ষা দাতা। ২। জলের তরঙ্গসমূহ সমুদ্রে যেরূপ শোভা পায়, উকথ সকল সেরূপ ইন্দ্রে শোভা পায়, সমস্ত শ্রবণীয় তাঁতে শোভা পায়। ৩। উত্তম স্তুতিদ্বারা ধনলাভার্থে সে ইন্দ্রের পরিচর্যা করছি। তিনি প্রশংসনীয়গণের মধ্যে শোভা পান, সংগ্রামে মহৎ কার্য করেন এবং তিনি বলবান। ৪। যে ইন্দ্রের মত্ততা মহৎ, গম্ভীর, বিস্তীর্ণ, শত্রুতারক ও শূরগণের যুদ্ধে হর্ষযুক্ত। ৫। ধনপ্রাপ্ত হলে সে ইন্দ্রকেই পক্ষপাত বচনের জন্য আহ্বান কর। ইন্দ্র যাদের তারা জয়লাভ করে। ৬। সে ইন্দ্রকেই বলকর স্তোত্রদ্বারা ঈশ্বর করা হয়, মনুষ্যগণ কর্মদ্বারা তাঁকে ঈশ্বর করেন। এ ইন্দ্রই ধনের কর্তা হন। ৭। ইন্দ্র সকলের অধিক, তিনি ঋষি, তিনি বহুলোককর্তৃক আহূত, তিনি মহৎকার্যের দ্বারা মহান। ৮। তিনি স্তোমার্হ, তিনি আহ্বানযোগ্য, তিনি সাধু, তিনি শত্রুগণের অবসাদকর, তিনি বহুকর্মা, তিনি এক হয়েও শত্রুগণের অভিভবিতা। ৯। চর্ষণিগণ এবং লোকসকল তাঁকে অর্চনামন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে, সামমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে এবং গায়ত্রমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে। ১০। তিনি প্রশস্য ধনপ্রাপক, যুদ্ধে জ্যোতিপ্রকাশক, আয়ুধদ্বারা শত্রুগণের অভিভবকর। ১১। তিনি পূরয়িতা এবং বহুকর্তৃক আহূত; তিনি আমাদের সমস্ত শত্রুগণ হতে নৌকাদ্বারা নির্বিঘ্নে পার করুন। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের বলের দ্বারা ধন প্রদান কর, আমাদের পথ প্রদান করতে ইচ্ছা কর, আমাদের অভিমুখে সুখ প্রদান কর।

১৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী, সতোবৃহতী ছন্দ।

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্ । এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ১
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা । উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু ॥ ২
ব্রহ্মাণস্ত্বা বয়ং যুজা সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ । সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৩
আ নো যাহি সুতাবতোঽস্মাকং সুষ্টুতীরুপ । পিবা সু শিপ্রিন্নন্ধসঃ ॥ ৪
আ তে সিঞ্চামি কুক্ষ্যোরনু গাত্রা বি ধাবতু । গৃভায় জিহ্বয়া মধু ॥ ৫
স্বাদুষ্টে অস্তু সংসুদে মধুমাস্তন্বে তব । সোমঃ শমস্তু তে হৃদে ॥ ৬
অয়মু ত্বা বিচর্ষণে জনীরিবাভি সংবৃতঃ । প্র সোমঃ ইন্দ্র সর্পতু ॥ ৭
তুবিগ্রীবো বপোদরঃ সুবাহুরন্ধসো মদে । ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ৮
ইন্দ্র প্রেহি পুরস্ত্বং বিশ্বস্যেশান ওজসা । বৃত্রাণি বৃত্রহঞ্জহি ॥ ৯
দীর্ঘস্তে অস্ত্বংকুশো যেনা বসু প্রযচ্ছসি । যজমানায় সুন্বতে ॥ ১০
অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি । এহীমস্য দ্রবা পিব ॥ ১১
শাচিগো শাচিপূজনায়ং রণায় তে সুতঃ । আখণ্ডল প্র হূয়সে ॥ ১২
যস্তে শৃঙ্গবৃষো নপাৎ প্রণপাৎ কুণ্ডপায্যঃ । ন্যস্মিন্দধ্র আ মনঃ ॥ ১৩

বস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাংসত্রং সোম্যানাম্ ।
দ্রপ্সো ভেত্তা পুরাং শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা ॥ ১৪
পৃদাকুসানুর্যজতো গবেষণ একঃ সন্নভি ভূয়সঃ ।
ভূর্ণিমশ্বং নয়ত্তুজা পুরো গৃভেন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! এস, তোমার জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, এ সোম পান কর, আমাদের এ কুশোপরি উপবেশন কর। ২। হে ইন্দ্র ! মন্ত্রদ্বারা যোজিত, কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয় তোমাকে আনুক, তুমি যজ্ঞে এসে আমাদের স্তোত্র শোন। ৩। আমরা স্তোতা, আমরা যোগ্য স্তোত্রদ্বারা তোমার আহ্বান করছি। আমরা সোমযুক্ত এবং অভিষুত সোমবিশিষ্ট, আমরা সোমপায়ীকে আহ্বান করছি। ৪। হে ইন্দ্র ! আমরা অভিষুত সোমযুক্ত, আমাদের অভিমুখে এস, আমাদের সুন্দর স্তুতি অবগত হও, হে শিপ্রযুক্ত ! তুমি অন্ন ভক্ষণ কর। ৫। হে ইন্দ্র ! তোমার কুক্ষিদ্বয়ে সোম সেক করছি। সোম ক্রমে সমস্ত গাত্র ব্যাপ্ত করুক, মধুর সোম জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ কর। ৬। হে ইন্দ্র ! তুমি সুদাতা, এ মাধুর্যবান সোম তোমার শরীরের জন্য স্বাদু হোক, এ তোমার হৃদয়ের জন্য সুখজনক হোক। ৭। হে লোকপতি ইন্দ্র ! স্ত্রীর ন্যায় সংবৃত এ সোম তোমার নিকট গমন করুক (১)। ৮। বিস্তীর্ণ কন্দরবিশিষ্ট, স্থূল উদরযুক্ত ও সুবাহু ইন্দ্র সোমরূপ অন্নজনিত হর্ষ উদয় হলে শত্রুগণকে বিনাশ করেন। ৯। হে ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত জগতের স্বামী হয়ে আমাদের অগ্রে গমন কর। হে বৃত্রহা ! তুমি শত্রুগণকে বধ কর। ১০। হে ইন্দ্র ! যার দ্বারা তুমি সোমাভিষবকারীকে ধন দাও, তোমার সে অংকুশ দীর্ঘ হোক। ১১। হে ইন্দ্র ! এ সোম তোমার জন্য বেদিতে আস্তীর্ণ কুশে বিশেষরূপে শোভিত হয়েছে। এক্ষণে ঐ সোমের অভিমুখে এস। নিকটে এসে পান কর। ১২। হে শক্তিযুক্ত গোবিশিষ্ট, প্রখ্যাত পূজাবিশিষ্ট ইন্দ্র ! তোমার সুখের জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, হে আখণ্ডল ! উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা তুমি আহূত হয়েছ। ১৩। হে শৃঙ্গবৃষার পুত্র ইন্দ্র ! (২) তোমার যে উৎকৃষ্ট রক্ষক কুণ্ডপায়ী যজ্ঞ আছে, তাতে ঋষিগণ মন দিয়েছিলেন। (৩) ১৪। হে বাস্তোষ্পতি ! স্থূণা দৃঢ় হোক, আমরা সোম সম্পাদক, আমাদের স্কন্ধে রক্ষা সমর্থক বল হোক, ক্ষরণশীল, বহু পুরীভেদক ইন্দ্র ঋষিদের মিত্র হোন। ১৫। সর্পের ন্যায় সংশ্রিত যাগযোগ্য, গোপ্রাপক ইন্দ্র, একাকী হয়েও বহুতর শত্রুকে অভিভূত করেন। স্তোতা ভরণশীল ব্যাপ্তিকারী ইন্দ্রকে সোমপানার্থে আমাদের সম্মুখে আনছে।

টীকা ঃ ১। স্ত্রী যেরূপ সংবৃত হয়ে স্বামীর নিকট এসে তার সুখ বর্ধন করে, এ সোম তোমায় সেরূপ করুক। ২। শৃঙ্গবৃষা একজন ঋষি, ইন্দ্র তাকে পিতা বলেছিলেন। সায়ণ। ৩। যে যজ্ঞে কুণ্ড ভরে সোম পান করা হয়, তার নাম কুণ্ডপায়ী যজ্ঞ। সায়ণ।

১৮ সূক্ত ।। অষ্টম ঋকের অশ্বিদ্বয় দেবতা। নবম ঋকের অগ্নি, সূর্য, বায়ু দেবতা। অবশিষ্টের আদিত্য দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

ইদং হ নূনমেষাং সুম্নং ভিক্ষেত মর্ত্যঃ। আদিত্যানামপূর্ব্যং সবীমনি ॥ ১
অনর্বাণো হ্যেষাং পন্থা আদিত্যানাম্। অদব্ধাঃ সন্তি পায়বঃ সুগেবৃধঃ ॥ ২
তৎসু নঃ সবিতা ভগো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
শর্ম যচ্ছন্তু সপ্রথো যদীমহে ॥ ৩

দেবেভির্দেব্য দিতেঽরিষ্টভর্মন্না গহি। স্মৎসূরিভিঃ পুরুপ্রিয়ে সুশর্মভিঃ ॥ ৪
তে হি পুত্রাসো অদিতের্বিদুর্দ্বেষাংসি যোতবে। অংহোশ্চিদুরুচক্রয়োঽনেহসঃ ॥ ৫
অদিতির্নো দিবা পশুমদিতির্নক্তমদ্বয়াঃ। অদিতিঃ পাত্বংহসঃ সদাবৃধা ॥ ৬
উত স্যা নো দিবা মতিরদিতিরূত্যা গমৎ। সা শন্তাতি ময়স্করদপ স্রিধঃ ॥ ৭
উত ত্যা দৈব্যা ভিষজা শং নঃ করতো অশ্বিনা। যুযুযাতামিতো রপো অপ স্রিধঃ ॥ ৮
শমগ্নিরগ্নিভিঃ করচ্ছং নস্তপতু সূর্যঃ। শং বাতো বাত্বরপা অপ স্রিধঃ ॥ ৯
অপামীবামপ স্রিধমপ সেধত দুর্মতিম্। আদিত্যাসো যুযোতনা নো অংহসঃ ॥ ১০
যুযোতা শরুমস্মদাঁ আদিত্যাস উতামতিম্। ঋধগ্ দ্বেষঃ কৃণুত বিশ্ববেদসঃ ॥ ১১
তৎসু নঃ শর্ম যচ্ছতাদিত্যা যন্মুমোচতি। এনস্বন্তং চিদেনসঃ সুদানবঃ ॥ ১২
যো নঃ কশ্চিদ্রিরিক্ষতি রক্ষস্ত্বেন মর্ত্যঃ। স্বৈঃ ষ এবৈ রিরিষীষ্ট যুর্জনঃ ॥ ১৩
সমিত্তমঘমশ্নবদ্দুঃশংসং মর্ত্যং রিপুম্। যো অস্মত্রা দুর্হণাবাঁ উপ দ্বয়ুঃ ॥ ১৪
পাকত্রা স্থন দেবা হৃৎসু জানীথ মর্ত্যম্। উপ দ্বয়ুং চাদ্বয়ুং চ বসবঃ ॥ ১৫
আ শর্ম পর্বতানামোতাপাং বৃণীমহে। দ্যাবাক্ষামারে অস্মদ্রপস্কৃতম্ ॥ ১৬
তে নো ভদ্রেণ শর্মণা যুষ্মাকং নাবা বসবঃ। অতি বিশ্বানি দুরিতা পিপর্তন ॥ ১৭
তুচে তনায় তৎসু নো দ্রাঘীয় আয়ুর্জীবসে। আদিত্যাসঃ সুমহসঃ কৃণোতন ॥ ১৮
যজ্ঞো হীলো বো অন্তর আদিত্যা অস্তি মৃলত। যুষ্মে ইদ্বো অপি ষ্মসি সজাত্যে ॥ ১৯
বৃহদ্বরূথং মরুতাং দেবং ত্রাতারমশ্বিনা। মিত্রমীমহে বরুণং স্বস্তয়ে ॥ ২০
অনেহো মিত্রার্যমন্নৃবদ্বরুণ শংস্যম্। ত্রিবরূথং মরুতো যন্ত নশ্ছর্দিঃ ॥ ২১
যে চিদ্ধি মৃত্যুবন্ধব আদিত্যা মনবঃ স্মসি। প্র সূ ন আয়ুর্জীবসে তিরেতন ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। এ সকল আদিত্যগণের নিকট মনুষ্য অপূর্ব সুখ যাচ্ঞা করে। ২। এ আদিত্যগণের পথ শত্রুকর্তৃক অপ্রতিগত ও অহিংসিত, অতএব সে পালনশীল মার্গ সুখবর্ধক। ৩। আমরা যে বিস্তীর্ণ সুখ যাচ্ঞা করি, সবিতা, ভগ, মিত্র, বরুণ ও অর্যমা আমাদের সে সুখ প্রদান করুন। ৪। হে দেবী, বহুলোকের প্রিয় অদিতি! তুমি প্রতিপালন করলে কেউ হিংসা করতে পারে না। তুমি প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট ও সুখপ্রদ দেবগণের সাথে সুন্দরভাবে আগমন কর। ৫। অদিতির সে পুত্রগণ দ্বেষ্টাগণকে পৃথক করতে জানেন, বিস্তীর্ণ কর্মকর্তা রক্ষকগণ পাপ হতে আমাদের পৃথক করতে জানেন। ৬। অদিতি আমাদের পশুগণকে দিবাভাগে রক্ষা করুন, অদ্বয়া অদিতি রাত্রিকালেও রক্ষা করুন, সর্বদা বর্ধনশীল রক্ষাদ্বারা আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুন। ৭। স্তুতিযোগ্য অদিতি রক্ষার সাথে দিবাভাগে আমাদের নিকট আসুন, সে অদিতি শান্তিকর সুখ বিধান করুন, শত্রুগণকে দূরীভূত করুন। ৮। প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন, আমাদের পাপ হতে পৃথক করুন এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করুন। ৯। অগ্নি নানা অগ্নিদ্বারা আমাদের সুখ বিধান করুন, সূর্য সুখপ্রদ হয়ে তাপ দান করুন, বায়ু তাপশূন্য হয়ে বাহিত হোন ও শত্রুগণকে দূরীভূত করুন। ১০। হে আদিত্যগণ! রোগ দূরীভূত কর, শত্রুদের দূরীভূত কর, দুর্মতি দূরীভূত কর। আদিত্যগণ আমাদের পাপ হতে পৃথক করুন। ১১। হে আদিত্যগণ! হিংসককে আমাদের নিকট হতে দূর কর, দুর্মতিকে আমাদের নিকট হতে দূর কর। হে সর্বজ্ঞগণ! শত্রুদের আমাদের নিকট হতে পৃথক কর। ১২। হে সুদানশীল আদিত্যগণ! তোমাদের যে কল্যাণ, পাপী স্তোতাকেও পাপ হতে মুক্ত করে, আমাদের সে কল্যাণ প্রদান কর। ১৩। যে কোন মনুষ্য আমাদের রাক্ষসভাবে হিংসা করে, সে আপনার কার্যের দ্বারাই হিংসিত হোক, সে ব্যক্তি অপগত হোক। ১৪। যে

দুষ্কৃতিশালী মনুষ্য আমাদের আঘাতকারী এবং কপটাচারী, সে নিধন প্রাপ্ত হোক। ১৫। হে বাসপ্রদ আদিত্য দেবগণ! তোমার পক্কবুদ্ধি স্তোতার নিকট থাক, অতএব কপট ও অকপট উভয় প্রকার মনুষ্যকেই অবগত হও। ১৬। আমরা মেঘ-সম্বন্ধীয় ও জলসম্বন্ধীয় সুখ ভজনা করছি। হে দ্যাবাপৃথিবী! পাপকে আমাদের নিকট হতে দূর দেশে প্রেরণ কর। ১৭। হে বসু আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর, সুখকর নৌকায় আমাদের সমস্ত দুরিত হতে পার কর। ১৮। হে আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর তেজোবিশিষ্ট আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের জন্য এবং জীবনের জন্য দীর্ঘতম আয়ু প্রেরণ কর। ১৯। হে আদিত্যগণ! আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ তোমাদের সমীপে বর্তমান, তোমরা আমাদের সুখী কর। তোমাদের বন্ধুত্ব লাভ করে আমরা সর্বদা তোমাদেরই হব। ২০। মরুৎগণের পালয়িতা ইন্দ্রদেব, অশ্বিদ্বয়, মিত্র ও বরুণদেবের নিকট বৃহৎ শীতাদি নিবারক গৃহ মঙ্গলার্থে যাচ্ঞা করি। ২১। হে মিত্র! হে অর্যমা! হে বরুণ! হে মরুৎগণ! তোমরা সকলে হিংসারহিত পুত্রাদিবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য শীত, আতপ ও বর্ষা এ তিনের নিবারক গৃহ প্রদান কর। ২২। হে আদিত্যগণ! যে মনুষ্যগণ মৃত্যুর বন্ধুস্বরূপ, তাদের জীবনার্থে আয়ু উত্তমরূপে বর্ধিত কর।

১৯ সূক্ত ॥ ষড়্‌বিংশ ও সপ্তবিংশের ত্রসদস্যু রাজার দান দেবতা, ৩৪ ও ৩৫ ঋকের আদিত্য দেবতা, অবশিষ্টের অগ্নি দেবতা। কণ্বগোত্রীয় সোভরি ঋষি। প্রগাথ, দ্বিপদা, উষ্ণিক্‌, সতোবৃহতী, ককুপ্‌, পংক্তি ছন্দ।

তং গূর্দয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমোহিরে ॥ ১
বিভূতরাতিং বিপ্র চিত্রশোচিষমগ্নিমীলিষ্ব যন্তুরম্‌।
অস্য মেধস্য সোম্যস্য সোভরে প্রেমধ্বরায় পূর্ব্যম্‌ ॥ ২
যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্যম্‌। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্‌ ॥ ৩
ঊর্জো নপাতং সুভগং সুদীদিতিমগ্নিং শ্রেষ্ঠশোচিষম্‌।
স নো মিত্রস্য বরুণস্য সো অপামা সুম্নং যক্ষতে দিবি ॥ ৪
যঃ সমিধা য আহুতী যো বেদেন দদাশ মর্তো অগ্নয়ে। যো নমসা স্বধ্বরঃ ॥ ৫
তস্যেদর্বন্তো রংহয়ন্তু আশবস্তস্য দ্যুম্নিতমং যশঃ।
ন তমংহো দেবকৃতং কুতশ্চন ন মর্ত্যকৃতং নশৎ ॥ ৬
স্বগ্নয়ো বো অগ্নিভিঃ স্যাম সূনো সহস ঊর্জাম্পতে। সুবীরস্ত্বমস্ময়ুঃ ॥ ৭
প্রশংসমানো অতিথির্ন মিত্রিয়োঽগ্নী রথো ন বেদ্যঃ।
ত্বে ক্ষেমাসো অপি সন্তি সাধবস্ত্বং রাজা রয়ীণাম্‌ ॥ ৮
সো অদ্ধা দাশ্বধ্বরোঽগ্নে মর্তঃ সুভগ স প্রশংস্যঃ। স ধীভিরস্তু সনিতা ॥ ৯
যস্য ত্বমূর্ধ্বো অধ্বরায় তিষ্ঠসি ক্ষয়দ্বীরঃ স সাধতে।
সো অর্বদ্ভিঃ সনিতা স বিপন্যুভিঃ স শূরৈঃ সনিতা কৃতম্‌ ॥ ১০
যস্যাগ্নির্বপুর্গৃহে স্তোমং চনো দধীত বিশ্ববার্যঃ।
হব্যা বা বেবিষদ্বিষঃ ॥ ১১
বিপ্রস্য বা স্তুবতঃ সহসো যহো মক্ষূতমস্য রাতিষু।
অবোদেবমুপরিমর্ত্যং কৃধি বসো বিবিদুষো বচঃ ॥ ১২
যো অগ্নিং হব্যদাতিভির্নমোভির্বা সুদক্ষমাবিবাসতি।
গিরা বাজিরশোচিষম্‌ ॥ ১৩
সমিধা যো নিশিতী দাশদদিতিং ধামভিরস্য মর্ত্যঃ।
বিশ্বেৎস ধীভিঃ সুভগো জনাঁ অতি দ্যুম্নৈরুদ্ন ইব তারিষৎ ॥ ১৪

তদগ্নে দ্যুম্নমা ভর যৎসাসহৎসদনে কং চিদত্রিণম্ । মন্যুং জনস্য দূঢ্যঃ ॥ ১৫
যেন চষ্টে বরুণো মিত্রো অর্যমা যেন নাসত্যা ভগঃ ।
বয়ং তত্তে শবসা গাতুবিত্তমা ইন্দ্রত্বোতা বিধেমহি ॥ ১৬
তে ঘেদগ্নে স্বাধ্যো যে ত্বা বিপ্র নিদধিরে নৃচক্ষসম্ ।
বিপ্রাসোদেব সুক্রতুম্ ॥ ১৭
ত ইদ্বেদিং সুভগ ত আহুতিং তে সোতুং চক্রিরে দিবি ।
ত ইদ্বাজেভি র্জিগ্যুর্মহদ্ধনং যে ত্বে কামং ন্যেরিরে ॥ ১৮
ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ ।
ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ১৯
ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব বৃত্রতূর্যে যেনা সমৎসু সাসহঃ ।
অব স্থিরা তনুহি ভূরি শর্ধতাং বনেমা তে অভিষ্টিভিঃ ॥ ২০
ঈলে গিরা মনুর্হিতং যং দেবা দূতমরতিং ন্যেরিরে ।
যজিষ্ঠং হব্যবাহনম্ ॥ ২১
তিগ্মজম্ভায় তরুণায় রাজতে প্রয়ো গায়স্যগ্নয়ে ।
যঃ পিংশতে সূনৃতাভিঃ সুবীর্যমগ্নির্ঘৃতেভিরাহুতঃ ॥ ২২
যদী ঘৃতেভিরাহুত বাশীমগ্নির্ভরত উচ্চাবচ । অসুর ইব নির্ণিজম্ ॥ ২৩
যো হব্যান্যৈরয়তা মনুর্হিতো দেব আসা সুগন্ধিনা ।
বিবাসতে বার্যাণি স্বধ্বরো হোতা দেবো অমর্ত্যঃ ॥ ২৪
যদগ্নে মর্ত্যস্ত্বং স্যামহং মিত্রমহো অমর্ত্যঃ । সহসঃ সূনবাহুত ॥ ২৫
ন ত্বা রাসীয়াভিশস্তয়ে বসো ন পাপত্বায় সন্ত্য ।
ন মে স্তোতামতীবা ন দুর্হিতঃ স্যাদগ্নে ন পাপয়া ॥ ২৬
পিতুর্ন পুত্রঃ সুভৃতো দুরোণ আ দেবাঁ । এতু প্র ণো হবিঃ ॥ ২৭
তবাহমগ্ন ঊতিভির্নেদিষ্ঠাভিঃ সচেয় জোষমা বসো । সদা দেবস্য মর্ত্যঃ ॥ ২৮
তব ক্রত্বা সনেয়ং তব রাতিভিরগ্নে তব প্রশস্তিভিঃ ।
ত্বামিদাহুঃ প্রমতিং বসো মমাগ্নে হর্ষস্ব দাতবে ॥ ২৯
প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তিরতে বাজভর্মভিঃ ।
যস্য ত্বং সখ্যমাবরঃ ॥ ৩০
তব দ্রপ্সো নীলবান্বাশ ঋত্বিয় ইন্ধানঃ সিষ্ণবা দদে ।
ত্বং মহীনামুষসামসি প্রিয়ঃ ক্ষপো বস্তুষু রাজসি ॥ ৩১
ত্বমাগন্ম সোভরয়ঃ সহস্রমুষ্কং স্বভিষ্টিমবসে । সম্রাজ্যং ত্রাসদস্যবম্ ॥ ৩২
যস্য তে অগ্নে অন্যে অগ্নয় উপক্ষিতো বয়া ইব ।
বিপো ন দ্যুম্না নি যুবে জনানাং তব ক্ষত্রাণি বর্ধয়ন্ ॥ ৩৩
যমাদিত্যাসো অদ্রুহঃ পারং নয়থ মর্ত্যম্ । মঘোনাং বিশ্বেষাং সুদানবঃ ॥ ৩৪
যূয়ং রাজানঃ কং চিচ্চর্ষণীসহঃ ক্ষয়ন্তং মানুষাঁ অনু ।
বয়ং তে বো বরুণ মিত্রার্যমন্ত্স্যামেদৃতস্য রথ্যঃ ॥ ৩৫
অদান্মে পৌরুকুৎস্যঃ পঞ্চাশতং ত্রসদস্যুর্বধূনাম্ । মংহিষ্ঠো অর্যঃ সৎপতিঃ ॥ ৩৬
উত মে প্রয়িয়োর্বয়িয়োঃ সুবাস্ত্বা অধি তুগ্বনি ।
তিসৃণাং সপ্ততীনাং শ্যাবঃ প্রণেতা ভুবদ্বসুর্দিয়ানাং পতিঃ ॥ ৩৭

অনুবাদ ঃ ১। হে স্তোতা ! প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব কর, তিনি হব্য স্বর্গে নিয়ে যান, ঋত্বিকগণ স্বামী অগ্নিদেবের নিকট গমন করেন এবং দেবগণকে হব্য প্রদান করেন। ২। হে মেধাবী সোভরি ! বিভূত দানবিশিষ্ট, বিচিত্র দীপ্তিমান সোমসাধ্য এ

এ যজ্ঞের নিয়ন্তা এ পুরাতন অগ্নিকে যাগ করবার জন্য স্তুতি কর। ৩। হে অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে দেব, হোতা, অমর এবং এ যজ্ঞের সুকর্তা—আমরা তোমার ভজনা করি। ৪ অন্নের প্রদানকারী, সুভগ, সুদীপ্তিকারী, উৎকৃষ্ট জ্বালাযুক্ত অগ্নিকে স্তব করি। তিনি আমাদের জন্য দ্যুলোকে মিত্র ও বরুণের সুখ লক্ষ্য করে এবং জলদেবতাগণের সুখার্থে যজ্ঞ করুন। ৫। যে মনুষ্য সমিধ দ্বারা অগ্নির পরিচর্যা করে, যে আহুতিদ্বারা ও বেদদ্বারা পরিচর্যা করে, যে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট হয়ে নমস্কার দ্বারা পরিচর্যা করে। ৬। তারই ব্যাপ্তিশীল অশ্বগণ বেগবান হয়, তারই যশ সর্বাপেক্ষা দীপ্ত হয়, দেবকৃত ও মর্ত্যকৃত পাপ তার নিকট যেতে পারে না। ৭। হে বলের পুত্র! হে অন্নপতি! তোমার অঙ্গভূত অগ্নি সমূহের দ্বারা উত্তমাগ্নিযুক্ত হব। তুমি সুবীর, তুমি আমাদের কামনা কর। ৮। প্রশংসাকারী অতিথির ন্যায় অগ্নি স্তোতাগণের হিতকর, রথের ন্যায় ফলপ্রাপক। হে অগ্নি! তোমাতে উৎকৃষ্ট ক্ষেমসমূহ আছে, তুমি ধনের রাজা। ৯। হে সুভগ অগ্নি! যে মনুষ্য যজ্ঞ করে, সে সত্যফল প্রাপ্ত হোক, সে প্রশংসনীয় হোক, সে স্তোত্রদ্বারা ভজনাশীল হোক। ১০। হে অগ্নি! যার যজ্ঞের জন্য তুমি উর্ধ্ব হয়ে থাক, সে নিবাসশীল বীরযুক্ত হয়ে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে অশ্বের দ্বারা জয় ভোগ করে, সে প্রশংসনীয় হোক, সে মেধাবী ও বীরগণের সাথে মিলিত হয়। ১১। বিশ্বের বরণীয়, রূপবান অগ্নি যার গৃহে স্তোত্র এবং অন্ন ধারণ করেন তার হব্য দেবগণে ব্যাপ্ত হয়। ১২। হে বলের পুত্র বসু অগ্নি! মেধাবী অথবা স্তোতার হব্য দানে ত্বরাবান অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য দেবগণের নিম্নে এবং মর্তগণের উপরি ব্যাপ্ত কর। ১৩। যে হব্য দান ও নমস্কারের দ্বারা শোভন বলযুক্ত অগ্নির পরিচর্যা করে অথবা স্তুতিদ্বারা ক্ষিপ্রগামী তেজবিশিষ্ট অগ্নির পরিচর্যা করে, সে সমৃদ্ধ হয়। ১৪। যে মনুষ্য এ অগ্নির অবয়বের সাথে অখণ্ডনীয় অগ্নিকে সমিধের দ্বারা পরিচর্যা করে, সে কর্মের দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়ে দ্যোতমান অন্নদ্বারা জলের ন্যায় সমস্ত লোককে অতিক্রম করে। ১৫। হে অগ্নি! যে ধন গৃহে রাক্ষসদের অভিভূত করে এবং পাপবুদ্ধি ব্যক্তির ক্রোধ অভিভূত করে, সে ধন আহরণ কর। ১৬। যে অগ্নির তেজের দ্বারা বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আলোক দান করেন, নাসত্যদ্বয় এবং ভগ যার দ্বারা আলোক দান করেন, আমরা বলের দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক স্তোত্রজ্ঞ হয়ে এবং ইন্দ্রকর্তৃক রক্ষিত হয়ে, হে অগ্নি! তোমার সে তেজের পরিচর্যা করি। ১৭। হে মেধাবী দ্যুতিমান অগ্নি! যে মেধাবিগণ মনুষ্যদের সাক্ষিস্বরূপ সুন্দরকর্মযুক্ত অগ্নিকে ধারণ করে, তারাই উৎকৃষ্ট ধ্যানযুক্ত হয়। ১৮। হে সুভগ! তারাই তোমার জন্য বেদী প্রস্তুত করে, আহুতি প্রদান করে দ্যুতিমান দিনে অভিষবার্থে উদ্যোগ করে, তারাই বলের দ্বারা প্রভূত ধন লাভ করে, তারাই তোমাতে অভিলাষ প্রাপ্ত হয়। ১৯। আহূত অগ্নি আমাদের কল্যাণকর হোন। হে সুভগ অগ্নি! তোমার দান আমাদের কল্যাণকর হোক। যজ্ঞ কল্যাণকর হোক, স্তুতি কল্যাণকর হোক। ২০। হে অগ্নি! সংগ্রামে মন কল্যাণকর কর, তুমি এ মনের দ্বারা সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত কর, অভিভবকারী শত্রুদের প্রভূত ও স্থির বল পরাজিত কর, আমরা অভিগমনসাধন হব্যের দ্বারা তোমার ভজনা করব। ২১। আমরা স্তুতিদ্বারা মনুকর্তৃক আহিত অগ্নিকে পূজা করি, তিনি সর্বাপেক্ষা যজ্ঞকারী, হব্যবাহন, ঈশ্বর ও দূতরূপে দেবগণকর্তৃক প্রেরিত হন। ২২। তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট, নিত্যতরুণ, শোভমান অগ্নির উদ্দেশে হে স্তোতা! অন্নবিষয়ে গান কর। অগ্নি সুনৃত বাক্যদ্বারা স্তুত ও ঘৃতদ্বারা আহূত হয়ে স্তোতাকে শোভন বীর্যদান করে। ২৩। ঘৃতের দ্বারা আহূত অগ্নি যখন উর্ধ্বে এবং নিম্নে শব্দ সম্পাদন করেন, তখন

অসুর (১) সূর্যের ন্যায় আপনার রূপ প্রকাশ করেন। ২৪। যে মনুকর্তৃক আহিত দ্যোতমান অগ্নি সুগন্ধি মুখের দ্বারা হব্য প্রেরণ করেন, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, দেবহোতা, দীপ্তিমান, মরণরহিত সে অগ্নি ধনের পরিচর্যা করেন। ২৫। হে বলের পুত্র, আহূত, অনুকূলদীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! আমি (২) মর্ত্য, আমি যেন তুমি হতে পারি। ২৬। হে বসু! তোমাকে মিথ্যাপবাদের জন্য তিরস্কার করব না, হে সত্য! তোমায় পাপের জন্য তিরস্কার করব না। আমার স্তোতা অনভিমত বচনদ্বারা তোমার প্রতি আক্রোশ করবে না। দুর্বুদ্ধি-শত্রু যেন আমাদের না হয়, সে যেন পাপ বুদ্ধিদ্বারা আমাদের বাধা দিতে না পারে। ২৭। পুত্র পিতার উদ্দেশে যেরূপ করে, আমাদের পোষক অগ্নি যজ্ঞগৃহে দেবগণের উদ্দেশে সেরূপ আমাদের হব্য প্রেরণ করেন। ২৮। হে বসু! তোমার নিকটবর্তী রক্ষাদ্বারা, আমি মর্ত্য, আমি যেন সর্বদা প্রীতি সেবা করতে পারি। ২৯। হে অগ্নি! তোমার পরিচর্যাদ্বারা তোমার ভজনা করব, তোমার হব্যদানদ্বারা ও তোমার প্রশংসাদ্বারা তোমার ভজনা করব, হে বসু! তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধি, তুমিই আমার রক্ষক। হে অগ্নি! দানার্থে হৃষ্ট হও। ৩০। হে অগ্নি! তুমি যার সখ্য গ্রহণ কর, তোমার বীরযুক্ত এবং অন্নপূর্ণ রক্ষাদ্বারা সে প্রবর্ধিত হয়। ৩১। হে সোমসিক্ত, দ্রবণবান, নীড়বান, কমনীয়, ঋতুজাত দীপ্ত অগ্নি! তোমার জন্য সোম গৃহীত হচ্ছে, তুমি মহতী ঊষাসমূহের প্রিয়, রাত্রিকালের বস্তুতে প্রকাশিত হও। ৩২। সোভরিগণ রক্ষার্থে অগ্নির নিকট যাচ্ছে, তিনি সহস্র তেজোবিশিষ্ট, সম্রাট এবং ত্রসদস্যুর স্তুত ও সুন্দররূপে আসেন। ৩৩। হে অগ্নি! অন্য অগ্নি-সকল তোমার শাখাসদৃশ নিকটে থাকে মনুষ্যগণের মধ্যে আমি তোমার বল স্তুতিদ্বারা বর্ধিত করে অন্য স্তোতার ন্যায় দ্যোতমান অন্ন প্রাপ্ত হব। ৩৪। হে দ্রোহরহিত, উত্তম দানবিশিষ্ট আদিত্যগণ! সমস্ত হবিষ্মানগণের মধ্যে যাকে পারে নিয়ে যাও, সে ফল লাভ করে। ৩৫। হে শোভমান, শত্রুগণের অভিভবিতা আদিত্যগণ! তোমরা মনুষ্যদের বিনাশকর শত্রুবর্গকে অভিভূত কর। হে বরুণ! হে মিত্র! হে অর্যমা! সে আমরা তোমাদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞের নেতা হব। ৩৬। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু আমাকে পঞ্চাশ জন বধূ প্রদান করেছেন; তিনি দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর্য এবং সৎপতি। ৩৭। সুনিবাসবিশিষ্ট নদীর ঘাটে, শ্যামবর্ণদের নেতা, পূজনীয় ধনদানার্হ ২১০ সংখ্যক গোসমূহের পতি ত্রসদস্যু, অন্ন ও ধন দান করেছিলেন (৩)।

টীকা ঃ ১। অষ্টম মণ্ডলের অসুর শব্দ আট বার ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ ১৯ সূক্তের ২৩ ঋকে সূর্য সম্বন্ধে। ২০ সূক্তের ১৭ ঋকে মেঘ বা বলবান সম্বন্ধে, ২৫ সূক্তের ৪ ঋকে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ২৭ সূক্তের ২০ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ৪২ সূক্তের ১ ঋকে বরুণ সম্বন্ধে, ৯০ সূক্তের ৬ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ৯৬ সূক্তের ৯ ঋকে বলবান শত্রু সম্বন্ধে, ৯৭ সূক্তের ১ ঋকে বলবান শত্রু সম্বন্ধে, অতএব শেষের দুটি স্থান ভিন্ন আর স্থানেই অসুর শব্দ দেবগণের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ২। মূলে 'যৎ অগ্নে মর্ত্ত্যঃ ত্বং স্যাং অহং' আছে। মর্ত্য মনুষ্য অমর অগ্নির ন্যায় হবার অভিলাষ করছেন। ২১ ও ২৪ ঋক হতে প্রকাশ হয়, যে মনু অগ্নিপূজার একজন অনুষ্ঠান কর্তা। ৩। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুরাজা শ্যামবর্ণ লোকের নেতা। এ শ্যামবর্ণ লোক কারা?

২০ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা । সোভরি ঋষি । প্রাগাথ, সতো বিরাট্ ছন্দ ।

আ গন্তা মা রিষণ্যত প্রস্থাবানো মাপ স্থাতা সমন্যবঃ । স্থিরা চিন্নময়িষ্ণবঃ ॥ ১
বীলুপবিভির্মরুত ঋভুক্ষণ আ রুদ্রাসঃ সুদীতিভিঃ ।
ইষা নো অদ্যা গতা পুরুস্পৃহো যজ্ঞমা সোভরীয়বঃ ॥ ২
বিদ্মা হি রুদ্রিয়াণাং শুষ্মমুগ্রং মরুতাং শিমীবতাম্ ।
বিষ্ণোরেষস্য মীল্হুষাম্ ॥ ৩
বি দ্বীপানি পাপতন্ তিষ্ঠদ্ দুচ্ছুনোভে যুজন্ত রোদসী ।
প্র ধন্বান্যৈরত শুভ্রখাদয়ো যদেজথ স্বভানবঃ ॥ ৪
অচ্যুতা চিদ্বো অজ্মন্না নানদতি পর্বতাসো বনস্পতিঃ । ভূমির্যামেষু রেজতে ॥ ৫
অমায় বো মরুতো যাতবে দ্যৌর্জিহীত উত্তরা বৃহৎ ।
যত্রা নরো দেদিশতে তনূষ্বা ত্বক্ষাংসি বাহ্বোজসঃ ॥ ৬
স্বধামনু শ্রিয়ং নরো মহি ত্বেষা অমবন্তো বৃষপ্সবঃ । বহন্তে অহ্রুতপ্সবঃ ॥ ৭
গোভির্বাণো অজ্যতে সোভরীণাং রথে কোশে হিরণ্যয়ে ।
গোবন্ধবঃ সুজাতাস ইষে ভুজে মহান্তো নঃ স্পরসে নু ॥ ৮
প্রতি বো বৃষদঞ্জয়ো বৃষ্ণে শর্ধায় মারুতায় ভরধ্বম্ । হব্যা বৃষপ্রযাব্ণে ॥ ৯
বৃষণশ্বেন মরুতো বৃষপ্সুনা রথেন বৃষনাভিনা ।
আ শ্যেনাসো ন পক্ষিণো বৃথা নরো হব্যা নো বীতয়ে গত ॥ ১০
সমানমঞ্জ্যেষাং বি ভ্রাজন্তে রুক্মাসো অধি বাহুষু । দবিদ্যুতত্যৃষ্টয়ঃ ॥ ১১
ত উগ্রাসো বৃষণ উগ্রবাহবো নকিষ্টনূষু যেতিরে ।
স্থিরা ধন্বান্যায়ুধা রথেষু বোঽনীকেষ্বধি শ্রিয়ঃ ॥ ১২
যেষামর্ণো ন সপ্রথো নাম ত্বেষং শশ্বতামেকমিদ্ ভুজে । বয়ো ন পিত্র্যং সহঃ ॥১৩
তান্ বন্দস্ব মরুতস্তাঁ উপ স্তুহি তেষাং হি ধুনীনাম্ ।
অরাণাং ন চরমস্তদেষাং দানা মহ্না তদেষাম্ ॥ ১৪
সুভগঃ স ব ঊতিষ্বাস পূর্বাসু মরুতো ব্যুষ্টিষু । যো বা নূনমুতাসতি ॥ ১৫
যস্য বা যূয়ং প্রতি বাজিনো নর আ হব্যা বীতয়ে গথ ।
অভি ষ দ্যুম্নৈরুত বাজসাতিভিঃ সুম্না বো ধূতয়ো নশৎ ॥ ১৬
যথা রুদ্রস্য সূনবো দিবো বশন্ত্যসুরস্য বেধসঃ । যুবানস্তথেদসৎ ॥ ১৭
যে চার্হন্তি মরুতঃ সুদানবঃ স্মন্মীল্হুষশ্চরন্তি যে ।
অতশ্চিদা ন উপ বস্যসা হৃদা যুবান আ ববৃধ্বম্ ॥ ১৮
যূন ঊ ষু নবিষ্ঠয়া বৃষ্ণঃ পাবকাঁ অভি সোভরে গিরা । গায় গা ইব চর্কৃষৎ ॥ ১৯
সাহা যে সন্তি মুষ্টিহেব হব্যো বিশ্বাসু পৃৎসু হোতৃষু ।
বৃষ্ণশ্চন্দ্রান্ন সুশ্রবস্তমান্ গিরা বন্দস্ব মরুতো অহ ॥ ২০
গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ । রিহতে ককুভো মিথঃ ॥ ২১
মর্তশ্চিদ্বো নৃতবো রুক্মবক্ষস উপ ভ্রাতৃত্বমায়তি ।
অধি নো গাত মরুতঃ সদা হি ব আপিত্বমস্তি নিধ্রুবি ॥ ২২
মরুতো মারুতস্য ন আ ভেষজস্য বহতা সুদানবঃ ।
যূয়ং সখায়ঃ সপ্তয়ঃ ॥ ২৩
যাভিঃ সিন্ধুমবথ যাভিস্তূর্বথ যাভির্দশস্যথা ক্রিবিম্ ।
ময়ো নো ভূতোতিভির্ময়োভুবঃ শিবাভিরসচদ্বিষঃ ॥ ২৪
যৎ সিন্ধৌ যদসিক্ন্যাং যৎ সমুদ্রেষু মরুতঃ সুবর্হিষঃ ।
যৎ পর্বতেষু ভেষজম্ ॥ ২৫

বিশ্বং পশ্যন্তো বিভৃথা তনূষ্বা তেনা নো অধি বোচত।
ক্ষমা রপো মরুত আতুরস্য ন ইষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ॥ ২৬

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রস্থানশীল মরুৎগণ! তোমরা এস, হিংসা করো না, তোমরা সমান ক্রোধবিশিষ্ট হয়ে দৃঢ় পর্বতকেও কম্পিত কর, আমাদের অন্যত্র থেকো না। ২। হে দীপ্তনিবাসযুক্ত রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! সুন্দর দীপ্তিযুক্ত দৃঢ় নেমিযুক্ত রথে এস। হে সকলের স্পৃহণীয়গণ! তোমরা সোভরিকে কামনা করে অন্নের সাথে অদ্য আমাদের যজ্ঞে এস। ৩। কর্মবান ও বিষ্ণু ও অভিলষণীয় জলের সেক্তা রুদ্রপুত্র মরুৎগণের উগ্র বল জানি। ৪। হে সুন্দর আয়ুধযুক্ত দীপ্তিযুক্তগণ! তোমরা যখন কম্পিত কর তখন দ্বীপসকল পতিত হয়, স্থাবর পদার্থ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হয়, গমনশীল জল প্রগত হয়। ৫। হে মরুৎগণ! তোমরা গমন করলে অচ্যুত মেঘ ও বৃক্ষাদি অত্যন্ত শব্দ করে, পৃথিবী কম্পিত হয়। ৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের দলের গমনার্থে দ্যুলোক বৃহৎ অন্তরিক্ষ ত্যাগ করে ঊর্ধ্বগত হয়েছেন। বহুবলযুক্ত নেতা মরুৎগণ দীপ্ত আভরণ আপন শরীরে ধারণ করছেন। ৭। দীপ্ত বলবান, বর্ষণরূপ ও অকুটিলরূপ নেতা মরুৎগণ অন্নের উদ্দেশে মহাশোভা ধারণ করছেন। ৮। সোভরি ঋষিগণের শব্দদ্বারা হিরণ্ময় রথের মধ্যদেশে মরুৎগণের বাণ ব্যক্ত হচ্ছে। গোমাতৃক সুজন্মা, মহানুভব মরুৎগণ আমাদের অন্ন ভোগ ও প্রীতিপ্রদ হোন। ৯। হে সোমবর্ষী অধ্বর্যুগণ! বৃষ্টিপ্রদ মরুৎগণের বলার্থে হব্য আহরণ কর। ঐ বলদ্বারা তাঁরা সেক্তা ও প্রকৃষ্ট গমনযুক্ত হন। ১০। নেতা মরুৎগণ সেচনসমর্থ অশ্বযুক্ত বৃষ্টিপ্রদরূপযুক্ত বৃষ্টিপ্রদ নাভিযুক্ত রথে হব্যের নিকট অনায়াসে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় আগমন করুন। ১১। মরুৎগণের অভিব্যঞ্জক আভরণ একরূপই। দীপ্যমান সুবর্ণময় হার শোভা পাচ্ছে। বাহুর উপরি ভাগে আয়ুধ সকল অত্যন্ত দ্যুতিলাভ করছে। ১২। উগ্র বৃষ্টিপ্রদ, উগ্রবাহুযুক্ত মরুৎগণ আপনার শরীরে যত্ন করেন না। হে মরুৎগণ! তোমাদের রথে ধনু সকল ও আয়ুধ সকল স্থির এবং দৃঢ় হয়েছে, অতএব সেনামুখে তোমাদেরই জয় হয়। ১৩। উদকের ন্যায় সর্বত্রবিস্তীর্ণ দীপ্ত বহুসংখ্যক মরুতের নাম এক হয়েই পৈতৃক দীর্ঘস্থায়ী অন্নের ন্যায় ভোগার্থে পর্যাপ্ত হয়। ১৪। তাদের বন্দনা কর, মরুৎগণের উদ্দেশে স্তুতি কর। আমরা আর্য স্বামীর হীন সেবকের ন্যায় কম্পোৎপাদক মরুৎগণের হীন সেবক, তাঁদের দান মহত্ত্বযুক্ত। ১৫। হে মরুৎগণ! তোমাদের রক্ষা লাভ করে স্তোতা অতীত দিবসসমূহে সুভগ হয়েছে, যে স্তোতা, সে অবশ্য তোমাদেরই হয়। ১৬। হে নেতাগণ! তোমরা হব্যভক্ষণার্থে যে হবিষ্মান ব্যক্তির হব্যের নিকট গমন কর, হে কম্পোৎপাদক! মরুৎগণে দ্যুতিমান অন্ন এবং অন্ন-সম্ভোগ দ্বারা তোমাদের দেয় সুখ তাদের চারদিকে ব্যাপ্ত হয়। ১৭। রুদ্রের পুত্র অসুরের বিধাতা (১), নিত্য তরুণ মরুৎগণ অন্তরিক্ষ হতে এসে যাতে আমাদের কামনা করেন, এ স্তোত্র সেরূপ হোক। ১৮। যে সুন্দর দানবিশিষ্ট যজমান মরুৎগণকে পূজা করে, যারা সেক্তাগণকে হব্যদ্বারা পূজা করে, আমরা এ উভয় প্রকারের লোকের সদৃশ, আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত ধনপ্রদ মনে এসে মিলিত হও। ১৯। হে সোভরি! নিত্যতরুণ, অত্যন্ত বৃষ্টিপ্রদ, পাবক মরুৎগণকে অত্যন্ত নূতন বাক্যদ্বারা সুন্দররূপে, কৃষকগণ যেরূপ, বলীবর্দের স্তব করে, সেরূপ স্তব কর। ২০। সমস্ত যুদ্ধে যোদ্ধাগণ আহ্বান করলে মরুৎগণ অভিভবকর হয়। আহ্বানযোগ্য মল্লের ন্যায় সম্প্রতি আহ্লাদকর, বৃষ্টিপ্রদ, অত্যন্ত যশস্বী মরুৎগণকে আমরা বাক্যদ্বারা বন্দনা করি। ২১। হে সমান ক্রোধশীল মরুৎগণ! গোসমূহ

একজাতি বলে সমান বন্ধুযুক্ত হয়ে চারদিকে পরস্পর লেহন করছে। ২২। হে নৃত্যকারী, বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বল আভরণযুক্ত মরুৎগণ ! মানুষ্যও তোমাদের সখ্য উদ্দেশে গমন করছে। অতএব আমাদের পক্ষ হয়ে কথা কও। সর্বদা ধারণীয় যজ্ঞে তোমাদের বন্ধুত্ব সর্বদাই আছে। ২৩। হে সুন্দর, দানশীল, গমনশীল সখা মরুৎগণ ! তোমাদের ঔষধ আন। ২৪। হে মরুৎগণ ! যা দিয়ে সমুদ্রকে রক্ষা কর, যা দিয়ে যজমানের শত্রুকে হিংসা কর, যা দিয়ে তৃষ্ণজকে কৃপা প্রদান করেছিলে, হে সুখোৎপাদক শত্রুরহিতগণ ! সে কল্যাণকর সর্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা আমাদের সুখ উৎপাদন কর। ২৫। হে সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ ! সিন্ধুনদে, অসিক্নীতে (২), সমুদ্রে ও পর্বতে যে ঔষধ আছে। ২৬। তোমরা সে সকল ঔষধ জেনে আমাদের শরীরার্থে আন। তা দিয়ে আমাদের চিকিৎসা কর। হে মরুৎগণ ! আমাদের মধ্যে যাতে রোগীর রোগ শান্তি হয়, সেরূপে বাধাপ্রাপ্ত অঙ্গ পূর্ণ কর।

টীকাঃ ১। সায়ণাচার্য এ স্থলে অসুর শব্দে মেঘ অর্থ করেছেন। প্রকৃত অর্থ বলবান। ২। অর্থে কৃষ্ণবর্ণা নদী। আধুনিক চিনাব নদী। ১০।৭৫।৫ টীকা দেখুন।

২১ সূক্ত ॥ শেষ দুটি ঋকের চিত্র রাজার দান দেবতা, অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র সোভরি ঋষি। প্রাগাথ, ককুপ্ ছন্দ।

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিদ্ ভরন্তোঽবস্যবঃ। বাজে চিত্রং হবামহে ॥ ১
উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবো-গ্রশ্চক্রাম যো ধৃষৎ।
ত্বামিদ্ধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ ২
আ যাহীম ইন্দবোঽশ্বপতে গোপত উর্বরাপতে। সোমং সোমপতে পিব ॥ ৩
বয়ং হি ত্বা বন্ধুমন্তমবন্ধবো বিপ্রাস ইন্দ্র যেমিম।
যা তে ধামানি বৃষভ তেভিরা গহি বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে ॥ ৪
সীদন্তস্তে বয়ো যথা গোশ্রীতে মধৌ মদিরে বিবক্ষণে। অভি ত্বামিন্দ্র নোনুমঃ ॥ ৫
অচ্ছা চ ত্বৈনা নমসা বদামসি কিং মুহুশ্চিদ্বি দীধয়ঃ।
সন্তি কামাসো হরিবো দদিষ্টং স্মো বয়ং সন্তি নো ধিয়ঃ ॥ ৬
নূত্না ইদিন্দ্র তে বয়মূতী অভূম নহি নূ তে অদ্রিবঃ। বিদ্মা পুরা পরীণসঃ ॥ ৭
বিদ্মা সখিত্বমুত শূর ভোজ্য মা তে তা বজ্রিন্নীমহে।
উতো সমস্মিন্না শিশীহি নো বসো বাজে সুশিপ্র গোমতি ॥ ৮
যো ন ইদমিদং পুরা প্র বস্য আনিনায় তমু বঃ স্তুষে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৯
হর্যশ্বং সৎপতিং চর্ষণীসহং স হি ষ্মা যো অমন্দত।
আ তু নঃ স বয়তি গব্যমশ্ব্যং স্তোতৃভ্যো মঘবা শতম্ ॥ ১০
ত্বয়া হ স্বিদ্ যুজা বয়ং প্রতি শ্বসন্তং বৃষভ ব্রুবীমহি। সংস্থে জনস্য গোমতঃ ॥ ১১
জয়েম কারে পুরুহূত কারিণোঽভি তিষ্ঠেম দূঢ্যঃ।
নৃভির্বৃত্রং হন্যাম শূশুয়াম চাঽবেরিন্দ্র প্র ণো ধিয়ঃ ॥ ১২
অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি। যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥ ১৩
নকী রেবন্তং সখ্যায় বিন্দসে পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ।
যদা কৃণোষি নদনুং সমূহস্যাদিৎ পিতেব হূয়সে ॥ ১৪
মা তে অমাজুরো যথা মূরাস ইন্দ্র সখ্যে ত্বাবতঃ। নি ষদাম সচা সুতে ॥ ১৫
মা তে গোদত্র নিররাম রাধস ইন্দ্র মা তে গৃহামহি।
দৃলহা চিদর্যঃ প্র মৃশাভ্যা ভর ন তে দামান আদভে ॥ ১৬

ইন্দ্রো বা ঘেদিয়ন্মঘং সরস্বতী বা সুভগা দদির্বসু। ত্বং বা চিত্র দাশুষে ॥ ১৭
চিত্র ইদ্রাজা রাজকা ইদন্যকে যকে সরস্বতীমনু।
পর্জন্য ইব ততনদ্ধি বৃষ্ট্যা সহস্রমযুতা দদৎ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ　১। হে অপূর্ব ইন্দ্র! আমরা তোমাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ করে রক্ষা লাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমার আহ্বান করছি। তুমি নানা রূপধারী। ২। হে ইন্দ্র! যজ্ঞ রক্ষার্থে তোমার নিকট যাচ্ছি। এ ইন্দ্র শত্রুদের অভিভবকর, তিনি যুবা এবং উগ্র, তিনি আমাদের অভিমুখে আসুন। আমরা সখা, হে ইন্দ্র! তুমি ভজনীয় ও রক্ষাকারী, আমরা তোমাকেই বরণ করছি। ৩। হে অশ্বপতি, গোপতি, উর্বরাপতি, সোমপতি ইন্দ্র! এস। এ সকল সোম তোমারই, তুমি পান কর। ৪। আমরা বন্ধুরহিত মেধাবী, তুমি বন্ধুমান, তোমারই সঙ্গে বন্ধুতা করব। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তোমার যে তেজ আছে, সে সমস্ত তেজের সাথে সোম-পানার্থে এস। ৫। হে ইন্দ্র! গব্যমিশ্রিত মদকর স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ তোমার সোমে পক্ষীসমূহের ন্যায় নিষণ্ণ হয়ে আমরা তোমারই স্তব করছি। ৬। হে ইন্দ্র! এ স্তোত্রের সাথে তোমার অভিমুখে তোমারই স্তব করব। তুমি কেন বার বার চিন্তা করছ? হে হরিযুক্ত ইন্দ্র! আমাদের অভিলাষ আছে, তুমি দাতা, আমাদের কর্ম তোমারই নিকটে আছে। ৭। হে ইন্দ্র! তোমার রক্ষা লাভ করে আমরা নূতন হব। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! পূর্বে জানতাম না যে, তুমি মহান। সম্প্রতি জেনেছি। ৮। হে শূর ইন্দ্র। আমরা তোমার সখিত্ব জেনেছি, তোমার ভোজ্য জেনেছি। হে বজ্রবান ইন্দ্র! তোমার সখ্য ও ধন যাচ্ঞা করছি। হে বাসপ্রদ, সুন্দর হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! গোযুক্ত সমস্ত অন্নে আমাদের তীক্ষ্ণ কর। ৯। হে সখাগণ! যে ইন্দ্র পূর্বকালে এ প্রশস্ত ধন আমাদের এনে দিয়েছিলেন, তোমাদের রক্ষার্থে তাঁকেই স্তব করছি। ১০। হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত, সাধুগণের পালক, শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে যে কেউ আনন্দিত হয়, সে স্তব করে। মঘবা ইন্দ্র তাঁর স্তোতা বলে আমাদের শত গোসমূহ ও অশ্বসমূহ এনে দিন। ১১। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তোমাকে সহায় করে গোবিশিষ্ট লোকদের সাথে যুদ্ধে অতি ক্রোধান্বিত শত্রুকে নিরাকৃত করব। ১২। হে পুরুহূত ইন্দ্র! আমাদের হিংসাকারিগণকে যুদ্ধে জয় করব। পাপবুদ্ধি লোককে পরাভূত করব। মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করব। কর্ম বর্ধিত করব। হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম সকল রক্ষা কর। ১৩। হে ইন্দ্র! তুমি জন্মাবধি শত্রুরহিত ও বহুকাল হতে বন্ধুরহিত। তুমি যে বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর, সে কেবল যুদ্ধদ্বারা লাভ করে থাক। ১৪। হে ইন্দ্র! ধনবান মানবকে বন্ধুতার জন্য কেন আশ্রয় কর না? সুরাপ্রমত্ত ব্যক্তি তোমার হিংসা করে। যখন মনুষ্যের কার্পণ্য দূর কর, তখনই সে পিতার ন্যায় তোমায় আহ্বান করে। ১৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার মত দেবতার বন্ধুত্বে বঞ্চিত হয়ে সোমাভিষবশূন্য যেন না হই। সোম অভিষুত হলে একত্রে উপবেশন করব। ১৬। হে গোপ্রদ ইন্দ্র! আমরা তোমার। আমরা যেন কখনো ধন-শূন্য না হই। অন্যের কাছে যেন গ্রহণ করতে না হয়। তুমি স্বামী, তুমি দৃঢ় ধন আমাদের নিকট স্থাপন কর। তোমার দান কেউই হিংসা করতে পারে না। ১৭। আমি হব্যদায়ী। ইন্দ্র কি আমার এ ধন দিয়েছেন? সৌভাগ্যবতী সরস্বতী কি দিয়েছেন? অথবা হে চিত্র! তুমিই দিয়েছ? (১) ১৮। অন্য যে রাজা সরস্বতী-তীরে বাস করে, মেঘ বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবীকে যেরূপ প্রীত করে, সেরূপ চিত্র রাজাই সহস্র এবং অযুত ধনদানদ্বারা তাদের প্রীত করেন।

টীকা ঃ ১। চিত্র নামক রাজা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করেছিলেন। সোভরি তাঁর যজ্ঞে বহুধন লাভ করে এ দুটি ঋকের দ্বারা তাঁর দানের স্তুতি করেছিলেন। সায়ণ।

২২ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বের পুত্র সোভরি ঋষি। প্রাগাথ, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, প্রাগাথ, ককুপ্, মধ্যেজ্যোতি ছন্দ।

ও ত্যমহ্ব আ রথমদ্যা দংসিষ্ঠমূতয়ে।
যমশ্বিনা সুহবা রুদ্রবর্তনী সূর্যায়ৈ তস্থথুঃ ॥ ১
পূর্বাপুষং সুহবং পুরুস্পৃহং ভুজ্যুং বাজেষু পূর্ব্যম্।
সচনাবন্তং সুমতিভিঃ সোভরে বিদ্বেষসমনেহসম্ ॥ ২
ইহ ত্যা পুরুভূতমা দেবা নমোভিরশ্বিনা।
অর্বাচীনা স্ববসে করামহে গন্তারা দাশুষো গৃহম্ ॥ ৩
যুবো রথস্য পরি চক্রমীয়ত ঈর্মান্যদ্ বামিষণ্যতি।
অস্মাঁ অচ্ছা সুমতির্বাং শুভস্পতী আ ধেনুরিব ধাবতু ॥ ৪
রথো যো বাং ত্রিবন্ধুরো হিরণ্যাভীশুরশ্বিনা।
পরি দ্যাবাপৃথিবী ভূষতি শ্রুতস্তেন নাসত্যা গতম্ ॥ ৫
দশস্যন্তা মনবে পূর্ব্যং দিবি যবং বৃকেণ কর্ষথঃ।
তা বামদ্য সুমতিভিঃ শুভস্পতী অশ্বিনা প্র স্তুবীমহি ॥ ৬
উপ নো বাজিনীবসূ যাতমৃতস্য পথিভিঃ।
যেভিস্তৃক্ষিং বৃষণা ত্রাসদস্যবং মহে ক্ষত্রায় জিন্বথঃ ॥ ৭
অয়ং বামদ্রিভিঃ সুতঃ সোমো নরা বৃষণ্বসূ।
আ যাতং সোমপীতয়ে পিবতং দাশুষো গৃহে ॥ ৮
আ হি রুহতমশ্বিনা রথে কোশে হিরণ্যয়ে বৃষণ্বসূ। যুঞ্জাথাং পীবরীরিষঃ ॥ ৯
যাভিঃ পক্থমবথো যাভিরধ্রিগুং যাভির্বভ্রুং বিজোষসম্।
তাভির্নো মক্ষূ তূযমশ্বিনা গতং ভিষজ্যতং যদাতুরম্ ॥ ১০
যদধ্রিগাবো অধ্রিগূ ইদা চিদহ্নো অশ্বিনা হবামহে। বয়ং গীর্ভির্বিপন্যবঃ ॥ ১১
তাভিরা যাতং বৃষণোপ মে হবং বিশ্বপ্সুং বিশ্ববার্যম্।
ইষা মংহিষ্ঠা পুরুভূতমা নরা যাভিঃ ক্রিবিং বাবৃধুস্তাভিরা গতম্ ॥ ১২
তাবিদা চিদহানাং তাবশ্বিনা বন্দমান উপ ব্রুবে। তা উ নমোভিরীমহে ॥ ১৩
তাবিদ্দোষা তা উষসি শুভস্পতী তা যামন্ রুদ্রবর্তনী।
মা নো মর্তায় রিপবে বাজিনীবসূ পরো রুদ্রাবতি খ্যতম্ ॥ ১৪
আ সুগ্ম্যায় সুগ্ম্যং প্রাতা রথেনাশ্বিনা বা সক্ষণী। হুবে পিতেব সোভরী ॥ ১৫
মনোজবসা বৃষণা মদচ্যুতা মক্ষুঙ্গমাভিরূতিভিঃ।
আরাত্তাচ্চিদ্ ভূতমস্মে অবসে পূর্বীভিঃ পুরুভোজসা ॥ ১৬
আ নো অশ্বাবদশ্বিনা বর্তির্যাসিষ্টং মধুপাতমা নরা। গোমদ্ দস্রা হিরণ্যবৎ ॥ ১৭
সুপ্রাবর্গং সুবীর্যং সুষ্ঠু বার্যমনাধৃষ্টং রক্ষস্বিনা।
অস্মিন্না বামায়ানে বাজিনীবসূ বিশ্বা বামানি ধীমহি ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুন্দর আহ্বানযুক্ত ও রুদ্রবর্ত্মা, তোমরা সূর্যের জন্য যে রথে আরোহণ করেছিলে, অদ্য রক্ষার্থে সে দর্শনীয় রথ আহ্বান করছি। ২। হে সোভরি! কল্যাণকর স্তুতিদ্বারা এ রথকে প্রসন্ন কর। এ প্রাচীনগণের পোষক, সুন্দর আহ্বানযুক্ত ও সকলের স্পৃহণীয়। এ সকলের রক্ষক, যুদ্ধে অগ্রগামী, সকলের পূজনীয়, শত্রুগণের দ্বেষকারী ও উপদ্রবরহিত। ৩। শত্রুদের অত্যন্ত পরাভবকারী, দ্যুতিবিশিষ্ট ও হব্যদায়ীর গৃহগামী, হে

অশ্বিদ্বয় ! এ কর্ম রক্ষার্থে নমস্কারদ্বারা তোমাদের আমাদের অভিমুখ করব। ৪। তোমাদের রথের এক চক্র স্বর্গে গমন করে। অন্য চক্র তোমাদের সাথে গমন করে। তোমরা সকল কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে থাক। হে জলপতিদ্বয় ! তোমাদের কল্যাণকর বুদ্ধি ধেনুর ন্যায় আমাদের অভিমুখে আসুক। ৫। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের রথে তিনটি বন্ধুর আছে, তার বল্গা সুবর্ণনির্মিত। তা প্রসিদ্ধ হয়ে দ্যাবাপৃথিবীকে পরিভব করে। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা পূর্বোক্ত রথে এস। ৬। হে অশ্বিদ্বয় ! পুরাতন দ্যুলোকস্থিত জল মনুকে প্রদান করে তোমরা লাঙ্গলদ্বারা যব কর্ষণ করেছ (১)। হে জলপতি অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের অদ্য সুন্দর স্তুতিদ্বারা স্তব করছি। ৭। হে অন্নধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! যজ্ঞের পথে আমাদের নিকটে এস। হে অভিলাষপ্রদ দেবদ্বয় ! এ পথে ত্রসদস্যুর পুত্র তৃক্ষিকে প্রভূত ধনদানদ্বারা তৃপ্ত করেছিলে। ৮। হে নেতা অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের জন্য প্রস্তরদ্বারা এ সোম অভিষুত হয়েছে, সোম পানার্থে এস, হব্যদাতার গৃহে পান কর। ৯। হে অভিলাষপ্রদ ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! তোমরা হিরণ্ময় আয়ুধের আধাররূপ রথে আরোহণ কর। ১০। হে অশ্বিদ্বয় ! যা দিয়ে পক্‌থকে রক্ষা করেছিলে, যা দিয়ে অধ্রিগুকে রক্ষা করেছিলে, যা দিয়ে বভ্রু রাজাকে সোমপানে প্রীত করেছিলে, সে সমস্ত রক্ষার সাথে শীঘ্র ও সত্বর আমাদের নিকট এস। আর আতুরের চিকিৎসা কর। ১১। আমরা মেধাবী ও স্বকার্যে ত্বরাবান, হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা স্বকার্যে ত্বরাবান। তোমাদের দিবসের এ কালে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করছি। ১২। হে বর্ষণশীল অশ্বিদ্বয় ! সে সমস্ত রক্ষার সাথে নানারূপ-বিশিষ্ট, সকলের বরণীয় আমাদের এ আহ্বানের অভিমুখে এস, তোমরা হব্যাভিলাষী, অতিশয় ধনদাতা, তোমরা যুদ্ধে নানা ভাব ধারণ কর। যা দিয়ে কূপকে বর্ধিত কর, তার সাথে এস। ১৩। দিবসের এ কালে সে অশ্বিদ্বয়কে যে অভিবাদন করে তাঁদের স্তব করছি, তাদের নিকটেই স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করছি। ১৪। তাঁরা জলপতি ও রুদ্রবর্ত্মা। রাতে ও প্রাতঃকালে প্রত্যহই তাঁদের আহ্বান করব। হে অন্নধন রুদ্রদ্বয় ! মনুষ্যশত্রুর হস্তে আমাদের প্রদান করো না। ১৫। হে অশ্বিদ্বয় ! লোকের সাথে মিলিত হওয়াই তোমাদের স্বভাব। তোমরা সুখের যোগ্য, প্রাতঃকালে আমার জন্য সুখ আন। আমি সোভরি, আমি পিতার ন্যায় তোমাদের আহ্বান করব। ১৬। মনের ন্যায় শীঘ্রগামী, অভিলাষপ্রদ, শত্রুগণের বিনাশক, অনেকের রক্ষক, হে অশ্বিদ্বয় ! শীঘ্রগামী বহুসংখ্যক রক্ষাদ্বারা আমাদের রক্ষণার্থে নিকটবর্তী হও। ১৭। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা অত্যন্ত সোম পান করে থাক। তোমরা নেতা এবং দর্শনীয়। আমাদের গৃহ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও হিরণ্য-বিশিষ্ট করে এস। ১৮। যার দান সুন্দর, যার বীর্য সুন্দর, যার সুন্দর রূপ সকলের বরণীয়, বলবান ব্যক্তি যা অভিভব করতে পারে না, সে ধন আমরা ধারণ করছি। হে অন্নধন অশ্বিদ্বয় ! তোমরা এলে সমস্ত ধন লাভ করব।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ স্বর্গ হতে বৃষ্টি প্রদান করে মনুষ্যগণকে কৃষি-কার্য শিক্ষা দিয়েছ।

২৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ব্যশ্বের পুত্র বিশ্বমনা ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

ঈলিষ্বা হি প্রতীব্যং যজস্ব জাতবেদসম্। চরিষ্ণুধূমমগৃভীতশোচিষম্ ॥ ১
দামানং বিশ্বচর্ষণেঽগ্নিং বিশ্বমনো গিরা। উত স্তুষে বিষ্পর্ধসো রথানাম্ ॥ ২
যেষামাবাধ ঋগ্মিয় ইষঃ পৃক্ষশ্চ নিগ্রভে। উপবিদা বহ্নির্বিন্দতে বসু ॥ ৩

উদস্য শোচিরস্থাদ্ দীদিয়ুষো ব্যজরম্ । তপুর্জম্ভস্য সুদ্যুতো গণশ্রিয়ঃ ॥ ৪
উদু তিষ্ঠ স্বধ্বর স্তবানো দেব্যা কৃপা । অভিখ্যা ভাসা বৃহতা শুশুক্বনিঃ ॥ ৫
অগ্নে যাহি সুশস্তিভি-র্হব্যা জুহ্বান আনুষক্ । যথা দূতো বভূথ হব্যবাহনঃ ॥ ৬
অগ্নিং বঃ পূর্ব্যং হুবে হোতারং চর্ষণীনাম্ । তময়া বাচা গৃণে তমু বঃ স্তুষে ॥ ৭
যজ্ঞেভিরদ্ভুতক্রতুং যং কৃপা সূদয়ন্ত ইৎ । মিত্রং ন জনে সুধিতমৃতাবনি ॥ ৮
ঋতাবানমৃতায়বো যজ্ঞস্য সাধনং গিরা । উপো এনং জুজুষুর্নমসস্পদে ॥ ৯
অচ্ছা নো অঙ্গিরস্তমং যজ্ঞাসো যন্তু সংযতঃ । হোতা যো অস্তি বিক্ষ্বা যশস্তমঃ ॥ ১০
অগ্নে তব ত্যে অজরে-ন্ধানাসো বৃহদ্ ভাঃ । অশ্বা ইব বৃষণস্তবিষীয়বঃ ॥ ১১
স ত্বং ন ঊর্জাং পতে রয়িং রাস্ব সুবীর্যম্ । প্রাব নস্তোকে তনয়ে সমৎস্বা ॥ ১২
যদ্বা উ বিশ্পতিঃ শিতঃ সুপ্রীতো মনুষো বিশি ।
বিশ্বেদগ্নিঃ প্রতি রক্ষাংসি সেধতি ॥ ১৩
শ্রুষ্ট্যগ্নে নবস্য মে স্তোমস্য বীর বিশ্পতে । নি মায়িনস্তপুষা রক্ষসো দহ ॥ ১৪
ন তস্য মায়য়া চন রিপুরীশীত মর্ত্যঃ । যো অগ্নয়ে দদাশ হব্যদাতিভিঃ ॥ ১৫
ব্যশ্বস্ত্বা বসুবিদ-মুক্ষণ্যুরপ্রীণাদৃষিঃ । মহো রায়ে তমু ত্বা সমিধীমহি ॥ ১৬
উশনা কাব্যস্ত্বা নি হোতারমসাদয়ৎ । আযজিং ত্বা মনবে জাতবেদসম্ ॥ ১৭
বিশ্বে হি ত্বা সজোষসো দেবাসো দূতমক্রত । শ্রুষ্টী দেব প্রথমো যজ্ঞিয়ো ভুবঃ ॥ ১৮
ইমং ঘা বীরো অমৃতং দূতং কৃণ্বীত মর্ত্যঃ । পাবকং কৃষ্ণবর্তনিং বিহায়সম্ ॥ ১৯
তং হুবেম যতস্রুচঃ সুভাসং শুক্রশোচিষম্ । বিশামগ্নিমজরং প্রত্নমীড্যম্ ॥ ২০
যো অস্মৈ হব্যদাতিভি-রাহুতিং মর্তোঽবিধৎ । ভূরি পোষং স ধত্তে বীরবদ্ যশঃ ॥ ২১
প্রথমং জাতবেদস-মগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ । প্রতি স্রুগেতি নমসা হবিষ্মতী ॥ ২২
আভির্বিধেমাগ্নয়ে জ্যেষ্ঠাভির্ব্যশ্ববৎ । মংহিষ্ঠাভির্মতিভিঃ শুক্রশোচিষে ॥ ২৩
নূনমর্চ বিহায়সে স্তোমেভিঃ স্থূরযূপবৎ । ঋষে বৈয়শ্ব দম্যায়াগ্নয়ে ॥ ২৪
অতিথিং মানুষাণাং সূনুং বনস্পতীনাম্ । বিপ্রা অগ্নিমবসে প্রত্নমীলতে ॥ ২৫
মহো বিশ্বাঁ অভি ষতোঽভি হব্যানি মানুষা । অগ্নে নি ষৎসি নমসাধি বর্হিষি ॥ ২৬
বংস্বা নো বার্যা পুরু বংস্ব রায়ঃ পুরুস্পৃহঃ । সুবীর্যস্য প্রজাবতো যশস্বতঃ ॥ ২৭
ত্বং বরো সুষাম্ণেঽগ্নে জনায় চোদয় । সদা বসো রাতিং যবিষ্ঠ শশ্বতে ॥ ২৮
ত্বং হি সুপ্রতূরসি ত্বং নো গোমতীরিষঃ । মহো রায়ঃ সাতিমগ্নে অপা বৃধি ॥ ২৯
অগ্নে ত্বাং যশা অস্যা মিত্রাবরুণা বহ । ঋতাবানা সম্রাজা পূতদক্ষসা ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করেন, সে অগ্নিকে স্তুতি কর। যাঁর দীপ্তি কেউ গ্রহণ করতে পারে না, যাঁর ধূম সকল দিকে সঞ্চারিত হয়, সে অগ্নির পূজা কর। ২। হে সর্বার্থদর্শী বিশ্বমনা ঋষি! মাৎসর্যশূন্য যজমানের জন্য রথাদিদাতা অগ্নিকে বাক্যদ্বারা স্তব কর। ৩। শত্রুদের বাধাপ্রদ এবং ঋকসমূহের দ্বারা অর্চনীয় অগ্নি যাদের অন্ন ও সোম রস জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ করেন, তারা ধন লাভ করে। ৪। অত্যন্ত দীপ্তিমান সন্তাপপ্রদ, দংষ্ট্রাবিশিষ্ট সুন্দর দীপ্তিশালী ও যজমানগণের আশ্রিত অগ্নির জরারহিত নূতন তেজ উদ্গত হল। ৫। হে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি! সম্মুখভাগে বৃহৎ দীপ্তিদ্বারা সুশোভিত হয়ে এবং স্তূয়মান হয়ে তুমি দ্যুতিমতী শিখার সাথে উদ্গত হও। ৬। হে অগ্নি! দেবগণকে হব্যের পর হব্য প্রদান করে সুন্দর স্তোত্রের সাথে গমন কর। যেহেতু তুমি হব্যবাহী দূত। ৭। মনুষ্যদের হোমনিষ্পাদক পুরাতন অগ্নিকে আহ্বান করছি, তাঁকে এ বাক্যদ্বারা প্রশংসা করছি। তোমাদের জন্যই তাঁকে স্তব করছি। ৮। অদ্ভুত প্রজাবিশিষ্ট, বন্ধুবিশিষ্ট এবং তৃপ্তিযুক্ত অগ্নির প্রসাদে যজ্ঞ এবং সামর্থপ্রযুক্ত যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানের মনস্কামনা

পূর্ণ হয়। ৯। হে যজ্ঞাভিলাষিগণ! এ যজ্ঞের সাধন যজ্ঞবান অগ্নিকে হব্যযুক্ত যজ্ঞে স্তুতিবাক্যদ্বারা সেবা কর। ১০। আমাদের সুনিয়মবন্ধ যজ্ঞসকল অঙ্গিরা অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। ইনি মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক ও অত্যন্ত যশস্বী। ১১। হে জরারহিত অগ্নি! তোমার দীপ্যমান বৃহৎ রশ্মি-সকল অভীষ্টবর্ষী হয়ে অশ্বের ন্যায় বল প্রকাশ করছে। ১২। হে বলপতি! তুমি আমাদের উদ্দেশে উত্তম বীর্যযুক্ত ধন দান কর। ১৩। মনুষ্যগণের পালক তীক্ষ্ণ অগ্নি প্রীত হয়ে যখনই মনুষ্য-গৃহে অবস্থিত হন, তখনই তিনি সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করেন। ১৪। হে বীর লোকপতি অগ্নি! আমার নূতন স্তোত্র শুনে মায়াবী রাক্ষসগণকে তাপপ্রদ তেজদ্বারা দগ্ধ কর। ১৫। যে হব্যদায়ী ঋত্বিকগণের দ্বারা অগ্নিকে হব্য প্রদান করে, মনুষ্যশত্রু মায়াদ্বারাও তাঁকে বশ করতে পারে না। ১৬। আপনাকে ধনবর্ষী করতে ইচ্ছা করে ব্যশ্ব নামক ঋষি তোমাকে প্রীত করেছিলেন। যেহেতু তুমি ধনপ্রদ। আমরাও প্রচুর ধনলাভের জন্য তাঁকে সন্দীপিত করি। ১৭। তুমি যজ্ঞশীল, কবিপুত্র, জাতবেদা, মনুর গৃহে উশনা তোমাকে হোতারূপে উপবেশন করিয়েছিলেন (১)। ১৮। হে অগ্নি! বিশ্বদেবগণ মিলিত হয়ে তোমাকেই দূত করেছিলেন। হে দেব অগ্নি! তুমি প্রধান, তুমি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞার্হ হয়েছিলে। ১৯। অমর ও পাবক ও কৃষ্ণবর্ত্মা ও তেজোবিশিষ্ট এ অগ্নিকে বীর মনুষ্য দূত করেছে। ২০। আমরা স্রুক্ গ্রহণ করে সুন্দর দীপ্তিযুক্ত, শুভ্রবর্ণ, তেজোবিশিষ্ট মনুষ্যগণের স্তুতিযোগ্য ও জরারহিত অগ্নিকে আহ্বান করছি। ২১। যে মনুষ্য হব্যদায়িগণের দ্বারা অগ্নিকে আহুতি প্রদান করে, সে প্রচুর পুষ্টিকর বীর্যবিশিষ্ট অন্নলাভ করে। ২২। দেবগণের প্রথম ও জাতবেদা ও পুরাতন অগ্নির নিকটে হব্যযুক্ত স্রুক্ নমস্কারপূর্বক আগমন করছে। ২৩। আমি বিশ্বমনা ব্যশ্বের ন্যায় স্তুতিদ্বারা প্রশস্যতম, পূজ্যতম ও শুভ্রদীপ্তিযুক্ত অগ্নির পরিচর্যা করছি। ২৪। হে ব্যশ্বপুত্র ঋষি! তুমি স্থূল যূপের ন্যায় গৃহভব, মহান অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা অর্চনা কর। ২৫। মেধাবিগণ মনুষ্যগণের অতিথি ও বনস্পতিগণের পুত্র, পুরাতন অগ্নিকে রক্ষার্থে স্তব করছে। ২৬। হে অগ্নি! সমস্ত প্রধান স্তোতাগণের সম্মুখে তুমি কুশোপরি উপবিষ্ট হও। তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি মনুষ্যপ্রদত্ত হব্য স্বীকার কর। ২৭। হে অগ্নি! বরণীয় বহু ধন আমাদের প্রদান কর। বহুলোকের স্পৃহণীয়, সুন্দর বীর্যবিশিষ্ট পুত্র পৌত্রাদির সঙ্গে কীর্তিযুক্ত ধন আমাদের দান কর। ২৮। তুমি বরণীয়, বাসপ্রদ ও যুবা। যারা সুন্দর সাম গান করে তাদের উদ্দেশে সর্বদা ধনাদি প্রেরণ কর। ২৯। হে অগ্নি! তুমি অত্যন্ত দাতা, তুমি পশুযুক্ত অন্ন, মহাধন ও মহাভোগ আমাদের প্রদান কর। ৩০। হে অগ্নি! তুমি যশস্বী, তুমি সত্যবান, সম্যক শোভমান ও পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণকে আন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ উশনাকে ঋষি ও মনুকে রাজা বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

২৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা; শেষ তিনটি ঋকের সুষাম রাজার পুত্র বরুর দানের স্তুতি আছে, অতএব তাই দেবতা। ব্যশ্বপুত্র বৈয়শ্ব নামক ঋষি। উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

সখায় আ শিষামহি ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে। স্তুষ উ ষু বো নৃতমায় ধৃষ্ণবে ॥ ১
শবসা হ্যসি শ্রুতো বৃত্রহত্যেন বৃত্রহা। মঘৈর্মঘোনো অতি শূর দাশসি ॥ ২
স নঃ স্তবান আ ভর রয়িং চিত্রশ্রবস্তমম্। নিরেকে চিদ্ যো হরিবো বসুর্দদিঃ ॥ ৩
আ নিরেকমুত প্রিয়মিন্দ্র দর্ষি জনানাম্। ধৃষতা ধৃষ্ণো স্তবমান আ ভর ॥ ৪

ন তে সব্যং ন দক্ষিণং হস্তং বরন্ত আমুরঃ। ন পরিবাধো হরিবো গবিষ্টিষু ॥ ৫
আ ত্বা গোভিরিব ব্রজং গীর্ভির্ঋণোম্যদ্রিবঃ। আ স্মা কামং জরিতুরা মনঃ পৃণ ॥ ৬
বিশ্বানি বিশ্বমনসো ধিয়া নো বৃত্রহন্তম। উগ্র প্রণেতরধি ষু বসো গহি ॥ ৭
বয়ং তে অস্য বৃত্রহন্ বিদ্যাম শূর নব্যসঃ। বসোঃ স্পার্হস্য পুরুহূত রাধসঃ ॥ ৮
ইন্দ্র যথা হ্যস্তি তেহপরীতং নৃতো শবঃ। অমৃক্তা রাতিঃ পুরুহূত দাশুষে ॥ ৯
আ বৃষস্ব মহামহ মহে নৃতম রাধসে। দৃলহশ্চিদ্ দৃহ্য মঘবন্ মঘত্তয়ে ॥ ১০
নূ অন্যত্রা চিদদ্রিবস্ত্বন্নো জগ্মুরাশসঃ। মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন ঊতিভিঃ ॥ ১১
নহ্যঙ্গ নৃতো ত্বদন্যং বিন্দামি রাধসে। রায়ে দ্যুম্নায় শবসে চ গির্বণঃ ॥ ১২
এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু। প্র রাধসা চোদয়াতে মহিত্বনা ॥ ১৩
উপো হরীণাং পতিং দক্ষং পৃঞ্চন্তমব্রবং। নূনং শ্রুধি স্তুবতো অশ্ব্যস্য ॥ ১৪
নহ্যঙ্গ পুরা চন জজ্ঞে বীরতরস্ত্বৎ। নকী রায়া নৈবথা ন ভন্দনা ॥ ১৫
এদু মধ্বো মদিন্তরং সিঞ্চ বাধ্বর্যো অন্ধসঃ। এবা হি বীরঃ স্তবতে সদাবৃধঃ ॥ ১৬
ইন্দ্র স্থাতর্হরীণাং নকিষ্টে পূর্ব্যস্তুতিম্। উদানংশ শবসা ন ভন্দনা ॥ ১৭
তং বো বাজানাং পতিমহূমহি শ্রবস্যবঃ। অপ্রায়ুভির্যজ্ঞেভির্বাবৃধেন্যম্ ॥ ১৮
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম সখায়ঃ স্তোম্যং নরম্। কৃষ্টীর্যো বিশ্বা অভ্যস্ত্যেক ইৎ ॥ ১৯
অগোরুধায় গবিষে দ্যুক্ষায় দস্ম্যং বচঃ। ঘৃতাৎ স্বাদীয়ো মধুনশ্চ বোচত ॥ ২০
যস্যামিতানি বীর্যা ন রাধঃ পর্যেতবে। জ্যোতির্ন বিশ্বমভ্যস্তি দক্ষিণা ॥ ২১
স্তুহীন্দ্রং ব্যশ্বদনূর্মিং বাজিনং যমম্। অর্যো গয়ং মংহমানং বি দাশুষে ॥ ২২
এবা নূনমুপ স্তুহি বৈয়শ্ব দশমং নবং। সুবিদ্বাংসং চর্কৃত্যং চরণীনাম্ ॥ ২৩
বেত্থা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব ॥ ২৪
তদিন্দ্রাব আ ভর যেনা দংসিষ্ঠ কৃত্বনে। দ্বিতা কুৎসায় শিশ্নথো নি চোদয় ॥ ২৫
তমু ত্বা নূনমীমহে নব্যং দংসিষ্ঠ সন্যসে।
স ত্বং নো বিশ্বা অভিমাতীঃ সক্ষণিঃ ॥ ২৬
য ঋক্ষাদংহসো মুচদ্ যো বার্যাৎ সপ্ত সিন্ধুষু। বধর্দাসস্য তুবিনৃম্ণ নীনমঃ ॥ ২৭
যথা বরো সুষাম্ণে সনিভ্য আবহো রয়িম্। ব্যশ্বেভ্যঃ সুভগে বাজিনীবতি ॥ ২৮
আ নার্যস্য দক্ষিণা ব্যশ্বাঁ এতু সোমিনঃ। স্থূরং চ রাধঃ শতবৎ সহস্রবৎ ॥ ২৯
যত্ত্বা পৃচ্ছাদীজানঃ কুহয়া কুহয়াকৃতে। এষো অপশ্রিতো বলো গোমতীমব
তিষ্ঠতি ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্রভূত ঋত্বিকগণ! বজ্রহস্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে এ স্তোত্র করব। তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা নেতা সর্বাপেক্ষা শত্রুধর্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করব। ২। হে ইন্দ্র! তুমি বলদ্বারা বিখ্যাত, বৃত্রকে হনন করে বৃত্রহা হয়েছ, তুমি শূর, তুমি ধনদ্বারা ধনবান ব্যক্তিদেরও অধিক দান করে থাক। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি স্তূয়মান হয়ে নানাবিধ বিচিত্র অন্নবিশিষ্ট ধন আমাদের প্রদান কর। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি নির্গমন কালেই শত্রুগণের বাসপ্রদ হও এবং দাতা হও। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের জন্য ধন প্রকাশ কর। হে শত্রুনাশক! তুমি স্তূয়মান হয়ে সাহঙ্কার মনে সে ধন আমাদের প্রদান কর। ৫। হে অশ্ববান ইন্দ্র! প্রতি যোদ্ধাগণ গোসমূহের অন্বেষণ বিষয়ে তোমার দক্ষিণ হস্ত নিবারণ করে না, বাম হস্তও নিবারণ করে না, প্রতিরোধকারিগণও করে না। ৬। হে বজ্রবান ইন্দ্র! স্তুতিবাক্য দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হব, এরূপে লোকে গোসমূহের সঙ্গে গোষ্ঠ প্রাপ্ত হয়। তুমি স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ কর, তার মানস পূর্ণ কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শত্রুনাশ করেছ, হে উগ্র বাসপ্রদ ও ধনপ্রদ! বিশ্বমনা নামক ঋষির সমস্ত কর্মে উপস্থিত হও। ৮। হে বৃত্রহা! হে শূর! হে পুরুহূত ইন্দ্র!

নূতন স্পৃহণীয়, গৃহপ্রদ, এ ধন আমরা লাভ করব। ৯। হে সকলের নর্তয়িতা ইন্দ্র! তোমার বল শত্রুগণ অভিভব করতে পারে না। হে পুরুহূত! তুমি হব্যদায়ীকে যে দান কর, তা কেউ হিংসা করতে পারে না। ১০। হে অতিশয় পূজনীয়, শ্রেষ্ঠনেতা ইন্দ্র! মহাফল লাভার্থে উদর সিক্ত কর। হে মঘবা! তুমি দৃঢ় শত্রুপুরসকল ধনলাভার্থে নষ্ট কর। ১১। হে বজ্রবান মঘবা ইন্দ্র! আমরা পূর্বে তোমা ভিন্ন অন্য দেবগণের নিকট আশা করেছিলাম। তোমার ধন ও রক্ষা আমাদের প্রদান কর। ১২। হে নর্তয়িতা, স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! অন্ন দ্যুতিমান যশ ও বললাভার্থে তোমা ভিন্ন আর কারও কাছে যাব না। ১৩। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশেই সোম সিঞ্চন কর, তিনি সোমময় মধু পান করেন, তিনি আপনার মহত্ত্ব ও অন্নের সাথে ধনাদি প্রেরণ করেন। ১৪। হরিগণের অধিপতি ইন্দ্রের স্তব করি। তিনি আপনার বল অন্যকে প্রদান করেন, তুমি স্তোত্রকারী বাশ্ব ঋষির পুত্রের স্তুতি শোন। ১৫। হে ইন্দ্র! পূর্বকালে তোমা অপেক্ষা অধিক ধনবান, সামর্থবান, আশ্রয়দাতা এবং স্তুতিবিশিষ্ট আর কেউ জন্মে নি। ১৬। হে অধ্বর্যু! তুমি মদকর অন্নের সর্বাপেক্ষা মদকর অংশ ইন্দ্রের জন্য সেক কর, এ বীর ও বর্ধনশীল ইন্দ্রকেই লোকে স্তব করে। ১৭। হে হরিগণের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র! তোমার পূর্বকালীন স্তুতি সকলকেই বলদ্বারা অথবা ধন আছে বলে অতিক্রম করতে পারে না। ১৮। আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে যে সকল যজ্ঞের ঋত্বিকগণ প্রমাদগ্রস্ত হয় না, সে যজ্ঞের দ্বারা দর্শনীয় অন্নপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। ১৯। হে মিত্রভূত ঋত্বিকগণ! তোমরা শীঘ্র এস, স্তুতিযোগ্য নেতা ইন্দ্রকে স্তুতি করব। এ ইন্দ্র একাকীই সমস্ত শত্রুসেনা অভিভব করেন। ২০। হে ঋত্বিকগণ! যে ইন্দ্র স্তুতি রোধ করেন না, স্তোত্র অভিলাষ করেন, সে দীপ্তিশালী ইন্দ্রের উদ্দেশে ঘৃত ও মধু অপেক্ষাও স্বাদু অত্যন্ত মিষ্ট বাক্য বল। ২১ যে ইন্দ্রের বীরকর্ম অপরিমিত, যার ধন শত্রুগণ পেতে পারে না এবং যার দান জ্যোতির ন্যায় সমস্ত স্তোতাগণকে ব্যাপ্ত করে। ২২। সে অহিংসনীয় বলবান স্তোতাগণকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রকে বাশ্ব ঋষির ন্যায় স্তব কর। স্বামী ইন্দ্র হব্যদায়ীকে প্রশস্ত গৃহ বিতরণ করেন। ২৩। হে বৈয়শ্ব মনুষ্যগণের দশম (১), অতএব নূতন সুবিবান, সর্বদা নমস্কারযোগ্য ইন্দ্রকে স্তুতি কর। ২৪। আদিত্য যেমন প্রত্যহ যজমানগণকে জানতে পারে, সেরূপে হে বজ্রহস্ত! নিঋতিগণকে কিরূপে বর্জন করতে হয়, তা তুমিই জান। ২৫। অতএব হে দর্শনীয় ইন্দ্র! কর্মকারী যজমানের জন্য আমাদের তোমার আশ্রয় দান কর। কুৎস নামক ঋষির জন্য দু' প্রকারে শত্রুগণকে বধ করেছ। আমাদের সে রক্ষা প্রদান কর। ২৬। হে অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র। তুমি স্তোতব্য, তোমারই নিকট গচ্ছিত রাখবার জন্য ধন যাচ্ঞা করছি, তুমি আমাদের সমস্ত শত্রুসেনার অভিভবকারী হও। ২৭। যিনি রাক্ষসকৃত পাপ হতে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তনদীতে আর্যদের প্রেরণ করেন, হে বহুধন! দাসের বধার্থে অস্ত্র অবনত কর (২)। ২৮। হে বরুরাজা! সুষামরাজার উদ্দেশে পূর্বকালে যেরূপ যাচকগণকে ধন দিয়েছিলে, সেরূপ এক্ষণে ব্যশ্বকে প্রদান কর। হে সৌভাগ্যশালিনী অন্নবতী ঊষা! তুমিও ধন দান কর। ২৯। হে মনুষ্যগণের হিতকর সোমবান! যজমানের দক্ষিণা সোমবিশিষ্ট ব্যশ্বপুত্রের নিকট আসুক। শতসহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট স্থূল ধন আমাদের নিকট আসুক। ৩০। হে ঊষাদেবি! যারা 'কোথায়' এ কথা জিজ্ঞাসা করে, তারা তোমার অগ্রবর্তী। তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে 'কোথায়' তা হলে সকলের আশ্রয়স্বরূপ শত্রুনিবারক এ বরুরাজা গোমতীতীরে অবস্থান করছে এ কথা বলো (৩)।

টীকাঃ ১। মনুষ্যগণের দেহে নয়টি প্রাণ আছে, ইন্দ্র তাদের দশম প্রাণ। সায়ণ। সায়ণাচার্যের এ ব্যাখ্যা সঠিক মনে হয় না। এ ব্যাখ্যা অধিকতর কল্পনাযুক্ত। ২। এ ঋকেও সপ্তনদীর উল্লেখ আছে। ৯০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখুন। এবং দাস অর্থাৎ অনার্য বর্বরদের উল্লেখ আছে। ৩। সুষাম রাজার পুত্র বরুরাজা গোমতী অর্থাৎ আধুনিক গোমাল নদীতীরে বাস করতেন।

২৫ সূক্ত ॥ দশম, একাদশ ও দ্বাদশের বিশ্বদেবগণ দেবতা, অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। ব্যশ্বপুত্র বৈয়শ্ব নামক ঋষি। উষ্ণিক্, উষ্ণিক্গর্ভা ছন্দ।

তা বাং বিশ্বস্য গোপা দেবা দেবেষু যজ্ঞিয়া। ঋতাবানা যজসে পূতদক্ষসা ॥ ১
মিত্রা তনা ন রথ্যা বরুণো যশ্চ সুক্রতুঃ। সনাৎ সুজাতা তনয়া ধৃতব্রতা ॥ ২
তা মাতা বিশ্ববেদসাহসুর্যায় প্রমহসা। মহী জজানাদিতিঋর্তাবরী ॥ ৩
মহান্তা মিত্রাবরুণা সম্রাজা দেবাবসুরা। ঋতাবানাবৃতমা ঘোষতো বৃহৎ ॥ ৪
নপাতা শবসো মহঃ সূনূ দক্ষস্য সুক্রতূ। সৃপ্রদানূ ইষো বাস্ত্বধি ক্ষিতঃ ॥ ৫
সং যা দানূনি যেমথুর্দিব্যাঃ পার্থিবীরিষঃ। নভস্বতীরা বাং চরন্তু বৃষ্টয়ঃ ॥ ৬
অধি যা বৃহতো দেবোহভি যূথেব পশ্যতঃ। ঋতাবানা সম্রাজা নমসে হিতা ॥ ৭
ঋতাবানা নি ষেদতুঃ সাম্রাজ্যায় সুক্রতূ। ধৃতব্রতা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রমাশতুঃ ॥ ৮
অক্ষ্ণশ্চিদ্ গাতুবিত্তরাহনুল্বণেন চক্ষসা। নি চিন্মিষন্তা নিচিরা নি চিক্যতুঃ ॥ ৯
উত নো দেব্যদিতি-রুরুষ্যতাং নাসত্যা। উরুষ্যন্তু মরুতো বৃদ্ধশবসঃ ॥ ১০
তে নো নাবমুরুষ্যত দিবা নক্তং সুদানবঃ। অরিষ্যন্তো নি পায়ুভিঃ সচেমহি ॥ ১১
অঘ্নতে বিষ্ণবে বয়মরিষ্যন্তঃ সুদানবে। শ্রুধি স্বয়াবন্ত্ সিন্ধো পূর্বচিত্তয়ে ॥ ১২
তদ্বার্যং বৃণীমহে বরিষ্ঠং গোপয়ত্যম্। মিত্রো যৎ পান্তি বরুণো যদর্যমা ॥ ১৩
উত নঃ সিন্ধুরপাং তন্মরুতস্তদশ্বিনা। ইন্দ্রো বিষ্ণুর্মীঢ্বাংসঃ সজোষসঃ ॥ ১৪
তে হি ষ্মা বনুষো নরোহভিমাতিং কয়স্য চিৎ। তিগ্মং ন ক্ষোদঃ প্রতিঘ্নন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ১৫
অয়মেক ইত্থা পুরূরু চষ্টে বি বিশ্পতিঃ। তস্য ব্রতান্যনু বশ্চরামসি ॥ ১৬
অনু পূর্বাণ্যোক্যা সাম্রাজ্যস্য সশ্চিম। মিত্রস্য ব্রতা বরুণস্য দীর্ঘশ্রুৎ ॥ ১৭
পরি যো রশ্মিনা দিবোহন্তান্ মমে পৃথিব্যাঃ। উভে আ পপ্রৌ রোদসী মহিত্বা ॥ ১৮
উদু ষ্য শরণে দিবো জ্যোতিরয়ংস্ত সূর্যঃ। অগ্নির্ন শুক্রঃ সমিধান আহুতঃ ॥ ১৯
বচো দীর্ঘপ্রসদ্মনীশে বাজস্য গোমতঃ। ঈশে হি পিত্বোহবিষস্য দাবনে ॥ ২০
তৎ সূর্যং রোদসী উভে দোষা বস্তোরুপ ব্রুবে। ভোজেষ্বস্মাঁ অভ্যুচ্চরা সদা ॥ ২১
ঋজ্রমুক্ষণ্যায়নে রজতং হরয়াণে। রথং যুক্তমসনাম সুষামণি ॥ ২২
তা মে অশ্ব্যানাং হরীণাং নিতোশনা উতো। নু কৃত্ব্যানাং নৃবাহসা ॥ ২৩
স্মদভীশূ কশাবন্তা বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী। মহো বাজিনাবর্বন্তা সচাসনম্ ॥ ২৪

অনুবাদঃ ১। হে সকল লোকের রক্ষক দেবদ্বয়! তোমরা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ, তোমাদের লোকে পূজা করে। হে ব্যশ্ব! সত্যবিশিষ্ট, পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণের যাগ কর। ২। সুন্দর কর্মযুক্ত যে বরুণ ও যে মিত্র ধনদাতা ও রথবান, বহুকাল হতে শোভনজন্মা, অদিতির তনয় এবং ধৃতব্রত। ৩। মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সে মিত্র ও বরুণকে অসুর্য তেজের জন্য উৎপাদন করেছেন। ৪। মহান সম্রাট অসুর সত্যবান দেব মিত্র ও বরুণ বৃহৎ যজ্ঞ

প্রকাশিত করেন। ৫। মহান বলের পৌত্র, বেগের পুত্র, সুকর্মা ও প্রভূত ধনদাতা মিত্র ও বরুণ অন্নের নিবাস স্থানে বাস করেন। ৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা ধন এবং দিব্য ও পৃথিবীজাত অন্ন দান কর, জলবতী বৃষ্টি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকুক। ৭। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা সত্যবান সম্রাট এবং হব্যপ্রিয়, তোমরা বৃহৎ দেবগণকে গোযূথের ন্যায় হৃষ্ট করবার জন্য অভিদর্শন কর। ৮। সত্যবান সুকর্মা মিত্র ও বরুণ সম্যকরূপে প্রদীপ্ত হবার জন্য উপবেশন করুন, ধৃতব্রত বলবান মিত্র ও বরুণ বল ব্যাপ্ত করুন। ৯। চক্ষে দর্শন করবার পূর্বেও পথবিৎ সকলের প্রেরক চিরন্তন মিত্র ও বরুণ অদুঃসহ তেজবলে শোভিত হোন। ১০। অদিতিদেবী আমাদের রক্ষা করুন, অশ্বিদ্বয় রক্ষা করুন, অত্যন্ত বেগবান মরুৎগণ রক্ষা করুন। ১১। হে শোভন-দানবিশিষ্ট মরুৎগণ! তোমরা অহিংসিত, তোমরা দিবারাত্রি আমাদের নৌকা রক্ষা কর, আমরা তোমাদের পালনের সাথে মিলিত হব। ১২। আমরা অহিংসিত হয়ে হিংসারহিত সুদাতার উদ্দেশে স্তুতি করব। হে একাকী যুদ্ধকারী বিষ্ণু! তুমি স্তোতাগণকে ধন প্রদান কর, যে যজ্ঞ আরম্ভ করেছে, তার জন্য স্তুতি শোন। ১৩। আমরা অত্যন্ত গুরু, সকলের রক্ষক ও বরণীয় ধন যেন লাভ করি; মিত্র, বরুণ ও অর্যমা এ ধন রক্ষা করে থাকেন। ১৪। পর্জন্য আমাদের ধন রক্ষা করুন, মরুৎগণ ও অশ্বিদ্বয় ধন রক্ষা করুন, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সমস্ত অভীষ্টবর্ষী দেবগণ মিলিত হয়ে রক্ষা করুন। ১৫। তাঁরাই পূজনীয় নেতা। বেগগামী জল যেমন বৃক্ষ-উন্মূলিত করে, সেরূপ তাঁরা শীঘ্রগামী হয়ে যে কোন শত্রুর প্রতিকূল হয়ে তাঁকে নাশ করেন। ১৬। লোকপতি মিত্র বহুসংখ্যক প্রধান দ্রব্য এ প্রকারে দর্শন করেন। মিত্র ও বরুণের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য তাঁরই ব্রত পালন করব। ১৭। পরে সাম্রাজ্যবিশিষ্ট বরুণের পুরাতন গৃহ প্রাপ্ত হব, অতিশয় প্রসিদ্ধ মিত্রের ব্রতও লাভ করব। ১৮। যে মিত্র দ্যাবাপৃথিবীর অন্তসমূহ রশ্মিদ্বারা প্রকাশিত করেন, তিনিই আপন মহিমায় তাদের পূর্ণ করেন। ১৯। সুন্দর বীর্যযুক্ত মিত্র ও বরুণ দ্যুতিমান আদিত্যের গৃহে আপনার জ্যোতি প্রকাশ করছেন, পরে অগ্নির ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও সকল লোককর্তৃক আহূত হয়ে অবস্থিতি করছেন। ২০। হে স্তোতা! বিস্তৃত গৃহবিশিষ্ট যজ্ঞে স্তব কর, বরুণ পশুযুক্ত অন্নের ঈশ্বর এবং মহা প্রীতিকর অন্নদানে সমর্থ। ২১। আমি দিবারাত্রি মিত্র ও বরুণের সে তেজ এবং দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি করি, হে বরুণ! সর্বদা দাতার অভিমুখে আমাদের প্রেরণ কর। ২২। তৈক্ষগোত্রে জাত, সুষামার পুত্র দানে প্রবৃত্ত হলে ঋজুগামী রজতসদৃশ অশ্বযুক্ত রথ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। সুষামার পুত্রের রথ শত্রুদের জীবনাদি হরণ করে। ২৩। হরিতবর্ণ অশ্বসমূহের মধ্যে শত্রুদের অত্যন্ত বাধাপ্রদ এবং কুশল ব্যক্তিগণের মধ্যে মনুষ্যগণের বাহক অশ্বদ্বয়, আমার উদ্দেশে শীঘ্র প্রবৃত্ত হোক। ২৪। নূতন স্তুতিদ্বারা স্তব করে যেন সুন্দর রজ্জুবিশিষ্ট, কশাযুক্ত, যোগ্য এবং শীঘ্রগতি অশ্বদ্বয় লাভ করতে পারি।

২৬ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা, কেবল ২০ হতে পাঁচটি ঋকের বায়ু দেবতা। অঙ্গিরা-গোত্রোৎপন্ন ব্যশ্বের পুত্র বৈয়শ্ব, অথবা বিশ্বমনা ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

যুবোরু ষূ রথং হুবে সধস্তুত্যায় সূরিষু। অতূর্তদক্ষা বৃষণা বৃষণ্বসূ ॥ ১
যুবং বরো সুষামণে মহে তনে নাসত্যা। অবোভির্যাথো বৃষণা বৃষণ্বসূ ॥ ২
তা বামদ্য হবামহে হব্যেভির্বাজিনীবসূ। পূর্বীরিষ ইষয়ন্তাবতি ক্ষপঃ ॥ ৩

আ বাং বাহিষ্ঠো অশ্বিনা রথো যাতু শ্রুতো নরা।
উপ স্তোমান্ তুরস্য দর্শথঃ শ্রিয়ে ॥ ৪
জুহুরাণা চিদশ্বিনাঽমন্যেথাং বৃষণ্বসূ। যুবং হি রুদ্রা পর্ষথো অতি দ্বিষঃ ॥ ৫
দস্রা হি বিশ্বমানুষঙ্ মক্ষূভিঃ পরিদীয়থঃ। ধিয়ংজিন্বা মধুবর্ণা শুভস্পতী ॥ ৬
উপ নো যাতমশ্বিনা রায়া বিশ্বপুষা সহ। মঘবানা সুবীরাবনপচ্যুতা ॥ ৭
আ মে অস্য প্রতীব্য-মিন্দ্রনাসত্যা গতম্। দেবা দেবেভিরদ্য সচনস্তমা ॥ ৮
বয়ং হি বাং হবামহ উক্ষণ্যন্তো ব্যশ্ববৎ। সুমতিভিরুপ বিপ্রাবিহা গতম্ ॥ ৯
অশ্বিনা স্বৃষে স্তুহি কুবিত্তে শ্রবতো হবম্। নেদীয়সঃ কূলয়াতঃ পণীঁরুত ॥ ১০
বৈয়শ্বস্য শ্রুতং নরোতো মে অস্য বেদথঃ।
সজোষসা বরুণো মিত্রো অর্যমা ॥ ১১
যুবাদত্তস্য ধিষ্ণ্যা যুবানীতস্য সূরিভিঃ। অহরহর্বৃষণা মহ্যং শিক্ষতম্ ॥ ১২
যো বাং যজ্ঞেভিরাবৃতোঽধিবস্ত্রা বধূরিব।
সপর্যন্তা শুভে চক্রাতে অশ্বিনা ॥ ১৩
যো বামুরুব্যচস্তমং চিকেততি নৃপায্যম্। বর্তিরশ্বিনা পরি যাতমস্ময়ূ ॥ ১৪
অস্মভ্যং সু বৃষণ্বসূ যাতং বর্তির্নৃপায্যম্। বিষুদ্রুহেব যজ্ঞমূহথুর্গিরা ॥ ১৫
বাহিষ্ঠো বাং হবানাং স্তোমো দূতো হুবন্নরা। যুবাভ্যাং ভূত্বশ্বিনা ॥ ১৬
যদদো দিবো অর্ণব ইষো বা মদথো গৃহে। শ্রুতমিন্মে অমর্ত্যা ॥ ১৭
উত স্যা শ্বেতয়াবরী বাহিষ্ঠা বাং নদীনাম্। সিন্ধুর্হিরণ্যবর্তনিঃ ॥ ১৮
স্মদেতয়া সুকীর্ত্যাঽশ্বিনা শ্বেতয়া ধিয়া। বহেথে শুভ্রয়াবানা ॥ ১৯
যুক্ষ্বা হি ত্বং রথাসহা যুবস্ব পোষ্যা বসো।
আন্নো বায়ো মধু পিবাঽস্মাকং সবনা গহি ॥ ২০
তব বায়বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত। অবাংস্যা বৃণীমহে ॥ ২১
ত্বষ্টুর্জামাতরং বয়মীশানং রায় ঈমহে। সুতাবন্তো বায়ুং দ্যুম্না জনাসঃ ॥ ২২
বায়ো যাহি শিবা দিবো বহস্বা সু স্বশ্ব্যম্। বহস্ব মহঃ পৃথুপক্ষসা রথে ॥ ২৩
ত্বাং হি সুপ্সরস্তমং নৃষদনেষু হূমহে। গ্রাবাণং নাশ্বপৃষ্ঠং মংহনা ॥ ২৪
স ত্বং নো দেব মনসা বায়ো মন্দানো অগ্রিয়ঃ। কৃধি বাজাঁ অপো ধিয়ঃ ॥ ২৫

অনুবাদ : ১। হে অভিলাষপ্রদ, বর্ষণশীল, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের বল কেউ হিংসা করতে পারে না, স্তোতাগণের মধ্যে তোমাদের একত্র শীঘ্র গমনার্থে রথ আহ্বান করছি। ২। হে নাসত্য অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুষামরাজার উদ্দেশে মহাধন দানার্থে যেরূপ আসতে, সেরূপ রক্ষার সাথে এস। হে বরুণ! তুমি এ কথা বল। ৩। হে অন্নযুক্ত, ধনবান বহু অভিলাষী অশ্বিদ্বয়! অদ্য রাত্রি প্রভাত হলে, আমরা তোমাদের হব্যদ্বারা আহ্বান করব। ৪। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! সর্বাপেক্ষা বহনশীল তোমাদের প্রসিদ্ধ রথ আগমন করুক, তোমরা শীঘ্র স্তুতিকারীকে ঐশ্বর্য প্রদানার্থে তার স্তোমসকল দর্শন কর। ৫। হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! কুটিল কর্মকারী শত্রুগণ সম্মুখে আছে জেনো, তোমরা রুদ্র, তোমরা দ্বেষকারী শত্রুগণকে ক্লেশ প্রদান কর। ৬। হে সকলের দর্শনীয় যজ্ঞসম্পাদক উন্মাদকর কান্তিবিশিষ্ট জলপতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা শীঘ্রগামী রথে অনবরত সমস্ত যজ্ঞাভিমুখে এস। ৭। হে অশ্বিদ্বয়। বিশ্বপোষক ধনের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস, তোমরা মঘবা সুবীর এবং অপরাভবণীয়। ৮। হে ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয়! তোমরা অত্যন্ত সেব্যমান হয়ে আমার যজ্ঞে অদ্য দেবগণের সাথে এস। ৯। আপনাদের জন্য ধনদান লাভ করতে ইচ্ছা করে আমরা ব্যশ্বের

ন্যায় তোমাদের আহ্বান করছি। হে মেধাবিদ্বয়! অনুগ্রহ করে এখানে এস। ১০। হে ঋষি! অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর, তোমার আহ্বান বহুবার শুনে অশ্বিদ্বয় যেন নিকটবর্তী শত্রুগণকে এবং পণিগণকে হিংসা করেন। ১১। হে নেতাদ্বয়! বৈয়শ্বের আহ্বান শোন, আমার আহ্বান অবগত হও। বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সর্বদা মিলিত। ১২। হে স্তুতিযোগ্য, অভিলাষপ্রদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতৃগণকে যা প্রদান কর ও তাদের জন্য যা আন, তা প্রত্যহ আমাকে প্রদান কর। ১৩। বধূ যেমন বস্ত্রে আবৃতা (১), সেরূপ যে ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা আবৃত হয়, তার পরিচর্যা করে অশ্বিদ্বয় তার মঙ্গল করেন। ১৪। হে অশ্বিদ্বয়! আমি অত্যন্ত ব্যাপ্ত ও নেতাগণের পানযোগ্য সোম দান করতে জানি। আমাকে লাভ করতে ইচ্ছা করে তোমরা আমার গৃহে এস। ১৫। হে অভিলাষপ্রদ, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! নেতাগণের পানযোগ্য সোমের উদ্দেশে আমাদের গৃহে এস, তোমরা স্তুতি বাক্যদ্বারা সর্বদ্রোহী শর যেমন সেরূপ যজ্ঞ সমাপ্ত করে দাও। ১৬। হে সকলের নেতা অশ্বিদ্বয়! স্তোত্রসমূহের মধ্যে স্তোম তোমাদের নিকট গমন করে তোমাদের আহ্বান করুক ও তোমাদের প্রীতিকর হোক। ১৭। হে অশ্বিদ্বয়! যদি স্বর্গে, বা এ অর্ণবে প্রমত্ত হও, যদি বা তোমাদের প্রতি অভিলাষবান যজমানগণের গৃহে প্রমত্ত হও, তা হলে হে অমরদ্বয়! আমাদের এ স্তোত্র শোন। ১৮। নদীগণের মধ্যে শ্বেতয়াবরী নামে (২) সুবর্ণ পথবিশিষ্ট সিন্ধু স্তুতিদ্বারা অধিক পরিমাণে তোমার নিকট গমন করে। ১৯। হে সুন্দর গমনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! সুন্দর কীর্তিবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণা ও পুষ্টিকরী শ্বেতয়াবরী নদীকে প্রবাহিত কর। ২০। হে বায়ু! তুমি রথ বহনসমর্থ অশ্বদ্বয়কে যোজিত কর। হে বাসপ্রদ! পোষণীয় অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞে মিশ্রিত কর। হে বায়ু! পরে আমাদের মদকর সোম পান কর এবং সবনত্রয়ে এস। ২১। হে যজ্ঞপতি, ত্বষ্টার জামাতা অদ্ভুত বায়ু! তোমার পালন যেন লাভ করতে পারি। ২২। আমরা ত্বষ্টার জামাতা সমর্থ বায়ুর নিকট ধন যাচ্ঞা করি, সোম অভিষব করে মনুষ্যগণ ধনবান হয়। ২৩। হে বায়ু! তুমি স্বর্গের মঙ্গল নিয়ে যাও, তুমি অশ্ববিশিষ্ট রথ চালাও, তুমি মহান, বিস্তীর্ণ পার্শ্বদ্বয়যুক্ত অশ্বকে আপন রথে যোজিত কর। ২৪। হে বায়ু! তুমি অত্যন্ত সুন্দর রূপবিশিষ্ট, তোমার সর্বাঙ্গ মহিমায় ব্যাপ্ত, যজমানের গৃহে তোমাকে সোমাভিষব প্রস্তরের ন্যায় আহ্বান করছি। ২৫। হে বায়ুদেব! তুমি দেবগণের মধ্যে প্রধান, তুমি মনে মনে হৃষ্ট হয়ে আমাদের অন্ন জল ও কর্ম প্রদান কর।

টীকা ঃ ১। লজ্জাশীলা বধূ বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করতেন। কাব্যধর্মী উপমা। ২। বিশ্বমনা ঋষি শ্বেতয়াবরী নদীর তীরে যজ্ঞ করেছিলেন। সায়ণ।

২৭ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিবস্বানের পুত্র মনু ঋষি। প্রগাথ ছন্দ।

অগ্নিরুক্থে পুরোহিতো গ্রাবাণো বর্হিরধ্বরে।
ঋচা যামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতিং দেবাঁ অবো বরেণ্যম্ ॥ ১
আ পশুং গাসি পৃথিবীং বনস্পতীনুষাসো নক্তমোষধীঃ।
বিশ্বে চ নো বসবো বিশ্ববেদসো ধীনাং ভূত প্রাবিতারঃ ॥ ২
প্র সূ ন এত্বধ্বরোঽগ্না দেবেষু পূর্ব্যঃ।
আদিত্যেষু প্র বরুণে ধৃতব্রতে মরুৎসু বিশ্বভানুষু ॥ ৩
বিশ্বে হি ষ্মা মনবে বিশ্ববেদসো ভুবন্ বৃধে রিশাদসঃ।
অরিষ্টেভিঃ পায়ুভির্বিশ্ববেদসো যন্তা নোঽবৃকং ছর্দিঃ ॥ ৪

আ নো অদ্য সমনসো গন্তা বিশ্বে সজোষসঃ ।
ঋচা গিরা মরুতো দেব্যাদিতে সদনে পস্ত্যে মহি ।। ৫
অভি প্রিয়া মরুতো যা বো অশ্ব্যা হব্যা মিত্র প্রযাথন ।
আ বর্হিরিন্দ্রো বরুণস্তুরা নর আদিত্যাসঃ সদন্তু নঃ ॥ ৬
বয়ং বো বৃক্তবর্হিষো হিতপ্রয়স আনুষক্ ।
সুতসোমাসো বরুণ হবামহে মনুষ্বদিদ্ধাগ্নয়ঃ ॥ ৭
আ প্র যাত মরুতো বিষ্ণো অশ্বিনা পূষন্ মাকীনয়া ধিয়া ।
ইন্দ্র আ যাতু প্রথমঃ সনিষ্যুভি-বৃষা যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ৮
বি নো দেবাসো অদ্রুহোঽচ্ছিদ্রং শর্ম যচ্ছত ।
ন যদ্ দূরাদ্ বসবো নূ চিদন্তিতো বরূথমাদধর্ষতি ।। ৯
অস্তি হি বঃ সজাত্যং রিশাদসো দেবাসো অস্ত্যাপ্যম্ ।
প্র ণঃ পূর্বস্মৈ সুবিতায় বোচত মক্ষূ সুম্নায় নব্যসে ॥ ১০
ইদা হি ব উপস্তুতি-মিদা বামস্য ভক্তয়ে ।
উপ বো বিশ্ববেদসো নমস্যু-রাঁ অসৃক্ষ্যন্যামিব ।। ১১
উদূ ষ্য বঃ সবিতা সুপ্রণীতয়োঽস্থাদূর্ধ্বো বরেণ্যঃ ।
নি দ্বিপাদশ্চতুষ্পাদো অর্থিনোঽবিশ্রন্ পতয়িষ্ণবঃ ॥ ১২
দেবংদেবং বোঽবসে দেবংদেবমভিষ্টয়ে ।
দেবংদেবং হুবেম বাজসাতয়ে গৃণন্তো দেব্যা ধিয়া ।। ১৩
দেবাসো হি ষ্মা মনবে সমন্যবো বিশ্বে সাকং সরাতয়ঃ ।
তে নো অদ্য তে অপরং তুচে তু নো ভবন্তু বরিবোবিদঃ ।। ১৪
প্র বঃ শংসাম্যদ্রুহঃ সংস্থ উপস্তুতীনাম্ ।
ন তং ধূর্তির্বরুণ মিত্র মর্ত্যং যো বো ধামভ্যোঽবিধৎ ॥ ১৫
প্র স ক্ষয়ং তিরতে বি মহীরিষো যো বো বরায় দাশতি ।
প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পর্য-রিষ্টঃ সর্ব এধতে ॥ ১৬
ঋতে স বিন্দতে যুধঃ সুগেভির্যাত্যধ্বনঃ ।
অর্যমা মিত্রো বরুণঃ সরাতয়ো যং ত্রায়ন্তে সজোষসঃ ॥ ১৭
অজ্রে চিদস্মৈ কৃণুথা ন্যঞ্চনং দুর্গে চিদা সুসরণম্ ।
এষা চিদস্মাদশনিঃ পরো নু সাস্রেধন্তী বি নশ্যতু ॥ ১৮
যদদ্য সূর্য উদ্যতি প্রিয়ক্ষত্রা ঋতং দধ ।
যন্নিম্রুচি প্রবুধি বিশ্ববেদসো যদ্বা মধ্যংদিনে দিবঃ ॥ ১৯
যদ্ বাভিপিত্বে অসুরা ঋতং যতে ছর্দির্যেম বি দাশুষে ।
বয়ং তদ্বো বসবো বিশ্ববেদস উপ স্থেয়াম মধ্য আ ॥ ২০
যদদ্য সূর উদিতে যন্মধ্যন্দিন আতুচি ।
বামং ধত্থ মনবে বিশ্ববেদসো জুহ্বানায় প্রচেতসে ॥ ২১
বয়ং তদ্বঃ সম্রাজ আ বৃণীমহে পুত্রো ন বহুপায্যম্ ।
অশ্যাম তদাদিত্যা জুহ্বতো হবি-র্যেন বস্যোঽনশামহৈ ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। এ যজ্ঞে উক্থ উচ্চারণ কালে অগ্নি সোমাভিষব প্রস্তর বর্হির অগ্রভাগে স্থাপিত হয়েছিলেন। মরুৎগণ এবং ব্রহ্মণস্পতির নিকট বরণীয় রক্ষালাভার্থে ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করে গমন করি। ২। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞের পশুর নিকট এস, যজ্ঞশালা ও বনস্পতির নিকট এস, দিনরাত্রি সোমাভিষব প্রস্তরের নিকট এস, হে বাসপ্রদ, সর্বধনবান বিশ্বদেবগণ! আমাদের কর্মের রক্ষক হও।

৩। পুরাতন যজ্ঞ, অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণের নিকট সুন্দররূপে গমন করুক, আদিত্যগণ ও ধৃতব্রত বরুণ বিস্তৃত তেজবিশিষ্ট মরুৎগণের সাথে গমন করুন। ৪। সমস্ত ধনসম্পদ, শত্রুভক্ষক বিশ্বদেবগণ মনুর সমৃদ্ধিকর হোন। হে সর্বধনসম্পন্ন দেবগণ! অহিংসিত পালনের সাথে আমাদের বাধারহিত গৃহ প্রদান কর। ৫। সমান প্রীতিযুক্ত ও পরস্পর মিলিত হয়ে বাক্য এবং ঋকের সাথে অদ্য আমাদের নিকট আসুন। হে মরুৎগণ! হে মহতী দেবী অদিতি! আমাদের এ গৃহে উপবেশন কর। ৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের যে প্রিয় অশ্ব আছে তাদের এ যজ্ঞে প্রেরণ কর। হে মিত্র! হব্যের জন্য এস। ইন্দ্র, বরুণ এবং যুদ্ধে ত্বরাবিশিষ্ট আদিত্যগণ আমাদের কুশে উপবেশন করুন। ৭। হে বরুণ! আমরা মনুর ন্যায় (১) সোম অভিষব করে ও অগ্নি সমিদ্ধ করে, ঘন ঘন হব্য স্থাপন ও বর্হি ছেদন করে তোমাদের আহ্বান করছি। ৮। হে মরুৎগণ! হে বিষ্ণু! হে অশ্বিদ্বয়! হে পূষা! আমার স্তুতির সাথে যজ্ঞে এস, দেবগণের মধ্যে প্রথম ইন্দ্রও আসুন। ইন্দ্রাভিলাষী স্তোতাগণ তাঁকে বৃত্রহা বলে স্তব করে। ৯। হে দ্রোহরহিত দেবগণ! আমাদের বাধারহিত গৃহ প্রদান কর। হে বাসপ্রদ দেবগণ। দূরদেশ ও অন্তিক দেশ হতে কেউ যেন কখন বরণীয় গৃহের হিংসা করতে না পারে। ১০। হে শত্রুভক্ষক দেবগণ! তোমাদের এক জাতিভাব ও বন্ধুভাব আছে, প্রথম অভ্যুদয়ার্থে এবং ধনার্থে শীঘ্র আমাদের প্রস্তুত কর। ১১। হে সর্বধনবান দেবগণ! আমি অন্নাভিলাষী। এখনই তোমাদের রমণীয় ধন লাভার্থে তোমাদের স্তুতি এ মাত্র করছি। ১২। হে সুন্দর স্তুতিযুক্ত মরুৎগণ! তোমাদের ঊর্ধ্বগামী বরণীয় সবিতা যখন উত্থিত হন তখন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষী সকল আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ১৩। আমরা দ্যুতিমান, স্তুতিদ্বারা স্তব করে তোমাদের মধ্যে দীপ্যমান দেবতাকে কর্মরক্ষার্থে আহ্বান করব, অভিলষিত লাভার্থে দীপ্তিমান দেবতাকে আহ্বান করব, অন্নলাভার্থে দীপ্তিমান দেবতাকে লাভ করব। ১৪। সমান ক্রোধবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ মনুর উদ্দেশে যুগপৎ দানে প্রবৃত্ত হোন, অদ্য এবং অপর দিনে এবং আমাদের পুত্রের জন্যও ধনদাতা হোন। ১৫। হে দ্রোহরহিত তেজময় দেবগণ! স্তোত্রগণের আধারসদৃশ যজ্ঞে তোমাদের স্তব করছি। হে বরুণ! হে মিত্র! যে তোমাদের পরিচর্যা করে, হিংসা সে মনুষ্যকে বাধা দিতে পারে না। ১৬। হে দেবগণ! যে বরণীয় ধনের জন্য তোমাদের হব্য দান করে, সে ব্যক্তি গৃহ বর্ধিত করে, অন্ন বর্ধিত করে, সে যজ্ঞদ্বারা প্রজা লাভ করে এবং অহিংসিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়। ১৭। সে বিনা যুদ্ধে ধন লাভ করে, সুন্দর অশ্বে (২) পথ অতিক্রম করে, অর্যমা, মিত্র ও বরুণ মিলিত এবং সমান দানযুক্ত হয়ে তাঁকে ত্রাণ করে। ১৮। হে দেবগণ! অগম্য এবং দুর্গম প্রদেশ সুগম কর। এ অশনি কারও হিংসা করতে না পেরে যেন বিনষ্ট হয়। ১৯। হে বলপ্রিয় দেবগণ! সূর্য উদিত হলে অদ্য কল্যাণকর গৃহ ধারণ করেছ, হে সর্বধনবান দেবগণ! সূর্য গমন করলে ধারণ করেছ, প্রবোধকালে ধারণ করেছ এবং মধ্যাহ্নে ধারণ করেছ। ২০। হে অসুরগণ! যেহেতু যজ্ঞপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞগামী হব্যদায়ীকে গৃহ প্রদান করেছ, অতএব হে বাসপ্রদ, সর্বধনবিশিষ্ট দেবগণ! আমরা তোমাদের সে কল্যাণকর গৃহে তোমাদের পূজা করব। ২১। হে সর্বধনবিশিষ্ট দেবগণ! অদ্য সূর্য উদিত হলে এবং সায়ংকালে হব্যদায়ী প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান মনুর উদ্দেশে সে কমনীয় ধন ধারণ করেছ। ২২। হে দীপ্তিমান দেবগণ! তোমাদের পুত্রের ন্যায় আমরা সে বহু লোকের ভোগযোগ্য ধনপ্রাপ্ত হব। হে আদিত্যগণ! হবি হোম করে এ ধনের দ্বারা অতিশয় ধনবত্তা লাভ করব।

টীকা ঃ ১। সূক্তের প্রারম্ভে বিবস্বানের পুত্র মনুকেই এ সূক্তের ঋষি বলা হয়েছে কিন্তু মনু নিজে বক্তা হলে 'মনুর ন্যায় সোম অভিষব করে' ইত্যাদি বলতেন না। মনুবংশীয়গণ বোধ হয় সূক্তের রচয়িতা। ২। গমনাগমনের জন্য অশ্বের ব্যবহার।

২৮ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। মনু ঋষি। গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক্ ছন্দ।

যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্। বিদন্নহ দ্বিতাসনন্ ॥ ১
বরুণো মিত্রো অর্যমা স্মদ্রাতিষাচো অগ্নয়ঃ। পত্নীবন্তো বষট্কৃতাঃ ॥ ২
তে নো গোপা অপাচ্যাস্ত উদক্ত ইত্থা ন্যক্। পুরস্তাৎ সর্বয়া বিশা ॥ ৩
যথা বশন্তি দেবাস্তথেদসত্তদেষাং নকিরা মিনৎ। অরাবা চন মর্ত্যঃ ॥ ৪
সপ্তানাং সপ্ত ঋষ্টয়ঃ সপ্ত দ্যুম্নান্যেষাম্। সপ্তো অধি শ্রিয়ো ধিরে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। ত্রিংশতির পর তিন সংখ্যাযুক্ত যে দেবগণ বর্হিতে উপবেশন করেছিলেন (১); তাঁরা আমাদের জানুন এবং দুই প্রকার ধন প্রদান করুন। ২। বরুণ মিত্র ও অর্যমা সুন্দর হব্য প্রদানকারীর সাথে মিলিত হয়ে গমনশীল পত্নীগণের সাথে বষট্কারের দ্বারা আহূত হয়েছেন। ৩। তারা সমস্ত অনুচরগণের সাথে সম্মুখে ও পশ্চাৎ ভাগে, উত্তরে এবং নিম্নে আমাদের পালক হোন। ৪। দেবগণ যেরূপ কামনা করেন, সেরূপই হয়। দেবগণের কামনা কেউ হিংসা করতে পারে না। অদাতা মর্ত্যও পারে না। ৫। সপ্ত মরুৎগণের সপ্ত প্রকার ঋষ্টি আয়ুধ আছে, সপ্তপ্রকার আভরণ আছে, সপ্তপ্রকার দীপ্তি আছে (২)।
টীকা ঃ ১। ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ। ২। সপ্ত মরুতের উল্লেখ।

২৯ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। মরীচির পুত্র কশ্যপ, অথবা বৈবস্বত মনু ঋষি। দ্বিপদা ছন্দ।

বভ্রুরেকো বিষুণঃ সূনরো যুবাঞ্জ্যংক্তে হিরণ্যয়ম্ ॥ ১
যোনিমেক আ সসাদ দ্যোতনোঽন্তর্দেবেষু মেধিরঃ ॥ ২
বাশীমেকো বিভর্তি হস্ত আয়সীমন্তর্দেবেষু নিধ্রুবিঃ ॥ ৩
বজ্রমেকো বিভর্তি হস্ত আহিতং তেন বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ৪
তিগ্মমেকো বিভর্তি হস্ত আয়ুধং শুচিরুগ্রো জলাষভেষজঃ ॥ ৫
পথ একঃ পীপায় তস্করো যথাঁ এষ বেদ নিধীনাম্ ॥ ৬
ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বি চক্রমে যত্র দেবাসো মদন্তি ॥ ৭
বিভির্দ্বা চরত একয়া সহ প্র প্রবাসেব বসতঃ ॥ ৮
সদো দ্বা চক্রাতে উপমা দিবি সম্রাজা সর্পিরাসুতী ॥ ৯
অর্চন্ত একে মহি সাম মন্বত তেন সূর্যমরোচয়ন্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। বভ্রুবর্ণ, সর্বত্রগামী, রাত্রিসমূহের নেতা, যুবা একাকী সোমদেব হিরণ্ময় আভরণ প্রকাশ করেন। ২। দেবগণের মধ্যে দীপ্যমান, মেধাবী, একমাত্র অগ্নি স্বস্থান প্রাপ্ত হন। ৩। দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্তমান ত্বষ্টা লৌহময় কুঠার (১) হস্তে ধারণ করছেন। ৪। ইন্দ্র একাকী হস্তনিহিত বজ্রধারণ করছেন, বৃত্র সকল নাশ করছেন। ৫। সুখকর ঔষধবিশিষ্ট শুচি ও উগ্র রুদ্র হস্তে তীক্ষ্ণ আয়ুধ ধারণ করছেন। ৬। একজন পূষা পথ রক্ষা করেন, তিনি তস্করের ন্যায় ধন সকল অবগত আছেন। ৭। একজন বিষ্ণু বহুলোকের স্তুতিযোগ্য তিনি তিন পদ ক্ষেপ করেছেন, এ পদসমূহে দেবগণ হৃষ্ট হন। ৮। দুজন অশ্বিদ্বয় এক স্ত্রীর সহিত নিবাসী পুরুষদ্বয়ের ন্যায় বাস করেন ও অশ্বদ্বারা সঞ্চরণ করেন।

৯, ১০। পরস্পর উপমেয়ভূত দুজন মিত্র ও বরুণ অত্যন্ত দীপ্তিশালী ও ঘৃতরূপ হব্যবিশিষ্ট। তাঁরা দ্যুলোকের স্থান নির্মাণ করেন। স্তোতাগণ মহাসামমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সে মন্ত্রদ্বারা সূর্যকে দীপ্ত করেন।

টীকা ঃ　১। বৈদিক যুগে লৌহের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

৩০ সূক্ত ।।　বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি। গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

নহি বো অস্ত্যর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ।　বিশ্বে সতো মহান্ত ইৎ ॥ ১
ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ। মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ॥ ২
তে নস্ত্রাধ্বন্তেঽবত ত উ নো অধি বোচত।
মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্মানবাদধি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ॥ ৩
যে দেবাস ইহ স্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত।
অস্মভ্যং শর্ম সপ্রথো গবেঽশ্বায় যচ্ছত ॥ ৪

অনুবাদ ঃ　১। হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ শিশু নেই, কেউ কুমার নেই, তোমরা সকলেই মহান। ২। হে শত্রুভক্ষক, মনুর যজ্ঞার্হ দেবগণ! তোমরা ত্রয়স্ত্রিংশৎ (১), তোমরা এ প্রকারে স্তুত হয়েছে। ৩। তোমরা আমাদের ত্রাণ কর, তোমরা রক্ষা কর, তোমরা আমাদের মিষ্ট কথা বল। হে দেবগণ! পিতা মনু হতে আগত পথ হতে আমাদের ভ্রষ্ট করো না (২), দূরবর্তী মার্গ হতেও ভ্রষ্ট করো না। ৪। হে দেবগণ ও হে যজ্ঞভব অগ্নি! তোমরা সকলে আছ, তোমরা সকলে এখানে অবস্থিত হও, পরে সর্বত্র প্রথিত সুখ এবং গো ও অশ্ব সকলকে আমাদের দান কর।

টীকা ঃ　১। ৩৩ জন দেবের উল্লেখ। এখানে ও অন্যান্য অনেক স্থানে 'মনু' বা 'মনুষ' অর্থে মনুষ্য করলে সুন্দর অর্থ হয়। ২। স্বয়ং বৈবস্বত মনু এ সূক্তের বক্তা হলে এ কথা কিরূপ বলবেন ?

৩১ সূক্ত ।।　প্রথম চারটি ঋকের যজ্ঞ দেবতা, পরে যজ্ঞ প্রশংসা দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি। অনুষ্টুপ্, পাদনিচৃৎ, পংক্তি, গায়ত্রী ছন্দ।

যো যজাতি যজাত ইৎসুনবচ্চ পচাতি চ। ব্রহ্মেদিন্দ্রস্য চাকনৎ ॥ ১
পুরোডাশং যো অস্মৈ সোমং ররত আশিরম্। পাদিত্তং শক্রো অংহসঃ ॥ ২
তস্য দ্যুমাঁ অসদ্রথো দেবজূতঃ স শূশুবৎ। বিশ্বা বন্বন্নমিত্রিয়া ॥ ৩
অস্য প্রজাবতী গৃহেঽসশ্চন্তী দিবেদিবে। ইলা ধেনুমতী দুহে ॥ ৪
যা দম্পতী সমনসা সুনুত আ চ ধাবতঃ। দেবাসো নিত্যয়াশিরা ॥ ৫
প্রতি প্রাশব্যাঁ ইতঃ সম্যঞ্চা বর্হিরাশাতে। ন তা বাজেষু বায়তঃ ॥ ৬
ন দেবানামপি হ্নুতঃ সুমতিং ন জুগুক্ষতঃ। শ্রবো বৃহদ্বিবাসতঃ ॥ ৭
পুত্রিণা তা কুমারিণা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতঃ। উভা হিরণ্যপেশসা ॥ ৮
বীতিহোত্রা কৃতদ্বসু দশস্যন্তামৃতায় কম্।
সমূধো রোমশং হতো দেবেষু কৃণুতো দুবঃ ॥ ৯
আ শর্ম পর্বতানাং বৃণীমহে নদীনাম্। আ বিষ্ণোঃ সচাভুবঃ ॥ ১০
ঐতু পূষা রয়িভর্গঃ স্বস্তি সর্বধাতমঃ। উরুরধ্বা স্বস্তয়ে ॥ ১১
অরমতিরনর্বণো বিশ্বো দেবস্য মনসা। আদিত্যানামনেহ ইৎ ॥ ১২
যথা নো মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সন্তি গোপাঃ। সুগা ঋতস্য পন্থাঃ ॥ ১৩

অগ্নিং বঃ পূর্ব্যং গিরা দেবমীলে বসূনাম্ ।
সপর্যন্তঃ পুরুপ্রিয়ং মিত্রং ন ক্ষেত্রসাধসম্ ॥ ১৪
মক্ষূ দেববতো রথঃ শূরো বা পৃৎসু কাসু চিৎ ।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৫
ন যজমান রিষ্যসি ন সুন্বান ন দেবয়ো ।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৬
নকিষ্টং কর্মণা নশন্ন প্র যোষন্ন যোষতি ।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৭
অসদত্র সুবীর্যমুত ত্যদাশ্বশ্ব্যম্ ।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। যে যে যজমান যাগ করে, যে পুনরায় যাগ করে, সে সোম অভিষব করে ও পাক করে এবং ইন্দ্রের স্তোত্র বার বার কামনা করে। ২। যে যজমান ইন্দ্রকে পুরোডাশ ও দুগ্ধমিশ্রিত সোম প্রদান করে, শত্রু তাকে নিশ্চয়ই পাপ হতে রক্ষা করেন। ৩। দেবপ্রেরিত দ্যুতিমান রথ তারই হয়, সে তা দিয়ে শত্রুকৃত বাধা নষ্ট করে সমৃদ্ধ হয়। ৪। পুত্রাদিযুক্ত ও বিনাশরহিত ধেনুর সাথে অন্ন তার গৃহে প্রত্যহ লাভ করা যায়। ৫। হে দেবগণ! যে দম্পতি (১) একমনে অভিষব করে, সোম শোধন করে এবং মিশ্রণ দ্রব্যদ্বারা সোমমিশ্রিত করে। ৬। তারা ভোজনযোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হয়ে যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তারা অন্নার্থে কোথাও যায় না। ৭। তারা দেবগণকে দেব বলে আলাপ করে না, তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করতে ইচ্ছা করে না, মহা অন্নদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করে। ৮। তারা পুত্রবিশিষ্ট, কুমারবিশিষ্ট, স্বর্ণভূষিত হয়ে উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ু লাভ করে। ৯। প্রিয় যজ্ঞবিশিষ্ট এ দম্পতির স্তুতি দেবগণ কামনা করেন, এরা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করেন। তাঁরা সন্ততি লাভার্থে দেহ সংযোগ করেন এবং দেবগণের পরিচর্যা করেন। ১০। আমরা পর্বতের ও নদীগণের প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করছি, দেবগণের সঙ্গে মিলিত বিষ্ণুর প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করছি। ১১। দাতা ভজনীয় ও সর্বাপেক্ষা ধনধারী পূষা, শুভাগমন করছেন, তিনি আগত হলে বিস্তীর্ণ পথ আমাদের মঙ্গলকর হোক। ১২। শত্রুগণ কর্তৃক অধৃষ্য দ্যোতমান পূষার সমস্ত স্তোতাগণ ভক্তিদ্বারা পর্যাপ্ত স্তুতিবিশিষ্ট হচ্ছেন। আদিত্যগণের পক্ষে পাপশূন্য হচ্ছেন। ১৩। মিত্র, বরুণ, অর্যমা যেরূপ রক্ষক, যজ্ঞের পথ সকলও সেরূপ সুগম হোক। ১৪। হে দেবগণ! তোমাদের প্রধান, দীপ্তিমান অগ্নিকে ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতিদ্বারা স্তব করি, তোমাদের পরিচর্যাকারী মনুষ্য বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞসাধক অগ্নিকে স্তব করছে। ১৫। দেবাভিলাষী ব্যক্তির রথ শীঘ্র শূর যেরূপ কোন সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে, সেরূপ দুর্গম পথে প্রবেশ করে। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারায় পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে। ১৬। হে যজমান! তুমি বিনষ্ট হবে না, হে সোমাভিষবকারী! বিনষ্ট হবে না, হে দেবাভিলাষী! বিনষ্ট হবে না। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে। ১৭। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে, কেউ কর্মদ্বারা তাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না, সে কখনও স্বস্থান হতে পৃথক হয় না, পুত্রাদি হতে পৃথক হয় না। ১৮। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য

জনকে অভিভব করে। তার সুন্দর বীর্যবান পুত্র হয়, অশ্বসমূহযুক্ত ধনও তারই হয়।

টীকা ঃ ১। মূলে দম্পতি আছে। স্ত্রীপুরুষ একত্রে সোমাভিষবদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনকরণ ও সংসার সুখ লাভ করণের কথা ৫ হতে ৯ ঋকে পাওয়া যায়।

৩২ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র কৃতান্যৃজীষিণঃ কণ্বা ইন্দ্রস্য গাথয়া। মদে সোমস্য বোচত ॥ ১
যঃ সৃবিন্দমনর্শনিং পিপ্রুং দাসমমহীশুবম্। বধীদুগ্রো রিণন্নপঃ ॥ ২
ন্যর্বুদস্য বিষ্টপং বর্ষ্মাণং বৃহতস্তির। কৃষে তদিন্দ্র পৌংস্যম্ ॥ ৩
প্রতি শ্রুতায় বো ধৃষত্তূর্ণাশং ন গিরেরধি। হুবে সুশিপ্রমূতয়ে ॥ ৪
স গোরশ্বস্য বি ব্রজং মন্দানঃ সোম্যেভ্যঃ। পুরং ন শূর দর্ষসি ॥ ৫
যদি মে রারণঃ সুত উক্থে বা দধসে চনঃ। আরাদুপ স্বধা গহি ॥ ৬
বয়ং ঘা তে অপি ষ্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্বণঃ। ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ ॥ ৭
উত নঃ পিতুমা ভর সংররাণো অবিক্ষিতম্। মঘবন্ ভূরি তে বসু ॥ ৮
উত নো গোমতস্কৃধি হিরণ্যবতো অশ্বিনঃ। ইলাভিঃ সং রভেমহি ॥ ৯
বৃহদুক্থং হবামহে সৃপ্রকরস্নমূতয়ে। সাধু কৃণ্বন্তমবসে ॥ ১০
যঃ সংস্থে চিচ্ছতক্রতুরাদীং কৃণোতি বৃত্রহা। জরিতৃভ্যঃ পুরূবসুঃ ॥ ১১
স নঃ শক্রশ্চিদা শকদ্দানবাঁ অন্তরাভরঃ। ইন্দ্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ ॥ ১২
যো রায়ো বনির্মহান্ত্সুপারঃ সুন্বত সখা। তমিন্দ্রমভি গায়ত ॥ ১৩
আয়ন্তারং মহি স্থিরং পৃতনাসু শ্রবোজিতং। ভূরেরীশানমোজসা ॥ ১৪
নকিরস্য শচীনাং নিয়ন্তা সূনৃতানাম্। নকির্বক্তা ন দাদিতি ॥ ১৫
ন নূনং ব্রহ্মণামৃণং প্রাশূনামস্তি সুন্বতাম্। ন সোমো অপ্রতা পপে ॥ ১৬
পন্য ইদুপ গায়ত পন্য উক্থানি শংসত। ব্রহ্মা কৃণোত পন্য ইৎ ॥ ১৭
পন্য আ দর্দিরচ্ছতা সহস্রা বাজ্যবৃতঃ। ইন্দ্রো যো যজ্বনো বৃধঃ ॥ ১৮
বি যূ চর স্বধা অনু কৃষ্টীনামন্বাহুবঃ। ইন্দ্র পিব সুতানাম্ ॥ ১৯
পিব স্বধৈনবানামুত যস্তুগ্র্যে সচা। উতায়মিন্দ্র যস্তব ॥ ২০
অতীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাংসমুপারণে। ইমং রাতং সুতং পিব ॥ ২১
ইহি তিস্রঃ পরাবত ইহি পঞ্চ জনাঁ অতি। ধেনা ইন্দ্রাবচাকশৎ ॥ ২২
সূর্যো রশ্মিং যথা সৃজা ত্বা যচ্ছন্তু মে গিরঃ। নিম্নমাপো ন সধ্র্যক্ ॥ ২৩
অধ্বর্যবা তু হি ষিঞ্চ সোমং বীরায় শিপ্রিণে। ভরা সুতস্য পীতয়ে ॥ ২৪
য উদ্নঃ ফলিগং ভিনন্ন্যক্সিন্ধূঁরবাসৃজৎ। যো গোষু পক্কং ধারয়ৎ ॥ ২৫
অহন্বৃত্রমৃচীষম ঔর্ণবাভমহীশুবম্। হিমেনাবিধ্যদর্বুদম্ ॥ ২৬
প্র ব উগ্রায় নিষ্টুরেঽষাঢ়ায় প্রসক্ষিণে। দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত ॥ ২৭
যো বিশ্বান্যভি ব্রতা সোমস্য মদে অন্ধসঃ। ইন্দ্রো দেবেষু চেততি ॥ ২৮
ইহ ত্যা সধমাদ্যা হরী হিরণ্যকেশ্যা। বোড়্হামভি প্রয়ো হিতম্ ॥ ২৯
অর্বাঞ্চং ত্বা পুরুষ্টুত প্রিয়মেধস্তুতা হরী। সোমপেয়ায় বক্ষতঃ ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। হে কণ্বগণ! তোমরা ইন্দ্রের গাথাদ্বারা তাঁর মত্ততা জন্মিলে ঋজীষ সোমের কার্যসমূহ কীর্তন কর। ২। উগ্র ইন্দ্র জল প্রেরণ করে সৃবিন্দ, অনর্শনি, পিপ্রু দাস ও অহীশুবকে বধ করেছেন। ৩। হে ইন্দ্র! বৃহৎ মেঘের আবরকস্থান বিদ্ধ কর, ঐ বীরকর্ম সম্পাদন কর। ৪। মেঘের নিকট যেরূপ জল

প্রার্থনা করে, সেরূপ ইন্দ্র তোমাদের স্তুতি শুনুন ও তোমাদের রক্ষা করুন, এ তাঁর নিকট প্রার্থনা করি। তিনি শত্রুগণের দমনকারী ও শোভন হনুবিশিষ্ট। ৫। হে শূর! তুমি হৃষ্ট হয়ে স্তোতাগণের জন্য শত্রুনগরীর ন্যায় গো ও অশ্ব নিবাসের দ্বার অপাবৃত কর। ৬। হে ইন্দ্র! যদি আমার অভিষুত সোমে অথবা স্তোত্রে অনুরক্ত হও, যদি অন্ন দান কর, তা হলে দূরদেশ হতে অন্নের সাথে নিকটে এস। ৭। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, হে সোমপায়ী! তুমি আমাদের প্রীত কর। ৮। হে মঘবন! তুমি প্রীত হয়ে আমাদের অক্ষয় অন্ন দান কর, তোমার ধন প্রভূত। ৯। তুমি আমাদের গোযুক্ত অশ্বযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত কর, আমরা যেন অন্নবিশিষ্ট হই। ১০। ইন্দ্র লোকগণকে রক্ষা করবার জন্য বাহু প্রসৃত করেন এবং পালন করবার জন্য সুকার্য সম্পাদন করেন। তিনি মহৎ উকথবিশিষ্ট, আমরা তাঁকে আহ্বান করি। ১১। যিনি যুদ্ধে বহুকর্মবিশিষ্ট হন, পরে এ শত্রু বধ করেন এবং যিনি বৃত্রহন্তা, স্তোতাগণের জন্য যার অনেক ধন আছে। ১২। সে শত্রু আমাদের শক্তিবিশিষ্ট করুন। ইন্দ্র দানশীল, তিনি সমস্ত রক্ষা দ্বারা আমাদের ছিদ্র সমূহ পরিপূর্ণ করেন। ১৩। যিনি ধনপালক মহান সুপার এবং সোমাভিষবকারীর সখা, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর। ১৪। তিনি আগমনশীল মহান সংগ্রামে অচল অন্নজয়কারী এবং বলপূর্বক বহুধনের ঈশ্বর। ১৫। তাঁর সৎকার্যের কেউই নিয়ামক নেই, উনি দান করেন না, এ কেউ বলে না। ১৬। সোমপায়ী এবং সোমাভিষবকারী স্তোতাগণের ঋণ থাকে না। সামান্য ধনবান ব্যক্তি সোম পান করতে পারে না। ১৭। স্তুতি-যোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে গান কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্ম (স্তোত্রসমূহ) সম্পাদন কর। ১৮। স্তুতিযোগ্য বলবান ইন্দ্র শত্রুগণ কর্তৃক অপরিবৃত হয়ে শত ও সহস্র শত্রু বিদীর্ণ করেছেন তিনি যজ্ঞকারীর বর্ধক। ১৯। হে আহ্বানযোগ্য! তুমি মনুষ্যগণের হব্যের নিকট বিচরণ কর এবং অভিষুত সোম পান কর। ২০। হে ইন্দ্র! ধেনু বিনিময়ে ক্রীত এবং জলসংসৃষ্ট তোমার এ সোম পান কর। ২১। হে ইন্দ্র! ক্রোধপূর্বক অভিষবকারীকে ও অনুপযুক্ত স্থানে অভিষবকারীকে অতিক্রম করে চলে এস। তুমি আমাদের দত্ত এ অভিষুত সোম পান কর। ২২। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতি অবগত হয়েছ, তুমি দূরদেশ হতে তিন পথে এস। তুমি পঞ্চজনকে (১) অতিক্রম করে এস। ২৩। সূর্য যেরূপ রশ্মি দান করেন, তুমি সেরূপ ধন দান কর, জল যেরূপ নিম্নদেশে মিলিত হয়, সেরূপ আমার স্তুতি তোমার সাথে মিলিত হোক। ২৪। হে অধ্বর্যুগণ! সুন্দর হনুবিশিষ্ট বীর ইন্দ্রের উদ্দেশে শীঘ্র সোম সেক কর, সোমপানার্থে আহ্বান কর। ২৫। তিনি জলের জন্য মেঘ ভেদ করেছেন, নিম্নাভিমুখে জল প্রেরণ করেছেন, তিনি গোসমূহে দুগ্ধ প্রদান করেছেন। ২৬। দীপ্তিপ্রতিম ইন্দ্র বৃত্র, ঔর্ণবাভ ও অহীশুবকে বধ করেছেন, তিনি হিমজলে মেঘ বিদ্ধ করেছেন। ২৭। তোমরা উগ্র, নিষ্ঠুর, অভিভবকারী এবং প্রসহনশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে দেবপ্রসাদলব্ধ স্তোত্র গান কর। ২৮। সোমরূপ অন্নের মত্ততা হলে পর, তিনি দেবগণকে সমস্ত কর্ম বিজ্ঞাপিত করেন। ২৯। সে একত্রে প্রমত্ত, হিরণ্যকেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় এ যজ্ঞে হিতকর অন্নাভিমুখে ইন্দ্রকে আনুক। ৩০। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র! প্রিয়মেধকর্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোম পানার্থে তোমাকে আমাদের অভিমুখে আনুক।

টীকা : ১। পঞ্চজনের উল্লেখ। 'Five Nations'—Max Muller.

৩৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় প্রিয়মেধ ঋষি। বৃহতী, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্ পরি স্তোতার আসতে ॥ ১
স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো বসো নিরেক উক্‌থিনঃ।
কদা সুতং তৃষাণ ওক আ গম ইন্দ্র স্বব্দীব বংসগঃ ॥ ২
কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্বাজং দর্ষি সহস্রিণম্।
পিশঙ্গরূপং মঘবন্বিচর্ষণে মক্ষু গোমন্তমীমহে ॥ ৩
পাহি গায়ান্ধসো মদ ইন্দ্রায় মেধ্যাতিথে।
যঃ সংমিশ্লো হর্যোর্যঃ সুতে সচা বজ্রী রথো হিরণ্যয়ঃ ॥ ৪
যঃ সুষব্যঃ সুদক্ষিণ ইনো যঃ সুক্রতুর্গৃণে।
য আকরঃ সহস্রা যঃ শতামঘ ইন্দ্রো যঃ পূর্ভিদারিতঃ ॥ ৫
যো ধৃষিতো যোঽবৃতে যো অস্তি শ্মশ্রুষু শ্রিতঃ।
বিভূতদ্যুম্নশ্চ্যবনঃ পুরুষ্টুতঃ ক্রত্বা গৌরিব শাকিনঃ ॥ ৬
ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্বয়ো দধে।
অয়ং যঃ পুরো বিভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ ॥ ৭
দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।
নকিষ্টবা নি যমদা সুতে গমো মহাংশ্চরস্যোজসা ॥ ৮
য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃতঃ স্থিরো রণায় সংস্কৃতঃ।
যদি স্তোতুর্মঘবা শৃণবদ্ধবং নেন্দ্রো যোষত্যা গমৎ ॥ ৯
সত্যমিত্থা বৃষেদসি বৃষজূতির্নোঽবৃতঃ।
বৃষা হ্যুগ্র শৃণ্বিষে পরাবতি বৃষো অর্বাবতি শ্রুতঃ ॥ ১০
বৃষণস্তে অভীশবো বৃষা কশা হিরণ্যয়ী।
বৃষা রথো মঘবন্বৃষণা হরী বৃষা ত্বং শতক্রতো ॥ ১১
বৃষা সোতা সুনোতু তে বৃষন্নৃজীপিন্না ভর।
বৃষা দধন্বে বৃষণং নদীষ্বা তুভ্যং স্থাতর্হরীণাম্ ॥ ১২
এন্দ্র যাহি পীতয়ে মধু শবিষ্ঠ সোম্যম্।
নায়মচ্ছা মঘবা শৃণবদ্গিরো ব্রহ্মোক্‌থা চ সুক্রতু ॥ ১৩
বহন্তু ত্বা রথেষ্ঠামা হরয়ো রথযুজঃ।
তিরশ্চিদর্যং সবনানি বৃত্রহন্নন্যেষাং যা শতক্রতো ॥ ১৪
অস্মাকমদ্যান্তমং স্তোমং ধিষ্ব মহামহ।
অস্মাকং তে সবনা সন্তু শন্তমা মদায় দ্যুক্ষ সোমপাঃ ॥ ১৫
নহি ষস্তব নো মম শাস্ত্রে অন্যস্য রণ্যতি। যো অস্মান্বীর আনয়ৎ ॥ ১৬
ইন্দ্রশ্চিদ্ঘা তদব্রবীৎ স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ। উত অহ ক্রতুং রঘুম্ ॥ ১৭
সপ্তী চিদ্ঘা মদচ্যুতা মিথুনা বহতো রথম্। এবেদ্ধূর্বৃষ্ণ উত্তরা ॥ ১৮
অধঃ পশ্যস্ব মোপরি সন্তরাং পাদকৌ হর।
মা তে কশপ্লকৌ দৃশন্ স্ত্রী হি ব্রহ্মা বভূবিথ ॥ ১৯

অনুবাদ ঃ ১। হে বৃত্রহা! আমরা সোম অভিষব করছি। নিম্নাভিমুখে জলের ন্যায় আমরা তোমার অভিমুখে যাব, পবিত্র সোম প্রস্তুত হলে স্তোতাগণ তোমার উপাসনা করে। ২। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! অভিষুত সোম নির্গত হলে উকথ-বিশিষ্ট নেতাগণ স্তোত্র করছে। ইন্দ্র কখন সোমের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে বৃষভের ন্যায় শব্দ করে যজ্ঞ স্থানে আসবেন? ৩। হে শত্রুদমনকারী ইন্দ্র! কণ্বগণকে

সহস্রসংখ্যক অন্ন দান কর। হে মঘবা, বিচক্ষণ ইন্দ্র! আমরা ধৃষ্ট, পিশঙ্গরূপ-বিশিষ্ট ও গোমান অন্ন যাচ্ঞা করছি। ৪। হে মেধ্যাতিথি! সোম পান কর। যিনি অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করেন, যিনি সোমে সহায় হন, যিনি বজ্রী এবং যাঁর রথ হিরণ্ময়, সোমজনিত মত্ততা হলে সে ইন্দ্রের স্তুতি কর। ৫। যাঁর বামহস্ত সুন্দর, দক্ষিণহস্ত সুন্দর, যিনি ঈশ্বর ও সুক্রতু, যিনি সহস্রকর্তা, যিনি বহুধনশালী, যিনি পুরী ভেদ করেন এবং যিনি যজ্ঞে স্থির, সে ইন্দ্রের স্তুতি করি। ৬। যিনি ধর্ষক, যিনি শত্রুগণকর্তৃক অপরিবৃত, যুদ্ধে যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, যিনি প্রভূত বলবান, সোমপায়ী এবং বহুস্তুত সে ইন্দ্র স্বকার্যে সমর্থ যজমানের দুগ্ধপ্রদ গাভী-স্বরূপ। ৭। যিনি সুন্দর হনুবিশিষ্ট, সোমদ্বারা পরিতৃপ্ত এবং বলপূর্বক পুরী ভেদ করেন, সোমাভিষব হলে ঋত্বিকগণের সাথে সোমপায়ী সে ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা অন্ন দান করে? ৮। শত্রুগণের অন্বেষণকারী হস্তী যেরূপ মদজল ধারণ করে ( ), সেরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করেন। হে ইন্দ্র! তোমাকে কেউ নিয়মিত করতে পারে না, তুমি সোমাভিমুখে এস। তুমি বীর্য প্রভাবে সর্বত্র বিচরণ করে থাক। ৯। ইন্দ্র উগ্র হলে শত্রুরা তাঁকে আচ্ছাদিত করে রাখতে পারে না, তিনি অচল, তিনি যুদ্ধে অলঙ্কৃত হন। ধনবান ইন্দ্র যদি স্তোতার আহ্বান শোনেন, অন্যত্র যান না, কেবল সেখানে আসেন। ১০। হে উগ্র! তুমি সত্যই এরূপ, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি কামবর্ষিগণকর্তৃক আকৃষ্ট এবং আমাদের শত্রু কর্তৃক অপরিবৃত। তুমি অভীষ্টবর্ষী বলে খ্যাত আছ, দূরে এবং সমীপে অভীষ্টবর্ষী বলে খ্যাত আছ। ১১। হে মঘবন! তোমার অশ্বরজ্জু অভীষ্টবর্ষী; হিরণ্ময়ী কশা অভীষ্টবর্ষী এবং তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, হে শতক্রতু! তুমি অভীষ্টবর্ষী। ১২। হে অভীষ্টবর্ষী। তোমার অভিষবণকারী অভীষ্টবর্ষী হয়ে অভিষব করুন। হে ঋজুগামী! ধন দান কর। হে ইন্দ্র! অশ্বাভিমুখে স্থিত বর্ষিতা তোমার জন্য জলে সোম ধারণ করেছেন। ১৩। হে বলবান ইন্দ্র! সোমরূপ মধুপানার্থে এস। সুকর্মা ধনবান এ ইন্দ্র আমাদের নিকটে না এসে স্তুতি, স্তোত্র এবং উকথ শোনেন। ১৪। হে বৃত্রহা শতক্রতু! তুমি রথস্থ এবং ঈশ্বর, রথে যোজিত অশ্বগণ অন্যের যজ্ঞ তিরস্কার করে তোমাকে আমাদের যজ্ঞে আনুন। ১৫। হে মহামহ! অদ্য আমাদের নিকটবর্তী স্তোম ধারণ কর। হে দীপ্তসোমপা ইন্দ্র! তোমার মত্ততার জন্য আমাদের যজ্ঞ কল্যাণকর হোক। ১৬। যে বীর ইন্দ্র আমাদের নেতা, তিনি তোমার, আমার এবং অন্যের শাসনে প্রীত হন না। ১৭। ইন্দ্রই তা বলেছেন যে, স্ত্রীর মন দুঃশাস্য, স্ত্রীর ক্রতু লঘু। ১৮। সোমাভিমুখে গমনকারী অশ্বমিথুন ইন্দ্রের রথ বহন করে। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের রথ অশ্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। ১৯। হে প্রয়োগিন! তুমি অধোদেশ নিরীক্ষণ কর, ঊর্ধ্বদেশ নিরীক্ষণ করো না। পাদদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর, অবয়ব গোপন কর, যেহেতু তুমি স্তোতা হয়েও স্ত্রী হয়েছ। (২)।

টীকাঃ ১। দানযুক্ত মত্তহস্তীর উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়। ২। প্রয়োগী পুরুষ হয়েও স্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন। সায়ণ।

৩৪ সূক্ত।। ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নীপাতিথি ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

এন্দ্র যাহি হরিভিরুপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১
আ ত্বা গ্রাবা বদন্নিহ সোমী ঘোষেণ যচ্ছতু।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ২

অত্রা বি নেমিরেষামুরাং ন ধূনুতে বৃকঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৩
আ ত্বা কণ্বা ইহাবসে হবন্তে বাজসাতয়ে।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৪
দধামি তে সুতানাং বৃষ্ণে ন পূর্বপায্যম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৫
স্মৎপুরন্ধির্ন আ গহি বিশ্বতোধীর্ন ঊতয়ে।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৬
আ নো যাহি মহেমতে সহস্রোতে শতামঘ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৭
আ ত্বা হোতা মনুর্হিতো দেবত্রা বক্ষদীড্যঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৮
আ ত্বা মদচ্যুতা হরী শ্যেনং পক্ষেব বক্ষতঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৯
আ যাহ্যর্য আ পরি স্বাহা সোমস্য পীতয়ে।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১০
আ নো যাহ্যুপশ্রুত্যুক্থেষু রণয়া ইহ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১১
সরূপৈরা সু নো গহি সম্ভৃতৈঃ সম্ভৃতাশ্বঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১২
আ যাহি পর্বতেভ্যঃ সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১৩
আ নো গব্যান্যশ্ব্যা সহস্রা শূর দর্দৃহি।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১৪
আ নঃ সহস্রশো ভরাযুতানি শতানি চ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১৫
আ যদিন্দ্রশ্চ দদ্বহে সহস্রং বসুরোচিষঃ।
ওজিষ্ঠমশ্ব্যং পশুম্ ॥ ১৬
য ঋজ্রা বাতরংহসোঽরুষাসো রঘুষ্যদঃ।
ভ্রাজন্তে সূর্যা ইব ॥ ১৭
পারাবতস্য রাতিষু দ্রবচ্চক্রেষ্বাশুষু। তিষ্ঠং বনস্য মধ্য আ ॥ ১৮

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বগণের সাথে কণ্বের সুন্দর স্তুতির অভিমুখে এস। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও। ২। এ যজ্ঞে সোমবান অভিষব প্রস্তর শব্দ করে ধনীর সাথে তোমাকে দান করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৩। বৃক যেরূপ মেষীকে কম্পিত করে, সেরূপ এ যজ্ঞে অভিষবপ্রস্তর সোমলতাকে কম্পিত করছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৪। কণ্বগণ রক্ষা ও অন্ন লাভের জন্য তোমাকে এ যজ্ঞে আহ্বান করছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৫। বর্ষক বায়ুকে যেরূপ প্রথমে সোমরস প্রদান করে, সেরূপ আমি তোমাকে অভিষুত সোম প্রদান করব। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে

দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৬। হে স্বর্গের পুরন্ধি ! তুমি আমাদের নিকটে এস। হে সমস্ত জগতের ধারক ! তুমি আমাদের রক্ষার্থে এস। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৭। হে মহামতি সহস্ররক্ষাবান বহুধন ইন্দ্র ! আমাদের নিকট এস। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৮। দেবগণের মধ্যে স্তুতিযোগ্য ও মনুষ্যগণকর্তৃক গৃহে নিহিত হোতা অগ্নি তোমাকে বহন করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৯। শ্যেনপক্ষী যেরূপ তার পক্ষদ্বয় বহন করে, সেরূপ মদস্রাবী অশ্বদ্বয় তোমাকে বহন করুক। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১০। হে স্বামী ! তুমি সর্বতোভাবে এস, তোমার পানার্থে সোম স্বাহা করছি। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১১। উকথ পাঠ হলে তুমি এ যজ্ঞে আমাদের সমীপে এস এবং আমাদের প্রীত কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১২। হে পুষ্ট অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র ! পুষ্ট এবং সমান রূপবিশিষ্ট অশ্বগণের সাথে এস। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১৩। তুমি পর্বত হতে এস, অন্তরিক্ষ হতে এস। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১৪। হে শূর ! তুমি আমাদের জন্য সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্ব দান কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১৫। হে ইন্দ্র ! আমাদের সহস্র, অযুত ও শত অভিলষিত দান কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১৬। আমরা ধনের দ্বারা শোভা পাই, আমরা সকলে এবং ইন্দ্র বলবান অশ্বপশু গ্রহণ করি। ১৭। ঋজুগামী বায়ুসদৃশ বেগবান আরোচমান অল্প অল্প স্যন্দমান অশ্বগণ সূর্যের ন্যায় শোভা পায়। ১৮। পারাবত যখন এ সকল রথচক্রের গতি উৎপাদনকারী অশ্বসমূহকে প্রদান করেন, তখন আমি বনের মধ্যে ছিলাম।

৩৫ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রিগোত্রীয় শ্যাবাশ্ব ঋষি। পংক্তি, মহাবৃহতী ছন্দ।

অগ্নিনেন্দ্রেণ বরুণেন বিষ্ণুনাদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভিঃ সচাভুবা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা। ১
বিশ্বাভির্ধীভির্ভুবনেন বাজিনা দিবা পৃথিব্যাদ্রিভিঃ সচাভুবা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা ॥ ২
বিশ্বৈর্দেবৈস্ত্রিভিরেকাদশৈরিহাদ্ভির্মরুদ্ভির্ভৃগুভিঃ সচাভুবা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা ॥ ৩
জুষেথাং যজ্ঞং বোধতং হবস্য মে বিশ্বেহ দেবৌ সবনাব গচ্ছতম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চেষং নো বোড়্হমশ্বিনা ॥ ৪
স্তোমং জুষেথাং যুবশেব কন্যনাং বিশ্বেহ দেবৌ সবনায় গচ্ছতম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চেষং নো বোড়্হমশ্বিনা ॥ ৫
গিরো জুষেথামধ্বরং জুষেথাং বিশ্বেহ দেবৌ সবনায় গচ্ছতম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চেষং নো বোড়্হমশ্বিনা ॥ ৬
হারিদ্রবেব পতথো বনেদুপ সোমং সুতং মহিষেবাব গচ্ছথঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ ত্রির্বর্তির্যাতমশ্বিনা ॥ ৭

হংসাবিব পতথো অধ্বগাবিব সোমং সুতং মহিষেবাব গচ্ছথঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ ত্রির্বর্তির্যাতমশ্বিনা ॥ ৮
শ্যেনাবিব পতথো হব্যদাতয়ে সোমং সুতং মহিষেবাব গচ্ছথঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ ত্রির্বর্তির্যাতমশ্বিনা ॥ ৯
পিবতং চ তৃপ্ণুতং চা চ গচ্ছতং প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্‌।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চোর্জং নো ধত্তমশ্বিনা ॥ ১০
জয়তং চ প্র স্তুতং চ প্র চাবতং প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্‌।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চোর্জং নো ধত্তমশ্বিনা ॥ ১১
হতং চ শত্রূন্যততং চ মিত্রিণঃ প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণম্‌ চ ধত্তম্‌।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চোর্জং নো ধত্তমশ্বিনা ॥ ১২
মিত্রাবরুণবন্তা উত ধর্মবন্তা মরুত্বন্তা জরিতুর্গচ্ছথো হবম্‌।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা ॥ ১৩
অঙ্গিরস্বন্তা উত বিষ্ণুবন্তা মরুত্বন্তা জরিতুর্গচ্ছথো হবম্‌।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা ॥ ১৪
ঋভুমন্তা বৃষণা বাজবন্তা মরুত্বন্তা মরুত্বন্তা জরিতুর্গচ্ছথো হবম্‌।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা ॥ ১৫
ব্রহ্ম জিন্বতমুত জিন্বতং ধিয়ো হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা ॥ ১৬
ক্ষত্রং জিন্বতমুত জিন্বতং নৄন্হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা সূর্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা ॥ ১৭
ধেনূর্জিন্বতমুত জিন্বতং বিশো হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা ॥ ১৮
অত্রেরিব শৃণুতং পূর্ব্যস্তুতিং শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতো মদচ্যুতা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরোঅহ্ন্যম্‌ ॥ ১৯
সর্গাঁ ইব সৃজতং সুষ্টুতীরুপ শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতো মদচ্যুতা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরোঅহ্ন্যম্‌ ॥ ২০
রশ্মীংরিব যচ্ছতমধ্বরাঁ উপ শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতো মদচ্যুতা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরোঅহ্ন্যম্‌ ॥ ২১
অর্বাগ্রথং নি যচ্ছথং পিবতং সোম্যং মধু।
আ যাতমশ্বিনা গতমবস্যুর্বামহং হুবে ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ২২
নমোবাকে প্রস্থিতে অধ্বরে নরা বিবক্ষণস্য পীতয়ে।
আ যাতমশ্বিনা গতমবস্যুর্বামহং হুবে ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ২৩
স্বাহাকৃতস্য তৃম্পতং সুতস্য দেবাবন্ধসঃ।
আ যাতমশ্বিনা গতমবস্যুর্বামহং হুবে ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, অগ্নি ইন্দ্র বরুণ বিষ্ণু আদিত্যগণ রুদ্রগণ ও বসুগণের সাথে একত্রে এবং ঊষা ও সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে সোম পান কর। ২। হে বলবান অশ্বিদ্বয়! তোমরা সমস্ত প্রজ্ঞা, ভূতজাত, দ্যুলোক, পৃথিবী ও পর্বতের সাথে একত্রে এবং ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে সোম পান কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এ যজ্ঞে ভক্ষণকারী ত্রয়স্ত্রিংশ সংখ্যক দেবগণের সাথে (১) মরুৎগণ ও ভৃগুগণের সাথে একত্রে এবং ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে সোম পান কর। ৪। হে দেব অশ্বিদ্বয়! তোমরা যজ্ঞ সেবা কর, আমার আহ্বান জ্ঞাত হও,

এ যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অন্ন গ্রহণ কর। ৫। হে দেব অশ্বিদ্বয়! যুবা পুরুষ যেরূপ কন্যার আহ্বান সেবা করে, সেরূপ তোমরা এ যজ্ঞে স্তোম সেবা কর। এ যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অন্ন গ্রহণ কর। ৬। হে দেব অশ্বিদ্বয়! আমাদের স্তুতি সেবা কর, যজ্ঞ সেবা কর, এ যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অন্ন গ্রহণ কর। ৭। যেমন হারিদ্রব পক্ষিদ্বয় বনে পতিত হয়, সেরূপ তোমরা অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও। মহিষদ্বয়ের ন্যায় তা অবগত হও, ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ত্রিমার্গে গমন কর। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! হংসদ্বয়ের ন্যায় এবং পথিকদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ত্রিমার্গে গমন কর। ৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ত্রিমার্গে গমন কর। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পান কর, তৃপ্ত হও, এস, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বল দান কর। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা জয়লাভ কর, প্রশংসা কর, রক্ষা কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বল দান কর। ১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শত্রু বিনাশ কর, মিত্রযুক্ত হয়ে গমন কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বল দান কর। ১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা মিত্র ও বরুণযুক্ত ধর্মবান এবং মরুৎগণযুক্ত। তোমরা স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং ঊষা ও সূর্য আদিত্যগণের সাথে একত্রে আগমন কর। ১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, অঙ্গিরাগণ, বিষ্ণু ও মরুৎগণের সাথে স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং ঊষা ও সূর্য ও আদিত্যগণের সাথে একত্রে গমন কর। ১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ঋভু, অভীষ্টবর্ষী বাজ ও মরুৎগণে যুক্ত হয়ে স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং ঊষা, সূর্য ও আদিত্যগণের সাথে একত্রে গমন কর। ১৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোত্র জয় কর এবং কর্ম জয় কর। রাক্ষসগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। ঊষা এবং সূর্যের সাথে একত্রে অভিষবকারী সোম পান কর। ১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বল জয় কর ও মনুষ্যগণকে জয় কর। রক্ষগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। ঊষা এবং সূর্যের সাথে একত্রে অভিষবকারীর সোমপান কর। ১৮। হে অশ্বিদ্বয়! ধেনু জয় কর এবং লোক সকল জয় কর, রক্ষগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। ঊষা এবং সূর্যের সাথে একত্রে অভিষবকারীর সোমপান কর। ১৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শত্রুগণের গর্ব খর্বকারী তোমরা যেরূপ অত্রির স্তুতি শুনতে, সেরূপ সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের মুখ্য স্তুতি শোন। ঊষা এবং সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে প্রাতকালের যজ্ঞে সোম পান কর। ২০। হে অশ্বিদ্বয়! শ্যাবাশ্বের সুন্দর স্তুতি আভরণের ন্যায় গ্রহণ কর। ঊষা এবং সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে প্রাতকালের যজ্ঞে সোম পান কর। ২১। হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বরজ্জুর ন্যায় শ্যাবাশ্বের যজ্ঞাভিমুখে গমন কর। ঊষা এবং সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে প্রাতকালের যজ্ঞে সোম পান কর। ২২। হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে আন, সোমরূপ মধু পান কর, যজ্ঞে এস, সোমের অভিমুখে এস। আমি রক্ষাভিলাষী হয়ে তোমায় আহ্বান করছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর। ২৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা নেতা, আমি বিচক্ষণ, আমার এ প্রস্তুত নমোবাক্যযুক্ত যজ্ঞে সোমপানার্থে এস, সোমের অভিমুখে এস, আমি রক্ষাভিলাষী

হয়ে তোমায় আহ্বান করছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর। ২৪। হে দেব অশ্বিদ্বয়! তোমরা অভিষুত স্বাহাকৃত সোমে তৃপ্তিলাভ কর, যজ্ঞে এস, সোমের অভিমুখে এস, আমি রক্ষাভিলাষী হয়ে তোমায় আহ্বান করছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।
টীকা ঃ ১। ৩৩ জন দেবের উল্লেখ।

৩৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। শক্করী, মহাপংক্তি ছন্দ।

অবিতাসি সুন্বতো বৃক্তবর্হিষঃ পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে॥ ১
প্রাব স্তোতারং মঘবন্নব ত্বাং পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ। ইন্দ্র সৎপতে ॥ ২
ঊর্জা দেবাঁ অবস্যোজসা ত্বাং পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৩
জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৪
জনিতাশ্বানাং জনিতা গবামসি পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৫
অত্রীণাং স্তোমমদ্রিবো মহস্কৃধি পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৬
শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতস্তথা শৃণু যথাশৃণোরত্রেঃ কর্মাণি কৃণ্বতঃ।
প্র ত্রসদস্যুমাবিথ ত্বমেক ইন্নৃষাহ্য ইন্দ্র ব্রহ্মাণি বর্ধয়ন্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে শতক্রতু! যে সোম অভিষব করে ও কুশ বিস্তার করে, তুমি তার রক্ষক হও। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জলমধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ২। হে মঘবন! স্তোতাকে রক্ষা কর, তোমাকে সোমপানের দ্বারা রক্ষা কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জল মধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ৩। তুমি দেবগণকে অন্নের দ্বারা রক্ষা কর, তোমাকে বলের দ্বারা রক্ষা কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জলমধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ৪। তুমি দ্যুলোকের জনক, পৃথিবীর জনক। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জলমধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ৫। তুমি অশ্বের জনক, গাভীর জনক। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জলমধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ৬। হে অদ্রিমান! অত্রিগণের স্তোম পূজিত কর। হে সৎপতি মরুৎগণ যুক্ত শতক্রতু! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জলমধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শুনেছিলে, সেরূপ অভিষবকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শোন। তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্র সমুদয় বর্ধিত করে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলে।

৩৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। অতিজগতী, মহাপংক্তি ছন্দ।

প্রেদং ব্রহ্ম বৃত্রতূর্যেষ্বাবিথ প্র সুন্বত শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ॥ ১
সেহান উগ্র পৃতনা অভি দ্রুহঃ শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ॥ ২
একরালস্য ভুবনস্য রাজসি শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ॥ ৩
সস্থাবানা যবয়সি ত্বমেক ইচ্ছচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ॥ ৪
ক্ষেমস্য চ প্রযুজশ্চ ত্বমীশিষে শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ॥ ৫
ক্ষত্রায় ত্বমবসি ন ত্বমাবিথ শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ॥ ৬
শ্যাবাশ্বস্য রেভতস্তথা শৃণু যথাশৃণোরত্রেঃ কর্ম্মাণি কৃণ্বতঃ।
প্র ত্রসদস্যুমাবিথ ত্বমেক ইন্নৃষাহ্য ইন্দ্র ক্ষত্রাণি বর্ধয়ন্॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে সমস্ত রক্ষাদ্বারা এ স্তোত্র রক্ষা কর, সোমাভিষবকারীকে রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর। ২। হে যজ্ঞপতি উগ্র ইন্দ্র! শত্রুসেনাগণকে অভিভূত করে সমস্ত রক্ষা দ্বারা রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর। ৩। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! এ ভুবনের অদ্বিতীয় রাজা হয়ে ও সমস্ত রক্ষাযুক্ত হয়ে শোভা পাও। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর। ৪। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমিই সমানরূপে অবস্থিত এ লোকদ্বয় পৃথক করে থাক। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর। ৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হয়ে জগতের মঙ্গল ও প্রয়োগের ঈশ্বর হও। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর ৬। হে শচীপতি ইন্দ্র! তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হয়ে বলের জন্য রক্ষা কর, তোমাকে কেউ রক্ষা করে না। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শুনেছিলে সেরূপ স্তুতিকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শোন। তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্রসমুদয় বর্ধিত করে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলে।

৩৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্মসু। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥ ১
তোশাসা রথয়াবানা বৃত্রহণাপরাজিতা। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥ ২
ইদং বাং মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্॥ ৩
জুষেথাং যজ্ঞমিষ্টয়ে সুতং সোমং সধস্তুতী। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং নরা॥ ৪
ইমা জুষেথাং সবনা যেভির্হব্যান্যূহথুঃ। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং নরা॥ ৫
ইমাং গায়ত্রবর্তনিং জুষেথাং সুষ্টুতিং মম। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং নরা॥ ৬
প্রাতর্যাবভিরা গতং দেবেভির্জেন্যাবসূ। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে॥ ৭
শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতোঽত্রীণাং শৃণুতং হবম্। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে॥

এবা বামহ্ব উতয়ে যথাহুবন্ত মেধিরাঃ। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ৯
আহং সরস্বতীবতোরিন্দ্রাগ্ন্যোরবো বৃণে। যাভ্যাং গায়ত্রমৃচ্যতে ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বিশুদ্ধ এবং ঋত্বিক। যুদ্ধে এবং কর্মে আমাকে অবগত হও। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শত্রুহিংসাকারী, রথে গমনশীল, বৃত্রহন্তা এবং অপরাজিত। তোমরা আমাকে অবগত হও। ৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশে প্রস্তর দ্বারা এ মদকর মধু দোহন করেছেন। তোমরা আমাকে অবগত হও। ৪। হে একত্রে স্তুতিযোগ্য, নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞ সেবা কর, যজ্ঞার্থে অভিষুত সোমের অভিমুখে এস। ৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা নেতা, তোমরা যার দ্বারা হব্য বহন কর, সে সবন সেবা কর, এস। ৬। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা গায়ত্রমার্গবিশিষ্ট এ সুস্তুতি সেবা কর, এস। ৭। হে ধনজেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা প্রাতকালে মিলিত দেবগণের সাথে সোমপানার্থে এস। ৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের ঋত্বিকগণের আহ্বান সোমপানার্থে শোন। ৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! প্রাজ্ঞগণ যেরূপে তোমাদের আহ্বান করেছে, সেরূপে আমি রক্ষার্থে ও সোমপানার্থে তোমাদের আহ্বান করি। ১০। যাঁদের উদ্দেশে সাম গান করা হয়, আমি সে স্তুতিমান ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট রক্ষা প্রার্থনা করি।

৩৯ সূক্ত।। অগ্নি দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নাভাক ঋষি। মহাপংক্তি ছন্দ।

অগ্নিমস্তোষ্যৃগ্মিয়মগ্নিমীলা যজধ্যৈ।
অগ্নির্দেবাঁ অনক্তু ন উভে হি বিদথে কবিরন্তশ্চরতি দূত্যং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১
ন্যগ্নে নব্যসা বচস্তনূষু শংসমেষাম্।
ন্যরাতী ররাব্ণাং বিশ্বা অর্যো অরাতীরিতো যুচ্ছন্ত্বামুরো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ২
অগ্নে মন্মানি তুভ্যং কং ঘৃতং ন জুহ্ব আসনি।
স দেবেষু প্র চিকিদ্ধি ত্বং হ্যসি পূর্ব্যঃ শিবো দূতো বিবস্বতো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৩
তত্তদগ্নির্বয়ো দধে যথাযথা কৃপণ্যতি।
ঊর্জাহুতির্বসূনাং শং চ যোশ্চ ময়ো দধে বিশ্বস্যৈ দেবহূত্যৈ নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪
স চিকেত সহীয়সাগ্নিশ্চিত্রেণ কর্মণা।
স হোতা শশ্বতীনাং দক্ষিণাভিরভীবৃত ইনোতি চ প্রতীব্যং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫
অগ্নির্জাতা দেবানামগ্নির্বেদ মর্তানামপীচ্যম্।
অগ্নিঃ স দ্রবিণোদা অগ্নির্দ্বারা ব্যূর্ণুতে স্বাহুতো নবীয়সা নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬
স মূদা কাব্যা পুরু বিশ্বং ভূমেব পুষ্যতি দেবো দেবেষু
যজ্ঞিয়ো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৭
যো অগ্নিঃ সপ্তমানুষঃ শ্রিতো বিশ্বেষু সিন্ধুষু।
তমাগন্ম ত্রিপস্ত্যং মন্ধাতুর্দস্যুহন্তমমগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৮
অগ্নিস্ত্রীণি ত্রিধাতূন্যা ক্ষেতি বিদথা কবিঃ।
স ত্রীঁরেকাদশাঁ ইহ যক্ষচ্চ পিপ্রয়চ্চ নো বিপ্রো দূত পরিষ্কৃতো নভন্তামন্যকে সমে ॥৯
ত্বং নো অগ্ন আয়ুষু ত্বং দেবেষু পূর্ব্য বস্ব এক ইরজ্যসি।
ত্বামাপঃ পরিস্রুতঃ পরি যন্তি স্বসেতবো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। ঋকমন্ত্রযোগ্য অগ্নির স্তব করি, যজ্ঞার্থে স্তুতিদ্বারা অগ্নির স্তুতি করি। অগ্নি আমাদের যজ্ঞে দেবগণকে হব্যের দ্বারা পূজা করুন। কবি অগ্নি, স্বর্গ ও পৃথিবী, এ উভয়ের মধ্যে দৌত্যকার্যে বিচরণ করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা

করুন। ২। হে অগ্নি! নূতন স্তোত্রের দ্বারা আমাদের অঙ্গে এ শত্রুর হিংসা দগ্ধ কর, হব্যপ্রদাতাগণের শত্রু দগ্ধ কর। সমস্ত অভিগমনশীল মূঢ় শত্রুগণ এখান হতে চলে যাক। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৩। হে অগ্নি! তোমার মুখে সুখকর ঘৃতের ন্যায় স্তোত্র হোম করি। দেবগণের মধ্যে তুমি আমাদের স্তুতি অবগত হও। তুমি পুরাতন, সুখকর এবং দেবগণের দূত। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৪। যা যা যাচ্ঞা করে, অগ্নি সে অন্ন প্রদান করেন। তিনি অন্নের দ্বারা আহূত হয়ে যজমানের শান্তিকর ও বিষয়োপভোগজনিত সুখ দান করেন। তিনি সমস্ত দেবগণের আহ্বানে থাকেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৫। সে অগ্নি অভিভবকর নানাবিধ কর্মদ্বারা জ্ঞাত হন। তিনি সমস্ত দেবগণের হোতা, পশুগণে পরিবৃত এবং *তিনি শত্রুর অভিমুখে গমন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৬। অগ্নি দেবগণের জন্ম জানেন, অগ্নি মনুষ্যগণের গুহা বিষয় জানেন। অগ্নি ধনদাতা, অগ্নি* নূতন হব্যদ্বারা সুন্দররূপে আহূত হয়ে ধনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৭। অগ্নি দেবগণের মধ্যে বাস করেন, তিনি যজ্ঞার্হ, প্রজ্ঞাগণের মধ্যে বাস করেন। ভূমি যেরূপ বিশ্বপোষণ করেন, সেরূপ তিনি সহর্ষে সমস্ত কার্য পোষণ করেন, অগ্নিদেব দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৮। যে অগ্নি সপ্তমনুষ্যবিশিষ্ট (১) ও সমস্ত নদীতে আশ্রিত, আমরা তাঁর নিকট গমন করি। তিনি তিনস্থানবিশিষ্ট, মান্ধাতার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক দস্যু হনন করেছেন। তিনি সকলের প্রধান। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৯। কবি অগ্নি, তিন বন্ধনবিশিষ্ট স্থানে বাস করেন। সে অগ্নি দূত, প্রাজ্ঞ এবং অলংকৃত হয়ে এ যজ্ঞে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের (২) যাগ করুন, আমাদের অভিলাষ পূরণ করুন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ১০। হে পূর্বভাবী অগ্নি! তুমি এক হয়ে মনুষ্যগণের মধ্যে ধনের ঈশ্বর, দেবগণের মধ্যেও ধনের ঈশ্বর। স্বয়ং সেতুস্বরূপ, গমনশীল জল তার চতুর্দিকে গমন করে। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

টীকা : ১। অর্থ বোধ হয় সপ্তসিন্ধুতীরস্থ প্রদেশের নিবাসিগণ। পরের কথাগুলি হতে এ অর্থই আরও প্রতীয়মান হয়। ২। ৩৩ দেবের উল্লেখ।

৪০ সূক্ত।। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। নাভাক ঋষি। মহাপংক্তি, শক্বরী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রাগ্নী যুবং সু নঃ সহন্তা দাসথো রয়িম্।
যেন দৃঢ়্হা সমৎস্বা বীলু চিৎসাহিষীমহ্যগ্নির্বনেব বাত ইন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১
নহি বাং বব্রয়ামহেঽথেন্দ্রমিদ্যজামহে শবিষ্ঠং নৃণাং নরম্।
স নঃ কদা চিদর্বতা গমদা বাজসাতয়ে গমদা মেধসাতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ২
তা হি মধ্যং ভরাণামিন্দ্রাগ্নী অধিক্ষিতঃ।
তা উ কবিত্বনা কবী পৃচ্ছ্যমানা সখীয়তে সং ধীতমশ্নুতং নরা নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৩
অভ্যর্চ নভাকবদিন্দ্রাগ্নী যজসা গিরা।
যয়োর্বিশ্বমিদং জগদিয়ং দ্যৌঃ পৃথিবী মহ্যুপস্থে বিভৃতো বসু নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪
প্র ব্রহ্মাণি নভাকবদিন্দ্রাগ্নিভ্যামিরজ্যত।
যা সপ্তবুধ্নমর্ণবং জিহ্মবারমপোর্ণুত ইন্দ্র ঈশান ওজসা নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫
অপি বৃশ্চ পুরাণবদ্ব্রততেরিব গুষ্পিতমোজো দাসস্য দম্ভয়।
বয়ং তদস্য সংভৃতং বস্বিন্দ্রেণ বি ভজেমহি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬
যদিন্দ্রাগ্নী জনা ইমে বিহ্বয়ন্তে তনা গিরা।
অস্মাকেভির্নৃভির্বয়ং সাসহ্যাম পৃতন্যতো বনুয়াম বনুষ্যতো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৭

যা নূ শ্বেতাববো দিব উচ্চরাত উপ দ্যুভিঃ।
ইন্দ্রাগ্ন্যোরনু ব্রতমুহানা যন্তি সিন্ধবো যান্ত্সীং বন্ধাদমুঞ্চতাং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৮
পূর্বীষ্ট ইন্দ্রোপমাতয়ঃ পূর্বীরুত প্রশস্তয়ঃ সূনো হিন্বস্য হরিবঃ।
বস্বো বীরস্যাপৃচো যা নু সাধন্ত নো ধিয়ো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৯
তং শিশীতা সুবৃক্তিভিস্ত্বেষং সত্বানমৃগ্মিয়ম্।
উতো নু চিদ্য ওজসা শুষ্ণস্যাণ্ডানি ভেদতি জেষৎস্বর্বতীরপো নভন্তামন্যকে সমে॥ ১০
তং শিশীতা স্বধ্বরং সত্যং সত্বানমৃত্বিয়ম্।
উতো নু চিদ্য ওহত আণ্ডা শুষ্ণস্য ভেদত্যজৈঃ স্বর্বতীরপো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১১
এবেন্দ্রাগ্নিভ্যাং পিতৃবন্নবীয়ো মন্ধাতৃবদঙ্গিরস্বদবাচি।
ত্রিধাতুনা শর্মণা পাতমস্মান্বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শত্রু অভিভব করে আমাদের ধন দান কর। অগ্নি যেরূপ বায়ুদ্বারা বনকে অভিভব করেন, আমরা সেরূপ সে ধনের সাহায্যে দৃঢ় শত্রুবল অভিভব করব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের নিকট ধন যাচ্ঞা করব না; সর্বাপেক্ষা বলবান নেতাগণের নেতা ইন্দ্রেরই যজ্ঞ করব। তিনি অশ্বে আরোহণ করে কখন অন্নলাভার্থে আসেন, কখন যজ্ঞলাভার্থে আসেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৩। সে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র ও অগ্নি যুদ্ধে মধ্যস্থলে নিবাস করেন। হে নেতৃদ্বয়! কবিগণ জিজ্ঞাসা করলে তোমরাই বন্ধুতাভিলাষী যজমানের কৃতকর্ম ব্যাপ্ত কর; ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৪। যজ্ঞ এবং বাক্যদ্বারা নাভাকের ন্যায় ইন্দ্র ও অগ্নিকে অর্চনা কর। এ সমস্ত জগৎ ইন্দ্র ও অগ্নিতে বর্তমান, এরই ক্রোড়ে মহতী পৃথিবী ও দ্যুলোক ধন ধারণ করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৫। নাভাকের ন্যায় ঋষি, ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করছেন। এরা সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধ দ্বারবিশিষ্ট অর্ণবকে আচ্ছাদিত করেন। ইন্দ্র তেজবলে ঈশ্বর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৬। হে ইন্দ্র! প্রাচীন লোকে যেরূপ লতার শাখা ছেদ করে, সেরূপ তুমি সমস্ত শত্রুদের ছেদ কর। দাসের বল বিনাশ কর, আমরা ইন্দ্রের অনুগ্রহে এ দাসকর্তৃক সংগৃহীত অর্থ ভাগ করে নেব (১)। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৭। এ যে সকল লোক ধনদ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছেন, তাঁদের মধ্যে আমরা সসৈন্যে আমাদের মনুষ্যের সাহায্যে শত্রুগণকে অভিভূত করব এবং শত্রুগণের স্তুতি ভজনা করব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৮। যে শ্বেতবর্ণ ইন্দ্র ও অগ্নি অধোদেশ হতে দীপ্তির দ্বারা স্বর্গের উপরে গমন করেন, তাঁদেরই হব্য বহন করে যজমানগণ কার্য অনুষ্ঠান করছে। তাঁরাই প্রসিদ্ধ সিন্ধুসমূহকে বন্ধন হতে মুক্ত করেছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৯। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, বজ্রবান প্রেরক ইন্দ্র! তুমি প্রীতি প্রদান কর। তুমি বীর, তুমি ধনদান কর। তোমার অনেক উপমান বস্তু আছে, তোমার প্রাচীন প্রশস্তি অনেক আছে, ঐ প্রশস্তি সকল আমাদের কর্ম সম্পন্ন করুক। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ১০। হে স্তোতাগণ! দীপ্ত ধনভাক ঋকমন্ত্রের যোগ্য ইন্দ্রকে উত্তম স্তুতিদ্বারা সংস্কৃত কর। আরও যে ইন্দ্র শুষ্ণের অণ্ড সকল ভেদ করেন, তিনিই স্বর্গীয় জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ১১। হে স্তোতাগণ! উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট, বিনাশরহিত, ধনভাক যাগযোগ্য ইন্দ্রকে সংস্কৃত কর। যে ইন্দ্র যজ্ঞের অভিমুখে গমন করেন, তিনি শুষ্ণের অণ্ড সকল ভেদ করেন, তিনি স্বর্গীয় জল জয় করেন।

ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ১২। আমি পিতার ন্যায়, মান্ধাতার ন্যায়, অঙ্গিরার ন্যায় ও অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তুতি পাঠ করেছি। তাঁরা ত্রিধাতু আশ্রয় দ্বারা (২) আমাদের পালন করুন, আমরা ধনের স্বামী হব।

টীকা ঃ ১। দাস অর্থে অনার্য বর্বরজাতি। ২। মূলে 'তৃধাতুনা শর্মণা' আছে। সায়ণ এর অর্থ ত্রিপর্ব গৃহ করেছেন।

৪১ সূক্ত ॥ বরুণ দেবতা। নাভাক ঋষি। মহাপংক্তি ছন্দ।

অস্মা উ ষু প্রভূতয়ে বরুণায় মরুদ্ভ্যোঽর্চা বিদুষ্টরেভ্যঃ।
যো ধীতা মানুষাণাং পশ্বো গা ইব রক্ষতি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১
তমূ ষু সমনা গিরা পিতৄণাং চ মন্মভিঃ।
নাভাকস্য প্রশস্তিভির্যঃ সিন্ধূনামুপোদয়ে সপ্তস্বসা স মধ্যমো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ২
স ক্ষপঃ পরি ষস্বজে ন্যুস্রো মায়য়া দধে স বিশ্বং পরি দর্শতঃ।
তস্য বেনীরনু ব্রতমুষস্তিস্রো অবর্ধয়ন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৩
যঃ ককুভো নিধারয়ঃ পৃথিব্যামধি দর্শতঃ।
স মাতা পূর্ব্যং পদং তদ্বরুণস্য সপ্ত্যং স হি গোপা ইবের্যো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪
যো ধর্তা ভুবনানাং য উস্রাণামপীচ্যা বেদ নামানি গুহ্যা।
স কবিঃ কাব্যা পুরু রূপং দ্যৌরিব পুষ্যতি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫
যস্মিন্বিশ্বানি কাব্যা চক্রে নাভিরিব শ্রিতা।
ত্রিতং জূতী সপর্যত ব্রজে গাবো ন সংযুজে যুজে অশ্বাঁ অযুক্ষত নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬
য আস্বৎক আশয়ে বিশ্বা জাতান্যেষাম্।
পরি ধামানি মর্মৃশদ্বরুণস্য পুরো গয়ে বিশ্বে দেবা অনু ব্রতং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৭
স সমুদ্রো অপীচ্যস্তুরো দ্যামিব রোহতি নি যদাসু যজুর্দধে।
স মায়া অর্চিনা পদাস্তৃণান্নাকমারুহন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৮
যস্য শ্বেতা বিচক্ষণা তিস্রো ভূমীরধিক্ষিতঃ।
ত্রিরুত্তরাণি পপ্রতুর্বরুণস্য ধ্রুবং সদঃ স সপ্তানামিরজ্যতি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৯
যঃ শ্বেতাঁ অধিনির্ণিজশ্চক্রে কৃষ্ণাঁ অনু ব্রতা।
স ধাম পূর্ব্যং মমে যঃ স্কম্ভেন বি রোদসী অজো ন দ্যামধারয়ন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে স্তোতা! প্রভূত ধনলাভার্থে এ বরুণের ও অতিশয় বিদ্বান মরুৎগণের উদ্দেশে স্তব কর। বরুণ কর্মদ্বারা মনুষ্যগণের পশু সকলকে গোসমূহের ন্যায় রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করেন (১)। ২। আমি সে বরুণকেই সমান স্তুতির দ্বারা স্তব করছি, পিতৃগণের স্তোত্রদ্বারা স্তব করছি, নাভাক ঋষির স্তুতিদ্বারা স্তব করি। তিনি নদী সমূহের নিকটে উদ্গত হন, তাঁর সপ্ত স্বসা. তিনি মধ্যম। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৩। সে বরুণ রাতকে আলিঙ্গন করেন, তিনি দর্শনীয়, তিনি ঊর্ধ্বে গমন করে মায়াদ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, তাঁর কর্মাভিলাষী প্রজাগণ তিন ঊষা বর্ধিত করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৪। যে বরুণ পৃথিবীর উপরে দিক সকল ধারণ করেন, তিনি দর্শনীয় নির্মাণকারী। প্রাচীন পদ (২) এবং যে পদে আমরা বিচরণ করি এ উভয়েই বরুণের। তিনিই ঈশ্বর হয়ে আমাদের গোসমূহ রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৫। যিনি ভুবনসমূহের ধারক, যিনি রশ্মিসমূহের অন্তর্হিত গুহ্য নাম জানেন, সে বরুণ কবি হয়ে অনেক কবির কর্মস্বরূপ দ্যুলোককে পোষণ করেন। তিনি সমস্ত শত্রু

হিংসা করুন। ৬। সমস্ত কবি কর্মচক্রের নাভির ন্যায় যে বরুণকে আশ্রয় করেছে, সে স্থানত্রয়বিশিষ্ট বরুণের শীঘ্র পরিচর্যা কর। গোষ্ঠে যেরূপ গো গমন করে, সেরূপ আমাদের পরিভবার্থে যুদ্ধের জন্য শত্রুগণ অশ্ব যোজনা করছে। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৭। বরুণ এ দিকসমূহে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, তিনি শত্রুগণের ব্যাপ্ত সমস্ত নগর বিনাশ করেন, তাঁর রথের সম্মুখে সমস্ত দেবগণ কর্মানুষ্ঠান করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৮। সে সমুদ্রস্বরূপ বরুণ অন্তর্হিত হয়ে শীঘ্র আদিত্যের ন্যায় স্বর্গে আরোহণ করেন এবং এই দিকসমূহে প্রজাদের দান প্রদান করেন। তিনি দ্যুতিমান পদদ্বারা মায়া নাশ করেন ও স্বর্গে গমন করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৯। অন্তরিক্ষ অধিবাসী যে বরুণের শ্বেতবর্ণবিচক্ষণ তেজত্রয় তিন ভুবনে প্রথিত হয়, সে বরুণের স্থান অচল, তিনি সপ্তসিন্ধুর ঈশ্বর। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ১০। যিনি নিজ রশ্মিসমূহকে শ্বেতবর্ণ করেন এবং কৃষ্ণবর্ণ করেন, তাঁর কর্মের উদ্দেশে দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোক নির্মিত হয়েছে। আদিত্য যেরূপ দ্যুলোক ধারণ করেন, সেরূপ তিনি অন্তরিক্ষ দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করেছেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

টীকা ঃ ১। ৩৯, ৪০ ও ৪১ সূক্তের প্রায় প্রত্যেক ঋকের শেষে 'নভন্তাং অন্যকে সাম' শব্দগুলি আছে। ৪১ সূক্তেও সায়ণ ইন্দ্র ও অগ্নি সম্বন্ধে এ শব্দগুলি অর্থ করেছেন। কিন্তু ৪১ সূক্তে অগ্নি বা ইন্দ্রের উল্লেখ আদৌ নেই। (২) স্বর্গ। সায়ণ।

৪২ সূক্ত ॥ প্রথম তিনটি ঋকের বরুণ ; অবশিষ্টের অশ্বিদ্বয় দেবতা। অর্চনানা, অথবা নাভাক ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অস্তভ্নাদ্দ্যামসুরো বিশ্ববেদা অমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ।
আসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড় বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানি ॥ ১
এবা বন্দস্ব বরুণং বৃহন্তং নমস্যা ধীরমমৃতস্য গোপাম্।
স নঃ শর্ম ত্রিবরূথং বি যংসৎপাতং নো দ্যাবাপৃথিবী উপস্থে ॥ ২
ইমাং ধিয়ং শিক্ষমানস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সং শিশাধি।
যযাতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্মাণমধি নাবং রুহেম ॥ ৩
আ বাং গ্রাবাণো অশ্বিনা ধীভির্বিপ্রা অচুচ্যবুঃ।
নাসত্যা সোমপীতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪
যথা বামত্রিরশ্বিনা গীর্ভির্বিপ্রো অজোহবীৎ।
নাসত্যা সোমপীতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫
এ বা বামহ্ব ঊতয়ে যথাহুবন্ত মেধিরাঃ।
নাসত্যা সোমপীতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। সর্বজ্ঞানী অসুর বরুণ দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছেন, পৃথিবীর বিস্তারের পরিমাণ করেছেন, সমস্ত ভুবনের সম্রাটরূপে আসীন হয়েছেন। বরুণের এ সকল কর্ম অনেক। ২। এরূপে বৃহৎ বরুণের বন্দনা কর, অমৃতের রক্ষক প্রাজ্ঞ বরুণকে নমস্কার কর। তিনি আমাদের ত্রিপর্ববিশিষ্ট আশ্রয় দান করুন। আমরা তার ক্রোড়ে বর্তমান। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের রক্ষা করুন। ৩। হে দেব বরুণ! এ কর্মানুষ্ঠানকারীর কর্ম ও দক্ষতা তীক্ষ্ণ কর। যা দ্বারা সমস্ত দুরিত অতিক্রম করতে পারি, সেরূপ সুখে পারযোগ্য নৌকাতে আরোহণ করব। ৪। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! বিপ্রগণ এবং অভিষব প্রস্তর সমূহ সোম পানার্থে স্ব স্ব কার্যের দ্বারা তোমাদের অভিমুখে গমন করে। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রুগণ হিংসা করুন।

৫। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! বিপ্র অত্রি যেরূপ স্তুতিদ্বারা সোমপানার্থে আহ্বান করেছিলেন। সেরূপ আমি আহ্বান করি। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৬। হে নাসত্যদ্বয়! মেধাবিগণ যেরূপ তোমাদের সোমপানার্থে আহ্বান করেছেন, সেরূপ আমি রক্ষার্থে আহ্বান করি। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। আঙ্গিরার পুত্র বিরূপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইমে বিপ্রস্য বেধসোঽগ্নেরস্তৃতয়জ্বনঃ। গিরঃ স্তোমাস ঈরতে ॥ ১
অস্মৈ তে প্রতিহর্যতে জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে জানামি সুষ্টুতিম্ ॥ ২
আরোকা ইব ঘেদহ তিগ্মা তব ত্বিষঃ। দদ্ভির্বনানি বপ্সতি ॥ ৩
হরয়ো ধূমকেতবো বাতজূতা উপ দ্যবি। যতন্তে বৃথগগ্নয়ঃ ॥ ৪
এতে ত্যে বৃথগগ্নয় ইদ্ধাসঃ সমদৃক্ষত। উষসামিব কেতবঃ ॥ ৫
কৃষ্ণা রজাংসি পৎসুতঃ প্রয়াণে জাতবেদসঃ। অগ্নির্যদ্রোধতি ক্ষমি ॥ ৬
ধাসিং কৃণ্বান ওষধীর্বপ্সদগ্নির্ন বায়তি। পুনর্যন্তরুণীরপি ॥ ৭
জিহ্বাভিরহ নন্নমদর্চিষা জঞ্জণাভবন্। অগ্নির্বনেষু রোচতে ॥ ৮
অপ্স্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনু রুধ্যসে। গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ ॥ ৯
উদগ্নে তব তদ্ঘৃতাদর্চী রোচত আহুতম্। নিংসানং জুহ্বো মুখে ॥ ১০
উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে। স্তোমৈর্বিধেমাগ্নয়ে ॥ ১১
উত ত্বা নমসা বয়ং হোতর্বরেণ্যক্রতো। অগ্নে সমিদ্ভিরীমহে ॥ ১২
উত ত্বা ভৃগুবচ্ছুচে মনুষ্বদগ্ন আহুত। অঙ্গিরস্বদ্ধবামহে ॥ ১৩
ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্ত্সতা। সখা সখ্যা সমিধ্যসে ॥ ১৪
স ত্বং বিপ্রায় দাশুষে রয়িং দেহি সহস্রিণম্। অগ্নে বীরবতীমিষম্ ॥ ১৫
অগ্নে ভ্রাতঃ সহস্কৃত রোহিদশ্ব শুচিব্রত। ইমং স্তোমং জুষস্ব মে ॥ ১৬
উত ত্বাগ্নে মম স্তুতো বাশ্রায় প্রতিহর্যতে। গোষ্ঠং গাব ইবাশত ॥ ১৭
তুভ্যং তা অঙ্গিরস্তম বিশ্বাঃ সুক্ষিতয়ঃ পৃথক্। অগ্নে কামায় যেমিরে ॥ ১৮
অগ্নিং ধীতির্মনীষিণো মেধিরাসো বিপশ্চিতঃ। অদ্মসদ্যায় হিন্বিরে ॥ ১৯
তং ত্বামজ্মেষু বাজিনং তন্বানা অগ্নে অধ্বরম্। বহ্নিং হোতারমীলতে ॥ ২০
পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি বিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ। সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ২১
তমীলিষ্ব য আহুতোঽগ্নির্বিভ্রাজতে ঘৃতৈঃ। ইমং নঃ শৃণবদ্ধবম্ ॥ ২২
তং ত্বা বয়ং হবামহে শৃণ্বন্তং জাতবেদসম্। অগ্নে ঘ্নন্তমপ দ্বিষঃ ॥ ২৩
বিশাং রাজানমদ্ভুতমধ্যক্ষং ধর্মণামিমম্। অগ্নিমীলে স উ শ্রবৎ ॥ ২৪
অগ্নিং বিশ্বায়ুবেপসং মর্যং ন বাজিনং হিতম্। সপ্তিং ন বাজয়ামসি ॥ ২৫
ঘ্নন্মৃধ্রাণ্যপ দ্বিষো দহন্রক্ষাংসি বিশ্বহা। অগ্নে তিগ্মেন দীদিহি ॥ ২৬
যং ত্বা জনাস ইন্ধতে মনুষ্বদঙ্গিরস্তম। অগ্নে স বোধি মে বচঃ ॥ ২৭ ॥
যদগ্নে দিবিজা অস্যপ্সুজা বা সহস্কৃত। তং ত্বা গীর্ভির্হবামহে ॥ ২৮
তুভ্যং ঘেত্তে জনা ইমে বিশ্বাঃ সুক্ষিতয়ঃ পৃথক্। ধাসিং হিন্বন্ত্যত্তবে ॥ ২৯
তে ঘেদগ্নে স্বাধ্যোঽহা বিশ্বা নৃচক্ষসঃ। তরন্তঃ স্যাম দুর্গহা ॥ ৩০
অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং শীরং পাবকশোচিষম্। হৃদ্ভির্মন্দ্রেভিরীমহে ॥ ৩১
স ত্বমগ্নে বিভাবসুঃ সৃজন্ত্সূর্যো ন রশ্মিভিঃ। শর্ধন্তমাংসি জিঘ্নসে ॥ ৩২
তত্তে সহস্ব ঈমহে দাত্রং যন্নোপদস্যতি। ত্বদগ্নে বার্যং বসু ॥ ৩৩

অনুবাদ : ১। আমাদের এ স্তোতাগণ অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি করেছেন। অগ্নি মেধাবী ও বিধাতা। তিনি কখন যজমানের হিংসা করেন না। ২। হে জাতবেদা সর্বদর্শী অগ্নি! তুমি দান করে থাক, অতএব তোমার উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি করছি।

৩। হে অগ্নি! তোমার তীক্ষ্ণ শিখাসকল দীপ্তিমান, পশুগণের ন্যায় দন্তদ্বারা অরণ্য ভক্ষণ করছেন। ৪। হরণশীল ও বায়ুপ্রেরিত ও ধূমচিহ্নিত অগ্নি সকল অন্তরিক্ষে পৃথক পৃথক গমন করছে। ৫। পৃথক পৃথক সমিদ্ধ এ অগ্নিসমূহ উষার প্রজ্ঞাপকের ন্যায় দৃষ্ট হয়েছিল।. ৬। যখন অগ্নি পৃথিবীতে শুষ্ক কাষ্ঠ আশ্রয় করেন, তখন অগ্নির গমনকালে পাংশু সকল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। ৭। অগ্নি ওষধি সকলকে অন্নস্বরূপ মনে করে ভক্ষণ করে প্রকাশিত হন না, তরুণ ওষধির প্রতি ধাবমান হন। ৮। অগ্নি জিহ্বাদ্বারা বনস্পতিকে অত্যন্ত অবনত করে তেজবলে প্রজ্বলিত হয়ে বনে শোভা পাচ্ছেন। ৯। হে অগ্নি! জলের মধ্যে তোমার প্রবেশের স্থান আছে, তুমি ওষধিগণকে অবরোধ কর, আবার তাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ কর। ১০। হে অগ্নি! ঘৃত দ্বারা আহূত জুহূর মুখ তুমি লেহন কর, তোমার শিখা শোভা পাচ্ছে। ১১। যাঁর হব্য ভক্ষণযোগ্য, যাঁর অন্ন অভিলষণীয়, সে সোমপৃষ্ঠ অভীষ্ট বিধাতা অগ্নির স্তোত্রদ্বারা পরিচর্যা করব। ১২। হে দেবগণের আহ্বানকারী, বরণীয় প্রজ্ঞাযুক্ত অগ্নি! তোমাকে আমরা নমস্কারপূর্বক ও সমিধ প্রদানপূর্বক যাচ্ঞা করছি। ১৩। হে শুচি, আহূত অগ্নি! আমরা তোমাকে ভৃগুর ন্যায় এবং মনুর ন্যায় আহ্বান করছি। ১৪। হে অগ্নি! তুমি বিপ্র, সাধু এবং সখা। তুমি বিপ্র, সাধু ও সখা অগ্নির সাহায্যে দীপ্ত হচ্ছ। ১৫। হে অগ্নি! তুমি হব্যদায়ী বিপ্রকে সহস্রসংখ্যক ধন ও বীরযুক্ত অন্ন প্রদান কর। ১৬। হে ভ্রাত অগ্নি! হে বলের দ্বারা উৎপাদিত! হে রোহিত নামক অশ্বযুক্ত! হে শুদ্ধকর্মা! আমার স্তোত্র সেবা কর। ১৭। হে অগ্নি! আমার স্তুতিসকল তোমার নিকট যাচ্ছে। এরূপে গো সকল উৎসুক ও শব্দায়মান বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠে গমন করে। ১৮। হে অগ্নি! তুমি অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রজাগণ অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তোমার প্রতি আসক্ত হয়। ১৯। মনীষী, প্রাজ্ঞ, মেধাবিগণ অন্নলাভার্থে অগ্নিকে প্রীতি করে। ২০। হে অগ্নি! তুমি বলবান, হব্যবাহী, হোতা ও প্রসিদ্ধ। যে স্তোতাগণ গৃহে যজ্ঞ বিস্তার করেন, তারা তোমার স্তব করছে। ২১। হে অগ্নি! যেহেতু তুমি প্রভু, সকল দেহে সকল প্রজার প্রতি সমদর্শী, অতএব সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করছে। ২২। যে অগ্নি ঘৃতদ্বারা আহূত হয়ে শোভা পাচ্ছেন, যিনি আমাদের এ আহ্বান শোনেন, সে অগ্নিকে স্তব কর। ২৩। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা, তুমি শত্রু হিংসা কর এবং আমাদের আহ্বান শোন, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করছি। ২৪। মনুষ্যগণের ঈশ্বর, মহান কর্মসমূহের অধ্যক্ষ এ অগ্নিকে স্তুতি করি, তিনি শুনুন। ২৫। সর্বত্রগামী, বলযুক্ত, বলবান মনুষ্যের ন্যায় হিতকর অগ্নিকে অশ্বের ন্যায় বলবান করব। ২৬। হে অগ্নি! তুমি হিংসকগণকে হিংসা করে সর্বদা রাক্ষসগণকে দহন করে তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা দীপ্ত হও। ২৭। হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে মনুর ন্যায় দীপ্ত করে, তুমি মনুর ন্যায় অবগত হও। ২৮। হে অগ্নি! তুমি স্বর্গীয় ও অন্তরিক্ষজাত বলের দ্বারা উৎপাদিত, তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। ২৯। এ সকল লোক এবং প্রজাগণ তোমারই ভক্ষণার্থে পৃথক পৃথক অন্ন প্রেরণ করছে। ৩০। হে অগ্নি! তোমারই অনুগ্রহে আমরা সুকর্মবিশিষ্ট হয়ে প্রত্যহ সর্বদর্শী হয়ে সমস্ত দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হব। ৩১। অগ্নি হর্ষযুক্ত, বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞে শয়নকারী ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত। আমরা হর্ষযুক্তমনে তাঁর নিকট যাচ্ঞা করছি। ৩২। হে অগ্নি! তুমি বিভাবসু, তুমি উদিত সূর্যের ন্যায় রশ্মির দ্বারা বল বিস্তার করে অন্ধকার নাশ করছ। ৩৩। হে বলবান অগ্নি! তোমার যে দানযোগ্য বরণীয় ধন আছে, তা ক্ষীণ হয় না, আমরা তাই তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।

৪৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্। আস্মিন্ হব্যা জুহোতন। ১
অগ্নে স্তোমং জুষস্ব মে বর্ধস্বানেন মন্মনা। প্রতি সূক্তানি হর্য নঃ ॥ ২
অগ্নিং দূতং পুরো দধে হব্যবাহমুপ ব্রুবে। দেবাঁ আ সাদয়াদিহ ॥ ৩
উত্তে বৃহন্তো অর্চয়ঃ সমিধানস্য দীদিবঃ। অগ্নে শুক্রাস ঈরতে ॥ ৪
উপ ত্বা জুহ্বো মম ঘৃতাচীর্যন্তু হর্যত। অগ্নে হব্যা জুষস্ব নঃ ॥ ৫
মন্দ্রং হোতারমৃত্বিজং চিত্রভানুং বিভাবসুম্। অগ্নিমীলে স উ শ্রবৎ ॥ ৬
প্রত্নং হোতারমীড্যং জুষ্টমগ্নিং কবিক্রতুম্। অধ্বরাণামভিশ্রিয়ম্ ॥ ৭
জুষাণো অঙ্গিরস্তমেমা হব্যান্যানুষক্। অগ্নে যজ্ঞং নয় ঋতুথা ॥ ৮
সমিধান উ সন্ত্য শুক্রশোচ ইহা বহ। চিকিত্বান্দৈব্যং জনম্ ॥ ৯
বিপ্রং হোতারমদ্রুহং ধূমকেতুং বিভাবসুম্। যজ্ঞানাং কেতুমীমহে ॥ ১০
অগ্নে নি পাহি নস্ত্বং প্রতি ষ্ম দেব রীষতঃ। ভিন্ধি দ্বেষঃ সহস্কৃত ॥ ১১
অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা শুম্ভানস্তন্বং স্বাম্। কবির্বিপ্রেণ বাবৃধে ॥ ১২
ঊর্জো নপাতমা হুবেঽগ্নিং পাবকশোচিষম্। অস্মিন্যজ্ঞে স্বধ্বরে ॥ ১৩
স নো মিত্রমহস্ত্বমগ্নে শুক্রেণ শোচিষা। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥ ১৪
যো অগ্নিং তন্বো দমে দেবং মর্তঃ সপর্যতি। তস্মা ইদ্দীদয়দ্বসু ॥ ১৫
অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥ ১৬
উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতীংষ্যর্চয়ঃ ॥ ১৭
ঈশিষে বার্যস্য হি দাত্রস্যাগ্নে স্বর্পতিঃ। স্তোতা স্যাং তব শর্মণি ॥ ১৮
ত্বামগ্নে মনীষিণস্ত্বাং হিন্বন্তি চিত্তিভিঃ। ত্বাং বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ১৯
অদব্ধস্য স্বধাবতো দূতস্য রেভতঃ সদা। অগ্নেঃ সখ্যং বৃণীমহে ॥ ২০
অগ্নিঃ শুচিব্রততমঃ শুচির্বিপ্রঃ শুচিঃ কবিঃ। শুচী রোচত আহুতঃ ॥ ২১
উত ত্বা ধীতয়ো মম গিরো বর্ধন্তু বিশ্বহা। অগ্নে সখ্যস্য বোধি নঃ ॥ ২২
যদগ্নে স্যামহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্। স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ ॥ ২৩
বসুর্বসুপতির্হি কমস্যগ্নে বিভাবসুঃ। স্যাম তে সুমতাবপি ॥ ২৪
অগ্নে ধৃতব্রতায় তে সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ। গিরো বাশ্রাস ঈরতে ॥ ২৫
যুবানং বিশ্পতিং কবিং বিশ্বাদং পুরুবেপসম্। অগ্নিং শুম্ভামি মন্মভিঃ ॥ ২৬
যজ্ঞানাং রথ্যে বয়ং তিগ্মজম্ভায় বীলবে। স্তোমৈরিষেমাগ্নয়ে ॥ ২৭
অয়মগ্নে ত্বে অপি জরিতা ভূতু সন্ত্য। তস্মৈ পাবক মৃলয় ॥ ২৮
ধীরো হ্যস্যদ্মসদ্বিপ্রো ন জাগৃবিঃ সদা। অগ্নে দীদয়সি দ্যবি ॥ ২৯
পুরাগ্নে দুরিতেভ্যঃ পুরা মৃধ্রেভ্যঃ কবে। প্র ণ আয়ুর্বসো তির ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। হে ঋত্বিকগণ! অতিথি অগ্নিকে হব্যদ্বারা পরিচর্যা কর, হব্যদ্বারা জাগরিত কর এবং ওতে আহুতি প্রক্ষেপ কর। ২। হে অগ্নি! আমার স্তোত্র সেবা কর, এ মনোহর স্তোত্রদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, আমাদের সূক্ত কামনা কর। ৩। দেবগণের দূত, হব্যবাহক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করি ও তাঁর স্তব করি। তিনি যজ্ঞে দেবগণকে আনুন। ৪। হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি প্রজ্বালিত হলে তোমার মহৎ উজ্জ্বল শিখা সকল প্রকাশ পায়। ৫। হে কামনাবিশিষ্ট অগ্নি! আমার ঘৃতদায়িনী স্রুক সকল তোমার নিকট গমন করুক, তুমি আমাদের হব্য সেবা কর। ৬। অগ্নি হর্ষযুক্ত, হোতা, ঋত্বিক, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত ও বিভাবসু। তাঁকে স্তব করছি, তিনি শুনুন। ৭। অগ্নি প্রাচীন, হোতা, স্তুতিযোগ্য, প্রীত, কবি, কার্যকারী এবং যজ্ঞে আশ্রিত। তাঁকে স্তব করি। ৮। হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ অগ্নি! ক্রমান্বয়ে এ সকল হব্য সেবা কর এবং কালে কালে যজ্ঞ সম্পন্ন কর। ৯। হে ভজনশীল, উজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত হয়েই দেবগণকে জানতে পেরে তাঁকে এ যজ্ঞে আন। ১০। অগ্নি মেধাবী, হোতা, দ্রোহরহিত, ধূমচিহ্নিত, বিভাবসু এবং যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ। তাঁর নিকট যাচ্ঞা করি। ১১। হে বলের দ্বারা উৎপাদিত অগ্নিদেব! বা হিংসাকারী! আমাদের রক্ষা কর, শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর। ১২। কবি অগ্নি পুরাতন, মনোহর স্তোত্রদ্বারা আপনার শরীর শোভিত করে বিপ্রের সাথে বর্ধিত হচ্ছেন। ১৩। বলের পুত্র ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত অগ্নিকে এ হিংসা-শূন্য যজ্ঞে আহ্বান করছি। ১৪। হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি! তুমি দেবগণের সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল তেজের সাথে যজ্ঞে আসীন হও। ১৫। যে মনুষ্য গৃহে অগ্নিকে ধন লাভার্থে পরিচর্যা করেন, অগ্নি তাঁকেই ধন প্রদান করেন। ১৬। দেবগণের মস্তকস্বরূপ, স্বর্গের ককুদস্বরূপ, পৃথিবীর পতি এ অগ্নি, জলের বীর্যস্বরূপ ভূতসমূহকে প্রীত করছেন। ১৭। হে অগ্নি! তোমার নির্মল, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিসকল জ্যোতি প্রকাশ করছে। ১৮। হে অগ্নি! তুমি স্বর্গের স্বামী এবং বরণীয় দানযোগ্য ধনের ঈশ্বর, আমি তোমার স্তোতা, আমি যেন সুখী হই। ১৯। হে অগ্নি! মনীষিগণ তোমার স্তুতি করেন, কর্মদ্বারা তোমায় প্রীত করেন, আমাদের স্তুতি তোমায় বর্ধিত করুক। ২০। হে অগ্নি! তুমি হিংসাশূন্য বলবান দেবগণের দূত ও স্তবকারী। আমরা সর্বদা তোমার সখ্য প্রার্থনা করি। ২১। অগ্নি অতিশয় শুদ্ধকর্মা, তিনি শুচি, মেধাবী ও কবি। তিনি শুচি ও আহূত হয়ে শোভা পাচ্ছেন। ২২। হে অগ্নি! আমার কর্ম ও স্তুতি সর্বদা তোমায় বর্ধিত করুক। আমরা যে বন্ধুর কার্য করছি, তা অবগত হও। ২৩। হে অগ্নি! আমি যাই হই—তুমিই তুমি, আমিই আমি, তোমার আশীর্বাদ সত্য হোক। ২৪। হে অগ্নি! তুমি বাসপ্রদ বসুপতি এবং বিভাবসু, আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। ২৫। হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, আমার শব্দকারী স্তুতিসকল, নদীগণ যেরূপ সমুদ্রের উদ্দেশে গমন করে, সেরূপ তোমার উদ্দেশে গমন করছে। ২৬। অগ্নি যুবা, লোকপতি, কবি, সর্বভক্ষক ও বহুকর্মা তাঁকে স্তোত্রদ্বারা শোভিত করছি। ২৭। যজ্ঞের নেতা, তীক্ষ্ণবিশিষ্ট, বলবান অগ্নির উদ্দেশে আমরা স্তোমদ্বারা স্তুতি করতে ইচ্ছা করি। ২৮। হে পাবক, ভজনীয় অগ্নি! আমাদের স্তোতা তোমাতে আসক্ত হোক। হে অগ্নি! তাকে সুখী কর। ২৯। হে অগ্নি! তুমি ধীর হব্যদানার্থে উপবিষ্ট মেধাবীর ন্যায়, তুমি সর্বদা জাগরূক হয়ে অন্তরিক্ষে ক্রীড়া করছ। ৩০। হে বাসপ্রদ, কবি অগ্নি! পাপ ও হিংসকগণের হস্ত হতে আমাদের কর্ম উদ্ধার করে দাও।

৪৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় ত্রিশোক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ১
বৃহন্নিদিধ্ম এষাং ভূরি শস্তং পৃথুঃ স্বরুঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ২
অযুদ্ধ ইদ্যুধা বৃতং শূর আজতি সত্বভিঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ৩
আ বুন্দং বৃত্রহা দদে জাতঃ পৃচ্ছদ্বি মাতরম্। ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে ॥ ৪
প্রতি ত্বা শবসী বদদ্গিরাবপ্সো ন যোধিষৎ। যস্তে শত্রুত্বমাচকে ॥ ৫
উত ত্বং মঘবঞ্ছৃণু যস্তে বষ্টি ববক্ষি তৎ। যদ্বীলয়াসি বীলু তৎ ॥ ৬
যদাজিং যাত্যাজিকৃদিন্দ্রঃ স্বশ্বযুরূপ। রথীতমো রথীনাম্ ॥ ৭
বি ষু বিশ্বা অভিযুজো বজ্রিন্বিষ্বগ্যথা বৃহ। ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ ॥ ৮

অস্মাকং সু রথং পুর ইন্দ্রঃ কৃণোতু সাতয়ে। ন যং ধূর্বন্তি ধূর্তয়ঃ ॥ ৯
বৃজ্যাম তে পরি দ্বিষোঽরং তে শত্রু দাবনে। গমেমেদিন্দ্র গোমতঃ ॥ ১০
শনৈশ্চিদ্যন্তো অদ্রিবোঽশ্বাবন্তঃ শতগ্বিনঃ। বিবক্ষণা অনেহসঃ ॥ ১১
ঊর্ধ্বা হি তে দিবেদিবে সহস্রা সূনৃতা শতা। জরিতৃভ্যো বি মংহতে ॥ ১২
বিদ্মা হি ত্বা ধনঞ্জয়মিন্দ্র দৃড়্হা চিদারুজম্। আদারিণং যথা গয়ম্ ॥ ১৩
ককুহং চিত্ত্বা কবে মন্দন্তু ধৃষ্ণবিন্দবঃ। আ ত্বা পণিং যদীমহে ॥ ১৪
যস্তে রেবাঁ অদাশুরিঃ প্রমমর্ষ মঘত্তয়ে। তস্য নো বেদ আ ভর ॥ ১৫
ইম উ ত্বা চক্ষতে সখায় ইন্দ্র সোমিনঃ। পুষ্টাবন্তো যথা পশুম্ ॥ ১৬
উত ত্বাবধিরং বয়ং শ্রুৎকর্ণং সন্তমূতয়ে। দূরাদিহ হবামহে ॥ ১৭
যচ্ছুশ্রূয়া ইমং হবং দুর্মর্ষং চক্রিয়া উত। ভবেরাপির্নো অন্তমঃ ॥ ১৮
যচ্চিদ্ধি তে অপি ব্যথির্জগন্বাংসো অমন্মহি। গোদা ইদিন্দ্র বোধি নঃ ॥ ১৯
আ ত্বা রম্ভং ন জিব্রয়ো ররম্ভা শবসস্পতে। উশ্মসি ত্বা সধস্থ আ ॥ ২০
স্তোত্রমিন্দ্রায় গায়ত পুরুনৃম্ণায় সত্বনে। নকির্যং বৃণ্বতে যুধি ॥ ২১
অভি ত্বা বৃষভ সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে। তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্ ॥ ২২
মা ত্বা মূরা অবিষ্যবো মোপহস্বান আ দভন্। মাকীং ব্রহ্মদ্বিষো বনঃ ॥ ২৩
ইহ ত্বা গোপরীণসা মহে মন্দন্তু রাধসে। সরো গৌরো যথা পিব ॥ ২৪
যা বৃত্রহা পরাবতি সনা নবা চ চুচ্যুবে। তা সংসৎসু প্র বোচত ॥ ২৫
অপিবৎ কদ্রুবঃ সুতমিন্দ্রঃ সহস্রবাহ্বে। অত্রাদেদিষ্ট পৌংস্যম্ ॥ ২৬
সত্যং তত্তুর্বশে যদৌ বিদানো অহ্নবায্যম্। ব্যানট্ তুর্বণে শমি ॥ ২৭
তরণিং বো জনানাং ত্রদং বাজস্য গোমতঃ। সমানমু প্র শংসিষম্ ॥ ২৮
ঋভুক্ষণং ন বর্তবে উক্থেষু তুগ্র্যাবৃধম্। ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ২৯
যঃ কৃন্তদিদ্বি যোন্যং ত্রিশোকায় গিরিং পৃথুম্। গোভ্যো গাতুং নিরেতবে ॥ ৩০
যদ্দধিষে মনস্যসি মন্দানঃ প্রেদিয়ক্ষসি। মা তৎ করিন্দ্র মৃলয় ॥ ৩১
দভ্রং চিদ্ধি ত্বাবতঃ কৃতং শৃণ্বে অধি ক্ষমি। জিগাত্বিন্দ্র তে মনঃ ॥ ৩২
তবেদু তাঃ সুকীর্তয়োঽসন্নুত প্রশস্তয়ঃ। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ৩৩
মা ন একস্মিন্নাগসি মা দ্বয়োরুত ত্রিষু। বধীর্মা শূর ভূরিষু ॥ ৩৪
বিভয়া হি ত্বাবত উগ্রাদভিপ্রভঙ্গিণঃ। দস্মাদহমৃতীষহঃ ॥ ৩৫
মা সখ্যুঃ শূনমা বিদে মা পুত্রস্য প্রভূবসো। আবৃত্বদ্ভূতু তে মনঃ ॥ ৩৬
কো নু মর্যা অমিথিতঃ সখা সখায়মব্রবীৎ। জহা কো অস্মদীষতে ॥ ৩৭
এবারে বৃষভা সুতেঽসিন্বন্ ভূর্যাবয়ঃ। শ্বঘ্নীব নিবতা চরন্ ॥ ৩৮
আ তে এতা বচোযুজা হরী গৃভ্ণে সুমদ্রথা। যদীং ব্রহ্মভ্য ইদ্দদঃ ॥ ৩৯
ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪০
যদ্বীলাবিন্দ্র যৎস্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪১
যস্য তে বিশ্বমানুষো ভূরের্দত্তস্য বেদতি। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪২

অনুবাদ ঃ ১। যে ঋষিগণ সম্যকভাবে অগ্নিকে দীপ্ত করছেন, যুবা ইন্দ্র যাঁদের সখা, তারা পরস্পর মিলিত করে কুশ বিস্তীর্ণ করছেন। ২। এ ঋষিগণের সমিধ বৃহৎ এঁদের স্তোত্র প্রচুর এবং সূক্ষ্ম, স্থূল, যুবা ইন্দ্র এঁদের সখা। ৩। কোন অযোদ্ধা ব্যক্তি শত্রুগণকর্তৃক বেষ্টিত হয়ে নিজবলে বলবান হয়ে শত্রুগণকে অবনত করলেন ? যুবা ইন্দ্র এঁদের সখা। ৪। বৃত্রহা জাত হয়ে বাণ ধারণ করলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কারা উগ্র বলে বিখ্যাত। ৫। বলবতী মাতা প্রত্যুত্তর দিলেন, যে তোমার শত্রুত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সে

পর্বতে দর্শনীয় গজের ন্যায় যুদ্ধ করে। ৬। আরও হে মঘবন! তুমি আমাদের স্তুতি শোন, স্তোতা তোমার নিকট যা কামনা করে, তা প্রদান কর, তুমি যাকে দৃঢ় কর, সেই দৃঢ় হয়। ৭। যুদ্ধকারী ইন্দ্র যখন সুন্দর অশ্বলাভাভিলাষে যুদ্ধে গমন করেন তখন তিনি রথিগণের মধ্যে প্রধান রথী হন। ৮। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি সমস্ত প্রজা যাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেরূপ তুমি প্রবৃদ্ধ হও, আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নযুক্ত হও। ৯। হিংসকগণ যে ইন্দ্রকে হিংসা করতে পারে না, সে ইন্দ্র আমাদের অভীষ্ট প্রদানার্থে সুন্দর রথ সম্মুখে স্থাপন করুন। ১০। হে ইন্দ্র! আমরা যেন তোমার শত্রুগণের নিকট উপস্থিত না হই, কিন্তু তুমি যখন বহু গোবিশিষ্ট হও, তখন অভীষ্ট প্রদানক্ষম বলে তোমারই নিকট যেন উপস্থিত হই। ১১। হে বজ্রবান ইন্দ্র! আমরা মন্দ মন্দ গমন করে অশ্ববান, বহুধনবান, বিচক্ষণ ও উপদ্রব রহিত হব। ১২। হে ইন্দ্র তোমার স্তোতাগণের উদ্দেশে নিত্য নিত্য শত ও সহস্রসংখ্যক উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও প্রিয় বস্তু প্রদান করছে। ১৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে ধনঞ্জয় ও পরাক্রমশালী, শত্রুর মথনশালী, ধনাপহারক ও গৃহের ন্যায় উপদ্রবশূন্য বলে জানি। ১৪। হে কবি! হে ধৃষ্ণু! তুমি বণিক, তোমার সম্মুখে যখন অভীষ্ট যাচ্ঞা করছি তখন সোম সকল তোমায় প্রমত্ত করুক, তুমি ককুদস্বরূপ। ১৫। হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য ধনবান হয়ে দান করে না এবং তুমি ধনদাতা, তোমার অসূয়া করে, তার ধন আমাদের জন্য আহরণ কর। ১৬। হে ইন্দ্র! লোক যেমন ঘাস সংগ্রহ করে পশুকে দেখে, সেরূপ আমার এ সখা সকল সোমাভিষব করে তোমায় দেখছে। ১৭। হে ইন্দ্র! তুমি বধির নও, তোমার কর্ণ শ্রবণ করতে পারে, অতএব আমরা তোমাকে রক্ষার্থে দূর হতে আহ্বান করছি। ১৮। হে ইন্দ্র! আমাদের এ আহ্বান শোন ও আপনার বল দুর্ধর্ষ কর, আমাদের হৃদয়ঙ্গম বন্ধু হও। ১৯। হে ইন্দ্র! আমরা যখন দারিদ্র্য দ্বারা ব্যথিত হয়ে তোমার নিকট গমন করব ও তোমায় স্তব করব, তখন আমাদের গো দান করবার জন্যই জাগরিত হও। ২০। হে বলপতি! আমরা ক্ষীণ হয়ে দণ্ডের ন্যায় তোমায় লাভ করব, যজ্ঞে তোমায় কামনা করব। ২১। বহুধনবিশিষ্ট, দানশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর, যুদ্ধে তাঁকে কেউই নিবারণ করতে পারে না। ২২। হে বৃষভ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হলে, সে অভিষুত সোমপানার্থে তোমার উদ্দেশে ত্যাগ করি, তৃপ্ত হও, মদকর সোম পান কর। ২৩। হে ইন্দ্র! মূঢ়লোক রক্ষাভিলাষী হয়ে তোমাকে যেন হিংসা না করে এবং তোমায় যেন উপহাস না করে, স্তুতিদ্বেষীকে কখন ভজনা করো না। ২৪। হে ইন্দ্র! এ যজ্ঞে মহাধনলাভার্থে মনুষ্যগণ গব্যামিশ্রিত সোম পানে মত্ত হোক, তুমিও গৌরমৃগ যেরূপ সরোবর হতে পান করে, সেরূপ পান কর। ২৫। হে ইন্দ্র! হে বৃত্রহা! দূরদেশে যে নূতন এবং পুরাতন ধন প্রেরণ করেছ, সভাস্থলে তার কথা বল। ২৬। হে ইন্দ্র! তুমি রুদ্র ঋষির অভিষুত সোম পান করেছ এবং সহস্রবাহুর শত্রুনাশ করেছ, এ সময় ইন্দ্রের বীর্য অত্যন্ত দীপ্ত হয়েছিল। ২৭। তুর্বশু ও যদুর প্রসিদ্ধ কর্ম সত্য জেনে তাদের জন্য সংগ্রামে অহ্নবায্যকে ইন্দ্র ব্যাপ্ত করেছিলেন। ২৮। হে স্তোতাগণ! তোমাদের সন্তানগণের তারক, শত্রুগণের বিমর্দক, গোবিশিষ্ট, অন্নদাতা, সাধারণ ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করি। ২৯। জলবর্ধী মহান ইন্দ্রকে ধনদানার্থে সোম অভিষুত হলে উকথ উচ্চারণ কালে স্তব করি। ৩০। যে ইন্দ্র জল নির্গমনের দ্বারস্বরূপ, বিস্তীর্ণ মেঘকে তৃশোকের জন্য ছিন্ন করেছিলেন, তিনি জলের গমনার্থে পথ করেছিলেন। ৩১। হে ইন্দ্র! তুমি হর্ষযুক্ত হয়ে যা ধারণ কর, যার পূজা কর এবং যা দান কর, আমাদের জন্য তা

কর নি কেন ? সুখী কর। ৩২। হে ইন্দ্র! তোমার মত কর্ম অল্প করলেও পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হয়। হে ইন্দ্র! তোমার মন আমার প্রতি গমন করুক। ৩৩। হে ইন্দ্র! তুমি যার দ্বারা আমাদের সুখী কর, সে কীর্তিসকল ও সে স্তুতি সকল তোমারই প্রেম হয়। ৩৪। হে ইন্দ্র! এক অপরাধে আমাদের বধ করো না, দুই, তিন এবং বহু অপরাধেও আমাদের বধ করো না। ৩৫। হে ইন্দ্র! তোমার ন্যায় উগ্র, শত্রুদের প্রহারকারী, দর্শনীয়, হিংসাসহ্যকারী দেব হতে আমি নির্ভয় হই। ৩৬। হে প্রভূত ধনবান ইন্দ্র! তোমার সখার সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করছি, তাঁর পুত্রের সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করছি, তোমার মন আমাদের হতে যেন না ফিরে যায়। ৩৭। হে মনুষ্যগণ! ইন্দ্র ভিন্ন কোন সখা প্রশ্ন করবার পূর্বেই সখাকে বলতে পারে ? আমি কাকে হনন করব ? কেবা আমার নিকট হতে ভীত হয়ে পলায়ন করবে ? ৩৮। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হলে এবার নামক ব্যক্তিকে বহুধন দান না করে সে সোম ধূর্তের ন্যায় তোমার নিকট আসে। দেবগণ অধোমুখ হয়ে বহির্গত হন। ৩৯। সুন্দর রথবিশিষ্ট, বাক্যমাত্রে রথে যোজিত অশ্বদ্বয়কে আকর্ষণ করি, যেহেতু তুমি স্তোতাদের এ ধন দান করেছ। ৪০। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর, হিংসা কর, সংগ্রাম পরিহার কর, স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর। ৪১। হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করেছ, স্থির স্থানে যা বিন্যাস করেছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করেছ, সে স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর। ৪২। হে ইন্দ্র! তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলে সকল লোকে জানে সে স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর।

৪৬ সূক্ত ।। ২১ হতে ২৪ পর্যন্ত পৃথুশ্রবার পুত্র কনীতের দানস্তুতি দেবতা, ২৫ হতে ২৮ পর্যন্ত এবং ৩২ ঋকটির বায়ু দেবতা, অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। অশ্বপুত্র বশ ঋষি। বিরাট্, জগতী, বৃহতী, পংক্তি, দ্বিপদা, বিরাট্, উষ্ণিক্ ছন্দ।

ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্ ॥ ১
ত্বাং হি সত্যমদ্রিবো বিদ্ম দাতারমিষাম্। বিদ্ম দাতারং রয়ীণাম্ ॥ ২
আ যস্য তে মহিমানং শতমূতে শতক্রতো। গীর্ভির্গৃণন্তি কারবঃ ॥ ৩
সুনীথো ঘা স মর্ত্যো যং মরুতো যমর্যমা। মিত্রঃ পান্ত্যদ্রুহঃ ॥ ৪
দধানো গোমদশ্ববৎ সুবীর্যমাদিত্যজূত এধতে। সদা রায়া পুরুস্পৃহা ॥ ৫
তমিন্দ্রং দানমীমহে শবসানমভীর্বম্। ঈশানং রায় ঈমহে ॥ ৬
তস্মিন্ হি সন্ত্যূতয়ো বিশ্বা অভীরবঃ সচা।
তমা বহন্তু সপ্তয়ঃ পুরূবসুং মদায় হরয়ঃ সুতম্ ॥ ৭
যস্তে মদো বরেণ্যো য ইন্দ্র বৃত্রহন্তমঃ। য আদদিঃ স্বর্নৃভির্যঃ পৃতনাসু দুষ্টরঃ ॥ ৮
যো দুষ্টরো বিশ্ববার শ্রবায্যো বাজেষ্বস্তি তরুতা।
স নঃ শবিষ্ঠ সবনা বসো গহি গমেম গোমতি ব্রজে ॥ ৯
গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্য মহামহ ॥ ১০
নহি তে শূর রাধসোঽন্তং বিন্দামি সত্রা।
দশস্যা নো মঘবন্নূ চিদদ্রিবো ধিয়ো বাজেভিরাবিথ ॥ ১১
য ঋষ্বঃ শ্রাবয়ৎসখা বিশ্বেৎস বেদ জনিমা পুরুষ্টুতঃ।
তং বিশ্বে মানুষা যুগেন্দ্রং হবন্তে তবিষং যতস্রুচঃ ॥ ১২
স নো বাজেষ্ববিতা পুরূবসুঃ পুরঃস্থাতা। মঘবা বৃত্রহা ভুবৎ ॥ ১৩

অভি বো বীরমন্ধসো মদেষু গায় গিরা মহা বিচেতসম্ ।
ইন্দ্রং নাম শ্রুত্যং শাকিনং বচো যথা ॥ ১৪
দদী রেক্ণস্তন্বে দদির্বসু দদির্বাজেষু পুরুহূত বাজিনম্ । নূনমথ ॥ ১৫
বিশ্বেষামিরজ্যন্তং বসূনাং সাসহ্বাংসং চিদস্য বর্পসঃ । কৃপয়তো নূনমত্যথ ॥ ১৬
মহঃ সু বো অরমিষে স্তবামহে মীড়্হুষে অরঙ্গমায় জগ্ময়ে ।
যজ্ঞেভির্গীর্ভির্বিশ্বমনুষাং মরুতামিয়ক্ষসি গায়ে ত্বা নমসা গিরা ॥ ১৭
যে পাতয়ন্তে অজ্মভির্গিরীণাং স্নুভিরেষাম্ ।
যজ্ঞং মহিষ্বণীনাং সুম্নং তুবিষ্বণীনাং প্রাধ্বরে ॥ ১৮
প্রভঙ্গং দুর্মতীনামিন্দ্র শবিষ্ঠা ভর ।
রয়িমস্মভ্যং যুজ্যং চোদয়ন্মতে জ্যেষ্ঠং চোদন্মতে ॥ ১৯
সনিতঃ সুসনিতরুগ্র চিত্র চেতিষ্ঠ সূনৃত ।
প্রাসহা সম্রাট্ সহুরিং সহন্তং ভুজ্যুং বাজেষু পূর্ব্যম্ ॥ ২০
আ স এতু য ঈবদাঁ অদেবঃ পূর্তমাদদে ।
যথা চিদ্বশো অশ্ব্যঃ পৃথুশ্রবসি কানীতে স্যা ব্যুষ্যাদদে ॥ ২১
ষষ্টিং সহস্রাশ্ব্যস্যাযুতাসনমুষ্ট্রানাং বিংশতিং শতা ।
দশ শ্যাবীনাং শতা দশ ত্র্যরুষীণাং দশ গবাং সহস্রা ॥ ২২
দশ শ্যাবা ঋধদ্রয়ো বীতবারাস আশবঃ । মথ্রা নেমিং নি বাবৃতুঃ ॥ ২৩
দানাসঃ পৃথুশ্রবসঃ কানীতস্য সুরাধসঃ ।
রথং হিরণ্যয়ং দদন্মংহিষ্ঠঃ সূরিরভূদ্বর্ষিষ্ঠমকৃত শ্রবঃ ॥ ২৪
আ নো বায়ো মহে তনে যাহি মখায় পাজসে ।
বয়ং হি তে চকৃমা ভূরি দাবনে সদ্যশ্চিন্মহি দাবনে ॥ ২৫
যো অশ্বেভির্বহতে বস্ত উস্রাস্ত্রিঃ সপ্ত সপ্ততীনাম্ ।
এভিঃ সোমেভিঃ সোমসুদ্ভিঃ সোমপা দানায় শুক্রপূতপাঃ ॥ ২৬
যো ম ইমং চিদু ত্মনামন্দচ্চিত্রং দাবনে ।
অরট্বে অক্ষে নহুষে সুকৃত্বনি সুকৃত্তরায় সুক্রতুঃ ॥ ২৭
উচথ্যে বপুষি যঃ স্বরালুত বায়ো ঘৃতস্নাঃ ।
অশ্বেষিতং রজেষিতং শুনেষিতং প্রাজ্ম তদিদং নু তৎ ॥ ২৮
অধ প্রিয়মিষিরায় ষষ্টিং সহস্রাসনম্ । অশ্বানামিন্ন বৃষ্ণাম্ ॥ ২৯
গাবো ন যূথমুপ যন্তি বধ্রয় উপ মা যন্তি বধ্রয়ঃ ॥ ৩০
অধ যচ্চারথে গণে শতমুষ্ট্রাঁ অচিক্রদৎ । অধ শ্বিত্নেষু বিংশতিং শতা ॥ ৩১
শতং দাসে বল্বূথে বিপ্রস্তরুক্ষ আ দদে ।
তে তে বায়বিমে জনা মদন্তীন্দ্রগোপা মদন্তি দেবগোপাঃ ॥ ৩২
অধ স্যা যোষণা মহী প্রতীচী বশমশ্ব্যম্ । অধিরুক্মা বি নীয়তে ॥ ৩৩

অনুবাদ ঃ ১। হে বহুধনবান, কর্মপূরক ইন্দ্র ! তোমার সদৃশ লোকেরাই আমার আত্মীয়, তুমি হরিনামক অশ্বের অধিষ্ঠাতা। ২। হে ইন্দ্র ! তোমায় নিশ্চয়ই অন্নদাতা বলে জানি। ধনদাতা বলে জানি। ৩। হে অপরিমিত রক্ষাযুক্ত শতক্রতু ! তোমার মহিমা স্তোতাগণ স্তুতিদ্বারা স্তুতি করে। ৪। দ্রোহরহিত মরুৎগণ যাকে রক্ষা করেন, অর্যমা ও মিত্র যাকে রক্ষা করেন, সে মনুষ্যই সুযোগ্য হয়। ৫। আদিত্যের অনুগৃহীত যজমান গোবিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট, সুন্দর বীর্য বিশিষ্ট পুত্র লাভ করে সর্বদা বর্ধিত হয়, বহুসংখ্যক স্পৃহণীয় ধনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৬। বলপ্রয়োগকারী, ভয়রহিত, সকলের স্বামী, সে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের নিকট ধন

যাচ্ঞা করি। ৭। সর্বত্রগামী, ভয়রহিত, সমস্ত সহায়ভূত মরুৎ সেনা ইন্দ্রেরই। গমনশীল হরিগণ, আনন্দার্থে বহুধনপ্রদ ইন্দ্রকে অভিষুত সোমের নিকট আনুন। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার যে হর্ষ বরণীয়, দিয়ে শত্রুদের অতিশয় বধ কর, যা দিয়ে শত্রুর নিকট হতে ধন গ্রহণ কর, সংগ্রামে যাকে পার হওয়া যায় না। ৯। হে সকলের বরণীয় ইন্দ্র! যুদ্ধে দুস্তর শত্রুগণের পারগ এবং সর্বত্র বিখ্যাত, হে সর্বাপেক্ষা বলবান বাসপ্রদ ইন্দ্র! তোমার সে হর্ষের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস, আমরা গোযুক্ত গোষ্ঠে আসব। ১০। হে মহা ধনবান ইন্দ্র! আমাদের গোলাভের ইচ্ছা হলে, কিম্বা অশ্ব লাভের ইচ্ছা হলে, পূর্বকালের ন্যায় দান কর। ১১। হে শূর ইন্দ্র! সত্যই আমি তোমার ধনের ইয়ত্তা জানি না, হে মঘবান, বজ্রবান ইন্দ্র! আমাদের শীঘ্র ধন দান কর, অন্নের দ্বারা আমাদের কর্ম রক্ষা কর। ১২। যে ইন্দ্র দর্শনীয়, ঋত্বিকগণ যার সখা, যিনি বহুলোকের স্তুত, তিনি সমস্ত জাতবস্তু অবগত আছেন, সমস্ত মনুষ্যগণ হব্য গ্রহণ করে সর্বকালে সে বলবান ইন্দ্রকে আহ্বান করে। ১৩। সে বহু ধনবান মঘবান বিত্রহা ইন্দ্র সংগ্রামে আমাদের রক্ষক এবং অগ্রবর্তী হন। ১৪। হে স্তোতাগণ! তোমাদের জন্য সোমজনিত মত্ততা উৎপন্ন হলে, বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত, সর্বত্র বিখ্যাত, সামর্থবান শত্রুগণের অবনতিকর, বীর ইন্দ্রকে তোমাদের যেরূপ বাক্য স্ফূর্তি হয়, সেরূপে মহতী স্তুতিদ্বারা স্তব কর। ১৫। হে ইন্দ্র! তুমি আমার শরীরের জন্য ধনের দাতা হও। সংগ্রামে অন্নবান ধনের দাতা হও। হে পুরুহূত! পুত্রদের ধন দান কর। ১৬। সমস্ত ধনের ঈশ্বর এবং বাধাপ্রদ, যুদ্ধ কল্পনাকারী শত্রুর অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করছি। তিনি শীঘ্র ধন দান করবেন। ১৭। হে ইন্দ্র! তুমি মহান, আমি তোমার আগমন ইচ্ছা করি, তুমি গমনশীল, সম্পূর্ণগামী ও সেচক, তোমায় যজ্ঞ ও স্তুতি দ্বারা স্তব করি, তুমি মরুৎগণের নেতা. সকল মনুষ্যের ঈশ্বর, নমস্কার ও স্তুতিদ্বারা তোমার গুণগান করি। ১৮। যারা মেঘের পতনশীল জলের সাথে গমন করে, সে প্রভূত ধ্বনিযুক্ত মরুৎগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করব এবং সে যজ্ঞে মহাধ্বনিযুক্ত মরুৎগণ যে সুখ দিতে পারেন, তা প্রাপ্ত হব। ১৯। তুমি দুর্মতিগণের বিনাশক, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি, হে অত্যন্ত বলবান ইন্দ্র! আমাদের জন্য উপযুক্ত ধন আহরণ কর। তোমার বুদ্ধি সর্বদা ধনপ্রেরণে তৎপর। হে দেব! উৎকৃষ্ট ধন আহরণ কর। ২০। হে দাতা উগ্র বিচিত্র প্রিয় সত্যভাষী শত্রুপরাভবকারী, সকলের স্বামী ইন্দ্র! শত্রু পরাভব কর, ভোগযোগ্য প্রবৃদ্ধ ধন যুদ্ধে আমাদের প্রদান কর। ২১। যেহেতু অশ্বের পুত্র বশ (১) কন্যার পুত্র পৃথুশ্রবা রাজার নিকট প্রাতকালে ধন গ্রহণ করেছেন, অতএব যে দেবশূন্য মনুষ্য পূর্ণ ধন গ্রহণ করেছে, সে আগমন করুক। ২২। আমি ষষ্ঠিসহস্র অযুত অশ্ব লাভ করেছি। বিংশতিশত উষ্ট্র লাভ করেছি, কৃষ্ণবর্ণ দশশত বড়বা লাভ করেছি। তিন স্থানে শুভ্রবর্ণযুক্ত দশ সহস্র গো লাভ করেছি (২)। ২৩। দশটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব রথ নেমি প্রবর্তিত করেছে। তারা অত্যন্ত বেগবান, বলবান মন্থনকারী। ২৪। উৎকৃষ্ট কন্যাপুত্র পৃথুশ্রবার দান এই—তিনি হিরণ্ময় রথ দিয়েছেন, তিনি অতিশয় দাতা ও প্রাজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ কীর্তি করেছেন। ২৫। হে বায়ু! তুমি মহাধনার্থে এবং পূজনীয় বলার্থে আমাদের নিকট এস। তুমি প্রভূত ধন দাতা, তোমার স্তুতি করেছি, তুমি মহা ধনদাতা, এখনই তোমার স্তুতি করি। ২৬। হে সোমপায়ী, দীপ্ত ও পূত সোমের পানকর্তা বায়ু! যিনি অশ্বে গমন করেন, গৃহে বাস করেন, ত্রিগুণিত সপ্ততিসংখ্যক গাভীর সাহায্যে গমন করেন. তিনিই তোমায় সোম প্রদানার্থে সোমযুক্ত হয়েছেন ও অভিষবকারিগণের সাথে মিলিত হয়েছেন। ২৭। যে পৃথুশ্রবা আপনি আমাকে এ

বিচিত্র ধন দান করব মনে করে হৃষ্ট হয়েছিলেন, তিনি আপনার কার্যাধ্যক্ষ অরন্থ, অক্ষ, নহুষ ও সুকৃত্বকে আজ্ঞা করলেন।' ২৮। হে বায়ু! যিনি উচথ্য ও বপু নামক রাজার অপেক্ষাও অধিক বলবান, সে ঘৃতবৎ শুদ্ধ রাজা যে অন্ন, অশ্ব, উষ্ট্র ও কুক্কুর পৃষ্ঠে প্রেরণ করিছিলেন, তা এই (৩), এ তোমারই অনুগ্রহ। ২৯। এক্ষণে ধনাদির প্রেরক সে রাজার অনুগ্রহে সেচক অশ্বের ন্যায় ষষ্টিসহস্রসংখ্যক প্রিয় গাভীও লাভ করলাম। ৩০। গাভী সমূহ যেমন যূথে গমন করে, সেরূপ বলীবর্দ সকল আমার নিকট আসছে। বলীবর্দ সকল আমার নিকট আসছে। ৩১। উষ্ট্রগণ যখন বনাভিমুখে প্রেরিত হয়েছিল তখন শত উষ্ট্র আমার জন্য ডেকে আনলেন। শ্বেতবর্ণ গাভীর মধ্যে বিংশতিশত গাভী আনলেন। ৩২। আমি বিপ্র, আমি গো ও অশ্বের রক্ষক, বল্বথ নামক দাসের নিকট শত গো ও অশ্ব গ্রহণ করলাম (৪)। হে বায়ু! এ লোক সকল তোমার, এরা ইন্দ্র কর্তৃক ও দেবগণ-কর্তৃক রক্ষিত হয়ে আনন্দিত হন। ৩৩। এক্ষণে তারা স্বর্ণাভরণবিশিষ্ট, পূজনীয় কন্যাকে (৫) অশ্বের পুত্র বশের অভিমুখে আনছেন।

টীকা ঃ ১। পৃথুশ্রবা অশ্বের পুত্র বশকে যিনি ধন প্রদান করেছিলেন, এ চারিটি শ্লোকে তারই প্রশংসা করা হয়েছে। অবিবাহিত কন্যার পুত্র হলে সে পুত্রকে 'কানীন' (কন্যাপুত্র) বলে। ২। এ ঋকে অশ্ব ও উষ্ট্র ও কৃষ্ণবর্ণ বড়বা ও শুভ্রবর্ণযুক্ত গরুর উল্লেখ আছে। ৩। অশ্ব ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে দ্রব্য প্রেরণ করার প্রথা এখনও আছে, কিন্তু কুক্কুর কি কখনও দ্রব্য বহন করত? গাভী ও বলবর্দের উল্লেখ পরের ঋকে দেখুন। ৪। 'Professor Roth conjectures that the correct reading is Satam Dasan, I received a hundred slaves,'—Muir's Sanscrit Texts, Vol. V. p. 461. ৫। মূলে 'যোষণা' আছে। বহু পশুর সাথে স্বর্ণাভরণবিশিষ্টা কন্যা বা দাসী রাজা দান করেছিলেন।

৪৭ সূক্ত ॥ আদিত্য দেবতা। আপ্ত্য ত্রিত ঋষি। মহাপংক্তি ছন্দ।

মহি বো মহতামবো বরুণ মিত্র দাশুষে।
যমাদিত্যা অভি দ্রুহো রক্ষথা নেমঘং নশদনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১
বিদা দেবা অঘানামাদিত্যাসো অপাকৃতিম্।
পক্ষা বয়ো যথোপরি ব্যস্মে শর্ম যচ্ছতানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ২
ব্যস্মে অধি শর্ম তৎপক্ষা বয়ো ন যন্তন।
বিশ্বানি বিশ্ববেদসো বরূথ্যা মনামহেঽনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৩
যস্মা অরাসত ক্ষয়ং জীবাতুং চ প্রচেতসঃ।
মনোবিশ্বস্য ঘেদিম আদিত্যা রায় ঈশতেঽনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৪
পরি ণো বৃণজন্নঘা দুর্গাণি রথ্যো যথা।
স্যামেদিন্দ্রস্য শর্মণ্যাদিত্যানামুতাবস্যানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৫
পরিহ্বৃতেদনা জনো যুষ্মাদত্তস্য বায়তি।
দেবা অদভ্রমাশ বো যমাদিত্যা অহেতনানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৬
ন তং তিগ্মং চন ত্যজো ন দ্রাসদভি তং গুরু।
যস্মা উ শর্ম সপ্রথ আদিত্যাসো অরাধ্বমনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৭
যুষ্মে দেবা অপি ষ্মসি যুধ্যন্ত ইব বমসু।
যূয়ং মহো ন এনসো যূয়মর্ভাদুরুষ্যাতানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৮
অদিতির্ন উরুষ্যত্বদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু।
মাতা মিত্রস্য রেবতোঽর্যম্ণো বরুণস্য চানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ৯

যদ্দেবাঃ শর্ম শরণং যদ্ভদ্রং যদনাতুরম্ ।
ত্রিধাতু যদ্বরূথ্যং তদস্মাসু বি যন্তনানেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ১০
আদিত্যা অব হি খ্যতাধি কূলাদিব স্পশঃ ।
সুতীর্থমর্বতো যথানু নো নেষথা সুগমনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ১১
নেহ ভদ্রং রক্ষস্বিনে নাবয়ৈ নোপয়া উত ।
গবে চ ভদ্রং ধেনবে বীরায় চ শ্রবস্যতেঽনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ১২
যদাবির্যদপীচ্যং দেবাসো অস্তি দুষ্কৃতম্ ।
ত্রিতে তদ্বিশ্বমাপ্ত্য আরে অস্মদ্দধাতনানেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ১৩
যচ্চ গোষু দুঃষ্বপ্ন্যং যচ্চাস্মে দুহিতর্দিবঃ ।
ত্রিতায় তদ্বিভাবর্যাপ্ত্যায় পরা বহানেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ১৪
নিষ্কং বা ঘা কৃণবতে স্রজং বা দুহিতর্দিবঃ ।
ত্রিতে দুঃষ্বপ্ন্যং সর্বমাপ্ত্যে পরি দদ্মস্যনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ১৫
তদন্নায় তদপসে তং ভাগমুপসেদুষে ।
ত্রিতায় চ দ্বিতায় চোষো দুঃষ্বপ্ন্যং বহানেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ১৬
যথা কলাং যথা শফং যথ ঋণং সংনয়ামসি ।
এবা দুঃষ্বপ্ন্যং সর্বমাপ্ত্যে সং নয়ামস্যনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ১৭
অজৈষ্মাদ্যাসনাম চাভূমানাগসো বয়ম্ ।
উষো যস্মাদ্দুঃষ্বপ্ন্যাদভৈষ্মাপ তদুচ্ছত্বনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র! হে বরুণ! হব্যদায়ীকে তোমরা যে রক্ষা কর, তা মহৎ, তোমরা যে যজমানকে শত্রু হস্ত হতে রক্ষা কর, পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ২। হে আদিত্যগণ! তোমরা কি প্রকারে দুঃখ নিবারণ করতে হয়, তা জান। পক্ষিগণ যেমন আপনাদের শিশুদের উপরে পক্ষ বিস্তার করে (১) সেরূপ আমাদের সুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৩। পক্ষিগণের পক্ষের ন্যায় তোমাদের যে সুখ আছে, তা আমাদের প্রদান কর। হে সর্বধনবান আদিত্যগণ! সমস্ত গৃহের উপযুক্ত ধন তোমার নিকট যাচ্ঞা করছি। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৪। প্রকৃষ্টচিত্ত আদিত্যগণ যার উদ্দেশে গৃহ ও জীবনোপযোগী অন্ন প্রদান করেন, তার জন্য এরা সমস্ত মনুষ্যের ধনের অধিপতি হন। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৫। রথগামী লোকে যেমন দুর্গম প্রদেশ পরিত্যাগ করে, সেরূপ, আমরা পাপ পরিত্যাগ করব (২), আমরা ইন্দ্রদত্ত সুখ ও আদিত্যদত্ত রক্ষা লাভ করব। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৬। মনুষ্যগণ ক্লেশ দ্বারাই তোমাদের ধন প্রাপ্ত হয়। হে দেবগণ! তোমরা শীঘ্র গমনশীল, তোমরা যে যজমানকে প্রাপ্ত হও, সে অল্প ধন লাভ করে। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৭। হে আদিত্যগণ! যার উদ্দেশে বিস্তীর্ণ সুখ প্রদান কর, সে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হলেও ক্রোধ তার বিঘ্ন করতে পারে না, অপরিহার্য দুঃখও তার নিকট যায় না। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৮। হে আদিত্যগণ! আমরা তোমাদের আশ্রয়েই থাকব, যোদ্ধাগণ এরূপে বর্মের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। তোমরা আমাদের মহা অনিষ্ট ও অল্প অনিষ্ট হতে রক্ষা কর। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৯। অদিতি আমাদের রক্ষা করুন,

অদিতি আমাদের সুখ প্রদান করুন। তিনি ধনবান, মিত্র, বরুণ ও আর্যমার মাতা। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১০। হে আদিত্যগণ! তোমরা আমাদের শরণীয়, ভজনীয়, রোগ রহিত, ত্রিগুণযুক্ত গৃহযোগ্য সুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১১। হে আদিত্যগণ! চর সকল যেমন কুল হতে দর্শন করে, সেরূপ তোমরা উপর হতে নিম্নমুখে আমাদের দর্শন কর। অশ্বকে যেমন ভাল ঘাটে নিয়ে যায়, সেরূপ আমাদের ভাল পথে নিয়ে চল। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১২। হে আদিত্যগণ! এ জগতে আমাদের হিংসক বলবান ব্যক্তির সুখ যেন না হয়। গোসমূহের সুখ হোক, ধেনুসমূহের সুখ হোক, অন্নাভিলাষী বীরের সুখ হোক। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৩। হে আদিত্য দেবগণ! যে সকল পাপ আবির্ভূত হয়েছে ও যে সকল পাপ অন্তর্হিত আছে, আমি আপ্ত্য ত্রিত, আমার যেন তার কোনটাই না হয়। ওদের দূরে স্থাপন কর। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৪। হে স্বর্গের দুহিতা উষা! আমাদের গোসমূহে যে দুঃস্বপ্ন আছে ও আমাদের যে দুঃস্বপ্ন হয়েছে, হে বিভাবরি! আপ্ত্য ত্রিতের জন্য তা দূর করে দাও। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৫। হে স্বর্গের দুহিতা! আভরণকারীর অথবা মাল্যকারীর (১) যে দুঃস্বপ্ন আছে, আপ্ত্য ত্রিতের নিকট হতে তা দূর হোক। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৬। হে উষাদেবি! স্বপ্নে অন্নকর্ম এবং ভাগ পেলে আপ্ত্য ত্রিত হতে দুঃস্বপ্নজনিত কষ্ট দূর কর। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৭। যে প্রকারে যজ্ঞার্থ পশুর হৃদয়াদি এবং তার শৃঙ্গাদি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়, ঋণ যেমন ক্রমে ক্রমে শোধ করতে হয়, সেরূপ আপ্ত্য ত্রিতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন ক্রমে ক্রমে দূরে করব। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৮। আমরা অদ্য জয় করব, আমরা অদ্য সুখলাভ করব, আমরা অদ্য অপাপ হব। হে উষাদেবি! যেহেতু আমরা দুঃস্বপ্ন হতে ভীত হয়েছি, অতএব সে ভয় অপগত হোক। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

টীকা ঃ ১। তুলনামূলক উপমাটি সুন্দর এবং কাব্যিক। ২। স্বর্ণকার বা মালাকার।

৪৮ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। কণ্বপুত্র প্রগাথ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

স্বাদোরভক্ষি বয়সঃ সুমেধাঃ স্বাধ্যো বরিবোবিত্তরস্য।
বিশ্বে যং দেবা উত মর্ত্যাসো মধু ব্রুবন্তো অভি সঞ্চরন্তি ॥ ১
অন্তশ্চ প্রাগা অদিতির্ভবাস্যবয়াতা হরসো দৈব্যস্য।
ইন্দ্রবিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণঃ শ্রৌষ্টীব ধুরমনু রায় ঋধ্যাঃ ॥ ২
অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্তিরমৃত মর্ত্যস্য ॥ ৩
শং নো ভব হৃদ আ পীত ইন্দো পিতেব সোম সূনবে সুশেবঃ।
সখেব সখ্য উরুশংস ধীরঃ প্র ণ আয়ুর্জীবসে সোম তারীঃ ॥ ৪
ইমে মা পীতা যশস উরুষ্যবো রথং ন গাবঃ সমনাহ পর্বসু।
তে মা রক্ষন্তু বিস্রসশ্চরিত্রাদুত মা স্রামাদ্যবয়ন্ত্বিন্দবঃ ॥ ৫

অগ্নিং ন মা মথিতং সং দিদীপঃ প্র চক্ষয় কৃণুহি বস্যসো নঃ ।
অথা হি তে মদ আ সোম মন্যে রেবাঁ ইব প্র চরা পুষ্টিমচ্ছ ॥ ৬
ইষিরেণ তে মনসা সুতস্য ভক্ষীমহি পিত্র্যস্যেব রায়ঃ ।
সোম রাজন্ প্র ণ আয়ূংষি তারীরহানীব সূর্যো বাসরাণি ॥ ৭
সোম রাজন্মৃলয়া নঃ স্বস্তি তব স্মসি ব্রত্যা স্তস্য বিদ্ধি ।
অলর্তি দক্ষ উত মন্যুরিন্দো মা নো অর্যো অনুকামং পরা দাঃ ॥ ৮
ত্বং হি নস্তন্বঃ সোম গোপা গাত্রেগাত্রে নিষসত্থা নৃচক্ষাঃ ।
যত্তে বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি স নো মৃল সুষখা দেব বস্যঃ ॥ ৯
ঋদূদরেণ সখ্যা সচেয় যো মা ন রিষ্যেদ্ধর্যশ্ব পীতঃ ।
অয়ং যঃ সোমো ন্যধায্যস্মে তস্মা ইন্দ্রং প্রতিরমেম্যায়ুঃ ॥ ১০
অপ ত্যা অস্থুরনিরা অমীবা নিরত্রসন্তমিষীচীরভৈষুঃ ।
আ সোমো অস্মাঁ অরুহদ্বিহায়া অগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ॥ ১১
যো ন ইন্দুঃ পিতরো হৃৎসু পীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যাঁ আবিবেশ ।
তস্মৈ সোমায় হবিষা বিধেম মৃলীকে অস্য সুমতৌ স্যাম ॥ ১২
ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানোঽনু দ্যাবাপৃথিবী আ ততন্থ ।
তস্মৈ ত ইন্দো হবিষা বিধেম বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাম্ ॥ ১৩
ত্রাতারো দেবা অধি বোচতা নো মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ ।
বয়ং সোমস্য বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ১৪
ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো বয়োধাস্ত্বং স্বর্বিদা বিশা নৃচক্ষাঃ ।
ত্বং ন ইন্দ্র ঊতিভিঃ সজোষাঃ পাহি পশ্চাতাদুত বা পুরস্তাৎ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। আমি সুন্দর প্রজ্ঞাযুক্ত, সুন্দর অধ্যয়নবিশিষ্ট ও সুন্দর কর্মবিশিষ্ট। আমি যেন অত্যন্ত পূজিত স্বাদু অন্নের আস্বাদন গ্রহণ করতে পারি। বিশ্বদেবগণ ও মর্ত্যগণ এ অন্ন মনোহর বলে এদের নিকটে উপস্থিত হন। ২। হে সোম! তুমি হৃদয় মধ্যে গমন কর, তুমি অদিতি, তুমি দেবগণের ক্রোধ পৃথক কর। হে ইন্দ্র! তুমি ইন্দ্রের সখ্যলাভ করে শীঘ্র অশ্ব যেরূপ ভার বহন করে, সেরূপ আমাদের ধন বহন কর। ৩। হে অমৃত সোম! আমরা তোমাকে পান করব ও অমর হব, পরে দ্যুতিমান স্বর্গে গমন করব ও দেবগণকে অবগত হব। শত্রু আমাদের কি করবে? আমি মনুষ্য, হিংসাকারী আমার কি করবে? ৪। হে সোম! পিতা যেমন পুত্রের সখা, সেরূপ আমরা তোমার পান করলে তুমি হৃদয়ের সুখকর হও। হে অনেকের প্রশংসিত সোম! তুমি বুদ্ধিমান, তুমি আমাদের জীবনার্থে আয়ু প্রবর্ধিত কর। ৫। এ যশস্কর, রক্ষাকরণাভিলাষী সোম পীত হয়ে গোসমূহকে যেরূপ পর্বে পর্বে রথ যোজনা করে, সেরূপ পর্বে পর্বে আমাকে কর্মে যোজিত করুক। আরও চরিত্রস্খলন হতে আমাকে রক্ষা করুক এবং আমাকে ব্যাধি হতে পৃথক করুক। ৬। হে সোম! তুমি পীত হয়ে, মথিত অগ্নির ন্যায় আমাকে দীপ্ত কর, আমাদের বিশেষরূপে দর্শন কর, আমাদের অতিশয় ধনবান কর। হে সোম! এক্ষণে তোমাকে আনন্দার্থে স্তব করছি, অতএব তুমি ধনবান হয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হও। ৭। আমরা অভিলাষযুক্ত মনে পৈতৃক ধনের ন্যায় অভিষুত সোম পান করব, হে রাজা সোম! তুমি আমাদের আয়ু বর্ধিত কর। সূর্য এরূপে দিবস সকলকে বর্ধিত করেন। ৮। হে রাজা সোম! আমাদের স্বস্তির জন্য সুখী কর, আমরা ব্রতযুক্ত, আমরা তোমারই হব। তুমি আমাদের অবগত হও। হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রু প্রবৃদ্ধ হয়ে গমন করছে, ক্রোধও গমন করছে। এই উভয় শত্রুরই

দণ্ড হতে আমাদের উদ্ধার কর। ৯। হে সোম! তুমি আমাদের শরীরের রক্ষক, তুমি কর্মনেতা, অতএব তুমি গাত্রে গাত্রে নিষণ্ণ হও। আমরা যদিও তোমার ব্রতের বিঘ্ন করি, তথাপি হে দেব! তুমি উৎকৃষ্ট অন্নযুক্ত ও উত্তম সখা, হয়ে আমাদের সুখী কর। ১০। হে সোম! তুমি উদরের পীড়া জন্মিও না, তুমি সখা আমি তোমার সাথে মিলিত হব। সোম পীত হয়ে আমাকে হিংসা করবেন না। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! এ যে সোম আমাতে নিহিত হয়েছে, এরই জন্য চিরকাল জঠরে অবস্থান প্রার্থনা করছি। ১১। সে সকল চিকিৎসার অসাধ্য কঠিন পীড়া অপগত হোক, এ সকল পীড়া বলবান হয়ে আমাদের একান্ত কম্পিত করছে। মহান সোম আমাদের প্রাপ্ত হয়েছেন, এ পান করলে আয়ু বর্ধিত হয়, আমরা মনুষ্য—আমরা এর নিকট যাব। ১২। হে পিতৃগণ! যে সোম পীত হলে মরণরহিত হয়ে, আমরা মর্ত্য, আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, হব্যদ্বারা সে সোমের পরিচর্যা করব, অতএব এর অনুগ্রহ বুদ্ধিতে অনুগ্রহ লাভ করে সুখী হব। ১৩। হে সোম! তুমি পিতৃগণের সাথে মিলিত হয়ে দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করেছ, আমরা হব্যদ্বারা এ সোমের পরিচর্যা করব, আমরা ধনের পতি হব। ১৪। হে ত্রাণকর্তা দেবগণ! আমাদের মিষ্টবাক্য বল, স্বপ্ন আমাদের যেন বশীভূত না করে, নিন্দকগণ যেন আমাদের নিন্দা না করে, আমরা যেন সর্বদা সোমের প্রিয় হই, যেন সুন্দর স্তোত্রযুক্ত হয়ে স্তোত্র উচ্চারণ করতে পারি। ১৫। হে সোম! তুমি সকল দিক হতে আমাদের অন্নদাতা, তুমি স্বর্গদাতা ও সর্বদর্শী তুমি প্রবেশ কর। হে ইন্দ্র! তুমি একত্রে প্রীতিযুক্ত হয়ে রক্ষার সাথে পশ্চাদ্ভাগে ও সম্মুখভাগে আমদের রক্ষা কর।

৪৯ সূক্ত (১) ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রস্কণ্ব কাণ্ব ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি ॥ ১
শতানীকেব প্র জিগাতি ধৃষ্ণুয়া হন্তি বৃত্রাণি দাশুষে।
গিরেরিব প্র রসা অস্য পিন্বিরে দাত্রাণি পুরুভোজসঃ ॥ ২
আ ত্বা সুতাস ইন্দবো মদা য ইন্দ্র গির্বণঃ।
আপো ন বজ্রিন্নম্বোক্যং সরঃ পৃণন্তি শূর বাধসে ॥ ৩
অনেহসং প্রতরণং বিবক্ষণং মধ্বঃ স্বাদিষ্ঠমীং পিব।
আ যথা মন্দসানঃ কিরাসি নঃ প্র ক্ষুদ্রেব ত্মনা ধৃষৎ ॥ ৪
আ নঃ স্তোমমুপ দ্রবদ্ধিয়ানো অশ্বো ন সোতৃভিঃ।
যং তে স্বধাবন্ত্ স্বদয়ন্তি ধেনব ইন্দ্র কণ্বেষু রাতয়ঃ ॥ ৫
উগ্রং ন বীরং নমসোপ সেদিম বিভূতিমক্ষিতা বসুম্।
উদ্রীব বজ্রিন্নবতো ন সিঞ্চতে ক্ষরন্তীন্দ্র ধীতয়ঃ ॥ ৬
যদ্ধ নূনং যদ্বা যজ্ঞে যদ্বা পৃথিব্যামধি।
অতো নো যজ্ঞমাশুভির্মহেমত উগ্র উগ্রেভিরা গহি ॥ ৭
অজিরাসো হরয়ো যে ত আশবো বাতা ইব প্রসক্ষিণঃ।
যেভিরপত্যং মনুষঃ পরীয়সে যেভির্বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৮
এতাবতস্ত ঈমহ ইন্দ্র সুম্নস্য গোমতঃ।
যথা প্রাবো মঘবন্মেধ্যাতিথিং যথা নীপাতিথিং ধনে ॥ ৯
যথা কণ্বে মঘবন্ত্রসদস্যবি যথা পক্থে দশব্রজে।
যথা গোশর্যে অসনোর্ঋজিশ্বনীন্দ্র গোমদ্ধিরণ্যবৎ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। আমি যাতে ধনলাভ করতে পারি, এরূপে সুন্দর ধনবিশিষ্ট ইন্দ্রকে তোমাদের সম্মুখীন করে অর্চনা কর। তিনি মঘবা ও বহুধনযুক্ত, তিনি স্তোতাগণকে সহস্র সহস্র দান করে থাকেন। ২। তিনি সগর্বে গমন করছেন, যেন শত সেনার পতি, তিনি হব্যদায়ীর জন্য বৃত্রবধ করছেন। তিনি বহুলোকের পালক, তাঁর উদ্দেশে প্রদত্ত রস পর্বতের রসের ন্যায় প্রীত করে। ৩। যে সকল সোম মদকর, হে স্তুতিভাক ইন্দ্র! তোমার জন্য তা অভিযুত হয়েছে। হে বজ্রবান শূর! ধনার্থে জল সকল সম্প্রতি আপন বাসস্থান স্বরূপ সরোবরকে পূর্ণ করছে। ৪। তুমি সোমের পাপশূন্য, ত্রাণকারী, স্বর্গপ্রদ, মধুরতম রস পান কর। কারণ তুমি প্রমত্ত হলে আপনিই গর্বিত হয়ে থাক এবং ক্ষুদ্রার ন্যায় আমাদের অভিলষিত দান করে থাক। ৫। হে অন্নবান ইন্দ্র! কণ্বগণের উদ্দেশে তুমি যে প্রীতিকর দান করেছ, সে দান স্তোমকে স্বাদু করছে. অভিষবণকারিগণ আহ্বান করলে, তুমি অশ্বের ন্যায় সে স্তোম অভিমুখে দ্রুত এস। ৬। সম্প্রতি আমরা বিভূতিবিশিষ্ট, অক্ষয়ধনযুক্ত, উগ্র বীর ইন্দ্রের নিকট নমস্কারের সাথে গমন করব। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! জলবিশিষ্ট কূপ যেমন জল সেক করে, সেরূপ স্তোত্র সকল তোমায় সিক্ত করছে। ৭। এক্ষণে যেখানেই থাক, যজ্ঞেই থাক অথবা পৃথিবীতেই থাক, সে স্থান হতেই, হে উগ্র মহামতি ইন্দ্র! তুমি উগ্র এবং আশুগামী অশ্বের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস। ৮। তোমার যে গমনশীল হরিগণ আছে, তারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী ও শত্রুপরাভবকারী। তুমি তাদের সাহায্যে মনুষ্যগণের নিকট যাও এবং সমস্ত বস্তুজাত দর্শনার্থে জগতে গিয়ে থাক। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার এতৎপরিমিত গোবিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি, হে মঘবন! যেহেতু তুমি মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথিকে ধন বিষয়ে রক্ষা করেছিলে। ১০। হে মঘবন! যেহেতু তুমি কণ্ব ত্রসদস্যু পক্থ দশব্রজ গোশর্ফ ও ঋজিশ্বাকে গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত ধন দান করেছিলে।

টীকা ঃ ১। ৪৯ হতে ৫৯ এ ১১টি সূক্তকে বালখিল্য বলে। সায়ণাচার্য এ বালখিল্য সূক্তগুলির টীকা দেন নি. সুতরাং এগুলির অনুবাদ অতিশয় শ্রমসাধ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের টীকায় সায়ণাচার্য বলেছেন, যে আটটি মাত্র বালখিল্য সূক্ত আছে, কিন্তু মক্ষমুলরের প্রকাশিত গ্রন্থে এগারটি দেখতে পাচ্ছি। ঋগ্বেদের সূক্ত গণনার সময় এগুলি গুনলে ১০২৮ সূক্ত হয়, এগুলি ছেড়ে গুনিলে ১০১৭ সূক্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ৪৯ হতে ৫৯ Wilson-এর অনুবাদে নেই।

৫০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কাণ্ব ঋষি। প্রগাথ ছন্দ।

প্র সু শ্রুতং সুরাধসমর্চা শক্রমভিষ্টয়ে।
যঃ সুন্বতে স্তুবতে কাম্যং বসু সহস্রেণেব মংহতে ॥ ১
শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা ইন্দ্রস্য সমিযো মহীঃ।
গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে যদীং সুতা অমন্দিষুঃ ॥ ২
যদীং সুতাস ইন্দবোঽভি প্রিয়মমন্দিষুঃ।
অপো ন ধায়ি সবনং ম আ বসো দুঘা ইবোপ দাশুষে ॥ ৩
অনেহসং বো হবমানমূতয়ে মধ্বঃ ক্ষরন্তি ধীতয়ঃ।
আ ত্বা বসো হবমানাস ইন্দব উপ স্তোত্রেষু দধিরে ॥ ৪
আ নঃ সোমে স্বধ্বর ইয়ানো অত্যো ন তোশতে।
যং তে স্বদাবন্ত্স্বদন্তি গূর্তয়ঃ পৌরে ছন্দয়সে হবম্ ॥ ৫
প্র বীরমুগ্রং বিবিচিং ধনস্পৃতং বিভূতিং রাধসো মহঃ।
উদ্রীব বজ্রিন্নবতো বসুত্বনা সদা পীপেথ দাশুষে ॥ ৬

যদ্ধ নূনং পরাবতি যদ্বা পৃথিব্যাং দিবি।
যুজান ইন্দ্র হরিভির্মহেমত ঋষ্ব ঋষ্বেভিরা গহি ॥ ৭
রথিরাসো হরয়ো যে তে অস্রিধ ওজো বাতস্য পিপ্রতি।
যেভির্নি দস্যুং মনুষো নিঘোষয়ো যেভিঃ স্বঃ পরীয়সে ॥ ৮
এতাবতস্তে বসো বিদ্যাম শূর নব্যসঃ।
যথা প্রাব এতশং কৃত্ব্যে ধনে যথা বশং দশব্রজে ॥ ৯
যথা কণ্বে মঘবন্মেধে অধ্বরে দীর্ঘনীথে দমূনসি।
যথা গোশর্যে অসিষাসো অদ্রিবো ময়ি গোত্রং হরিশ্রিয়ম্ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। ধন লাভের জন্য বিখ্যাত এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট শক্রের অর্চনা কর। তিনি অভিষবকারী ও স্তুতিকারীকে সহস্র সহস্র কমনীয় ধন দান করেন। ২। এর অস্ত্রসমূহ শত শত এবং দুস্তর ইন্দ্রের অন্ন প্রভূত। যখন অভিষুত সোম সকল একে প্রমত্ত করে তখন ইনি পর্বতের ন্যায় খাদ্যদাতা হয়ে ধনবানগণের প্রীতি উৎপাদন করেন। ৩। অভিষুত সোমসকল যখন প্রিয় ইন্দ্রকে প্রমত্ত করেছে তখন হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! হব্যদায়ীর উদ্দেশে গাভীগণের ন্যায় জলসমূহ আমার যজ্ঞে নিহিত হয়েছে। ৪। হে ঋত্বিকগণ! তোমাদের রক্ষার্থে কর্ম সকল পাপশূন্য আহূয়মান ইন্দ্রের উদ্দেশে মধু ক্ষরণ করছে। হে বাসপ্রদ! সোম আহূত হয়ে স্তোত্রকালে তোমার সম্মুখে নিহিত হচ্ছে। ৫। ইন্দ্র আমাদের সুযজ্ঞবিশিষ্ট সোমে প্রেরিত হয়ে অশ্বের ন্যায় গমন করছেন। হে আস্বাদবান ইন্দ্র তোমার স্তোতাগণ এ সোম সুস্বাদু করছে, তুমি পুরুর পুত্রের আহ্বানকে প্রীতিকর কর। ৬। বীর উগ্র ব্যাপ্ত ও ধনের দ্বারা প্রীতিকারী এবং মহাধনের বিভূতি স্বরূপ ইন্দ্রকে স্তুতি করি। হে বজ্রবান! জলবিশিষ্ট কূপের ন্যায় সর্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত ধনের সাথে হব্যদায়ী যজমানের মঙ্গলের জন্য পান কর। ৭। হে দর্শনীয়, মহামতি ইন্দ্র! তুমি দূরদেশেই থাক, পৃথিবীতেই থাক অথবা স্বর্গেই থাক, দর্শনীয় হরিগণকে রথে যোজিত করে এস। ৮। তোমার যে রথবাহক অশ্ব আছে, তারা হিংসারহিত, তা বায়ুর বেগ পূর্ণ করে। এদের সাহায্যে দস্যুগণকে নিহত করেছ। তুমি মনুকে বিখ্যাত করেছ এবং সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত করেছ (১)। ৯। হে শূর নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! তোমার এতৎ পরিমিত নূতন ধনের কথা জানি, তুমি এরূপে কর্তব্য ধনার্থে এতশকে এবং দশব্রজবিশিষ্ট বশকে রক্ষা করেছিলে। ১০। হে মঘবন! হে বজ্রবান! পবিত্র যজ্ঞে কণ্বকে এবং শত্রুনাশাভিলাষী দীর্ঘনীথকে এবং গোশর্যকে যে প্রকারে রক্ষা করেছ, অশ্বদ্বারা সেরূপে আমাদের রক্ষা কর।

টীকা : ১। অর্থাৎ অনার্যদের নিহত করে মানব আর্যগণকে উন্নত করেছ।

৫১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কাণ্ব ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

যথা মনৌ সাংবরণৌ সোমমিন্দ্রাপিবঃ সুতম্।
নীপাতিথৌ মঘবন্মেধ্যাতিথৌ পুষ্টিগৌ শ্রুষ্টিগৌ সচা ॥ ১
পার্ষদ্বাণঃ প্রস্কণ্বং সমসাদয়চ্ছয়ানং জিব্রিমুদ্ধিতম্।
সহস্রাণ্যসিষাসদ্গবামৃষিস্ত্বোতো দস্যবে বৃকঃ ॥ ২
য উক্থেভির্ন বিন্ধতে চিকিদ্য ঋষিচোদনঃ।
ইন্দ্রং তমচ্ছা বদ নব্যস্যা মত্যরিষ্যন্তং ন ভোজসে ॥ ৩
যস্মা অর্কং সপ্তশীর্ষাণমানৃচুস্ত্রিধাতুমুত্তমে পদে।
স ত্বিমা বিশ্বা ভুবনানি চিক্রদদাদিজ্জনিষ্ট পৌংস্যম্ ॥ ৪

যো নো দাতা বসূনামিন্দ্রং তং হূমহে বয়ম্ ॥।
বিদ্মা হ্যস্য সুমতিং নবীয়সীং গমেম গোমতি ব্রজে ॥ ৫
যস্মৈ ত্বং বসো দানায় শিক্ষসি স রায়স্পোষমশ্নুতে।
তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণঃ সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৬
কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে।
উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে ॥ ৭
প্র যো ননক্ষে অভ্যোজসা ক্রিবিং বধৈঃ শুষ্ণং নিঘোষয়ন্।
যদেদস্তম্ভীৎ প্রথয়ন্নমূং দিবমাদিজ্জনিষ্ট পার্থিবঃ ॥ ৮
যস্যায়ং বিশ্ব আর্যো দাসঃ শেবধিপা অরিঃ।
তিরশ্চিদর্যে রুশমে পবীরবি তুভ্যেৎসো অজ্যতে রয়িঃ ॥ ৯
তুরণ্যবো মধুমন্তং ঘৃতশ্চুতং বিপ্রাসো অর্কমানৃচু।
অস্মে রয়িঃ পপ্রথে বৃষ্ণ্যং শবোঽস্মে সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি সাম্বরণি মনুর জন্য যেরূপে অভিষুত সোম পান করেছিলে হে মঘবন! পুষ্ট এবং শীঘ্রগামী গোবিশিষ্ট মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথির জন্য যেরূপ সোম করেছিলে। ২। পার্ষদ্বান ঋষি বৃদ্ধ, শয়ান প্রস্কণ্বকে ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে উপবেশন করিয়েছিলেন। দস্যুগণের পক্ষে বৃকস্বরূপ ঋষি তোমাকর্তৃক রক্ষিত করে সহস্র গো রক্ষা করেছিলে। ৩। যাঁকে উকথের দ্বারা লাভ করা যায়, যিনি ঋষিকর্তৃক প্রেরিত হয়ে সকলের জ্ঞাতা, রক্ষাভিলাষী, সে ইন্দ্রের অভিমুখে সেবার্থে নূতন স্তুতি উচ্চারণ কর। ৪। উত্তম স্থানে যাঁর উদ্দেশে সপ্তশীর্ষবিশিষ্ট ও স্থানত্রয়যুক্ত অর্চনামন্ত্র উচ্চারিত করে, তিনি এ বিশ্বভুবন শব্দযুক্ত করেছেন এবং বল উৎপাদন করেছেন। ৫। যিনি আমাদের ধনদাতা সে ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করি, আমরা এঁর নূতন অনুগ্রহ বুদ্ধি জানি, আমরা যেন গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করতে পারি। ৬। হে বাসপ্রদ স্তুতিভাক মঘবন ইন্দ্র! তুমি দান করব বলে যাকে দান কর, সে ধনের পুষ্টিলাভ করে। তুমি এরূপ, অতএব আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট হয়ে তোমায় আহ্বান করছি। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি কখনও নিবৃত্ত প্রসব হও না, তুমি হব্যদায়ীর সাথে মিলিত হও। তুমি দেবতা, তোমার দান বার বার নিকটে এসে মিলিত হয়। ৮। যিনি বলপূর্বক অস্ত্র প্রয়োগ করে শুষ্ণকে বিনাশ করে কূপ পূর্ণ করেছিলেন, যিনি ঐ দ্যুলোককে প্রথিত করে স্তম্ভিত করেছেন এবং যিনি পার্থিব হয়ে সমস্ত বস্তু উৎপাদন করেছেন। ৯। এ সমস্ত আর্য ও দাসগণ (১) যার ধনপালক ও স্তোতা, যিনি আর্য শ্বেতবর্ণ পবীরুর সম্মুখে উপস্থিত হন, সে ধনদাতা তোমার সাথে মিলিত হন। ১০। ত্বরাযুক্ত বিপ্রগণ, মধুযুক্ত ঘৃতস্রাবী অর্চনামন্ত্র উচ্চারণ করছেন, এঁদের উদ্দেশে ধন প্রথিত হচ্ছে, পুরুষোচিত বল প্রথিত হয়েছে, অভিষুত সোম প্রথিত হচ্ছে।

টীকা ঃ ১। আর্য ও অনার্যগণের উল্লেখ। অনেক অনার্যগণ আর্যদের দ্বারা ক্রমে বশীভূত বা শিক্ষিত হয়ে আর্যধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল ও ইন্দ্রাদিকে স্তুতি করত, তা প্রতীয়মান হচ্ছে।

৫২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। আয়ু কাণ্ব ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

যথা মনৌ বিবস্বতি সোমং শক্রাপিবঃ সুতম্।
যথা ত্রিতে ছন্দ ইন্দ্র জুজোষস্যায়ৌ মাদয়সে সচা ॥ ১

পৃষধ্রে মেধ্যে মাতরিশ্বনীন্দ্র সুবানে অমন্দথাঃ।
যথা সোমং দশশিপ্রে দশোণ্যে স্যূমরশ্মাবৃজূনসি ॥ ২
য উক্‌থা কেবলা দধে যঃ সোমং ধৃষিতাপিবৎ।
যস্মৈ বিষ্ণুস্ত্রীণি পদা বিচক্রম উপ মিত্রস্য ধর্মভিঃ ॥ ৩
যস্য ত্বমিন্দ্র স্তোমেষু চাকনো বাজে বাজিঞ্ছতক্রতো।
তং ত্বা বয়ং সুদুঘামিব গোদুহো জুহূমসি শ্রবস্যবঃ ॥ ৪
যো নো দাতা স নঃ পিতা মহাঁ উগ্র ঈশানকৃৎ।
অয়ামন্নুগ্রো মঘবা পুরূবসুর্গোরশ্বস্য প্র দাতু নঃ ॥ ৫
যস্মৈ ত্বং বসো দানায় মংহসে স রায়স্পোষমিন্বতি।
বসূয়বো বসুপতিং শতক্রতুং স্তোমৈরিন্দ্রং হবামহে ॥ ৬
কদা চন প্র যুচ্ছস্যুভে নি পাসি জন্মনী।
তুরীয়াদিত্য হবনং ত ইন্দ্রিয়মা তস্থাবমৃতং দিবি ॥ ৭
যস্মৈ ত্বং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণঃ শিক্ষো শিক্ষসি দাশুষে।
অস্মাকং গির উত সুষ্টুতিং বসো কণ্ববচ্ছৃণুধী হবম্ ॥ ৮
অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং ব্রহ্মেন্দ্রায় বোচত।
পূর্বীর্ঋতস্য বৃহতীরনূষত স্তোতুর্মেধা অসৃক্ষত ॥ ৯
সমিন্দ্রো রায়ো বৃহতীরধূনুত সং ক্ষোণী সমু সূর্যম্।
সং শুক্রাসঃ শুচয়ঃ সং গবাশিরঃ সোমা ইন্দ্রমমন্দিষুঃ ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র! বিবস্বান (১) মনুর সোম পূর্বে যেরূপ পান করেছ, ত্রিতের মন যেরূপ যুগিয়েছ, আয়ুর সাথে যেরূপ প্রমত্ত হয়েছে,— ২। মাতরিশ্বা যজ্ঞীয় পৃষধ্র অভিষব করতে আরম্ভ করলে, তুমি যেরূপ প্রমত্ত হও এবং সম্বদ্ধ দীপ্তিবিশিষ্ট দশশিপ্র ও দশোণ্যের সোম পান করে থাক,— ৩। যিনি কেবল উকথ ধারণ করেন, যিনি ধৃষ্টরূপে সোমপান করেন, যাঁর উদ্দেশে মিত্রের কর্মের নিকট বিষ্ণু তিন পদ ক্ষেপ করেছিলেন,— ৪। হে বেগবান, শতক্রতু স্তুতিকামী ইন্দ্র! সেই তোমাকে আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে, গোদোহক দুগ্ধবতী গাভী আহ্বান করে, সেরূপ আহ্বান করছি। ৫। যিনি আমাদের দাতা, তিনি আমাদের পিতা, তিনি মহান, তিনি উগ্র, তিনি ঐশ্বর্যকর্তা। উগ্র, মঘবা, প্রভৃত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদের গাভী ও অশ্ব প্রদান করুন। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি যাকে দান করতে ইচ্ছা কর, সে ধন পুষ্টিলাভ করে। আমরা ধনাভিলাষী হয়ে বসুপতি শতক্রতু ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করছি। ৭। তুমি কখন কখন ভ্রমে পতিত হও, তুমি উভয় প্রকার প্রাণীকে রক্ষা কর। হে ত্বরাবান আদিত্য! তোমার সুখকর আহ্বান অমর দ্যুলোকে অবস্থান করে। ৮। হে স্তুতিভাক দাতা মঘবন! তুমি হব্যদায়ীকে দান কর। হে বাসপ্রদ! তুমি যেমন কণ্ব ঋষির আহ্বান শুনেছিলে, সেরূপ আমাদের বাক্য, স্তুতি এবং আহ্বান শোন। ৯। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাচীন স্তোত্র পাঠ কর এবং স্তোত্র উচ্চারণ কর, যজ্ঞের পূর্বকালীন মহতী স্তুতি উচ্চারণ কর এবং স্তোতার মেধা বর্ধিত কর। ১০। ইন্দ্র প্রভৃত ধন প্রেরণ করেন, দ্যাবাপৃথিবীকে প্রেরণ করেছেন, সূর্যকে প্রেরণ করেছেন এবং শ্বেতবর্ণ শুচি পদার্থ সমূহকে প্রেরণ করেছেন। গব্যমিশ্রিত সোম ইন্দ্রকে সম্যকরূপে প্রমত্ত করেছিল।

টীকাঃ ১। এখানে মনুকেই বিবস্বান বলা হয়েছে।

৫৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। মেধ্য কাণ্ব ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

উপমং ত্বা মঘোনাং জ্যেষ্ঠং চ বৃষভাণাম্ ।
পূর্ভিত্তমং মঘবন্নিন্দ্র গোবিদমীশানং রায় ঈমহে ॥ ১
য আয়ুং কুৎসমতিথিগ্বমর্দয়ো বাবৃধানো দিবেদিবে ।
তং ত্বা বয়ং হর্যশ্বং শতক্রতুং বাজয়ন্তো হবামহে ॥ ২
আ নো বিশ্বেষাং রসং মধ্বঃ সিঞ্চন্ত্বদ্রয়ঃ ।
যে পরাবতি সুন্বিরে জনেষ্বা যে অর্বাবতীন্দবঃ ॥ ৩
বিশ্বা দ্বেষাংসি জহি চাব চা কৃধি বিশ্বে সন্বন্ত্বা বসু ।
শীষ্টেষু চিত্তে মদিরাসো অংশবো যত্রা সোমস্য তৃম্পসি ॥ ৪
ইন্দ্র নেদীয় এদিহি মিতমেধাভিরূতিভিঃ ।
আ শন্তম শন্তমাভিরভিষ্টিভিরা স্বাপে স্বাপিভিঃ ॥ ৫
আজিতুরং সৎপতিং বিশ্বচর্ষণিং কৃধি প্রজাস্বাভগম্ ।
প্র সূ তিরা শচীভির্যে ত উক্থিনঃ ক্রতুং পুনতঃ আনুষক্ ॥ ৬
যস্তে সাধিষ্ঠোঽবসে তে স্যাম ভরেষু তে ।
বয়ং হোত্রাভিরুত দেবহূতিভিঃ সসবাংসো মনামহে ॥ ৭
অহং হি তে হরিবো ব্রহ্ম বাজয়ুরাজিং যামি সদোতিভিঃ ।
ত্বামিদেব তমমে সমশ্বয়ুর্গব্যুরগ্রে মথীনাম্ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। তুমি ধনিগণের উপমাস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষিগণের জ্যেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষ, শত্রুপুরবিদারী, ধনজ্ঞ ও স্বামী। হে মঘবান ইন্দ্র! আমি ধনার্থে তোমায় যাচ্ঞা করছি। ২। যিনি প্রত্যহ বর্ধমান হয়ে আয়ু, কুৎস এবং অথিতিগ্বকে রক্ষা করেছিলেন, আমরা সে হরিনামক অশ্বযুক্ত শতক্রতু ইন্দ্রকে অন্নাভিলাষী হয়ে আহ্বান করছি। ৩। যে সোম সকল দূরদেশে লোকসমূহ মধ্যে অভিষুত হয়, যারা নিকটে অভিষুত হয়, সে সমস্ত সোমের রস আমাদের অভিষব প্রস্তর পেষণ করে বার করুক। ৪। তুমি যেখানে সোম পান করে তৃপ্ত হও, সেখানে সমস্ত শত্রুগণকে বিনাশ কর ও পরাভূত কর, সমস্ত ধন উপভোগ যোগ্য হোক। শিষ্টগণের মধ্যে সোম তোমার মদকর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি কল্যাণতম এবং অত্যন্ত বন্ধু, তুমি মিতমেধা, কল্যাণকর, অভীষ্টপ্রদ, বন্ধুস্বরূপ রক্ষা কার্যের সাথে নিকটবর্তী স্থানে এস। ৬। যুদ্ধে ত্বরাবান, সাধুলোকের পালক, সমস্ত লোকের অধীশ্বর, ইন্দ্রকে প্রজাগণের মধ্যে পূজনীয় করা, যারা কর্মসমূহদ্বারা সুফল প্রবর্তিত করেন, সে উকথ উচ্চারণকারিগণ অবিচ্ছিন্নভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করুন। ৭। তোমার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যা কিছু আছে তা যেন আমরা পাই। আমরা রক্ষার্থে তোমারই হব, যুদ্ধকালেও তোমারই হব। আমরা স্তুতি এবং আহ্বানদ্বারা তোমাদের ভজনা করে স্তুতি পাঠ করব। ৮। হে হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! আমি অন্নাভিলাষী, অশ্বাভিলাষী ও গবাভিলাষী হয়ে তোমার স্তোত্র করি এবং তোমার রক্ষালাভ করে যুদ্ধে গমন করি। ভয়ের সময় তোমাকেই শত্রুগণের সম্মুখে স্থাপন করি।

৫৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ৩ ও ৪ ঋকে অন্যান্য দেবেরও স্তুতি আছে।
মাতরিশ্বা কাণ্ব ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

এতত্ত ইন্দ্র বীর্যং গীর্ভির্গৃণন্তি কারবঃ ।
তে স্তোভন্ত ঊর্জমাবন্ ঘৃতশ্চুতং পৌরাসো নক্ষন্ধীতিভিঃ ॥ ১
নক্ষন্ত ইন্দ্রমবসে সুকৃত্যয়া যেষাং সুতেষু মন্দসে ।
যথা সম্বর্তে অমদো যথা কৃশ এবাস্মে ইন্দ্র মৎস্ব ॥ ২

আ নো বিশ্বে সজোষসো দেবাসো গন্তনোপ নঃ।
বসবো রুদ্রা অবসে ন আ গমঞ্ছৃণ্বন্তু মরুতো হবম্ ॥ ৩
পূষা বিষ্ণুর্হবনং মে সরস্বত্যবন্তু সপ্ত সিন্ধবঃ।
আপো বাতঃ পর্বতাসো বনস্পতিঃ শৃণোতু পৃথিবী হবম্ ॥ ৪
যদিন্দ্র রাধো অস্তি তে মাঘোনং মঘবত্তম।
তেন নো বোধি সধমাদ্যো বৃধে ভগো দানায় বৃত্রহন্ ॥ ৫
আজিপতে নৃপতে ত্বমিদ্ধি নো বাজ আ বক্ষি সুক্রতো।
বীতী হোত্রাভিরুত দেববীতিভিঃ সসবাংসো বি শৃণ্বিরে ॥ ৬
সন্তি হ্যর্য আশিষ ইন্দ্র আয়ুর্জনানাম্।
অস্মান্নক্ষস্ব মঘবন্নুপাবসে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষম্ ॥ ৭
বয়ং ত ইন্দ্র স্তোমেভির্বিধেম ত্বমস্মাকং শতক্রতো।
মহি স্থূরং শশয়ং রাধো অহ্রয়ং প্রস্কণ্বায় নি তোশয় ॥ ৮

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র! স্তুতিকারিগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার এ বীর্যের প্রশংসা করছেন। তারা স্তুতি করে বল লাভ করেছিল। পৌরগণ কর্মদ্বারা ঘৃত ক্ষরণশীল ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করেছিল। ২। হে ইন্দ্র! যাদের সোমাভিষবে তুমি প্রমত্ত হও, তারা উৎকৃষ্ট কর্মদ্বারা তোমায় ব্যাপ্ত করছে। যেরূপ সম্বর্ত ও কৃশের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলে সেরূপ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাদের অভিমুখে এবং আমাদের সমীপে আসুন। বসু ও রুদ্রগণ রক্ষার্থে আসুন, মরুৎগণ আহ্বান শুনুন। ৪। পূষা বিষ্ণু সরস্বতী সপ্তসিন্ধু জল বায়ু পর্বত বনস্পতি আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন, পৃথিবী আহ্বান শুনুন। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধন আছে, হে শ্রেষ্ঠ মঘবা! হে বৃত্রহা! একত্রে প্রমত্ত হয়ে সমৃদ্ধি ও দানার্থে সে ধনের সাথে প্রবৃদ্ধ হও, তুমি ভজনীয়। ৬। হে যুদ্ধপতি, সুকর্মা ও নৃপতি! তুমিই আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, শোনা যায় দেবগণ স্তোত্র এবং যজ্ঞকালে ভক্ষণার্থে মিলিত হন। ৭। আর্য ইন্দ্রে অনেক আশীর্বাদ আছে, মনুষ্যগণের আয়ু আছে, হে মঘবন! আমাদের ব্যাপ্ত কর, বৃদ্ধি কর, অন্ন দান কর। ৮। হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতিদ্বারা তোমার পরিচর্যা করব, হে শতক্রতু! তুমি আমাদের। হে ইন্দ্র! তুমি প্রস্কণ্বের উদ্দেশে প্রচুর স্থূল এবং অক্ষীণ ধন প্রেরণ কর।

৫৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কৃশ কাণ্ব ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ভূরীদিন্দ্রস্য বীর্যং ব্যখ্যমভ্যায়তি। রাধস্তে দস্যবে বৃক ॥ ১
শতং শ্বেতাস উক্ষণো দিবি তারো ন রোচন্তে। মহ্না দিবং ন তস্তভুঃ ॥ ২
শতং বেণূঞ্ছতং শুনঃ শতং চর্মাণি ম্লাতানি।
শতং মে বল্বজস্তুকা অরুষীণাং চতুঃশতম্ ॥ ৩
সুদেবাঃ স্থ কাণ্বায়না বয়োবয়ো বিচরন্তঃ। অশ্বাসো ন চঙ্ক্রমত ॥ ৪
আদিৎসাপ্তস্য চর্কিরন্নানূনস্য মহি শ্রবঃ।
শ্যাবীরতিধ্বসন্ পথশ্চক্ষুষা চন সন্নশে ॥ ৫

অনুবাদঃ ১। ইন্দ্রের কর্ম ভূরি বলে জেনেছি। হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ! তোমার ধন আমাদের দিকে আসছে। ২। আকাশে যেরূপ তারা শোভা পায়, সেরূপ শত শত বৃষ শোভা পাচ্ছে, তারা মহত্বে দ্যুলোককে যেন স্তম্ভিত করছে। ৩। শতবেণু শতশ্বা শতম্লাত চর্ম শতবল্বজ স্তুক এবং চারশত অরুষী রয়েছে।

৪। হে কণ্বগোত্রীয়গণ! তোমরা অশ্বে অশ্বে বিচরণ করে অশ্বগণের ন্যায় বার বার গমন করে সুন্দর দেব বিশিষ্ট হয়েছ। ৫। সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট অন্যের অন্যূন ইন্দ্রের উদ্দেশেই মহৎ অন্ন প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে। শ্যামবর্ণ পথ অতিক্রম করে চক্ষুদ্বারা গৃহীত হচ্ছে।

৫৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। পৃষধ্র কাণ্ব ঋষি। গায়ত্রী, পংক্তি ছন্দ।

প্রতি তে দস্যবে বৃক রাধো অদর্শ্যহ্রয়ং। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ১
দশ মহ্যং পৌতক্রতঃ সহস্রা দস্যবে বৃকঃ। নিত্যাদ্রায়ো অমংহত ॥ ২
শতং মে গর্দভানাং শতমূর্ণাবতীনাম্। শতং দাসা অতি স্রজঃ ॥ ৩
তত্রো অপি প্রাণীয়ত পূতক্রতায়ৈ ব্যক্তা। অশ্বানামিন্ন যূথ্যাম্ ॥ ৪
অচেত্যগ্নিশ্চিকিতু র্হব্যবাট্ সসুমদ্রথঃ।
অগ্নিঃ শুক্রেণ শোচিষা বৃহৎসূরো অরোচত দিবি সূর্যো অরোচত ॥ ৫

অনুবাদঃ ১। হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ! তোমার অক্ষীণ ধন দর্শিত হয়েছে, তোমার সেনা দ্যুলোকের ন্যায় বিস্তৃত। ২। তুমি দস্যুর বৃকস্বরূপ, তোমার নিত্য ধন হতে আমাকে দশসহস্র প্রদান কর। ৩। আমাকে একশত গর্দভ, একশত মেষী (১) এবং একশত দাস প্রদান কর। ৪। অশ্বযূথের ন্যায় সে প্রকাশ্য ধন শুদ্ধপ্রজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশে তাঁদের নিকট গমন করে। ৫। অগ্নি জ্ঞাত হয়েছেন, তিনি জ্ঞানবান, সুন্দর রথবিশিষ্ট এবং হব্যবাহী। তিনি শুভ্র কিরণে গমনশীল ও বৃহৎ হয়ে শোভা পাচ্ছেন, স্বর্গে সূর্য ও শোভা পাচ্ছেন।

টীকাঃ ১। মূলে ঊর্ণাবতী আছে, অর্থ মেষী। পশুর সাথে দাসগণকেও দান করা প্রথা ছিল, তা ঋগ্বেদের অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায়।

৫৭ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। মেধ্য কাণ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যুবং দেবা ক্রতুনা পূর্ব্যেণ যুক্তা রথেন তবিষং যজত্রা।
আগচ্ছতং নাসত্যা শচীভিরিদং তৃতীয়ং সবনং পিবাথঃ ॥ ১
যুবাং দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ সত্যাঃ সত্যস্য দদৃশে পুরস্তাৎ।
অস্মাকং যজ্ঞং সবনং জুষাণা পাতং সোমমশ্বিনা দীদ্যগ্নী ॥ ২
পনায্যং তদশ্বিনা কৃতং বাং বৃষভো দিবো রজসঃ পৃথিব্যাঃ।
সহস্রং শংসা উত যে গবিষ্টৌ সর্বাঁ ইত্তাঁ উপ যাত পিবধ্যৈ ॥ ৩
অয়ং বাং ভাগো নিহিতো যজত্রেমা গিরো নাসত্যোপ যাতম্।
পিবতং সোমং মধুমন্তমস্মে প্র দাশ্বাংসমবতং শচীভিঃ ॥ ৪

অনুবাদঃ ১। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা পূর্বকালে নির্মিত রথের সাহায্যে যজ্ঞে এস। তোমরা যজনীয় দেবতা, তোমরা নিজের কর্মবলে তৃতীয় সবন পান কর। ২। দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশ (১), তাঁরা সত্য, তাঁরা যজ্ঞের সম্মুখে দৃষ্ট হন। হে দীপ্তমান অগ্নিবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার, এ সোম যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে পান কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোকের অভীষ্টবর্ষী, তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি করেছি। যারা সহস্র স্তুতি করে, তারা গোযাগে প্রবৃত্ত হয়, পানার্থে তাদের সকলের নিকট উপস্থিত হও। ৪। হে নাসত্যদ্বয়! এ তোমাদের ভাগ নিহিত হয়েছে, এ তোমাদের স্তুতি, তোমরা এস, আমাদের জন্য মধুমান সোম পান কর, হব্যদায়ীকে কর্মদ্বারা রক্ষা কর।

টীকাঃ ১। ৩৩ জন দেবের উল্লেখ।

৫৮ সূক্ত॥ বিশ্বদেব দেবতা। মেধ্য কাণ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি।
যো অনূচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকা স্বিত্তত্র যজমানস্য সম্বিৎ॥ ১
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বম্॥ ২
জ্যোতিষ্মন্তং কেতুমন্তং ত্রিচক্রং সুখং রথং সুষদং ভূরিবারম্।
চিত্রামঘা যস্য যোগেঽধিজজ্ঞে তং বাং হুবে অতি রিক্তং পিবধ্যৈ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। সহৃদয় ঋত্বিকগণ যাঁকে বহু প্রকারে কল্পনা করে এ যজ্ঞ সম্পাদন করছেন, যিনি বাক্য উচ্চারণ না করলেও স্তুতিকারীরূপে নিযুক্ত আছেন, তাঁর বিষয়ে যজমানের কি জ্ঞান আছে? ২। এক অগ্নি, বহুপ্রকার সমৃদ্ধ হয়েছেন, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বে প্রভুত হয়েছেন, এক ঊষা এ সমস্তকে প্রকাশ করছেন। এ একই সর্ব প্রকারে হয়েছেন। (১) ৩। জ্যোতিষ্মান কেতুনাম চক্রত্রয়বিশিষ্ট সুখকর রথস্বরূপ উপবেশন যোগ্য অগ্নিকে প্রচুর পরিমাণে পানার্থে এ যজ্ঞে আহ্বান করি, তাঁর সাথে মিলন হলে বিচিত্র ধন লাভ হয়।

টীকা ঃ ১। 'একং বৈ ইদং বি বভূব সর্বং।' মূলে এই আছে।

৫৯ সূক্ত॥ ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। সুপর্ণ কাণ্ব ঋষি। জগতী ছন্দ।

ইমানি বাং ভাগধেয়ানি সিস্রত ইন্দ্রাবরুণা প্র মহে সুতেষু বাম্।
যজ্ঞে যজ্ঞে হ সবনা ভুরণ্যথো যৎসুন্বতে যজমানায় শিক্ষথঃ॥ ১
নিঃষিধ্বরীরোষধীরাপ আস্তামিন্দ্রাবরুণা মহিমানমাশত।
যা সিস্রতূ রজসঃ পারে অধ্বনো যয়োঃ শত্রুর্নকিরাদেব ওহতে॥ ২
সত্যং তদিন্দ্রাবরুণা কৃশস্য বাং মধ্ব ঊর্মিং দুহতে সপ্ত বাণীঃ।
তাভির্দাশ্বাংসমবতং শুভস্পতী যো বামদব্ধো অভি পাতি চিত্তিভিঃ॥ ৩
ঘৃতপ্রুষঃ সৌম্যা জীরদানবঃ সপ্ত স্বসারঃ সদন ঋতস্য।
যা হ বামিন্দ্রাবরুণা ঘৃতশ্চুতস্তাভির্ধত্তং যজমানায় শিক্ষতম্॥ ৪
অবোচাম মহতে সৌভগায় সত্যং ত্বেষাভ্যাং মহিমানমিন্দ্রিয়ম্।
অস্মান্ত্স্বিন্দ্রাবরুণা ঘৃতশ্চুতস্ত্রিভিঃ সাপ্তেভিরবতং শুভস্পতী॥ ৫
ইন্দ্রাবরুণা যদৃষিভ্যো মনীষাং বাচো মতিং শ্রুতমদত্তমগ্রে।
যানি স্থানান্যসৃজন্ত ধীরা যজ্ঞং তন্বানাস্তপসাভ্যপশ্যম্॥ ৬
ইন্দ্রাবরুণা সৌমনসমদৃপ্তং রায়স্পোষং যজমানেষু ধত্তম্।
প্রজাং পুষ্টিং ভূতিমস্মাসু ধত্তং দীর্ঘায়ুত্বায় প্র তিরতং ন আয়ুঃ॥ ৭
(ইতি বালখিল্যং সমাপ্তম্।)

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! মহাযজ্ঞে সোমাভিষবে তোমাদের আহ্বান করছি, এই তোমাদের ভাগধেয়, তার অনুসরণ কর, প্রতি যজ্ঞে সবন সকলকে পোষণ কর, সোমাভিষবকারী যজমানকে দান কর। ২। ইন্দ্র ও বরুণ অবস্থিতি করছেন, তাঁরা অন্তরীক্ষের পারে পথে গমন করছেন। কোনও দেবশূন্য ব্যক্তি তাঁদের শত্রু হতে পারে না। তাঁদের অনুগ্রহে সুসম্পন্ন ওষধি এবং জল মহিমা লাভ করছে। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! একথা সত্য, যে সপ্তবাণি তোমাদের জন্য কৃশ ঋষির সোম প্রবাহ দোহন করছে, তোমরা শুভকর্মের পালক। যে অহিংসিত ব্যক্তি তোমাদের কর্মদ্বারা পালন করে, সে হব্যদায়ীকে হব্যদ্বারা পালন

কর। ৪। ঘৃত ক্ষরণশীল প্রভূত দানশীল কমনীয় সপ্ত ভগিনীগণ যজ্ঞগৃহে প্রভূত দানবিশিষ্ট হয়েছেন। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যারা তোমাদের উদ্দেশে ঘৃত ক্ষরণ করে, তাদের উদ্দেশে যজ্ঞ ধারণ কর এবং যজমানকে দান কর। ৫। দীপ্তিশীল ইন্দ্র ও বরুণের নিকট মহাসৌভাগ্য লাভের জন্য ইন্দ্রের সত্য মহিমা কীর্তন করব। আমরা ঘৃত ক্ষরণ করি, ইন্দ্র ও বরুণ শুভ কার্যের পতি; তাঁর ত্রিসপ্তসংখ্যক কার্যদ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। ৬। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা পূর্বে ঋষিগণকে যে মনীষা বাক্য, স্তুতি এবং শ্রুত প্রদান করেছ এবং যে সকল স্থান প্রদান করেছ, আমরা ধীর এবং যজ্ঞে ব্যাপৃত হয়ে তপ দ্বারা সে সমস্ত দর্শন করব। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে ধন বৃদ্ধিতে মনের তৃপ্তি হয়, গর্ব জন্মায় না, যজমানকে তাই প্রদান কর, আমাদের প্রজা, পুষ্টি এবং ভূতি প্রদান কর। আমরা দীর্ঘায়ু হতে পারি এ জন্য আমাদের আয়ু রক্ষা কর। (ইতি বালখিল্য সমাপ্ত)।

৬০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। প্রগাথের পুত্র ভর্গ ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

অগ্ন আ যাহ্যগ্নিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
আ ত্বামনক্তু প্রয়তা হবিষ্মতী যজিষ্ঠং বর্হিরাসদে ॥ ১
অচ্ছা হি ত্বা সহসঃ সূনো অঙ্গিরঃ স্রুচশ্চরন্ত্যধ্বরে।
ঊর্জো নপাতং ঘৃতকেশমীমহেহগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ ॥ ২
অগ্নে কবির্বেধা অসি হোতা পাবক যক্ষ্যঃ।
মন্দ্রো যজিষ্ঠো অধ্বরেষ্বীড্যো বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ ॥ ৩
অদ্রোঘমা বহোশতো যবিষ্ঠ্য দেবাঁ অজস্র বীতয়ে।
অভি প্রয়াংসি সুধিতা বসো গহি মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ ॥ ৪
ত্বমিৎসপ্রথা অস্যগ্নে ত্রাতঋর্তস্কবিঃ।
ত্বাং বিপ্রাসঃ সমিধান দীদিব আ বিবাসন্তি বেধসঃ ॥ ৫
শোচা শোচিষ্ঠ দীদিহি বিশে ময়ো রাস্ব স্তোত্রে মহাঁ অসি।
দেবানাং শর্মন্মম সন্তু সূরয়ঃ শত্রূষাহঃ স্বগ্নয়ঃ ॥ ৬
যথা চিদ্বৃদ্ধমতসমগ্নে সংজূর্বসি ক্ষমি।
এবা দহ মিত্রমহো যো অস্মধ্রুগ্দুর্মন্মা কশ্চ বেনতি ॥ ৭
মা নো মর্তায় রিপবে রক্ষস্বিনে মাঘশংসায় রীরধঃ।
অস্রেধদ্ভিস্তরণিভির্যবিষ্ঠ্য শিবেভিঃ পাহি পায়ুভিঃ ॥ ৮
পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া।
পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাং পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥ ৯
পাহি বিশ্বস্মাদ্রক্ষসো অরাব্ণঃ প্র স্ম বাজেষু নোহব।
ত্বামিদ্ধি নেদিষ্ঠং দেবতাতয় আপিং নক্ষামহে বৃধে ॥ ১০
আ নো অগ্নে বয়োবৃধং রয়িং পাবক শংস্যম্।
রাস্বা চ ন উপমা তে পুরুস্পৃহং সুনীতী স্বয়শস্তরম্ ॥ ১১
যেন বংসাম পৃতনাসু শর্ধতস্তরন্তো অর্য আদিশঃ।
স ত্বং নো বর্ধ প্রয়সা শচীবসো জিন্বা ধিয়ো বসুবিদঃ ॥ ১২
শিশানো বৃষভো যথাগ্নি শৃঙ্গে দবিধ্বৎ।
তিগ্মা অস্য হনবো ন প্রতিধৃষে সুজম্ভঃ সহসো যহুঃ ॥ ১৩
নহি তে অগ্নে বৃষভ প্রতিধৃষে জম্ভাসো যদ্বিতিষ্ঠসে।
সং ত্বং নো হোতঃ সুহুতং হবিষ্কৃধি বংস্বা নো বার্যা পুরু ॥ ১৪

শেয়ে বনেষু মাত্রোঃ সং ত্বা মর্তাস ইন্ধতে।
অতন্দ্রো হব্যা বহসি হবিষ্কৃত আদিদ্দেবেষু রাজসি ॥ ১৫
সপ্ত হোতারস্তমিদীলতে ত্বাগ্নে সুত্যজমহ্রয়ম্।
ভিনৎস্যদ্রিং তপসা বি শোচিষা প্রাগ্নে তিষ্ঠ জনাঁ অতি ॥ ১৬
অগ্নিমগ্নিং বো অধ্রিগুং হুবেম বৃক্তবর্হিষঃ।
অগ্নিং হিতপ্রয়সঃশশ্বতীষ্বা হোতারং চর্ষণীনাম্ ॥ ১৭
কেতেন শর্মন্ত্সচতে সুষামণ্যগ্নে তুভ্যং চিকিত্বনা।
ইষণ্যয়া নঃ পুরুরূপমা ভর বাজং নেদিষ্ঠমূতয়ে ॥ ১৮
অগ্নে জরিতর্বিশ্পতিস্তেপানো দেব রক্ষসঃ।
অপ্রোষিবান্ গৃহপতির্মহাঁ অসি দিবস্পায়ুর্দুরোণয়ুঃ ॥ ১৯
মা নো রক্ষ আ বেশীদাঘৃণীবসো আ যাতুর্যাতুমাবতাম্।
পরোগব্যূত্যনিরামপ ক্ষুধমগ্নে সেধ রক্ষস্বিনঃ ॥ ২০

অনুবাদঃ ১। হে অগ্নি! অগ্নিগণের সাথে এস, তোমায় হোতা বলে বরণ করছি, ধৃতব্রতা হবিষ্মতী কুশে উপবেশন করিয়ে তোমাকে অলংকৃত করুক! ২। হে বলের পুত্র অঙ্গিরা! স্রুক সকল যজ্ঞে তোমাকে লাভ করার জন্য গমন করছে। বলের পুত্র প্রদীপ্ত জ্বালাযুক্ত, পুরাতন অগ্নিকে আমরা যজ্ঞে স্তব করি। ৩। হে অগ্নি! তুমি কবি, তুমি ফলের বিধাতা। হে পাবক! তুমি হোতা ও যাগযোগ্য। হে শুক্র! তুমি আমোদযোগ্য, তুমি সর্বাপেক্ষা যাগযোগ্য, যজ্ঞে বিপ্রগণ মনন মন্ত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে। ৪। হে যুবতম নিত্য অগ্নি! আমি দ্রোহরহিত, দেবগণ আমায় কামনা করেন, তাদের আন, হে বাসপ্রদ অগ্নি! সুনিহিত অন্নের সমীপে গমন কর, স্তুতিদ্বারা নিহিত হয়ে আনন্দিত হও। ৫। হে অগ্নি! তুমি রক্ষক, সত্যস্বরূপ, তুমি কবি, তুমিই সর্বত বিস্তৃত, হে সমিধ্যমান দীপ্ত অগ্নি! বিপ্র স্তোতাগণ তোমার পরিচর্যা করছে। ৬। হে অত্যন্ত শুচিকারী অগ্নি! দীপ্ত হও ও দীপ্ত কর: প্রজাগণের জন্য ও স্তোতাগণের জন্য সুখ প্রদান কর। তুমি মহান! আমার স্তোতাগণ দেবদত্ত সুখপ্রাপ্ত হোক। তারা শত্রুপরাভবকর ও সুন্দর অগ্নি বিশিষ্ট হোক। ৭। হে অগ্নি! পৃথিবীস্থ শুষ্ককাষ্ঠ যে প্রকারে দগ্ধ কর, হে মিত্রগণের পূজক! আমাদের দ্রোহকারীকে এবং যে আমাদের মন্দ করতে চায় তাকে সে রকম করে দগ্ধ কর। ৮। হে অগ্নি! আমাদের হিংসাকারী বলবান মনুষ্যের বশীভূত করো না! যে মন্দ কথা বলে তার বশীভূত করো না। হে যুবতম! তোমার রক্ষা কার্য হিংসা শূন্য আপদ হতে উদ্ধারকারী ও সুখকর। তা দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ৯। হে অগ্নি! আমাদের এক ঋকের দ্বারা রক্ষা কর, দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা রক্ষা কর। হে বলপতি! তিন বাক্যের দ্বারা পালন কর। হে বাসপ্রদ! চার বাক্যের দ্বারা পালন কর। ১০। সমস্ত রাক্ষস ও দানশূন্য লোক হতে আমাদের রক্ষা কর। সংগ্রামে আমাদের রক্ষা কর। তুমি নিকটবর্তী ও বন্ধুস্বরূপ, যজ্ঞের জন্য ও সমৃদ্ধির জন্য তোমায় প্রাপ্ত হব। ১১। হে পাবক অগ্নি! আমাদের অন্নবর্ধক, প্রশংসনীয় ধন প্রদান কর। হে সমীপবর্তী ধনদাতা। আমাদের সুনীতি দ্বারা অনেকের স্পৃহণীয় অত্যন্ত কীর্তিযুক্ত ধন দান কর। ১২। যে ধনদ্বারা আমরা যুদ্ধে ত্বরাবান শত্রু ও অস্ত্রক্ষেপকদের হস্ত হতে উদ্ধার হয়ে তাদের হিংসা করব, তা প্রদান কর। তুমি প্রজ্ঞাবলে বাসপ্রদ, তুমি আমাদের বর্ধিত কর। অন্নদ্বারা বর্ধিত কর, আমাদের ধনপ্রদ কর্মসকল সুসম্পন্ন কর। ১৩। বৃষভের ন্যায় শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করে অগ্নি মস্তক কম্পিত করছেন। অগ্নির

হনুসকল তীক্ষ্ণ, কেউ তা নিবারণ করতে পারে না। অগ্নির দন্ত উত্তম, তিনি বলের পুত্র। ১৪। হে বৃষ্টিপ্রদ অগ্নি! যেহেতু তুমি বর্ধিত হও, অতএব তোমার দন্ত কেউ নিবারণ করতে পারে না। হে অগ্নি! তুমি হোতা, তুমি আমাদের হব্য উত্তমরূপে হোম কর, আমাদের বরণীয় বহুধন দান কর। ১৫। হে অগ্নি! মাতৃভূত বনে বর্তমান অরণিদ্বয়ে নিদ্রা যাচ্ছ। মনুষ্যগণ তোমাকে সম্যক বর্ধিত করে, পশ্চাৎ তুমি অনলস হয়ে হব্যদায়ীর হব্য দেবগণের নিকট বহন কর। অনন্তর দেবগণের মধ্যে শোভা পাও। ১৬। হে অগ্নি সেই তোমাকে সপ্ত হোতা স্তব করে। তুমি দানশীল ও অক্ষীণ।' তুমি তাপপ্রদ তেজবলে মেঘকে ভেদ কর। হে অগ্নি! আমাদের অতিক্রম করে অগ্রে গমন কর। ১৭। হে স্তোতাগণ তোমাদের জন্য অগ্নিকে আহ্বান করি। আমরা বর্হি ছিন্ন করেছি ও হব্য নিধান করেছি, অগ্নি কর্মধারী বহুলোকে বর্তমান ও সমস্তলোকের হোতা। ১৮। হে অগ্নি! উত্তম সামযুক্ত গৃহে যজমান প্রজ্ঞাবলে প্রজ্ঞাবান লোকের সাথে তোমার স্তব করছে। হে অগ্নি! আমাদের রক্ষার্থে আপন ইচ্ছায় নিকটবর্তী নানা রূপধারী অন্ন আহরণ কর। ১৯। হে অগ্নি! হে দেব! হে স্তুত্য! তুমি প্রজাগণের পালক, রাক্ষসগণের সন্তাপপ্রদ। তুমি যজমানের গৃহপালক, তা কখন ত্যাগ করো না, তুমি মহান, তুমি দ্যুলোকের পাতা, যজমানগৃহে সর্বদা বর্তমান। ২০। হে দীপ্তধন অগ্নি! রাক্ষসাদি আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট না হোক, জাতুধানগণের পীড়া যেন প্রবিষ্ট না হয়। দারিদ্র্য হিংসাকারী ও বলবান রাক্ষসগণকে বহুদূরে পরিহার কর।

৬১ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র ভগ ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ।
সত্রাচ্যা মঘবা সোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥ ১
তং হি স্বরাজং বৃষভং তমোজসে ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ।
উতোপমানাং প্রথমো নি ষীদসি সোমকামং হি তে মনঃ ॥ ২
আ বৃষস্ব পুরূবসো সুতস্যেন্দ্রান্ধসঃ।
বিদ্মা হি ত্বা হরিবঃ পৃৎসু সাসহিমধৃষ্টং চিদ্দধৃষ্বণিম্ ॥ ৩
অপ্রামিসত্য মঘবন্তথেদসদিন্দ্র ক্রত্বা যথা বশঃ।
সনেম বাজং তব শিপ্রিন্নবসা মক্ষূ চিদ্যন্তো অদ্রিবঃ ॥ ৪
শগ্ধ্যূষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি ॥ ৫
পৌরো অশ্বস্য পুরুকৃদ্গবামস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ।
নকির্হি দানং পরিমর্ধিষত্ত্বে যদ্যদ্যামি তদা ভর ॥ ৬
ত্বং হ্যেহি চেরবে বিদা ভগং বসুত্তয়ে।
উদ্বাবৃষস্ব মঘবন্গবিষ্টয় উদিন্দ্রাশ্বমিষ্টয়ে ॥ ৭
ত্বং পুরূ সহস্রাণি শতানি চ যূথা দানায় মংহসে।
আ পুরন্দরং চকৃম বিপ্রবচস ইন্দ্রং গায়ন্তোঽবসে ॥ ৮
অবিপ্রো বা যদবিধদ্বিপ্রো বেন্দ্র তে বচঃ।
স প্র মমন্দত্ত্বায়া শতক্রতো প্রাচামন্যো অহংসন ॥ ৯
উগ্রবাহুর্ম্রক্ষকৃত্বা পুরন্দরো যদি মে শৃণবদ্ধবম্।
বসূয়বো বসুপতিং শতক্রতুং স্তোমৈরিন্দ্রং হবামহে ॥ ১০

ন পাপাসো মনামহে নারায়াসো ন জড়্হবঃ।
যদিন্বিন্দ্রং বৃষণং সচা সুতে সখায়ং কৃণবামহৈ ॥ ১১
উগ্রং যুযুজ্ম পৃতনাসু সাসহিমৃণকাতিমদাভ্যম্।
বেদা ভৃমং চিৎসনিতা রথীতমো বাজিনং যমিদূ নশৎ ॥ ১২
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন ঊতিভির্বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥ ১৩
ত্বং হি রাধস্পতে রাধসো মহঃ ক্ষয়স্যাসি বিধতঃ।
তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণ সুতাবন্তো হবামহে ॥ ১৪
ইন্দ্রঃ স্পলুত বৃত্রহা পরস্পা নো বরেণ্যঃ।
স নো রক্ষিষচ্চরমং স মধ্যমং স পশ্চাৎ পাতু নঃ পুরঃ ॥ ১৫
ত্বং নঃ পশ্চাদধরাদুত্তরাৎ পুর ইন্দ্র নি পাহি বিশ্বতঃ।
আরে অস্মৎকৃণুহি দৈব্যং ভয়মারে হেতীরদেবীঃ ॥ ১৬
অদ্যাদ্যা শ্বঃ শ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ।
বিশ্বা চ নো জরিতৃন্ত্স্ৎপতে অহা দিবা নক্তং চ রক্ষিষঃ ॥ ১৭
প্রভঙ্গী শূরো মঘবা তুবীমঘঃ সংমিশ্লো বীর্যায় কম্।
উভা তে বাহূ বৃষণা শতক্রতো নি যা বজ্রং মিমিক্ষতুঃ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র আমাদের এ উভয়বিধ বাক্য শুনুন। আমাদের সহগামী কর্মযুক্ত হয়ে মঘবান অত্যন্ত বল লাভ করে সোমপানার্থে আসুন। ২। দ্যাবাপৃথিবী সে শোভমান বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের সংস্কার করেছেন। তাকে বলের জন্য সংস্কার করেছিলেন। এ জন্য হে ইন্দ্র! তুমি উপমানভূত দেবগণের মুখ্য হয়ে বেদীতে উপবিষ্ট হও এবং তোমার মন সোমাভিলাষী। ৩। হে বহুধনবান ইন্দ্র! তুমি জঠরে অভিষুত সোম সেক কর। হে হরি নামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! তোমাকে সংগ্রামে শত্রুগণের অভিভবকারী. কারও দ্বারা অধর্ষণীয় ও অন্যের ধর্ষক বলে জানি। ৪। হে মঘবান ইন্দ্র! তোমার সত্য কেউ হিংসা করতে পারে না, যাতে ক্রতুদ্বারা ফল কামনা করতে পারি তাই হোক। হে হনুযুক্ত বজ্রবান! তোমার আশ্রয়ে অন্ন ভজনা করব এবং শীঘ্র শত্রুগণকে অভিভব করব। ৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! সমস্ত রক্ষার সাথে অভিমত ফল প্রদান কর। হে শূর! তুমি যশস্বী ও ধনপ্রাপক, তোমাকে ভাগ্যের ন্যায় পরিচর্যা করি। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বের পোষক, তুমি গোসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, তুমি হিরন্ময়শরীর ও উৎস সদৃশ। তুমি আমাদের যা দান করতে বাসনা কর, তা কেউই হিংসা করতে পারে না। অতএব যা যাচ্ঞা করি, তা আহরণ কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি এস। তুমি ধনদানার্থে পরিচর্যাকারীকে ধন প্রদান কর। আমি গাভী ইচ্ছা করি, আমাকে গোসমূহ প্রদান কর। আমি অশ্ব ইচ্ছা করি, আমাকে অশ্ব প্রদান কর। ৮। হে ইন্দ্র। তুমি বহুশত ও বহুসহস্র পশুযূথ প্রদানের অনুমতি কর। নগরবিদারক ইন্দ্রকে রক্ষার্থে স্তব করে বিবিধ বাক্যযুক্ত হয়ে তাকে আমাদের অভিমুখে আনব। ৯। হে ইন্দ্র! হে শতক্রতু! হে অপ্রতিহত ক্রোধবিশিষ্ট! হে সংগ্রামে অহঙ্কারবিশিষ্ট! যে মেধাশূন্য, বা মেধাবী তোমার স্তব করে, তোমার অনুগ্রহে সে আনন্দিত হয়। ১০। উগ্রবাহু, বধকারী, নগরবিদারী ইন্দ্র যদি আমার আহ্বান শ্রবণ করেন, তা হলে আমরা ধনাভিলাষে ধনপতি, বহুকর্মা ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করব। ১১। আমরা পাপী, আমরা ইন্দ্রকে জানি না। আমরা ধনশূন্য, আমরা অগ্নিরহিত, আমরা ইন্দ্রকে জানি না, অতএব এক্ষণে আমরা সোম অভিষুত হলে তার জন্য একত্রিত

হয়ে ইন্দ্রকে সখা করে নেব। ১২। উগ্র ও যুদ্ধে শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে আমরা যোজিত করব। তাঁর পূজা ধ্যানের ন্যায় অবশ্য প্রদেয়। তিনি অহিংসনীয়, রথস্বামী এবং বহু অশ্বের সাথে মিলিত বেগবান অশ্বকে জানেন। তিনি দাতা, তিনি বহুলোকের মধ্যে আমাদের প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৩। হে ইন্দ্র! যা হতে আমরা ভয় পাই, তা হতে আমাকে অভয় প্রদান কর। হে মঘবন! তুমি সমর্থ, আমাদের অভয় প্রদানার্থে রক্ষাকার্য সম্পাদন দ্বারা শত্রুগণকে ও হিংসাকারিগণকে বিনাশ কর। ১৪। হে ধনস্বামী! তুমিই মহাধনের পরিচর্যাকারীর গৃহের বর্ধয়িতা। হে মঘবন! হে স্তুতিভাক! তুমি এরূপ হওয়ায় আমরা সোম অভিষব করে তোমায় আহ্বান করছি। ১৫। এ ইন্দ্র সকলের জ্ঞাতা, ইনি বৃত্রহা. ইনি পরপালয়িতা ও বরণীয়। সে ইন্দ্র আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। শেষ পুত্র রক্ষা করুন, মধ্যমপুত্র রক্ষা করুন, আমাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক হতে রক্ষা করুন। ১৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পশ্চাৎভাগ হতে, পূর্বভাগ হতে ও অধোভাগ হতে ও উত্তর ভাগ হতে, সর্বদিক হতে রক্ষা কর। হে ইন্দ্র! দৈব ভয় আমাদের নিকট হতে দূরে নিক্ষেপ কর, অদেব অস্ত্র শস্ত্র দূর করে দাও। ১৭। হে ইন্দ্র! অদ্য ও কল্য এবং পরেও আমাদের ত্রাণ কর। হে সাধুগণের পালক! আমরা তোমার স্তোতা, সকল দিন আমাদের রক্ষা কর। ১৮। এ মঘবান শূর, বহুধনবিশিষ্ট, ইন্দ্র বীরত্বের জন্য সকলের সাথে মিলিত হন। হে শতক্রতু। তোমার সে দুটি অভিলাষপ্রদ বাহু বজ্র গ্রহণ করুক।

৬২ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি। পংক্তি, বৃহতী ছন্দ।

প্রো অস্মা উপস্তুতিং ভরতা যজ্জুজোষতি।
উকথৈরিন্দ্রস্য মাহিনং বয়ো বর্ধন্তি সোমিনো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১
অয়ুজো অসমো নৃভিরেকঃ কৃষ্টীরয়াস্যঃ।
পূর্বীরতি প্র বাবৃধে বিশ্বা জাতান্যোজসা ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ২
অহিতেন চিদর্বতা জীরদানুঃ সিষাসতি।
প্রবাচ্যমিন্দ্র তত্তব বীর্যাণি করিষ্যতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৩
আ যাহি কৃণবাম ত ইন্দ্র ব্রহ্মাণি বর্ধনা।
যেভিঃ শবিষ্ঠ চাকনো ভদ্রমিহ শ্রবস্যতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৪
ধৃষতশ্চিদ্ধৃষন্মনঃ কৃণোষীন্দ্র যত্ত্বম্।
তীব্রৈঃ সোমৈঃ সপর্যতো নমোভিঃ প্রতিভূষতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৫
অব চষ্ট ঋচীষমোঽবতাঁ ইব মানুষঃ।
জুষ্ট্বী দক্ষস্য সোমিনঃ সখায়ং কৃণুতে যুজং ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৬
বিশ্বে ত ইন্দ্র বীর্যং দেবা অনু ক্রতুং দদুঃ।
ভুবো বিশ্বস্য গোপতিঃ পুরুষ্টুত ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৭
গৃণে তদিন্দ্র তে শব উপমং দেবতাতয়ে।
যদ্ধংসি বৃত্রমোজসা শচীপতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৮
সমনেব বপুষ্যতঃ কৃণবন্মানুষা যুগা।
বিদে তদিন্দ্রশ্চেতনমধ শ্রুতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৯
উজ্জাতমিন্দ্র তে শব উত্ত্বামুত্তব ক্রতুম্।
ভূরিগো ভূরি বাবৃধুর্মঘবন্তব শর্মণি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১০
অহং চ ত্বং চ বৃত্রহন্ত্সং যুজ্যাব সনিভ্য আ।
অরাতীবা চিদদ্রিবোঽনু নৌ শূর মংসতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১১

সত্যমিদ্বা উ তং বয়মিন্দ্রং স্তবাম নানৃতম্ ।
মহাঁ অসুন্বতো বধো ভূরি জ্যোতীংষি সুন্বতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। যেহেতু ইন্দ্র সেবা করেন অতএব তার উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর। সোমযুক্ত লোকে ইন্দ্রের প্রচুর অন্ন উকথ মন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ২। আহায় অসদৃশ অন্ন দেবগণের মুখ্য, বিনাশের অশক্য ইন্দ্র পূর্ব প্রজাগণকে ও সমস্ত জাতবস্তুকে অতিক্রম করে বর্ধিত হচ্ছেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৩। ধনদাতা ইন্দ্র অযোজিত অশ্বের সাহায্যে ভোগ করতে ইচ্ছা করছেন। হে ইন্দ্র! তুমি সামর্থপ্রদ তোমার মহত্ত্ব স্তুতিযোগ্য। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৪। হে ইন্দ্র! এস, তোমার উৎসাহবর্ধক উৎকৃষ্ট স্তুতি করব। হে সর্বাপেক্ষা বলবান ইন্দ্র! তুমি এ স্তুতি প্রযুক্ত অন্নাভিলাষী স্তোতার মঙ্গল করতে ইচ্ছা কর। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার মন গর্বিত হতেও গর্বিত, তুমি তীব্র সোম প্রদান দ্বারা পরিচর্যাকারী এবং নমস্কার দ্বারা অলঙ্কারকারী যজমানকে অভিমত ফল প্রদান কর। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে মনুষ্য যেমন কূপ দর্শন করে, সেরূপ আমাদের দর্শন করছ এবং প্রীত হয়ে প্রবৃদ্ধ সোমযুক্ত যজমানের উপযুক্ত বন্ধু হচ্ছ। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৭। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য ও তোমার প্রজ্ঞা অনুসরণ করে সমস্ত দেবগণ বীর্য ও প্রজ্ঞা ধারণ করে। তুমি গোপতি বহুলোক স্তুত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার সে উপমানভূত বল যজ্ঞার্থে স্তুতি করি। হে যজ্ঞপতি! তুমি বলের দ্বারা বৃত্রকে বহন করছে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৯। প্রণয়বতী রমণী যেমন রূপাভিলাষী পুরুষকে বশীভূত করে (১), সেরূপ ইন্দ্র মনুষ্যগণকে বশীভূত করেন। তারা সম্বৎসরাদি কাল লাভ করে, ইন্দ্র তাদের জানিয়ে দেন অতএব তিনি সর্বত্র বিখ্যাত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ১০। হে ইন্দ্র! বহু পশুবিশিষ্ট যে যজমানগণ তোমার প্রদত্ত সুখভোগ করে, তাঁরা তোমার উৎপন্ন বল প্রভৃতরূপে বর্ধিত করে, তোমায় বর্ধিত করে, তোমার প্রজ্ঞা বর্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ১১। হে ইন্দ্র! যাবৎ ধন না পাই তাবৎ তোমাতে ও আমাতে মিলিত হব। হে বৃত্রহা বজ্রবান ও শূর! অদানশীল ব্যক্তিও তোমার দানের প্রশংসা করবে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ১২। আমরা ইন্দ্রকে সত্যই স্তব করব, মিথ্যা স্তব করব না, ইন্দ্র যজ্ঞবিরতদের প্রভূত পরিমাণে বধ করেন, অভিষবকারীকে প্রভূত জ্যোতি প্রদান করেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

টীকা ঃ ১। ঋগ্বেদের বহুস্থলে অসংখ্য কাব্যিক উপমা স্ত্রীজাতিকে কেন্দ্র করে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৩ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা, কেবল শেষ ঋকের দেবগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

স পূর্ব্যো মহানাং বেনঃ ক্রতুভিরানজে ।
যস্য দ্বারা মনুষ্পিতা দেবেষু ধিয় আনজে ॥ ১
দিবো মানং নোৎসদন্ত্সোমপৃষ্ঠাসো অদ্রয়ঃ । উক্থা ব্রহ্ম চ শংস্যা ॥ ২
স বিদ্বাঁ অঙ্গিরোভ্য ইন্দ্রো গা অবৃণোদপ । স্তুষে তদস্য পৌংস্যম্ ॥ ৩
স প্রত্নথা কবিবৃধ ইন্দ্রো বাকস্য বক্ষণিঃ ।
শিবো অর্কস্য হোমন্যস্মত্রা গন্ত্ববসে ॥ ৪

আদ্ নূ তে অনু ক্রতুং স্বাহা বরস্য যজ্যবঃ।
শ্বাত্রমর্কা অনূষতেন্দ্র গোত্রস্য দাবনে ॥ ৫
ইন্দ্রে বিশ্বানি বীর্যা কৃতানি কর্ত্বানি চ। যমর্কা অধ্বরং বিদুঃ ॥ ৬
যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশেন্দ্রে ঘোষা অসৃক্ষত।
অস্তৃণাদ্বর্হণা বিপোঽর্যো মানস্য স ক্ষয়ঃ ॥ ৭
ইয়মু তে অনুষ্টুতিশ্চকৃষে তানি পৌংস্যা। প্রাবশ্চক্রস্য বর্তনিম্ ॥ ৮
অস্য বৃষ্ণো ব্যোদন উরু ক্রমিষ্ট জীবসে। যবং ন পশ্ব আ দদে ॥ ৯
তদ্দধানা অবস্যবো যুষ্মাভির্দক্ষপিতরঃ। স্যাম মরুত্বতো বৃধে ॥ ১০
বল্ ত্বিয়ায় ধাম্ন ঋক্বভিঃ শূর নোনুমঃ। জেষামেন্দ্র ত্বয়া যুজা ॥ ১১
অস্মে রুদ্রা মেহনা পর্বতাসো বৃত্রহত্যে ভরহূতৌ সজোষাঃ।
যঃ শংসতে স্তুবতে ধায়ি পজ্র ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা অস্মাঁ অবন্তু দেবাঃ ॥ ১২

অনুবাদ : ১। তিনি প্রধান, তিনি পূজ্যগণের কর্মপ্রযুক্ত কমনীয়, তিনি আসছেন। ইন্দ্রকে লাভ করবার উপায়স্বরূপ কর্ম সকলকে পিতা মনু দেবগণের মধ্যে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ২। সোমাভিষবে নিযুক্ত প্রস্তর সকল স্বর্গের নির্মাতা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে না, উকথ ও স্তোত্র সকল উচ্চারণ করা উচিত। ৩। বিদ্বান ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের জন্য গোসকল অপাবৃত করেছিলেন, তাঁর সে পুরুষত্বের স্তুতি করি। ৪। ইন্দ্র পূর্বের ন্যায় একালেও কবিগণের বর্ধয়িতা, স্তোতার কার্য নির্বাহক, সুখকর অর্চনীয় সোমের হোমকালে আমাদের রক্ষার্থে গমন করুন। ৫। স্বাহাদেবীর পতির উদ্দেশে যাগকারিগণ, হে ইন্দ্র। তোমারই কীর্তিসকল গান করছে, স্তোতাগণ শীঘ্র ধনদানার্থে ইন্দ্রের স্তব করছে। ৬। সমস্ত বীর্য সমস্ত কর্তব্য কার্য ইন্দ্রেই বর্তমান, স্তোতাগণ ইন্দ্রকে অধ্বর বলে জানেন। ৭। যখন পঞ্চ জনপদের লোক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি ঘোষণা করে তখন ইন্দ্র আপনার মহিমায় শত্রুগণকে বধ করেন। আর্য ইন্দ্র স্তোতাকৃত পূজার নিবাস স্থান। ৮। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি সে সকল পৌরুষকর কার্য করেছ অতএব তোমায় এ স্তুতি করেছি. চক্রের পথ রক্ষা কর। ৯। বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের প্রদত্ত নানাপ্রকার অন্ন লব্ধ হলে লোক সকল জীবনার্থে নানা প্রকার কর্ম করে, পশুগণের ন্যায় তারা যব গ্রহণ করে। ১০। আমরা স্তোত্রকারী, রক্ষাভিলাষী ঋত্বিক। তোমাদের সাথে যেন আমরা মরুৎবিশিষ্ট ইন্দ্রের বর্ধনার্থে অন্নের পালক হই। ১১। তুমি যাগকালে প্রাদুর্ভূত ও তেজবিশিষ্ট। হে শূর ইন্দ্র! মন্ত্রের দ্বারা সত্যই তোমার স্তব করব, সহায়তায় জয়লাভ করব। ১২। জলসেকবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মেঘগণ এবং আহ্বানে আনন্দযুক্ত যে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র স্তুতিকারী ও শাস্ত্র পাঠকারী যজমানের নিকট বেগে আসেন, তিনিও আমাদের রক্ষা করুন। ইন্দ্রই দেবগণের জ্যেষ্ঠ।

৬৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উত্বা মন্দন্তু স্তোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ। অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥ ১
পদা পণীঁররাধসো নি বাধস্ব মহাঁ অসি। ন হি ত্বা কশ্চন প্রতি ॥ ২
ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাম্। ত্বং রাজা জনানাম্ ॥ ৩
এহি প্রেহি ক্ষয়ো দিব্যা ঘোষঞ্চর্ষণীনাং। ওভে পৃণাসি রোদসী ॥ ৪
ত্যং চিৎপর্বতং গিরিং শতবন্তং সহস্রিণম্। বি স্তোতৃভ্যো রুরোজিথ ॥ ৫
বয়মু ত্বা দিবা সুতে বয়ং নক্তং হবামহে। অস্মাকং কামমা পৃণ ॥ ৬
ক্বস্য বৃষভো যুবা তুবিগ্রীবো অনানতঃ। ব্রহ্মা কস্তং সপর্যতি ॥ ৭
কস্য স্বিৎসবনং বৃষা জুজুষ্বাঁ অব গচ্ছতি। ইন্দ্রং ক উ স্বিদা চকে ॥ ৮

কং তে দানা অসক্ষত বৃত্রহন্ কং সুবীর্যা। উক্থে ক উ স্বিদন্তমঃ ॥ ৯
অয়ং তে মানুষে জনে সোমঃ পূরুষু সূয়তে। তস্যেহি প্র দ্রবা পিব ॥ ১০
অয়ং তে শর্যণাবতি সুষোমায়ামধি প্রিয়ঃ। আর্জীকীয়ে মদিন্তমঃ ॥ ১১
তমদ্য রাধসে মহে চারুং মদায় ঘৃষ্বয়ে। এহীমিন্দ্র দ্রবা পিব ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! স্তুতিসকল তোমায় উত্তমরূপে প্রমত্ত করুক। হে বজ্রবান! ধন প্রদান কর, স্তুতি-বিদ্বেষিগণকে বিনাশ কর। ২। লুব্ধ ধনরহিতগণকে পদদ্বারা বাধা প্রদান কর। তুমি মহান, তোমার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ৩। তুমি অভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি অনভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি জনসমূহের রাজা। ৪। হে ইন্দ্র! এস, মনুষ্যদের জন্য যজ্ঞগৃহ শব্দে পূর্ণ করে স্বর্গ হতে গমন কর। তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে থাক। ৫। তুমি স্তোতাগণের জন্য পর্ববিশিষ্ট শত এবং সহস্র জলবিশিষ্ট মেঘকে বিদীর্ণ করেছ। ৬। সোম অভিষুত হলে আমরা দিবারাত্র তোমায় আহ্বান করি, আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর। ৭। সে বৃষ্টিপ্রদ, নিত্য তরুণ, বিস্তীর্ণস্কন্ধবিশিষ্ট, অনবনত ইন্দ্র কোথায় আছেন? কোন স্তোতা তাঁকে স্তুতি করে? ৮। বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র প্রীত হয়ে কোন যজমানের যজ্ঞ অবগত হন? কোন যজমান ইন্দ্রকে স্তব করতে জানে? ৯। যজমানদত্ত দান তোমার সেবা করে। হে বৃত্রহা! শাস্ত্রপাঠ কালে সুন্দর বীর্যযুক্ত স্তোত্রসকল তোমায় সেবা করে। তুমি কীদৃশ? কে যুদ্ধে নিকটবর্তী হয়? ১০। বহুসংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে আমি তোমার জন্য সোম অভিষব করছি, তার নিকট এস, দ্রুতগামী হও এবং পান কর। ১১। এ সোম শর্যণাবতী (১), সুষোমা নদীতে তোমায় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত করে, আর্জীকীয়তে তোমায় সর্বাপেক্ষা প্রমত্ত করে। ১২। তুমি অদ্য সে মনোহর সোম আমাদের ধনের জন্য ও শত্রুদের বিনাশকর মত্ততার জন্য পান কর। হে ইন্দ্র! শীঘ্র সোমপাত্রের দিকে গমন কর।

টীকা ঃ মূলে 'শর্যণাবতী' আছে। সায়ণ পূর্বে শয্যা নদী বিশেষের নাম বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু এখানে শর্যণা শব্দে শরতৃণ করছেন। সুষোমা সিন্ধুনদীর একটি নাম। আর্জীকীয়া বিপাশা নদীর অর্থাৎ আধুনিক বেয়া নদীর একটি নাম। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখুন।

৬৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র কাণ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ ন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ। আ যাহি তূয়মাশুভিঃ ॥ ১
যদ্বা প্রস্রবণে দিবো মাদয়াসে স্বর্ণরে। যদ্বা সমুদ্রে অন্ধসঃ ॥ ২
আ ত্বা গীর্ভির্মহামুরং হুবে গামিব ভোজসে। ইন্দ্র সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩
আ ত ইন্দ্র মহিমানং হরয়ো দেব তে মহঃ। রথে বহন্তু বিভ্রতঃ ॥ ৪
ইন্দ্র গৃণীষ উ স্তুষে মহাঁ উগ্র ঈশানকৃৎ। এহি নঃ সুতং পিব ॥ ৫
সুতাবন্তস্ত্বা বয়ং প্রয়স্বন্তো হবামহে। ইদং নো বর্হিরাসদে ॥ ৬
যচ্চিদ্ধি শশ্বতামসীন্দ্র সাধারণস্ত্বম্। তং ত্বা বয়ং হবামহে ॥ ৭
ইদং তে সোম্যং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ। জুষাণ ইন্দ্র তৎ পিব ॥ ৮
বিশ্বাঁ অর্যো বিপশ্চিতোঽতি খ্যস্তূয়মা গহি। অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৯
দাতা মে পৃষতীনাং রাজা হিরণ্যবীনাম্। মা দেবা মঘবা রিষৎ ॥ ১০
সহস্রে পৃষতীনামধি শ্চন্দ্রং বৃহৎ পৃথু। শুক্রং হিরণ্যমা দদে ॥ ১১
নপাতো দুর্গহস্য মে সহস্রেণ সুরাধসঃ। শ্রবো দেবেষ্বক্রত ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! যেহেতু লোকে পূর্বদিক, পশ্চিমদিক, উত্তরদিক ও

নিম্নদিক হতে তোমাকে আহ্বান করে, অতএব শীঘ্র অশ্বের সাহায্যে এস। ২। তুমি দ্যুলোকের প্রস্রবণে প্রমত্ত হও, ভূলোকে প্রমত্ত হও, অন্নের অপাদানভূত অন্তরীক্ষে প্রমত্ত হও। ৩। অতএব হে ইন্দ্র! তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। তুমি মহান ও প্রভূত। সোমপানার্থে ও ভোগার্থে তোমাকে গাভীর ন্যায় আহ্বান করি। ৪। রথযোজিত অশ্বগণ তোমার মহিমা ও তেজ আহ্বান করুক। ৫। হে ইন্দ্র! বাক্য ও স্তুতিদ্বারা তোমার স্তব করা হচ্ছে। তুমি মহান, তুমি উগ্র, তুমি ঐশ্বর্যকারী, তুমি এসে সোমপান কর। ৬। আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট ও অন্নবিশিষ্ট হয়ে তোমাকে আমাদের কুশে উপবেশনার্থে আহ্বান করছি। ৭। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি অনেক যজমানের সাধারণ, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করছি। ৮। হে ইন্দ্র! অধ্বর্যু প্রভৃতি সকলে সোমসম্বন্ধীয় মধু প্রস্তর দ্বারা অভিষব করছে। তুমি প্রীত হয়ে তা পান কর। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি স্বামী, তুমি সমস্ত স্তোতাগণকে অতিক্রম করে দর্শন কর, শীঘ্র এস, আমাদের মহৎ অন্ন প্রদান কর। ১০। ইন্দ্র হিরণ্যবর্ণ গোসমূহের রাজা, তিনি আমাদের দাতা হোন। হে দেবগণ! মঘবা ইন্দ্র হিংসিত না হোন। ১১। আমি গোসহস্রের উপর ধারিত বৃহৎ বিস্তীর্ণ আহ্লাদকর নির্মল হিরণ্য স্বীকার করি। ১২। আমি অরক্ষিত ও দুঃখী, আমার লোকসকল অপরিমিত ধনে ধনবান হোক। দেবগণ প্রীত হলে অন্ন লাভ করা যায়।

৬৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র কলি ঋষি। প্রগাথ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

তরোভির্বো বিদদ্বসু-মিন্দ্রং সবাধ ঊতয়ে।
বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে ভরং ন কারিণম্ ॥ ১
ন যং দুধ্রা বরন্তে ন স্থিরা মুরো মদে সুশিপ্রমন্ধসঃ।
য আদৃত্যা শশমানায় সুন্বতে দাতা জরিত্র উক্থ্যম্ ॥ ২
যঃ শক্রো মৃক্ষো অশ্ব্যো যো বা কীজো হিরণ্যয়ঃ।
স ঊর্বস্য রেজয়ত্যপাবৃতি-মিন্দ্রো গব্যস্য বৃত্রহা ॥ ৩
নিখাতং চিদ্যঃ পুরুসম্ভৃতং বসূদিদ্বপতি দাশুষে।
বজ্রী সুশিপ্রো হর্যশ্ব ইৎ করদিন্দ্রঃ ক্রত্বা যথা বশৎ ॥ ৪
যদ্বাবন্থ পুরুষ্টুত পুরা চিচ্ছূর নৃণাম্।
বয়ং তত্ত ইন্দ্র সং ভরামসি যজ্ঞমুক্থং তুরং বচঃ ॥ ৫
সচা সোমেষু পুরুহূত বজ্রিবো মদায় দ্যুক্ষ সোমপাঃ।
ত্বমিদ্ধি ব্রহ্মকৃতে কাম্যং বসু দেষ্ঠঃ সুন্বতে ভুবঃ ॥ ৬
বয়মেনমিদা হ্যোঽপীপেমেহ বজ্রিণম্।
তস্মা উ অদ্য সমনা সুতং ভরানূনং ভূষত শ্রুতে ॥ ৭
বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথি-রা বয়নেষু ভূষতি।
সেমং নঃ স্তোমং জুজুষাণ আ গহী-ন্দ্র প্র চিত্রয়া ধিয়া ॥ ৮
কদূ ন্বস্যাকৃত-মিন্দ্রস্যাস্তি পৌংস্যম্।
কেনো নু কং শ্রোমতেন ন শুশ্রুবে জনুষঃ পরি বৃত্রহা ॥ ৯
কদূ মহীরধৃষ্টা অস্য তবিষীঃ কদু বৃত্রঘ্নো অস্তৃতম্।
ইন্দ্রো বিশ্বান্ বেকনাটাঁ অহর্দৃশ উত ক্রত্বা পণীঁরভি ॥ ১০
বয়ং ঘা তে অপূর্ব্যে-ন্দ্র ব্রহ্মাণি বৃত্রহন্।
পুরূতমাসঃ পুরুহূত বজ্রিবো ভৃতিং ন প্র ভরামসি ॥ ১১
পূর্বীশ্চিদ্ধি ত্বে তুবিকূর্মিন্নাশসো হবন্ত ইন্দ্রোতয়ঃ।
তিরশ্চিদর্যঃ সবনা বসো গহি শবিষ্ঠ শ্রুধি মে হবম্ ॥ ১২

বয়ং ঘা তে ত্বে ইদ্বিন্দ্র বিপ্রা অপি ষ্মসি।
নহি ত্বদন্যঃ পুরুহূত কশ্চন মঘবন্নস্তি মর্ডিতা ॥ ১৩
ত্বং নো অস্যা অমতেরুত ক্ষুধোঽভিশস্তেরব স্পৃধি।
ত্বং ন ঊতী তব চিত্রয়া ধিয়া শিক্ষা শচিষ্ঠ গাতুবিৎ ॥ ১৪
সোম ইদ্বঃ সুতো অস্তু কলয়ো মা বিভীতন।
অপেদেষ ধ্বস্মায়তি স্বয়ং ঘৈষো অপায়তি ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। তোমরা বাধাযুক্ত হলে বেগবান অশ্বের সাহায্যে যিনি ধন প্রদান করেন, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ সাম গান করে পরিচর্যা কর। লোকে যেমন হিতকারী কুটুম্বপোষক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, আমি সেরূপ অভিষুত সোমযুক্ত যজ্ঞে সে ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ২। দুর্ধর্ষ শত্রুগণ সুন্দর হনুযুক্ত ইন্দ্রকে নিবারণ করতে পারে না। স্থির দেবগণ তাঁকে নিবারণ করতে পারে না, মনুষ্যগণও পারে না। তিনি সোমপানজনিত আনন্দলাভের উদ্দেশে প্রশংসাকারী, সোমাভিষবকারী স্তোতার উদ্দেশে দান করেন। ৩। যে শক্র পরিচর্যার যোগ্য, যিনি অশ্ববিদ্যাকুশল, যিনি অদ্ভুত, যিনি হিরণ্ময়। যে আশ্চর্যভূত বৃত্রহা ইন্দ্র বহুল গোসমূহকে অপাবৃত করে চালিত করেন। ৪। যিনি ভূমিতে নিখাত সংগৃহীত বহুধন যজমানের উদ্দেশে উঠিয়ে দেন। সে বজ্রযুক্ত উত্তম হনুযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র যা ইচ্ছা করেন, কর্মদ্বারা তাই সিদ্ধ করেন। ৫। হে বহুলোকের স্তুত শূর ইন্দ্র! পূর্বকালের ন্যায় স্তোতাগণের নিকট যা কামনা করেছ, তাই আমরা শীঘ্র তোমায় প্রদান করছি, তা যজ্ঞই হোক, উক্থই হোক, আর বাক্যই হোক, প্রদান করছি। ৬। হে পুরুহূত ও বজ্রবান ও স্বর্ণযুক্ত সোমপায়ী! সোম অভিষুত হলে মদযুক্ত হও। তুমিই স্তোত্রকারী সোমাভিষবকারীর উদ্দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কমনীয় ধনের দাতা হও। ৭। আমরা এক্ষণে এবং কল্য এ বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করব। তাঁরই উদ্দেশে এ যুদ্ধে অভিষুত সোম আহরণ কর: স্তোত্র শ্রুত হলে তিনি যেন আগমন করেন। ৮। চোর যদিও সকলের নিবারণকারী এবং পথগামীদের বিনাশক, তথাপি সে ইন্দ্রের কার্যে ব্যাঘাত করতে পারে না। হে ইন্দ্র! সে তুমি প্রীত হয়ে এস। হে ইন্দ্র! বিচিত্র কর্মবলে বিশেষরূপে এস। ৯। কোন পৌরুষকর কার্য ইন্দ্রের অনাচরিত আছে? তার কোন প্রকার পৌরুষকার্য শ্রুতিগোচর না হয়? এ বৃত্রহা জন্মাবধি বিখ্যাত। ১০। ইন্দ্রের মহাবল কখন অধর্ষক হয়েছিল? ইন্দ্রের হন্তব্য কবে অহিংসিত হয়েছিল? হে ইন্দ্র! সমস্ত সুদখোর দিবসগণনাকারীদের এবং বণিকদের তাড়নাদিদ্বারা অভিভব কর। ১১। হে বৃত্রহা, পুরুহূত বজ্রবান ইন্দ্র! তোমারি উদ্দেশে আমরা অনেকে ভৃতির ন্যায় নূতন স্তোত্র প্রদান করি। ১২। হে বহুকর্মবান! বহুসংখ্যক আশা তোমাতেই অবস্থিত, রক্ষাও তোমাতেই অবস্থিত, স্তোতাগণ তোমাকে আহ্বান করে। অতএব হে ইন্দ্র! অরির সবন-সকল অতিক্রম করে আমাদের সবনে এস। হে মহাবল! আমাদের আহ্বান শোন। ১৩। হে ইন্দ্র! আমরা তোমারই, আমরা তোমার স্তোতা হয়েছি। হে পুরুহূত মঘবন! তোমা ভিন্ন আর কেউ সুখপ্রদ নেই। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা এবং এ নিন্দার হস্ত হতে মোচিত কর। তুমি আমাদের উদ্দেশে রক্ষা এবং বিচিত্র কর্ম দ্বারা অভিমত প্রদান কর। হে সর্বাপেক্ষা বলবান! তুমি উপায়জ্ঞ। ১৫। তোমাদেরই সোম অভিষুত হোক। হে কলিগণ! ভীত হয়ো না। এ রাক্ষসাদি দূর হয়ে যাচ্ছে। এরা আপনিই অপগত হচ্ছে।

৬৭ সূক্ত ॥ আদিত্যগণ দেবতা। সমদ নামক মহামুনির পুত্র মৎস্য ; মিত্র ও বরুণের পুত্র মান্য অথবা অনেকগুলি মৎস্য জালবদ্ধ হয়ে এ স্তুতি করেছিল, অতএব তারাই ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। (১)

ত্যান্নু ক্ষত্রিয়াঁ অব আদিত্যান্ যাচিষামহে। সুমৃলীকাঁ অভিষ্টয়ে ॥ ১
মিত্রো নো অত্যংহতিং বরুণঃ পর্ষদর্যমা। আদিত্যাসো যথা বিদুঃ ॥ ২
তেষাং হি চিত্রমুক্থ্যং বরূথমস্তি দাশুষে। আদিত্যানামরংকৃতে ॥ ৩
মহি বো মহতামবো বরুণ মিত্রার্যমন্। অবাংস্যা বৃণীমহে ॥ ৪
জীবান্নো অভি ধেতনাদিত্যাসঃ পুরা হথাৎ। কদ্ধ স্থ হবনশ্রুতঃ ॥ ৫
যদ্বঃ শ্রান্তায় সুন্বতে বরূথমস্তি যচ্ছর্দিঃ। তেনা নো অধি বোচত ॥ ৬
অস্তি দেবা অংহোরুর্বস্তি রত্নমনাগসঃ। আদিত্যা অদ্ভুতৈনসঃ ॥ ৭
মা নঃ সেতুঃ সিষেদয়ং মহে বৃণক্তু নস্পরি। ইন্দ্র ইদ্ধি শ্রুতো বশী ॥ ৮
মা নো মৃচা রিপূণাং বৃজিনানামবিষ্যবঃ। দেবা অভি প্র মৃক্ষত ॥ ৯
উত ত্বামদিতে মহ্যহং দেব্যুপ ব্রুবে। সুমৃলীকামভিষ্টয়ে ॥ ১০
পর্ষি দীনে গভীর আঁ উগ্রপুত্রে জিঘাংসতঃ। মাকিস্তোকস্য নো রিষৎ ॥ ১১
অনেহো ন উরুব্রজ উরূচি বি প্রসর্তবে। কৃধি তোকায় জীবসে ॥ ১২
যে মূর্ধানঃ ক্ষিতীনামদব্ধাসঃ স্বযশসঃ। ব্রতা রক্ষন্তে অদ্রুহঃ ॥ ১৩
তে ন আস্নো বৃকাণামাদিত্যাসো মুমোচত। স্তেনং বদ্ধমিবাদিতে ॥ ১৪
অপো ষু ণ ইয়ং শরুরাদিত্যা অপ দুর্মতিঃ। অস্মদেত্বজঘ্নুষী ॥ ১৫
শশ্বদ্ধি বঃ সুদানব আদিত্যা ঊতিভির্বয়ম্। পুরা নূনং বুভুজ্মহে ॥ ১৬
শশ্বন্তং হি প্রচেতসঃ প্রতিয়ন্তং চিদেনসঃ। দেবাঃ কৃণুথ জীবসে ॥ ১৭
তৎ সু নো নব্যং সন্যস আদিত্যা যন্মুমোচতি। বন্ধাদ্বদ্ধমিবাদিতে ॥ ১৮
নাস্মাকমস্তি তত্তর আদিত্যাসো অতিষ্কদে। যূয়মস্মভ্যং মৃলত ॥ ১৯
মা নো হেতির্বিবস্বত আদিত্যাঃ কৃত্রিমা শরুঃ।
পুরা নু জরসো বধীৎ ॥ ২০
বি ষু দ্বেষো ব্যংহতিমাদিত্যাসো বি সংহিতম্। বিষ্বগ্বি বৃহতা রপঃ ॥ ২১

অনুবাদ : ১। অভিমত ফল লাভার্থে সুখপ্রদ বলবান আদিত্যগণের নিকট রক্ষা যাচ্ঞা করছি। ২। মিত্র বরুণ অর্যমা আদিত্যগণ যেহেতু দুঃসহ বলে জানেন অতএব বিপদ পার করে দিন। ৩। আদিত্যগণের বিচিত্র স্তুতিযোগ্য ধন আছে, তা হব্যদায়ী যজমানের জন্য। ৪। হে বরুণাদি! মহান হব্যদাতার প্রতি তোমাদের রক্ষা মহতী, অতএব তোমাদের রক্ষা প্রার্থনা করছি। ৫। হে আদিত্যগণ! আমরা জীবিত, ইদানীং আমাদের অভিধাবন কর। হে আহ্বান-শ্রবণকারিগণ! মৃত্যুর পূর্বে আগমন করো। ৬। শ্রান্ত অভিষবকারীকে দাতব্য তোমাদের যে বরণীয় ধন আছে, যে গৃহ আছে, তা দিয়ে প্রীত করে আমাদের প্রতি মিষ্ট কথা কও। ৭। হে দেবগণ! পাপশীলের মহাপাপ আছে, অপাপ ব্যক্তির রমণীয় সুকৃত আছে। হে পাপশূন্য আদিত্যগণ! আমাদের অভিলষিত প্রদান কর। ৮। জাল যেন আমায় বন্ধন না করে, মহাকর্মের জন্য আমাদের জাল হতে যেন ত্যাগ করে। ইন্দ্রই বিখ্যাত এবং সকলের বশকারী। ৯। হে দেবগণ! তোমরা আমাদের পরিহার কর। আমাদের রক্ষা করতে ইচ্ছা করে হিংসক রিপুদের জালদ্বারা আমাদের বাধা দিও না। ১০। হে দেবী অদিতি! তুমি মহতী, আমি অভিমত লাভের জন্য তোমার স্তব করছি। ১১। হে অদিতি! সকলদিক হতে রক্ষা কর। ক্ষীণ উগ্রপুত্রবিশিষ্ট জলে হিংসাকারীর জাল আমাদের তনয়কে যেন

হিংসা না করে। ১২। হে বিস্তীর্ণ-গমনবিশিষ্টা ও গুরুতরা অদিতি ! তুমি পুত্রের জীবনার্থে আমাদের জীবিত রাখ। ১৩। সকলের শীর্ষস্থানীয়, মনুষ্যদের অহিংসাকারী, সুন্দর কীর্তিযুক্ত ও দ্রোহরহিত হয়ে যাঁরা আমাদের কর্ম রক্ষা করেন। ১৪। হে আদিত্যগণ ! সে তোমরা হিংসাকারীদের মুখ হতে ধৃত চোরের ন্যায় আমাদের রক্ষা কর। ১৫। হে আদিত্যগণ ! এ জাল আমাদের হিংসা করতে অক্ষম হয়ে অপগত হোক। লোকের দুর্বুদ্ধি অপগত হোক। ১৬। হে সুন্দর দানশীল আদিত্যগণ ! তোমাদের আশ্রয়ে আমরা পূর্বের ন্যায় এক্ষণেও নানা ভোগ উপভোগ করব। ১৭। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত দেবগণ ! যে পাপকারী শত্রু বার বার আমাদের প্রতি গমন করছে, আমাদের জীবনার্থে তাদের পৃথক কর। ১৮। হে আদিত্যগণ ! তোমাদের অনুগ্রহে বন্ধন যেমন বদ্ধ পুরুষকে ত্যাগ করে, সেরূপ যে জাল আমাদের পরিত্যাগ করছে, সে জাল স্তুতিযোগ্য ও ভজনাযোগ্য হোক। ১৯। হে আদিত্যগণ ! তোমাদের ন্যায় বেগ আমাদের নেই। এ বেগ আমাদের মুক্ত করতে সমর্থ। তোমরা আমাদের সুখী কর। ২০। হে আদিত্যগণ ! বিবস্বানের আয়ুধসদৃশ এ কৃত্রিম জাল পূর্বকালে এবং এ কালে জীর্ণ ব্যক্তিকে বধ করে না। ২১। হে আদিত্যগণ ! দ্বেষকারীগণকে উন্মূলিত কর। পাতকগণকে বিনাশ কর। জালকে বিনাশ কর। সর্বব্যাপী পাপকে বিনাশ কর।

টীকা ঃ ১। মৎস্যগণের কোনও উল্লেখ এ সূক্তে নেই সুতরাং মৎস্য এ সূক্তে ঋষি বিবেচনা করবার কোনও কারণ নেই। সূক্তে যে জাল উল্লেখ আছে, সে মাছধরা জাল নয়, সংসারের বিপদজাল বা শত্রুজাল বা পাপজাল এরূপ অর্থ করলেই সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

৬৮ সূক্ত ॥ শেষ ছয়টি ঋকের ঋক্ষ ও অশ্বমেধের দানস্তুতি দেবতা, অপরগুলির ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন প্রিয়মেধ ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

আ ত্বা রথং যথোতয়ে সুম্নায় বর্তয়ামসি।
তুবিকূর্মিমৃতীষহ-মিন্দ্র শবিষ্ঠ সৎপতে ॥ ১
তুবিশুষ্ম তুবিক্রতো শচীবো বিশ্বয়া মতে। আ প্রপাথ মহিত্বনা ॥ ২
যস্য তে মহিনা মহঃ পরি জ্মায়ন্তমীয়তুঃ। হস্তা বজ্রং হিরণ্যয়ম্ ॥ ৩
বিশ্বানরস্য বস্পতি-মনানতস্য শবসঃ। এবৈশ্চ চর্ষণীনামূতী হুবে রথানাম্ ॥ ৪
অভিষ্টয়ে সদাবৃধং স্বর্মীল্হেষু যং নরঃ। নানা হবন্ত উতয়ে ॥ ৫
পরোমাত্রমৃচীষম-মিন্দ্রমুগ্রং সুরাধসম্। ঈশানং চিদ্বসূনাম্ ॥ ৬
তন্তমিদ্রাধসে মহ ইন্দ্রং চোদামি পীতয়ে।
যঃ পূর্ব্যামনুষ্টুতি-মীশে কৃষ্টীনাং নৃতুঃ ॥ ৭
ন যস্য তে শবসান সখ্যমানংশ মর্ত্যঃ। নকিঃ শবাংসি তে নশৎ ॥ ৮
ত্বোতাসস্ত্বা যুজাপ্সু সূর্যে মহদ্ধনম্। জয়েম পৃৎসু বজ্রিবঃ ॥ ৯
তং ত্বা যজ্ঞেভিরীমহে তং গীর্ভির্গির্বণস্তম।
ইন্দ্র যথা চিদাবিথ বাজেষু পুরুমায্যম্ ॥ ১০
যস্য তে স্বাদু সখ্যং স্বাদ্বী প্রণীতিরদ্রিবঃ। যজ্ঞো বিতন্তসায্যঃ ॥ ১১
উরু ণস্তন্বে-তন উরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি। উরু ণো যন্ধি জীবসে ॥ ১২
উরুং নৃভ্য উরুং গব উরুং রথায় পন্থাম্। দেববীতিং মনামহে ॥ ১৩
উপ মা ষড্ দ্বাদ্বা নরঃ সোমস্য হর্ষ্যা। তিষ্ঠন্তি স্বাদুরাতয়ঃ ॥ ১৪

ঋজ্রাবিন্দ্রোত আ দদে হরী ঋক্ষস্য সূনবি। আশ্বমেধস্য রোহিতা ॥ ১৫
সুরথাঁ আতিথিগ্বে স্বভীশূঁরার্ক্ষে। আশ্বমেধে সুপেশসঃ ॥ ১৬
ষলশ্বাঁ আতিথিগ্ব ইন্দ্রোতে বধূমতঃ। সচা পূতক্রতৌ সনম্ ॥ ১৭
ঐষু চেতদ্বৃষণ্বত্যন্তঋজ্রেষ্বরুষী। স্বভীশুঃ কশাবতী ॥ ১৮
ন যুষ্মে বাজবন্ধবো নিনিৎসুশ্চন মর্ত্যঃ। অবদ্যমধি দীধরৎ ॥ ১৯

অনুবাদঃ ১। হে বলবান এবং সৎপতি ইন্দ্র! তুমি বহুকর্মা এবং হিংসকগণের অভিভবকারী আমরা রক্ষা এবং সুখের জন্য তোমাকে রথের ন্যায় আবর্তিত করছি। ২। হে প্রভূত বলশালী, অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বহুকর্মা এবং পূজনীয় ইন্দ্র! তুমি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা জগৎ আপূরিত করেছ। ৩। তুমি মহান, তোমার মহত্ত্ব দ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হিরণ্ময় বজ্র হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করে। ৪। আমি সমস্ত শত্রুগণের প্রতি গমনকারী ও দুর্দমনীয় বলের পতি ইন্দ্রকে তোমাদের সাথে এবং রথের আগমনার্থে আহবান করি (১)। ৫। নেতাগণ রক্ষার্থে যাঁকে নানা প্রকারে যুদ্ধে আহবান করেন, সেই সর্বদা বর্ধমান ইন্দ্রকে সাহায্যার্থে আগমনের জন্য আহবান করি। ৬। অপরিমিত শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ধনবিশিষ্ট এবং ধনসমূহের স্বামী উগ্র ইন্দ্রকে আহবান করি। ৭। যিনি নেতা এবং মনুষ্যগণের যজ্ঞমুখস্থিত আনুপূর্বিক স্তুতি শুনতে সক্ষম, সে ইন্দ্রকেই আমি মহৎ ধন লাভ করবার জন্য সোমপানে আহবান করি। ৮। হে বলবান! মনুষ্য তোমার সখ্য ব্যাপ্ত করতে পারে না, তোমার বল ব্যাপ্ত করতে পারে না। ৯। হে বজ্রবান! আমরা যেন তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে এবং তোমার সাহায্যে জলে স্নান করবার জন্য এবং সূর্য দর্শন করবার জন্য সংগ্রামে মহৎ ধন জয় করি। ১০। হে স্তুতির দ্বারা অত্যন্ত স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমি প্রাজ্ঞ, যাতে তুমি আমাদের সংগ্রামে রক্ষা কর, আমরা তোমাকে সেরূপে যজ্ঞের দ্বারা যাচ্ঞা করি, তোমাকে স্তুতি দ্বারা যাচ্ঞা করি। ১১। হে বজ্রবান! তোমার সখ্য স্বাদু, তোমার প্রণয়ন স্বাদু এবং তোমার যজ্ঞ বিস্তারযোগ্য। ১২। আমাদের পুত্রের জন্য প্রভূত দান কর, আমাদের পৌত্রের জন্য প্রভূত দান কর এবং আমাদের নিবাসের জন্য প্রভূত দান কর। আমাদের জীবনের অভিলষিত প্রদান কর। ১৩। মনুষ্যগণের জন্য হিত প্রার্থনা করি, গাভীর জন্য হিত প্রার্থনা করি, রথের জন্য সুন্দর পথ প্রার্থনা করি, যজ্ঞ প্রার্থনা করি। ১৪। ছয় জন নেতা সোমজন্য, হর্ষহেতু, উপভোগার্হ ধনযুক্ত হয়ে দুজন দুজন করে আমার নিকট আসে। ১৫। ইন্দ্রোতের নিকট হতে ঋজুগামী অশ্বদ্বয় গ্রহণ করেছি, ঋক্ষের পুত্রের নিকট হতে হরিদবর্ণ অশ্বদ্বয় গ্রহণ করেছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হতে রোহিতবর্ণ অশ্বদ্বয় গ্রহণ করেছি (২)। ১৬। অতিথিগ্বের পুত্রের নিকট হতে সুরথবিশিষ্ট অশ্বসমূহ গ্রহণ করেছি, ঋক্ষের পুত্রের নিকট হতে সুন্দর রশ্মিবিশিষ্ট অশ্বসমূহ গ্রহণ করেছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হতে সুরূপ অশ্বসমূহ গ্রহণ করেছি। ১৭। অতিথিগ্বের পুত্র শুদ্ধকর্মা ইন্দ্রোতের নিকট হতে বধূযুক্ত ছটি অশ্ব গ্রহণ করেছি। ১৮। দীপ্তিমতী এবং সুন্দর বড়বা এ ঋজুগামী সেচনসমর্থ অশ্বগণের মধ্যে আছে। ১৯। হে অন্নপ্রদগণ! নিন্দুক মনুষ্যও যেন তোমাদের প্রতি নিন্দা আরোপ না করে।

টীকাঃ ১। মরুৎগণকে অথবা যজমানগণকে সম্বোধন করে ঋষি বলছেন। ২। ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে ইন্দ্রোত তাঁর পিতা অতিথিগ্বের সাথে আগমন করে অশ্বদ্বয় প্রদান করেছিলেন। সায়ণ।

৬৯ সূক্ত ॥ একাদশ ঋকের প্রথমার্ধের বিশ্বগণ দেবতা, শেষার্ধের বরুণ দেবতা, অবশিষ্ট ঋকগুলির বরুণ দেবতা। প্রিয়মেধ ঋষি। অনুষ্টপ্, উষ্ণিক্, গায়ত্রী, পংক্তি, বৃহতী ছন্দ।

প্রপ্র বস্ত্রিষ্টুভমিষং মন্দদ্বীরায়েন্দবে।
ধিয়া বো মেধসাতয়ে পুরন্ধ্যা বিবাসতি ॥ ১
নদং ব ওদতীনাং নদং যোয়ুবতীনাম্।
পতিং বো অঘ্ন্যানাং ধেনূনামিষুধ্যসি ॥ ২
তা অস্য সূদদোহসঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।
জন্মন্দেবানাং বিশ-স্ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ ॥ ৩
অভি প্র গোপতিং গিরে-ন্দ্রমর্চ যথা বিদে। সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥ ৪
আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেঽরুষীরধি বর্হিষি। যত্রাভি সংনবামহে ॥ ৫
ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু। যৎ সীমুপহ্বরে বিদৎ ॥ ৬
উদ্যদ্ব্রধ্নস্য বিষ্টপং গৃহমিন্দ্রশ্চ গন্বহি।
মধ্বঃ পীত্বা সচেবহি ত্রিঃ সপ্ত সখ্যুঃ পদে ॥ ৭
অর্চত প্রার্চত প্রিয়মেধাসো অর্চত। অর্চন্তু পুত্রকা উত পুরং ন ধৃষ্ণ্বর্চত ॥ ৮
অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরি সনিষ্বণৎ।
পিঙ্গা পরি চনিষ্কদ-দিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতম্ ॥ ৯
আ যৎ পতন্ত্যেন্যঃ সুদুঘা অনপস্ফুরঃ।
অপস্ফুরং গৃভায়ত সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥ ১০
অপাদিন্দ্রো অপাদগ্নি র্বিশ্বে দেবা অমৎসত।
বরুণ ইদিহ ক্ষয়ত্তমাপো অভ্যনূষত বৎসং সংশিশ্বরীরিব ॥ ১১
সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব ॥ ১২
যো ব্যতীঁরফাণয়ৎ সুযুক্তাঁ উপ দাশুষে।
তক্বো নেতা তদিদ্বপু-রুপমা যো অমুচ্যত ॥ ১৩
অতীদু শক্র ওহত ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ।
ভিনৎ কনীন ওদনং পচ্যমানং পরো গিরা ॥ ১৪
অর্ভকো ন কুমারকোঽধি তিষ্ঠন্নবং রথম্।
স পক্ষন্মহিষং মৃগং পিত্রে মাত্রে বিভুক্রতুম্ ॥ ১৫
আ তু সুশিপ্র দম্পতে রথং তিষ্ঠা হিরণ্যয়ম্।
অধ দ্যুক্ষং সচেবহি সহস্রপাদমরুষং স্বস্তিগামনেহসম্ ॥ ১৬
তং ঘেমিত্থা নমস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।
অর্থং চিদস্য সুধিতং যদেতব আবর্তয়ন্তি দাবনে ॥ ১৭
অনু প্রত্নস্যৌকসঃ প্রিয়মেধাস এষাম্।
পূর্বামনু প্রয়তিং বৃক্তবর্হিষো হিতপ্রয়স আশত ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। যিনি বীরগণের হর্ষ উৎপন্ন করেন, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা তিনটি স্তোভবিশিষ্ট অন্ন সংগ্রহ কর। তিনি যজ্ঞভাগার্থে বহুপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, কর্মদ্বারা তোমাদের সৎকার করছেন। ২। উষাগণের উৎপাদক, নদীগণের শব্দ উৎপাদক, গোসমূহের পতি ইন্দ্রকে আহ্বান কর, যেহেতু তিনি ক্ষীরপ্রদ গাভী হতে উৎপন্ন অন্ন ইচ্ছা করছেন। ৩। দেবগণের জন্মস্থানে, আদিত্যের দীপ্তিযুক্ত প্রদেশে যারা প্রবেশ লাভ করতে পারে, যাদের দুগ্ধে কূপ পূর্ণ হয়, সে গাভী সকল সবনত্রয়ে ইন্দ্রের সোম মিশ্রিত করছে। ৪। ইন্দ্র গোসমূহের স্বামী,

যজ্ঞের পুত্র, সাধুলোকের পালক, তিনি যাতে জানতে পারেন, সেরূপে স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁর অর্চনা কর। ৫। হরি নামক অশ্বগণ দীপ্তিযুক্ত হয়ে কুশোপরি ইন্দ্রকে ত্যাগ করেছেন, আমরা কুশস্থিত ইন্দ্রকে স্তুতি করব। ৬। ইন্দ্র যখন চারদিক হতে সমীপস্থিত মধুলাভ করেন তখন গোসমূহ সে বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সাথে মিশ্রিত করবার উপযুক্ত মধু দোহন করেন। ৭। যখন ইন্দ্র ও আমি সূর্যের গৃহে গমন করি তখন আদিত্যের এক বিংশতি স্থানে (১) মধুপান করে উভয়ে মিলিত হই। ৮। হে প্রিয়মেধগণ! তোমরা ইন্দ্রকে অর্চনা কর! বিশেষরূপে অর্চনা কর, পুত্রগণ পুরবিদারীকে যেরূপ অর্চনা করে, সেরূপ ইন্দ্রের অর্চনা করুক। ৯। গর গর ধ্বনিযুক্ত বাদ্য ভয়ঙ্কর শব্দ করছে, গোধা (২) চতুর্দিকে শব্দ করছে। পিঙ্গলবর্ণ জ্যা শব্দ করছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎকৃষ্ট স্তুতি কর। ১০। যখন শুভ্রবর্ণ, সুন্দর দোহনবিশিষ্ট নদীসকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন ইন্দ্রের পানার্থে অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ সোম গ্রহণ কর। ১১। ইন্দ্র পান করলেন, অগ্নি পান করলেন, বিশ্বদেবগণ তৃপ্ত হলেন, বরুণ এ গৃহে বাস করুন, বৎসের সাথে মিলিত গোসকল যেরূপ বৎসের জন্য শব্দ করে, সেরূপ উদকসমূহ বরুণের স্তুতি করছে। ১২। হে বরুণ! তুমি সুদেব, রশ্মিসমূহ যেরূপ সূর্যাভিমুখে ধাবিত হয়, সেরূপ তোমার তালুতে সপ্তনদী অনুক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছে। ১৩। যে ইন্দ্র বিবিধ গমনবিশিষ্ট রথে সম্বদ্ধ অশ্বগণকে হব্যদাতার নিকট গমনার্থে ছেড়ে দেন, যে ইন্দ্র উপমাস্থল, যাঁকে সকলে পথ ছেড়ে দেন, সে ইন্দ্র সকলের নেতা হন। ১৪। শক্র সংগ্রামে শত্রুদের অতিক্রম করে চলে গেলেন, সমস্ত দ্বেষকারিগণকে অতিক্রম করে গমন করেন। কমনীয় উৎকৃষ্ট ইন্দ্র বাক্যদ্বারা তাড়না করে মেঘ ভেদ করেন। ১৫। এ ইন্দ্র, ক্ষুদ্রশরীর কুমারের ন্যায় নূতন রথে অধিষ্ঠান করছেন। ইন্দ্র পিতামাতার জন্য প্রকাণ্ড মৃগস্বরূপ, বহুকর্মা মেঘকে পরিপক্ক করছেন। ১৬। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট রথস্বামী! তুমি স্বচ্ছন্দগমনকারী, দীপ্ত সহস্রপদবিশিষ্ট, উজ্জ্বল হিরণ্ময় রথে আরোহণ কর, পরে আমরা দুজনে মিলিত হব। ১৭। অন্নবানগণ আপনিই দীপ্ত ইন্দ্রকেই এ প্রকারে সেবা করছে। পরে যখন গমনার্থে এবং হব্যদানার্থে ইন্দ্রকে আবর্তিত করে, তখন সুস্থাপিত ধন প্রাপ্ত হয়। ১৮। প্রিয়মেধাগণ এদের পুরাতন স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা পূর্বপ্রদানের নিমিত্ত কুশ বিস্তীর্ণ করেছেন এবং হব্য স্থাপন করেছেন।

টীকা ঃ ১। একবিংশতি স্থান যথা—দ্বাদশমাস, পাঁচঋতু, তিনলোক আর আদিত্য। সায়ণ। এ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। ২। হস্তঘ্ন্য। সায়ণ।

৭০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। পুরুহন্মা ঋষি। প্রাগাথ, বৃহতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টপ্, পুরউষ্ণিক্ ছন্দ।

যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথেভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠো যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ১
ইন্দ্রং তং শুম্ভ পুরুহন্মন্নবসে যস্য দ্বিতা বিধর্তরি।
হস্তায় বজ্রঃ প্রতি ধায়ি দর্শতো মহো দিবে ন সূর্যঃ ॥ ২
নকিষ্টং কর্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণ্বোজসম্ ॥ ৩
অষাল্হমুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্ মহীরুরুজ্রয়ঃ।
সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাবঃ ক্ষামো অনোনবুঃ ॥ ৪
যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্ত্সহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥ ৫

আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্ বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা ।
অস্মাঁ অব মঘবন্ গোমতি ব্রজে বজ্রিঞ্চিত্রাভিরূতিভিঃ ॥ ৬
ন সীমদেব আপ-দিষং দীর্ঘায়ো মর্ত্যঃ ।
এতগ্বা চিদ্য এতশা যুযোজতে হরী ইন্দ্রো যুযোজতে ॥ ৭
তং বো মহো মহায্য-মিন্দ্রং দানায় সক্ষণিম্ ।
যো গাধেষু য আরণেষু হব্যো বাজেষ্বস্তি হব্যঃ ॥ ৮
উদূ ষু ণো বসো মহে মৃশস্ব শূর রাধসে ।
উদূ ষু মহ্যৈ মঘবন্ মঘত্তয় উদিন্দ্র শ্রবসে মহে ॥ ৯
ত্বং ন ইন্দ্র ঋতুয়ু-স্ত্বানিদো নি তৃম্পসি ।
মধ্যে বসিষ্ব তুবিনৃম্ণোর্বো-নি দাসং শিশ্নথো হথৈঃ ॥ ১০
অন্যব্রতমমানুষ-ময়জ্বানমদেবয়ুম্ ।
অব স্বঃ সখা দুধুবীত পর্বতঃ সুঘ্নায় দস্যুং পর্বতঃ ॥ ১১
ত্বং ন ইন্দ্রাসাং হস্তে শবিষ্ঠ দাবনে ।
ধানানাং ন সং গৃভায়াস্ময়ু-র্দ্বিঃ সং গৃভায়াস্ময়ুঃ ॥ ১২
সখায়ঃ ক্রতুমিচ্ছত কথা রাধাম শরস্য ।
উপস্তুতিং ভোজঃ সূরির্যো অহ্রয়ঃ ॥ ১৩
ভূরিভিঃ সমহ ঋষিভি-র্বর্হিষ্মদ্ভিঃ স্তবিষ্যসে ।
যদিত্থমেকমেকমি-চ্ছর বৎসান্ পরাদদঃ ॥ ১৪
কর্ণগৃহ্যা মঘবা শৌরদেব্যো বৎসং নস্ত্রিভ্য আনয়ৎ ।
অজাং সূরির্ন ধাতবে ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ　১। যিনি মনুষ্যগণের রাজা, যিনি রথে গমন করেন, যাঁর গমনে কেউ বাধা দিতে পারে না, সমস্ত সৈন্যের উদ্ধারকর্তা, সে জ্যেষ্ঠ বৃত্রহা ইন্দ্রকে স্তব করি। ২। হে পুরুহন্মা ! রক্ষার্থে ইন্দ্রকে অলংকৃত কর। তোমার পালক ইন্দ্রের দুপ্রকার স্বভাব। তিনি হস্তে দর্শনীয় বজ্র ধারণ করেন, ঐ বজ্র আকাশে দৃশ্যমান সূর্যের ন্যায়। ৩। সর্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা অনুকূল করেন, তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করতে পারে না। ৪। অন্যের অসহ্য, উগ্র ও শত্রুসেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্টা ধেনু সকল স্তুতি করেছিল, দ্যুলোক সকল এবং পৃথিবী সকলও স্তুতি করেছিল। ৫। হে ইন্দ্র ! দ্যুলোক তোমার পরিমাণ করতে পারে না, পৃথিবী শত শত হলেও তোমার পরিমাণ করতে পারে না, সহস্র সূর্যও প্রকাশ করতে পারে না, যা কিছু জন্মেছে তা এবং দ্যাবাপৃথিবী তোমার পরিমাণ করতে পারে না। ৬। হে অভিলাষপ্রদ অত্যন্ত বলবান ধনবান বজ্রবান ইন্দ্র ! তুমি মহৎ বলের দ্বারা বল ব্যাপ্ত করেছ। আমাদের গোসমূহের নিমিত্ত আমাদের বিচিত্র রক্ষাকার্য দ্বারা রক্ষা কর। ৭। হে দীর্ঘায়ু ইন্দ্র ! যে ব্যক্তি শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করে, ইন্দ্র তাঁরই জন্য হরিদ্বয় যোজিত করেন। যে ব্যক্তি দেবরহিত, সে সমস্ত অন্ন পায় না। ৮। তোমরা পূজনীয়, মহনীয় এবং দানার্থে মিলিত ইন্দ্রের পরিচর্যা কর। জললাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত, নিম্নস্থল লাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত, সংগ্রামে আহ্বান করা উচিত। ৯। হে বাসপ্রদ, শূর ইন্দ্র ! তুমি আমাদের মহৎ ধন লাভের জন্য উত্থাপিত কর। হে শূর ! হে মঘবা ! হে ইন্দ্র ! মহৎ ধন দানের জন্য এবং মহতী কীর্তি দানের জন্য উদ্যোগবিশিষ্ট হও। ১০। হে ইন্দ্র !

তুমি যজ্ঞাভিলাষী, যে তোমাকে নিন্দা করে, তার ধন অপহরণ করে তুমি অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হও। হে তর্পণীয়, প্রভূত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি উরুদ্বয়ের মধ্যে আমাদের আচ্ছাদিত কর এবং অস্ত্র দ্বারা দাসকে মেরে ফেল (১)। ১১। হে ইন্দ্র! তোমার সখা পর্বত অন্যরূপ ব্রতধারী অমানুষ যজ্ঞরহিত দেবদ্বেষী ব্যক্তিকে স্বর্গ হতে নিম্নে নিক্ষেপ করেন, তিনি দস্যুকে মৃত্যুর হস্তে প্রেরণ করেন। ১২। হে বলবান ইন্দ্র! তুমি আমাদের জন্য এ ভাজা যবের ন্যায় গোসমূহকে হস্তে গ্রহণ কর, তুমি আমাদের অভিলাষ করছ, আরও অভিলাষ করে আরও গ্রহণ কর। ১৩। হে সখাগণ! কর্ম করতে ইচ্ছা কর। সে. হিংসাকারী ইন্দ্রকে কেমন করে স্তুতি করব? তিনি শত্রুগণের ভক্ষক এবং সুরী, তিনি কখনও অবনত হন না। ১৪। হে সকলের পূজনীয় ইন্দ্র! বহুসংখ্যক ঋষি এবং হব্যদায়িগণ তোমার স্তব করে। হে হিংসক ইন্দ্র! তুমি এক এক করে বহুতর প্রকারে স্তোতাগণকে বহুবৎস দান কর। ১৫। এ মঘবা তিন জন হিংসকের নিকট হতে যুদ্ধে বিজিত, গো ও বৎস কর্ণে ধারণ করে আমাদের নিকট আনুন। স্বামী এরূপে হননার্থে অজাকে আনে।

টীকা: ১। ১০ ও ১১ সূক্তে অনার্য শত্রুদের উল্লেখ। আর্যজাতির লোকেরা অনার্যদের ভয় করে চলত, ভয় না করলে মেরে ফেলার প্রশ্ন উঠত না।

৭১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। সুদীতি এবং পুরুমীঢ় ঋষি। গায়ত্রী, প্রাগাথ ছন্দ।

ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ। উত দ্বিষো মর্ত্যস্য ॥ ১
নহি মন্যুঃ পৌরুষেয় ঈশে হি বঃ প্রিয়জাত। ত্বমিদসি ক্ষপাবান্ ॥ ২
স নো বিশ্বেভির্দেবেভি-রূর্জো নপাদ্ভদ্রশোচে। রয়িং দেহি বিশ্ববারম্ ॥ ৩
ন তমগ্নে অরাতয়ো মর্ত্যং যুবন্ত রায়ঃ। যং ত্রায়সে দাশ্বাংসম্ ॥ ৪
যং ত্বং বিপ্র মেধসাতা-বগ্নে হিনোষি ধনায়। স তবোতী গোষু গন্তা ॥ ৫
ত্বং রয়িং পুরুবীর-মগ্নে দাশুষে মর্তায়। প্র ণো নয় বস্যো অচ্ছ ॥ ৬
উরুষ্যা ণো মা পরা দা অঘায়তে জাতবেদঃ। দুরাধ্যে মর্তায় ॥ ৭
অগ্নে মাকিষ্টে দেবস্য রাতিমদেবো যুযোত। ত্বমীশিষে বসুনাম্ ॥ ৮
স নো বস্ব উপ মা-সূর্জো নপান্মাহিনস্য। সখে বসো জরিতৃভ্যঃ ॥ ৯
অচ্ছা নঃ শীরশোচিষং গিরো যন্তু দর্শতম্।
অচ্ছা যজ্ঞাসো নমসা পুরূবসুং পুরুপ্রশস্তমূতয়ে ॥ ১০
অগ্নিং সূনুং সহসো জাতবেদসং দানায় বার্যাণাম্।
দ্বিতা যো ভূদমৃতো মর্ত্যেষ্বা হোতা মন্দ্রতমো বিশি ॥ ১১
অগ্নিং বো দেবযজ্যয়াগ্নিং প্রযত্যধ্বরে।
অগ্নিং ধীষু প্রথমমগ্নিমর্বত্যগ্নিং ক্ষৈত্রায় সাধসে ॥ ১২
অগ্নিরিষাং সখ্যে দদাতু ন ঈশে যো বার্যাণাম্।
অগ্নিং তোকে তনয়ে শশ্বদীমহে বসুং সন্তং তনূপাম্ ॥ ১৩
অগ্নীমীলিষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্।
অগ্নিং রায়ে পুরুমীল্হ শ্রুতং নরোঽগ্নিং সুদীতয়ে ছর্দিঃ ॥ ১৪
অগ্নিং দ্বেষো যোতবৈ নো গৃণীম-স্যগ্নিং শং যোশ্চ দাতবে।
বিশ্বাসু বিক্ষ্ববিতেব হব্যো ভুবদ্বস্তুর্ঋষূণাম্ ॥ ১৫

অনুবাদ: ১। হে অগ্নি! তুমি আমাদের বহুসংখ্যক অদাতাগণ হতে লব্ধ মহাধনের দ্বারা পালন কর, শত্রুলোকের হস্ত হতেও রক্ষা কর। ২। হে প্রিয়জাত

অগ্নি ! পুরুষস্বভাবসুলভ ক্রোধ তোমাকে বাধা দিতে পারে না এবং তুমিই রাত্রিমান। ৩। হে বলের পুত্র প্রশংসনীয় তেজযুক্ত অগ্নি ! তুমি সমস্ত দেবগণের সাথে অবস্থিত হয়ে আমাদের সকলের বরণীয় ধন প্রদান কর। ৪। হে অগ্নি ! যে আদাতা ধনবানগণ হব্যদায়ীকে তুমি পালন কর, সে ব্যক্তিকে পৃথক করে দাও। ৫। হে মেধাবী অগ্নি ! তুমি যে ব্যক্তিকে ধন লাভের উদ্দেশে যজ্ঞে প্রবর্তিত কর, সে তোমার রক্ষার দ্বারা গোবিশিষ্ট হয়। ৬। হে অগ্নি ! তুমি হব্যদায়ী মর্তের জন্য বহুবীর্যবিশিষ্ট ধন প্রদান কর, বাসযোগ্য ধনের অভিমুখে আমাদের প্রেরণ কর। ৭। হে জাতবেদা ! আমাদের রক্ষা কর, অনিষ্টাভিলাষী হিংসা বুদ্ধি মর্ত্যের হস্তে আমাদের সর্মপণ করো না। ৮। হে অগ্নি ! তুমি দ্যোতমান, কোন দেবরহিত ব্যক্তি তোমায় ধন দান যেন রহিত করতে না পারে। ৯। হে বলের পুত্র সখা, বাসপ্রদ অগ্নি ! আমরা স্তোতা, তুমি আমাদের মহাধন প্রদান কর। ১০। আমাদের স্তুতি সকল দাহকর, শিখাবিশিষ্ট, দর্শনীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। যজ্ঞসকল রক্ষার নিমিত্ত হব্যবিশিষ্ট হয়ে প্রভূত ধনবিশিষ্ট, অনেকের স্তুত অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। ১১। স্তুতিসকল বলের পুত্র, জাতবেদা বরণীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। অগ্নি অমর মনুষ্য মধ্যেও থাকেন, তিনি দু প্রকার। মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি হোমসম্পাদক এবং মন্ত্রকারী। ১২। দেবগণের যাগের জন্য তোমাদের অগ্নিকে স্তব করছি, যজ্ঞ প্রবৃত্ত হলে অগ্নিকে স্তব করছি, কর্মকালে প্রথমে অগ্নিকে স্তব করছি, শত্রু উপস্থিত হলে অগ্নিকে স্তব করছি. ক্ষেত্রের ফল লাভার্থে অগ্নিকে স্তব করছি। ১৩। অগ্নি বরণীয় ধনের ঈশ্বর, আমরা তাঁর সখা, তিনি আমাদের অন্নদান করুন। পুত্রের জন্য, পৌত্রের জন্য সে বাসপ্রদ অঙ্গপালক অগ্নির নিকট বহুধন যাচ্ঞা করি। ১৪। হে পুরুমীঢ় ! তুমি রক্ষার জন্য অগ্নিকে গাথাদ্বারা স্তব কর, তাঁর শিখা দাহ কর, ধনার্থে তাঁকে স্তুতি কর, অন্য লোকেও তাঁকে স্তুতি করে, সুদিতির জন্য গৃহ যাচ্ঞা কর। ১৫। শত্রুগণকে পৃথক করবার জন্য অগ্নিকে স্তব করি, সুখ এবং অভয় দানের জন্য অগ্নিকে স্তব করি, অগ্নি সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে রাজার ন্যায় ঋষিগণের বাসপ্রদ এবং আহ্বানযোগ্য হোন।

৭২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। প্রগাথের পুত্র হর্যত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

হবিষ্কৃণুধ্বমা গম-দধ্বর্যুর্বনতে পুনঃ। বিদ্বাঁ অস্য প্রশাসনম্ ॥ ১
নি তিগ্মমভ্যংশুং সীদদ্ধোতা মনাবধি। জুষাণো অস্য সখ্যম্ ॥ ২
অন্তরিচ্ছন্তি তং জনে রুদ্রং পরো মনীষয়া। গৃভ্ণন্তি জিহ্বয়া সসম্ ॥ ৩
জাম্যতীতপে ধনু-র্বয়োধা অরুহদ্বনম্। দৃষদং জিহ্বয়াবধীৎ ॥ ৪
চরন্ বৎসো রুশন্নিহ নিদাতারং ন বিন্দতে। বেতি স্তোতব অম্ব্যম্ ॥ ৫
উতো ন্বস্য যন্মহ-দশ্বাবদ্যোজনং বৃহৎ। দামা রথস্য দদৃশে ॥ ৬
দুহন্তি সপ্তৈকামুপ দ্বা পঞ্চ সৃজতঃ। তীর্থে সিন্ধোরধি স্বরে ॥ ৭
আ দশভির্বিবস্বত ইন্দ্রঃ কোশমচুচ্যবীৎ। খেদয়া ত্রিবৃতা দিবঃ ॥ ৮
পরি ত্রিধাতুরধ্বরং জূর্ণিরেতি নবীয়সী। মধ্বা হোতারো অঞ্জতে ॥ ৯
সিঞ্চন্তি নমসাবত-মুচ্চাচক্রং পরিজ্মানম্। নীচীনবারমক্ষিতম্ ॥ ১০
অভ্যারমিদদ্রয়ো নিষিক্তং পুষ্করে মধু। অবতস্য বিসর্জনে ॥ ১১
গাব উপাবতাবতং মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা। উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ॥ ১২
আ সুতে সিঞ্চত শ্রিয়ং রোদস্যোরভিশ্রিয়ম্। রসা দধীত বৃষভম্ ॥ ১৩

তে জানত স্বমোক্যং সং বৎসাসো ন মাতৃভিঃ। মিথো নসন্ত জামিভিঃ ॥ ১৪
উপ স্রক্কেষু বপ্সতঃ কৃণ্বতে ধরুণং দিবি। ইন্দ্রে অগ্না নমঃ স্বঃ ॥ ১৫
অধুক্ষৎ পিপ্যুষীমিষ-মূর্জং সপ্তপদীমরিঃ। সূর্যস্য সপ্ত রশ্মিভিঃ ॥ ১৬
সোমস্য মিত্রাবরুণো-দিতা সূর সা দদে। তদাতুরস্য ভেষজম্ ॥ ১৭
উতো ন্বস্য যৎ পদং হর্যতস্য নিধান্যম্। পরি দ্যাং জিহ্বয়াতনৎ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। তোমরা শীঘ্র হব্য প্রস্তুত কর, অগ্নি এসেছেন, অধ্বর্যু পুনরায় যজ্ঞ ভজনা করছেন, উনি হবি প্রদান করতে জানেন। ২। অগ্নির সাথে যজমানের সখ্য সংস্থাপনকর্তা হোতা, তীক্ষ্ণ অংশবিশিষ্ট অগ্নির নিকটে উপবেশন করছেন। ৩। যজমানের অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তাঁরা আপনাদের প্রজ্ঞা বলে সে রুদ্র অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করতে ইচ্ছা করছেন। জিহ্বা জাত স্তুতি দ্বারা নিন্দিত অগ্নিকে গ্রহণ করছে। ৪। যে অন্তরিক্ষ সমস্ত বৃহৎ বস্তুকে অতিক্রম করে, অন্নদাতা অগ্নি সে অন্তরিক্ষকে অতিশয় তাপ প্রদান করছেন। তিনি শিখাদ্বারা মেঘকে বধ করছেন এবং জলের উপর আরোহণ করেছেন। ৫। বৎসবের ন্যায় চঞ্চল এবং শ্বেতবর্ণ অগ্নি এ জগতে নিরোধকারী ব্যক্তির নিকট গমন করেন, স্তোতাকে কামনা করেন। ৬। এ অগ্নির মাহাত্ম্যযুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট যে প্রকাণ্ডযুগ ও রথের রজ্জু আছে। ৭। সপ্ত ঋত্বিক শব্দযুক্তসিন্ধুনদীর ঘাটে জল দোহন করছেন : দু জন ঋত্বিক অপর পাঁচ জনকে প্রবর্তিত করছে। ৮ : পরিচর্যাকারী দশ অঙ্গুলি দ্বারা যাচিত হয়ে ইন্দ্র আকাশে মেঘ হতে তিন প্রকার রশ্মিদ্বারা জলবর্ষণ করেছিলেন : ৯। তিনবর্ণবিশিষ্ট বেগবান অগ্নি নূতন শিখার সাথে যজ্ঞে গমন করছেন। হোমনিষ্পাদক অধ্বর্যুগণ মধুদ্বারা তাঁর পূজা করছেন। ১০। উপরিভাগে চক্রবিশিষ্ট পরিণতদীর্ঘ নিম্নমুখদ্বারযুক্ত অক্ষীণ রক্ষাকারী অগ্নির উপরে অবনত হয়ে তাকে সিক্ত করছেন। ১১। আদরযুক্ত অধ্বর্যুগণ সমীপবর্তী হয়েই রক্ষাকারী অগ্নির বিসর্জন সময়ে প্রকাণ্ড পাত্রে মধু সেক করছেন। ১২। মন্ত্রের দ্বারা দোহনীয় প্রচুর দুগ্ধের প্রয়োজন হলে, হে গোসকল! তোমরা রক্ষাকারী অগ্নির নিকটে গমন কর। অগ্নির উভয় কর্ম হিরণ্ময়। ১৩। হে অধ্বর্যুগণ! দুগ্ধ দোহন করা হলে দ্যাবাপৃথিবীতে আশ্রিত এবং অভিপ্রায়যোগ্য দুগ্ধ সেক কর। অনন্তর অজাদুগ্ধে অগ্নিকে স্থাপন কর। ১৪। তারা আপনাদের নিবাসস্বরূপ অগ্নিকে জেনেছে, বৎস যেমন জননীর সঙ্গে মিলিত হন, সেরূপ গোসকল আপন বন্ধুজনের সাথে মিলিত হচ্ছে। ১৫। শিখাদ্বারা ভক্ষণকারী অগ্নির অন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে পোষণ করে, অন্তরিক্ষে উপকার করে, ইন্দ্র ও অগ্নিতে সমস্ত অন্ন প্রদান কর। ১৬। গমনশীল বায়ু চঞ্চল পাদযুক্ত, মাধ্যমিকা বাক হতে সূর্যের সপ্তরশ্মি দ্বারা বর্ধিত অন্ন ও রস গ্রহণ করছেন। ১৭। হে মিত্র ও বরুণ! সূর্য উদিত হলে তিনি সোম স্বীকার করেন, তা আতুরের ঔষধ। ১৮। এ হর্যত ঋষির যে স্থান রয়ে স্থাপন করবার উপযুক্ত, সেখান থেকে অগ্নি শিখাদ্বারা দ্যুলোক ব্যাপ্ত করেন।

৭৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। সপ্তবধ্রি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উদীরাথামৃতায়তে যুঞ্জাথামশ্বিনা রথম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১
নিমিষশ্চিজ্জবীয়সা রথেনা যাতমশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ২
উপ স্তৃণীতমত্রয়ে হিমেন ঘর্মমশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৩
কুহ স্থঃ কুহ জগ্মথুঃ কুহ শ্যেনেব পেতথুঃ। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৪
যদদ্য কর্হি কর্হি চিচ্ছুশ্রূয়াতমিমং হবম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৫
অশ্বিনা যামহূতমা নেদিষ্ঠং যাম্যাপ্যম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৬

অবন্তমত্রয়ে গৃহং কৃণুতং যুবমশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৭
বরেথে অগ্নিমাতপো বদতে বল্গ্বত্রয়ে। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৮
প্র সপ্তবধ্রিরাশসা ধারামগ্নেরশায়ত। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৯
ইহা গতং বৃষণ্বসূ শৃণুতং ম ইমং হবম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১০
কিমিদং বাং পুরাণ-বজ্জরতোরিব শস্যতে। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১১
সমানং বাং সজাত্যং সমানো বন্ধুরশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১২
যো বাং রজাংস্যশ্বিনা রথো বিয়াতি রোদসী। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৩
আ নো গব্যেভিরশ্ব্যৈঃ সহস্রৈরুপ গচ্ছতম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৪
মা নো গব্যেভিরশ্ব্যৈঃ সহস্রেভিরতি খ্যতম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৫
অরুণপ্সুরুষা অভূ-দকর্জ্যোতিঋর্তাবরী। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৬
অশ্বিনা সু বিচাকশ-দ্বৃক্ষং পরশুমাঁ ইব। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৭
পুরং ন ধৃষ্ণবা রুজ কৃষ্ণয়া বাধিতো বিশা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৮।

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! আমি যজ্ঞাভিলাষী, আমার জন্য উদিত হও, রথ যোজিত কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ২। হে অশ্বিদ্বয়! অতিশয় বেগবান রথে নিমেষ মধ্যে এস। তোমাদের রক্ষক আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! অত্রির জন্য হিমজলের দ্বারা ঘর্ম নিবারণ কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৪। তোমরা কোথায় আছ? কোথায় যাচ্ছ? শ্যেনপক্ষীর মত কোথায় পতিত হচ্ছ? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৫। কোন কালে, কোন স্থানে, অদ্য আমাদের এ আহ্বান শুনবে, তা জানি না। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৬। যথাযোগে অতিশয় আহ্বানযোগ্য অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করি, নিকটবর্তী বান্ধবের নিকট গমন করি। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অত্রির জন্য রক্ষাকারী গৃহ নির্মাণ করেছিলে তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! মনোহর স্তুতিকারী অত্রির জন্য অগ্নিকে তাপ হতে পৃথক কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৯। সপ্তবধ্রি তোমাদের স্তুতিদ্বারা অগ্নির ধারাকে শয়ন করিয়েছিলেন (১)। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১০। হে বৃষ্টিপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! এ স্থানে এস, আমার আহ্বান শোন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! জীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় তোমাদের বার বার এস এস (২) বলতে হয় কেন? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১২। হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদের উভয়ের উৎপত্তি স্থান একই, তোমাদের বন্ধুও এক। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে রথ আছে, সে দ্যাবাপৃথিবী এবং লোকসমূহে গমন করে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৪। হে অশ্বিদ্বয়! সহস্র গোসমূহ এবং সহস্র অশ্বসমূহের সাথে আমাদের নিকট এস। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৫। হে অশ্বিদ্বয়! সহস্রসংখ্যক গোসমূহ ও অশ্বসমূহের সাহায্যে আমাদের নিবারণ করো না। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৬। হে অশ্বিদ্বয়! ঊষা শুভ্রবর্ণা, তিনি যজ্ঞবতী, তিনি জ্যোতি নির্মাণ করেন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৭। কুঠারবিশিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ বৃক্ষ ছেদন করে, অত্যন্ত দীপ্তিমান সূর্য সেরূপ তম নিবারণ করেন অতএব অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৮। হে

পরাভবকারী সপ্তবধ্রি ! তুমি কৃষ্ণপেটক মধ্যে আবৃত হয়েছিলে, পরে তাকে নগরের ন্যায় দগ্ধ করেছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক।

টীকা : ১। সপ্তবধ্রি পেটক মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন এবং পরে অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে নির্গত হয়েছিলেন। ৫।৭৮।৫ ঋক দেখুন। ২। বাক্যে যে সানুরাগ অভিমান ও ভর্ৎসনা ব্যক্ত হয়েছে তা লক্ষ্য করার মত।

৭৪ সূক্ত ॥ শেষের তিনটি ঋকের শ্রুতর্বা নামক রাজার দানস্তুতি দেবতা, অপরগুলির অগ্নি দেবতা। গোপবন ঋষি। অনুষ্টুপ্, প্রগাথ, গায়ত্রী ছন্দ।

বিশোবিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্।
অগ্নিং বো দুর্যং বচঃ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ ॥ ১
যং জনাসো হবিষ্মন্তো মিত্রং ন সর্পিরাসুতিম্। প্রশংসন্তি প্রশস্তিভিঃ ॥ ২
পন্যাংসং জাতবেদসং যো দেবতাত্যুদ্যতা। হব্যান্যৈরয়দ্দিবি ॥ ৩
আগন্ম বৃত্রহন্তমং জ্যেষ্ঠমগ্নিমানবম্।
যস্য শ্রুতর্বা বৃহন্নার্ক্ষো অনীক এধতে ॥ ৪
অমৃতং জাতবেদসং তিরস্তমাংসি দর্শতম্। ঘৃতাহবনমীড্যম্ ॥ ৫
সবাধো যং জনা ইমেঽগ্নিং হব্যেভিরীলতে। জুহ্বানাসো যতস্রুচঃ ॥ ৬
ইয়ং তে নব্যসী মতি-রগ্নে অধায্যস্মদা।
মন্দ্র সুজাত সুক্রতোঽমূর দস্মাতিথে ॥ ৭
সা তে অগ্নে শন্তমা চনিষ্ঠা ভবতু প্রিয়া। তয়া বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ ॥ ৮
সা দ্যুম্নৈর্দ্যুম্নিনী বৃহ-দুপোপ শ্রবসি শ্রবঃ। দধীত বৃত্রতূর্যে ॥ ৯
অশ্বমিদ্গাং রথপ্রাং ত্বেষমিন্দ্রং ন সৎপতিম্।
যস্য শ্রবাংসি তূর্বথ পন্যং পন্যং চ কৃষ্টয়ঃ ॥ ১০
যং ত্বা গোপবনো গিরা চনিষ্ঠদগ্নে অঙ্গিরঃ। স পাবক শ্রুধী হবম্ ॥ ১১
যং ত্বা জনাস ঈলতে সবাধো বাজসাতয়ে। স বোধি বৃত্রতূর্যে ॥ ১২
অহং হুবান আর্ক্ষে শ্রুতর্বণি মদচ্যুতি।
শর্ধাংসীব স্তুকাবিনাং মৃক্ষা শীর্ষা চতুর্ণাম্ ॥ ১৩
মাং চত্বার আশবঃ শবিষ্ঠস্য দ্রবিত্নবঃ।
সুরথাসো অভি প্রয়ো বক্ষন্ বয়ো ন তুগ্র্যম্ ॥ ১৪
সত্যমিৎ ত্বা মহেনদি পরুষ্ণ্যব দেদিশম্।
নেমাপো অশ্বদাতরঃ শবিষ্ঠাদস্তি মর্ত্যঃ ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। তোমরা অন্নাভিলাষী, সমস্ত প্রজাগণের অতিথি ও অনেকের প্রিয় অগ্নির স্তুতি সম্পাদন কর, আমি তোমাদের সুখের জন্য স্তোত্রের দ্বারা গূঢ়বাক্য উচ্চারণ করি। ২। যাঁর উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয় এবং লোকে যাঁর উদ্দেশে হব্য দান করে স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করে। ৩। যিনি স্তোতার প্রশংসা করেন, যিনি জাতবেদা এবং যিনি যজ্ঞে প্রদত্ত হব্যসমূহ দ্যুলোকে প্রেরণ করেন। ৪। যাঁর শিখাসমূহে ঋক্ষপুত্র মহান শ্রুতর্বা বর্ধিত হয়েছেন, সে বৃত্রহন্তা জ্যেষ্ঠ এবং মনুষ্যগণের হিতকর অগ্নির নিকট আমি উপস্থিত হয়েছি। ৫। তিনি মরণরহিত, জাতবেদা ও স্তুতিযোগ্য, তিনি তম দূর করেন, তাঁর উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয়। ৬। বাধাবিশিষ্ট এ সকল লোকে যজ্ঞ করে ও স্রুক্ সংযত করে হব্যের দ্বারা তার স্তুতি করে। ৭। হে হৃষ্ট সুজাত সুক্রতু অমূঢ় এবং দর্শনীয় অগ্নি ! আমরা তোমার এ নূতন স্তুতি করলাম। ৮। হে অগ্নি ! এ অত্যন্ত সুখকর, প্রভূত অন্নবিশিষ্ট

ও তোমার প্রিয় হোক। তুমি এ দিয়ে উত্তমরূপে স্তুত হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। ৯। এ প্রচুর অন্নবিশিষ্ট, এ সংগ্রামে অন্নের উপরে প্রভূত অন্ন ধারণ করুক। ১০। যিনি বলপূর্বক শত্রুর অন্ন ও প্রশংসনীয় ধন হিংসা করেন, সে দীপ্ত এবং রথপূরক অগ্নিকে মনুষ্যগণ গমনশীল অশ্বের ন্যায় ও সৎপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরিচর্যা করুন। ১১। হে অগ্নি! গোপবন স্তুতি করাতে, তুমি অন্ন প্রদান করেছ, তুমি সর্বত্র গমনশীল ও পারক, তুমি তার আহ্বান শোন। ১২। লোক বাধাযুক্ত হয়েও অন্নলাভের জন্য তোমার স্তুতি করে, তুমি সংগ্রামে প্রবুদ্ধ হও। ১৩। আমি আহূত হয়ে শত্রুগণের গর্ব খর্বকারী, ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্বা রাজার প্রদত্ত লোমযুক্ত অশ্ব চতুষ্টয়ের উন্নত লোমবিশিষ্ট মস্তক হস্ত দ্বারা মার্জনা করব। ১৪। অত্যন্ত অন্নবিশিষ্ট শ্রুতর্বা রাজার চারটি অশ্ব দ্রুতগামী ও উত্তম রথযুক্ত হয়ে পক্ষীসকল যেরূপ তুগ্রকে বহন করেছিল, সেরূপ অন্ন বহন করছে। ১৫। হে মহানদী পরুষ্ণী (১)! তোমাকে সত্যই বলছি, হে জল! এ সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান শ্রুতর্বা হতে অধিক অশ্ব আর কোন মনুষ্য দান করতে পারেন না।

টীকা ঃ ১। আধুনিক রাবীনদী। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখুন।

৭৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরা পুত্র বিরূপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যুক্ষ্বা হি দেবহূতমাঁ অশ্বাঁ অগ্নে রথীরিব। নি হোতা পূর্ব্যঃ সদঃ॥ ১
উত নো দেব দেবাঁ অচ্ছা বোচো বিদুষ্টরঃ। শ্রদ্বিশ্বা বার্যা কৃধি॥ ২
ত্বং হ যদ্যবিষ্ঠ্য সহসঃ সূনবাহুত। ঋতাবা যজ্ঞিয়ো ভুবঃ॥ ৩
অয়মগ্নিঃ সহস্রিণো বাজস্য শতিনস্পতিঃ। মূর্ধা কবী রয়ীণাম্॥ ৪
তং নেমিমৃভবো যথা নমস্ব সহূতিভিঃ। নেদীয়ো যজ্ঞমঙ্গিরঃ॥ ৫
তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া। বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিম্॥ ৬
কমু ষ্বিদস্য সেনয়াগ্নেরপাকচক্ষসঃ। পণিং গোষু স্তরামহে॥ ৭
মা নো দেবানাং বিশঃ প্রস্নাতীরিবোস্রাঃ। কৃশং ন হাসুরঘ্ন্যাঃ॥ ৮
মা নঃ সমস্য দূঢ্যঃ পরিদ্বেষসো অংহতিঃ। ঊর্মির্ন নাবমা বধীৎ॥ ৯
নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দয়॥ ১০
কুবিৎ সু নো গবিষ্টয়েঽগ্নে সংবেষিষো রয়িম্। উরুকৃদুরু ণস্কৃধি॥ ১১
মা নো অস্মিন্ মহাধনে পরা বর্গ্ভারভৃদ্যথা। সম্বর্গং সং রয়িং জয়॥ ১২
অন্যমস্মদ্ভিয়া ইয়মগ্নে সিষক্তু দুচ্ছুনা। বর্ধা নো অমবচ্ছবঃ॥ ১৩
যস্যাজুষন্নমস্বিনঃ শমীমদুর্মখস্য বা। তং ঘেদগ্নির্বৃধাবতি॥ ১৪
পরস্যা অধি সম্বতোঽবরাঁ অভ্যা তর। যত্রাহমস্মি তাঁ অব॥ ১৫
বিদ্মা হি তে পুরা বয়মগ্নে পিতুর্যথাবসঃ। অধা তে সুম্নমীমহে॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! রথীর ন্যায় তুমি দেবগণের আহ্বানে অত্যন্ত পটু অশ্বগণকে যোজিত কর। তুমি হোতা, তুমি প্রধান হয়ে উপবেশন কর। ২। হে দেব! তুমি দেবগণের নিকট আমাদের বিদ্বানশ্রেষ্ঠ বলে বল এবং সমস্ত বরণীয় হব্য সার্থক কর। ৩। হে যুবতম বলের পুত্র আহূত অগ্নি! তুমি সত্যবান ও যজ্ঞার্হ। ৪। এ অগ্নি শত ও সহস্রসংখ্যক অন্নের স্বামী, শিরোবিশিষ্ট, কবি ও ধনপতি। ৫। হে গমনশীল অগ্নি! ঋভুগণ যেরূপ রথনেমি আনমিত করে, সেরূপ তুমি একত্রে আহূত দেবগণের সাথে অতি নিকটবর্তী যজ্ঞ আনমিত কর। ৬। হে বিরূপ! তুমি নিত্য বাক্য দ্বারা তৃপ্ত ও অভীষ্টবর্ষী অগ্নির স্তুতি কর। ৭। আমরা গাভীগণের জন্য অনল্প চক্ষুবিশিষ্ট, এ অগ্নির শিখাদ্বারা কোন পণির হিংসা

করব। ৮। আমরা দেবগণের পরিচারক, যেরূপ দুগ্ধপ্রদাত্রী গাভীকে পরিত্যাগ করা হয় না, যেরূপ গাভীগণ কৃশ বৎসকে পরিত্যাগ করে না, সেরূপ আমাদের পরিত্যাগ করো না। ৯। সমুদ্রতরঙ্গ যেরূপ নৌকাকে বাধা প্রদান করে, সেরূপ যেন শত্রু সকলের দুষ্ট বুদ্ধি আমাদের বাধা না দেয়। ১০। হে অগ্নিদেব! মনুষ্যগণ বল লাভের জন্য তোমার উদ্দেশে নমস্কার শব্দ উচ্চারণ করে, তুমি বলদ্বারা শত্রুনাশ কর। ১১। হে অগ্নি! আমরা গাভী লাভ করতে পারব বলে তুমি বহুধন দান কর, তুমি সমৃদ্ধিকারী, তুমি আমাদের সমৃদ্ধ কর। ১২। তুমি ভারবাহী ব্যক্তির ন্যায় আমাদের এ সংগ্রামে পরিত্যাগ করো না। তুমি ধন জয় কর, এ শত্রুগণের সাথে ছিন্ন হচ্ছে। ১৩। হে অগ্নি! এ বাধাসমূহ, অন্য লোকের ভয় উৎপাদন করুক, তুমি আমাদের বলোপেত বেগ বর্ধিত কর। ১৪। যে নমস্কারকারীর, অথবা অদৃষ্ট যাগাবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম সেবা করে, তারই নিকট অগ্নি বিশেষরূপে গমন করেন। ১৫। শত্রুসেনা হতে পৃথক সেনাগণকে অভিমুখীন কর, যাদের মধ্যে আমি আছি তাদের রক্ষা কর। ১৬। হে অগ্নি! তুমি পিতা, আমরা পূর্বের ন্যায় এক্ষণে তোমার রক্ষা অবগত আছি, অনন্তর তোমার সুখ যাচ্ঞা করি।

৭৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় কুরুসুতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইমং নু মায়িনং হুব ইন্দ্রমীশানমোজসা। মরুত্বন্তং ন বৃঞ্জসে ॥ ১
অয়মিন্দ্রো মরুৎসখা বি বৃত্রস্যাভিনচ্ছিরঃ। বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ২
বাবৃধানো মরুৎসখেন্দ্রো বি বৃত্রমৈরয়ৎ। সৃজন্ত্সমুদ্রিয়া অপঃ ॥ ৩
অয়ং হ যেন বা ইদং স্বর্মরুত্বতা জিতম্। ইন্দ্রেণ সোমপীতয়ে ॥ ৪
মরুত্বন্তমৃজীষিণ-মোজস্বন্তং বিরপ্শিনং। ইন্দ্রং গীর্ভির্হবামহে ॥ ৫
ইন্দ্রং প্রত্নেন মন্মনা মরুত্বন্তং হবামহে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ৬
মরুত্বাঁ ইন্দ্র মীঢ্বঃ পিবা সোমং শতক্রতো। অস্মিন্ যজ্ঞে পুরুষ্টুত ॥ ৭
তুভ্যেদিন্দ্র মরুত্বতে সুতাঃ সোমাসো অদ্রিবঃ। হৃদা হূয়ন্ত উক্থিনঃ ॥ ৮
পিবেদিন্দ্র মরুৎসখা সুতং সোমং দিবিষ্টিষু। বজ্রং শিশান ওজসা ॥ ৯
উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বী শিপ্রে অবেপয়ঃ। সোমমিন্দ্র চমূ সুতম্ ॥ ১০
অনু ত্বা রোদসী উভে ক্রক্ষমাণমকৃপেতাম্। ইন্দ্র যদ্দস্যুহাভবঃ ॥ ১১
বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতস্পৃশম্। ইন্দাৎ পরি তন্বং মমে ॥ ১২

অনুবাদঃ ১। এ প্রাজ্ঞ ইন্দ্রকে শত্রুছেদনের জন্য আহবান করি, তিনি স্বীয় বলে সকলের স্বামী এবং মরুৎগণবিশিষ্ট। ২। এ ইন্দ্র মরুৎগণে মিলিত হয়ে শত সন্ধিবিশিষ্ট বজ্রদ্বারা বৃত্রের মস্তক ছেদন করেছেন। ৩। ইন্দ্র বর্ধিত ও মরুৎগণে মিলিত হয়ে বৃত্রকে বিদীর্ণ করেছেন এবং অন্তরীক্ষের জল অপসৃত করেছেন। ৪। যিনি মরুৎগণযুক্ত হয়ে সোমপানার্থে এ স্বর্গ জয় করেছেন, ইনিই সে ইন্দ্র। ৫। ইনি মরুৎগণযুক্ত ঋজীষ সোমবিশিষ্ট ওজস্বী এবং মহান—আমরা স্তুতি দ্বারা তাঁকে আহবান করি। ৬। আমরা মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্রকে এ সোমপানার্থে পুরাতন স্তোত্রদ্বারা আহবান করি। ৭। হে সেচনসমর্থ অনেকের আহূত শতক্রতু! তুমি মরুৎগণের সাথে এ যজ্ঞে সোমপান কর। ৮। হে বজ্রবান! তোমার এবং মরুৎগণের জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, উক্থ মন্ত্রোচ্চারণকারী ব্যক্তিগণ অন্তরের সাথে আহবান করছে। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি মরুৎগণের সখা, তুমি আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তিহেতু যজ্ঞে (১) অভিষুত সোম পান কর এবং বলপূর্বক বজ্র তীক্ষ্ণ কর। ১০। তুমি অভিষবণ ফলকে অভিষুত সোমপান করে বলের সাথে উঠে হনুদ্বয়

কম্পিত কর। ১১। তুমি শত্রুগণকে বিনাশ কর, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই তোমার কম্পনা করে, তুমি সর্বদা দস্যুদের বিনাশ কর। ১২। অষ্টদিক ও নবদিকব্যাপী (২) যজ্ঞস্পর্শী স্তুতি ও ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন। আমি সে স্তুতি সম্পাদন করছি।

টীকা ঃ ১। এ স্থানে ও অন্য অনেক স্থানে 'দিবিষ্টষু' শব্দ আছে। যজ্ঞদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ বিশ্বাস এ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। ২। চারদিক ও চারকোণ এবং আদিত্য নিয়ে নবদিক। সায়ণ।

৭৭ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা কুরুসুতি ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী, সতোবৃহতী ছন্দ।

জজ্ঞানো নু শতক্রতুর্বি পৃচ্ছদিতি মাতরম্। ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে ॥ ১
আদীং শবস্যব্রবীদৌর্ণবাভমহীশুবম্। তে পুত্র সন্তু নিষ্টুরঃ ॥ ২
সমিত্তান্বৃত্রহাখিদৎ খে অরাঁ ইব খেদয়া। প্রবৃদ্ধো দস্যুহাভবৎ ॥ ৩
একয়া প্রতিধাপিবৎ সাকং সরাংসি ত্রিংশতম্। ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণুকা ॥ ৪
অভি গন্ধর্বমতৃণদবুধ্নেষু রজঃস্বা। ইন্দ্রো ব্রহ্মভ্য ইদ্বৃধে ॥ ৫
নিরাবিধ্যদ্গিরিভ্য আ ধারয়ৎ পক্বমোদনম্। ইন্দ্রো বুন্দং স্বাততম্ ॥ ৬
শতব্রধ্ন ইষুস্তব সহস্রপর্ণ এক ইৎ। যমিন্দ্র চকৃষে যুজম্ ॥ ৭
তেন স্তোতৃভ্য আ ভর নৃভ্যো নারিভ্যো অত্তবে। সদ্যো জাত ঋভুষ্ঠির ॥ ৮
এতা চ্যৌত্নানি তে কৃতা বর্ষিষ্ঠানি পরীণসা। হৃদা বীড্বধারয়ঃ ॥ ৯
বিশ্বেত্তা বিষ্ণুরাভরদুরুক্রমস্ত্বেষিতঃ।
শতং মহিষান্ ক্ষীরপাকমোদনং বরাহমিন্দ্র এমুষম্ ॥ ১০
তুবিক্ষং তে সুকৃতং সূময়ং ধনুঃ সাধুর্বুন্দো হিরণ্যয়ঃ।
উভা তে বাহু রণ্যা সুসংস্কৃত ঋদূপে চিদৃদুবৃধা ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র জন্মেই বহু কর্মবিশিষ্ট হয়ে মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উগ্র কে এবং প্রসিদ্ধ কে? ২। শবসী তৎক্ষণাৎ বললেন, হে পুত্র! ঔর্ণবাভ, অহিশুভ প্রভৃতি অনেকে আছে, তাদের নিস্তার করা উচিত। ৩। বৃত্রহা ইন্দ্র তাদের রজ্জুদ্বারা, রথচক্রের অরসমূহের ন্যায়, যুগপৎ আকর্ষণ করলেন এবং দস্যুগণকে হনন করে প্রবৃদ্ধ হলেন। ৪। ইন্দ্র, সোমপূর্ণ ত্রিশটি কমনীয় পাত্র যুগপৎ পান করলেন। ৫। ইন্দ্র মূলরহিত অন্তরীক্ষ প্রদেশে স্তুতিকারীকে বৃদ্ধি করবার জন্য চারদিক হতে মেঘকে হিংসা করলেন। ৬। এ ইন্দ্র পক্ক অন্ন নির্মাণ করে বিস্তৃত বাণ গ্রহণ করে মেঘ সকলকে বিদ্ধ করলেন। ৭। হে ইন্দ্র! তোমার একমাত্র বাণ শতাগ্রবিশিষ্ট এবং সহস্র পত্রবিশিষ্ট, তুমি এ বাণকেই সহায় কর। ৮। স্তুতিকারী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আহারার্থে সে বাণদ্বারা প্রভূত ধন আহরণ কর, জাতমাত্রেই প্রভূত এবং স্থির হও। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি এ সকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ ও চতুর্দিকে পরিণত পর্বত নির্মাণ করেছ, বুদ্ধিতে এদের স্থিরভাবে ধারণ কর। ১০। হে ইন্দ্র! তোমার যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তা প্রদান করছেন। তিনি উরুগতিবিশিষ্ট ও তোমার দ্বারা প্রেরিত (১)। ইন্দ্র শত মহিষ ক্ষীর পক্ক অন্ন ও বরাহ দান করেছেন। ১১। তোমার ধনু বহু বাণক্ষেপী, সুনির্মিত ও সুখকর, তোমার বাণ কার্যসাধন ক্রমেও স্বর্ণময়, তোমার বাহুদ্বয় রমণীয় এবং মর্মভেদী, ওরা সুসংস্কৃত ও যজ্ঞবর্ধক।

৭৮ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা । কুরুসুতি ঋষি । গায়ত্রী, বৃহতী ছন্দ ।

পুরোলাশং নো অন্ধস ইন্দ্র সহস্রমা ভর । শতা চ শূর গোনাম্ ॥ ১
আ নো ভর ব্যঞ্জনং গামশ্বমভ্যঞ্জনম্ । সচা মনা হিরণ্যয়া ॥ ২
উত নঃ কর্ণশোভনা পুরূণি ধৃষ্ণবা ভর । ত্বং হি শৃণ্বিষে বসো ॥ ৩
নকীং বৃধীক ইন্দ্র তে ন সুষা ন সুদা উত । নান্যস্ত্বচ্ছূর বাঘতঃ ॥ ৪
নকীমিন্দ্রো নিকর্তবে ন শক্রঃ পরিশক্তবে । বিশ্বং শৃণোতি পশ্যতি ॥ ৫
স মন্যুং মর্ত্যানামদব্ধো নি চিকীষতে । পুরা নিদশ্চিকীষতে ॥ ৬
ক্রত্বঃ ইৎপূর্ণমুদরং তুরস্যাস্তি বিধতঃ । বৃত্রঘ্নঃ সোমপাব্নঃ ॥ ৭
ত্বে বসূনি সঙ্গতা বিশ্বা চ সোম সৌভগা । সুদাত্বপরিহ্বৃতা ॥ ৮
ত্বামিদ্যবয়ুর্মম কামো গব্যুর্হিরণ্যয়ুঃ । ত্বামশ্বয়ুরেষতে ॥ ৯
তবেদিন্দ্রাহমাশসা হস্তে দাত্রং চনা দদে ।
দিনস্য বা মঘবন্ত্সম্ভৃতস্য বা পূর্ধি যবস্য কাশিনা ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১ । হে শূর ইন্দ্র ! পুরোডাস নামক অন্ন আহার করে শত এবং সহস্র গাভী দান কর । ২ । হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদের গো এবং অশ্ব প্রদান কর, মনোহর হিরণ্ময় অলঙ্কার যুগপৎ প্রদান কর । ৩ । হে শত্রুপরাজয়কারী, বাসপ্রদ ইন্দ্র ! তোমারই কথা শুনা যায় তুমি আমাদের বহুসংখ্যক কর্ণাভরণ প্রদান কর । ৪ । হে শূর ইন্দ্র ! তুমি ছাড়া অন্য বর্ধনকারী কেউ নেই, তোমা অপেক্ষা উত্তম ভাগকারী অথবা উত্তম দাতা নেই, ঋত্বিকগণের নেতাও নেই । ৫ । ইন্দ্র কাকেও অবজ্ঞা করেন না, তিনি পরিভূত হন না, তিনি সমস্ত জগৎ দর্শন করেন এবং শোনেন । ৬ । ইন্দ্র মনুষ্যদের অহিংসিত, তিনি ক্রোধকে মনে স্থান দেন না, নিন্দার পূর্বেই স্থান নেই । ৭ । ত্বরান্বিত বৃত্রঘাতী সোমপায়ী ইন্দ্রের উদর পরিচর্যাকারীর কর্ম দ্বারাই পূর্ণ আছে । ৮ । হে ইন্দ্র ! সমস্ত ধন তোমাতে সঙ্গত হয়েছে, হে সোমপায়ী ! সমস্ত সৌভাগ্য সঙ্গত হয়েছে, সুদান সর্বদাই কুটিলতা রহিত । ৯ । আমার মন যবাভিলাষী, গবাভিলাষী, হিরণ্যাভিলাষী ও অশ্বাভিলাষী হয়ে তোমারই নিকট যাচ্ছে । ১০ । হে ইন্দ্র । আমি তোমার আশাতেই হস্তে দাত্র (১) ধারণ করছি, হে মঘবন ! পূর্বছিন্ন অথবা পূর্ব সংগৃহীত যবের মুষ্টি পূর্ণ কর ।

টীকা ঃ ১ । 'দাত্র' শব্দের অর্থ শস্য কাটবার কাস্তে ।

৭৯ সূক্ত ।। সোম দেবতা । কৃত্নু ঋষি । গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

অয়ং কৃত্নুরগৃভীতো বিশ্বজিদুদ্ভিদিৎ সোমঃ । ঋষির্বিপ্রঃ কাব্যেন ॥ ১
অভ্যূর্ণোতি যন্নগ্নং ভিষক্তি বিশ্বং যত্তুরং । প্রেমন্ধঃ খ্যন্নিঃ শ্রোণো ভূৎ ॥ ২
ত্বং সোম তনূকৃদ্ভ্যো দ্বেষোভ্যোহন্যকৃতেভ্যঃ । উরু যন্তাসি বরূথম্ ॥ ৩
ত্বং চিত্তী তব দক্ষৈর্দিব আ পৃথিব্যা ঋজীষিন্ । যাবীরঘস্য চিদ্দ্বেষঃ ॥ ৪
অর্থিনো যন্তি চেদর্থং গচ্ছানিদ্দদুষো রাতিম্ । ববৃজ্যুস্তৃষ্যতঃ কামম্ ॥ ৫
বিদদ্যৎপূর্ব্যং নষ্টমুদীমৃতায়ুমীরয়ৎ । প্রেমায়ুস্তারীদতীর্ণম্ ॥ ৬
সুশেবো নো মৃলয়াকুরদৃপ্তক্রতুরবাতঃ । ভবা নঃ সোম শং হৃদে ॥ ৭
মা নঃ সোম সং বীবিজো মা বি বীভিষথা রাজন্ । মা নো হার্দি ত্বিষা বধীঃ ॥ ৮
অব যৎস্বে সধস্থে দেবানাং দুর্মতীরীক্ষে ।
রাজন্নপ দ্বিষঃ সেধ মীঢ্বো অপ স্রিধঃ সেধ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১ । এ সোম কর্তা, কেউ একে গ্রহণ করতে পারে না, ইনি বিশ্বজেতা

এবং উদ্ভিদ। ইনি ঋষি, মেধাবী এবং স্তুতিযোগ্য। ২। যা নগ্ন, ইনি তা আচ্ছাদিত করেন, যা রুগ্ন ইনি তা আরোগ্য করেন, সন্নদ্ধ হয়েও দর্শন করেন, পঙ্গু হয়েও গমন করেন। ৩। হে সোম! তুমি শরীর কৃশকারী, অন্যকৃত অপ্রিয় কার্য হতে রক্ষা কর। ৪। হে ঋজীষ সোমবান! তুমি প্রজ্ঞা ও বলের দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীর সকাশ হতে আমাদের শত্রুর কার্য পৃথক কর। ৫। ধনাভিলাষিগণ যদি ধনীর নিকট গমন করে, দাতার দান প্রাপ্ত হয়, ভিক্ষুকের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়। ৬। যখন পুরাণ নষ্ট ধন লাভ করে তখনই যজ্ঞাভিলাষীকে প্রেরণ করে এবং দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ৭। হে সোম! তুমি আমাদের হৃদয়ে সুন্দর সুখকর যজ্ঞসম্পাদক নিশ্চল এবং মঙ্গলকর। ৮। হে সোম! তুমি আমাদের চঞ্চলাঙ্গ করো না, হে রাজন! তুমি আমাদের ভীত করো না, আমাদের হৃদয় দীপ্তিদ্বারা বধ করো না। ৯। তোমার গৃহে দেবগণের দুর্মতি যেন না প্রবেশ করে, হে রাজা! শত্রুদের দূর কর, হে সোমসেকী! হিংসকদের বিনাশ কর।

৮০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। নোধার পুত্র একদ্যু ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নহ্যন্যং বলাকরং মর্ডিতারং শতক্রতো। ত্বং ন ইন্দ্র মৃলয় ॥ ১
যো নঃ শশ্বৎ পুরাবিথামৃধ্রো বাজসাতয়ে। স ত্বং ন ইন্দ্র মৃলয় ॥ ২
কিমঙ্গ রধ্রচোদনঃ সুন্বানস্যাবিতেদসি। কুবিৎ স্বিন্দ্র ণঃ শকঃ ॥ ৩
ইন্দ্র প্র ণো রথমব পশ্চাচ্চিৎসন্তমদ্রিবঃ। পুরস্তাদেনং মে কৃধি ॥ ৪
হন্তো নু কিমাসসে প্রথমং নো রথং কৃধি। উপমং বাজয়ু শ্রবঃ ॥ ৫
অবা নো বাজয়ুং রথং সুকরং তে কিমিৎপরি। অস্মান্ত্সু জিগ্যুষস্কৃধি ॥ ৬
ইন্দ্র দৃহ্যস্ব পুরসি ভদ্রা ত এতি নিষ্কৃতম্। ইয়ং ধীঋর্ত্বিয়াবতী ॥ ৭
মা সীমবদ্য আ ভাগুর্বী কাষ্ঠা হিতং ধনম্। অপাবৃক্তা অরত্নয়ঃ ॥ ৮
তুরীয়ং নাম যজ্ঞিয়ং যদা করস্তদুশ্মসি। আদিৎপতির্ন ওহসে ॥ ৯
অবীবৃধদ্বো অমৃতা অমন্দীদেকদ্যুর্দেবা উত যাশ্চ দেবীঃ।
তস্মা উ রাধঃ কৃণুত প্রশস্তং প্রাতর্মক্ষু ধিরাবসুর্জগম্যাৎ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমা ভিন্ন সুখদাতাকে বহুমান প্রদান করি না। হে শতক্রতু! তুমি আমাদের সুখী কর। ২। যে অহিংসক ইন্দ্র পূর্বে আমাদের অন্ন লাভার্থে রক্ষা করেছেন, তিনি আমাদের সর্বদা সুখী করুন। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি আরাধীকে প্রবর্তিত কর, তুমি অভিষবনকারীর রক্ষক, অতএব তুমি আমাদের বহুধন প্রদান কর। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পশ্চাৎ অবস্থিত রথকে রক্ষা কর, হে বজ্রবান! একে সম্মুখভাগে আন। ৫। হে হন্তা ইন্দ্র! তুমি এক্ষণে কেন শব্দ শূন্য হয়ে আছ, আমাদের রথকে প্রদান কর, অন্নাভিলাষী হয়ে অন্ন সমীপবর্তী করে দাও। ৬। হে ইন্দ্র! আমাদের অন্নাভিলাষী রথকে রক্ষা কর। তোমার কি কর্তব্য আছে? আমাদের সংগ্রামে সর্বতোভাবে জয়শীল কর। ৭। হে ইন্দ্র! দৃঢ় হও, তুমি নগরের ন্যায় মঙ্গলময়ী, স্তুতি ক্রিয়া যথাকালে তোমার নিকট গমন করে, তুমি যজ্ঞনিষ্পাদক। ৮। নিন্দাভাক ব্যক্তি যেন আমাদের নিকট উপস্থিত না হয়, বিস্তীর্ণ দিকসমূহে নিহিত ধন আমাদের হোক, শত্রুসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হোক। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি যখন যজ্ঞসম্বন্ধীয় চতুর্থ নাম ধারণ করেছ, তখনই আমরা তা কামনা করেছি, তুমিই আমাদের পালক, তুমিই আমাদের প্রতিপালন করছ। ১০। হে মরণরহিত দেবগণ! একদ্যু ঋষি তোমাদের ও দেবপত্নীগণকে

বর্ধিত করছেন, তৃপ্ত করছেন, তার উদ্দেশে প্রচুর ধন দান কর, কর্মধন ইন্দ্র প্রাতঃকালেই দ্রুত আগমন করুন।

৮১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় কুসীদী ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সং গৃভায়। মহাহস্তী দক্ষিণেন ॥ ১
বিদ্মা হি ত্বা তুবিকূর্মিং তুমিদেষ্ণং তুবীমঘম্। তুবিমাত্রমবোভিঃ ॥ ২
নহি ত্বা শূর দেবা ন মর্তাসো দিৎসন্তম্। ভীমং ন গাং বারয়ন্তে ॥ ৩
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবামেশানং বস্বঃ স্বরাজম্। ন রাধসা মর্ধিষন্নঃ ॥ ৪
প্র স্তোষদুপ গাসিষচ্ছ্রবৎসাম গীয়মানম্। অভি রাধসা জুগুরৎ ॥ ৫
আ নো ভর দক্ষিণেনাভি সব্যেন প্র মৃশ। ইন্দ্র মা নো বসোর্নির্ভাক্ ॥ ৬
উপ ক্রমস্বা ভর ধৃষতা ধৃষ্ণো জনানাম্। অদাশূষ্টরস্য বেদঃ ॥ ৭
ইন্দ্র য উ নু তে অস্তি বাজো বিপ্রেভিঃ সনিত্বঃ। অস্মাভিঃ সু তং সনুহি ॥ ৮
সদ্যোজুবস্তে বাজা অস্মভ্যং বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ। বশৈশ্চ মক্ষূ জরন্তে ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ! তুমি মহাহস্তবিশিষ্ট, তুমি আমাদের দেবার জন্য শব্দবান বিচিত্র গ্রহণযোগ্য ধন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর। ২। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমায় জানি, তুমি বহুকর্মা বহুদাতা বহুধনবান এবং বহুরক্ষাযুক্ত। ৩। হে শূর ইন্দ্র ! তুমি দান করতে ইচ্ছা করলে দেবগণ ও মনুষ্যগণ ভয়ঙ্কর বৃষভের ন্যায় তোমাকে নিবারণ করতে পারে না। ৪। তোমরা আগমন কর, ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি স্বয়ং দীপ্যমান ধনের অধিপতি, ধনের দ্বারা অন্য ধনীর ন্যায় যেন বাধা প্রদান না করেন। ৫। ইন্দ্র তোমাদের স্তুতির প্রশংসা করুন এবং তদনুরূপ গান করুন, তিনি সামস্তোত্র শুনুন, ধনযুক্ত হয়ে আমাদের অনুগ্রহ করুন। ৬। হে ইন্দ্র ! আমাদের জন্য এস, বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে দান কর, আমাদের ধন হতে পৃথক করো না। ৭। হে ইন্দ্র ! তুমি ধনের গমন কর, হে শত্রু অভিভবকারী ! তুমি সাহঙ্কার মনে জনমধ্যে যে অত্যন্ত অদাতা, তার ধন আহরণ কর। ৮। হে ইন্দ্র ! বিপ্রগণের ভজনীয়, তোমার যে ধন আছে, যাচিত হয়ে আমাদের প্রদান কর। ৯। হে ইন্দ্র ! তোমার অন্ন আমাদের নিকট শীঘ্র আসুক, সে অন্ন সকলের প্রীতিকর। আমাদের স্তোতা সকল নানা অভিলাষযুক্ত হয়ে শীঘ্র তোমাকে স্তুতি করছে।

৮২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বপুত্র কুসীদী ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ প্র দ্রব পরাবতোঽর্বাবতশ্চ বৃত্রহন্। মধ্বঃ প্রতি প্রভর্মণি ॥ ১
তীব্রাঃ সোমাস আ গহি সুতাসো মাদয়িষ্ণবঃ। পিবা দধৃগ্যথোচিষে ॥ ২
ইষা মন্দস্বাদু তেঽরং বরায় মন্যবে। ভুবত্ত ইন্দ্র শং হৃদে ॥ ৩
আ ত্বশত্রবা গহি ন্যুক্থানি চ হূয়সে। উপমে রোচনে দিবঃ ॥ ৪
তুভ্যায়মদ্রিভিঃ সুতো গোভিঃ শ্রীতো মদায় কম্। প্র সোম ইন্দ্র হূয়তে ॥ ৫
ইন্দ্র শ্রুধি সু মে হবমস্মে সুতস্য গোমতঃ। বি পীতিং তৃপ্তিমশ্নুহি ॥ ৬
য ইন্দ্র চমসেষ্বা সোমশ্চমূষু তে সুতঃ। পিবেদস্য ত্বমীশিষে ॥ ৭
যো অপ্সু চন্দ্রমা ইব সোমশ্চমূষু দদৃশে। ত্বমীশিষে ॥ ৮
যং তে শ্যেনঃ পদাভরত্তিরো রজাংস্যস্পৃতম্। পিবেদস্য ত্বমীশিষে ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে বৃত্রহন ! যজ্ঞস্থ মধুর জন্য দূরদেশ হতে ও সমীপদেশ হতে

এস। ২। তীব্র মদকর সোম অভিষুত হয়েছে, এস, পান কর এবং মত্ত হয়ে তার সেবা কর। ৩। সোমরূপ অন্নদ্বারা মত্ত হও। এ তোমার শত্রুনিবারক ক্রোধের জন্য পর্যাপ্ত হোক। তোমার হৃদয়ে সোম সুখকর হোক। ৪। হে শত্রুরহিত! শীঘ্র এস, যেহেতু তুমি দ্যুলোক হতে দীপ্যমান সমীপস্থ যজ্ঞ প্রদেশে উকথমন্ত্রদ্বারা আহূত হচ্ছে। ৫। হে ইন্দ্র! এ সোম প্রস্তরদ্বারা অভিষুত এবং গব্যদ্বারা মিশ্রিত হয়ে তোমার আনন্দার্থে আহূত হচ্ছে। ৬। হে ইন্দ্র! আমার আহ্বান শোন, আমাদের অভিষুত ও গব্যযুক্ত সোম পান কর এবং বিবিধ তৃপ্তিলাভ কর। ৭। হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম চমস ও চমূ নামক পাত্রে আছে, তা পান কর। তুমি ঈশ্বর, অতএব পান কর। ৮। জলের মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় চমূর মধ্যে যে সোম দৃষ্ট হয়, তুমি ঈশ্বর তা পান কর। ৯। শ্যেনপক্ষী অন্তরিক্ষ তিরস্কৃত করে পদদ্বারা যে সোম আহরণ করেছিল, হে ইন্দ্র! তুমি ঈশ্বর, তুমি তা পান কর (১)।

টীকা: ১। যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে উক্ত আছে, যে গায়ত্রী শ্যেনরূপ ধারণ করে পদদ্বয়ে সোম এনেছিলেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, শ্যেনপক্ষী যে গায়ত্রী রূপ ধরেছিল, সে উপাখ্যান ঋগ্বেদে নেই, পরে কল্পিত হয়েছে।

৮৩ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। কুসীদী ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

দেবানামিদবো মহত্তদা বৃণীমহে বয়ম্। বৃষ্ণামস্মভ্যমূতয়ে ॥ ১
তে নঃ সন্তু যুজঃ সদা বরুণো মিত্রো অর্যমা। বৃধাসশ্চ প্রচেতসঃ ॥ ২
অতি নো বিষ্পিতা পুরু নৌভিরপো ন পর্যথ। যূয়মৃতস্য রথ্যঃ ॥ ৩
বামং নো অস্ত্বর্যমন্বামং বরুণ শংস্যম্। বামং হ্যাবৃণীমহে ॥ ৪
বামস্য হি প্রচেতস ঈশানাসো রিশাদসঃ। নেমাদিত্যা অঘস্য যৎ ॥ ৫
বয়মিদ্বঃ সুদানবঃ ক্ষিয়ন্তো যান্তো অধ্বন্না। দেবা বৃধায় হূমহে ॥ ৬
অধি ন ইন্দ্রৈষাং বিষ্ণো সজাত্যানাম্। ইতা মরুতো অশ্বিনা ॥ ৭
প্র ভ্রাতৃত্বং সুদানবোঽধ দ্বিতা সমান্যা। মাতুর্গর্ভে ভরামহে ॥ ৮
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানব ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা অভিদ্যবঃ। অধা চিদ্ব উত ব্রুবে ॥ ৯

অনুবাদ: ১। হে দেবগণ! দেবগণের কামবর্ষী, সে মহারক্ষা আমাদের পালনার্থে প্রার্থনা করছি। ২। হে দেবগণ! বরুণ, মিত্র, অর্যমা সর্বদা আমাদের সহায় হোন, তাঁরা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান ও আমাদের বর্ধক হোন। ৩। হে সত্যের নেতা দেবগণ! নৌকাদ্বারা জলের ন্যায় আমাদের বিস্তৃত বহু শত্রুসেনা হতে পারে নিয়ে যাও। ৪। হে অর্যমা! ভজনীয় ধন আমাদের হোক। হে বরুণ! প্রশংসনীয় ধন আমাদের হোক। আমরা ভজনীয় ধন প্রার্থনা করি। ৫। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত শত্রুভক্ষক! তোমরা ভজনীয় ধনের ঈশ্বর। হে আদিত্যগণ! যা পাপিষ্ঠের তা আমার নিকট উপস্থিত হোক। ৬। হে সুন্দরদানশীল দেবগণ! আমরা গৃহেই থাকি অথবা পথে গমন করি, আমরা হব্যবর্ধনার্থে তোমাদের আহ্বান করি। ৭। হে ইন্দ্র। হে বিষ্ণু! হে মরুৎগণ! হে অশ্বিদ্বয়! এক জাতীয়গণের মধ্যে আমাদেরই নিকট এস। ৮। হে সুন্দরদানশীলগণ! অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের এবং পরে তোমাদের মাতৃগর্ভে দুটি দুটি করে জন্ম গ্রহণ করায় যে ভ্রাতৃত্ব আছে, তাই প্রকাশ করব। ৯। তোমরা সুদানশীল, ইন্দ্র তোমাদের জ্যেষ্ঠ, তোমরা দীপ্তিযুক্ত, তোমরা যজ্ঞে অবস্থিত কর। অনন্তর আমি তোমাদের স্তব করছি।

৮৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কবির পুত্র উশনা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্। অগ্নিং রথং ন বেদ্যম্ ॥ ১
কবিমিব প্রচেতসং যং দেবাসো অধ দ্বিতা। নি মর্ত্যেষ্বাদধুঃ ॥ ২
ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄঃ পাহি শৃণুধী গিরঃ। রক্ষা তোকমুত ত্মনা ॥ ৩
কয়া তে অগ্নে অঙ্গির ঊর্জো নপাদুপস্তুতিম্। বরায় দেব মন্যবে ॥ ৪
দাশেম কস্য মনসা যজ্ঞস্য সহসো যহো.। কদু বোচ ইদং নমঃ ॥ ৫
অধা ত্বং হি নস্করো বিশ্ব অস্মভ্যং সুক্ষিতীঃ। বাজদ্রবিণসো গিরঃ ॥ ৬
কস্য নূনং পরীণসো ধিয়ো জিন্বসি দম্পতে। গোষাতা যস্য তে গিরঃ ॥ ৭
তং মর্জয়ন্ত সুক্রতুং পুরোযাবানমাজিষু। স্বেষু ক্ষয়েষু বাজিনম্ ॥ ৮
ক্ষেতি ক্ষেমেভিঃ সাধুভির্নকির্যং ঘ্নন্তি হন্তি যঃ। অগ্নে সুবীর এধতে ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। প্রিয়তম অতিথিও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করছি। ২। দেবগণ যে অগ্নিকে প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্যগণের মধ্যে দু প্রকারে স্থাপিত করেছেন। ৩। হে সর্ব কনিষ্ঠ! হব্যদায়ীর লোক সকলকে পালন কর, স্তুতি শোন, স্বয়ংই সন্তানগণকে রক্ষা কর। ৪। হে অঙ্গিরা! হে বলের পুত্র! হে দেব! তুমি সকলের বরণীয় ও শত্রুদের অভিগামী, কিরূপ বাক্যে তোমার স্তুতি করব? ৫। হে বলের পুত্র! কীদৃশ যজমানের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা হব্য দান করব এবং কখনই বা এ নমস্কার উচ্চারণ করব। ৬। তুমিই আমাদের উদ্দেশে আমাদের সমস্ত স্তুতিকেই উত্তম-গৃহবিশিষ্ট ও অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট কর। ৭। হে দম্পতি অগ্নি (১)! তুমি এক্ষণে কীদৃশ ব্যক্তির বহুকর্ম প্রীত কর। তোমার স্তুতি ধন লাভের। ৮। যজমানগণ আপনার গৃহে সুন্দর প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, সুকর্মযুক্ত, যুদ্ধে অগ্রগামী, বলবান অগ্নির পরিচর্যা করে। ৯। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি সাধু পালনের সাথে স্বগৃহে বাস করে, যাকে কেউ হিংসা করতে পারে না, যিনি শত্রুকে হিংসা করেন, তিনিই সুন্দর পুত্রাদিযুক্ত হয়ে বর্ধিত হন।

টীকা ঃ ১। গার্হপত্য অগ্নি জায়াপতি স্বরূপ।

৮৫ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। আঙ্গিরস কৃষ্ণ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ মে হবং নাসত্যাশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ১
ইমং মে স্তোমমশ্বিনেমং মে শৃণুতং হবম্। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ২
অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনা হবতে বাজিনীবসূ। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩
শৃনুতং জরিতুর্হবং কৃষ্ণস্য স্তুবতো নরা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৪
ছর্দির্যন্তমদাভ্যং বিপ্রায় স্তুবতে নরা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৫
গচ্ছতং দাশুষো গৃহমিত্থা স্তুবতো অশ্বিনা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৬
যুঞ্জাথাং রাসভং রথে বীড্বঙ্গে বৃষণ্বসূ। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৭
ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা রথেনা যাতমশ্বিনা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৮
নূ মে গিরো নাসত্যাশ্বিনা প্রাবতং যুবম্। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার আহ্বান শুনে মদকর সোম পানার্থে আমাদের যজ্ঞে এস। ২। হে অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থে আমাদের স্তোত্র শোন। আমাদের আহ্বান শোন। ৩। হে অন্নযুক্ত ধনবান অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থে এ কৃষ্ণ ঋষি তোমাকে আহ্বান করছে। ৪। হে

নেতাদ্বয়! স্তোত্রশীল স্তুতিকারী কৃষ্ণের আহ্বান মদকর সোম পানার্থে শোন। ৫। হে নেতাদ্বয়! মদকর সোম পানার্থে বিপ্র স্তুতিকারী কৃষ্ণকে অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! এ প্রকারে স্তুতিকারী হব্যদাতার গৃহের উদ্দেশে মদকর সোম পানার্থে এস। ৭। হে বর্ষণশীল ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থে দৃঢ়াঙ্গ রথে রাসভ যোজিত কর। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! তিনটি বন্ধুরবিশিষ্ট ত্রিকোণ রথে মদকর সোম পানার্থে এস। ৯। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থে আমার স্তুতি বাক্যের প্রতি তোমরা শীঘ্র এস।

৮৬ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় ঋষি। জগতী ছন্দ। (১)

উভা হি দস্রা ভিষজা ময়োভুবোভা দক্ষস্য বচসো বভূবথুঃ।
তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ১
কথা নূনং বাং বিমনা উপ স্তুবদ্যুবং ধিয়ং দদথুর্বস্য ইষ্টয়ে।
তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ২
যুবং হি ষ্মা পুরুভুজেমমেধতুং বিষ্ণাপ্বে দদথুর্বস্য ইষ্টয়ে।
তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ৩
উত ত্যং বীরং ধনসামৃর্জীষিণং দূরে চিৎসন্তমবসে হবামহে।
যস্য স্বাদিষ্ঠা সুমতিঃ পিতুর্যথা মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ৪
ঋতেন দেবঃ সবিতা শমায়ত ঋতস্য শৃঙ্গমুর্বিয়া বি পপ্রথে।
ঋতং সাসাহ মহি চিৎপৃতন্যতো মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ৫

অনুবাদঃ ১। হে দস্র ভিষকদ্বয়! তোমরা উভয়ে সুখকর। তোমরা দক্ষের স্তুতিকালে উপস্থিত ছিলে। তোমাদের বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করছেন। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! বিমনা নামক ঋষি পূর্বকালে কি প্রকারে তোমাদের স্তুতি করেছিলেন, যে তোমরা ধনলাভার্থে মন করেছিলে। সে তোমাদের বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করছে! আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর। ৩। হে অনেকের পালক অশ্বিদ্বয়! বিষ্ণাপুর উৎকৃষ্ট ধনবাঞ্ছা পূরণার্থে তোমরা তাঁকে ধন বৃদ্ধি প্রদান কর। সে তোমাদের বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! বীর, ধনভোগী, অভিষুতসোমযুক্ত, দূরে স্থিত বিষ্ণাপুকে আহ্বান করছি, পিতার ন্যায় তার সুস্তুতি অত্যন্ত স্বাদু। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! সবিতাদেব সত্যদ্বারা রশ্মি সংযত করেন। পরে সত্যের শৃঙ্গকে বিশেষরূপে প্রথিত করেন। সত্যই তিনি সেনাযুক্ত শত্রুর অভিভব করেন। সত্যদ্বারা আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর।

টীকাঃ ১। কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় নামক ঋষির পুত্র বিষ্ণাপু বিনষ্ট হলে, অশ্বিদ্বয় সে নষ্ট পুত্র এনে দিয়েছিলেন, তা আমরা পূর্বে দেখেছি। ১।১১৬।২৩ ও ১।১১৭।৭ ঋক দেখুন।

৮৭ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠের পুত্র দ্যুম্নীক, অথবা অঙ্গিরার পুত্র প্রিয়মেধা ঋষি, অথবা কৃষ্ণই ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

দ্যুম্নী বাং স্তোমো অশ্বিনা ক্রিবির্ন সেক আ গতম্।
মধ্বঃ সুতস্য স দিবি প্রিয়ো নরা পাতং গৌরাবিবেরিণে ॥ ১

পিবতং ঘর্মং মধুমন্তমশ্বিনা বর্হিঃ সীদতং নরা।
তা মন্দসানা মনুষো দুরোণ আ নি পাতং বেদসা বয়ঃ ॥ ২
আ বাং বিশ্বাভিরূতিভিঃ প্রিয়মেধা অহূষত।
তা বর্তির্যাতমুপ বৃক্তবর্হিষো যুষ্টং যজ্ঞং দিবিষ্টিষু ॥ ৩
পিবতং সোমং মধুমন্তমশ্বিনা বর্হিঃ সীদতং সুমৎ।
তা বাবৃধানা উপ সুষ্টুতিং দিবো গন্তং গৌরাবিবেরিণম্ ॥ ৪
আ নূনং যাতমশ্বিনাশ্বেভিঃ প্রুষিতপ্সুভিঃ।
দস্রা হিরণ্যবর্তনী শুভস্পতী পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ৫
বয়ং হি বাং হবামহে বিপন্যবো বিপ্রাসো বাজসাতয়ে।
তা বল্গূ দস্রা পুরুদংসসা ধিয়াশ্বিনা শ্রুষ্ট্যা গতম্ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে অশ্বিদ্বয়! দ্যুম্নীক তোমার স্তোতা. বর্ষাকালে কূপের ন্যায় তোমরা এস। হে নেতাদ্বয়! এ স্তোতা দ্যুতিমান যজ্ঞে অভিষুত মদকর সোমের প্রিয়তম। অতএব গৌরমৃগ যেরূপ তড়াগাদির জল পান করে. সেরূপ অভিসুত সোম পান কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! রসবান, ক্ষরণশীল সোম পান কর। হে নেতাদ্বয়! যজ্ঞে উপবেশন কর। মনুষ্যের গৃহে প্রমত্ত হয়ে তোমরা হব্যের সাথে সোম পান কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! প্রিয়মেধা যজমান সমস্ত রক্ষার সাথে তোমাদের আহ্বান করছেন। যে বর্হি আস্তৃত করেছে, সে যজমানের সর্বদেব সেবিত হবির উদ্দেশে তোমরা প্রাতঃকালে গৃহে এস। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! রসবান সোম তোমরা পান কর, পরে সুন্দর বর্হিতে উপবেশন কর, পরে প্রবৃদ্ধ হয়ে গৌরমৃগদ্বয় যেরূপ তড়াগাদিতে গমন করে, সেরূপ স্বর্গ হতে আমাদের স্তুতি অভিমুখে এস। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্নিগ্ধ রূপবান অশ্বের সাথে ইদানীং এস। হে দর্শনীয় সুবর্ণময় রথযুক্ত, জলের পালক, যজ্ঞের বর্ধক অশ্বিদ্বয়! সোম পান কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা স্তোতা ও বিপ্র, আমরা অন্নলাভার্থে তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা সুন্দর গমনশীল ও বহুকর্মা। আমাদের স্তুতিদ্বারা আহূত হয়ে শীঘ্র এস।

৮৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গোতম নোধা ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ১
দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীভিরাবৃতং গিরিং ন পুরুভোজসম্।
ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং মক্ষু গোমন্তমীমহে ॥ ২
ন ত্বা বৃহন্তো অদ্রয়ো বরন্ত ইন্দ্র বীলবঃ।
যদ্দিৎসসি স্তুবতে মাবতে বসু নকিষ্টদা মিনাতি তে ॥ ৩
যোদ্ধাসি ক্রত্বা শবসোত দংসনা বিশ্বা জাতাভি মজ্মনা।
আ ত্বায়মর্ক উতয়ে ববর্তিত যং গোতমা অজীজনন্ ॥ ৪
প্র হি রিরিক্ষ ওজসা দিবো অন্তেভ্যস্পরি।
ন ত্বা বিব্যাচ রজ ইন্দ্র পার্থিবমনু স্বধাং ববক্ষিথ ॥ ৫
নকিঃ পরিষ্টির্মঘবন্মঘস্য তে যদ্দাশুষে দশস্যসি।
অস্মাকং বোধ্যুচথস্য চোদিতা মংহিষ্ঠো বাজসাতয়ে ॥ ৬

অনুবাদ : ১। গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেরূপ বৎসকে আহ্বান করে, সেরূপ দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখ দূর কর। সোমরস পানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা

আমরা আহ্বান করছি। ২। ইন্দ্র দীপ্তির নিবাসস্থানস্বরূপ, স্বর্গে নিবাসকারী, উত্তম দানযুক্ত, পর্বতের ন্যায় বলের দ্বারা আবৃত ও বহুলোকের ভোজয়িতব্য। ইন্দ্রের নিকট শব্দবান শত ও সহস্রসংখ্যক ধনযুক্ত, গোযুক্ত অন্ন যাচ্ঞা করি। ৩। হে ইন্দ্র! বৃহৎ ও দৃঢ় পর্বত সকলও তোমাকে নিবারণ করতে পারে না, আমার মত স্তোতাকে যে ধন দিতে ইচ্ছা কর, কেউই তা হিংসা করতে পারে না। ৪। হে ইন্দ্র! কর্ম ও বলদ্বারা তুমি শত্রুদের বিনাশক, তুমি আপনার কর্ম এবং বলের দ্বারা সমস্ত জাত বস্তুকে অভিভব কর। অর্চনামন্ত্র রক্ষার্থে তোমায় আবর্তিত করছে, গোতমগণ তোমাকে আবির্ভূত করেছেন। ৫। হে ইন্দ্র! দ্যুলোকের পর্যন্ত প্রদেশ হতেই তুমি সকলের প্রধান। পার্থিব লোক তোমায় ব্যস্ত করতে পারে না। তুমি আমাদের অন্ন বহন করতে ইচ্ছা কর। ৬। হে মঘবান ইন্দ্র! তুমি যে ধন হব্যদায়ীকে প্রদান কর, তার কেউ নিরোধক নেই। তুমি ধনপ্রেরক ও অত্যন্ত দানশীল হয়ে আমাদের উচথ্যের ধন লাভার্থে স্তোত্র অবগত হও।

৮৯ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ও পুরুমেধ ঋষি। প্রাগাথ, অনুষ্টুপ্, বৃহতী ছন্দ।

বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমম্।
যেন জ্যোতিরজনয়ন্নৃতাবৃধো দেবং দেবায় জাগৃবি ॥ ১
অপাধমদভিশস্তীরশস্তিহাথেন্দ্রো দ্যুম্ন্যাভবৎ।
দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে বৃহদ্ভানো মরুদ্গণ ॥ ২
প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে মরুতো ব্রহ্মার্চত।
বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতুর্বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ৩
অভি প্র ভর ধৃষতা ধৃষন্মনঃ শ্রবশ্চিত্তে অসদ্বৃহৎ।
অর্ষন্ত্বাপো জবসা বি মাতরো হনো বৃত্রং জয়া স্বঃ ॥ ৪
যজ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্বৃত্রহত্যায়। তৎপৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উত দ্যাম্ ॥ ৫
তত্তে যজ্ঞো অজায়ত তদর্ক উত হস্কৃতিঃ।
তদ্বিশ্বমভিভূরসি যজ্জাতং যচ্চ জন্ত্বম্ ॥ ৬
আমাসু পক্বমৈরয় আ সূর্যং রোহয়ো দিবি।
ঘর্মং ন সামন্তপতা সুবৃক্তিভির্জুষ্টং গির্বণসে বৃহৎ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে মরুৎগণ! ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপবিনাশকারী বৃহৎ গান কর। যজ্ঞবর্ধক বিশ্বদেবগণ দ্যুতিমান ইন্দ্রের উদ্দেশে এ গানদ্বারা দীপ্ত, সর্বদা জাগরূক জ্যোতি উৎপন্ন করেছিলেন। ২। স্তোত্ররহিতগণের বিনাশক ইন্দ্র শত্রুকৃত হিংসা দূরীকৃত করেছিলেন। পরে দ্যুতিমান, যশোযুক্ত হয়েছিলেন। হে বৃহৎ দীপ্তিবিশিষ্ট মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! দেবগণ তোমার সখ্যার্থে তোমায় বরণ করেছিলেন। ৩। হে মরুৎগণ! ইন্দ্র মহান, তাঁর উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। বৃত্রহা শতক্রতু ইন্দ্র শত পর্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেছিলেন। ৪। হে শত্রুবধার্থে উদ্যুক্ত ইন্দ্র! তোমার অতি প্রভূত অন্ন আছে, তুমি প্রগলভ মনে আমাদের তা প্রদান কর। হে ইন্দ্র! আমাদের মাতৃভূত জলসমূহ বেগে ভূমি অভিমুখে ধাবমান হোক, জলাবরক শত্রুকে বিনাশ কর, স্বর্গ জয় কর। ৫। হে অপূর্ব মঘবান ইন্দ্র! তুমি বৃত্র হননার্থে যখন প্রাদুর্ভূত হয়েছ তখন পৃথিবীকে দৃঢ় করেছ এবং দ্যুলোককে নিরুদ্ধ করেছ। ৬। তখন তোমার জন্য যজ্ঞ উৎপন্ন হয়েছে, হাস্যকর অর্চনামন্ত্র উৎপন্ন হয়েছে, তখন তুমি সমস্ত জাত এবং জনিতব্য বিশ্বকে অভিভূত করেছ। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি অপক্ব গোসমূহে পক্ব দুগ্ধ প্রেরণ

করেছ, দ্যুলোকে সূর্যকে আরোহণ করিয়েছ। সামদ্বারা প্রবর্গের ন্যায় শোভন স্তুতিদ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ কর। স্তুতিভোগী ইন্দ্রের জন্য প্রীতিকর বৃহৎ সাম গান কর।

৯০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ও পুরুমেধ ঋষি। প্রাগাথি ছন্দ।

আ নো বিশ্বাসু হব্য ইন্দ্রঃ সমৎসু ভূষতু।
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহা পরমজ্যা ঋচীষমঃ ॥ ১
ত্বং দাতা প্রথমো রাধসামস্যসি সত্য ঈশানকৃৎ।
তুবিদ্যুম্নস্য যুজ্যা বৃণীমহে পুত্রস্য শবসো মহঃ ॥ ২
ব্রহ্মা ত ইন্দ্র গির্বণঃ ক্রিয়ন্তে অনতিদ্ভুতা।
ইমা জুষস্ব হর্যশ্ব যোজনেন্দ্র যা তে অমন্মহি ॥ ৩
ত্বং হি সত্যো মঘবন্ননানতো বৃত্রা ভূরি ন্যৃঞ্জসে।
স ত্বং শবিষ্ঠ বজ্রহস্ত দাশুষেহর্বাঞ্চং রয়িমা কৃধি ॥ ৪
ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতে।
ত্বং বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেক ইদনুত্তা চর্ষণীধৃতা ॥ ৫
তমু ত্বা নূনমসুর প্রচেতসং রাধো ভাগমিবেমহে।
মহীব কৃত্তিঃ শরণা ত ইন্দ্র প্র তে সুম্না নো অশ্নবন্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। সমস্ত যুদ্ধে আহ্বানযোগ্য ইন্দ্র আমাদের স্তোত্র সেবা করুন, সবন সকল সেবা করুন। তিনি বৃত্রহা, তাঁর মৌর্বী অবিনশ্বর, তিনি স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য। ২। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের মুখ্য ধন দাতা, তুমি সত্য, তুমি স্তোতাগণকে ঐশ্বর্যযুক্ত কর। তুমি বহুধনবিশিষ্ট এবং বলের পুত্র। তুমি মহান, তোমার যোগ্যধন সম্ভজন৷ করি। ৩। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র! আমরা তোমার জন্য যে যথার্থভূত স্তোত্র করছি। হে হর্যশ্ব! তুমি তাতে যোজিত হও, তুমি তা সেবা কর। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য যে স্তোত্র উচ্চারণ করছি, তাও সেবা কর। ৪। হে মঘবান ইন্দ্র! তুমি সত্য, তুমি কারও নিকট অবনত না হয়ে প্রভূত বৃত্রকে নাশ করেছ। হে ইন্দ্র! তুমি হব্যদাতার অভিমুখে ধন যাতে যায়, তা সম্যকরূপে কর। ৫। হে বলপতি ইন্দ্র! তুমি উপার্জিত সোমবান হয়ে যশস্বী হয়েছ, তুমি একাকী অপ্রতিগত এবং পরাজয়ে অশক্য বৃত্রগণকে মনুষ্যদের রক্ষক বজ্রদ্বারা হনন করেছ। ৬। হে অসুর ইন্দ্র! তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান তোমারই নিকট পৈত্রিক বিত্তের ভাগের ন্যায় ধন যাচ্ঞা করি। হে ইন্দ্র! তোমার কীর্তির ন্যায় গৃহ দ্যুলোকে প্রকাণ্ডভাবে অবস্থিতি করছে। তোমার সুখ সকল আমাদের ব্যাপ্ত করুক।

৯১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অপালা ঋষি। পংক্তি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ

কন্যা বারবায়তী সোমমপি স্রুতাবিদৎ।
অস্তং ভরন্ত্যব্রবীদিন্দ্রায় সুনবৈ ত্বা শক্রায় সুনবৈ ত্বা ॥ ১
অসৌ য এষি বীরকো গৃহং গৃহং বিচাকশৎ।
ইমং জম্ভসুতং পিব ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্ ॥ ২
আ চন ত্বা চিকিৎসামোহধি চন ত্বা নেমসি।
শনৈরিব শনকৈরিবেন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩
কুবিচ্ছকৎ কুবিৎ করৎ কুবিন্নো বস্যসস্করৎ।
কুবিৎ পতিদ্বিষো যতীরিন্দ্রেণ সঙ্গমামহৈ ॥ ৪

ইমানি ত্রীণি বিষ্টপা তানীন্দ্র বি রোহয় ।
শিরস্ততস্যোর্বরামাদিদং ম উপোদরে ॥ ৫
অসৌ চ যা ন উর্বরাদিমাং তন্বং মম ।
অথো ততস্য যচ্ছিরঃ সর্বা তা রোমশা কৃধি ॥ ৬
খে রথস্য খেঽনসঃ খে যুগস্য শতক্রতো ।
অপালামিন্দ্র ত্রিষ্পূত্ব্যকৃণোঃ সূর্যত্বচম্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। জলের অভিমুখে গমনকালে কন্যা পথে সোম লাভ করলেন, গৃহে আনার সময় সোমকে বললেন, ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে অভিষব করি, সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমায় অভিষব করি (১)। ২। হে ইন্দ্র! তুমি বীর, তুমি অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি গৃহে গৃহে গমন কর, এ দন্তদ্বারা অভিষুত, ভ্রষ্টযব শক্তু, অপূপ এবং উকথস্তুতিবিশিষ্ট সোম পান কর। ৩। হে ইন্দ্র! তোমায় জানতে ইচ্ছা. করি, এখন তোমার সাথে অধিগত হব না। হে সোম! এঁর উদ্দেশে প্রথম মন্দ মন্দ পরে দ্রুত বেগে ক্ষরিত হও। ৪। সে ইন্দ্র বহুবার আমাদের সামর্থ যুক্ত করুন, আমাদের বহুসংখ্যক করুন, তিনি আমাদের অনেক বার ধনবান করুন। আমরা পতিকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে এখানে এসেছি, আমরা ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হব। ৫। হে ইন্দ্র। আমার পিতার মস্তক ও ক্ষেত্র এবং আমার অঙ্গ উৎপাদনশীল কর। ৬। আমাদের পিতার উশরক্ষেত্র শস্যযুক্ত কর এবং আমার শরীর ও আমার পিতার মস্তক লোমযুক্ত কর। ৭। হে শতক্রতু! তুমি রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে এবং যুগের ছিদ্রে তিনবার নিষ্কর্ষণদ্বারা শোধন করে অপালাকে সূর্য সমান চর্মবিশিষ্ট করেছিলে।

টীকা ঃ ১। পূর্বকালে অত্রির কন্যা অপালা চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর পিতার মস্তক কেশশূন্য ও ক্ষেত্রফলশূন্য ছিল। ইন্দ্র তাঁর দন্তদ্বারা অভিষুত সোমপান করে তাঁকে নিজ রথের ছিদ্রে আকর্ষণ করে সকল দোষ অপনয়ন করলেন।

৯২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি প্র গায়ত। বিশ্বসাহং শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্ ॥ ১
পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যং সনশ্রুতং। ইন্দ্র ইতি ব্রবীতন ॥ ২
ইন্দ্র ইন্নো মহানাং দাতা বাজানাং নৃতুঃ। মহাঁ অভিজ্ঞ্বা যমৎ ॥ ৩
অপাদু শিপ্র্যন্ধসঃ সুদক্ষস্য প্রহোষিণঃ। ইন্দোরিন্দ্রো যবাশিরঃ ॥ ৪
তম্বভি প্রার্চতেন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে। তদিদ্ধ্যস্য বর্ধনম্ ॥ ৫
অস্য পীত্বা মদানাং দেবো দেবস্যৌজসা। বিশ্বাভি ভুবনা ভুবৎ ॥ ৬
ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ষায়তম্। আ চ্যাবয়স্যূতয়ে ॥ ৭
যুধ্মং সন্তমনর্বাণং সোমপামনপচ্যুতম্। নরমবার্যক্রতুম্ ॥ ৮
শিক্ষা ণ ইন্দ্র রায় আ পুরু বিদ্বাঁ ঋচীষম। অবা নঃ পার্যে ধনে ॥ ৯
অতশ্চিদিন্দ্র ণ উপা যাহি শতবাজয়া। ইষা সহস্রবাজয়া ॥ ১০
অয়াম ধীতবো ধিয়োঽর্বদ্ভিঃ শক্র গোদরে। জয়েম পৃৎসু বজ্রিবঃ ॥ ১১
বয়মু ত্বা শতক্রতো গাবো ন যবসেষ্বা। উকথেষু রণয়ামসি ॥ ১২
বিশ্বা হি মর্ত্যত্বনানুকামা শতক্রতো। অগন্ম বজ্রিন্নাশসঃ ॥ ১৩
ত্বে সু পুত্র শবসোঽবৃত্রন্ কামকাতয়ঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে ॥ ১৪
স নো বৃষন্ত্সনিষ্ঠয়া সং ঘোরয়া দ্রবিত্ন্বা। ধিয়াবিড্ঢি পুরন্ধ্যা ॥ ১৫

যস্তে নূনং শতক্রতবিন্দ্র দ্যুম্নিতমো মদঃ। তেন নূনং মদে মদেঃ ॥ ১৬
যস্তে চিত্রশ্রবস্তমো য ইন্দ্র বৃত্রহন্তমঃ। য ওজোদাতমো মদঃ ॥ ১৭
বিদ্মা হি যস্তে অদ্রিবস্ত্বাদত্তঃ সত্য সোমপাঃ। বিশ্বাসু দস্ম কৃষ্টিষু ॥ ১৮
ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ। অর্কমর্চন্তু কারবঃ ॥ ১৯
যস্মিন্বিশ্বা অধি শ্রিয়ো রণন্তি সপ্ত সংসদঃ। ইন্দ্রং সুতে হবামহে ॥ ২০
ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত। তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ২১
আ ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে ॥ ২২
বিব্যক্থ মহিনা বৃষন্ভক্ষং সোমস্য জাগৃবে। য ইন্দ্র জঠরেষু তে ॥ ২৩
অরং ত ইন্দ্র কুক্ষয়ে সোমো ভবতু বৃত্রহন্। অরং ধামভ্য ইন্দবঃ ॥ ২৪
অরমশ্বায় গায়তি শ্রুতকক্ষো অরং গবে। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥ ২৫
অয়ং হি ষ্মা সুতেষু ণঃ সোমেম্বিন্দ্র ভূষসি। অয়ং তে শক্র দাবনে ॥ ২৬
পরাকাত্তাচ্চিদদ্রিবস্ত্বাং নক্ষন্ত নো গিরঃ। অরং গমাম তে বয়ম্ ॥ ২৭
এবা হ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ। এবা তে রাধ্যং মনঃ ॥ ২৮
এবা রাতিস্তুবীমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি ধাতৃভিঃ। অধা চিদিন্দ্র মে সচা ॥ ২৯
মো ষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো বাজানাং পতে। মৎস্বা সুতস্য গোমতঃ ॥ ৩০
মা ন ইন্দ্রাভ্যা দিশঃ সূরো অক্তুষ্বা যমন্। ত্বা যুজা বনেম তৎ ॥ ৩১
ত্বয়েদিন্দ্র যুজা বয়ং প্রতি ব্রুবীমহি স্পৃধঃ। ত্বমস্মাকং তব স্মসি ॥ ৩২
ত্বামিদ্ধি ত্বায়বোঽনুনো নুবতশ্চরান্। সখায় ইন্দ্র কারবঃ ॥ ৩৩

অনুবাদ ঃ ১। হে ঋত্বিকগণ! তোমাদের সোমপানকারী ইন্দ্রকে বিশেষ রূপে স্তব কর। তিনি সকলের অভিভবকারী, শতক্রতু এবং মনুষ্যদের সর্বাপেক্ষা অধিক ধন দান করেন। ২। তোমরা সকলের আহূত, সকলের স্তুত গাথাযোগ্য এবং সনাতন বলে প্রসিদ্ধ দেবতাকে ইন্দ্র বলে সম্বোধন কর। ৩। ইন্দ্রই আমাদের মহাধনের দাতা, মহা অন্নের দাতা, তিনিই নর্তনকারী মহান ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে আগত ধন আমাদের প্রদান করুন। ৪। সুন্দর শিরস্ত্রাণযুক্ত ইন্দ্র, হোমকারী সুদক্ষ ঋষির যবমিশ্রিত ক্ষরণশীল সোম প্রকৃষ্টরূপে পান করেছিলেন। ৫। সোমপানার্থে ইন্দ্রকেই তোমরা বিশিষ্টরূপে অর্চনা কর। সোমই ইন্দ্রকে বর্ধিত করেন। ৬। দ্যোতমান ইন্দ্র সোমের মদকর রস পান করে বলদ্বারা সমস্ত ভুবন অভিভব করেন। ৭। সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত স্তোত্রে বিস্তৃত ইন্দ্রকেই রক্ষার্থে অভিমুখে আগমন করাও। ৮। তিনি শত্রুদের সম্প্রহারক সৎ অন্যকর্তৃক অনভিগত অহিংসিত সোমপানকারী ও সকলের নেতা। এঁর কর্ম কেউ নিবারণ করতে পারে না। ৯। হে স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান, তুমি শত্রুদের নিকট হতে আমাদের প্রভূত ধন দান কর, শত্রুদের ধনদ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ১০। হে ইন্দ্র! এ দ্যুলোক হতেই শতবলযুক্ত ও সহস্রবলযুক্ত অন্নদ্বারাযুক্ত হয়ে আমাদের নিকট এস। ১১। হে সমর্থ ইন্দ্র! আমরা কর্মবান, আমরা কর্ম করব। হে পর্বতবিদারক বজ্রবান ইন্দ্র! সংগ্রামে অশ্বের দ্বারা জয় লাভ করব। ১২। গোপাল যেরূপ তৃণদ্বারা গাভীগণকে সন্তুষ্ট করে, হে শতক্রতু! তোমাকে সকল দিক হতে উকথস্তোত্রে সেরূপ সন্তুষ্ট করব। ১৩। হে শতক্রতু! সমস্ত বিশ্বই অভীষ্টযুক্ত। হে বজ্রবান! আমরা অশংসনীয় অভীষ্ট যে লাভ করি। ১৪। হে বলপুত্র! অভীষ্ট কাতর শব্দযুক্ত মনুষ্যগণ তোমাতেই অবস্থান করে, অতএব হে ইন্দ্র! কোনও দেবতাই তোমাকে অতিক্রম করতে পারে না। ১৫। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তুমি সর্বাপেক্ষা ধনপ্রদ, ভয়ঙ্কর শত্রুদূরকারী ও অনেকের ধারণ সমর্থ, তুমি

কর্মদ্বারা আমাদের চালিত কর। ১৬। হে শতক্রতু! যে সর্বাপেক্ষা যশস্বী সোম পূর্বকালে তোমার জন্য আমরা অভিষব করেছি, তা দিয়ে প্রমত্ত হয়ে ইদানীং আমাদের প্রমত্ত কর। ১৭। হে ইন্দ্র! তোমার প্রমত্ততা সর্বাপেক্ষা নানাবিধ কীর্তিযুক্ত সর্বাপেক্ষা পাপহন্তা এবং সর্বাপেক্ষা বলদাতা। ১৮। হে বজ্রবান যথার্থকর্মা, সোমপা দর্শনীয় ইন্দ্র! সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে তোমার দত্ত যে ধন আছে, তাই আমরা জানব। ১৯। মত্ততাযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের স্তুতিবাক্য সকল অভিষুত সোমকে স্তব করুক, স্তুতিকারিগণ অর্চনীয় সোমকে পূজা করুন। ২০। সমস্ত শ্রী যে ইন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সপ্তসংখ্যক হোত্রকগণ যাঁতে প্রীত হন, সোম অভিষুত হলে সে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। ২১। হে দেবগণ! তোমরা ত্রিকদ্রুকে জ্ঞানসাধন যজ্ঞ বিস্তার করেছিলে। আমাদের স্তুতিবাক্য সে যজ্ঞকেই বর্ধিত করুক। ২২। সিন্ধুসকল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেরূপ সোমসকল তোমাতে প্রবিষ্ট হোক। হে ইন্দ্র! তোমায় কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ২৩। হে অভিলাষপ্রদ, জাগরণশীল ইন্দ্র! তুমি স্বমহিমায় সোম পানে ব্যাপ্ত হয়েছ। এ তোমার জঠরে প্রবেশ করছে। ২৪। হে বৃত্রহা ইন্দ্র! সোম তোমার কুক্ষির পক্ষে পর্যাপ্ত হোক, ক্ষরণশীল সোম তোমার শরীরে পর্যাপ্ত হোক। ২৫। এ শ্রুতকক্ষ ঋষি অশ্বলাভের জন্য অত্যন্ত গান করছে, গো লাভের জন্য অত্যন্ত গান করছে, ইন্দ্রের গৃহার্থে অত্যন্ত গান করছে। ২৬। হে ইন্দ্র! সোম অভিষুত হলে, তুমি তাদের পানার্থে পর্যাপ্ত হও। হে সমর্থ ইন্দ্র! তুমিই ধন দাতা, সোম তোমার জন্য পর্যাপ্ত হোক। ২৭। হে বজ্রবান ইন্দ্র! আমাদের স্তুতিবাক্য অতিদূর হতেও তোমায় ব্যাপ্ত করুক। আমরা স্তোতা, তোমার নিকট হতে প্রচুর ধন লাভ করব। ২৮। হে ইন্দ্র! তুমি বীরগণকেই কামনা কর, তুমি শূর, তুমি ধৈর্যবান, তোমার মন সকলের আরাধনীয়। ২৯। হে বহু ধনবান ইন্দ্র! সমস্ত যজমান তোমার দান ধারণ করে, হে ইন্দ্র! আমার সহায় হও। ৩০। হে অন্নপতি ইন্দ্র! তন্দ্রাযুক্ত স্তোতার ন্যায় হয়ো না, অভিষুত গব্যযুক্ত সোম পানে হৃষ্ট হও। ৩১। হে ইন্দ্র! আয়ুধক্ষেপী শূর সকল রাতে আমাদের নিযন্ত্রণা হোক। আমরা তোমার সহায়তায় তাদের বিনাশ করব। ৩২। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা লাভ করে, আমরা শত্রুদের নিরাকৃত করব, তুমি আমাদের এবং আমরা তোমার। ৩৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে কামনা করে বার বার তোমার স্তুতি করে, তোমার সখারূপ স্তোতা সকল তোমারই পরিচর্যা করছে।

৯৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুকক্ষ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উদ্ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্। অস্তারমেষি সূর্য ॥ ১
নব যো নবতিং পুরো বিভেদ বাহ্বোজসা। অহিং চ বৃত্রহাবধীৎ ॥ ২
স না ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদ্গোমদ্যবমৎ। উরুধারেব দোহতে ॥ ৩
যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য। সর্বং তদিন্দ্র তে বশে ॥ ৪
যদ্বা প্রবৃদ্ধ সৎপতে ন মরা ইতি মন্যসে। উতো তৎসত্যমিত্তব ॥ ৫
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে। সর্বাংস্তাঁ ইন্দ্র গচ্ছসি ॥ ৬
তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে। স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ৭
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স মদে হিতঃ। দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ৮
গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ। ববক্ষ ঋষ্বো অস্তৃতঃ ॥ ৯
দুর্গে চিন্নঃ সুগং কৃধি গৃণান ইন্দ্র গির্বণঃ। ত্বং চ মঘবন্বশঃ ॥ ১০
যস্য তে নূ চিদাদিশং ন মিনন্তি স্বরাজ্যম্। ন দেবো নাধ্রিগুর্জনঃ ॥ ১১

অধা তে অপ্রতিষ্কুতং দেবী শুষ্মং সপর্যতঃ। উভে সুশিপ্র রোদসী ॥ ১২
ত্বমেতদধারয়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ। পরুষ্ণীষু রুশৎপয়ঃ ॥ ১৩
বি যদহেরধ ত্বিষো বিশ্বে দেবাসো অক্রমুঃ। বিদন্মৃগস্য তাঁ অমঃ ॥ ১৪
আদু মে নিবরো ভুবদ্বৃত্রহাদিষ্ট পৌংস্যম্। অজাতশত্রুরস্তৃতঃ ॥ ১৫
শ্রুতং বো বৃত্রহন্তমং প্র শর্ধং চর্ষণীনাম্। আ শুষে রাধসে মহে ॥ ১৬
অয়া ধিয়া চ গব্যয়া পুরুণামন্ পুরুষ্টুত। যৎসোমে সোম আভবঃ ॥ ১৭
বোধিন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্যাসুতিঃ। শৃণোতু শক্র আশিষম্ ॥ ১৮
কয়া ত্বং ন ঊত্যাভি প্র মন্দসে বৃষন্। কয়া স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ১৯
কস্য বৃষা সুতে সচা নিযুত্বান্বৃষভো রণৎ। বৃত্রহা সোমপীতয়ে ॥ ২০
অভী ষু ণস্ত্বং রয়িং মন্দসানঃ সহস্রিণম্। প্রয়ন্তা বোধি দাশুষে ॥ ২১
পত্নীবন্তঃ সুতা ইম উশন্তো যন্তি বীতয়ে। অপাং জগ্মির্নিচুম্পুণঃ ॥ ২২
ইষ্টা হোত্রা অসৃক্ষতেন্দ্রং বৃধাসো অধ্বরে। অচ্ছাবভৃথমোজসা ॥ ২৩
ইহ ত্যা সধমাদ্যা হরী হিরণ্যকেশ্যা। বোড়্হামভি প্রয়ো হিতম্ ॥ ২৪
তুভ্যং সোমাঃ সুতা ইমে স্তীর্ণং বর্হির্বিভাবসো। স্তোতৃভ্য ইন্দ্রমা বহ ॥ ২৫
আ তে দক্ষং বি রোচনা দধদ্রত্না বি দাশুষে। স্তোতৃভ্য ইন্দ্রমর্চত ॥ ২৬
আ তে দধামীন্দ্রিয়মুক্থা বিশ্বা শতক্রতো। স্তোতৃভ্য ইন্দ্র মৃলয় ॥ ২৭
ভদ্রং ভদ্রং ন আ ভরেষমূর্জং শতক্রতো। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ২৮
স নো বিশ্বান্যা ভর সুবিতানি শতক্রতো। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ২৯
ত্বামিদ্বৃত্রহন্তম সুতাবন্তো হবামহে। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ৩০
উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৩১
দ্বিতা যো বৃত্রহন্তমো বিদ ইন্দ্রঃ শতক্রতুঃ। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৩২
ত্বং হি বৃত্রহন্নেষাং পাতা সোমানামসি। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৩৩
ইন্দ্র ইষে দদাতু ন ঋভুক্ষণমৃভুং রয়িম্। বাজী দদাতু বাজিনম্ ॥ ৩৪

অনুবাদ : ১। হে সূর্যরূপ ইন্দ্র! বিখ্যাত ধনবিশিষ্ট, অভিলাষপ্রদ, নরহিতকর কর্মযুক্ত, ঔদার্যবিশিষ্ট যজমানের চতুর্দিকে উদিত হও। ২। যিনি বাহুবলে নবনবতিসংখ্যক পুরীভেদ করেছিলেন, যে বৃত্রহা অহিকে বধ করেছিলেন। ৩। সে কল্যাণকর বন্ধু ইন্দ্র আমাদের উদ্দেশে অশ্বযুক্ত গোযুক্ত যবযুক্ত ধন প্রভৃত পয়োবিশিষ্ট গাভীর ন্যায় দোহন করুন। ৪। হে বৃত্রহা সূর্যরূপ ইন্দ্র! অদ্য যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাদুর্ভূত হয়েছ, অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হয়েছে। ৫। হে প্রবৃদ্ধ সৎপতি ইন্দ্র! যদি আপনাকে অমর মনে কর, তবে তোমার সে মনে করাই সত্য। ৬। দূরদেশে এবং নিকটবর্তী প্রদেশে যে সকল সোম অভিষুত হয়, হে ইন্দ্র! তুমি সে সকলেরই অভিমুখে গমন কর। ৭। আমরা মহান বৃত্রকে হননার্থে সে ইন্দ্রকেই অন্নদ্বারা বলবান করব। ধনবর্ষী ইন্দ্র অভিলাষপ্রদ হোন। ৮। সে ইন্দ্র ধনার্থে সৃষ্ট হয়েছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি সোমপানার্থে স্থাপিত অত্যন্ত যশস্বী স্তুতিবান এবং সোমার্হ। ৯। স্তুতিবাক্যদ্বারা বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণীকৃত, বল সাথে অনভিভূত মহান অহিংসিত ইন্দ্র ধনাদি বহন করতে ইচ্ছে করেন। ১০। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র! হে মঘবন! তুমি যদি আমাদের কামনা কর তবে তুমি স্তুয়মান হয়ে দুর্গমস্থানে আমাদের পথ করে দাও। ১১। হে ইন্দ্র! অদ্যাপিও কেউ তোমার বলের অথবা স্বকীয় রাজ্যের হিংসা করে না ; দেবগণ হিংসা করে না এবং সংগ্রামে ত্বরমাণ ব্যক্তিও হিংসা করে না। ১২। হে শোভন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় তোমার

অপ্রতিরোধনীয় বলের পূজা করে। ১৩। তুমি কৃষ্ণবর্ণ এবং রোহিতবর্ণ গোসমূহে এ দীপ্তিমান দুগ্ধ স্থাপন করছ। ১৪। যখন সমস্ত দেবগণ অহির দীপ্তি হতে পালিয়েছিলেন এবং তাঁরা মৃগরূপী অহি হতে ভয় পেয়েছিলেন। ১৫। তখন আমার ইন্দ্র বৃত্রাসুরের নিবারক হয়েছিলেন, অজাতশত্রু বৃত্রহা ইন্দ্র পৌরুষ প্রয়োগ করেছিলেন। ১৬। হে ঋত্বিকগণ! প্রসিদ্ধ বৃত্রহন্তা বলস্বরূপ ইন্দ্রের স্তুতি করে তোমাদের প্রভূত ধন দান করি। ১৭। হে বহু নামবিশিষ্ট, বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র! যখন তুমি প্রত্যেক সোমে উপস্থিত হয়েছ তখন আমরা এ গবাভিলাষী বুদ্ধিযুক্ত হব। ১৮। বৃত্রহন্তা, বহু অভিষবণযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের অভিলষিত অবগত হোন, শত্রু আমাদের স্তুতি শুনুন। ১৯। হে অভিষ্টবর্ষী! তুমি কোন অভিগমনের দ্বারা আমাদের প্রমত্ত করবে? কোন অভিগমনের দ্বারা স্তোতাগণকে ধন প্রদান করবে? ২০। অভীষ্টবর্ষী সেচনসমর্থ বৃত্রহা নিয়ুৎবিশিষ্ট ইন্দ্র, কার যজ্ঞে সোমপানের জন্য ঋত্বিকগণের সাথে বিহার করছেন? ২১। তুমি মত্ত হয়ে আমাদের সহস্রসংখ্যক ধন দান কর, তুমি হব্যদাতার নিয়ন্তা বলে অবগত হও। ২২। জলবিশিষ্ট এ সকল সোম অভিষুত হয়েছে, ইন্দ্র পান করুন, এ অভিলাষে এরা ইন্দ্রের পানার্থে গমন করছে। এরা ভক্ষিত হলে প্রীতিকর হয়, এরা জলের নিকট গমন করে। ২৩। যজ্ঞে বর্ধনকারী, যজ্ঞকারী হোতাগণ যজ্ঞান্তে দিবসের অভিমুখে নিজ তেজবিশিষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে বিসর্জন করছে। ২৪। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের সাথে প্রমত্ত, হিরণ্ময় কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়, হিতকর অন্নের অভিমুখে ইন্দ্রকে বহন করুক। ২৫। হে বিভাবসু! তোমার জন্য এ সোম অভিষুত হয়েছে, কুশ আস্তীর্ণ হয়েছে, অতএব স্তোতাদের জন্য সোমপানার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান কর। ২৬। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে, হব্যদায়ী ইন্দ্র তোমার উদ্দেশে দীপ্যমান বল প্রেরণ করুন, রত্ন প্রেরণ করুন, স্তোতাগণের জন্যও প্রেরণ করুন, তোমরা ইন্দ্রকে অর্চনা কর। ২৭। হে শতক্রতু! তোমার উদ্দেশে বীর্যবান সোম ও সমস্ত স্তোত্র সম্পাদন করছি, হে ইন্দ্র! তুমি স্তোতাগণকে সুখী কর। ২৮। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করতে চাও, তা হলেও হে শতক্রতু! তুমি আমাদের কল্যাণ সম্পাদন কর, অন্ন সম্পাদন কর ও বল সম্পাদন কর। ২৯। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করতে চাও, তা হলে হে শতক্রতু, তুমি সমস্ত মঙ্গল আমাদের জন্য আহ্বান কর। ৩০। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি আমাদের সুখী করতে ইচ্ছা কর অতএব হে শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা! আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট হয়ে তোমাকে আহ্বান করছি। ৩১। হে সোমপতি ইন্দ্র! হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট এস, আমাদের অভিষুত সোমের নিকট এস। ৩২। শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা, শতক্রতু ইন্দ্র দুপ্রকারে জ্ঞাত হন। সে তুমি হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট এস। ৩৩। হে বৃত্রহা! যেহেতু তুমি এ সোমসমূহের পানকর্তা, অতএব হরিগণের সাথে অভিষুত সোমের নিকট এস। ৩৪। ইন্দ্রই অন্নার্থে দাতা ও অমর ঋভুক্ষাদেবকে আমাদের দান করুন। বলবান ইন্দ্ররাজকে আমাদের দান করুন।

৯৪ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। বিন্দু অথবা পূতদক্ষ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

গৌর্ধয়তি মরুতাং শ্রবস্যুর্মাতা মঘোনাম্। যুক্তা বহ্নী রথানাম্ ॥ ১
যস্যা দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বে ধারয়ন্তে। সূর্যামাসা দৃশে কম্ ॥ ২
তৎসু নো বিশ্বে অর্য আ সদা গৃণন্তি কারবঃ। মরুতঃ সোমপীতয়ে ॥ ৩
অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ। উত স্বরাজো অশ্বিনা ॥ ৪

পিবন্তি মিত্রো অর্যমা তনা পূতস্য বরুণঃ। ত্রিষধস্থস্য জাবতঃ ॥ ৫
উতো ন্বস্য জোষমাঁ ইন্দ্রঃ সুতস্য গোমতঃ। প্রাতর্হোতেব মৎসতি ॥ ৬
কদত্বিষন্ত সূরয়স্তির আপ ইব স্রিধঃ। অর্ষন্তি পূতদক্ষসঃ ॥ ৭
কদ্বো অদ্য মহানাং দেবানামবো বৃণে। ত্মনা চ দস্মবর্চসাম্ ॥ ৮
আ যে বিশ্বা পার্থিবানি পপ্রথন্রোচনা দিবঃ। মরুত সোমপীতয়ে ॥ ৯
ত্যান্নু পূতদক্ষসো দিবো বো মরুতো হুবে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১০
ত্যান্নু যে বি রোদসী তস্তভুর্মরুতো হুবে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১১
ত্যং নু মারুতং গণং গিরিষ্ঠাং বৃষণং হুবে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। মঘবান, মরুৎগণের মাতা গো সোম পান করাচ্ছেন, তিনি অন্নাভিলাষিণী, মরুৎগণের রথ সংযোজনকারিণী এবং সর্বত্র পূজ্যা। ২। সমস্ত দেবগণ এঁর ক্রোড়ে বর্তমান হয়ে আপন আপন ব্রত ধারণ করেন, সূর্য এবং চন্দ্রমা সর্বলোক প্রকাশনার্থে এর সমীপে বর্তমান। ৩। সর্বত্রগামী আমাদের স্তোতাগণ সর্বদা সোম পানার্থে মরুৎগণকে স্তব করছে। ৪। এ সোম অভিষুত হয়েছে, স্বভাবত দীপ্ত মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয় এর অংশ পান করুন। ৫। মিত্র, অর্যমা ও বরুণ, দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত স্থানত্রয়ে অবস্থাপিত, সুত্যজনবিশিষ্ট সোমপান করছেন। ৬। ইন্দ্র প্রাতকালে হোতার ন্যায় অভিষুত এবং গবাযুক্ত সোম সেবার প্রশংসা করছেন। ৭। প্রাজ্ঞ মরুৎগণ জলের ন্যায় তির্যকগতিবিশিষ্ট হয়ে কবে দীপ্ত হবেন? শত্রুশোষক মরুৎগণ কবে শুদ্ধ বল হয়ে আসবেন? ৮। হে মরুৎগণ! তোমরা মহৎ, তোমাদের তেজ স্বতই ধর্ষণীয়। তোমরা দ্যুতিমান, কবে তোমাদের রক্ষা লাভ করব? ৯। যে মরুৎগণ সমস্ত পার্থিব পদার্থকে এবং সমস্ত জ্যোতিকে প্রথিত করেছেন, সোমপানার্থে তাঁদের আহ্বান করছি। ১০। হে মরুৎগণ। তোমাদের বল পবিত্র, তোমরা অতিশয় দ্যুতিমান এ সোমপানার্থে তোমাদের সত্বর আহ্বান করছি। ১১। যাঁরা দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছেন, এ সোমের পানার্থে তাঁদের আহ্বান করছি। ১২। পর্বত বিস্তৃত পর্বতে স্থিত জলবর্ষী মরুৎগণকে এ সোম পানার্থে আহ্বান করছি।

৯৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। তিরশ্চী ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আ ত্বা গিরো রথীরিবাস্থুঃ সুতেষু গির্বণঃ।
অভি ত্বা সমনূষতেন্দ্র বৎসং ন মাতরঃ ॥ ১
আ ত্বা শুক্রা অচুচ্যবুঃ সুতাস ইন্দ্র গির্বণঃ।
পিবা ত্বস্যান্ধস ইন্দ্র বিশ্বাসু তে হিতম্ ॥ ২
পিবা সোমং মদায় কমিন্দ্র শ্যেনাভৃতং সুতম্।
ত্বং হি শশ্বতীনাং পতী রাজা বিশামসি ॥ ৩
শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্বা সপর্যতি।
সুবীর্যস্য গোমতো রায়স্পূর্ধি মহাঁ অসি ॥ ৪
ইন্দ্র যস্তে নবীয়সীং গিরং মন্দ্রামজীজনৎ।
চিকিত্বিন্মনসং ধিয়ং প্রত্নামৃতস্য পিপ্যুষীম্ ॥ ৫
তমু ষ্টবাম যং গির ইন্দ্রমুক্থানি বাবৃধুঃ।
পুরূণ্যস্য পৌংস্যা সিষাসন্তো বনামহে ॥ ৬
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না।
শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধ আশীর্বান্মমত্তু ॥ ৭

ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরূতিভিঃ।
শুদ্ধো রয়িং নি ধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্যঃ ॥ ৮
ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে।
শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে স্তুতিভাক ইন্দ্র! সোম অভিষুত হলে, আমাদের স্তুতিবাক্য রথীর ন্যায় তোমার অভিমুখে অবস্থিত হয়, মাতা বৎসের অভিমুখে যেরূপ শব্দ করে, সেরূপ তোমার উদ্দেশে শব্দ করে। ২। হে স্তুতিভাক ইন্দ্র। দীপ্যমান অভিষুত সোম তোমার নিকট আগমন করুক, এ অন্নের ভাগ শীঘ্র পান কর। হে ইন্দ্র! চারদিকে তোমার জন্য চরু পুরোডাসাদি নিহিত আছে। ৩। হে ইন্দ্র! শ্যেনকর্তৃক আহৃত অভিষুত সোম আনন্দার্থে সুখে পান কর, যেহেতু তুমি বহুতর প্রজার পালক ও রাজা। ৪। যে তিরশ্চী তোমার পূজা করছে, তার আহ্বান শোন। তুমি মহান তুমিই সুধীরযুক্ত ও গবাদিযুক্ত ধনদানে আমাদের পূর্ণ কর। ৫। হে ইন্দ্র! যে ব্যক্তি তোমার উদ্দেশে নূতন মদকর বাক্য উৎপাদন করে, সে স্তোতার উদ্দেশে তুমি পুরাতন সত্যযুক্ত প্রবৃদ্ধ সকলের হৃদয়ঙ্গম রক্ষাকার্য সম্পাদন কর। ৬। যে ইন্দ্র আমাদের স্তুতি ও উকথ বর্ধিত করেন, তাঁকেই স্তব করব। আমরা তাঁর বহুতর বীর্য সম্ভোগ করবার অভিলাষে তাঁর ভজনা করব। ৭। শীঘ্র এস, শুদ্ধ সাম ও শুদ্ধ উকথসমূহের দ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রকে স্তব করব, দশাপবিত্রের দ্বারা শোধিত সোম বর্ধিত ইন্দ্রকে হৃষ্ট করুক। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুদ্ধ, তুমি এস। তুমি শুদ্ধ, শুদ্ধ রক্ষাকার্যের সাথে এস। তুমি শুদ্ধ ধন স্থাপন কর। তুমি শুদ্ধ ও সোমার্হ, হৃষ্ট হও। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি শুদ্ধ আমাদের ধন দান দাও। তুমি শুদ্ধ হব্যদায়ীকে রত্ন দাও, তুমি শুদ্ধ বৃত্রগণকে বধ করে থাক, তুমি শুদ্ধ অন্নভোগ করতে ইচ্ছা করে থাক।

৯৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। মরুৎগণের পুত্র দ্যুতান ঋষি অথবা তিরশ্চী ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্, বিরাট্ ছন্দ।

অস্মা উষাস আতিরন্ত যামমিন্দ্রায় নক্তমূর্ম্যাঃ সুবাচঃ।
অস্মা আপো মাতরঃ সপ্ত তস্থুর্নৃভ্যস্তরায় সিন্ধবঃ সুপারাঃ ॥ ১
অতিবিদ্ধা বিথুরেণা চিদস্ত্রা ত্রিঃ সপ্ত সানু সংহিতা গিরীণাম্।
ন তদ্দেবো ন মর্ত্যস্তুতুর্যাদ্যানি প্রবৃদ্ধো বৃষভশ্চকার ॥ ২
ইন্দ্রস্য বজ্র আয়সো নিমিশ্ল ইন্দ্রস্য বাহ্বোর্ভূয়িষ্ঠমোজঃ।
শীর্ষন্নিন্দ্রস্য ক্রতবো নিরেক আসন্নেষন্ত শ্রুত্যা উপাকে ॥ ৩
মন্যে ত্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং মন্যে ত্বা চ্যবনমচ্যুতানাম্।
মন্যে ত্বা সত্বনামিন্দ্র কেতুং মন্যে ত্বা বৃষভং চর্ষণীনাম্ ॥ ৪
আ যদ্বজ্রং বাহ্বোরিন্দ্র ধৎসে মদচ্যুতমহয়ে হন্তবা উ।
প্র পর্বতা অনবন্ত প্র গাবঃ প্র ব্রহ্মাণো অভিনক্ষন্ত ইন্দ্রম্ ॥ ৫
তমু ষ্টবাম য ইমা জজান বিশ্বা জাতান্যবরাণ্যস্মাৎ।
ইন্দ্রেণ মিত্রং দিধিষেম গীর্ভিরুপো নমোভির্বৃষভং বিশেম ॥ ৬
বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমাণা বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ।
মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্ত্বথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াসি ॥ ৭
ত্রিঃ ষষ্টিস্ত্বা মরুতো বাবৃধানা উস্রা ইব রাশয়ো যজ্ঞিয়াসঃ।
উপ ত্বেমঃ কৃধি নো ভাগধেয়ং শুষ্মং ত এনা হবিষা বিধেম ॥ ৮

তিগ্মমায়ুধং মরুতামনীকং কস্ত ইন্দ্র প্রতি বজ্রং দধর্ষ।
অনায়ুধাসো অসুরা অদেবাশ্চক্রেণ তাঁ অপ বপ ঋজীষিন্ ॥ ৯
মহ উগ্রায় তবসে সুবৃক্তিং প্রেরয় শিবতমায় পশ্বঃ।
গির্বাহসে গির ইন্দ্রায় পূর্বীর্ধেহি তন্বে কুবিদঙ্গ বেদৎ ॥ ১০
উক্‌থবাহসে বিভ্বে মনীষাং দ্রুণা ন পারমীরয়া নদীনাম্।
নি স্পৃশ ধিয়া তন্বি শ্রুতস্য জুষ্টতরস্য কুবিদঙ্গ বেদৎ ॥ ১১
তদ্বিবিড্‌ঢি যত্ত ইন্দ্রো জুজোষৎস্তুহি সুষ্টুতিং নমসা বিবাস।
উপ ভূষ জরিতর্মা রুবণ্যঃ শ্রাবয়া বাচং কুবিদঙ্গ বেদৎ ॥ ১২
অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবত্তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নেহিতীর্নৃমণা অধত্ত ॥ ১৩
দ্রপ্সমপশ্যং বিষুণে চরন্তমুপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ।
নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসমিষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ ॥ ১৪
অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা উপস্থেঽধারয়ত্তন্বং তিত্বিষাণঃ।
বিশো অদেবীরভ্যা চরন্তীর্বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে ॥ ১৫
ত্বং হ ত্যৎসপ্তভ্যো জায়মানোঽশত্রুভ্যো অভবঃ শত্রুরিন্দ্র।
গূড়্‌হে দ্যাবাপৃথিবী অন্ববিন্দো বিভুমদ্ভ্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥ ১৬
ত্বং হ ত্যদপ্রতিমানমোজো বজ্রেণ বজ্রিন্ধৃষিতো জঘন্থ।
ত্বং শুষ্ণস্যাবাতিরো বধত্রৈস্ত্বং গা ইন্দ্র শচ্যেদবিন্দঃ ॥ ১৭
ত্বং হ ত্যদ্বৃষভ চর্ষণীনাং ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ।
ত্বং সিন্ধূঁরসৃজস্তস্তভানান্ ত্বমপো অজয়ো দাসপত্নীঃ ॥ ১৮
স সুক্রতু রণিতা যঃ সুতেষ্বনুত্তমন্যুর্যো অহেব রেবান্।
য এক ইন্নর্যপাংসি কর্তা স বৃত্রহা প্রতীদন্যমাহুঃ ॥ ১৯
স বৃত্রহেন্দ্রশ্চর্ষণীধৃত্তং সুষ্টুত্যা হব্যং হুবেম।
স প্রাবিতা মঘবা নোঽধিবক্তা স বাজস্য শ্রবস্যস্য দাতা ॥ ২০
স বৃত্রহেন্দ্র ঋভুক্ষাঃ সদ্যো জজ্ঞানো হব্যো বভূব।
কৃণ্বন্নপাংসি নর্যা পুরূণি সোমো ন পীতো হব্যঃ সখিভ্যঃ ॥ ২১

অনুবাদ : ১। উষা সকল এ ইন্দ্রের ভয়ে আপনাদের গতি বর্ধিত করছেন। রাত্রি সকল ইন্দ্রের জন্য অপর রাত্রে সুন্দর বাক্যবিশিষ্ট হন। এ ইন্দ্রের জন্য সর্বতোব্যাপ্ত মাতৃস্থানীয় সপ্তসিন্ধু (১) মনুষ্যদের তরণার্থে সুখে পারযোগ্য হন। ২। অসহায় অস্ত্রের দ্বারা একত্রিত একবিংশতি সংখ্যক পর্বত সানুসমূহ বিদ্ধ হয়েছিল। অভিলাষপ্রদ, প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র যা করেছেন, মর্ত্য অথবা দেব তা করতে পারে না। ৩। ইন্দ্রের বজ্র অয়োনির্মিত এবং তাঁর হস্তে সম্বদ্ধ তাঁর হস্তে বহুতর বল আছে। যুদ্ধগমনকালে ইন্দ্রের মস্তকে শিরস্ত্রাণ থাকে (২) তাঁর আজ্ঞা শ্রবণার্থে সকলে তাঁর সমীপে আগমন করে। ৪। হে ইন্দ্র! তোমাকে যজ্ঞার্হদের মধ্যে যজ্ঞার্হ মনে করি, অচ্যুত পদার্থের চ্যুতিকারী মনে করি, তোমাকে সৈন্যদের কেতু বলে মনে করি, মনুষ্যগণের অভিমত ফলবর্ষক বলে মনে করি। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি যখন বাহুদ্বয়ে শত্রুদের গর্ব চূর্ণ কর, বজ্র অহির হননার্থে ধারণ কর যখন মেঘ সকল শব্দ করে, যখন জলসমূহ শব্দ করে তখন চারদিক হতে অভিগমন করে স্তুতিকারিগণ ইন্দ্রের পরিচর্যা করে। ৬। যিনি এ সমস্ত ভূতগণকে সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত বস্তুজাত যার পরে উৎপন্ন হয়েছে, আমরা স্তুতিদ্বারা সে মিত্র ইন্দ্রের মিত্র হব, নমস্কার দ্বারা অভিলাষপ্রদ ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখীন করব।

৭। হে ইন্দ্র! যে বিশ্বদেবগণ তোমার সখা হয়েছিলেন, তারা বৃত্রের নিঃশ্বাস হতে ভীত হয়ে পলায়ন করে তোমায় ত্যাগ করে গেলেন। মরুৎগণের সাথে তোমার সখ্য হল। পরে তুমি সমস্ত শত্রুসেনা জয় করলে। ৮। হে ইন্দ্র! ত্রিষষ্ঠিসংখ্যক মরুৎগণ (৩) একত্রীভূত গোসমূহের ন্যায় তোমায় বর্ধিত করেছিলেন বলে যজ্ঞার্হ হয়েছেন, আমরা সে ইন্দ্রের নিকট গমন করব। আমাদের ভজনীয় ধন দান কর, তোমার উদ্দেশে শত্রুশোষক বল বিধান করব। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার তীক্ষ্ণ আয়ুধ, তোমার মরুৎ সৈন্য, তোমার বজ্রের কে প্রতিকূলতা করতে পারে? হে ঋজীষী! তুমি চক্রের দ্বারা আয়ুধরহিত, দেবদ্রোহী অসুরদের (৪) দূর করে দাও। ১০। পশুলাভের জন্য মহান উগ্র প্রবৃদ্ধ কল্যাণতম, ইন্দ্রের উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি প্রেরণ কর। স্তুতিভাক ইন্দ্রের উদ্দেশে বহুতর স্তুতি বিধান কর, ইন্দ্র পুত্রের জন্য বহু ধন প্রেরণ করুন। ১১। উকথ বাহিত, মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে নদী পারকারী নৌকার ন্যায় স্তুতি উচ্চারণ কর। বহু বিস্তৃত, প্রীতিপ্রদ ইন্দ্র ধন প্রেরণ করুন, পুত্রের জন্য বহুধন প্রেরণ করুন। ১২। ইন্দ্র যা স্বীকার করেন তা কর, সুন্দর স্তুতি উচ্চারণ কর, স্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রের পরিচর্যা কর। হে স্তোতা! অলংকৃত হও, রোদন করো না, বাক্য শ্রবণ করাও, ইন্দ্র বহুধন প্রদান করবেন। ১৩। দশসহস্র (৫) সৈন্যের সাথে দ্রুতগমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করছিলেন, হে ইন্দ্র প্রজ্ঞাদ্বারা সে শব্দকারীকে প্রাপ্ত হলেন। মনুষ্যদের হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনাদের বধ করলেন। ১৪। ইন্দ্র বললেন, দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখতে পেলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করছে ও সূর্যের ন্যায় অবস্থিতি করছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুদগণ! আমি ইচ্ছা করি, তোমরা যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধে তাঁকে সংহার কর। ১৫। দ্রুতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান হয়ে শরীর ধারণ করছে। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সহায় লাভ করে দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করলেন। ১৬। হে ইন্দ্র! তুমিই সে কর্ম করেছ, তুমিই জন্মিবামাত্রেই শত্রুশূন্য সপ্তশত্রুর শত্রু হয়েছ, অন্ধকারাবৃত দ্যাবাপৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়েছ, মহৎযুক্ত ভুবনসমূহের উদ্দেশে আনন্দ ধারণ করেছ। ১৭। হে ইন্দ্র! তুমি সে কার্য করেছ। হে বজ্রী! তুমিই কুশল হয়ে অনুপম বল বজ্রের দ্বারা নষ্ট করেছ, তুমিও আয়ুধের দ্বারা শুষ্ণকে নিম্নমুখ করে বধ করেছ, তুমি আপনার কার্যদ্বারা গোলাভ করেছ। ১৮। হে ইন্দ্র! তুমিই সে কার্য করেছ, হে অভিলাষপ্রদ! তুমি মনুষ্যদের উপদ্রবের হন্তা, অতএব প্রবৃদ্ধ হয়েছিলে, তুমি স্তম্ভমান সিন্ধুগণকে গমনার্থে ছেড়ে দিয়েছিলে, পরে দাসগণের অধিকৃত জল জয় করেছিলে। ১৯। সে ইন্দ্র শোভন প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও অভিষুত সোম পানার্থে আনন্দিত। তাঁর ক্রোধ কেউ সহ্য করতে পারে না, তিনি দিবসের ন্যায় ধনবান, তিনি একাকীই মনুষ্যের কর্মকর্তা, তিনি বৃত্রহা, তিনি সকল শত্রুসৈন্য বিনাশ করেন। ২০। সে ইন্দ্র বৃত্রহা, তিনি মনুষ্যগণের পোষক, তিনি আহ্বানযোগ্য, তাঁকে স্তুতিদ্বারা হোম করব তিনি আমাদের বিশেষ রক্ষক ও ধনবান, তিনি কীর্তিপ্রদ, অন্নের দাতা, তিনি আদরপূর্বক কথা বলে থাকেন। ২১। সে বৃত্রহা ইন্দ্র মহান, তিনি জাতমাত্রেই তৎক্ষণাৎ আহ্বানযোগ্য হয়েছিলেন। মনুষ্যগণের হিতকর বহুকার্য করে পীত সোমের ন্যায় সখাগণের আহ্বানযোগ্য হয়েছিলেন।

টীকা ঃ ১। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। মূলে 'ক্রতবঃ' আছে। সায়ণ অর্থ করেছেন 'শিরস্ত্রাণ প্রভৃতীনি'। ৩। মূলে 'ত্রিঃ ষষ্টি মরুৎ' আছে। অন্যান্য স্থানে সাতজন মরুতের উল্লেখ আছে, এখানে তার নয় গুণ অর্থাৎ ৬৩ মরুতের

উল্লেখ দেখা যায়। ৪। মূলে 'অনার্যুধাস, অসুরা, অদেবা' আছে। অর্থ আয়ুধশূন্য, শ্রদ্ধাশূন্য, বলবান শত্রুগণ। বোধ হয় অনার্যদের উল্লেখ; ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋক দেখুন। ৫। ইন্দ্রকর্তৃক কৃষ্ণ নামক অনার্য যোদ্ধা ও তার সৈন্যের বিনাশ কথা আমরা পূর্বেই পেয়েছি।

৯৭ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা। রেভ ঋষি। বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ স্বর্বাঁ অসুরেভ্যঃ।
স্তোতারমিন্মঘবন্নস্য বর্ধয় যে চ ত্বে বৃক্তবর্হিষঃ॥ ১
যমিন্দ্র দধিষে ত্বমশ্বং গাং ভাগমব্যয়ম্।
যজমানে সুন্বতি দক্ষিণাবতি তস্মিন্ তং ধেহি মা পণৌ॥ ২
য ইন্দ্র সস্ত্যব্রতোঽনুষ্বাপমদেবয়ুঃ।
স্বৈঃ ষ এবৈর্মুমুরৎপোষ্যং রয়িং সনুতর্ধেহি তং ততঃ॥ ৩
যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্।
অতস্ত্বা গীর্ভির্দ্যুগদিন্দ্র কেশিভিঃ সুতাবাঁ আ বিবাসতি॥ ৪
যদ্বাসি রোচনে দিবঃ সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি।
যৎপার্থিবে সদনে বৃত্রহন্তম যদন্তরিক্ষ আ গহি॥ ৫
স নঃ সোমেষু সোমপাঃ সুতেষু শবসস্পতে।
মাদয়স্ব রাধা সূনৃতাবতেন্দ্র রায়া পরীণসা॥ ৬
মা ন ইন্দ্র পরা বৃণগ্ভবা নঃ সধমাদ্যঃ।
ত্বং ন ঊতী ত্বমিন্ন আপ্যং মা ন ইন্দ্র পরা বৃণক্॥ ৭
অস্মে ইন্দ্র সচা সুতে নি ষদা পীতয়ে মধু।
কৃধী জরিত্রে মঘবন্নবো মহদস্মে ইন্দ্র সচা সুতে॥ ৮
ন ত্বা দেবাস আশত ন মর্ত্যাসো অদ্রিবঃ।
বিশ্বা জাতানি শবসাভিভূরসি ন ত্বা দেবাস আশত॥ ৯
বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরং সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে।
ক্রত্বা বরিষ্ঠং বর আমুরিমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তবসং তরস্বিনম্॥ ১০
সমীং রেভাসো অস্বরন্নিন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে।
স্বর্পতিং যদীং বৃধে ধৃতব্রতো হ্যোজসা সমূতিভিঃ॥ ১১
নেমিং নমন্তি চক্ষসা মেষং বিপ্রা অভিস্বরা।
সুদীতয়ো বো অদ্রুহোঽপি কর্ণে তরস্বিনঃ সমৃক্বভিঃ॥ ১২
তমিন্দ্রং জোহবীমি মঘবানমুগ্রং সত্রা দধানমপ্রতিষ্কুতং শবাংসি।
মংহিষ্ঠো গীর্ভিরা চ যজ্ঞিয়ো ববর্তদ্রায়ে নো বিশ্বা সুপথা কৃণোতু বজ্রী॥ ১৩
ত্বং পুর ইন্দ্র চিকিদেনা ব্যোজসা শবিষ্ঠ শক্র নাশয়ধ্যৈ।
ত্বদ্বিশ্বানি ভুবনানি বজ্রিন্দ্যাবা রেজেতে পৃথিবী চ ভীষা॥ ১৪
তন্ম ঋতমিন্দ্র শূর চিত্র পাত্বপো ন বজ্রিন্দুরিতাতি পর্ষি ভূরি।
কদা ন ইন্দ্র রায় আ দশস্যের্বিশ্বপ্স্যস্য স্পৃহয়াষ্যস্য রাজন্॥ ১৫

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি সুখবান। তুমি অসুরগণের নিকট হতে (১) যে ভোক্তব্য ধন আহরণ করেছ, হে ধনবান! তার দ্বারা স্তোতারীকে বর্ধিত কর, ওরা বর্হি আস্তীর্ণ করেছে। ২। হে ইন্দ্র! তুমি যে গো, যে অশ্ব এবং যে অবিনশ্বর ধন ধারণ কর, যজমান দক্ষিণাযুক্ত হয়ে সোমাভিষব করলে তাকেই সে ধন প্রদান কর। যজ্ঞবিহীনকে প্রদান করো না। ৩। অদেবাভিলাষী, ব্রতরহিত

যে ব্যক্তি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রা যায়, সে আপনার গতিদ্বারাই পোষণীয় ধন বিনাশ করুক, তুমি তাকে কর্মরহিত প্রদেশে স্থাপন কর। ৪। হে শত্রু! হে বৃত্রহন! তুমি দূরদেশে থাক বা নিকট দেশেই থাক, তথা হতে, এ ভূলোক হতে স্বর্গাভিমুখে কেশরবিশিষ্ট অশ্বের ন্যায়, এ স্তুতি দ্বারা অভিষুত সোমবান যজমান যজ্ঞে আনয়ন করছে। ৫। হে ইন্দ্র! যদি স্বর্গের দীপ্ত স্থানে থাক, যদি সমুদ্রের মধ্যে কোন স্থানে থাক, হে বৃত্রহন! যদিবা পৃথিবীর কোন স্থানে থাক অথবা অন্তরিক্ষে থাক, এস। ৬। হে সোমপা, বলপতি ইন্দ্র! সোম অভিষুত হলে সুবাক্যযুক্ত, বহুপরিমিত ধনের দ্বারা ও বলসাধন অন্নের দ্বারা আমাদের আনন্দিত কর। ৭। হে ইন্দ্র! আমাদের পরিত্যাগ করো না, আমাদের সঙ্গে একত্র সোম পানে প্রমত্ত হও, তুমি আমাদের রক্ষায় স্থাপন কর, তুমিই আমাদের বন্ধু। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পরিত্যাগ করো না। ৮। হে ইন্দ্র! আমাদের সাথে অভিষুত সোম মধুপানার্থে উপবেশন কর। হে মঘবা! স্তোতাকে মহারক্ষা প্রদান কর, অভিষুত সোমে আমাদের সাথে উপবেশন কর। ৯। হে বজ্রবান ইন্দ্র! দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না, মর্ত্যগণও পারে না। তুমি বলদ্বারা সমস্ত ভূতজাতকে অভিভূত কর, দেবগণ তোমায় ব্যাপ্ত করতে পারে না। ১০। সমস্ত সেনা পরস্পর মিলিত হয়ে শত্রুপরাজয়কর, নেতাকে তীক্ষ্ণ করছে এবং অত্যন্ত প্রকাশার্থে সূর্যাত্মক ইন্দ্রকে সৃষ্টি করছে, কর্মদ্বারা বলিষ্ঠ ও শত্রুদের সম্মুখ বিনাশকারী, উগ্র, ওজস্বী, প্রবৃদ্ধ ও বেগবান ইন্দ্রকে বরণীয় ধনের জন্য স্তব করছে। ১১। রেভগণ এ ইন্দ্রকে সোমপানার্থে সম্যকরূপে স্তুতি করেছিল। স্বর্গের পালক ইন্দ্রকে বর্ধনার্থে যখন স্তুতি করে তখন কর্মধারী ইন্দ্র বলের দ্বারা এবং পালনের দ্বারা মিলিত হন। ১২। রেভগণ নেমির ন্যায় ইন্দ্রকে দর্শনমাত্রেই নমস্কার করে। মেধাবিগণ সে মেষকে (২) স্তোত্রদ্বারা নমস্কার করে, তোমরা সুন্দর দীপ্তযুক্ত এবং অদ্রোহী তোমরা ত্বরাযুক্ত হয়ে ইন্দ্রের কর্ণে অর্চনা মন্ত্রদ্বারা স্তব কর। ১৩। সে মঘবান উগ্র যথার্থ বলধারী অপ্রতিরোধনীয় ইন্দ্রকে বার বার আহ্বান করি। পূজ্যতম যাগযোগ্য ইন্দ্র আমাদের স্তুতিদ্বারা আবর্তিত হোন। বজ্রী ধনের জন্য সমস্তই আমাদের সুপথ করুন। ১৪। হে সর্বাপেক্ষা বলবান! হে শত্রু! হে ইন্দ্র! তুমি এ সকল পুরী বলের দ্বারা বিনাশ করার জন্য অবগত হও। হে বজ্রী! সমস্ত ভূতজাত তোমার ভয়ে কম্পিত হয়, দ্যাবাপৃথিবীও কম্পিত হয়। ১৫। হে শূর! হে চিত্র ইন্দ্র! তোমার প্রশস্ত সত্য আমাকে রক্ষা করুক, হে বজ্রবান ইন্দ্র! জলের ন্যায় বহুপাপ হতে আমাদের পার কর। হে রাজা ইন্দ্র! বহুরূপ এবং স্পৃহণীয় ধন আমাদের অভিমুখে কবে প্রদান করবে?

টীকা ঃ ১। এখানেও বোধ হয় অসুর অর্থে বলবান অনার্যগণ। অনার্যগণের নিকট হতে ধন কেড়ে নিয়ে তোমার উপাসক আর্যগণকে দাও, এ বোধ হয় ঋকের মর্ম। নীচের ঋকে দুটি যজ্ঞবিহীন ও দেববিহীন লোকের উল্লেখ দেখুন। ২। ইন্দ্র মেষ হয়ে মেধাতিথি ঋষিকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সায়ণ। এ গল্পটি বোধ হয় ঋগ্বেদ রচনার পরে কল্পিত। ঋগ্বেদের কবি বোধ হয় কেবল ইন্দ্রের যুদ্ধপ্রিয়তা বা নরহিতকারিতা দেখে মেষের সাথে তুলনা করেছেন।

৯৮ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রীয় নৃমেধ ঋষি। উষ্ণিক্, ককুপ্, পুরউষ্ণিক্ ছন্দ।

ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ। ধর্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে ॥ ১
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ। বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি ॥ ২

বিভ্রাজঞ্জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ। দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে ॥ ৩
এন্দ্র নো গধি প্রিয়ঃ সত্রাজিদগোহ্যঃ। গিরির্ন বিশ্বতস্পৃথুঃ পতির্দিবঃ ॥ ৪
অভি হি সত্য সোমপা উভে বভূথ রোদসী।
ইন্দ্রাসি সুন্বতো বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ৫
ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র দর্তা পুরামসি। হন্তা দস্যোর্মনোর্বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ৬
অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কামান্মহঃ সসৃজ্মহে। উদেব যন্ত উদভিঃ ॥ ৭
বার্ণ ত্বা যব্যাভির্বর্দ্ধন্তি শূর ব্রহ্মাণি। বাবৃধ্বাংসং চিদদ্রিবো দিবেদিবে ॥ ৮
যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথয়োরৌ রথ উরুযুগে। ইন্দ্রবাহা বচোযুজা ॥ ৯
ত্বং ন ইন্দ্রা ভরঁ ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে। আ বীরং পৃতনাষহম্ ॥ ১০
ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ। অধা তে সুম্নমীমহে ॥ ১১
ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে শতক্রতো। স নো রাস্ব সুবীর্যম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। মেধাবী মহান কর্মকর্তা বিদ্বান স্তুতি-অভিলাষী ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান কর। ২। হে ইন্দ্র! তুমি অভিভবিতা হও, তুমি সূর্যকে প্রদীপ্ত করেছ, তুমি বিশ্বকর্মা, বিশ্বদেবস্বরূপ এবং মহান। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি জ্যোতি দ্বারা দ্যুলোকের প্রকাশক, স্বর্গকে প্রকাশিত করে গমন করেছিলে, দেবগণ তোমার সখ্য লাভের জন্য যত্ন করেছিলেন। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি প্রিয় এবং মহৎ ব্যক্তিদের জয়কারী, তোমাকে কেউ গোপন করতে পারে না, তুমি পর্বতের ন্যায় সর্বত বিস্তৃত এবং স্বর্গের পতি, তুমি আমাদের নিকট এস। ৫। হে সত্যস্বরূপ, সোমপা ইন্দ্র! যেহেতু তুমি দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই অভিভূত করেছ, অতএব তুমি সোমাভিষবকারীর বর্ধক হও এবং স্বর্গের পতি হও। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি বহুপুরী ভেদ করে থাক। তুমি দস্যুহন্তা, মনুষ্যের বর্ধক এবং দ্যুলোকের পতি। ৭। হে স্তুতিভাক ইন্দ্র! জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেরূপ জল বিসৃষ্ট করে, সেরূপ আমরা সম্প্রতি তোমার উদ্দেশে মহৎ কমনীয় স্তোম প্রেরণ করছি। ৮। হে বজ্রবান শূর ইন্দ্র! নদীগণ যেরূপ উদকস্থান বর্ধিত করে, সেরূপ আমরা স্তোত্রদ্বারা প্রবৃদ্ধ তোমাকে প্রতি দিবস বর্ধিত করি। ৯। গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎরথে তাঁর বাহনভূত এবং বাক্যমাত্রে যোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন। ১০। হে শতক্রতু বিচক্ষণ বীর্যোপেত এবং সেনাগণের অভিভবকর ইন্দ্র! তুমি আমাদের বল এবং ধন দান কর। ১১। হে নিবাসপ্রদ শতক্রতু! তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাচ্ঞা করব। ১২। হে বলবান বহুকর্তৃক আহূত শতক্রতু! তুমি বলাভিলাষী, আমি তোমার স্তুতি করছি, তুমি আমাদের সুন্দর বীর্যোপেত ধন দান কর।

৯৯ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্বজ্রিন্ ভূর্ণয়ঃ।
স ইন্দ্র স্তোমবাহসামিহ শ্রুধ্যুপ স্বসরমা গহি ॥ ১
মৎস্বা সুশিপ্র হরিবস্তদীমহে ত্বে আ ভূষন্তি বেধসঃ।
তব শ্রবাংস্যুপমান্যুক্থ্যা সুতেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥ ২
শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
বসূনি জাতে জনমান ওজসা প্রতি ভাগং ন দীধিম ॥ ৩
অনর্শরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।
সো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনো দানায় চোদয়ন্ ॥ ৪

ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।
অশস্তিহা জনিতা বিশ্বতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ ॥ ৫
অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তমীয়তুঃ ক্ষোণী শিশুং ন মাতরা।
বিশ্বাস্তে স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত মন্যবে বৃত্রং যদিন্দ্র তূর্বসি ॥ ৬
ইত ঊতী বো অজরং প্রহেতারমপ্রহিতম্।
আশুং জেতারং হেতারং রথীতমমতূর্তং তুগ্র্যাবৃধং ॥ ৭
ইষ্কর্তারমনিষ্কৃতং সহস্কৃতং শতমূতিং শতক্রতুম্।
সমানমিন্দ্রমবসে হবামহে বসবানং বসূজুবম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে বজ্রবান ইন্দ্র! হব্যের দ্বারা ভরণশীল নেতাগণ তোমাকে অদ্য এবং কল্য সোমপান করিয়েছে, তুমি এ যজ্ঞে স্তোত্রবাহকগণের স্তোত্র শোন এবং গৃহে উপাগত হও। ২। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট অশ্ববান স্তুতিভাক ইন্দ্র! পরিচারকগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত করছে, তুমি মত্ত হও। আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, সোম অভিষুত হলে তোমার অন্ন উপমাযোগ্য এবং প্রশংসনীয় হোক। ৩। সমাশ্রিত রশ্মিসমূহ যেরূপ সূর্যকে ভজনা করে, সেরূপ তোমরা ইন্দ্রের সমস্ত ধন ভজনা কর। তিনি বলদ্বারা জাত ও জনিষ্যমাণ ধনসমূহ উৎপাদন করেন, আমরা তা পৈতৃক ভাগের ন্যায় ধারণ করব। ৪। পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধনদাতা, সে ইন্দ্রের স্তব কর. যেহেতু ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দান বিষয়ে প্রেরণ করে এ পরিচর্যাকারীর ইচ্ছার বাধা দেন না। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধকারিগণকে অভিভূত কর। হে শত্রুগণের বাধক! তুমি অমঙ্গলনাশক জনয়িতা সমস্ত শত্রুগণের হিংসক এবং বাধকগণের বাধাদানকারী। ৬। হে ইন্দ্র! মাতা যেরূপ শিশুর অনুগমন করে. সেরূপ মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী তোমার বল হিংসকের অনুগমন করে। যেহেতু তুমি বৃত্রকে বধ কর অতএব সমস্ত সংগ্রামকারীগণ তোমার ক্রোধে খিন্ন হয়। ৭। জরারহিত শত্রুগণের প্রেরক অপ্রতিহত বেগশালী জয়শীল গমনশীল রথিশ্রেষ্ঠ অহিংসিত ও জলবর্ধক ইন্দ্রকে তোমরা রক্ষার্থে অগ্রগামী কর। ৮। শত্রুগণের সংস্কর্তা. স্বয়ং অসংস্কৃত বলকৃৎ, বহুরক্ষাবিশিষ্ট. শতক্রতু সাধারণ ও ধনাচ্ছাদক ও বসুপ্রেরক ইন্দ্রকে আমরা রক্ষার্থে আহ্বান করি।

১০০ সূক্ত ॥ দশম ও একাদশ ঋকের বাকদেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।
ভৃগুগোত্রীয় নেম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়ং ত এমি তন্বা পুরস্তাদ্বিশ্বে দেবা অভি মা যন্তি পশ্চাৎ।
যদা মহ্যং দীধরো ভাগমিন্দ্রাদিন্ময়া কৃণবো বীর্যাণি ॥ ১
দধামি তে মধুনো ভক্ষমগ্রে হিতস্তে ভাগঃ সুতো অস্তু সোমঃ।
অসশ্চ ত্বং দক্ষিণতঃ সখা মেঽধা বৃত্রাণি জঙ্ঘনাব ভূরি ॥ ২
প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম ॥ ৩
অয়মস্মি জরিতঃ পশ্য মেহ বিশ্বা জাতান্যভ্যস্মি মহ্না।
ঋতস্য মা প্রদিশো বর্ধয়ন্ত্যাদর্দিরো ভুবনা দর্দরীমি ॥ ৪
আ যন্মা বেনা অরুহন্নৃতস্য একমাসীনং হর্যতস্য পৃষ্ঠে।
মনশ্চিন্মে হৃদ আ প্রত্যবোচদচিক্রদঞ্ছিশুমন্তঃ সখায়ঃ ॥ ৫
বিশ্বেত্তা তে সবনেষু প্রবাচ্যা যা চকর্থ মঘবন্নিন্দ্র সুন্বতে।
পারাবতং যৎপুরুসম্ভৃতং বস্বপাবৃণোঃ শরভায় ঋষিবন্ধবে ॥ ৬

প্র নূনং ধাবতা পৃথঙ্‌নেহ যো বো অবাবরীৎ।
নি ষীং বৃত্রস্য মর্মণি বজ্রমিন্দ্রো অপীপতৎ ॥ ৭
মনোজবা অয়মান আয়সীমতরৎ পুরম্‌।
দিবং সুপর্ণো গত্বায় সোমং বজ্রিণ আভরৎ ॥ ৮
সমুদ্রে অন্তঃ শয়ত উদ্‌না বজ্রো অভীবৃতঃ।
ভরন্ত্যস্মৈ সংযতঃ পুরঃ প্রস্রবণা বলিম্‌ ॥ ৯
যদ্বাগ্বদন্ত্যবিচেতনানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা।
চতস্র ঊর্জং দুদুহে পয়াংসি ক্ব স্বিদস্যাঃ পরমং জগাম ॥ ১০
দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু ॥ ১১
সখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব দ্যৌর্দেহি লোকং বজ্রায় বিষ্কভে।
হনাব বৃত্রং রিণচাব সিন্ধূনিন্দ্রস্য যন্তু প্রসবে বিসৃষ্টাঃ ॥ ১২

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! আমি পুত্রের সাথে শত্রুজয়ার্থে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করি, সমস্ত দেবগণ আমার পশ্চাতে আগমন করেন। যখন তুমি আমাকে শত্রুধনের ভাগ দান কর অতএব আমার সাথে পৌরুষ প্রকাশ কর। ২। তোমাকে অগ্রে মদকর সোমরূপ অন্নদান করছি, অভিষুত সোম তোমার হৃদয়ে নিহিত হোক। তুমি আমার দক্ষিণপার্শ্বে সখারূপে অবস্থান কর, অনন্তর আমরা দুজনে বহুসংখ্যক বৃত্র বধ করব। ৩। হে সংগ্রামেচ্ছুগণ! ইন্দ্র আছেন এ যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন, ইন্দ্র নামে কেউ নেই! কে তাকে দেখেছে? আমরা কাকে স্তুতি করব (১)। ৪ হে স্তোতা! এ আমি তোমার নিকট এসেছি, আমাকে দর্শন কর, সমস্ত ভুবনকে আমি মহিমাদ্বারা অভিভূত করি। যজ্ঞের প্রদেষ্টৃগণ আমাকে বর্ধিত করে, আমি বিদারণশীল, আমি ভুবন বিদীর্ণ করি। ৫। যখন যজ্ঞাভিলাষিগণ, কমনীয় অন্তরীক্ষের পৃষ্ঠে একাকী আসীন আমাকে আরোহণ করিয়েছিল তখন তাদের মনই আমার হৃদয়ের প্রত্যুত্তর প্রদান করেছিল যে পুত্রযুক্ত প্রিয় এ ঋষিগণ আমার জন্য ক্রন্দন করছে। ৬। হে মঘবান ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞে সোমাভিষবকারীর জন্য যা করেছ, সে সমস্ত কার্য বলবার যোগ্য। তুমি পরাবৎনামক শত্রুর যে ধন আছে, তা ঋষিবন্ধু শরভের উদ্দেশে প্রভূত পরিমাণে অপাবৃত করেছ। ৭। যে এক্ষণে প্রধাবিত হচ্ছে, পৃথক থাকছে না যে তোমাদের আবরণ করছে না, ইন্দ্র তার মর্মস্থানে বজ্র পাতিত করেছেন। ৮। মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট, গমনশীল, সুপর্ণ অয়োময় নগর উত্তীর্ণ হলেন পরে স্বর্গে গমন করে ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম আহরণ করলেন। ৯। যে বজ্র সমুদ্রের মধ্যে শয়ন করে, যে জলে আবৃত, সে বজ্রের উদ্দেশে সংগ্রামের অগ্রভাগে গমনকারী শত্রুগণ উপহার ধারণ করছে। ১০। দীপ্তিশীল, দেবগণের উন্মাদকর বাক্য যখন জ্ঞানরহিতগণকে জ্ঞান প্রদান করে যজ্ঞে উপবেশন করেন তখন চারদিকে অন্ন, জল দোহন করে। তার যা শ্রেষ্ঠ আছে, তা কোথায় গমন করছে? ১১। দেবগণ যে দীপ্তিমতী বাকদেবতাকে উৎপাদন করেছেন, সর্বপ্রকার পশুগণ সে বাক্য উচ্চারণ করে। তিনি হর্ষদায়িনী ও অন্ন ও রসপ্রদানকারিণী ধেনুর ন্যায় হয়ে আমাদের স্তুতিগ্রহণ করে আমাদের নিকট আসুন। ১২। সখে বিষ্ণু! তুমি অত্যন্ত পদবিক্ষেপ কর, হে দ্যুলোক! তুমি বজ্রের গতির নিকট অবকাশ প্রদান কর। হে বিষ্ণু! তুমি ও আমি বৃত্রকে বধ করব, নদী সকলকে নিয়ে যাব, নদী সকল ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে গমন করুক।

টীকা ঃ ১। দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের মনে কিছু কিছু সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মেছিল, তা এ ঋক হতে অনুমান হয়, পরের দুটি ঋকে ঋষি ইন্দ্রের উক্তিচ্ছলে সে সন্দেহভঞ্জন করছেন।

১০১ সূক্ত ।। পঞ্চমের শেষাংশের ও ষষ্ঠের আদিত্য দেবতা, সপ্তম ও অষ্টমের অশ্বি দেবতা, নবম ও দশমের বায়ু দেবতা, একাদশ ও দ্বাদশের সূর্য দেবতা, ত্রয়োদশের ঊষা দেবতা, চতুর্দশের পবমান দেবতা, পঞ্চদশ ও ষোড়শের গো দেবতা, অবশিষ্টের দেবতা মিত্র ও বরুণ। ভৃগুগোত্র জমদগ্নি ঋষি। বৃহতী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঋধগিত্থা স মর্ত্যঃ শশমে দেবতাতয়ে।
যো নূনং মিত্রাবরুণাবভিষ্টয় আচক্রে হব্যদাতয়ে ॥ ১
বর্ষিষ্ঠক্ষত্রা উরুচক্ষসা নরা রাজানা দীর্ঘশ্রুত্তমা।
তা বাহুতা ন দংসনা রথর্যতঃ সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ২
প্র যো বাং মিত্রাবরুণাজিরো দূতো অদ্রবৎ। অয়ঃশীর্ষা মদেরঘুঃ ॥ ৩
ন যঃ সংপৃচ্ছে ন পুনর্হবীতবে ন সংবাদায় রমতে।
তস্মান্নো অদ্য সমৃতেরুরুষ্যতং বাহুভ্যাং ন উরুষ্যতম্ ॥ ৪
প্র মিত্রায় প্রার্যম্ণে সচথ্যমৃতাবসো।
বরূথ্যং বরুণে ছন্দ্যং বচঃ স্তোত্রং রাজসু গায়ত ॥ ৫
তে হিন্বিরে অরুণং জেন্যং বস্বেকং পুত্রং তিসৃণাম্।
তে ধামান্যমৃতা মর্ত্যানামদব্ধা অভি চক্ষতে ॥ ৬
আ মে বচাংস্যুদ্যতা দ্যুমত্তমানি কর্ত্বা।
উভা যাতং নাসত্যা সজোষসা প্রতি হব্যানি বীতয়ে ॥ ৭
রাতিং যদ্বামরক্ষসং হবামহে যুবাভ্যাং বাজিনীবসূ।
প্রাচীং হোত্রাং প্রতিরন্তাবিতং নরা গৃণানা জমদগ্নিনা ॥ ৮
আ নো যজ্ঞং দিবিস্পৃশং বায়ো যাহি সুমন্মভিঃ।
অন্তঃ পবিত্র উপরি শ্রীণানোঽয়ং শুক্রো অযামি তে ॥ ৯
বেত্যধ্বর্যুঃ পথিভী রজিষ্ঠৈঃ প্রতি হব্যানি বীতয়ে।
অধা নিযুত্ব উভয়স্য নঃ পিব শুচিং সোমং গবাশিরম্ ॥ ১০
বণ্মহাঁ অসি সূর্য বলাদিত্য মহাঁ অসি।
মহস্তে সতো মহিমা পনস্যতেঽদ্ধা দেব মহাঁ অসি ॥ ১১
বট্ সূর্য শ্রবসা মহাঁ অসি সত্রা দেব মহাঁ অসি।
মহ্না দেবানামসুর্যঃ পুরোহিতো বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্ ॥ ১২
ইয়ং যা নীচ্যর্কিণী রূপা রোহিণ্যা কৃতা।
চিত্রেব প্রত্যদর্শ্যায়ত্যং তর্দশসু বাহুষু ॥ ১৩
প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুর্ন্যান্যা অর্কমভিতো বিবিশ্রে।
বৃহদ্ধ তস্থৌ ভুবনেষ্বন্তঃ পবমানো হরিত আ বিবেশ ॥ ১৪
মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥ ১৫
বচোবিদং বাচমুদীরয়ন্তীং বিশ্বাভি ধীভিরুপতিষ্ঠমানাম্।
দেবীং দেবেভ্যঃ পর্যেয়ুষীং গামা মাবৃক্ত মর্ত্যো দভ্রচেতাঃ ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। যে হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে অভিমত সিদ্ধির জন্য মিত্র ও বরুণকে সম্বোধন করে, সে মনুষ্য সত্যই এ প্রকারে যজ্ঞার্থে হবি সংস্কার করে।

২। অতিশয় বর্ধিতবল, মহাদর্শন নেতা, দীপ্তিমান অতিশয় বিদ্বান সে মিত্র ও বরুণদ্বয় বাহুদ্বয়ের ন্যায় সূর্যকিরণের সাথে কর্মলাভ করেন। ৩। হে মিত্র ও বরুণ! যে শীঘ্রগামী তোমাদের অভিমুখে গমন করে, সে দেবগণের দূত হয়, তার মস্তক সুবর্ণভূষিত হয় এবং সে মদকর ধন লাভ করে। ৪। যে বার বার প্রশ্ন করলেও আনন্দিত হয় না, যে বার বার আহ্বান করলেও আনন্দিত হয় না কথোপকথনের জন্যও আনন্দিত হয় না, তার সংগ্রাম হতে আমাদের আজ রক্ষা কর, তার বাহুদ্বয় হতে আমাদের রক্ষা কর। ৫। হে যজ্ঞধন! মিত্রের উদ্দেশে সেবার্হ, যজ্ঞগৃহভব স্তোত্র গান কর, অর্যমা উদ্দেশে গান কর, বরুণের উদ্দেশে প্রীতি উৎপাদক বাক্য গান কর, মিত্রাদি রাজগণের উদ্দেশে স্তোত্র গান কর। ৬। অরুণবর্ণ, বিজয়সাধন, বাসপ্রদ, তিনজনের এক পুত্রকে দেবগণ প্রেরণ করছেন। অহিংসিত, মরণরহিত দেবগণ মনুষ্যদের স্থান সকল দেখতে পান। ৭। হে একত্রমিলিত নাসত্যদ্বয়! তোমরা আমার উচ্চারিত দীপ্ততম বাক্যে ও কার্যে এস, হব্য ভক্ষণের উদ্দেশে গমন কর। ৮। হে অন্নবিশিষ্ট ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে রাক্ষসরহিত দান আছে, তা যখন আহ্বান করব তখন তোমরা জমদগ্নিকর্তৃক স্তূয়মান হয়ে পূর্বমুখী ও স্তুতিবর্ধনকারী নেতাস্বরূপ হয়ে এস। ৯। হে বায়ু! তুমি আমাদের সুস্তুতিপ্রযুক্ত স্বর্গস্পর্শী যজ্ঞে এস। পবিত্রের মধ্যে আশ্রিত এ শুভ্র সোম তোমার উদ্দেশে নিয়ত হয়েছিল। ১০। হে নিযুত্বান বায়ু! অধ্বর্যু ঋজুতম পথে গমন করছে, তোমার ভক্ষণার্থে হবি নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের উভয় প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধ সোম ও গব্যযুক্ত সোম পান কর। ১১। হে সূর্য! তুমি সত্যই মহান! হে আদিত্য! তুমি মহান একথা সত্য! তুমি মহান, তোমার মহিমা স্তুত হচ্ছে। হে দেব! তুমি মহান, একথা সত্য। ১২। হে সূর্য! তুমি শ্রবণে মহান, একথা সত্য। তুমি দেবগণের মধ্যে মহিমায় মহান, একথা সত্য। তুমি শত্রুবিনাশী, তুমি দেবগণের হিতোপদেষ্টা, তোমার তেজ মহৎ এবং অহিংসনীয়। ১৩। এ যে নিম্নমুখী স্তুতিমতী রূপবতী প্রকাশযুক্তা ঊষা উৎপাদিত হয়েছিলেন, তিনি বহুস্থানীয় দশদিকে গমন করে চিত্রিত গাভীর ন্যায় দৃষ্ট হচ্ছেন। ১৪। তিন প্রজা অতিক্রমণ করে গমন করেছিল, অন্য প্রজাগণ অর্চনীয় অগ্নির চতুর্দিক আশ্রয় করেছিল। ভুবন মধ্যে আদিত্য মহান হয়ে অবস্থিতি করছিলেন, পবমান দিকসমূহে প্রবেশ করলেন। ১৫। যিনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থান, হে জনগণ! সে নির্দোষ অদিতি গো দেবীকে হিংসা করো না। এ কথা চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলেছিলাম। ১৬। বাক্যপ্রদায়িনী, বাক্য উচ্চারণকারিণী, সমস্ত বাক্যের সাথে উপস্থিতা, দ্যোতমানা, দেবগণের জন্য আমার পরিচয় বিশিষ্টা গো দেবীকে অল্প বুদ্ধি মনুষ্য পরিবর্জন করে।

১০২ সূক্ত।। অগ্নি দেবতা। এ সূক্তের ভৃগুগোত্রোৎপন্ন প্রয়োগ ঋষি অথবা বৃহস্পতির পুত্র অগ্নি নামক ঋষি, অথবা সহের পুত্র গৃহপতি ও যবিষ্ঠ নামক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ত্বমগ্নে বৃহদ্বয়ো দধাসি দেব দাশুষে। কবির্গৃহপতির্যুবা ॥ ১
স ন ঈলানয়া সহ দেবাঁ অগ্নে দুবস্যুবা। চিকিদ্বিভানবা বহ ॥ ২
ত্বয়া হ স্বিদ্যুজা বয়ং চোদিষ্ঠেন যবিষ্ঠ্য। অভি ষ্মো বাজসাতয়ে ॥ ৩
ঔর্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদা হুবে। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ৪
হুবে বাতস্বনং কবিং পর্জন্যক্রন্দ্যং সহঃ। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ৫
আ সবং সবিতুর্যথা ভগস্যেব ভুজিং হুবে। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ৬

অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরূতমং। অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥ ৭
অয়ং যথা ন আভুবত্ত্বষ্টা রূপেব তক্ষ্যা। অস্য ক্রত্বা যশস্বতঃ ॥ ৮
অয়ং বিশ্বা অভি শ্রিয়োঽগ্নির্দেবেষু পত্যতে। আ বাজৈরুপ নো গমৎ ॥ ৯
বিশ্বেষামিহ স্তুহি হোতৄণাং যশস্তমম্। অগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ ॥ ১০
শীরং পাবকশোচিষং জ্যেষ্ঠো যো দমেষ্বা। দীদায় দীর্ঘশ্রুত্তমঃ ॥ ১১
তমর্বন্তং ন সানসিং গৃণীহি বিপ্র শুষ্মিণম্। মিত্রং ন যাতযজ্জনম্ ॥ ১২
উপ ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্ ॥ ১৩
যস্য ত্রিধাত্ববৃতং বর্হিস্তস্থাবসন্দিনং। আপশ্চিন্নি দধা পদম্ ॥ ১৪
পদং দেবস্য মীঢ়ুষোঽনাধৃষ্টাভিরূতিভিঃ। ভদ্রা সূর্য ইবোপদৃক্ ॥ ১৫
অগ্নে ঘৃতস্য ধীতিভিস্তেপানো দেব শোচিষা। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ ॥ ১৬
তং ত্বাজনন্ত মাতরঃ কবিং দেবাসো অঙ্গিরঃ। হব্যবাহমমর্ত্যম্ ॥ ১৭
প্রচেতসং ত্বা কবেঽগ্নে দূতং বরেণ্যম্। হব্যবাহং নি ষেদিরে ॥ ১৮
নহি মে অস্ত্যঘ্ন্যা ন স্বধিতির্বনন্বতি। অথৈতাদৃগ্ভরামি তে ॥ ১৯
যদগ্নে কানি কানি চিদা তে দারূণি দধ্মসি। তা জুষস্ব যবিষ্ঠ্য ॥ ২০
যদত্ত্যুপজিহ্বিকা যদ্বম্রো অতিসর্পতি। সর্বং তদস্তু তে ঘৃতম্ ॥ ২১
অগ্নিমিন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্যঃ। অগ্নিমীধে বিবস্বভিঃ ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। হে দ্যোতমান অগ্নি! তুমি কবি, গৃহপতি, যুবা, তুমি হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে মহা অন্ন প্রদান কর। ২। হে বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত অগ্নি! তুমি জাত হয়ে আমাদের বাক্যের দ্বারা দেবগণকে আন। আমরা স্তুতি ও পরিচর্যা করছি। ৩। হে যুবতম অগ্নি! তুমি অতিশয় ধনপ্রেরক, তোমাকে সহায় লাভ করে আমরা অন্ন লাভার্থে শত্রুগণকে অভিভব করি। ৪। অগ্নি সমুদ্রমধ্যবর্তী শুচি অগ্নিকে, ঔর্ব, ভৃগু ও অপ্নবাণের ন্যায় আহ্বান করি। ৫। বাতসদৃশ ধ্বনি-বিশিষ্ট, পর্জন্যসদৃশ ক্রন্দনবিশিষ্ট, কবি বলবান, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি। ৬। সবিতা দেবতার প্রসবের ন্যায়, ভগদেবতার ভোগের ন্যায়, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে, আহ্বান করি। ৭। অহিংসনীয়গণের বন্ধু, বলবান বর্ধমান ও বহুতম অগ্নিকে হে ঋত্বিকগণ! তোমরা অভিগমন কর। ৮। এ অগ্নি, আমাদের কর্তব্যের রূপ নির্মাণ করেন, আমরা অগ্নির কার্যদ্বারা যশোবিশিষ্ট হই। ৯। দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেন. তিনি অন্নের সাথে আমাদের নিকট আসুন। ১০। হে স্তোতা! সমস্ত হোতৃগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী যজ্ঞে প্রধান অগ্নিকে এ যজ্ঞে স্তব কর। ১১। দেবগণের মধ্যে প্রধান ও অতিশয় বিদ্বান অগ্নি যাজ্ঞিকগণের গৃহে আদীপ্ত হন। পবিত্রকর দীপ্তিযুক্ত অনুশয়নকারী অগ্নিকে স্তব কর। ১২। হে মেধাবী! অশ্বের ন্যায় ভোগযোগ্য বলবান মিত্রের ন্যায় নিধনকারী অগ্নিকে স্তব কর। ১৩। হে অগ্নি! যজমানের জন্য স্তুতি সকল ভগিনী সকলের ন্যায় তোমার গুণকীর্তন করে তোমার সেবা করছে, বায়ুর সমীপে তোমাকে অবস্থাপিত করছে। ১৪। যে অগ্নির তিনটি অনাবৃত অবদ্ধ বর্হি আছে, সে অগ্নিতে জল ও স্থান প্রাপ্ত হয়। ১৫। অভীষ্টবর্ষী ও দ্যুতিমান অগ্নির স্থান সুরক্ষিত এবং ভোগযোগ্য, তাঁর দৃষ্টিও সূর্যের ন্যায় মঙ্গলকর। ১৬। হে অগ্নিদেব! দীপ্তিসাধন ঘৃতের নিধানদ্বারা তৃপ্ত হয়ে জ্বালাদ্বারা দেবগণকে আন এবং যজ্ঞ কর। ১৭। হে অঙ্গিরা অগ্নি! দেবগণ মাতৃগণের ন্যায় কবি, মরণরহিত, হব্যবাহী ও প্রসিদ্ধ অগ্নিকে উৎপন্ন করেছেন। ১৮। হে কবি অগ্নি! তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট, বরণীয় দূতস্বরূপ এবং দেবগণের হব্যবাহী. তোমার চারদিকে

দেবগণ উপবিষ্ট হলেন। ১৯। হে অগ্নি! আমার গাভী নেই, আমার কাষ্ঠচ্ছেদক পরশু নেই। হে অগ্নি! এ সমস্তই আমি তোমায় দান করেছি। ২০। হে যুবতম অগ্নি! তোমার উদ্দেশে যখন কোন কোন কার্য ধারণ করি তখন সে সকল পরশু ছিন্ন কাষ্ঠ তুমি সেবা কর। ২১। তোমার জিহ্বা যে কাষ্ঠ সকল ভক্ষণ করে, যে কাষ্ঠ সকলকে তোমার জিহ্বা অতিক্রম করে গমন করে, সে সমস্ত ঘৃতসদৃশ হোক। ২২। মনুষ্য কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করে, মনের দ্বারা কর্ম আচরণ করে ও ঋত্বিকগণদ্বারা অগ্নিকে সমিদ্ধ করে।

১০৩ সূক্ত ॥ অগ্নি ও মরুৎগণ দেবতা। সোভরি ঋষি। বৃহতী, বিরাড্রূপা, সতোবৃহতী, ককুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ।
উপো যু জাতমার্যস্য বর্ধনমগ্নিং নক্ষন্ত নো গিরঃ ॥ ১
প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেবাঁ অচ্ছা ন মজ্মনা।
অনু মাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ নাকস্য সানবি ॥ ২
যস্মাদ্রেজন্ত কৃষ্টয়শ্চর্কৃত্যানি কৃণ্বতঃ।
সহস্রসাং মেধসাতাবিব ত্মনাগ্নিং ধীভিঃ সপর্যত ॥ ৩
প্র যং রায়ে নিনীষসি মর্তো যস্তে বসো দাশৎ।
স বীরং ধত্তে অগ্ন উক্থশংসিনং ত্মনা সহস্রপোষিণম্ ॥ ৪
স দৃড়্হে চিদভি তৃণত্তি বাজমর্বতা স ধত্তে অক্ষিতি শ্রবঃ।
ত্বে দেবত্রা সদা পুরূবসো বিশ্বা বামানি ধীমহি ॥ ৫
যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাম্।
মধোর্ন পাত্রা প্রথমান্যস্মৈ প্র স্তোমা যন্ত্যগ্নয়ে ॥ ৬
অশ্বং ন গীর্ভী রথ্যং সুদানবো মর্মৃজ্যন্তে দেবয়বঃ।
উভে তোকে তনয়ে দস্ম বিশ্পতে পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ৭
প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত ঋতাব্নে বৃহতে শুক্রশোচিষে। উপস্তুতাসো অগ্নয়ে ॥ ৮
আ বংসতে মঘবা বীরবদ্যশঃ সমিদ্ধো দ্যুম্ন্যাহুতঃ।
কুবিন্নো অস্য সুমতির্নবীয়স্যচ্ছা বাজেভিরাগমৎ ॥ ৯
প্রেষ্ঠমু প্রিয়াণাং স্তুহ্যাসাবাতিথিম্। অগ্নিং রথানাং যমম্ ॥ ১০
উদিতা যো নিদিতা বেদিতা বস্বা যজ্ঞিয়ো ববর্ততি।
দুষ্টরা যস্য প্রবণে নোর্ময়ো ধিয়া বাজং সিষাসতঃ ॥ ১১
মা নো হৃণীতামতিথির্বসুরগ্নিঃ পুরুপ্রশস্ত এষঃ। যঃ সুহোতা স্বধ্বরঃ ॥ ১২
মো তে রিষন্যে অচ্ছোক্তিভির্বসোঽগ্নে কেভিশ্চিদেবৈঃ।
কীরিশ্চিদ্ধি ত্বামীট্টে দূত্যায় রাতহব্যঃ স্বধ্বরঃ ॥ ১৩
আগ্নে যাহি মরুৎসখা রুদ্রেভিঃ সোমপীতয়ে।
সোভর্যা উপ সুষ্টুতিং মাদয়স্ব স্বর্ণরে ॥ ১৪

অনুবাদঃ ১। যে অগ্নিতে কর্ম সকল আহুত হয়, সর্বাপেক্ষা পথজ্ঞ সে অগ্নি দৃষ্ট হলেন। আর্যগণের বর্ধনকর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হলে আমাদের স্তুতি বাক্য সকল তাঁর নিকট গমন করছে। ২। দিবোদাসকর্তৃক আহূত অগ্নি, মাতৃভূত পৃথিবীর অভিমুখে দেবগণের প্রতি হব্য বহন করতে প্রবৃত্ত হন নি। দিবোদাস বলের দ্বারা আহ্বান করলে অগ্নি স্বর্গের সানুপ্রদেশে অবস্থিত করলেন। ৩। কর্তব্যকর্মকারী মনুষ্যগণের নিকট ইতর মনুষ্যগণ কম্পিত হয়। অতএব হে জনগণ! এক্ষণে তোমরা সহস্রধনদাতা অগ্নিকে যজ্ঞে কর্তব্যকর্মদ্বারা আপনি

পরিচর্যা কর। ৪। হে নিবাসপ্রদ অগ্নি! তুমি যাকে ধনদানার্থে শিক্ষিত কর, যে তোমায় হব্য প্রদান করে সে উকথশংসী নিজেই সহস্রপোষক পুত্রলাভ করে। ৫। হে বহুধনবিশিষ্ট অগ্নি! যে তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে, সে দৃঢ় শত্রু-পুরস্থিত অন্ন অশ্বের দ্বারা হিংসা করে, সে অক্ষীণ অন্নধারণ করে। আমরাও তোমার উদ্দেশে হব্যদান করে, তুমি দেবতা, তোমাতে স্থিত সর্বপ্রকার ধন ধারণ করব। ৬। যিনি দেবগণের আহ্বাতা ও আনন্দময়, যিনি জনগণকে ধনপ্রদান করেন, সে অগ্নির উদ্দেশে মদকর সোমের প্রথম পাত্র সকল গমন করে। ৭। হে দর্শনীয়, লোকপালক অগ্নি! সুন্দর দানবিশিষ্ট, দেবাভিলাষিগণ রথবাহক অশ্বের ন্যায় যে তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করে, সে তুমি, আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে ধনবানগণের দান প্রদান কর। ৮। হে স্তোতাগণ! তোমরা সর্বাপেক্ষা দাতা যজ্ঞবান সত্যবান বৃহৎ দীপ্ততেজবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর। ৯। ধনবান অন্নবান অগ্নি সমিদ্ধ ও আহুত হয়ে যশস্কর অন্ন প্রদান করেন, তার নূতন অনুগ্রহবুদ্ধি অন্নের সাথে বহুবার আমাদের অভিমুখে আসুন। ১০। হে স্তোতা! প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়তম অতিথি ও যজ্ঞার্হ অগ্নিকে স্তব কর। ১১। জ্ঞান-যুক্ত যজ্ঞার্হ যে অগ্নি উদগত শ্রুতধন আবর্তিত করেন। কর্ম দ্বারা সংগ্রামাভিলাষী যে অগ্নির জ্বালা নিম্নাভিমুখ সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় দুস্তর, সে অগ্নিকে স্তব কর। ১২। বাসপ্রদ অতিথি অনেকের স্তুত ও দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী এবং সুযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি আমাদের বিষয়ে যেন অবরুদ্ধ না হন। ১৩। হে বাসপ্রদ অগ্নি! যে মনুষ্যগণ স্তুতিদ্বারা এবং সুখকর অনুগমনের দ্বারা তোমার পরিচর্যা করে, তারা যেন হিংসিত না হয়। সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট হব্যদায়ী স্তোতাও তোমার দূতকর্মের জন্য উপাসনা করে। ১৪। হে অগ্নি! তুমি মরুৎগণের প্রিয়, আমাদের যাগকর্মে সোম পানার্থে রুদ্রগণের সাথে এস, সোভরির শোভনস্তুতির নিকট এস, প্রমত্ত হও।

নবম মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বিশ্বামিত্রগোত্রোৎপন্ন মধুচ্ছন্দা ঋষি। (১) গায়ত্রী ছন্দ।

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া। ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥ ১
রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিরভি যোনিময়োহতম্। দ্রুণা সধস্থমাসদৎ ॥ ২
বরিবোধাতমো ভব মংহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমঃ। পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ৩
অভ্যর্ষ মহানাং দেবানাং বীতিমন্ধসা। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৪
ত্বামচ্ছা চরামসি তদিদর্থং দিবেদিবে। ইন্দো ত্বে ন আশসঃ ॥ ৫
পুনাতি তে পরিস্রুতং সোমং সূর্যস্য দুহিতা। বারেণ শশ্বতা তনা ॥ ৬
তমীমণ্বীঃ সমর্য আ গৃভ্ণন্তি যোষণো দশ। স্বসারঃ পার্যে দিবি ॥ ৭
তমীং হিন্বন্ত্যগ্রুবো ধমন্তি বাকুরং দৃতিম্। ত্রিধাতু বারণং মধু ॥ ৮
অভীমমঘ্ন্যা উত শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুম্। সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥ ৯
অস্যেদিন্দ্রো মদেষ্বা বিশ্বা বৃত্রাণি জিঘ্নতে। শূরো মঘা চ মংহতে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের পানার্থে অভিষুত হয়ে স্বাদুতম ও অতিশয় মদকর ধারাতে ক্ষরিত হও। ২। রাক্ষসহন্তা সকলের দর্শক সোম লৌহ-দ্বারা পিষ্ট হয়ে দ্রোণকলসবিশিষ্ট অভিষবণ স্থানে উপবিষ্ট হন। ৩। তুমি প্রভূত ধন দান কর, সমস্ত বস্তু দান কর এবং বিশেষরূপে বৃত্র বধ কর, ধনবান শত্রুগণের ধন আমাদের দান কর। ৪। তুমি মহান দেবগণের যজ্ঞাভিমুখে অন্নের সাথে গমন কর, বল ও অন্ন দান কর। ৫। হে ইন্দু! আমরা তোমার পরিচর্যা করি, প্রত্যহ এ আমাদের কার্য। আমরা তোমারই উদ্দেশে স্তুতি করি। ৬। সূর্যের দুহিতা (২) তোমার ক্ষরণশীল রসকে বিস্তৃত এবং নিত্য দশাপবিত্রদ্বারা পূত করেন। ৭। অভিষবণকালে যজ্ঞে ভগিনীভূত দশ অঙ্গুলিরূপ স্ত্রীগণ সে সোমকেই গ্রহণ করে। ৮। অঙ্গুলিগণ তাঁকেই প্রেরণ করে, চর্মের ন্যায় দীপ্তিমান সে সোমকে অভিষব করে। ঐ সোমাত্মক মধু তিন স্থানে থাকে এবং শত্রুগণের প্রতিবন্ধকতা করে। ৯। অবধ্য ধেনুগণ এ বালক সোমকে ইন্দ্রের পানার্থে দুগ্ধের দ্বারা সংস্কৃত করে। ১০। শূর ইন্দ্র এ সোমপানে মত্ত হয়ে সমস্ত শত্রু বিনাশ করেন এবং যজমানগণকে ধনদান করেন।

টীকা ঃ ১। অঙ্গিরা বা তদ্বংশীয়গণ নবম মণ্ডলের ঋষি। সমস্ত নবম মণ্ডল কেবল সোম দেবের অর্চনা। সামবেদের তৃতীয়াংশ এ ঋগ্বেদে নবম মণ্ডল হতে গৃহীত। সেকালে লোকে সোমলতা প্রস্তরে নিষ্পীড়িত করে পরে দশ অঙ্গুলি দ্বারা চটকিয়ে রস বার করত। পরে মেষ লোমের ছাঁকনি দ্বারা ছেঁকে পাত্রে রাখত এবং 'সিদ্ধির' ন্যায় দুগ্ধ প্রভৃতির সাথে মিশ্রিত করে পান করত। ২। শ্রদ্ধাদেবী। সায়ণ। কিন্তু সূর্যদুহিতার সোমের সাথে বিবাহ সম্বন্ধে ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখুন।

২ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পবস্ব দেববীরতি পবিত্রং সোম রংহ্যা। ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ ॥ ১
আ বচ্যস্ব মহি প্সরো বৃষেন্দো দ্যুম্নবত্তমঃ। আ যোনিং ধর্ণসিঃ সদঃ ॥ ২

অধুক্ষত প্রিয়ং মধু ধারা সুতস্য বেধসঃ। অপো বসিষ্ট সুক্রতুঃ ॥ ৩
মহান্তং ত্বা মহীরন্বাপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ। যদ্গোভির্বাসয়িষ্যসে ॥ ৪
সমুদ্রো অপ্সু মামৃজে বিষ্টম্ভো ধরুণো দিবঃ। সোমঃ পবিত্রে অস্মযুঃ ॥ ৫
অচিক্রদদ্বৃষা হরির্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ। সং সূর্যেণ রোচতে ॥ ৬
গিরস্ত ইন্দ ওজসা মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভসে ॥ ৭
তং ত্বা মদায় ঘৃষ্বয় উ লোককৃত্নুমীমহে। তব প্রশস্তয়ো মহীঃ ॥ ৮
অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রযুর্মধ্বঃ পবস্ব ধারয়া। পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব ॥ ৯
গোষা ইন্দো নৃষা অস্যশ্বসা বাজসা উত। আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে সোম! তুমি দেবাভিলাষী হয়ে বেগে পবিত্রভাবে ক্ষরিত হও, হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি সোম মধ্যে প্রবেশ কর। ২। হে সোম! তুমি মহান অভীষ্টবর্ষী অত্যন্ত যশস্বী এবং ধারক তুমি পানীয় প্রেরণ কর, স্বস্থানে উপবেশন কর। ৩। অভিষুত অভিলষিতপ্রদ সোমের ধারা প্রিয় মধু দোহন করে, সুকর্মা সোম জল আচ্ছাদন করে। ৪। যখন তুমি গব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হও তখন হে মহান সোম! তোমার অভিমুখে ক্ষরণশীল মহৎ জল গমন করে। ৫। সোম হতে রস উৎপন্ন হয়, তিনি স্বর্গ ধারণ করেন, তিনি জগৎ স্তম্ভিত করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জল মধ্যে সংস্কৃত হন। ৬। অভীষ্টবর্ষী হরিতবর্ণ মহান এবং মিত্রের ন্যায় দর্শনীয় সোম শব্দ করেন এবং সূর্যের সাথে প্রদীপ্ত হন। ৭। হে ইন্দু! মত্ততার জন্য তুমি যার দ্বারা অলঙ্কৃত হও, সে কর্মেচ্ছাসম্বন্ধীয় স্তুতি তোমার বলপ্রভাবে সংশোধিত হয়। ৮। তোমার প্রশংসা মহতী, তুমি শত্রুঘর্ষণশীল যজমানের জন্য উত্তমলোক সৃষ্টি করে থাক, আমরা তোমার নিকট মত্ততা যাচ্ঞা করি। ৯। হে ইন্দু! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হয়ে বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মধুধারাতে আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও। ১০। হে ইন্দু! তুমি যজ্ঞের পুরাতন আত্মা, তুমি গো, পুত্র, অশ্ব ও অন্ন দান কর।

৩ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। শুনঃশেফ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষ দেবো অমর্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তি। অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥ ১
এষ দেবো বিপা কৃতোঽতি হ্বরাংসি ধাবতি। পবমানো অদাভ্যঃ ॥ ২
এষ দেবো বিপন্যুভিঃ পবমান ঋতায়ুভিঃ। হরির্বাজায় মৃজ্যতে ॥ ৩
এষ বিশ্বানি বার্যা শূরো যন্নিব সত্বভিঃ। পবমানঃ সিষাসতি ॥ ৪
এষ দেবো রথর্যতি পবমানো দশস্যতি। আবিষ্কৃণোতি বগ্বনুম্ ॥ ৫
এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে। দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ৬
এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাংসি ধারয়া। পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ৭
এষ দিবং ব্যাসরত্তিরো রজাংস্যস্পৃতঃ। পবমানঃ স্বধ্বরঃ ॥ ৮
এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ। হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি ॥ ৯
এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ। ধারয়া পবতে সুতঃ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। মরণরহিত এ সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করছেন। ২। অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত এ সোমদেব ক্ষরিত ও অভিষুত হয়ে গমন করেন। ৩। যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ ক্ষরণশীল এ সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন। ৪। ক্ষরণশীল এ বীর সোম স্ববলে গমনকারীর ন্যায় সমস্ত ধন বিভাগ করতে ইচ্ছা করেন। ৫। এ ক্ষরণশীল

সোমদেব রথ কামনা করেন, অভিলাষ প্রদান করেন এবং শব্দ করেন। ৬। মেধাবিগণ এ সোমের স্তব করলে, ইনি হব্যদাতাকে রত্নদান করে জল মধ্যে প্রবেশ করেন। ৭। ক্ষরণশীল এ সোম শব্দ করে ও লোকসমূহকে পরাভূত করে স্বর্গে গমন করেন। ৮। ক্ষরণশীল এ সোম সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ও অহিংসিত হয়ে লোকসমূহকে পরাভূত করে স্বর্গে গমন করেন। ৯। হরিদবর্ণ এ সোমদেব পুরাতন জন্মদ্বারা দেবার্থে অভিষুত হয়ে দশাপবিত্রে গমন করেন। ১০। এ বহুকর্মা সোমই জাতমাত্র অন্ন উৎপাদন করে ও অভিষুত হয়ে ধারারূপে ক্ষরিত হন।

৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাকুলোৎপন্ন হিরণ্যস্তূপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সনা চ সোম জেষি চ পবমান মহি শ্রবঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১
সনা জ্যোতিঃ সনা স্বর্বিশ্বা চ সোম সৌভগা। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ২
সনা দক্ষমুত ক্রতুমপ সোম মৃধো জহি। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৩
পবীতারঃ পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৪
ত্বং সূর্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৫
তব ক্রত্বা তবোতিভির্জ্যোক্‌পশ্যেম সূর্যম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৬
অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৭
অভ্যর্ষানপচ্যুতো রয়িং সমৎসু সাসহিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৮
ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্ পবমান বিধর্মণি। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৯
রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুমা ভর। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে মহৎ অন্নভক্ত পবমান সোম! ভজনা কর, জয় কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ২। হে সোম! জ্যোতি দান কর, স্বর্গ দান কর, এবং সমস্ত সৌভাগ্য দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৩। হে সোম! বল এবং কর্ম দান কর, হিংসকগণকে বধ কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৪। হে সোমাভিষবকারিগণ! তোমরা ইন্দ্রের পানার্থে সোম অভিষব কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৫। হে সোম! তুমি তোমার কর্ম ও রক্ষাদ্বারা আমাদের সূর্য লাভ করাও, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৬। আমরা তোমার কর্ম এবং রক্ষাদ্বারা চিরকাল সূর্য দর্শন করব, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৭। হে শোভনাস্ত্রবিশিষ্ট সোম! তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৮। সংগ্রামে তুমি নিজে আহত হও না, শত্রুগণকে অভিভব করে থাক, তুমি ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৯। হে ক্ষরণশীল সোম! যজমানগণ বিধারণার্থে তোমাকে যজ্ঞে বর্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ১০। হে ইন্দু! তুমি আমাদের নানাবিধ অশ্ববান সর্বগামী ধন দান কর।

৫ সূক্ত ॥ আপ্রী দেবতা। কশ্যপগোত্রোৎপন্ন অসিত, অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

সমিদ্ধো বিশ্বতস্পতিঃ পবমানো বি রাজতি। প্রীণন্‌বৃষা কনিক্রদৎ ॥ ১
তনূনপাৎ পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানো অর্ষতি। অন্তরিক্ষেণ রারজৎ ॥ ২
ঈলেন্যঃ পবমানো রয়িৰ্বি রাজতি দ্যুমান্। মধোর্ধারাভিরোজসা ॥ ৩
বর্হিঃ প্রাচীনমোজসা পবমানঃ স্তৃণন্‌হরিঃ। দেবেষু দেব ঈয়তে ॥ ৪
উদাতৈর্জিহতে বৃহদ্দ্বারো দেবীর্হিরণ্যয়ীঃ। পবমানেন সুষ্টুতাঃ ॥ ৫
সুশিল্পে বৃহতী মহী পবমানো বৃষণ্যতি। নক্তোষাসা ন দর্শতে ॥ ৬
উভা দেবা নৃচক্ষসা হোতারা দৈব্যা হুবে। পবমান ইন্দ্রো বৃষা ॥ ৭

ভারতী পবমানস্য সরস্বতীলা মহী।
ইমং নো যজ্ঞমা গমন্তিস্রো দেবীঃ সুপেশসঃ ॥ ৮
ত্বষ্টারমগ্রজাং গোপাং পুরোয়াবানমা হুবে।
ইন্দুরিন্দ্রো বৃষা হরিঃ পবমানঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৯
বনস্পতিং পবমান মধ্বা সমঙ্‌গ্ধি ধারয়া।
সহস্রবল্‌শং হরিতং ভ্রাজমানং হিরণ্যয়ম্ ॥ ১০
বিশ্বে দেবাঃ স্বাহাকৃতিং পবমানস্যা গত।
বায়ুর্বৃহস্পতিঃ সূর্যোঽগ্নিরিন্দ্রঃ সজোষসঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। সমিদ্ধ, সকলের পতি, অভীষ্টবর্ষী, পবমান (১) সোম শব্দ করে ও দেবগণকে প্রীতি করে বিরাজিত হন। ২। জলের পৌত্র পবমান [illegible] উন্নত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হয়ে ও অন্তরিক্ষে প্রদীপ্ত হয়ে গমন করেন। ৩। স্তুতিযোগ্য অভীষ্টদাতা দীপ্তিমান পবমান সোম মধুধারার সাথে তেজবলে বিরাজিত হন। ৪। হরিতবর্ণ সোমদেব যজ্ঞে পূর্বাগ্রে বর্হি বিস্তার করে তেজবলে আসেন। ৫। হিরণ্ময়ী দ্বারদেবীগণ পবমান সোমের সাথে স্তুত হয়ে বৃহৎ [illegible] উদগমন করেন। ৬। [illegible] পবমান সোম সুরূপা বৃহতী মহতী [illegible] দিবা রাত্রিকে কামনা করেন। ৭। [illegible] মনুষ্যগণের দর্শক, দেবগণের হোতা [illegible] দুজনকে আহ্বান করি। পবমান [illegible] দীপ্ত (২) এবং অভীষ্টবর্ষী। ৮। [illegible] সরস্বতী এবং মহতী ইলা, [illegible] সুরূপা দেবী আমাদের এ যজ্ঞে আসুন। ৯। অগ্রজাত প্রজাপালক পুরোগামী ত্বষ্টাকে আহ্বান করি, হরিদ্বর্ণ [illegible] সোম ইন্দ্র কামবর্ষী এবং প্রজাপতি। ১০। হে পবমান সোম! হরিদ্বর্ণ, হিরণ্যবর্ণ দীপ্তিমান সহস্রশাখাবিশিষ্ট বনস্পতিকে মধুধারা দ্বারা সংস্কৃত কর। ১১। হে বিশ্বদেবগণ! বায়ু বৃহস্পতি সূর্য অগ্নি এবং ইন্দ্র তোমরা সকলে মিলিত হয়ে সোমের স্বাহা শব্দের নিকট এস।
টীকা ঃ ১। ক্ষরণশীল। ২। দীপ্ত।

৬ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রোৎপন্ন অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

মন্দ্রয়া সোম ধারয়া বৃষা পবস্ব দেবয়ুঃ। অব্যো বারেষ্বস্ময়ুঃ ॥ ১
অভি ত্যং মদ্যং মদমিন্দবিন্দ্র ইতি ক্ষর। অভি বাজিনো অর্বতঃ ॥ ২
অভি ত্যং পূর্ব্যং মদং সুবানো অর্ষ পবিত্র আ। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৩
অনু দ্রপ্সাস ইন্দব আপো ন প্রবতাসরন্। পুনানা ইন্দ্রমাশত ॥ ৪
যমত্যমিব বাজিনং মৃজন্তি যোষণো দশ। বনে ক্রীলন্তমত্যবিম্ ॥ ৫
তং গোভির্বৃষণং রসং মদায় দেববীতয়ে। সুতং ভরায় সং সৃজ ॥ ৬
দেবো দেবায় ধারয়েন্দ্রায় পবতে সুতঃ। পয়ো যদস্য পীপয়ৎ ॥ ৭
আত্মা যজ্ঞস্য রংহ্যা সুষ্বাণঃ পবতে সুতঃ। প্রত্নং নি পাতি কাব্যম্ ॥ ৮
এবা পুনান ইন্দ্রয়ুর্মদং মদিষ্ঠ বীতয়ে। গুহা চিদ্দধিষে গিরঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দেবাভিলাষী. তুমি আমাদের অভিলাষ করে থাক। তুমি আমাদের রক্ষা কর এবং দশাপবিত্রে মধুধারায় ক্ষরিত হও। ২। হে সোম! যেহেতু তুমি স্বামী অতএব মদকর সোম বর্ষণ কর, বলবান অশ্ব প্রদান কর। ৩। তুমি অভিষুত হয়ে সে পুরাতন মদকর রস দশাপবিত্রে প্রেরণ কর, বল এবং অন্ন প্রেরণ কর। ৪। জল যেরূপ নিম্নদিকে গমন করে, সরূপ দ্রুতগতি, ক্ষরণশীল সোম ইন্দ্রের অনুসরণ করে এবং তাঁকে ব্যাপ্ত করে।

৫। দশ অঙ্গুলিরূপে স্ত্রীগণ দশাপবিত্রকে অতিক্রম করে অরণ্যে ক্রীড়াকারী বলবান অশ্বের ন্যায় যে সোমের পরিচর্যা করে। ৬। দেবগণ পান করে মত্ত হবেন বলে অভিষুত এবং অভীষ্টবর্ষী সে সোমরসে সংগ্রামার্থে গব্য মিশ্রিত কর। ৭। ইন্দ্র-দেবের জন্য অভিষুত সোমদেব ধারারূপে ক্ষরিত হন, যেহেতু এর পয়ঃ আপ্যায়িত করে। ৮। যজ্ঞের আত্মা অভিষুত সোম অভিলাষ প্রদান করে বেগে ক্ষরিত হন এবং পুরাতন কবিত্ব রক্ষা করেন। ৯। হে মদকর সোম! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হয়ে তাঁর পানার্থে ক্ষরিত হয়ে যজ্ঞশালায় শব্দ উৎপন্ন কর।

৭ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ। বিদানা অস্য যোজনম্ ॥ ১
প্র ধারা মধ্বো অগ্রিয়ো মহীরপো বি গাহতে। হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ ॥ ২
প্র যুজো বাচো অগ্রিয়ো বৃষাব চক্রদদ্বনে। সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ ॥ ৩
পরি যৎকাব্যা কবির্নৃম্ণা বসানো অর্ষতি। স্বর্বাজী সিষাসতি ॥ ৪
পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি। যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥ ৫
অব্যো বারে পরি প্রিয়ো হরির্বনেষু সীদতি। রেভো বনুষ্যতে মতী ॥ ৬
স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি। রণা যো অস্য ধর্মভিঃ ॥ ৭
আ মিত্রাবরুণা ভগং মধ্বঃ পবন্ত ঊর্ময়ঃ। বিদানা অস্য শক্মভিঃ ॥ ৮
অস্মভ্যং রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে। শ্রবো বসূনি সং জিতম্ ॥ ৯

অনুবাদঃ ১। সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্য পথে সৃষ্ট হচ্ছেন। ২। সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য হব্য, তিনি মহৎ জলে বিগাহন করছেন। সে সোমের শ্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পতিত হচ্ছে। ৩। অভীষ্টবর্ষী সত্যভূত হিংসাবর্জিত প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করছেন। ৪। কবি সোম ধন গ্রহণ করে যখন স্তোত্র অবগত হন তখন স্বর্গে বলবান ইন্দ্র বস্ন প্রকাশ করেন। ৫। যখন কর্মকর্তাগণ এ সোম প্রেরণ করেন তখন পবমান সোম রাজার ন্যায় যজ্ঞবিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে গমন করেন। ৬। হরিদ্বর্ণ প্রিয় সোম জল সম্পৃক্ত হয়ে মেষলোমোপরি উপবেশন করেন এবং শব্দ করে স্তুতি সেবা করেন। ৭। যে এ সোমের কর্মে প্রীত হয় সে মদমত্ত বায়ু ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়। ৮। যাদের সোমের তরঙ্গ মিত্র ও বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, তারা এ সোমকে বিদিত হয়ে সুখ লাভ করে। ৯। হে দ্যাবাপৃথিবি! তোমরা মদকর সোমরূপে অন্ন লাভার্থে আমাদের ধন, অন্ন ও বসু দান কর।

৮ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এতে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্। বর্ধন্তো অস্য বীর্যম্ ॥ ১
পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা। তে নো ধান্তু সুবীর্যম্ ॥ ২
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দি চোদয়। ঋতস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৩
মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ। অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ ॥ ৪
দেবেভ্যস্ত্বা মদায় কং সৃজানমতি মেষ্যঃ। সং গোভির্বাসয়ামসি ॥ ৫
পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ। পরি গব্যান্যব্যত ॥ ৬
মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ। ইন্দো সখায়মা বিশ ॥ ৭
বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি। সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাঃ ॥ ৮
নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিন্দ্রপীতং স্বর্বিদম্। ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। এ সোমসমূহ ইন্দ্রের বীর্য বর্ধিত করে তাঁর অভিলষণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন। ২। সে সোম অভিষুত হচ্ছে, চমস মধ্যে আহ্বান করছে এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করছেন। তা আমাদের সুবীর্য দান করুন। ৩। হে সোম! তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হয়ে ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর এবং ইন্দ্রকে প্রেরণ কর। ৪। দশ অংগুলি তোমার পরিচর্যা করে, সাত জন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবিগণ তোমাকে প্রমত্ত করে। ৫। তুমি মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হয়ে থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্যদ্বারা মিশ্রিত করব। ৬। অভিষুত ও কলস মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান হরিদ্বর্ণ সোম বস্ত্রের ন্যায় গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করছে। ৭। হে সোম! আমরা ধনবান, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রুর বিনাশ কর, সখা ইন্দ্রকে লাভ কর। ৮। হে সোম! তুমি দ্যুলোক হতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ কর, ধন উৎপাদন কর, সংগ্রামে আমাদের বাস দান কর। ৯। তুমি নেতাগণের দর্শক এবং সর্বজ্ঞ, ইন্দ্র পান করলে আমরা তোমাকে পান করি, আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ করি।

৯ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াংসি নপ্ত্যোর্হিতঃ। সুবানো যাতি কবিক্রতুঃ॥ ১
প্র প্র ক্ষয়ায় পন্যসে জনায় জুষ্টো অদ্রুহে। বীত্যর্ষ চনিষ্ঠয়া॥ ২
স সূনুর্মাতরা শুচির্জাতো জাতে অরোচয়ৎ। মহান্মহী ঋতাবৃধা॥ ৩
স সপ্ত ধীতিভির্হিতো নদ্যো অজিন্বদদ্রুহঃ। যা একমক্ষি বাবৃধুঃ॥ ৪
তা অভি সন্তমস্তৃতং মহে যুবানমা দধুঃ। ইন্দুমিন্দ্র তব ব্রতে॥ ৫
অভি বহ্নিরমর্ত্যঃ সপ্ত পশ্যতি বাবহিঃ। ক্রিবির্দেবীরতর্পয়ৎ॥ ৬
অবা কল্পেষু নঃ পুমস্তমাংসি সোম যোধ্যা। তানি পুনান জঙ্ঘনঃ॥ ৭
নূ নব্যসে নবীয়সে সূক্তায় সাধয়া পথঃ। প্রত্নবদ্রোচয়া রুচঃ॥ ৮
পবমান মহি শ্রবো গামশ্বং রাসি বীরবৎ। সনা মেধাং সনা স্বঃ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। কবিপ্রান্তদর্শী সোম অভিষবণ প্রস্তরে নিহিত এবং অভিষুত হয়ে দ্যুলোকের অত্যন্ত প্রিয় পক্ষিগণের নিকট গমন করে। ২। তুমি তোমার নিবাসভূত দ্রোহরহিত স্তুতিকারী মনুষ্যের ভজনের জন্য পর্যাপ্ত, তুমি অন্নবিশিষ্ট ধারাদ্বারা এস। ৩। জাতবিশুদ্ধ, মহান সে পুত্র মহতী ও যজ্ঞের বর্ধয়িত্রী ও জনয়িত্রী ও মাতৃভূতা দ্যাবাপৃথিবীকে প্রদীপ্ত করেন। ৪। নদীগণ একমাত্র যে সোমকে অক্ষীণরূপে বর্ধিত করে, সে সোম অঙ্গুলিদ্বারা নিহিত হয়ে দ্রোহরহিত সপ্ত নদীকে প্রীত করেন। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ম সে অঙ্গুলিগণ অহিংসিত, বিদ্যমান সোমকে মহৎ কর্মের জন্য ধারণ করে। ৬। বাহক, মরণরহিত দেবগণের তৃপ্তিকর সোম সপ্ত নদী দর্শন করেন, তিনি কূপরূপে পরিপূর্ণ হয়ে নদীগণকে তৃপ্ত করেন। ৭। হে পুরুষ সোম! কল্পনীয় দিবসে আমাদের রক্ষা কর, হে পবমান সোম! যে সকল রাক্ষসের সাথে যুদ্ধ করা উচিত, তাদের বিনাশ কর। ৮। হে সোম! তুমি নব্য ও স্তুতিযোগ্য সূক্তের জন্য শীঘ্র যজ্ঞপথে এস এবং পূর্বের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ কর। ৯। হে শোধনকালীন সোম! তুমি পুত্রযুক্ত, মহৎ অন্ন, গাভী ও অশ্ব আমাদের দান করে থাক। তুমি দান কর, আমাদের অভিলাষ প্রদান কর।

সোমে গোদুগ্ধ প্রক্ষেপ কর। ৬। নমস্কারের সাথে তাঁর নিকট গমন কর, দধিমিশ্রিত কর, ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদান কর। ৭। হে সোম! তুমি শত্রু-বিনাশক, বিচক্ষণ ও দেবগণের অভিলাষপ্রদ, তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও। ৮। হে সোম! তুমি মনোজ্ঞ ও মদের ঈশ্বর ইন্দ্র পান করে মত্ত হবেন বলে তুমি পরিষিক্ত হতে থাক। ৯। হে দীপ্তিবিশিষ্ট পবমান সোম! তুমি ইন্দ্রের সঙ্গে আমাদের সুন্দর বীর্যসংযুক্ত ধন দান কর।

১২ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য সাদনে। ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ ॥ ১
অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন মাতরঃ। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ২
মদচ্যুৎক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্মা বিপশ্চিৎ। সোমো গৌরী অধি শ্রিতঃ ॥ ৩
দিবো নাভা বিচক্ষণোহব্যো বারে মহীয়তে। সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ ॥ ৪
যঃ সোমঃ কলশেষ্বাঁ অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ। তমিন্দুঃ পরি ষস্বজে ॥ ৫
প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি। জিন্বন্‌কোশং মধুশ্চুতম্‌ ॥ ৬
নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্ধীনামন্তঃ সবর্দুঘঃ। হিন্বানো মানুষা যুগা ॥ ৭
অভি প্রিয়া দিবস্পদা সোমো হিন্বানো অর্ষতি। বিপ্রস্য ধারয়া কবিঃ ॥ ৮
আ পবমান ধারয় রয়িং সহস্রবর্চসম্‌। অস্মে ইন্দো স্বাভুবম্‌ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। অভিষুত, মদযুক্ত সোম যজ্ঞে ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রস্তুত হচ্ছে। ২। মাতৃ গাভীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেরূপ মেধাবিগণ সোম পানের জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করেন। ৩। মদস্রাবী সোম নদীতরঙ্গস্থলে বাস করেন, বিদ্বান সোম স্তুত্যাত্মক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৪। সুকর্মা কবি বিচক্ষণ সোম অন্তরিক্ষের নাভিস্বরূপ মেষলোমে পূজিত হন। ৫। যে সোম কুম্ভে আছেন এবং দশাপবিত্র মধ্যে নিহিত আছেন, সে সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করেন। ৬। সোম মদস্রাবী কোষকে প্রীত করে অন্তরিক্ষের স্তুতনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন। ৭। নিত্য স্তোত্রবিশিষ্ট, ক্ষীর প্রসবকারী বনস্পতি সোম মনুষ্যগণের জন্য একদিন কর্মমধ্যে প্রীতভাবে বাস করেন। ৮। কবি সোম দ্যুলোক হতে প্রেরিত হয়ে মেধাবিগণের ধারারূপে প্রিয় স্থানে গমন করেন। ৯। হে পবমান সোম! তুমি আমাদের বহু দীপ্তিবিশিষ্ট সুন্দর গৃহবিশিষ্ট ধন দান কর।

১৩ সূক্ত। সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ। বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্‌ ॥ ১
পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্র গায়ত। সুষ্বাণং দেববীতয়ে ॥ ২
পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ। গৃণানা দেববীতয়ে ॥ ৩
উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ। দ্যুমদিন্দো সুবীর্যম্‌ ॥ ৪
তে নঃ সহস্রিণং রয়িং পবন্তামা সুবীর্যম্‌। সুবানা দেবাস ইন্দবঃ ॥ ৫
অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে। বি বারমব্যমাশবঃ ॥ ৬
বাশ্রা অর্ষন্তীন্দবোহভি বৎসং ন ধেনবঃ। দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ ॥ ৭
জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমান কনিক্রদৎ। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ৮
অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দৃশঃ। যোনাবৃতস্য সীদত ॥ ৯

অনুবাদ : ১। অপরিমিত, ধারাবিশিষ্ট, পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করে

বায়ু ও ইন্দ্রের পানার্থে সংস্কৃত পাত্রে গমন করছে। ২। হে রক্ষাভিলাষিগণ! তোমরা পবমান বিপ্র এবং দেবগণের পানার্থে অভিষুত সোমের উদ্দেশে গমন কর। ৩। বহু বলপ্রদ, স্তুয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্ন লাভের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে। ৪। হে সোম! আমাদের অন্ন লাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীর্যসম্পন্না মহতী রসধারা বর্ষণ কর। ৫। সে অভিষুত সোমদেব আমাদের সহস্র ধন ও সুবীর্য দান করুন। ৬। সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণকর্তৃক প্রেরিত হয়ে শীঘ্রগামী [illegible] অন্ন লাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন। ৭। ধেনুগণ যে[illegible]। শব্দ করে গাভীর অভিমুখে গমন করে, সোম সেরূপ শব্দ করে পাত্রের অভিমুখে গমন করেন। ঋত্বিকগণ হস্তে উহা গ্রহণ করেন। ৮। সোম ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর। হে পবমান সোম! তুমি শব্দ করে সমস্ত শত্রু বিনাশ কর। ৯। হে পবমান শত্রুহিংসক সর্বদর্শী সোমগণ! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর।

১৪ সূক্ত। সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পরি প্রাসিষ্যদৎ কবিঃ সিন্ধোরূর্মাবধি শ্রিতঃ। কারং বিভ্রৎ পুরুস্পৃহম্ ॥ ১
গিরা যদী সবন্ধবঃ পঞ্চ ব্রাতা অপস্যবঃ। পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্ ॥ ২
আদস্য শুষ্মিণো রসে বিশ্বে দেবা অমৎসত। যদী গোভির্বসায়তে ॥ ৩
নিরিণানো বি ধাবতি জহচ্ছর্যানি তান্বা। অত্রা সং জিঘ্নতে যুজা ॥ ৪
নপ্তীভির্যো বিবস্বতঃ শুভ্রো ন মামৃজে যুবা। গাঃ কৃণ্বানো ন নির্ণিজম্ ॥ ৫
অতি শ্রিতী তিরশ্চতা গব্যা জিগাত্যণ্ব্যা। বগ্নুমিয়র্তি যং বিদে ॥ ৬
অভি ক্ষিপঃ সমগ্মত মর্জয়ন্তীরিষস্পতিঃ। পৃষ্ঠা গৃভ্ণত বাজিনঃ ॥ ৭
পরি দিব্যানি মর্মৃশদ্বিশ্বানি সোম পার্থিবা। বসূনি যাহ্যস্ময়ুঃ ॥ ৮

অনুবাদ: ১। নদীতরঙ্গে, অধিমিশ্রিত কবি সোম অনেকের স্পৃহণীয় শব্দ উচ্চারণ করে ক্ষরিত হচ্ছেন। ২। বন্ধুভূত পঞ্চ জনপদের মনুষ্য কর্মাভিলাষে যখন ধারক সোমকে স্তুতি দ্বারা অলঙ্কৃত করে। ৩। তখন সোম গোদুগ্ধে মিশ্রিত হলে সমস্ত দেবগণ বলবান সোমরসে প্রমত্ত হয়। ৪। সোম দশাপবিত্র বস্ত্রের দ্বারা পরিত্যাগ করে অধোদেশে ধাবিত হন, এ যজ্ঞে সখা ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হন। ৫। যুবা অশ্বকে যেরূপ মার্জিত করে, সেরূপ সোম গব্যের সাথে আপন শরীর মিশ্রিত করে পরিচর্যাকারীর পৌত্রস্থানীয় অঙ্গুলিসমূহদ্বারা মার্জিত হচ্ছেন। ৬। অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত সোম গব্যের সাথে মিশ্রিত হবার জন্য তদভিমুখে গমন করছেন এবং শব্দ করছেন। আমি তাকে লাভ করব। ৭। অঙ্গুলিসকল মার্জনা করে অন্নপতি সোমের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং বলবান সোমের পৃষ্ঠে আরোহণ করল। ৮। হে সোম! তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত ধন গ্রহণ করে আমাদের কামনা করে গমন কর।

১৫ সূক্ত ।। সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১
এষ পুরু ধিয়ায়তে বৃহতে দেবতাতয়ে। যত্রামৃতাস আসতে ॥ ২
এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুভ্রাবতা পথা। যদী তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ৩
এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যূথ্যো বৃষা। নৃম্ণা দধান ওজসা ॥ ৪
এষ রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরংশুভিঃ। পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্ ॥ ৫
এষ বসূনি পিব্দনা পরুষা যযিবাঁ অতি। অব শাদেষু গচ্ছতি ॥ ৬

এতং মৃজন্তি মর্জ্যমুপ দ্রোণেম্বায়বঃ। প্রচক্রাণং মহীরিষঃ ॥ ৭
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ। স্বায়ুধং মদিন্তমম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। এ বিক্রান্ত সোম অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত হয়ে কর্মবলে শীঘ্রগামী রথের সাহায্যে ইন্দ্রের নির্মিত স্বর্গ স্থানে গমন করছেন। ২। যে বৃহৎ যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সে যজ্ঞে সোম বহুল কর্ম ইচ্ছা করেন। ৩। এ সোম হবিধানে আহিত হয়ে, নীত হয়ে আহ্বনীয়দেশে যখন মধ্যবর্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হন তখন অধ্বর্যুগণও নীত হয়। ৪। এ সোম শৃঙ্গ কম্পিত করেন। এর শৃঙ্গযূথপতি বৃষভের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন। ৫। এ বেগবান শুভ্র লতাবিশিষ্ট সোম স্যন্দমান রসের পতি হয়ে গমন করেন। ৬। এ সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্বতদ্বারা অতিক্রম করে তাদের অবগত হচ্ছেন। ৭। মনুষ্যগণ এ মার্জনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করছে, ইনি প্রভূতরস প্রদান করছেন। ৮। দশটি অঙ্গুলি ও সাত জন ঋত্বিক উত্তম অস্ত্রবিশিষ্ট ও মদক সোমকে মার্জিত করছেন।

১৬ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র তে সোতার ওণ্যো রসং মদায় ঘৃষ্বয়ে। সর্গো ন তক্ত্যেতশঃ ॥ ১
ক্রত্বা দক্ষস্য রথ্যমপো বসানমন্ধসা। গোষামণ্বেষু সশ্চিম ॥ ২
অনপ্তমপ্সু দুষ্টরং সোমং পবিত্র আ সৃজ। পুনীহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ৩
প্র পুনানস্য চেতসা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। ক্রত্বা সধস্থমাসদৎ ॥ ৪
প্র ত্বা নমোভিরিন্দব ইন্দ্র সোমা অসৃক্ষত। মহে ভরায় কারিণঃ ॥ ৫
পুনানো রূপে অব্যয়ে বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি ॥ ৬
দিব ন সানু পিপ্যুষী ধারা সুতস্য বেধসঃ। বৃথা পবিত্রে অর্ষতি ॥ ৭
ত্বং সোম বিপশ্চিতং তনা পুনান আয়ুষু। অব্যো বারং বি ধাবসি ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম ! অভিশাপকারিগণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে শত্রুপরাভবকর মত্ততার জন্য উৎপাদিত হয়ে অশ্বের ন্যায় গমন করছে। ২। আমরা বলের নেতা, জলের আচ্ছাদক, অন্নের সাথে বর্তমান সোমকে কর্মের দ্বারা অঙ্গুলিসমূহে মিলিত করছি। ৩। শত্রুগণকর্তৃক অপ্রাপ্ত, অন্তরিক্ষে বর্তমান, অন্যের অনভিভবনীয় সোমকে দশাপবিত্রে নিক্ষেপ কর, ইন্দ্রের পানার্থে শোধিত কর। ৪। স্তুতিদ্বারা পূত পদার্থসমূহের মধ্যে সোম দশাপবিত্রে গমন করছেন ও পরে কর্মবলে দ্রোণকলসে উপবেশন করছেন। ৫। হে ইন্দ্র ! নমস্কারযুক্ত স্তোত্রের সাথে সোম সকল বলকর হয়ে মহাসংগ্রামার্থে তোমার নিকট গমন করছেন। ৬। যে লোমযুক্ত বস্ত্রে শোধিত, সমস্ত শোভাযুক্ত গোসমূহ লাভার্থে সোম বীরের ন্যায় বর্তমান রয়েছেন। ৭। অন্তরিক্ষ হতে ঊর্ধ্বে অবস্থিত জল যেরূপ নিম্নে পতিত হয়, সেরূপ বলকারক অভিষুত সোমের স্ফীতধারা পবিত্রে পতিত হচ্ছে। ৮। হে সোম ! তুমি পণ্ডিত স্তোতাকে মনুষ্যগণের মধ্যে রক্ষা কর, তুমি বস্ত্রের দ্বারা শোধিত হয়ে মেষ-লোমের প্রতি ধাবমান হও।

১৭ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র নিম্নেনেব সিন্ধবো ঘ্নন্তো বৃত্রাণি ভূর্ণয়ঃ। সোমা অসৃগ্রমাশবঃ ॥ ১
অভি সুবানাস ইন্দবো বৃষ্টয়ঃ পৃথিবীমিব। ইন্দ্রং সোমাসো অক্ষরন্ ॥ ২
অত্যূর্মির্মৎসরো মদঃ সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ৩

আ কলশেষু ধাবতি পবিত্রে পরি ষিচ্যতে। উক্থৈর্যজ্ঞেষু বর্ধতে ॥ ৪
অতি ত্রী সোম রোচনা রোহন্ন ভ্রাজসে দিবম্। ইষ্ণংৎসূর্যং ন চোদয়ঃ ॥ ৫
অভি বিপ্রা অনূষত মূর্ধন্যজ্ঞস্য কারবঃ। দধানাশ্চক্ষসি প্রিয়ম্ ॥ ৬
তমু ত্বা বাজিনং নরো ধীভির্বিপ্রা অবস্যবঃ। মৃজন্তি দেবতাতয়ে ॥ ৭
মধোর্ধারামনু ক্ষর তীব্রঃ সধস্থমাসদঃ। চারুর্ঋতায় পীতয়ে ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। নদীগণ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, সেরূপ শত্রুবিনাশক, শীঘ্রগামী ব্যাপ্ত সোম দ্রোণকলসের অভিমুখে গমন করছেন। ২। অভিষুত সোম, বৃষ্টি যেরূপ পৃথিবীতে পতিত হয়, সেরূপ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। ৩। অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ, মদকর মদাত্মক সোম, রাক্ষস সকলকে বিনাশ করে দেবাভিলাষী হয়ে পবিত্রে গমন করছেন। ৪। সোম কলসে যাচ্ছেন পবিত্রে সিক্ত হচ্ছেন এবং উক্থমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত হচ্ছেন। ৫। হে সোম! তুমি লোকত্রয় অতিক্রম করে উচ্চ স্বর্গকে প্রকাশিত কর, এবং গমনশীল হয়ে সূর্যকে প্রেরিত কর। ৬। মেধাবীগণ পরিচর্যাকারী ও সোমের প্রিয়কারী হয়ে যজ্ঞের মস্তকে সোমের স্তব করছেন। ৭। হে সোম, নেতা মেধাবীগণ অন্নাভিলাষী হয়ে কর্মদ্বারা যজ্ঞার্থে সে তোমাকেই শোধিত করছেন। ৮। হে সোম! তুমি মধুর ধারাভিমুখে প্রবাহিত হও, তীব্র হয়ে অভিষব স্থানে উপবেশন কর এবং মনোহর হয়ে যজ্ঞে পানার্থে উপবেশন কর।

১৮ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পরি সুবানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষাঃ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ১
ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্মধু প্র জাতমন্ধসঃ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ২
তব বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৩
আ যো বিশ্বানি বার্যা বসূনি হস্তয়োর্দধে। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৪
য ইমে রোদসী মহী সং মাতরেব দোহতে। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৫
পরি যো রোদসী উভে সদ্যো বাজেভিরর্ষতি। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৬
স শুষ্মী কলশেষ্বা পুনানো অচিক্রদৎ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। এ সোম সবনকালে প্রস্তরে অবস্থিত। তিনি পবিত্রে ক্ষরিত হন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ২। হে সোম! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হতে সঞ্জাত মধুরস প্রদান কর। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে তোমাকে পান করেন, তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ৪। তিনি সমস্ত বরণীয় ধন হস্তদ্বারা ধারণ করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ৫। তিনি মাতৃদ্বয়ের ন্যায় মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে দোহন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ৬। তিনি অন্নদ্বারা তৎক্ষণাৎ উভয় পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ৭। তিনি বলবান, তিনি শোধিত হবার সময় কলসের মধ্যে শব্দ করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

১৯ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যৎসোম চিত্রমুক্থ্যং দিব্যং পার্থিবং বসু। তন্নঃ পুনান আ ভর ॥ ১
যুবং হি স্থঃ স্বর্পতী ইন্দ্রশ্চ সোম গোপতী। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥ ২
বৃষা পুনান আয়ুষু স্তনয়ন্নধি বর্হিষি। হরিঃ সন্যোনিমাসদৎ ॥ ৩

অবাবশন্ত ধীতয়ো বৃষভস্যাধি রেতসি। সূনোর্বৎসস্য মাতরঃ ॥ ৪
কুবিদ্বৃষণ্যন্তীভ্যঃ পুনানো গর্ভমাদধৎ। যাঃ শুক্রং দুহতে পয়ঃ ॥ ৫
উপ শিক্ষাপতস্থুষো ভিয়সমা ধেহি শত্রুষু। পবমান বিদা রয়িম্ ॥ ৬
নি শত্রোঃ সোম বৃষ্ণ্যং নি শুষ্মং নি বয়স্তির। দূরে বা সতো অন্তি বা ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। যে কিছু স্তুতিযোগ্য, পার্থিব ও স্বর্গীয় নিত্য ধন আছে, তুমি শোধিত হবার সময় আমাদের জন্য তা আন। ২। হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র সকলের স্বামী, গোসমূহের পালক ও ঈশ্বর হয়েছ। তোমরা আমাদের কর্ম বর্ধিত কর। ৩। অভিলাষপ্রদ সোম শোধিত হয়ে স্তুতিগণের মধ্যে শব্দ করে কুশোপরি হরিদবর্ণ আপনার স্থানে উপবেশন করছেন। ৪। পুত্রস্থানীয় বৎসের মাতৃস্থানীয় বসতীবরী প্রভৃতি সোমকর্তৃক প্রীত হয়ে অভিলাষপ্রদ সোমের [illegible] কামনা করছে। ৫। মিশ্রিত হবার সময় সোম অভিলাষিণী বসতীবরী প্রভৃতিগণের গর্ভ উৎপাদন করেন, এ জল সকল হতে দীপ্ত দুগ্ধ দোহন করেন। ৬। হে পবমান সোম! যারা দূরে অবস্থিত রয়েছে, তাদের সমীপবর্তী কর, শত্রুগণের ভয় উৎপাদন কর, তাদের ধন অবগত হও। ৭। হে সোম! তুমি দূরেই থাক বা নিকটেই থাক, শত্রুর বর্ষণকর বল বিনাশ কর, তাদের অন্ন বিনাশ কর, তাদের শোষক তেজ বিনাশ কর।

২০ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র কবির্দেববীতয়েঽব্যো বারেভিরর্ষতি। সাহ্বান্বিশ্বা অভি স্পৃধঃ ॥ ১
স হি ষ্মা জরিতৃভ্য আ বাজং গোমন্তমিন্বতি। পবমানঃ সহস্রিণম্ ॥ ২
পরি বিশ্বানি চেতসা মৃশসে পবসে মতী। স নঃ সোম শ্রবো বিদঃ ॥ ৩
অভ্যর্ষ বৃহদ্যশো মঘোবদ্ভ্যো ধ্রুবং রয়িম্। ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৪
ত্বং রাজেব সুব্রতো গিরঃ সোমা বিবেশিথ। পুনানো বহ্নে অদ্ভুত ॥ ৫
স বহ্নিরপ্সু দুষ্টরো মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। সোমশ্চমূষু সীদতি ॥ ৬
ক্রীলুর্মখো ন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। কবি সোম দেবগণের পানার্থে মেষলোমের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছেন, শত্রুগণের অভিভবকর সোম সমস্ত স্পর্ধাকারীকে বিনাশ করুন। ২। সে পবমান সোম স্তোতাগণকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করেন। ৩। হে সোম! তুমি আপন মনে সমস্ত ধন প্রদান কর। হে সোম! সেই তুমি আমাদের অন্ন প্রদান কর। ৪। হে সোম! তুমি মহাকীর্তি প্রেরণ কর, তুমি হব্যদায়িগণকে ধ্রুব ধন প্রদান কর, তুমি স্তোতাগণকে অন্ন প্রদান কর। ৫। হে সোম! তুমি সুকর্মা, তুমি শোধিত হয়ে রাজার ন্যায় আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। তুমি অদ্ভুত ও তুমি বাহক। ৬। সেই সোম বাহক, অন্তরীক্ষে বর্তমান ও দুস্তর হস্তদ্বারা মার্জিত হয়ে পাত্রে অবস্থান করছেন। ৭। হে সোম! তুমি ক্রীড়নশীল ও দানেচ্ছুক, তুমি স্তুতিকারীকে সুবীর্য দান করে দানের ন্যায় পবিত্রে গমন করছ।

২১ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এতে ধাবন্তীন্দবঃ সোমা ইন্দ্রায় ঘৃষ্বয়ঃ। মৎসরাসঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১
প্রবৃণ্বন্তো অভিযুজঃ সুষ্বয়ে বরিবোবিদঃ। স্বয়ং স্তোত্রে বয়স্কৃতঃ ॥ ২
বৃথা ক্রীড়ন্ত ইন্দবঃ সধস্থমভ্যেকমিৎ। সিন্ধোরূর্মা ব্যক্ষরণ্ ॥ ৩

এতে বিশ্বানি বার্যা পবমানাস আশত। হিতা ন সপ্তয়ো রথে॥ ৪
আস্মিন্ পিশঙ্গমিন্দবো দধাতা বেনমাদিশে। যো অস্মভ্যমরাবা॥ ৫
ঋভুর্ন রথ্যং নবং দধাতা কেতমাদিশে। শুক্রাঃ পবধ্বমর্ণসা॥ ৬
এত উ ত্যে অবীবশন্ কাষ্ঠাং বাজিনো অক্রত। সতঃ প্রসাবিষুর্মতিম্॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। এ ক্লেদকর দীপ্ত অভিভবশীল মদকর লোকপালক সোম সকল ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করছেন। ২। এঁরা অভিষবকারীকে বিশেষরূপে ভজনা করেন, সকলের সাথে মিলিত হন, অভিভবকারীকে ধন প্রদান করেন এবং স্তোতাকে অন্ন দান করেন। ৩। অনায়াসে ক্রীড়াকারী সোমসকল একমাত্র দ্রোণকলসে ক্ষরিত হচ্ছে, সিন্ধুর ঊর্মির ন্যায় ক্ষরিত হচ্ছেন। ৪। এ সোম সংশোধিত হয়ে রথে স্থাপিত অশ্বগণের ন্যায় সমস্ত বরণীয় ধন ব্যাপ্ত করেন। ৫। হে সোমগণ ! এর নানারূপ কামনা পূরণার্থে ধন প্রদান কর, ইনি আমাদের দানের সময় নিঃশব্দে দান করেন। ৬। ঋভু যেরূপ রথবাহক, স্তুতিযোগ্য সারথিকে প্রজ্ঞা দান করেন, সেরূপ তোমরা এ যজমানের প্রজ্ঞা দান কর। হে সোম ! কেবল জলদ্বারা পরিষ্কৃত হও। ৭। সেই এ সোম সকল যজ্ঞে কামনা করেন, বলবান সোম সকল যজমানের বুদ্ধি প্রেরণ করেন।

২২ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এতে সোমাস আশবো রথা ইব প্র বাজিনঃ। সর্গাঃ সৃষ্টা অহেষত॥ ১
এতে বাতা ইবোরবঃ পর্জন্যস্যেব বৃষ্টয়ঃ। অগ্নেরিব ভ্রমা বৃথা॥ ২
এতে পূতা বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ। বিপা ব্যানশুর্ধিয়ঃ॥ ৩
এতে মৃষ্টা অমর্ত্যাঃ সসৃবাংসো ন শশ্রমুঃ। ইয়ক্ষন্তঃ পথো রজঃ॥ ৪
এতে পৃষ্ঠানি রোদসোর্বিপ্রয়ন্তো ব্যানশুঃ। উতেদমুত্তমং রজঃ॥ ৫
তন্তুং তন্বানমুত্তমমনু প্রবত আশত। উতেদমুত্তমায্যম্॥ ৬
ত্বং সোম পণিভ্য আ বসু গব্যানি ধারয়ঃ। ততং তন্তুমচিক্রদঃ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। এ সোম সকল যুদ্ধে প্রেরিত অশ্বের ও রথের ন্যায় সমীপে গমন করেন। ২। এ সোম সকল মহাবায়ুর ন্যায়, মেঘের বৃষ্টির ন্যায়, অগ্নির শিখার ন্যায় সমস্ত ব্যাপ্ত করেন। ৩। এ সোম সকল শুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও দধিযুক্ত হয়ে প্রজ্ঞানবলে আমাদের ব্যাপ্ত করছেন। ৪। এ সোম সকল শোধিত ও মরণরহিত, এঁরা গমনকালে ও পথে লোকসমূহে ভ্রমণ করতে ক্লান্ত হন না। ৫। এ সোম সকল দ্যাবাপৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে বিবিধ প্রকারে বিচরণ করে ব্যাপ্ত হন। আরও এ উত্তম দ্যুলোকে ব্যাপ্ত করেন। ৬। নদীসকল যজ্ঞবিস্তারকারী উৎকৃষ্ট সোমকে ব্যাপ্ত করেন, আরও এ কর্ম সোমের দ্বারা উৎকৃষ্ট করে নেওয়া হয়। ৭। হে সোম ! তুমি পণিগণের নিকট হতে গোসমূহের হিতকর ধন ধারণ কর, যজ্ঞ যাতে বিস্তীর্ণ হয়, সেরূপে শব্দ কর।

২৩ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সোমা অসৃগ্রমাশবো মধোর্মদস্য ধারয়া। অভি বিশ্বানি কাব্যা॥ ১
অনু প্রত্নাস আয়বঃ পদং নবীয়ো অক্রমুঃ। রুচে জনন্ত সূর্যম্॥ ২
আ পবমান নো ভরার্যো অদাশুষো গয়ম্। কৃধি প্রজাবতীরিষঃ॥ ৩
অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্। অভি কোশং মধুশ্চুতম্॥ ৪

সোমো অর্ষতি ধর্ণসির্দধান ইন্দ্রিয়ং রসম্ । সুবীরো অভিশস্তিপাঃ ॥ ৫
ইন্দ্রায় সোম পবসে দেবেভ্যঃ সধমাদ্যঃ । ইন্দো রাজং সিষাসসি ॥ ৬
অস্য পীত্বা মদানামিন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতি । জঘান জঘনঞ্চ নু ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। মধুর মদের ধারায় শীঘ্রগামী সোম সমস্ত স্তোত্রকালে সৃষ্ট হন। ২। কোন পুরাণ অশ্ব নূতন পদ অনুসরণ করে, সূর্যকে দীপ্ত করে (১)। ৩। হে শোধিত সোম! যে হব্য প্রদান করে না, তার গৃহ আমাদের জন্য প্রদান কর। আমাদের প্রজাবিশিষ্ট ধন দান কর। ৪। গমনশীল সোম সকল মদকর-রস ক্ষরণ করেন এবং মধুস্রাবী কোশও উৎপাদন করেন। ৫। জগতের ধারক সোম ইন্দ্রিয় বর্ধনকর রস ধারণ করে উত্তম বীরযুক্ত ও হিংসা হতে ত্রাণপ্রদ হয়েছেন। ৬। হে সোম! তুমি যজ্ঞার্হ, তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের জন্য ক্ষরিত হচ্ছ এবং আমাদের অন্ন দান করতে ইচ্ছা করছ। ৭। মদকর পদার্থসমূহের মধ্যে অত্যন্ত মদকর এ সোমকে পান করে অনভিভবনীয় ইন্দ্র শত্রুগণকে হনন করেছেন এবং এখনও হনন করছেন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন এস্থলে রূপকদ্বারা সোমেরই স্তুতি করা হয়েছে।

২৪ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র সোমাসো অধন্বিষুঃ পবমানাস ইন্দবঃ। শ্রীণানা অপ্সু মৃঞ্জত ॥ ১
অভি গাবো অধন্বিষুরাপো ন প্রবতা যতীঃ। পুনানা ইন্দ্রমাশত ॥ ২
প্র পবমান ধন্বসি সোমেন্দ্রায় পাতবে। নৃভির্যতো বি নীয়সে ॥ ৩
ত্বং সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীসহে। সস্নির্যো অনুমাদ্যঃ ॥ ৪
ইন্দো যদদ্রিভিঃ সুতঃ পবিত্রং পরিধাবসি। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥ ৫
পবস্ব বৃত্রহন্তমোক্থেভিরনুমাদ্যঃ। শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতঃ ॥ ৬
শুচিঃ পাবক উচ্যতে সোম সুতস্য মধ্বঃ। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। সোমসকল শোধিত ও দীপ্ত হয়ে গমন করছেন এবং মিশ্রিত হয়ে জলমধ্যে মার্জিত হচ্ছেন। ২। গমনশীল সোমসকল নিম্নাভিমুখগামী জলসমূহের ন্যায় গমন করছেন এবং পরে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করছেন। ৩। হে শোধিত সোম! মনুষ্যগণ তোমাকে যেখান হতে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি সেখান হতে ইন্দ্রের পানার্থে গমন করছ। ৪। হে সোম! তুমি মনুষ্যগণের মদকর। হে শত্রুগণের অভিভবকারী সোম! তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমিও স্তুতিযোগ্য। ৫। হে সোম! তুমি যখন প্রস্তরদ্বারা অভিষুত হয়ে পবিত্রের অভিমুখে ধাবিত হও তখন ইন্দ্রের উদরের জন্য পর্যাপ্ত হও। ৬। হে সর্বাপেক্ষা বৃত্রহা! তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উকথ মন্ত্রদ্বারা স্তুতিযোগ্য, শুদ্ধ, শোধক ও অদ্ভুত। ৭। অভি-ষুত মদকর সোম শুদ্ধ ও শোধক বলে উক্ত হন, তিনি দেবগণের প্রীতিকর এবং শত্রুগণের বিনাশক।

২৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে। মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ ॥ ১
পবমান ধিয়া হিতোভি যোনিং কনিক্রদৎ। ধর্মণা বায়ুমা বিশ ॥ ২
সং দেবৈঃ শোভতে বৃষা কবির্যোনাবধি প্রিয়ঃ। বৃত্রহা দেবতীতমঃ ॥ ৩
বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্ পুনানো যাতি হর্যতঃ। যত্রামৃতাস আসতে ॥ ৪

অরুষো জনয়ন্ গিরঃ সোমঃ পবত আয়ুষক্। ইন্দ্রং গচ্ছন্ কবিক্রতুঃ ॥ ৫
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । হে হরিদবর্ণ সোম! তুমি মদকর, তুমি দেবগণের, মরুৎগণেরও বায়ুর পানার্থে ক্ষরিত হও। ২ । হে [illegible]কালীন সোম! আমাদের কর্মদ্বারা ধৃত হয়ে শব্দ করে স্বস্থানে প্রবেশ কর [illegible] ধারায় বায়ুতে প্রবেশ কর। ৩ । এ সোম আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত, [illegible], কবি, [illegible] এবং অত্যন্ত দেবাভিলাষী হয়ে শোভিত হচ্ছে[illegible] ৪ । [illegible] সোম সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে যে স্থানে [illegible] স্থানে গমন করছে। ৫ । দীপ্তিমান সোম শব্দ উৎপাদন করে ক্ষরিত হচ্ছেন, [illegible] ইন্দ্রের নিকট গমন করে স্তুতি-বিশিষ্ট হচ্ছেন। ৬ । হে সর্বাপেক্ষা [illegible] সোম! অর্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হবার জন্য পবিত্র অতিক্রম করে ধারায় ক্ষরিত হও

২৬ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। দৃঢ়চ্যুত ঋষির পুত্র ইধ্মবাহ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

তমমৃক্ষন্ত বাজিনমুপস্থে অদিতেরধি। বিপ্রাসো অণ্ব্যা ধিয়া ॥ ১
তং গাবো অভ্যনূষত সহস্রধারমক্ষিতম্। ইন্দুং ধর্তারমা দিবঃ ॥ ২
তং বেধাং মেধয়াহ্যন্ পবমানমধি দ্যবি। ধর্ণসিং ভূরিধায়সম্ ॥ ৩
তমহ্যন্ ভুরিজোর্ধিয়া সংবসানং বিবস্বতঃ। পতিং বাচো অদাভ্যম্ ॥ ৪
তং সানাবধি জাময়ো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। হর্যতং ভূরিচক্ষসম্ ॥ ৫
তং ত্বা হিন্বন্তি বেধসঃ পবমান গিরাবৃধম্। ইন্দবিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । পৃথিবীর ক্রোড়দেশে সে বেগবান সোমকে মেধাবিগণ অঙ্গুলিদ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা মার্জিত করছেন। ২ । স্তুতি সকল সহস্রধারাবিশিষ্ট দীপ্ত স্বর্গের ধারক সোমকে স্তুতি করছে। ৩ । সকলের ধারক ও বহু কার্যকারী, সকলের বিধাতা সে সোমকে প্রজ্ঞাদ্বারা স্বর্গের প্রতি প্রেরণ করছেন। ৪ । সোম পাত্রে অবস্থিত, স্তুতির পতি ও অহিংসনীয়। পরিচর্যাকারিগণ বাহুদ্বয়ের ক্রিয়াদ্বারা তাঁকে প্রেরণ করছেন। ৫ । অঙ্গুলি সকল সে হরিদবর্ণ সোমকে উন্নত প্রদেশে প্রেরণ করছেন, তিনি কমনীয় ও বহুদ্রষ্টা। ৬ । হে শোধনকারী সোম! তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরণ করে, তুমি স্তুতিদ্বারা বর্ধিত, দীপ্ত ও মদকর।

২৭ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র নৃমেধ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে। পুনানো ঘ্নন্নপ স্রিধঃ ॥ ১
এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জিৎপরি ষিচ্যতে। পবিত্রে দক্ষসাধনঃ ॥ ২
এষ নৃভির্বি নীয়তে দিবো মূর্ধা বৃষা সুতঃ। সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ ॥ ৩
এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো হিরণ্যয়ুঃ। ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ ॥ ৪
এষ সূর্যেণ হাসতে পবমানো অধি দ্যবি। পবিত্রে মৎসরো মদঃ ॥ ৫
এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ। পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । এ সোম কবি ও চারদিক হতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম করে গমন করছেন, ইনি শোধিত হয়ে শত্রুগণকে বিনাশ করছেন। ২ । এ সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে একে পবিত্রে সেক করা হচ্ছে। ৩ । এ সোম মনুষ্যগণকর্তৃক নানা প্রকারে নিহিত হচ্ছেন, ইনি দ্যুলোকের মস্তক, অভিষুত মনোহর পাত্রে অবস্থিত হয়ে সকল অবগত আছেন। ৪ । এ

সোম আমাদের গো হিরণ্য ইচ্ছা করে দীপ্ত ও মহাশত্রুর জেতা এবং স্বয়ং অহিংসনীয় হয়ে শব্দ করছেন। ৫। এ শোধনকালীন সোম সূর্যকর্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন, সোম অত্যন্ত মদকর। ৬। এ বলবান সোম, অন্তরিক্ষে গমন করছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করছেন।

২৮ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। প্রিয়মেধ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসস্পতিঃ। অব্যো বারং বি ধাবতি ॥ ১
এষ পবিত্রে অক্ষরৎ সোমো দেবেভ্যঃ সুতঃ। বিশ্বা ধামান্যাবিশন্ ॥ ২
এষ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্যঃ। বৃত্রহা দেববীতমঃ ॥ ৩
এষ বৃষা কনিক্রদদ্দশভির্জামিভির্যতঃ। অভি দ্রোণানি ধাবতি ॥ ৪
এষ সূর্যমরোচয়ৎ পবমানো বিচর্ষণিঃ। বিশ্বা ধামানি বিশ্ববিৎ ॥ ৫
এষ শুষ্ম্যদাভ্যঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ৬

অনুবাদ: ১। এ সোম বেগবান, নেতৃগণ কর্তৃক স্থাপিত, সর্বজ্ঞ এবং সকলের পতি, ইনি মেষলোমে গমন করছেন। ২। এ সোম দেবগণের জন্য অভিষুত হয়ে তাঁদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হচ্ছে। ৩। এ মরণরহিত বৃত্রহা দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে শোভা পাচ্ছেন। ৪। এ অভিলাষপ্রদ শব্দকারী অঙ্গুলিদ্বারা ধৃত সোম দ্রোণকলশাভিমুখে গমন করছেন। ৫। শোধনকালীন সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ সোম সূর্যকে এবং সমস্ত তেজঃ পদার্থকে দীপ্ত করেছেন। ৬। এ শোধনকালীন সোম বলবান, অহিংসনীয় দেবগণের রক্ষক এবং অমঙ্গলকারীদের বিনাশক। ইনি গমন করছেন।

২৯ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। আঙ্গিরস নৃমেধ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্রাস্য ধারা অক্ষরন্বৃষ্ণঃ সুতস্যৌজসা। দেবাঁ অনু প্রভূষতঃ ॥ ১
সপ্তিং মৃজন্তি বেধসো গৃণন্তঃ কারবো গিরা। জ্যোতির্জজ্ঞানমুক্থ্যম্ ॥ ২
সুষহা সোম তানি তে পুনানায় প্রভূবসো। বর্ধা সমুদ্রমুক্থ্যম্ ॥ ৩
বিশ্বা বসূনি সংজয়ন্পবস্ব সোম ধারয়া। ইনু দ্বেষাংসি সধ্র্যক্ ॥ ৪
রক্ষা সু নো অররুষঃ স্বনাৎসমস্য কস্য চিৎ। নিদো যত্র মুমুচ্মহে ॥ ৫
এন্দো পার্থিবং রয়িং দিব্যং পবস্ব ধারয়া। দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভর ॥ ৬

অনুবাদ: ১। বর্ষণকারী, এ অভিষুত সোমের ধারা দেবগণের উপর সামর্থ প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে ক্ষরিত হচ্ছেন। ২। স্তুতিকারী বিধাতা কার্যকর্তা স্তোতৃগণ দীপ্তিমান প্রবৃদ্ধ স্তুতিযোগ্য, অশ্বসদৃশ সোমকে মার্জিত করছেন। ৩। হে প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোম! শোধনকালে তোমার সে তেজ সকল অত্যন্ত অভিভবপর হয়, অতএব তুমি সমুদ্রসদৃশ স্তুতিযোগ্য দ্রোণ কলসকে পূর্ণ কর। ৪। হে সোম! সমস্ত ধন জয় করে প্রবাহে ক্ষরিত হও এবং সমস্ত শত্রুগণকে এক যোগে দূরদেশে প্রেরণ কর। ৫। হে সোম! যারা দান করে না, তাদের এবং অন্যান্য নিন্দক সকলের অপবাদ হতে আমাদের রক্ষা কর, আমরা যেন মুক্ত হতে পারি। ৬। হে সোম! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, পার্থিব এবং স্বর্গীয় ধন ও দীপ্তিযুক্ত বল আহরণ কর।

৩০ সূক্ত ।। সোম দেবতা । অঙ্গিরার পুত্র বিন্দু ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

প্র ধারা অস্য শুষ্মিণো বৃথা পবিত্রে অক্ষরন্ । পুনানো বাচমিষ্যতি ॥ ১
ইন্দুর্হিয়ানঃ সোতৃভির্মৃজ্যমানঃ কনিক্রদৎ । ইয়র্তি বগ্নুমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ২
আ নঃ শুষ্মং নৃষাহ্যং বীরবন্তং পুরুস্পৃহং । পবস্ব সোম ধারয়া ॥ ৩
প্র সোমো অতি ধারয়া পবমানো অসিষ্যদৎ । অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥ ৪
অপ্সু ত্বা মধুমত্তমং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ । ইন্দবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৫
সুনোতা মধুমত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে । চারুং শর্ধায় মৎসরম্ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। বলবান এ সোমের ধারা অনায়াসে ক্ষরিত হচ্ছে, শোধনকালে ইনি স্বীয় ধ্বনি প্রেরণ করছেন। ২। এ সোম অভিষবকারিগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে শোধনকালে শব্দ করে ইন্দ্র সম্বন্ধীয় শব্দ প্রেরণ করছেন। ৩। হে সোম! তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও এবং তা দিয়ে মানুষের অভিভবকর বীরযুক্ত অনেকের স্পৃহণীয় বল লাভ হোক। ৪। এ সোম শোধনকালে ধারাপ্রবাহে দ্রোণকলসে উপস্থিত হবার জন্য পবিত্রকে অতিক্রম করে ক্ষরিত হচ্ছে। ৫। হে সোম! জলমধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা মধুর ও হরিদ্বর্ণ। ইন্দ্রের পানার্থে তোমাকে প্রস্তরদ্বারা পেষণ করছে। ৬। হে ঋত্বিকগণ! তোমরা অত্যন্ত মধুররসবিশিষ্ট, মনোহর মদকর সোমকে আমাদের বলার্থে ঐ ইন্দ্রের পানার্থে অভিষব কর।

৩১ সূক্ত ॥ সোম দেবতা । রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

প্র সোমাসঃ স্বাধ্যঃ পবমানাসো অক্রমুঃ । রয়িং কৃণ্বন্তি চেতনম্ ॥ ১
দিবস্পৃথিব্যা অধি ভবেন্দো দ্যুম্নবর্ধনঃ । ভবা বাজানাং পতিঃ ॥ ২
তুভ্যং বাতা অভিপ্রিয়স্তুভ্যমর্ষন্তি সিন্ধবঃ । সোম বর্ধন্তি তে মহঃ ॥ ৩
আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্ । ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥ ৪
তুভ্যং গাবো ঘৃতং পয়ো বভ্রো দুদুহ্রে অক্ষিতম্ । বর্ষিষ্ঠে অধি সানবি ॥ ৫
স্বায়ুধস্য তে সতো ভুবনস্য পতে বয়ম্ । ইন্দো সখিত্বমুশ্মসি ॥ ৬

অনুবাদ : ১। উত্তম কর্মবিশিষ্ট, শোধনকালীন সোম গমন করছেন এবং আমাদের চেতন ধন প্রদান করছেন। ২। হে সোম! তুমি অন্নের পতি, তুমি দ্যাবাপৃথিবীর দ্যুতিযুক্ত পদার্থের বর্ধক হও। ৩। হে সোম! বায়ু সকল তোমার তৃপ্তিপ্রদ হোক, নদী সকল তোমার উদ্দেশে গমন করুক, তারা তোমার মহত্ত্ব বর্ধন করুক। ৪। হে সোম! তুমি বায়ু ও জলের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হও, বর্ষণযোগ্য বল চারদিক হতে তোমাতে সঙ্গত হোক। তুমি সংগ্রামে অন্নের প্রাপক হও। ৫। হে পিঙ্গলবর্ণ সোম! গোসমূহ তোমার জন্য ঘৃত এবং অক্ষীণদুগ্ধ দোহন করছে, তুমি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত আছ। ৬। হে ভুবনের পতি সোম! আমরা তোমার সখিত্ব কামনা করছি, তুমি উৎকৃষ্ট আয়ুধবিশিষ্ট।

৩২ সূক্ত ।। সোম দেবতা । অত্রিগোত্রোৎপন্ন শ্যাবাশ্ব ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনঃ । সুতা বিদথে অক্রমুঃ ॥ ১
আদীং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ । ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২
আদীং হংসো যথা গণং বিশ্বস্যাবীবশন্মতিম্ । অত্যো ন গোভিরজ্যতে ॥ ৩
উভে সোমাবচাকশন্মৃগো ন তক্তো অর্ষসি । সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ৪
অভি প্র গাবো অনূষত যোষা জারমিব প্রিয়ম্ । অগন্নাজিং যথা হিতম্ ॥ ৫
অস্মে ধেহি দ্যুমদ্যশো মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ । সনিং মেধামুত শ্রবঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। সোমসমূহ অভিষুত ও মদস্রাবী হয়ে যজ্ঞে হব্যদায়ীর অন্নার্থে গমন করছেন। ২। ইন্দ্র পান করতে পারেন এ উদ্দেশে এ হরিদবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল প্রস্তরদ্বারা আহৃত করছে। ৩। হংস যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে, এ সোম সেরূপ সমস্ত স্তোতাগণের মনকে বশ করে। এ সোম গব্যদ্বারা স্নিগ্ধ হয়। ৪। হে সোম! তুমি যজ্ঞের স্থান আশ্রয় করে মিশ্রিত হয়ে মৃগের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীকে অবলোকন কর। ৫। রমণী যেমন জারকে স্তুতি করে, সেরূপ হে সোম! শব্দগণ তোমার স্তুতি করছে। ৬। সে সোম মিত্রের ন্যায় যুদ্ধে গমন করেন। হে সোম! আমাদের দীপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর, হব্যদায়ীকে দান কর এবং আমাকেও দান কর, ধন, মেধা এবং কীর্তি দান কর।

৩৩ সূক্ত ।। সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপাং ন যন্ত্যূর্ময়ঃ। বনানি মহিষা ইব ॥ ১
অভি দ্রোণানি বভ্রবঃ শুক্রা ঋতস্য ধারয়া। বাজং গোমন্তমক্ষরন্ ॥ ২
সুতা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষন্তি বিষ্ণবে ॥ ৩
তিস্রো বাচ উদীরতে গাবো মিমন্তি ধেনবঃ। হরিরেতি কনিক্রদৎ ॥ ৪
অভি ব্রহ্মীরনূষত যহ্বীর্ঋতস্য মাতরঃ। মর্মৃজ্যন্তে দিবঃ শিশুম্ ॥ ৫
রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। বিপশ্চিৎ সোমসকল জলের তরঙ্গের ন্যায় গমন করছেন, মহিষগণ যেরূপ বনে গমন করে, সেরূপ গমন করেন। ২। পিশঙ্গবর্ণ দীপ্ত সোমসকল অমৃতের ধারাকারে গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান করে দ্রোণকলসে ক্ষরিত হচ্ছেন। ৩। অভিষুত সোম সকল ইন্দ্র বায়ু বরুণ মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করছেন। ৪। তিন বাক্য উদীরিত হচ্ছে। প্রীতিদায়ক গো সকল শব্দ করছে, হরিতবর্ণ সোম শব্দ করে গমন করছেন। ৫। স্তোতাকর্তৃক প্রেরিত, যজ্ঞের মাতৃস্বরূপ, বহু স্তুতি উচ্চারিত হচ্ছে এবং দ্যুলোকের শিশুসদৃশ সোম মার্জিত হচ্ছেন। ৬। হে সোম! ধনসম্বন্ধীয় চারটি সমুদ্রকে চারদিক হতে আমাদের নিকট আন এবং অপরিমিত অভিলাষসমূহকেও আন।

৩৪ সূক্ত ।। সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র সুবানো ধারয়া তনেন্দুর্হিন্বানো অর্ষতি। রুজদ্দৃঢ়হা ব্যোজসা ॥ ১
সুত ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষতি বিষ্ণবে ॥ ২
বৃষাণং বৃষভির্যতং সুন্বন্তি সোমমদ্রিভিঃ। দুহন্তি শক্মনা পয়ঃ ॥ ৩
ভুবত্ত্রিতস্য মর্জ্যো ভুবদিন্দ্রায় মৎসরঃ। সং রূপৈরজ্যতে হরিঃ ॥ ৪
অভীমৃতস্য বিষ্টপং দুহতে পৃশ্নিমাতরঃ। চারু প্রিয়তমং হবিঃ ॥ ৫
সমেনমহ্রুতা ইমা গিরো অর্ষন্তি সস্রুতঃ। ধেনূর্বাশ্রো অবীবশৎ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। অভিষুত সোম প্রেরিত ধারাপ্রবাহের পবিত্রে গমন করছেন এবং দৃঢ় শত্রুপুরী সকলকেও বিশ্লথ করছেন। ২। অভিষুত সোম সকল ইন্দ্র বায়ু বরুণ মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করছেন। ৩। রসের সেক্তা নিয়ত সোমকে বর্ষণ কর। প্রস্তরদ্বারা অভিষব করছে। কর্মবলে সোমরস হতে দুগ্ধ দোহন করছ। ৪। ত্রিত ঋষির মদকর সোম তাঁর নিজের জন্য শুদ্ধ হয়েছে, সে সোম আপন রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। ৫। পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ যজ্ঞাশ্রয় প্রিয়তম মনোহর

স বাজী রোচনা দিবঃ পবমানো বি ধাবতি। রক্ষোহা বারমব্যয়ম্‌ ॥ ৩
স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ। জামিভিঃ সূর্যং সহ ॥ ৪
স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ। সোমবাজমিবাসরৎ ॥ ৫
স দেবঃ কবিনেষিতোঽভি দ্রোণানি ধাবতি। ইন্দুরিন্দ্রায় মংহনা ॥ ৬

অনুবাদ : ১। ইন্দ্রাদির পানার্থে অভিষুত সোম অভিলাষপ্রদ রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাভিলাষী হয়ে পবিত্রে গমন করেন। ২। সে সোম সর্বদর্শী হরিদবর্ণ সকলের ধারক। তিনি পবিত্রে ধৃত হন এবং পরে শব্দ করে দ্রোণকলসে গমন করেন। ৩। বেগবান স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ শোধনকালীন সোম রাক্ষসগণের হন্তা হয়ে মেষলোমময় দশাপবিত্র অতিক্রম করে ধাবিত হচ্ছেন। ৪। সে সোম ত্রিতের যজ্ঞে পূত হয়ে বন্ধুগণের সাথে সূর্যকে প্রকাশিত করেছেন। ৫। অশ্ব যেরূপ সংগ্রামে গমন করে সেরূপ বৃত্রঘাতী অভিলাষপ্রদ অভিষুত অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করছেন। ৬। সে মহান ক্লেদযুক্ত কবিকর্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হচ্ছেন।

৩৮ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। রহূগণ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যো বারোভিরর্ষতি। গচ্ছন্বাজং সহস্রিণম্‌ ॥ ১
এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২
এতং ত্যং হরিতো দশ মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভতে ॥ ৩
এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষু সীদতি। গচ্ছঞ্জারো ন যোষিতম্‌ ॥ ৪
এষ স্য মদ্যো রসোঽব চষ্টে দিবঃ শিশুঃ। য ইন্দুর্বারমাবিশৎ ॥ ৫
এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ। ক্রন্দন্যোনিমভি প্রিয়ম্‌ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। সে সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হয়ে যজমানকে সহস্র অন্ন দান করবার জন্য দশাপবিত্রদ্বারা দ্রোণে গমন করছেন। ২। এ ক্লেদযুক্ত হরিদবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল ইন্দ্রের পানার্থে প্রস্তরদ্বারা পিষ্ট করছেন। ৩। দশটি হরিদবর্ণ অঙ্গুলি কর্মাভিলাষী হয়ে এ সোমকে মার্জিত করছে। সোম এদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হচ্ছে। ৪। এ সোম মনুষ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় উপবেশন করছেন, উপপত্নীর নিকট যেরূপ উপপতি গমন করে সেরূপ গমন করছেন। ৫। এ মদ্যরস সকল পদার্থ দর্শন করছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এ সোম দশাপবিত্রে প্রবেশ করছেন। ৬। পানার্থে অভিষুত ও সকলের ধারক, হরিদবর্ণ সোম শব্দ করে প্রিয়স্থানে গমন করছেন।

৩৯ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন বৃহন্মতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আশুরর্ষ বৃহন্মতে পরি প্রিয়েণ ধাম্না। যত্র দেবা ইতি ব্রবন্‌ ॥ ১
পরিষ্কৃণ্বন্ননিষ্কৃতং জনায় যাতয়ন্নিষঃ। বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব ॥ ২
সুত এতি পবিত্র আ ত্বিষিং দধান ওজসা। বিচক্ষাণো বিরোচয়ন্‌ ॥ ৩
অয়ং স যো দিবস্পরি রঘুয়ামা পবিত্র আ। সিন্ধোরূর্মা ব্যক্ষরৎ ॥ ৪
আবিবাসন্‌ পরাবতো অথো অর্বাবতঃ সুতঃ। ইন্দ্রায় সিচ্যতে মধু ॥ ৫
সমীচীনা অনূষত হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। যোনাবৃতস্য সীদত ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে মহামতি সোম! দেবগণের প্রিয়তম শরীরযুক্ত হয়ে শীঘ্র গমন কর, দেবগণ কোথায় বলতে থাক। ২। অসংস্কৃত স্থানকে সংস্কৃত করে এবং

যাগকারীকে অন্ন প্রদান করে অন্তরীক্ষ হতে বৃষ্টি ক্ষরিত কর। ৩। অভিষুত সোম দীপ্তি ধারণ করে এবং সমস্ত পদার্থকে দর্শন ও দীপ্ত করে শীঘ্র বেগে দশাপবিত্রে গমন করছেন। ৪। এ সোম দশাপবিত্রে ন্যস্ত হয়ে সিন্ধুর ঊর্মিতে ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি স্বর্গের উপরে শীঘ্র গমন করে থাকেন। ৫। দূরস্থ এবং অন্তিকস্থ দেবগণের পরিচর্যার্থে অভিষুত সোম ইন্দ্রের জন্য মধুসেক করছেন। ৬। সম্যক মিলিত স্তোতা সকল স্তব করছেন, হরিদ্বর্ণ সোমকে প্রস্তর সাহায্যে প্রেরণ করছেন, অতএব হে দেবগণ! যজ্ঞস্থানে নিষণ্ণ হও।

৪০ সূক্ত॥ সোম দেবতা। বৃহন্মতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ। শুম্ভন্তি বিপ্রং ধীতিভিঃ॥ ১
আ যোনিমরুণো রুহদগমদিন্দ্রং বৃষা সুতঃ। ধ্রুবে সদসি সীদতি॥ ২
নূ নো রয়িং মহামিন্দোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্॥ ৩
বিশ্বা সোম পবমান দ্যুম্নানীন্দবা ভর। বিদাঃ সহস্রিণীরিষঃ॥ ৪
স নঃ পুনান আ ভর রয়িং স্তোত্রে সুবীর্যম্। জরিতুর্বর্ধয়া গিরঃ॥ ৫
পুনান ইন্দবা ভর সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্। বৃষন্নিন্দো ন উক্থ্যম্॥ ৬

অনুবাদঃ ১। সর্বদর্শী সোম শোধনকালে সমস্ত হিংসকদের অতিক্রম করেন তাঁকে কর্মদ্বারা সকলে শোভিত করছেন। ২। অরুণবর্ণ সোম দ্রোণকলসে আরোহণ করছেন, পরে অভিলাষপ্রদ ও অভিষুত হয়ে ইন্দ্রের নিকট গমন করছেন এবং ধ্রুবস্থানে উপবিষ্ট হচ্ছেন। ৩। হে সোম! হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত হয়ে আমাদের উদ্দেশে মহান সহস্রসংখ্যক ধন চারদিক হতে ক্ষরিত কর। ৪। হে শোধনকালীন সোম! হে ইন্দু! তুমি বহুবিধ ধন আহরণ কর এবং সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান কর। ৫। হে সোম! তুমি অভিষবকালে আমাদের জন্য উত্তম বীর্যযুক্ত ধন আহরণ কর এবং স্তোতার স্তুতি বর্ধিত কর। ৬। হে ইন্দু! হে সোম! তুমি শোধনকালে আমাদের জন্য দ্যাবাপৃথিবীতে পরিবদ্ধ ধন আহরণ কর। হে বর্ষক ইন্দু! আমাদের স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান কর।

৪১ সূক্ত॥ সোম দেবতা। কণ্বগোত্রীয় মেধ্যাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র যে গাবো ন ভূর্ণয়স্ত্বেষা অযাসো অক্রমুঃ। ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপ ত্বচম্॥ ১
সুবিতস্য মনামহেঽতি সেতুং দুরাব্যম্। সাহ্বাংসো দস্যুমব্রতম্॥ ২
শৃণ্বে বৃষ্টেরিব স্বনঃ পবমানস্য শুষ্মিণঃ। চরন্তি বিদ্যুতো দিবি॥ ৩
আ পবস্ব মহীমিষং গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। অশ্বাবদ্বাজবৎসুতঃ॥ ৪
স পবস্ব বিচর্ষণ আ মহী রোদসী পৃণ। উষাঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ॥ ৫
পরি ণঃ শর্মযন্ত্যা ধারয়া সোম বিশ্বতঃ। সরা রসেব বিষ্টপম্॥ ৬

অনুবাদঃ ১। যে সোম সকল জলের ন্যায় শীঘ্র দীপ্তিযুক্ত ও গমনশীল হয়ে কৃষ্ণত্বকদের হনন করে বিচরণ করেন (১) তাদের স্তব কর। ২। ব্রতরহিত দস্যুকে অভিভব করে আমরা সুন্দর সোমের রাক্ষসবন্ধন ও রাক্ষস হনন ইচ্ছায় স্তব করব। ৩। অভিষবকালে বলবান সোমের দীপ্তি সকল অন্তরিক্ষে বিচরণ করে এবং বৃষ্টির ন্যায় তার শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। ৪। হে সোম! তুমি অভিষুত হয়ে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং বলযুক্ত মহা অন্ন আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর। ৫। হে সর্বদর্শী সোম! তুমি ক্ষরিত হও, সূর্য যেমন রশ্মিদ্বারা দিন সকলকে পূর্ণ করেন সেরূপ

আপন রসের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ণ কর। ৬। হে সোম! আমাদের সুখকর ধারাদ্বারা নদী যেরূপ ভূমণ্ডলে গমন করে, সেরূপ চারদিকে গমন কর।
টীকা ঃ ১। কৃষ্ণবর্ণ অনার্যদের উল্লেখ।

৪২ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

জনয়ন্নোচনা দিবো জনয়ন্নপ্সু সূর্যম্। বসানো গা অপো হরিঃ ॥ ১
এষ প্রত্নেন মন্মনা দেবো দেবেভ্যস্পরি। ধারয়া পবতে সুতঃ ॥ ২
বাবৃধানায় তূর্বয়ে পবন্তে বাজসাতয়ে। সোমাঃ সহস্রপাজসঃ ॥ ৩
দুহানঃ প্রত্নমিৎপয়ঃ পবিত্রে পরি ষিচ্যতে। ক্রন্দন্দেবাঁ অজীজনৎ ॥ ৪
অভি বিশ্বানি বার্যাভি দেবাঁ ঋতাবৃধঃ। সোমঃ পুনানো অর্ষতি ॥ ৫
গোমন্নঃ সোম বীরবদশ্বাবদ্বাজবৎসুতঃ। পবস্ব বৃহতীরিষঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। এ হরিদবর্ণ সোম দ্যুলোক সম্বন্ধীয় জ্যোতি এবং অন্তরিক্ষে সূর্যকে উৎপন্ন করে অধোগামী জলসমূহে আবৃত হয়ে গমন করছেন। ২। এ সোম পুরাতন স্তোত্রযুক্ত ও বিশদ হয়ে দেবগণের অভিমুখে ধারাক্রমে গমন করছেন। ৩। বর্ধমান অন্ন শীঘ্র লাভের জন্য অপরিমিত বলবিশিষ্ট সোম সকল পরিপূর্ণ হচ্ছেন। ৪। পুরাণ রসবিশিষ্ট সোম পবিত্রে সিক্ত হচ্ছেন, এবং শব্দ করে দেবগণকে উৎপাদন করছেন। ৫। এ সোম অভিষবকালে সমস্ত বরণীয় ধনও যজ্ঞবর্ধক দেবগণের অভিমুখে গমন করে। ৬। হে সোম! তুমি অভিষুত হয়ে আমাদের গোযুক্ত অশ্বযুক্ত বীরযুক্ত সংগ্রামযুক্ত ধন এবং প্রভূত অন্ন প্রদান কর।

৪৩ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যো অত্য ইব মৃজ্যতে গোভির্মদায় হর্যতঃ। তং গীর্ভির্বাসয়ামসি ॥ ১
তং নো বিশ্বা অবস্যুবো গিরঃ শুম্ভন্তি পূর্বথা। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২
পুনানো যাতি হর্যতঃ সোমো গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ। বিপ্রস্য মেধ্যাতিথেঃ ॥ ৩
পবমান বিদা রয়িমস্মভ্যং সোম সুশ্রিয়ম্। ইন্দো সহস্রবর্চসম্ ॥ ৪
ইন্দুরত্যো ন বাজসৃৎ কনিক্রন্তি পবিত্র আ। যদক্ষারতি দেবয়ুঃ ॥ ৫
পবস্ব বাজসাতয়ে বিপ্রস্য গৃণতো বৃধে। সোম রাস্ব সুবীর্যম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। যে সোম অশ্বের ন্যায় দেবগণের মত্ততার জন্য গব্যদ্বারা মিশ্রিত হন, যিনি কমনীয় সে সোমকে স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করি। ২। সমস্ত রক্ষাভিলাষী স্তুতি সকল পূর্বকালের ন্যায় এ সোমকে ইন্দ্রের পানার্থে দীপ্ত করছে। ৩। কমনীয় সোম বিপ্র মেধাতিথির জন্য শোধনকালে স্তুতিদ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে কলসের প্রতি ধাবমান হচ্ছেন। ৪। হে শোধনকালীন ইন্দু! আমাদের উত্তম দীপ্তিযুক্ত ও বহু শ্রীযুক্ত ধন প্রদান কর। ৫। যুদ্ধগামী অশ্বের ন্যায় সোম পবিত্রে শব্দ করছেন. যখন দেবাভিলাষী হন, তখন শব্দ করেন। ৬। হে সোম! আমাদের অন্ন দানার্থে এবং স্তোতা মেধাবীর বর্ধনার্থে ক্ষরিত হও, হে সোম! সুন্দর বীর্যযুক্ত পুত্রও দান কর।

৪৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অযাস্য ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র ণ ইন্দো মহে তন ঊর্মিং ন বিভ্রদর্ষসি। অভি দেবাঁ অযাস্যঃ ॥ ১
মতী জুষ্টো ধিয়া হিতঃ সোমো হিন্বে পরাবতি। বিপ্রস্য ধারয়া কবিঃ ॥ ২

অয়ং দেবেষু জাগৃবিঃ সুত এতি পবিত্র আ। সোমো যাতি বিচর্ষণিঃ ॥ ৩
স নঃ পবস্ব বাজয়ুশ্চক্রাণশ্চারুমধ্বরম্। বর্হিষ্মাঁ আ বিবাসতি ॥ ৪
স নো ভগায় বায়বে বিপ্রবীরঃ সদাবৃধঃ। সোমো দেবেষ্বা যমৎ ॥ ৫
স নো অদ্য বসুত্তয়ে ক্রতুবিদগাতুবিত্তমঃ। বাজং জেষি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে সোমরস! আমাদের প্রচুর ধনের জন্য তুমি আসছ। তোমার তরঙ্গ ধারণপূর্বক অযাস্য ঋষি দেবতাদের সম্মুখে চললেন। ২। সোমরস যিনি তিনি কবি অর্থাৎ কার্যে পটু। বুদ্ধিমান তাঁকে স্তব করলেন, যজ্ঞের কার্যে নিযুক্ত করলেন, এতে সোমরসের ধারা অনেক দূর বিস্তার হল। ৩। এ সোমরস সকলদিক দেখেন। ইনি সতর্ক ও সাবধান, ইনি লতা হতে নিষ্পীড়িত হয়ে দেবতাদের উদ্দেশে আসছেন। ইনি পবিত্রের দিকে যাচ্ছেন। ৪। হে সোমরস! হস্তে কুশধারী পুরোহিত তোমার পরিচর্যা করছেন। তুমি আমাদের অন্ন কামনা কর, যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন কর, আমাদের পবিত্র কর। ৫। সে সোমরসকে পণ্ডিতেরা বায়ুর উদ্দেশে এবং ভগ নামক দেবতার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। সে সোমরস সর্বদাই বর্ধিষ্ণু। তিনি আমাদের দেবতাদের নিকট নিয়ে চলুন। ৬। হে সোমরস! তুমি এতাদৃশ। তুমি পুণ্য সঞ্চয়ের উপায়স্বরূপ, তুমি সম্পত্তি লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তুমি অদ্য আমাদের ধন লাভের উপায় করে দাও, তুমি প্রচুর অন্ন প্রচুর বল উপার্জন করে দাও।

৪৫ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

স পবস্ব মদায় কং নৃচক্ষ দেববীতয়ে। ইন্দবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ১
স নো অর্ষাভি দূত্যং ত্বমিন্দ্রায় তোশসে। দেবাংৎসখিভ্য আ বরম্ ॥ ২
উত ত্বামরুণং বয়ং গোভিরজ্মো মদায় কম্। বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥ ৩
অত্যু পবিত্রমক্রমীদ্বাজী ধুরং ন যামনি। ইন্দুর্দেবেষু পত্যতে ॥ ৪
সমী সখায়ো অস্বরন্বনে ক্রীলন্তমত্যবিম্। ইন্দুং নাবা অনূষত ॥ ৫
তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া পীতো বিচক্ষসে। ইন্দো স্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে সোমরস! যাঁরা পথ প্রদর্শন করেন, তাঁদের প্রতিই তোমার দৃষ্টি। দেবতাদের সমাগমের জন্য, ইন্দ্রের পানের জন্য, বিশিষ্ট আমোদের জন্য, তুমি জলকে পবিত্র কর। ২। হে সোমরস! তুমি আমাদের দূতস্বরূপ হও। ইন্দ্রের উদ্দেশে তুমি পীত হয়ে থাক। আমরা তোমার সখা। দেবতাদের নিকট হতে আমাদের ধন আহরণ করে দাও। ৩। অপিচ। তোমার লোহিতমূর্তি আমরা দুগ্ধ সংযোগের দ্বারা সুবাসিত করছি। তাতে আমোদ, তাতে সুখ। ধন লাভের দ্বারা তুমি উদ্ঘাটন করে দাও। ৪। যেমন অশ্ব পথে গমন কালে রথের ধুরাকে উল্লঙ্ঘন করে, তেমনি সোমরস পবিত্রকে অতিক্রম করলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। ৫। সোমরস পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক যখন জল মধ্যে ক্রীড়া করছেন তখন তাঁর প্রিয়বন্ধু স্তবকর্তারা এক স্বরে তাঁর স্তব করতে লাগলেন এবং বাক্য প্রয়োগসহকারে গুণকীর্তন করতে লাগলেন। ৬। হে সোমরস! তুমি সে ধারার আকারে ক্ষরিত হও, যে ধারা পান করলে বিচক্ষণ স্তবকর্তা চমৎকার বীরত্ব লাভ করে থাকেন।

৪৬ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

অসৃগ্রন্দেববীতয়েহত্যাসঃ কৃত্ব্যা ইব। ক্ষরন্তঃ পর্বতাবৃধঃ ॥ ১
পরিষ্কৃতাস ইন্দবো যোষেব পিত্র্যাবতী। বায়ুং সোমা অসৃক্ষত ॥ ২

এতে সোমাস ইন্দবঃ প্রযস্বন্তশ্চমূ সুতাঃ। ইন্দ্রং বর্ধন্তি কর্মভিঃ ॥ ৩
আ ধাবতা সুহস্ত্যঃ শুক্রা গৃভ্ণীত মন্থিনা। গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্ ॥ ৪
স পবস্ব ধনঞ্জয় প্রযন্তা রাধসো মহঃ। অস্মভ্যং সোম গাতুবিৎ ॥ ৫
এতং মৃজন্তি মর্জ্যং পবমানং দশ ক্ষিপঃ। ইন্দ্রায় মৎসরং মদম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। সোমলতাগুলি পার্বতীয় প্রদেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের সমাগমস্থল যজ্ঞস্থানে ক্ষরিত হচ্ছেন, তারা সুপটু ঘোটকের ন্যায় ক্ষরিত হচ্ছেন। [যাজ্ঞিকেরা তাদের প্রস্তুত করছেন]। ২। যেমন পিতার প্রদত্ত অলঙ্কারদ্বারা সুশোভিতা হয়ে কোন নববধূ স্বামীর নিকটে গিয়ে থাকে (১), সোমগুলি সেরূপ বায়ুর দিকে যাচ্ছে। ৩। এ সমস্ত উজ্জ্বল সোমরসগুলি খাদ্যদ্রব্যসহকারে নানাবিধ কার্যের দ্বারা ইন্দ্রের আনন্দ বর্ধন করছে। এরা প্রস্তর ফলকদ্বয়ের নিষ্পীড়নদ্বারা উৎপত্তি লাভ করেছে। ৪। হে সুচতুর পুরোহিতগণ! দ্রুতপদে এস। মন্থনোপযোগী দণ্ডের সাথে শুক্রবর্ণ সোমরস ধারণ কর। এ আমোদবৃদ্ধিকারী পদার্থকে দুগ্ধ সংযোগদ্বারা সুস্বাদু কর। ৫। হে সোমরস! তোমাকে পানপূর্বক বীর্যবান হয়ে শত্রুর সম্পত্তি জয় করা যায়, বিস্তর অন্ন আহরণ করা যায়, দুর্গম স্থানে তুমি পথ প্রকাশ করে দাও। এরূপ গুণধারী, তুমি আমাদের জন্য ক্ষরিত হও। ৬। এ সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন। দশ অঙ্গুলিপ্রয়োগপূর্বক এঁকে শোধন করতে হবে। ইনি মত্ততা আনেন, ইনি ইন্দ্রের আনন্দ বৃদ্ধি করেন।

টীকা ঃ ১। বিবাহকালে পিতাকর্তৃক কন্যাকে অলঙ্কার দানের উল্লেখ।

৪৭ সূক্ত ॥ পবমান দেবতা। ভৃগুপুত্র কবি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অয়া সোমঃ সুকৃত্যয়া মহশ্চিদভ্যবর্ধত। মন্দান উদ্বৃষায়তে ॥ ১
কৃতানীদস্য কর্ত্বা চেতন্তে দস্যুতর্হণা। ঋণা চ ধৃষ্ণুশ্চয়তে ॥ ২
আৎসোম ইন্দ্রিয়ো রসো বজ্রঃ সহস্রসা ভুবৎ। উকথং যদস্য জায়তে ॥ ৩
স্বয়ং কবির্বিধর্তরি বিপ্রায় রত্নমিচ্ছতি। যদী মর্মৃজ্যতে ধিয়ঃ ॥ ৪
সিষাসতূ রয়ীণাং বাজেম্বর্বতামিব। ভরেষু জিগ্যুষামসি ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। উত্তমরূপে নিষ্পীড়িত হয়ে এ সোমরস বিলক্ষণ বৃদ্ধি পেলেন। ইনি আনন্দভরে বৃষের ন্যায় শব্দ করছেন। ২। এ সোমরসের উপযোগী যে যে উদ্যোগ, সকলই করা হয়েছে। দস্যু বধের জন্য সকলে উদ্যোগী হচ্ছেন। এ বলবান সোমরস সকল ঋণ পরিশোধ করছেন। ৩। যে পরিমাণে এ সোমরসের উপযোগী মন্ত্রগুলি পাঠ করা হচ্ছে, সে পরিমাণে সহস্রধারায় প্রবাহিত হচ্ছেন, ইন্দ্রের প্রীতিকর পানীয়স্বরূপ এবং বজ্রের ন্যায় ইন্দ্রের সহায়স্বরূপ হচ্ছেন। ৪। যদি অঙ্গুলি প্রয়োগদ্বারা এ সোমের শোধন করা যায় তবে তিনি আপনা হতেই কৃতকর্মা হয়ে ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদনপূর্বক পণ্ডিতকে নানা ধন দিয়ে দেন। ৫। হে সোমরস! যেমন যুদ্ধভূমিতে ঘোটকদের ঘাস বন্টন করে দেওয়া যায় সেরূপ যারা রণে জয়ী হন, তুমি তাঁদের শত্রুর নিকট অপহৃত সম্পত্তি বণ্টন করে দাও।

৪৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

তং ত্বা নৃম্ণানি বিভ্রতং সধস্থেষু মহো দিবঃ। চারুং সুকৃত্যয়েমহে ॥ ১
সংবৃক্তধৃষ্ণুমুকথ্যং মহামহিব্রতং মদম্। শতং পুরো রুরুক্ষণিম্ ॥ ২
অতস্ত্বা রয়িমভি রাজানং সুক্রতো দিবঃ। সুপর্ণো অব্যথির্ভরৎ ॥ ৩

বিশ্বস্মা ইৎস্বর্দৃশে সাধারণং রজস্তুরং। গোপামৃতস্য বির্ভরৎ ॥ ৪
অধা হিন্বান ইন্দ্রিয়ং জ্যায়ো মহিত্বমানশে। অভিষ্টিকৃদ্বিচর্ষণিঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি প্রকাণ্ড নভোমণ্ডলের একস্থানবাসীদের মধ্যবর্তী। তুমি ধনের ধারণকর্তা, তুমি মঙ্গলের ধারণকর্তা। আমরা শোভন কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করছি। ২। হে সোম! পরাভবকারী শত্রুদের তুমি বিনাশ কর। তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং তোমার অশেষবিধ মহৎকার্য অবশ্য প্রশংসা করতে হয়। তুমি আনন্দের বিধাতা এবং শত্রুপুরের ধ্বংসকারী। ৩। হে চমৎকার কার্যকরী সোম! এ নিমিত্ত শ্যেনপক্ষী অবলীলাক্রমে তোমাকে স্বর্গলোক হতে আহরণ করেছিল, কেননা তুমি ধন বিতরণ করবার রাজা। ৪। এ সোম বৃষ্টির জল বিতরণ করেন, ইনি স্বর্গবাসী সকল দেবতার পক্ষে সমান, ইনি পুণ্যকর্মের বিঘ্ন নিবারণ কর্তা, সুপর্ণ এ জেনেই সোম আহরণ করেন। ৫। এ সোম অতি সতর্ক, ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইনি কিঞ্চিৎ পরে নিজ বলপ্রয়োগ পূর্বক প্রকাণ্ড বীর্য ধারণ করলেন।

৪৯ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোহপামূর্মিং দিবস্পরি। অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ ॥ ১
তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া গাব ইহাগমন্। জন্যাস উপ নো গৃহম্ ॥ ২
ঘৃতং পবস্ব ধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ। অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব ॥ ৩
স ন ঊর্জে ব্য১ব্যয়ং পবিত্রং ধাব ধারয়া। দেবাসঃ শৃণবন্‌হি কম্ ॥ ৪
পবমানো অসিষ্যদদ্রক্ষাংস্যপজঙ্ঘনৎ। প্রত্নবদ্রোচয়ন্রুচঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! চতুর্দিকে বৃষ্টিবারি বর্ষণ কর। নভোমণ্ডলের সর্বত্র জলের তরঙ্গ আন। অক্ষয় অন্নের মহা ভাণ্ডার উপস্থিত কর। ২। হে সোম! তুমি সে ধারাতে ক্ষরিত হও, যাতে বিপক্ষ দেশজাত গোধন সকল আমার ভবনে এসে উপনীত হয়। ৩। হে সোম! তুমি দেবতাগণের সমাগম প্রার্থী, অতএব যজ্ঞেতে ঘৃতধারা ক্ষরণ কর। আমাদের নিকট বৃষ্টি উপস্থিত কর। ৪। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হয়েছ, এক্ষণে ধারারূপে ক্রমাগত কুশময় পবিত্রের দিকে বহমান হও, তাতেই আমাদের অন্ন হবে। তোমার ক্ষরণের ধ্বনি দেবতারা শুনুন। ৫। ঐ সোম ক্ষরিত হতে হতে প্রবাহিত হলেন, রাক্ষসবর্গকে বিনাশ করলেন, তাঁর চির পরিচিত জ্যোতিপুঞ্জ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হল।

৫০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাবংশীয় উচথ্য ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উত্তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্মেরিব স্বনঃ। বাণস্য চোদয়া পবিম্ ॥ ১
প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ। যদব্য এষি সানবি ॥ ২
অব্যো বারে পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। পবমানং মধুশ্চুতম্ ॥ ৩
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৪
স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ। ইন্দ্রবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের ন্যায় তোমার ধারা বহমান হচ্ছে। যেমন ধনুর্গুণ হতে বিক্ষিপ্ত বান শব্দ করে, তুমি সেরূপ শব্দ ছাড়তে থাক। ২। যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়ে আরোহণ কর, তোমার

উৎপত্তি দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছু যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত হতে থাকে। ৩। এ যে সোম, যিনি দেবতাদের প্রীতিকর, যাঁর বর্ণ দূর্বাদলবৎ যিনি প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়েছেন, যিনি মধুর রস ক্ষরিত করছেন, একে ঋত্বিকগণ ছাঁকবার জন্য মেষলোমের উপর অর্পণ করছেন। ৪। হে কর্মিষ্ঠ আনন্দ বিধাতা সোম! তুমি কুশময় পবিত্রের চারদিকে ক্ষরিত হও। তাহলে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হবে। ৫। হে আনন্দ বিধাতা সোম! তোমাকে সুস্বাদু করবার জন্য গব্য, ক্ষীরাদি তোমার সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।

৫১ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। উচথ্য ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ সৃজ। পুনীহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ১
দিবঃ পীয়ূষমুত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে। সুনোতা মধুমত্তমম্ ॥ ২
তব ত্য ইন্দ্রো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্যশ্নতে। পবমানস্য মরুতঃ ॥ ৩
ত্বং হি সোম বর্ধয়ংৎসুতো মদায় ভূর্ণয়ে। বৃষংস্তোতারমূতয়ে ॥ ৪
অভ্যর্ষ বিচক্ষণ পবিত্রং ধারয়া সুতঃ। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে পুরোহিত! প্রস্তরফলকদ্বারা সোম নিষ্পীড়িত হয়েছেন, একে কুশময় পবিত্রের চারদিকে ঢেলে দাও। ইন্দ্র এর পানকর্তা, তাঁর জন্য এর শোধন কর। ২। হে পুরোহিতগণ! এ সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গধামের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এ সোমের নিষ্পীড়ন কর। ৩। হে সোম! তুমি ক্ষরিত হয়ে সুস্বাদু হয়েছ, তোমার সহযোগী খাদ্যদ্রব্য সকল আছে, এর চারদিকে দেবতাগণ ও মরুৎগণ এসে ঘিরে বসছেন। ৪। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে ত্বরিত আনন্দ বিধান কর, তোমার প্রকৃতি (দেহ) পুষ্ট কর, তুমি অভীষ্ট ফল বিতরণ কর এবং উপাসককে রক্ষা কর। ৫। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হয়েছ, ধারারূপে বহমান হও, কুশময় পবিত্রের দিকে এবং বিবিধ প্রকার অন্নের দিকে যাও।

৫২ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

পরি দ্যুক্ষঃ সনদ্রয়িভর্রদ্বাজং নো অন্ধসা। সুবানো অর্ষ পবিত্র আ ॥ ১
তব প্রত্নেভিরধ্বভিরব্যো বারে পরি প্রিয়ঃ। সহস্রধারো যাত্তনা ॥ ২
চরুর্ন যস্তমীংখয়েন্দো ন দানমীংখয়। বধৈর্বধস্নবীংখয়া ॥ ৩
নি শুষ্মমিন্দবেষাং পুরুহূতং জনানাম্। যো অস্মাঁ আদিদেশতি ॥ ৪
শতং ন ইন্দ ঊতিভিঃ সহস্রং বা শুচীনাম্। পবস্ব মংহয়দ্রয়িঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। সে সোম জ্যোতিপুঞ্জ মূর্তি, তিনি ধনের বিতরণকর্তা, তিনি খাদ্যদ্রব্যসহকারে বলকর হন। হে সোম! নিষ্পীড়িত হয়ে কুশময় পবিত্রের চারদিকে ক্ষরিত হও। ২। হে সোম! তোমার অতি চমৎকার সহস্রধারা বিস্তৃত হয়ে চিরাভ্যস্ত প্রকারে মেষলোমে যাচ্ছে। ৩। হে সোম! চরুর মত যে খাদ্য, তা এনে দাও, দেয় বস্তু আমাদের এনে দাও, প্রহার করলে তুমি নিসৃত হয়ে থাক, এই তোমার প্রকৃতি, সে প্রহার সহকারে নির্গত হও। ৪। যে সকল বিপক্ষ আমাদের যুদ্ধার্থে আহ্বান করছে, হে সর্বজন কমনীয় সোমরস! সে সকল ব্যক্তির তেজ হ্রাস করে দাও। ৫। হে সোম! তুমি ধনের বিতরণ কর্তা, আমাদের রক্ষা করবার জন্য তোমার নির্মল শতধারা বহমান করে দাও।

৫৩ সূক্ত ।। পবমান দেবতা । কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

উত্তে শুষ্মাসো অস্থূ রক্ষো ভিন্দন্তো অদ্রিবঃ । নুদস্ব যাঃ পরিস্পৃধঃ ॥ ১
অয়া নিজঘ্নিরোজসা রথসঙ্গে ধনে হিতে । স্তবা অবিভ্যুষা হৃদা ॥ ২
অস্য ব্রতানি নাধৃষে পবমানস্য দূঢ্যা । রুজ যস্ত্বা পৃতন্যতি ॥ ৩
তং হিন্বন্তি মদচ্যুতং হরিং নদীষু বাজিনম্ । ইন্দুমিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে প্রস্তরসমুদ্ভূত সোমরস ! রাক্ষস ধ্বংসকারী তোমার তেজ সমস্ত উদ্রিক্ত হয়েছে। যে সকল বিপক্ষ চারদিকে আস্ফালন করছে, তাদের তাড়িয়ে দাও। ২। এ আমি নির্ভয় হৃদয়ে বিপক্ষের রথমধ্যনিহিত ধন লুন্ঠন করবার জন্য এবং নিজ বলে বিপক্ষ সংহার করবার উদ্দেশে সোমের গুণগান করছি। ৩। নির্বোধ শত্রু এ ক্ষরিত সোমের প্রভাব কখনই সহ্য করতে পারে না। যে তোমার সাথে যুদ্ধ করতে চায়, তাকে বিনাশ কর। ৪। সে যে সোম, যিনি মদিরা ক্ষরিত করেন, যাঁর বর্ণ দূর্বাদলবৎ, যিনি বলকর, তাঁকে ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ঋত্বিকগণ নদীতে ঢেলে দিচ্ছেন।

৫৪ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ । গায়ত্রী ছন্দ ।

অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ । পয়ঃ সহস্রসামৃষিম্ ॥ ১
অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি । সপ্ত প্রবত আ দিবম্ ॥ ২
অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি । সোমো দেবো ন সূর্যঃ ॥ ৩
পরি ণো দেববীতয়ে বাজাঁ অর্ষসি গোমতঃ । পুনান ইন্দবিন্দ্রয়ুঃ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। পণ্ডিতগণ এ সোমের চিরপরিচিত জ্যোতি দেখে শুভ্রবর্ণ দুগ্ধ দোহন করলেন। সে দুগ্ধ অপরিমিত বলের আধায়ক। ২। এ সোমরস সূর্যের ন্যায় সর্ব সংসার নিরীক্ষণ করেন। ইনি সরোবরের দিকে ধাবিত হন। ইনি সপ্তসিন্ধু হতে দ্যুলোক পর্যন্ত ঘিরে আছেন। ৩। এ সোম যখন সংশোধিত হচ্ছেন, ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থিত হন। ইনি সূর্যদেবের ন্যায়। ৪। হে সোম ! তুমি শোধিত হচ্ছ, ইন্দ্রকর্তৃক পীত হবে, আমাদের যজ্ঞের জন্য গোধন এবং বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আহরণ করে দাও।

৫৫ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা । কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

যবং যবং নো অন্ধসা পুষ্টং পুষ্টং পরি স্রব । সোম বিশ্বা চ সৌভগা ॥ ১
ইন্দো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমন্ধসঃ । নি বর্হিষি প্রিয়ে সদঃ ॥ ২
উত নো গোবিদশ্ববিৎপবস্ব সোমান্ধসা । মক্ষূতমেভিরহভিঃ ॥ ৩
যো জিনাতি ন জীয়তে হন্তি শত্রুমভীত্য । স পবস্ব সহস্রজিৎ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে সোম ! প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর যব আমাদের আহরণ করে দাও এবং যাবতীয় কাম্যবস্তু আমাদের দাও। ২। হে সোম ! তোমার যে প্রকার গুণ কীর্তন করলাম, যেরূপ তোমার আহৃত অন্নের স্তব করলাম, এক্ষণে আমাদের কুশে এসে উপবেশন কর। ৩। হে সোম ! তুমি আমাদের গোধন আহরণ করে দাও, অশ্বও আহরণ করে দাও, অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর অন্নসহকারে ক্ষরিত হও, এ প্রার্থনা। ৪। যে তুমি জয়ী হয়ে থাক, কখন পরাজিত হওনা, যে তুমি শত্রুর দিকে ধাবিত হয়ে তাদের নিপাত কর, সে তুমি সহস্রজয়ী সোম ক্ষরিত হও।

৫৬ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

পরি সোম ঋতং বৃহদাশুঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ১
যৎসোমো বাজমর্ষতি শতং ধারা অপস্যুবঃ। ইন্দ্রস্য সখ্যমাবিশন্ ॥ ২
অভি ত্বা যোষণো দশ জারং ন কন্যানূষত। মৃজ্যসে সোম সাতয়ে ॥ ৩
ত্বমিন্দ্রায় বিষ্ণবে স্বাদুরিন্দো পরি স্রব। নৄংৎস্তোতৄন্ পাহ্যংহসঃ ॥ ৪

অনুবাদঃ ১। এ সোম কুশময় পবিত্রে বিস্তারিত হচ্ছেন, এর কামনা, যে দেবতাদের কর্তৃক পীত হন, ইনি রাক্ষসগণকে ধ্বংস করছেন এবং প্রচুর অন্নরাশি দান করছেন। ২। এ সোমের বিশিষ্ট কার্যোপযোগী শতধারা ইন্দ্রের সাথে বন্ধুত্ব লাভ করা মাত্র ইনি অন্ন দান করেন। ৩। হে সোম! যেমন নারী বল্লভকে আহ্বান করে, সেরূপ দশ অঙ্গুলি শব্দ করতে করতে তোমাকে শোধন করে। তোমার শোধন হলে আমাদের অশেষ লাভ। ৪। বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রের জন্য, হে সোম! তুমি সুস্বাদু হয়ে ক্ষরিত হও, তোমার গুণগানকারী প্রধান ব্যক্তিদের পাপের তাড়না হতে রক্ষা কর।

৫৭ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র তে ধারা অসশ্চতো দিবো ন যন্তি বৃষ্টয়ঃ। অচ্ছা বাজং সহস্রিণম্ ॥ ১
অভি প্রিয়াণি কাব্যা বিশ্বা চক্ষাণো অর্ষতি। হরিস্তুঞ্জান আয়ুধা ॥ ২
স মর্মৃজান আয়ুভিরিভো রাজেব সুব্রতঃ। শ্যেনো ন বংসু ষীদতি ॥ ৩
স নো বিশ্বা দিবো বসূতো পৃথিব্যা অধি। পুনান ইন্দবা ভর ॥ ৪

অনুবাদঃ ১। স্বর্গের বৃষ্টিধারার ন্যায় তোমার ধারাগুলি অবাধে ক্ষরিত হচ্ছে এবং আমাদের অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য দান করছে। ২। এ হরিতবর্ণ সোমরস দেবতাদের প্রীতিকর, সকল কার্যের প্রতিই মনোযোগী, ইনি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করতে করতে আসছেন। ৩। সোমরসের সকল কার্যই উত্তম। যখন যাজ্ঞিকেরা এঁকে শোধন করতে থাকেন, ইনি রাজার ন্যায়, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নির্ভয়ে গিয়ে আপন স্থান গ্রহণ করেন। ৪। হে সোম! তুমি ক্ষরিত হতে হতে কি পৃথিবীস্থ, কি স্বর্গলোকস্থ সমস্ত ধন সামগ্রী আমাদের বিতরণ কর।

৫৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ১
উস্রা বেদ বসূনাং মর্তস্য দেব্যবসঃ। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ২
ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৩
আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে। তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৪

অনুবাদঃ ১। সে আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন, তিনি দেবতাদের অন্ন। নিষ্পীড়িত হবার পর তাঁর ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে। সে আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন। ২। সে সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সে জ্যোতিপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করতে জানেন। সে আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন। ৩। ধ্বস্রদ্বয় ও পুরুষন্তি-দ্বয়ের নিকট সহস্র সহস্র ধন আমরা গ্রহণ করছি। সে আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন (১)। ৪। ঐ দু জনের নিকট ত্রিশসহস্র বস্ত্র গ্রহণ করেছি। সে আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন।

টীকাঃ ১। সায়ণ বলেন, ধ্বস্র ও পুরুষন্তি দুজন রাজার নাম।

৫৯ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

পবস্ব গোজিদশ্বজিদ্বিশ্বজিৎসোম রণ্যজিৎ। প্রজাবদ্রত্নমা ভর ॥ ১
পবস্বাদ্ভ্যো অদাভ্যঃ পবস্বৌষধীভ্যঃ। পবস্ব ধিষণাভ্যঃ ॥ ২
ত্বং সোম পবমানো বিশ্বানি দুরিতা তর। কবিঃ সীদ নি বর্হিষি ॥ ৩
পবমান স্বর্বিদো জায়মানোঽভবো মহান্। ইন্দো বিশ্বাঁ অভীদসি ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি গোধন জয় কর, তুমি অশ্ব জয় কর, তুমি সকলই জয় কর, তাবৎ সুন্দর বস্তু জয় কর, তুমি সন্তানসন্ততি ও উত্তম উত্তম বস্তু সকল আহরণ করে দাও। তুমি ক্ষরিত হও। ২। হে সোম! তুমি জল হতে ক্ষরিত হও, কিরণ হতে ক্ষরিত হও, ওষধি হতে ক্ষরিত হও, প্রস্তর হতে ক্ষরিত হও। ৩। তুমি ক্ষরিত হয়ে সকল উপদ্রব নিবারণ কর। কর্মিষ্ঠব্যক্তির কুশে গিয়ে উপবেশন কর। ৪। হে সোম! তুমি সকলই প্রদান কর। তুমি দর্শন দিয়েই তেজস্বী হও। তুমি সকল শত্রুর প্রতি ধাবমান হও।

৬০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী- পুরউষ্ণিক্ ছন্দ।

প্র গায়ত্রেণ গায়ত পবমানং বিচর্ষণিং। ইন্দুং সহস্রচক্ষসম্ ॥ ১
তং ত্বা সহস্রচক্ষসমথো সহস্রভর্ণসং। অতি বারমপাবিষুঃ ॥ ২
অতি বারান্পবমানো অসিষ্যদৎ কলশাঁ অভি ধাবতি। ইন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্ ॥ ৩
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে শং পবস্ব বিচর্ষণে। প্রজাবদ্রেত আ ভর ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। তোমরা সকলে গায়ত্রী ছন্দে সোমের গুণগান কর। তিনি সকল দিক দেখেন। তাঁর সহস্র চক্ষু। ২। তুমি সহস্র চক্ষু। তুমি অনেক পাত্রে পূর্ণ হয়েছ। তোমাকে মেষলোমের উপর দিয়ে তাঁরা শোধন করলেন অর্থাৎ ছাঁকলেন। ৩। এ ক্ষরণশীল সোম মেষলোম ভেদপূর্বক দ্রুত হলেন। এক্ষণে কলসের মধ্যে দ্রুতবেগে যাচ্ছেন। ইন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করছেন। ৪। হে বহুদর্শিন! তুমি ইন্দ্রের প্রীতির জন্য স্বচ্ছন্দে ক্ষরিত হও, আমাদের সন্তানসন্ততি ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।

৬১ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রীয় অমহীয়ু ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা। অবাহন্নবতীর্নব ॥ ১
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম্। অধ ত্যং তুর্বশং যদুম্ ॥ ২
পরি ণো অশ্বমশ্ববিদ্গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৩
পবমানস্য তে বয়ং পবিত্রমভ্যুন্দতঃ। সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ৪
যে তে পবিত্রমূর্ময়োঽভিক্ষরন্তি ধারয়া। তেভির্নঃ সোম মৃলয় ॥ ৫
স নঃ পুনান আ ভর রয়িং বীরবতীমিষম্। ঈশানঃ সোম বিশ্বতঃ ॥ ৬
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্। সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ৭
সমিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ। সং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ৮
স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্। চারুর্মিত্রে বরুণে চ ॥ ৯
উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি ষদ্ভূম্যা দদে। উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ ॥ ১০
এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্। সিষাসন্তো বনামহে ॥ ১১
স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। বরিবোবিৎপরি স্রব ॥ ১২
উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্। ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ ॥ ১৩

তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরো বৎসং সংশিশ্বরীরিব। য ইন্দ্রস্য হৃদংসনিঃ ॥ ১৪
অর্ষা ণঃ সোম শং গবে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষং। বর্ধা সমুদ্রমুক্থ্যম্ ॥ ১৫
পবমানো অজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্। জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥ ১৬
পবমানস্য তে রসো মদো রাজন্নদুচ্ছুনঃ। বি বারমব্যমর্ষতি ॥ ১৭
পবমান রসস্তব দক্ষো বি রাজতি দ্যুমান্ ॥ জ্যোতির্বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ১৮
যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা পবস্বান্ধসা। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ১৯
জঘ্নির্বৃত্রমমিত্রিয়ং সস্নির্বাজং দিবেদিবে। গোষা উ অশ্বসা অসি ॥ ২০
সংমিশ্লো অরুষো ভব সূপস্থাভির্ন ধেনুভিঃ। সীদঞ্ছ্যেনো ন যোনিমা ॥ ২১
স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে। বব্রিবাংসং মহীরপঃ ॥ ২২
সুবীরাসো বয়ং ধনা জয়েম সোম মীঢ়্বঃ। পুনানো বর্ধ নো গিরঃ ॥ ২৩
ত্বোতাসস্তবাবসা স্যাম বন্বন্ত আমুরঃ। সোম ব্রতেষু জাগৃহি ॥ ২৪
অপঘ্নন্পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ২৫
মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ। রাস্বেন্দো বীরবদ্যশঃ ॥ ২৬
ন ত্বা শতং চন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমা মিনন্। যৎপুনানো মখস্যসে ॥ ২৭
পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ২৮
অস্য তে সখ্যে বয়ং তবেন্দো দ্যুম্ন উত্তমে। সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ২৯
যা তে ভীমান্যায়ুধা তিগ্মানি সন্তি ধূর্বণে। রক্ষা সমস্য নো নিদঃ ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি সে রস ধারণপূর্বক ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত ক্ষরিত হও। যে রসের প্রভাবে নবনবতি সংখ্যক শত্রুপুরি যুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়েছিল। ২। যে রসের প্রভাবে এক দিনের মধ্যে শম্বর নামক শত্রু সত্যকর্মা দিবোদাস রাজার বশতাপন্ন হল, তদনন্তর সে প্রসিদ্ধ তুর্বসু ও যদু বশতাপন্ন হল। ৩। হে সোম! তুমি অশ্ব বিতরণ কর্তা, তুমি অশ্ব ও গোধন ও সুবর্ণ আমাদের নিমিত্ত বর্ষণ কর। প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর। ৪। তুমি যখন ক্ষরিত হয়ে পবিত্রকে আর্দ্র করতে থাক তখন আমাদের সখারূপ হও এই প্রার্থনা করি। ৫। তোমার যে সকল তরঙ্গ ধারাস্বরূপে বহমান হয়ে পবিত্রের চারদিকে ক্ষরিত হয়, তাদের দ্বারা আমাদের সুখী কর। ৬। হে সোম! তুমি সমস্ত জগতের প্রভু। তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে আমাদের প্রচুররূপে ধন, জন ও অন্ন বিতরণ কর। ৭। নদীগণ এ সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে একে শোধন করে। ইনি অদিতি সন্তান দেবতাদের সাথে মিলিত হন। ৮। এ নিষ্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর গিয়ে ইন্দ্রের, বায়ুর এবং সূর্য কিরণের সাথে মিলিত হচ্ছেন। ৯। হে সোম! তুমি মধুর রস ও সুন্দর বপু ধারণপূর্বক ভগ নামক দেবতার জন্য এবং পূষা বায়ু ও মিত্র বরুণের জন্য ক্ষরিত হও। ১০। তোমার যে অন্ন সঞ্চয়, তা ঊর্ধ্বলোকে, স্বর্গলোকে থাকে, তোমার অতি প্রবৃদ্ধ সুখকরী শক্তি এবং তোমার প্রভূত অন্ন পৃথিবী ভোগ করে। ১১। এ সোমের সাহায্যে আমরা মনুষ্যদের সকল খাদ্য দ্রব্য উপার্জন করি এবং ভাগ করবার ইচ্ছা হলে ভাগ করে নিই। ১২। হে সোম! তুমি অন্নদাতা, অতএব আমাদের আরাধ্য ইন্দ্র ও বায়ুগণ ও বরুণদেবের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। ১৩। সেই যে সোম, যাঁকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করে স্থানে স্থানে রাখা হয়েছে এবং ক্ষীর প্রভৃতি সংযোগে সুস্বাদু করা হয়েছে, যাঁকে পান করলে শত্রুদের পরাজয় করা যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণ সে সোমের দিকে যাচ্ছেন। ১৪। যে সোম ইন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী, তাঁকেই আমাদের স্তুতিগীতিগণ উত্তমরূপে সম্বর্ধনা করুক। যেরূপ বহুক্ষণ স্তনপান না করালে জননীগণের স্তন

ক্ষীত হয়ে উঠে তখন সন্তানকে পেয়ে তাঁরা পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তদ্রূপ স্তুতিগণ সোমকে চায়। ১৫। হে সোম! তুমি আমাদের গোধনকে নিরুপদ্রব কর। প্রচুর অন্ন বিতরণ কর। চমৎকার বারি বর্ষণ কর। ১৬। সোম ক্ষরিত হতে হতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিপুঞ্জ আবির্ভূত করলেন, এ আশ্চর্যরূপে আকাশময় বিস্তারিত হল। ১৭। হে জ্যোতির্ময় সোম! তুমি ক্ষরিত হচ্ছ, তোমার সে আনন্দকর রস অবাধে মেষলোমের দিকে যাচ্ছে। ১৮। হে সোম! তোমার অতি প্রবৃদ্ধ দীপ্তিশালী রস ক্ষরিত হয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দীপ্যমান করে দৃষ্টি-গোচর করে দিচ্ছে। ১৯। হে সোম! তোমার যে রস দেবতাদের সংসর্গ বাঞ্ছা করে এবং রাক্ষসদের ধ্বংস করে থাকে, যা আনন্দ বিধান করে এবং সর্বলোকের প্রার্থনীয় হয়, সে রস ধারণপূর্বক তুমি ক্ষরিত হও। ২০। হে সোম! তুমি বিপক্ষ শ্রেণীস্থ বৃত্রকে বধ করেছ, প্রতিদিন অন্ন বিভাগ করে দাও। তুমি গোধন বিতরণকারী এবং অশ্ব প্রদান কর। ২১। হে সোম! তুমি সুস্বাদু ক্ষীরাদির সাথে মিশ্রিত হয়ে সত্বর আপন স্থান গ্রহণপূর্বক দীপ্তিশালী হও, যেমন শ্যেনপক্ষী দ্রুতবেগে গিয়ে আপন স্থানে উপবেশন করে। ২২। হে সোম! যখন বৃত্র তাবৎ জলভাণ্ডার রোধ করে রেখেছিল সে সময়ে ইন্দ্রের বৃত্রসংহারস্বরূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে। সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও। ২৩। হে ধনবর্ষণকারী সোম! আমরা যেন বীরপুত্র সহকারে সমস্ত ধন জয় করে নিই। তুমি শোধিত হতে হতে আমাদের স্তুতিবাক্যসমূহের উন্নতি বিধান কর। ২৪। হে সোম! তোমার রক্ষায় রক্ষিত হয়ে আমরা যেমন বিপক্ষদের খণ্ড খণ্ড করে নিধন করি। হে সোম! আমাদের সৎকর্মের সময় তুমি সতর্ক থাক। ২৫। এ সোম ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি হিংসকদের নষ্ট করছেন, ইনি ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণদের নষ্ট করছেন, ইনি ইন্দ্রের নিকট যাচ্ছেন। ২৬। হে ক্ষরৎ সোম! প্রচুর ধন আমাদের দাও, হিংসকদের ধ্বংস কর, আমাদের ধন জন ও যশ বিতরণ কর। ২৭। হে সোম! যখন তুমি শোধন হতে হতে আমাদের ধন দান করতে উদ্যত হও যখন খাদ্যদ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর তখন শত শত হিংসক শত্রু মিলিত হয়েও তোমার কিছুই করতে পারে না। ২৮। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে ধন বর্ষণ করতে করতে ক্ষরিত হও, দেশ মধ্যে আমাদের যশস্বী কর, সকল শত্রু নিধন কর। ২৯। হে সোম! আমরা এক্ষণে তোমার বন্ধুত্ব লাভ করে তোমার অন্নে পুষ্ট হয়ে যুদ্ধার্থে সমাগত বিপক্ষদের যেন পরাজয় করতে পারি। ৩০। হে সোম! বিপক্ষ সংহারের জন্য তোমার যে সকল সুশাণিত ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান আছে, তৎসহকারে আমাদের পরাজয়রূপ অযশ হতে রক্ষা কর।

৬২ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। জমদগ্নি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ। বিশ্বান্যভি সৌভগা ॥ ১
বিঘ্নন্তো দুরিতা পুরু সুগা তোকায় বাজিনঃ। তনা কৃণ্বন্তো অর্বতে ॥ ২
কৃণ্বন্তো বরিবো গবেঽভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিম্। ইলামস্মভ্যং সংযতম্ ॥
অসাব্যংশুর্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ। শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ ॥ ৪
শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্সু ধূতো নৃভিঃ সুতঃ। স্বদন্তি গাবঃ পয়োভিঃ ॥ ৫
আদীমশ্বং ন হেতারোঽশূশুভন্নমৃতায়। মধ্বো রসং সধমাদে ॥ ৬
যাস্তে ধারা মধুশ্চুতোঽসৃগ্রমিন্দ ঊতয়ে। তাভিঃ পবিত্রমাসদঃ ॥ ৭
সো অর্ষেন্দ্রায় পীতয়ে তিরো রোমাণ্যব্যয়া। সীদন্যোনা বনেষ্বা ॥ ৮
ত্বমিন্দো পরি স্রব স্বাদিষ্ঠো অঙ্গিরোভ্যঃ। বরিবোবিদ্ঘৃতং পয়ঃ ॥ ৯

অয়ং বিচর্ষণির্হিতঃ পবমানঃ স চেতিত। হিন্বান আপ্যং বৃহৎ ॥ ১০
এষ বৃষা বৃষব্রতঃ পবমানো অশস্তিহা। করদ্বসূনি দাশুষে ॥ ১১
আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্। পুরুশ্চন্দ্রং পুরুস্পৃহম্ ॥ ১২
এষ স্য পরি ষিচ্যতে মর্মৃজ্যমান আয়ুভিঃ। উরুগায়ঃ কবিক্রতুঃ ॥ ১৩
সহস্রোতিঃ শতামঘো বিমানো রজসঃ কবিঃ। ইন্দ্রায় পবতে মদঃ ॥ ১৪
গিরা জাত ইহ স্তুত ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে। বির্যোনা বসতাবিব ॥ ১৫
পবমানঃ সুতো নৃভিঃ সোমো বাজমিবাসরৎ। চমূষু শক্মনাসদম্ ॥ ১৬
তং ত্রিপৃষ্ঠে ত্রিবন্ধুরে রথে যুঞ্জন্তি যাতবে। ঋষীণাং সপ্ত ধীতিভিঃ ॥ ১৭
তং সোতারো ধনস্পৃতমাশুং বাজায় যাতবে। হরিং হিনোত বাজিনম্ ॥ ১৮
আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি ॥ ১৯
আ ত ইন্দো মদায় কং পয়ো দুহন্ত্যায়বঃ। দেবা দেবেভ্যো মধু ॥ ২০
আ নঃ সোমং পবিত্র আ সৃজতা মধুমত্তমম্। দেবেভ্যো দেবশ্রুত্তমম্ ॥ ২১
এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শ্রবসে মহে। মদিন্তমস্য ধারয়া ॥ ২২
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি। সনদ্বাজঃ পরি স্রব ॥ ২৩
উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ। গৃণানো জমদগ্নিনা ॥ ২৪
পবস্ব বাচো অগ্রিয়ঃ সোম চিত্রাভিরূতিভিঃ। অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ২৫
ত্বং সমুদ্রিয়া অপোঽগ্রিয়ো বাচ ঈরয়ন্। পবস্ব বিশ্বমেজয় ॥ ২৬
তুভ্যেমা ভুবনা কবে মহিম্নে সোম তস্থিরে। তুভ্যমর্ষন্তি সিন্ধবঃ ॥ ২৭
প্র তে দিবো ন বৃষ্টয়ো ধারা যন্ত্যসশ্চতঃ। অভি শুক্রামুপস্তিরম্ ॥ ২৮
ইন্দ্রায়েন্দুং পুনীতনোগ্রং দক্ষায় সাধনম্। ঈশানং বীতিরাধসম্ ॥ ২৯
পবমান ঋতঃ কবিঃ সোমঃ পবিত্রমাসদৎ। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৩০

অনুবাদঃ ১। এ দেখ সোমরসগুলি সমস্ত সৌভাগ্য আমাদের দেবেন বলে পবিত্রের নিকট শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত হচ্ছেন। ২। এ সকল অতি তেজস্বী সোমরস যাবতীয় দুষ্কর্ম নষ্ট করছেন, আমাদের সন্তান সন্ততি ও অশ্ব দিতে মনস্থ করেছেন এবং আমাদের চমৎকার বস্ত্রাদি দিচ্ছেন। ৩। এ সকল সোমরস আমাদের নিমিত্ত এবং গোধনের নিমিত্ত চমৎকার অন্নবিধান করতে করতে আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করছেন। ৪। পর্বতোৎপন্ন সোম আনন্দের জন্য নিষ্পীড়িত হলেন এবং জলমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে আপন স্থানে গিয়ে উপবেশন করলেন (১)। ৫। যে নির্মল খাদ্যদ্রব্যকে দেবতারা প্রার্থনা করেন, তিনি সোম। পথ প্রদর্শনকারী ঋত্বিকেরা তাকে নিষ্পীড়নপূর্বক জলে শোধন করেন, যজ্ঞ শেষে গোধন তার আস্বাদন গ্রহণ করেন। ৬। অনন্তর অনুষ্ঠানকর্তা ঋত্বিকেরা যজ্ঞস্থলে সে সোমের আনন্দকর রসকে অমরত্ব লাভের জন্য সুশোভিত করেন, যেমন লোকে ঘোটককে সুশোভিত করে থাকে। ৭। হে সোম! তোমার যে সমস্ত সুরস ধারা উপদ্রব নিবারণের জন্য উৎপাদিত হয়েছে, তৎসহকারে পবিত্রে গিয়ে উপবেশন কর। ৮। হে সোম! তুমি মেষলোমের মধ্য দিয়ে নির্গত হয়ে ইন্দ্রের পানের জন্য পাত্রে পাত্রে গিয়ে স্থান গ্রহণ কর। ৯। হে সোম! তুমি অতি সুস্বাদু হয়ে ক্ষরিত হও। অঙ্গিরার সন্তানদের উত্তম উত্তম সামগ্রী ও ঘৃত দুগ্ধ আহরণ করে দাও। ১০। এই দেখ বহুদর্শী সোমরস পাত্রে স্থাপিত হয়েছেন, ক্ষরিত হচ্ছেন এবং জলমধ্যস্থ খাদ্যদ্রব্যকে আন্দোলিত করে আপনার সন্নিধান জানিয়ে দিচ্ছেন। ১১। এ যে সোম, ইনি ধনবর্ষণকারী, তাই এর একমাত্র কাজ, ইনি রাক্ষসদের সংহার করেন এবং দাতা ব্যক্তিকে অশেষ ধন দিয়ে থাকেন। ১২। হে সোম! তুমি অতি

প্রচুর ধন ক্ষরণ করে দাও। গো অশ্ব সকল দাও। এমন ধন দাও, যাতে সকলের উল্লাস হয়, যা সকলেই পেতে বাঞ্ছা করে। ১৩। এই দেখ, মনুষ্যেরা সোমকে সেচন করছেন, এঁকে শোধন করা হচ্ছে, এঁর যশোগান করা হচ্ছে, কারণ ইনি অত্যন্ত কার্যক্ষম। ১৪। এ সোম অশেষ প্রকারে রক্ষা করেন, বিস্তর ধন দান করেন, ইনি লোকের নির্মাণ কর্তা, এঁর ক্রিয়াশক্তি অদ্ভুত, ইনি আনন্দের বিধাতা ; ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। ১৫। এ সোম জন্ম গ্রহণপূর্বক নানা স্তুতিবাক্য লাভ করে ইন্দ্রের পানের জন্য যেরূপ পক্ষী আপন কুলায়ে স্থান গ্রহণ করে, সেরূপ যথাযোগ্য পাত্রে সংস্থাপিত হচ্ছেন। ১৬। যখন পথ প্রদর্শনকারী ঋত্বিকগণ সোমকে নিষ্পীড়িত করেন, তিনি পাত্রে পাত্রে উপবেশন করে যেন রণভূমিতে প্রবল বেগে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৭। ঋত্বিকগণ সে সোমকে ঋষিদের রথে ঘোটকের ন্যায় যোজনা করছেন, সে রথের তিন পৃষ্ঠ, তিন স্থান উন্নত, সপ্তচ্ছন্দ তার রজ্জু। এ রূপ রথে যোজনা করলে দেবতাদের নিকট যাওয়া যায়। ১৮। হে সোম-নিষ্পীড়নকারিগণ! সে সোম দ্রুতগামী অশ্ববৎ, তিনি ধন স্পর্শ করেন অর্থাৎ এনে দেন, যুদ্ধে যাবার জন্য তাঁকে সজ্জিত কর। ১৯। সোম নিষ্পীড়িত হয়ে কলসের মধ্যে যাচ্ছেন, সর্বপ্রকার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের এনে দিচ্ছেন এবং বিপক্ষের গোযূথ মধ্যে ধীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হচ্ছেন। ২০। হে সোম! মনুষ্যগণ তোমার সে মধুময় রসের গুণ কীর্তন করতে করতে দেবতাদের আনন্দ বর্ধন করবার জন্য দোহন করছেন। ২১। দেবতারা যার নাম শুনতে ভালবাসেন, যার আস্বাদন অতি মধুর, হে ঋত্বিকগণ! সে সোমরসকে দেবতাদের নিমিত্ত পবিত্রের উপর রেখে দাও। ২২। ঋত্বিকগণ এ সকল সোমরস উৎপাদন করেছেন, এদের গুণকীর্তন হচ্ছে, এরা প্রচুর অন্ন বিতরণ করবে, এদের শক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ। ২৩। হে সোম! যে তুমি শোধন কালে গব্য ক্ষীরাদির সাথে মিশ্রিত হয়ে ভক্ষণের উপযোগী হয়ে থাক, সে তুমি এক্ষণে অন্নদান করতে করতে ক্ষরিত হও। ২৪। হে সোম! আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করছি। তুমি আমাদের সর্বপ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও ও গোধন আহরণ করে দাও। ২৫। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ বস্তু। যেমন আমরা তোমার স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করি, যেমন আমরা নানাবিধ কবিতা তোমার বিষয়ে রচনা করি, তেমনি তুমি ক্ষরিত হও। ২৬। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপিয়ে থাক। তুমি আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণপূর্বক আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে দাও। ২৭। হে সোম! তোমার মহিমাতেই এ সকল ভুবন সৃষ্টি হয়ে আছে। এ সমস্ত নদী তোমার দিকেই ধাবিত হচ্ছে। ২৮। যেমন স্বর্গের বৃষ্টি অবাধে পতিত হয়, সেরূপ, হে সোম! তোমার ধারা সমস্ত শুক্রবর্ণ পবিত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ২৯। তোমরা ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ সোম প্রস্তুত কর, কারণ এর দ্বারা বলের পুষ্টি, ধনের লাভ এবং আহারের আহরণ হয়ে থাকে। ৩০। বিবিধ কার্যোপযোগী সত্যস্বভাব সোম ক্ষরিত হতে হতে পবিত্রে গিয়ে বসলেন এবং স্তবকর্তা ব্যক্তিকে বলবীর্য দিতে লাগলেন।

টীকা ঃ ১। সোমরস পাত্রে ঢালার সাথে ও শ্যেনপক্ষীর উড়ে আসার সাথে অনেক স্থানে তুলনা করা হয়েছে। এরূপ উপমা হতে কি শ্যেনপক্ষীকর্তৃক সোম আহরণ সম্বন্ধীয় বৈদিক উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে? এ সূক্তের ১৫ ঋক দেখুন এবং ৯।৬৭।১৪ ও ১৫ ঋক এবং ৯।৭১।৬ ও ৯।৮৫।১১ এবং ৯।৮৬।৩৫ ও ৯।৯৬।১১ ও ৯।৯৭।৩৩ দেখুন।

৬৩ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা । কশ্যপগোত্রীর নিধ্রুব ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং সোম সুবীর্যম্ । অস্মে শ্রবাংসি ধারয় ॥ ১
ইষমূর্জং চ পিন্বস ইন্দ্রায় মৎসরিন্তমঃ । চমূষ্বা নি ষীদসি ॥ ২
সুত ইন্দ্রায় বিষ্ণবে সোমঃ কলশে অক্ষরৎ । মধুমাঁ অস্তু বায়বে ॥ ৩
এতে অসৃগ্রমাশবোহতি হ্বরাংসি বভ্রবঃ । সোমা ঋতস্য ধারয়া ॥ ৪
ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তুরঃ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ । অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ ॥ ৫
সুতা অনু স্বমা রজোঽভ্যর্ষন্তি বভ্রবঃ । ইন্দ্রং গচ্ছন্ত ইন্দবঃ ॥ ৬
অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ । হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥ ৭
অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি । অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ৮
উত ত্যা হরিতো দশ সূরো অযুক্ত যাতবে । ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্ ॥ ৯
পরীতো বায়বে সুতং গির ইন্দ্রায় মৎসরম্ । অব্যো বারেষু সিঞ্চত ॥ ১০
পবমান বিদা রয়িমস্মভ্যং সোম দুষ্টরম্ । যো দূণাশো বনুষ্যতা ॥১১
অভ্যর্ষ সহস্রিণং রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্ । অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ১২
সোমো দেবো ন সূর্যোঽদ্রিভিঃ পবতে সুতঃ । দধানঃ কলশে রসম্ ॥ ১৩
এতে ধামান্যার্যা শুক্রা ঋতস্য ধারয়া । বাজং গোমন্তমক্ষরন্ ॥ ১৪
সুতা ইন্দ্রায় বজ্রিণে সোমাসো দধ্যাশিরঃ । পবিত্রমত্যক্ষরন্ ॥ ১৫
প্র সোম মধুমত্তমো রায়ে অর্ষ পবিত্র আ । মদো যো দেববীতমঃ ॥ ১৬
তমী মৃজন্ত্যায়বো হরিং নদীষু বাজিনম্ । ইন্দুমিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ১৭
আ পবস্ব হিরণ্যবদশ্বাবৎসোম বীরবৎ । বাজং গোমন্তমা ভর ॥ ১৮
পরি বাজে ন বাজয়ুমব্যো বারেষু সিঞ্চত । ইন্দ্রায় মধুমত্তমম্ ॥ ১৯
কবিং মৃজন্তি মর্জ্যং ধীভির্বিপ্রা অবস্যবঃ । বৃষা কনিক্রদর্ষতি ॥ ২০
বৃষণং ধীভিরপ্তুরং সোমমৃতস্য ধারয়া । মতী বিপ্রাঃ সমস্বরন্ ॥ ২১
পবস্ব দেবায়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ । বায়ুমা রোহ ধর্মণা ॥ ২২
পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যম্ । প্রিয়ঃ সমুদ্রমা বিশ ॥ ২৩
অপঘ্নন্পবসে মৃধঃ ক্রতুবিৎসোম মৎসরঃ । নুদস্বাদেবয়ুং জনম্ ॥ ২৪
পবমানা অসৃক্ষত সোমাঃ শুক্রাস ইন্দবঃ । অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ২৫
পবমানাস আশবঃ শুভ্রা অসৃগ্রমিন্দবঃ । ঘ্নন্তো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ২৬
পবমানা দিবস্পর্যন্তরিক্ষাদসৃক্ষত । পৃথিব্যা অধি সানবি ॥ ২৭
পুনানঃ সোম ধারয়েন্দো বিশ্বা অপ স্রিধঃ । জহি রক্ষাংসি সুক্রতো ॥ ২৮
অপঘ্নন্ত্সোম রক্ষসোঽভ্যর্ষ কনিক্রদৎ । দ্যুমন্তং শুষ্মমুত্তমম্ ॥ ২৯
অস্মে বসূনি ধারয় সোম দিব্যানি পার্থিবা । ইন্দো বিশ্বানি বার্যা ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! বলাধায়ক প্রচুর ধন ক্ষরণ কর এবং আমাদের অশেষ খাদ্য এনে দাও। ২। হে সোম! তোমার তুল্য আনন্দ দাতা কেউ নেই। তুমি আহার দাও, বল ও পুষ্টি প্রদান কর এবং ইন্দ্রের জন্য পাত্রে পাত্রে উপবেশন কর। ৩। নিষ্পীড়িত হযে সোমরস ইন্দ্রের জন্য এবং বিষ্ণুর জন্য ক্ষরিত হলেন। বায়ু যেন তাঁর মধুর রস প্রাপ্ত হন। ৪। এ সকল পিঙ্গলবর্ণ সোমরস জলের ধারাতে উৎপাদিত হয়েছেন এবং দ্রুতবেগে রাক্ষসদের দিকে যাচ্ছেন। ৫। এরা ইন্দ্রের সম্বর্ধনা করে, বৃষ্টি আনে, সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করে আর দানকুণ্ঠ কৃপণদের সর্বনাশ করে। ৬। এ সমস্ত সোমরস নিষ্পীড়িত হয়ে পিঙ্গলবর্ণ ধারণপূর্বক ইন্দ্রের প্রতি যাবার জন্য আপন স্থান প্রাপ্ত হচ্ছে। ৭। হে সোম! সে ধারাসহকারে ক্ষরিত হও, যা দিয়ে মনুষ্যকুলের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণপূর্বক সূর্যের

দীপ্তি উজ্জ্বল করেছিলে। ৮। শোধনকালে সোম আকাশে গতিবিধির জন্য, মনুষ্যের হিতের জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করছেন। ৯। অপিচ। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণপূর্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করলেন। ১০। হে স্তবকারিগণ! তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং বায়ুর উদ্দেশে আনন্দবিধাতা নিষ্পীড়িত সোমকে এ স্থান হতে নিয়ে মেষলোমে সেচন কর। ১১। হে ক্ষরৎ সোম! হিংসক শত্রু যে ধন নষ্ট করতে না পারে, এরূপ শত্রুর দুর্লভ ধন আমাদের দান কর। ১২। গোধন ও অশ্ব সহস্রসংখ্যক ধন আমাদের বিতরণ কর এবং বলবীর্য ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর। ১৩। সূর্যদেবের ন্যায় দীপ্তিশালী সোম প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে কলসের মধ্যে রস স্থাপন করতে করতে ক্ষরিত হচ্ছেন। ১৪। এ সমস্ত শুক্লবর্ণ সোমরস জলধারাসহকারে আর্যদের গৃহে গোধন ও খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ করছেন। ১৫। বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হয়ে সোমরসগুলি দধি সংযোগে সুস্বাদু হয়ে পবিত্র অতিক্রমপূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন। ১৬। হে সোম! তোমার যে রস দেবতাগণের পক্ষে যৎপরোনাস্তি সুখকর ও আনন্দ-বিধাতা হয়, তুমি সে মধুরতম রস ধারণপূর্বক ধন দান করবার জন্য পবিত্রে গমন কর। ১৭। মনুষ্যেরা সে সোমকে শোধন করছেন, যিনি হরিতবর্ণ ও তেজযুক্ত এবং জলের সাথে মিশ্রিত হন এবং যিনি ইন্দ্রের আমোদ বৃদ্ধি করেন। ১৮। হে সোম! তুমি সুবর্ণ ও অশ্ব ও ধন, জন বিতরণ করতে করতে ক্ষরিত হও। তুমি গোধন ও খাদ্যদ্রব্য আহরণ কর। ১৯। যেরূপ যুদ্ধকালে সেরূপ এখন তেজযুক্ত সোমকে মেষলোমের উপর সেচন কর, কারণ সোম ইন্দ্রের নিকটে অতি মধুর। ২০। যাঁরা আপনাদের রক্ষা প্রার্থনা করেন, সে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ শোধনযোগ্য সোমরসকে অঙ্গুলিদ্বারা শোধন করেন। সোম শব্দ করতে করতে দ্রব মূর্তিতে ক্ষরিত হন। ২১। বুদ্ধিমানেরা সে বৃষ্টি বিধাতা জলসেচনকারী সোমকে অঙ্গুলি সহযোগে ও স্তুতি পাঠ করতে করতে এবং জলধারা দিতে দিতে সরিয়ে দেন। ২২। হে দীপ্তিশীল সোম! ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত ইন্দ্রকে স্পর্শ করুক। তোমার শক্তি বায়ুতে গিয়ে আরোহণ করুক। ২৩। হে ক্ষরৎ সোম! তুমি শত্রুর বিপুল সমস্ত ধন নিঃশেষে নষ্ট করে দাও। প্রিয় হয়ে তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ কর। ২৪। হে সোম! তুমি কর্মিষ্ঠ ও আনন্দবিধাতা। তুমি শত্রুদের সংহার করতে করতে ক্ষরিত হও। দেবদ্বেষী লোককে অপদস্থ কর। ২৫। শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষরিত হতে হতে এবং নানাবিধ স্তুতিবাক্য গ্রহণ করতে করতে উৎপাদিত হলেন। ২৬। দ্রুতগামী শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি সকল শত্রু সংহার করতে করতে ক্ষরিত হলেন এবং উৎপাদিত হলেন। ২৭। ক্ষরিত সোমগুলি স্বর্গলোক ও নভোমণ্ডল হতে আনীত হয়ে পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে উৎপাদিত হলেন। ২৮। হে সুচারু কর্মকারী সোম! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হয়ে সকল রাক্ষস শত্রুদের সংহার কর। ২৯। হে সোম! রাক্ষসদিগকে নষ্ট করতে করতে এবং শব্দ করতে করতে উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট বল আমাদের দান কর। ৩০। হে সোম! যাবতীয় দিব্য বস্তু ও যাবতীয় পার্থিব সামগ্রী ও সর্বপ্রকার কাম্য পদার্থ আমাদের দান কর।

৬৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। মরীচিপুত্র কশ্যপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্মাণি দধিষে ॥ ১
বৃষ্ণস্তে বৃষ্ণ্যং শবো বৃষ বনং বৃষ মদঃ। সত্যং বৃষন্বৃষেদসি ॥ ২
অশ্বো ন চক্রদো বৃষ সং গা ইন্দো সমর্বতঃ। বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥ ৩

অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া। শুক্রাসো বীরয়াশবঃ ॥ ৪
শুম্ভমানা ঋতায়ুভি মৃজ্যমানা গভস্ত্যোঃ। পবন্তে বারে অব্যয়ে ॥ ৫
তে বিশ্বা দাশুষে বসু সোমা দিব্যানি পার্থিবা। পবন্তামন্তরিক্ষা ॥ ৬
পবমানস্য বিশ্ববিৎ প্র তে সর্গা অসৃক্ষত। সূর্যস্যেব ন রশ্ময়ঃ ॥ ৭
কেতুং কৃণ্বন্ দিবস্পরি বিশ্বা রূপাভ্যর্ষসি। সমুদ্রঃ সোম পিন্বসে ॥ ৮
হিন্বানো বাচমিষ্যসি পবমান বিধর্মণি। অক্রান্ দেবো ন সূর্যঃ ॥ ৯
ইন্দুঃ পবিষ্ট চেতনঃ প্রিয়ঃ কবীনাং মতী। সৃজদশ্বং রথীরিব ॥ ১০
ঊর্মির্যস্তে পবিত্র আ দেবাবীঃ পর্যক্ষরৎ। সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ১১
স নো অর্ষ পবিত্র আ মদো যো দেববীতমঃ। ইন্দবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ১২
ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ। ইন্দো রুচাভি গা ইহি ॥ ১৩
পুনানো বরিবস্কৃধ্যূর্জং জনায় গির্বণঃ। হরে সৃজান আশিরম্ ॥ ১৪
পুনানো দেববীতয় ইন্দ্রস্য যাহি নিষ্কৃতম্। দ্যুতানো বাজিভির্যতঃ ॥ ১৫
প্র হিন্বানাস ইন্দবোঽচ্ছা সমুদ্রমাশবঃ। ধিয়া জূতা অসৃক্ষত ॥ ১৬
মর্মৃজানাস আয়বো বৃথা সমুদ্রমিন্দবঃ। অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ১৭
পরি ণো যাহ্যস্ময়ু র্বিশ্বা বসূন্যোজসা। পাহি নঃ শর্ম বীরবৎ ॥ ১৮
মিমাতি বহ্নিরেতশঃ পদং যুজান ঋক্বভিঃ। প্র যৎ সমুদ্র আহিতঃ ॥ ১৯
আ যদ্যোনিং হিরণ্যয়-মাশুর্ঋতস্য সীদতি। জহাত্যপ্রচেতসঃ ॥ ২০
অভি বেনা অনূষতে-যক্ষন্তি প্রচেতসঃ। মজ্জন্ত্যবিচেতসঃ ॥ ২১
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। ঋতস্য যোনিমাসদম্ ॥ ২২
তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি বেধসঃ। সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ২৩
রসং তে মিত্রো অর্যমা পিবন্তি বরুণঃ কবে। পবমানস্য মরুতঃ ॥ ২৪
ত্বং সোম বিপশ্চিতং পুনানো বাচমিষ্যসি। ইন্দো সহস্রভর্ণসম্ ॥ ২৫
উতো সহস্রভর্ণসং বাচং সোম মখস্যুবম্। পুনান ইন্দবা ভর ॥ ২৬
পুনান ইন্দবেষাং পুরুহূত জনানাম্। প্রিয়ঃ সমুদ্রমা বিশ ॥ ২৭
দবিদ্যুতত্যা রুচা পরিষ্টোভন্ত্যা কৃপা। সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ ॥ ২৮
হিন্বানো হেতৃভির্যত আ বাজং বাজ্যক্রমীৎ। সীদন্তো বনুষো যথা ॥ ২৯
ঋধক্ সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবঃ কবিঃ। পবস্ব সূর্যো দৃশে ॥ ৩০

অনুবাদঃ ১। হে সোম! তুমি দীপ্তিমান বর্ষণকর্তা। হে দেব! বর্ষণ করাই তোমার একমাত্র কাজ। বর্ষণ করে তুমি ধর্ম সমস্ত ধারণ কর। ২। বর্ষণ তোমার ধর্ম। বর্ষণের জন্যই তোমার বল-বীর্য, বর্ষণের জন্যই তোমার বিভাগ, বর্ষণের জন্যই তোমার রস। হে বর্ষণকারী! তুমিই যথার্থ বর্ষণকর্তা। ৩। তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করতে করতে বর্ষণ কর। আমাদের গোধন ও বেগবান অনেক অশ্ব বিতরণ কর। আমাদের ধনাগমের পথ পরিষ্কার করে দাও। ৪। গো, অশ্ব প্রভৃতি কামনাপূর্বক এবং লোকবল বাঞ্ছা করে ঋত্বিকেরা বেগযুক্ত উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ সতেজ সোমরস সকল সৃষ্টি করলেন। ৫। যজ্ঞকর্তারা সোমকে সুশোভিত করছেন, দু হাতে শোধন করছেন। সোম মেষলোমে ক্ষরিত হচ্ছেন। ৬। যিনি দাতা তাঁর জন্য সোমরসেরা যেন কি নরলোক হতে, কি দেব লোক হতে, কি আকাশ হতে সর্বস্থান হতে ধন আহরণ করে দেন। ৭। হে সোম। যখন তুমি ক্ষরিত হও তখন তোমার ধারা সমস্ত যেন কিরণ শ্রেণীর ন্যায় বাহির হতে থাকে। ৮। হে সোম! তুমি সংকেত করে আকাশের উপর হতে আগমন কর এবং অশেষ বসের আধার হয়ে আমাদের ধন দান কর। ৯। হে সোম! যখন তোমার রস সূর্যদেবের ন্যায় পবিত্রের

উপর আরোহণ করে তখন তুমি সে পথে প্রেরিত হয়ে শব্দ করতে থাক। ১০। যেরূপ রথী অশ্ব চালনা করে সেরূপ সোম স্তবকর্তাদের স্তুতিবাক্য শ্রবণমাত্র চালিত হলেন, যেহেতু তিনি চৈতন্যবিশিষ্ট এবং সকলের প্রীতিকর। ১১। তোমার সে যে তরঙ্গ যা দেবতাদের দিকেই ধাবিত হয় এবং যজ্ঞমধ্যে স্থান গ্রহণ করে, তা পবিত্রের উপর ক্ষরিত হল। ১২। হে সোম! যে তুমি দেবতাদের নিকট যাবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত এবং আনন্দের বিধাতা, সে তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য আমাদের পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও। ১৩। হে সোম! ঋত্বিকেরা তোমাকে শোধন করছেন অতএব তোমার ক্ষরণ হোক, তা হলেই আমাদের অন্ন লাভ হবে। তুমি তেজ-পুঞ্জ মূর্তিতে গোধনের দিকে গমন কর। ১৪। হে হরিদ্বর্ণ সোম! স্তুতি বাক্য তোমাকেই বলে। তোমাকে ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত করা হচ্ছে। এক্ষণে তুমি লোকে যা প্রার্থনা করে এরূপ ধন ও অন্ন বিতরণ কর। ১৫। হে সোম! তোমার মূর্তি দীপ্তিশীল। বলশালী যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিগণ তোমাকে সংগ্রহ করছেন, যজ্ঞের জন্য তোমার শোধন হচ্ছে, তুমি এক্ষণে ইন্দ্রের নিকট যাও। ১৬। সোমরসগুলি আকাশের দিকে প্রেরিত হচ্ছে, অঙ্গুলি সহযোগে তাদের উত্তোলন করা হচ্ছে, তারা শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত হচ্ছেন। ১৭। সোমগুলিকে শোধন করা হচ্ছে। তাদের স্বভাবই গতি। তারা অক্লেশে আকাশের দিকে যাচ্ছে। তারা জলপাত্রে যাচ্ছে। ১৮। হে সোম! আমাদের তুমি স্নেহ কর, আমাদের সকল ধন সম্পত্তি নিজ বলে রক্ষা কর এবং আমাদের লোকবল দাও এবং বাসের জন্য গৃহ দাও। ১৯। হে সোম! তুমি যেন একটি সুচারু গতিশীল ঘোটক। ঋত্বিকেরা তোমাকে যোজনা করলে, তুমি পরিমাণপূর্বক পাদন্যাস করতে থাকে, এরূপ তুমি জলপাত্রে গিয়ে স্থিতি কর। ২০। দ্রুতগামী সোম যখন সুবর্ণময় যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন তখন নির্বোধ লোকদের সাথে তাঁর সম্পর্ক উঠে যায়। ২১। সুশ্রী পুরুষরা স্তব করলেন। সুবোধ লোকে যজ্ঞের দিকে মন দেন, নির্বোধ লোকে তলিয়ে যায়। ২২। হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁর সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণপূর্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর। ২৩। হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও তখন বচন-রচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে। ২৪। হে কার্যকুশল সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও তখন মিত্র, অর্যমা, বরুণ ও অন্যান্য সকল দেবতা তোমার রস পান করেন। ২৫। হে সোম! শোধন কালে তুমিই স্তবকারীদের এরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করতে প্রবৃত্ত কর, যা বুদ্ধিমত্তাসূচক এবং নানা প্রকার বাক্যালংকারে সুশোভিত। ২৬। হে সোম! শোধন-কালে তুমি আমাদের মুখে এরূপ বাক্য এনে দাও, যার রচনা অতি সুন্দর এবং যার উচ্চারণ করে আমরা তোমার নিকট ধনের কামনা করতে পারি। ২৭। হে সোম! বিস্তর লোকে তোমাকে ডেকে থাকে। এ যজ্ঞে তুমি শোধন প্রাপ্ত হয়ে এ সকল ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন করতে করতে কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট হও। ২৮। শুক্লবর্ণ সোমরসগুলি অত্যন্ত দীপ্তিশালী রূপে ধারণপূর্বক এবং ধারাসহযোগে শব্দ করতে করতে ক্ষীরের সাথে গিয়ে মিশ্রিত হচ্ছে। ২৯। যেমন যোদ্ধারা বিপক্ষদের দর্শন পরিহারের জন্য বসতে বসতে গুড়ি মেরে গিয়ে যুদ্ধে প্রবেশ করে সেরূপ দ্রুতগামী সোমরস সতর্কভাবে যজ্ঞে প্রবেশ করলেন, কারণ যাঁরা তাঁকে প্রস্তুত করেন, তাঁরা তাঁকে চালিয়ে দিলেন। ৩০। হে সোমরস! তুমি কর্মকুশল, তুমি দীপ্তিমান ও বলশালী, তুমি দর্শন দাও, উপস্থিত হয়ে আমাদের মঙ্গল কর।

৬৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বরুণের পুত্র ভৃগু ঋষি।
অথবা ভৃগুতনয় জমদগ্নি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

হিন্বন্তি সূরমুস্রয়ঃ স্বসারো জাময়স্পতিম্। মহামিন্দুং মহীযুবঃ ॥ ১
পবমান রুচারুচা দেবো দেবেভ্যস্পরি। বিশ্বা বসূন্যা বিশ ॥ ২
আ পবমান সুষ্টুতিং বৃষ্টিং দেবেভ্যো দুবঃ। ইষে পবস্ব সংযতম্ ॥
বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমান স্বাধ্যঃ ॥ ৪
আ পবস্ব সুবীর্যং মন্দমানঃ স্বায়ুধ। ইহো ষ্বিন্দবা গহি ॥ ৫
যদদ্ভিঃ পরিষিচ্যসে মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। দ্রুণা সধস্থমশ্নুষে ॥ ৬
প্র সোমায় ব্যশ্ববৎ পবমানায় গায়ত। মহে সহস্রচক্ষসে ॥ ৭
যস্য বর্ণং মধুশ্চুতং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৮
তস্য তে বাজিনো বয়ং বিশ্বা ধনানি জিগ্যুষঃ। সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ৯
বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ। বিশ্বা দধান ওজসা ॥ ১০
তং ত্বা ধর্তারমোণ্যোঃ পবমান স্বদৃশম্। হিন্বে বাজেষু বাজিনম্ ॥
অয়া চিত্তো বিপানয়া হরিঃ পবস্ব ধারয়া। যুজং বাজেষু চোদয় ॥ ১২
আ ন ইন্দো মহীমিষং পবস্ব বিশ্বদর্শত। অস্মভ্যং সোম গাতুবিৎ ॥ ১৩
আ কলশা অনূষতেন্দো ধারাভিরোজসা। এন্দ্রস্য পীতয়ে বিশ ॥ ১৪
যস্য তে মদ্যং রসং তীব্রং দুহন্ত্যদ্রিভিঃ। স পবস্বাভিমাতিহা ॥ ১৫
রাজা মেধাভিরীয়তে পবমানো মনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ১৬
আ ন ইন্দো শতগ্বিনং গবাং পোষং স্বশ্ব্যম্। বহা ভগত্তিমূতয়ে ॥ ১৭
আ নঃ সোম সহো জুবো রূপং ন বর্চসে ভর। সুষ্বাণো দেববীতয়ে ॥ ১৮
অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি দ্রোণানি রোরুবৎ। সীদঞ্ছ্যেনো ন যোনিমা ॥ ১৯
অপ্সা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমো অর্ষতি বিষ্ণবে ॥ ২০
ইষং তোকায় নো দধদস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্ ॥ ২১
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে। যে বাদঃ শর্যণাবতি ॥ ২২
য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্। যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥ ২৩
তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্যম্। সুবানা দেবাস ইন্দবঃ ॥ ২৪
পবতে হর্যতো হরি-গৃণানো জমদগ্নিনা। হিন্বানো গোরধি ত্বচি ॥ ২৫
প্র শুক্রাসো বয়োজুবো হিন্বানাসো ন সপ্তয়ঃ। শ্রীণানা অপ্সু মৃঞ্জত ॥ ২৬
তং ত্বা সুতেষ্বাভুবো হিন্বিরে দেবতাতয়ে। স পবস্বানয়া রুচা ॥ ২৭
আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ২৮
আ মন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ২৯
আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষ্বা। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। অঙ্গুলি গুলি যেন কয় ভগিনী, যেন তারা পরস্পর স্বসম্পর্কীয় কয়েকটি স্ত্রীলোক, সোম যেন তাদের স্বামী, (১)। এ কয়েকটি স্ত্রীলোক অতিশয় কার্যকুশল, এরা তাদের বলশালী মাননীয় স্বামীকে চালাচ্ছে, এদের বাসনা এই যে সোমরস ক্ষরিত হয়। ২। হে সোম! তুমি উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও, তুমি ঔজ্জ্বল্য গুণে সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। সর্বপ্রকার ধনসম্পত্তি আহরণ করে দাও। ৩। হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপ স্তব করা হয়েছে, দেবতাদের আরাধনাপূর্বক বৃষ্টি উপস্থিত কর। তোমার ক্ষরণের দ্বারা যেন আমরা উত্তমরূপ অন্ন লাভ করি। ৪। হে সোম! তুমি আপন ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল, আমরা সৎকর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে তোমাকে আহবান করছি, কারণ তুমি অভিলষিত ফল বর্ষণ করে থাক। ৫। হে

সোম ! তোমার অস্ত্রশস্ত্র অতি চমৎকার, তুমি আনন্দ বিধান করতে করতে এ ভাবে ক্ষরিত হও, যাতে আমাদের লোকবল হতে পারে। তুমি সঞ্চাররূপে এ স্থানে এস। ৬। যে-কালে দশ হাতে তোমাকে শোধন করা হয় এবং সে সঙ্গে তোমার উপর জল সেচন করা হয়, সে সময় তুমি কাষ্ঠময় পাত্রে স্থাপিত হয়ে পরে তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য পাত্রে গমন কর। ৭। হে ঋত্বিকগণ! যেরূপ বৃষ্টিবর্ষী গান করেছিলেন, সেরূপ তোমরা সোমের উদ্দেশে গান আরম্ভ কর, কারণ তিনি অতি প্রধান এবং চতুর্দিকেই তাঁর দৃষ্টি। ৮। সে সোম শত্রুবর্গের নিবারণকর্তা, সোম থেকে মধুর রস নির্গত হয়, ইন্দ্রের পানের জন্য সে হরিতবর্ণ রস প্রস্তরফলকের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়। ৯। হে সোম! তুমি এরূপ বলশালী, তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করছি, আমাদের বাসনা যে সর্বপ্রকার ধনসম্পত্তি জয় করি। ১০। হে অভিলষিত ফলবর্ষণকারী সোম! তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধান করতে করতে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার ক্ষমতার দ্বারা যেন আমরা সকল ধন লাভ করি। ১১। হে সোম! তুমি ভূলোক, দ্যুলোক এ উভয়ের ধারণকর্তা এবং স্বর্গের দিকেই তোমার দৃষ্টি। তোমাকে আমি বলশালী জেনে যুদ্ধ অভিমুখে প্রেরণ করছি। ১২। হে সোম! এ অঙ্গুলিদ্বারা আমি তোমাকে স্পর্শ করছি, তুমি হরিতবর্ণ আকারে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার সখাকে যুদ্ধের দিকে পাঠিয়ে দাও। ১৩। হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন কর। আমাদের জন্য প্রচুর আহার এনে দাও এবং আমরা কোন পথে যাব তা দেখিয়ে দাও। ১৪। হে সোম! কলসগুলিকে স্তব করা হচ্ছে। অতএব তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ধারারূপে প্রবলবেগে তার মধ্যে যাও। ১৫। তোমার যে সুতীক্ষ্ণ ও আনন্দকর রস, তা প্রস্তরফলক দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে থাকে। তুমি দর্পহারী হয়ে ক্ষরিত হও। ১৬। এই যে সোম একে স্তব করা হচ্ছে, ইনি আকাশের দিকে যাবার জন্য রাজার ন্যায় মনুষ্যের দিকে যাচ্ছেন। ১৭। হে সোম! আমাদের রক্ষার জন্য আমাদের শত শত গোধন ও ঘোটক এবং উত্তম উত্তম সম্পত্তি এনে দাও। ১৮। হে সোম! দেবতাদের পানের জন্য তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয়েছে, তুমি আমাদের উজ্জ্বলরূপ এবং বিপক্ষ পরাভবকারী তেজ প্রদান কর। ১৯। হে সোম! যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে উপবেশন করে, সেরূপ তুমি তেজ-পুঞ্জ মূর্তি ধারণপূর্বক এবং শব্দ করতে করতে কলসের মধ্যে প্রবেশ কর (২)। ২০। এ সোমরস জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্র বায়ু বরুণ এবং অন্যান্য দেবতা ও বিষ্ণুর উদ্দেশে চলেছেন। ২১। হে সোম! আমাদের সন্তানবর্গকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং এরূপে ক্ষরিত হও, যাতে আমরা সহস্র প্রকার ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হই। ২২। যে সকল সোমরস অতি দূর দেশে, কিংবা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হয়েছে কিংবা যে সকল সোম শর্যণাবৎ (৩) নামক সরোবরে প্রস্তুত হয়েছে। ২৩। কিংবা যে সকল সোম আর্জীকদেশে কিংবা কৃত্বদেশে কিংবা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিংবা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে (৪)। ২৪। সে সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হতে হতে নভোমণ্ডল হতে বৃষ্টি এনে দিন এবং আমাদের লোকবল প্রদান করুন। ২৫। এ যে সোম যিনি দেবতাদের সংসর্গ কামনা করেন, জমদগ্নি তাঁকে স্তব করছেন, তিনি চালিত হয়ে গোচর্মের উপর ক্ষরিত হচ্ছেন। ২৬। যেরূপ অশ্বদের জলমধ্যে নিয়ে গিয়ে তাদের গাত্র শোধন করে দেয় সেরূপ এসকল শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করতে করতে জলের মধ্যে শোধিত হচ্ছেন। ২৭। হে সোম! যখন তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয় তখন চতুঃপার্শ্ববর্তী ঋত্বিকেরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে তোমাকে প্রেরণ করেন। তুমি

উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও। ২৮। হে সোম! তোমার সেই যে প্রভাব যা সকলকে সুখী করে, যা ধনসম্পত্তি এনে দেয়, শত্রু হতে রক্ষা করে এবং সকল লোকের প্রার্থনীয় হয়, আমরা তা কামনা করছি। ২৯। সে বল আমাদের মদমত্ত করে, সকলেই তা কামনা করে। তা বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় এবং জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় রক্ষা করে এবং সকলেই তা প্রার্থনা করে। ৩০। আমরা তোমার নিকট ধন ও জ্ঞান প্রার্থনা করছি। হে সৎকর্মকারী সোম! আমরা তোমার নিকট সন্তানসন্ততি প্রার্থনা করছি, যেহেতু তুমি সকলকে রক্ষা কর এবং বিস্তর লোক তোমাকে প্রার্থনা করে।

টীকা ঃ ১। এই উপমাটি ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ব্যবহার হয়েছে, কার্যপটু অঙ্গুলিগুলিকে অগ্নি বা ইন্দ্র বা সোমদেবের স্ত্রী বলে বর্ণনা করতে ঋষিগণ ভালবাসতেন। ২। সোমরসের কলসে প্রবেশের সাথে শ্যেনপক্ষীর কুলায় প্রবেশের উপমা, এটি ঋষিগণের বড় মনোগত উপমা। ৯।৬২।৪ ঋক দেখুন। ৩। শর্যাণাবতী নদীর উল্লেখ আমরা পূর্বেই পেয়েছি। ৮।৬।৩৯ এব- ৮।৭।২৯ এবং ৯। ৬৪।১১ ঋক দেখুন। ৪। আর্জীকীয়া আধুনিক বেয়ানদী। পঞ্চজন অর্থে সিন্ধুর পঞ্চ শাখার তীরস্থ জনপদের (আধুনিক পঞ্জাব প্রদেশের) অধিবাসী আর্যগণ। "Five tribes"—Muir.

৬৬ সূক্ত ॥ অগ্নি ও পবমান সোম দেবতা। শতসংখ্যক বৈখানস ঋষি।
অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

পবস্ব বিশ্বচর্ষণেঽভি বিশ্বানি কাব্যা। সখা সখিভ্য ঈড্যঃ॥ ১
তাভ্যাং বিশ্বস্য রাজসি যে পবমান ধামনী। প্রতীচী সোম তস্থতুঃ॥ ২
পরি ধামানি যানি তে ত্বং সোমাসি বিশ্বতঃ। পবমান ঋতুভিঃ কবে॥ ৩
পবস্ব জনয়ন্নিষোঽভি বিশ্বানি বার্যা। সখা সখিভ্য উতয়ে॥ ৪
তব শুক্রাসো অর্চয়ো দিবস্পৃষ্ঠে বি তন্বতে। পবিত্রং সোম ধামভিঃ॥ ৫
তবেমে সপ্ত সিন্ধবঃ প্রশিষং সোম সিস্রতে। তুভ্যং ধাবন্তি ধেনবঃ॥ ৬
প্র সোম যাহি ধারয়া সুত ইন্দ্রায় মৎসরঃ। দধানো অক্ষিতি শ্রবঃ॥ ৭
সমু ত্বা ধীভিরস্বরন্ হিন্বতীঃ সপ্ত জাময়ঃ। বিপ্রমাজা বিবস্বতঃ॥ ৮
মৃজন্তি ত্বা সমগ্রুবোঽব্যে জীরাবধি ষ্বণি। রেভো যদজ্যসে বনে॥ ৯
পবমানস্য তে কবে বাজিন্ত্সর্গা অসৃক্ষত। অর্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ॥ ১০
অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতমসৃগ্রং বারে অব্যয়ে। অবাবশন্ত ধীতয়ঃ॥ ১১
অচ্ছা সমুদ্রমিন্দবোঽস্তং গাবো ন ধেনবঃ। অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা॥ ১২
প্র ণ ইন্দো মহে রণ আপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ। যদ্গোভির্বাসয়িষ্যসে॥ ১৩
অস্য তে সখ্যে বয়-মিয়ক্ষন্তস্ত্বোতয়ঃ। ইন্দো সখিত্বমুশ্মসি॥ ১৪
আ পবস্য গাবিষ্টয়ে মহে সোম নৃচক্ষসে। এন্দস্য জঠরে বিশ॥ ১৫
মহাঁ অসি সোম জ্যেষ্ঠ উগ্রাণামিন্দ ওজিষ্ঠঃ। যুধ্বা সঞ্চশ্বজ্জিগেথ॥ ১৬
য উগ্রেভ্যশ্চিদোজীয়া-ঞ্ছূরেভ্যশ্চিচ্ছূরতরঃ। ভূরিদাভ্যশ্চিন্মংহীয়ান্॥ ১৭
ত্বং সোম সূর এষ-স্তোকস্য সাতা তনূনাম্।
বৃণীমহে সখ্যায় বৃণীমহে যুজ্যায়॥ ১৮
অগ্ন আয়ূংসি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্॥ ১৯
অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ম্॥ ২০
অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্যম্। দধদ্রয়িং ময়ি পোষম্॥ ২১
পবমানো অতি স্রিধোঽভ্যর্ষতি সুষ্টুতিম্। সূরো ন বিশ্বদর্শতঃ॥ ২২

স মর্মৃজান আয়ুভিঃ প্রয়স্বান্ প্রয়সে হিতঃ। ইন্দুরত্যো বিচক্ষণঃ ॥ ২৩
পবমান ঋতং বৃহচ্ছুক্রং জ্যোতিরজীজনৎ। কৃষ্ণা তমাংসি জঙ্ঘনৎ ॥ ২৪
পবমানস্য জঙ্ঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত। জীরা অজিরশোচিষঃ। ২৫
পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ। হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ ॥ ২৬
পবমানো ব্যশ্নবদ্রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ২৭
প্র সুবান ইন্দুরক্ষাঃ পবিত্রমত্যব্যয়ম্। পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥ ২৮
এষ সোমো অধি ত্বচি গবাং ক্রীলত্যদ্রিভিঃ। ইন্দ্রং মদায় জোহুবৎ ॥ ২৯
যস্য তে দ্যুম্নবৎ পয়ঃ পবমানাভৃতং দিবঃ। তেন নো মৃল জীবসে ॥ ৩০

অনুবাদঃ ১। হে সোম ! তুমি সকল দিক দর্শন কর, তুমি সখা, তুমি মান্য, আমরা তোমার বন্ধু, আমাদের এ সমস্ত কবিতা শ্রবণপূর্বক তুমি ক্ষরিত হও। ২। হে সোম ! তোমার যে দুটি পত্র বক্রভাবে অবস্থিত ছিল তদ্দ্বারা তোমার সর্বাপেক্ষা চমৎকার শোভা হয়েছিল। ৩। হে সোম ! তোমার চতুর্দিকে লতা অবস্থায় যে সকল পত্র বিদ্যমান ছিল তদ্দ্বারা তুমি সকল ঋতুতে সুশোভিত ছিলে। ৪। হে সোম ! তুমি আমাদের সখা, আমরা তোমার সখা, আমাদের রক্ষার জন্য উত্তম উত্তম নানাবিধ আহার সামগ্রী উৎপাদন করতে করতে ক্ষরিত হও। ৫। হে সোম ! তোমার যে শুভ্রবর্ণ কিরণসমূহ, তারা আপন তেজ বিস্তার করতে করতে পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ করে থাকে। ৬। এ যে সপ্তনদী (১) এরা তোমারই আদেশে বহমান হচ্ছে, এ-সকল গাভী তোমারই দিকে ধাবমান হচ্ছে। ৭। হে সোম ! তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয়েছে, তুমি আনন্দ বিধান করতে করতে ধারারূপে ইন্দ্রের দিকে যাও এবং অক্ষয় আহার বিতরণ কর। ৮। সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে চালনা করতে করতে এক স্বরে তোমার বিষয়ে গান করল, তারা বলল যে তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির যজ্ঞস্থলে সকল কার্য স্মরণ করিয়ে দাও। ৯। যখন তুমি শব্দ করতে করতে জলের সাথে মিশ্রিত হও তখন কয়েকটি অঙ্গুলি একত্র হয়ে মেষলোমের উপর তোমাকে শোধন করতে থাকে, সে সময় তোমার কণা নিক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং মেষলোম হতে শব্দ উঠতে থাকে। ১০। হে সৎকর্মশীল বলশালী সোম ! যখন তুমি ক্ষরিত হও তখন তোমার ধারাগুলি এরূপভাবে বইতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগণ অন্ন আহরণ করবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হয়ে থাকে। ১১। কলসের উপর মেষলোম সংস্থাপনপূর্বক অঙ্গুলিবর্গ সুমধুর রসের ক্ষরণকারী সোমকে বার বার চালিত করতে লাগল। ১২। সোমরসগুলি কলসের মধ্যে সেরূপে অন্তর্ধান হয়ে গেল যেরূপ নবপ্রসূত গাভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। ১৩। হে সোম ! যখন তুমি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সাথে মিলিত হও সে-কালে জল প্রবাহিত হয়ে বিলক্ষণ শব্দ করতে করতে তোমার দিকে যায়। ১৪। হে সোম ! তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা, তোমার বন্ধুত্ব উপলক্ষে এ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেছি। ১৫। হে সোম ! যিনি গোধন অন্বেষণ করেন, যিনি মহান, যিনি মনুষ্য-মাত্রেরই তত্ত্বাবধান করেন, তুমি তাঁর জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। ১৬। হে সোম ! তুমি অতি প্রধান, তুমি বলশালীদের অগ্রগণ্য, তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তুমি যখনই যুদ্ধ করেছ তখনই জয়ী হয়েছ। ১৭। সে সোম সকল বলশালী অপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তিনি সকল বীর অপেক্ষা অধিক বীর, তিনি সকল বদান্য অপেক্ষা অধিক দাতা। ১৮। হে সোম ! তুমি খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ কর, বংশবৃদ্ধি কর, আমরা তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি, তোমার সহায়তা অভিলাষ করি। ১৯। হে অগ্নি ! তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা কর, বল এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং

দূরে হতে রাক্ষসদের পরাভব কর। ২০। অগ্নি ঋষি, তিনি পবিত্র, তিনি পঞ্চজনের হিতকারী, তিনি পুরোহিত। সে অতি যশস্বী অগ্নিকে আমরা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করি। ২১। হে অগ্নি, তোমার কার্য অতি সুন্দর তুমি আমাদের তেজস্বী ও বীর্যবান কর। তুমি আমাকে হৃষ্টপুষ্ট গোধন বিতরণ কর। ২২। এ যে সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। ইনি শত্রুবর্গকে পরাভব করেন, ইনি আমাদের স্তুতি বাক্য গ্রহণ করতে উপস্থিত হচ্ছেন। ২৩। এ যে সোমরস, যাকে মনুষ্যেরা শোধন করেন, এর বিস্তর খাদ্যদ্রব্য আছে, ইনি সুন্দর আহার বিতরণ করেন, দেবতাদের দিকেই এর গতি। ২৪। এ যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইনি এক প্রকাণ্ড শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ময় পদার্থ উৎপাদন করলেন, সে জ্যোতি যথার্থ, তা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার-সমূহকে নষ্ট করল। ২৫। এ যে ক্ষরণশীল সোমরস, যাঁর তেজ সর্বব্যাপী হয়ে থাকে, তিনি অন্ধকার নষ্ট করেছেন, আহ্লাদকর ধারাসমস্ত তাঁর হরিৎবর্ণ মূর্তি হতে নির্গত হচ্ছে। ২৬। এ যে ক্ষরণশীল সোমরস, এঁর তুল্য রথী নেই, যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্মল, এর ধারা হরিৎবর্ণ, দেবতারা এর সহায়, ইনি তাদের আহ্লাদিত করেন। ২৭। এ যে ক্ষরণশীল সোম, এঁর তুল্য অন্নদাতা কেউ নেই, এঁরা গুণ কীর্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করেন। প্রার্থনা করি ইনি আপন তেজে সর্বব্যাপী হোন। ২৮। এ যে সোমরস, ইনি নিপীড়িত হতে হতে মেষলোমনির্মিত পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ক্ষরিত হলেন। ইনি ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করলেন। ২৯। এ যে সোমরস, ইনি গোচর্মের উপর প্রস্তরের সাথে ক্রীড়া করছেন, ইনি আনন্দলাভের জন্যে ইন্দ্রকে আহ্বান করছেন (২)। ৩০। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার যে অতি চমৎকার রস, যা স্বর্গ হতে আহরণ করা হয়েছিল, তদ্দ্বারা আমাদের প্রাণ দান কর এবং আমাদের আনন্দিত কর।

টীকা ঃ ১। সপ্ত নদীর উল্লেখ। ২। সোমরস প্রস্তুত করবার সমস্ত পদ্ধতিই এ সূক্ত হতে উপলব্ধি হয়, প্রথমে সোম লতারূপে থাকে, তার দুটি করে পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে (২ ঋক)। প্রস্তর দ্বারা সে লতা নিষ্পীড়িত হল (৭ ঋক)। পরে রমণীগণ অঙ্গুলিদ্বারা তা চটকিয়ে রস বার করে (৮ ঋক)। পরে সে রস জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে মেষলোমনির্মিত ছাঁকনি দ্বারা ছাঁকা হয় (৯ ঋক)। সে ছাঁকনি কলসের মুখে স্থাপিত হয়, অঙ্গুলিদ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত করা হয়, সুতরাং ছাঁকা শোধিত রস কলসের ভিতর পড়ে, (১০, ১১, ১২ ঋক)। সে শোধিত ছাঁকা রস ক্ষীর বা দধির সাথে মিশিয়ে পান করা হয় (১৩ ঋক)। ক্ষরণশীল সোমরস শুভ্রবর্ণ (২৪ ঋক)। অথবা ঈষৎ হরিৎবর্ণ বা পিঙ্গল বর্ণ বলেও কোন কোন স্থলে বর্ণিত হয়েছে। গোচর্মের পাত্রে এ সোমরস স্থাপিত হয় (২৯ ঋক)।

৬৭ সূক্ত ॥ পবমান সোম, অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ ও পবিত্র এ কয়েকজন ঋষি। গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বং সোমাসি ধারয়ুর্মন্দ্র ওজিষ্ঠো অধ্বরে। পবস্ব মংহয়দ্রয়িঃ ॥ ১
ত্বং সুতো নৃমাদনো দধন্বান্ মৎসরিন্তমঃ। ইন্দ্রায় সূরিরন্ধসা ॥ ২
ত্বং সুষ্বাণো অদ্রিভি-রভ্যর্ষ কনিক্রদৎ। দ্যুমন্তং শুষ্মমুত্তমম্ ॥ ৩
ইন্দুর্হিন্বানো অর্ষতি তিরো বারাণ্যব্যয়া। হরির্বাজমচিক্রদৎ ॥ ৪
ইন্দো ব্যব্যমর্ষসি বি শ্রবাংসি বি সৌভগা। বি বাজান্ত্সোম গোমতঃ ॥ ৫

আ ন ইন্দো শতগ্বিনং রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্ । ভরা সোম সহস্রিণম্ ॥ ৬
পবমানাস ইন্দব-স্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ । ইন্দ্রং যামেভিরাশত ॥ ৭
ককুহঃ সোম্যো রস ইন্দুরিন্দ্রায় পূর্ব্যঃ । আয়ুঃ পবত আয়বে ॥ ৮
হিন্বন্তি সূরমুস্রয়ঃ পবমানং মধুশ্চুতম্ । অভি গিরা সমস্বরন্ ॥ ৯
অবিতা নো অজাশ্বঃ পূষা যামনিয়ামনি । আ ভক্ষৎ কন্যাসু নঃ ॥ ১০
অয়ং সোমঃ কপর্দিনে ঘৃতং ন পবতে মধু । আ ভক্ষৎ কন্যাসু নঃ ॥ ১১
অয়ং ত আঘৃণে সুতো ঘৃতং ন পবতে শুচি । আ ভক্ষৎ কন্যাসু নঃ ॥ ১২
বাচো জন্তুঃ কবীনাং পবস্ব সোম ধারয়া । দেবেষু রত্নধা অসি ॥ ১৩
আ কলশেষু ধাবতি শ্যেনো বর্ম বি গাহতে । অভি দ্রোণা কনিক্রদৎ ॥ ১৪
পরি প্র সোম তে রসোঽসর্জি কলশে সুতঃ । শ্যেনো ন তক্তো অর্ষতি ॥ ১৫
পবস্ব সোম মন্দয়-ন্নিন্দ্রায় মধুমত্তমঃ ॥ ১৬
অসৃগ্রন্দেববীতয়ে বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১৭
তে সুতাসো মদিন্তমাঃ শুক্রা বায়ুমসৃক্ষত ॥ ১৮
গ্রাব্ণা তুন্নো অভিষ্টুতঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি । দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ১৯
এষ তুন্নো অভিষ্টুতঃ পবিত্রমতি গাহতে । রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ২০
যদন্তি যচ্চ দূরকে ভয়ং বিন্দতি মামিহ । পবমান বি তজ্জহি ॥ ২১
পবমানঃ সো অদ্য নঃ পবিত্রেণ বিচর্ষণিঃ । যঃ পোতা স পুনাতু নঃ ॥ ২২
যত্তে পবিত্রমর্চিষ্যগ্নে বিততমন্তরা । ব্রহ্ম তেন পুনীহি নঃ ॥ ২৩
যত্তে পবিত্রমর্চিবদগ্নে তেন পুণীহি নঃ । ব্রহ্মসবৈঃ পুনীহি নঃ ॥ ২৪
উভাভ্যাং দেব সবিতঃ পবিত্রেণ সবেন চ । মাং পুনীহি বিশ্বতঃ ॥ ২৫
ত্রিভিষ্টুং দেব সবিত-র্বর্ষিষ্ঠৈঃ সোম ধামভিঃ । অগ্নে দক্ষৈঃ পুনীহি নঃ ॥ ২৬
পুনন্তু মাং দেবজনাঃ পুনন্তু বসবো ধিয়া ।
বিশ্বে দেবাঃ পুনীত মা জাতবেদঃ পুনীহি মা ॥ ২৭
প্র প্যায়স্ব প্র স্যন্দস্ব সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ । দেবেভ্য উত্তমং হবিঃ ॥ ২৮
উপ প্রিয়ং পনিপ্নতং যুবানমাহুতীবৃধম্ । অগন্ম বিভ্রতো নমঃ ॥ ২৯
অলায্যস্য পরশুর্ননাশ তমা পবস্ব দেব সোম । আখুং চিদেব দেব সোম ॥ ৩০
যঃ পাবমানীরধ্যে-ত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্ ।
সর্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা ॥ ৩১
পাবমানীর্যো অধ্যে-ত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্ ।
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥ ৩২

অনুবাদ ঃ ১। হে ক্ষরণশীল সোমরস ! তুমি আনন্দ দান কর, তুমি অতিশয় বলশালী, তুমি ধন বিতরণ করতে করতে এ যজ্ঞে ধারারূপে ক্ষরিত হও। ২। হে সোম ! তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে মনুষ্যদের আনন্দিত ও উন্মত্ত কর, তুমি পণ্ডিত ও ধনদান কর্তা, তুমি ইন্দ্রের আহার-স্বরূপ হয়ে তাঁকে যারপর নাই আহ্লাদিত কর। ৩। তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে অতি উত্তম জাজ্বল্যমান তেজ (তীব্রতা) ধারণ কর। ৪। হরিতবর্ণ সোমরস প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমের মধ্য দিয়ে নির্গত হচ্ছে এবং অন্ন অন্ন এরূপ শব্দ করছে। ৫। হে সোমরস ! তুমি যদি মেষলোমের মধ্য দিয়ে নির্গত হও, তা হলে নানাবিধ সম্পত্তি, নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং বলবীর্য এবং গোধন লাভ হয়ে থাকে। ৬। হে সোমরস ! আমাদের শত শত গোধন এবং সহস্র ঘোটক এবং নানাপ্রকার সম্পত্তি এনে দাও। ৭। এ সকল সোমরস মেষলোমের মধ্য দিয়ে শীঘ্র শীঘ্র

নির্গত হয়ে মুহুর্মুহু ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশপূর্বক তাঁর সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত হল। ৮। সোমের রস সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ। সোমরস ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাদের পূর্বপুরুষকর্তৃক নিষ্পীড়িত হয়েছিল। সে নিজে ক্রিয়াতৎপর, যে ব্যক্তি ক্রিয়াতৎপর, তারই জন্য সে ক্ষরিত হয়। ৯। এ যে সোম, যিনি সকলকে কর্মতৎপর করেন এবং ক্ষরিত হয়ে অতি মধুর রস প্রদান করেন, তিনি অঙ্গুলিদ্বারা চালিত হচ্ছেন এবং বচন-রচনা দ্বারা তাঁর গুণগান হচ্ছে। ১০। পূষা নামক যে দেবতা যিনি ছাগ-বাহনে গমন করেন, তিনি যেন, যখন যখন আমরা যাত্রা করি তখনই আমাদের রক্ষা করেন। তাঁর প্রসাদে যেন আমরা সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই। ১১। কপর্দী নামক যে দেবতা তাঁর উদ্দেশে এ সোমরস ঘৃতের ন্যায়, মধুর ন্যায় ক্ষরিত হচ্ছে। আমরা যেন অনেক সংখ্যক সুশ্রী নারী লাভ করি। ১২। হে তেজ-পুঞ্জ! তোমার নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হয়ে ঘৃতের ন্যায় নির্মলভাবে এ সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে। আমরা যেন বহুসংখ্যক সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই। ১৩। হে সোম! তুমি কবিদের রচনাকে উত্তেজিত কর। প্রার্থনা করি, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও। তুমি দেবতাদের জন্য রত্ন স্থাপন করে থাক। ১৪। যেরূপ শ্যেনপক্ষী সুন্দর কুলায়ে প্রবেশ করে, সেরূপ এ সোমরস শব্দ করতে করতে কলসের মধ্যে প্রবেশ করছে (১)। ১৫। হে সোম! তোমার যে নিষ্পীড়িত রস, তা চারদিকে কলসের মধ্যে সংস্থাপিত হয়েছে, তা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সর্বত্র যাতায়াত করছে। ১৬। হে সোম! তোমার তুল্য মধুর বস্তু কিছুই নেই। তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ক্ষরিত হও। ১৭। এ সকল সোমরস দেবতাদের উদ্দেশে প্রস্তুত হয়েছে। এরা রথের ন্যায় বিপক্ষদের নিকট হতে সম্পত্তি হরণ করে এনে দেয়। ১৮। সে সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস যাদের তুল্য আনন্দকর পদার্থ আর কিছুই নেই তারা প্রস্তুত হবার সময়ে শব্দ করতে লাগল। ১৯। এ সোমরস প্রস্তর দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়েছে, এর গুণগান করা হয়েছে, এ পবিত্রের উপর যাচ্ছে। যে তোমাকে স্তব করে তাকে তুমি বীর্যবান কর। ২০। এ যে সোম! ইনি নিষ্পীড়িত হয়েছেন, এর গুণগান করা হয়েছে, ইনি রাক্ষসদের হনন করেন, এখন পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ইনি মেষলোমে যাচ্ছেন। ২১। হে ক্ষরণশীল সোম! কি নিকটে কি দূরে যেখানে যত ভয় আমার উপস্থিত হয়, সে সমস্ত নষ্ট কর। ২২। সে বিশ্ব-নিরীক্ষণকারী সোমরস পবিত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষরিত হয়ে আমাদের পবিত্র করুন, কারণ পবিত্র করাই তাঁর স্বভাব। ২৩। হে অগ্নি! তোমার শিখা-মধ্যে যে পবিত্র গুণ বিস্তারিত আছে, তা দিয়ে আমাদের দেহ পবিত্র কর। ২৪। হে অগ্নি! তোমার শিখা-মধ্যে যে পবিত্র গুণ আছে, তা দিয়ে আমাদের পবিত্র কর। সোমরস নিষ্পীড়নের দ্বারা আমাদের পবিত্র কর। ২৫। হে দেব সবিতা! পবিত্রদ্বারা এবং সোম নিষ্পীড়ন-দ্বারা এ উভয়ের দ্বারা আমার সর্ব ভাগ শোধন কর। ২৬। হে সোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এ তিন বিপুল ও কার্যক্ষম মূর্তি, এ তিন মূর্তি-দ্বারা আমাদের পবিত্র কর। ২৭। দেবতারা আমাকে পবিত্র করুন। বসুগণ তাঁদের নিজ কার্যদ্বারা পবিত্র করুন। হে অশেষ দেবতা! আমাকে পবিত্র কর। হে অগ্নি! আমাকে শোধন কর। ২৮। হে সোম! তোমার সকল ধারা সহকারে বিশেষরূপে প্রবহমান হও, আমাদের বিশেষরূপে আপ্যায়িত কর, তুমি দেবতাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আহার। ২৯। সে যে সোমরস, যিনি সকলের প্রীতিপাত্র, যিনি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়ে শব্দ করতে থাকেন, যাঁকে আহুতিদ্বারা বর্ধিত করতে হয়, আমরা নমস্কার করতে করতে তাঁর নিকট আসছি। ৩০। সর্বস্থান আক্রমণকারী সে বিপক্ষের কুঠার যাতে নষ্ট হয়ে যায়, হে দেব সোম! তুমি সেরূপে ক্ষরিত হও,

তুমি সেই পীড়াদায়ক শত্রুকেই সংহার কর। ৩১। যে ব্যক্তি পবমান সোমবিষয়ক এ সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে, যার রসশালিনী রচনা ঋষিগণ করে গেছেন, তিনিই সে সমস্ত সর্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যা বায়ু আহার করেছেন। ৩২। যিনি ঋষিদিগের রসময়ী রচনা, পবমান সোম-বিষয়ক এ সমস্ত শ্লোক অধ্যয়ন করেন, তাঁকে সরস্বতী ঘৃত দুগ্ধ ও সুমধুর জল দোহন করে দেন।

টীকা ঃ ১। ১৪ ও ১৫ ঋকে শ্যেনপক্ষীর সাথে সোমের তুলনা।

৬৮ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বৎস ঋষি। জগতী, গায়ত্রী ছন্দ।

প্র দেবমচ্ছা মধুমন্ত ইন্দবোঽসিষ্যদন্ত গাব আ ন ধেনবঃ।
বর্হিষদো বচনাবন্ত ঊধভিঃ পরিস্রুতমুস্রিয়া নির্ণিজং ধিরে ॥ ১
স রোরুবদভি পূর্বা অচিক্রদ-দুপারুহঃ শ্রথয়ন্ত্‌ স্বাদতে হরিঃ।
তিরঃ পবিত্রং পরিয়ন্নুরু জ্রয়ো নি শর্যাণি দধতে দেব আ বরম্‌ ॥ ২
বি যো মমে যম্যা সংযতী মদঃ সাকংবৃধা পয়সা পিন্বদক্ষিতা।
মহী অপারে রজসী বিবেবিদ-দভিব্রজন্নক্ষিতং পাজ আ দদে ॥ ৩
স মাতরা বিচরন্‌ বাজয়ন্নপঃ প্র মেধিরঃ স্বধয়া পিন্বতে পদম্‌।
অংশুর্যবেন পিপিশে যতো নৃভিঃ সং জামিভির্নসতে রক্ষতে শিরঃ ॥ ৪
সং দক্ষেণ মনসা জায়তে কবির্ঋতস্য গর্ভো নিহিতো যমা পরঃ।
যূনা হ সন্তা প্রথমং বি জজ্ঞতুর্গুহা হিতং জনিম নেমমুদ্যতম্‌ ॥ ৫
মন্দ্রস্য রূপং বিবিদুর্মনীষিণঃ শ্যেনো যদন্ধো অভরৎ পরাবতঃ।
তং মর্জয়ন্ত সুবৃধং নদীষ্বাঁ উশন্তমংশুং পরিয়ন্তমৃগ্মিয়ম্‌ ॥ ৬
ত্বাং মৃজন্তি দশ যোষণঃ সুতং সোম ঋষিভির্মতিভির্ধীতিভির্হিতম্‌।
অব্যো বারেভিরুত দেবহূতিভি-র্নৃভির্যতো বাজমা দর্ষি সাতয়ে ॥ ৭
পরিপ্রয়ন্তং বয্যং সুষংসদং সোমং মনীষা অভ্যনূষত স্তুভঃ।
যো ধারয়া মধুমাঁ ঊর্মিণা দিব ইয়র্তি বাচং রয়িষালমর্ত্যঃ ॥ ৮
অয়ং দিব ইয়র্তি বিশ্বমা রজঃ সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সীদতি।
অদ্ভির্গোভির্মৃজ্যতে অদ্রিভিঃ সুতঃ পুনান ইন্দুর্বরিবো বিদৎ প্রিয়ম্‌ ॥ ৯
এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমানো বয়ো দধচ্চিত্রতমং পবস্ব।
অদ্বেষে দ্যাবাপৃথিবী হুবেম দেবা ধত্ত রয়িমস্মে সুবীরম্‌ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। সুমধুর সোমরসগুলি ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রবহমান হচ্ছে, তারা যেন দুগ্ধদায়িনী গাভীর ন্যায়। গাভীগণ হম্বা রব করতে করতে কুশের উপর উপবেশন-পূর্বক অতি পরিষ্কার দুগ্ধ দান করছে। ২। সে সোমরস শব্দ করতে করতে এবং লতাবর্গকে শিথিল করতে করতে হরিতবর্ণ ধারণপূর্বক সুস্বাদ হচ্ছে এবং পবিত্রের মধ্য দিয়ে মহাবেগে নির্গত হয়ে শত্রুবর্গকে সংহার করছে এবং ধন বিতরণ করছে। ৩। মত্ততা উৎপাদক যে সোম পরস্পর সংলগ্ন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এ দুই যুগল ভুবন নির্মল করলেন, যিনি অক্ষয় দুগ্ধদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন, যে দুগ্ধ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, যিনি প্রকাণ্ড অসীম দুই ভুবন পৃথক করেছেন, যিনি অগ্রসর হতে হতে অক্ষয় বল ধারণ করলেন। ৪। সে মেধাবী পুরুষ আপনার দুই জননীর মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে জলসমস্ত সঞ্চালন করতে করতে আহার দ্বারা আপন স্থান অপ্যায়িত করছেন। মনুষ্যগণ ঘনীভূত সোমরসকে যবের সাথে মিশ্রিত করলেন, তিনি অঙ্গুলিদের সমাগম প্রাপ্ত হচ্ছেন এবং সকল প্রাণীকে রক্ষা করছেন। ৫। সুচতুর বুদ্ধিদ্বারা ক্রিয়াকুশল সোম জন্ম গ্রহণ

করেন, তিনি জল হতে উৎপন্ন, বিশেষ যত্নের সাথে তাঁকে রক্ষা করা হয়েছে। সেই দুজন একেবারেই যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করল। তাদের একটি গুহার মধ্যে সংস্থাপিত আছে আর একটি প্রকাশ পাচ্ছে। ৬। বুদ্ধিমান লোকগণ সে আনন্দকর সোমের রূপ চিনতে পারেন, যাঁকে শ্যেনপক্ষী অতি দূরবর্তী স্থান হতে আহরণ করেছিল, এক্ষণে তা খাদ্যদ্রব্য-স্বরূপ হয়েছে। সে সোমকে জলের মধ্যে শোধন করে, তাতে তার বৃদ্ধি হয়, সে অতি চমৎকার ও তেজস্বী ও প্রশংসার যোগ্য হয়। ৭। হে সোম! দুহস্তের দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে তোমাকে মেষলোমের উপর শোধন করছে, তুমি নিষ্পীড়নের দ্বারা ঋষিদের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছ, শোধনকালে তোমার উদ্দেশে নানা প্রকার স্তব পাঠ করা হচ্ছে, তুমি পাত্রে পাত্রে সংস্থাপিত হয়েছ। যারা দেবতাদের নাম নিয়ে থাকে, তোমার কার্যে যে তুমি তাদের অন্ন বিতরণ কর। ৮। যখন সোমরস চমৎকাররূপে পাত্রে পাত্রে গমনপূর্বক তার মধ্যে উত্তমরূপে অবস্থিত হয়, তখন তার উদ্দেশে মনোমত স্তব পাঠ করে থাকে। এ সোমরস অতি মধুর ধারার আকারে আকাশ হতে পতিত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে এর সাহায্যে শত্রুর সম্পত্তি জয় করে লওয়া যায়, ইনি দেবতার ন্যায় অমর, এর প্রভাবে উত্তমরূপ বচন রচনা করা যায়। ৯। এ যে সোমরস ইনি আকাশ হতে পতিত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন, ইনি ক্ষরিত হয়ে কলসের মধ্যে স্থান গ্রহণ করছেন, ইনি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে দুগ্ধাদি সহযোগে সুস্বাদু হচ্ছেন, আর যা কামনা করা যায় এবং যা প্রীতিকর ইনি সেরূপ বস্তুই এনে দিচ্ছেন। ১০। হে সোমরস! তোমাকে সেচন করছি, তুমি আমাদের জন্য নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য আহরণ করতে করতে ক্ষরিত হও। আর সে যে দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁরা কাকেও দ্বেষ করেন না, তাঁদের আমরা আহ্বান করি। হে দেবতাবর্গ! আমাদের ধনসম্পত্তি এবং কর্মক্ষম সন্তান প্রদান কর।

৬৯ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। হিরণ্যস্তূপ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইষুর্ন ধন্বন্ প্রতি ধীয়তে মতি-র্বৎসো ন মাতুরুপ সর্জ্যূধনি।
উরুধারেব দুহে অগ্র আয়ত্যস্য ব্রতেষ্বপি সোম ইষ্যতে ॥ ১
উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে মধু মন্দ্রাজনী চোদতে অন্তরাসনি।
পবমানঃ সন্তনিঃ প্রঘ্নতামিব মধুমান্ দ্রপ্সঃ পরি বারমর্ষতি ॥ ২
অব্যো বধূয়ুঃ পবতে পরি ত্বচি শ্রথ্নীতে নপ্তীরদিতের্ঋতং যতে।
হরিরক্রান্ যজতঃ সংযতো মদো নৃম্ণা শিশানো মহিষো ন শোভতে ॥ ৩
উক্ষা মিমাতি প্রতি যন্তি ধেনবো দেবস্য দেবীরুপ যন্তি নিষ্কৃতম্।
অত্যক্রমীদর্জুনং বারমব্যয়-মৎকং ন নিক্তং পরি সোমো অব্যত ॥ ৪
অমৃক্তেন রুশতা বাসসা হরি-রমর্ত্যো নির্ণিজানঃ পরি ব্যত।
দিবস্পৃষ্ঠং বর্হণা নির্ণিজে কৃতো-পস্তরণং চম্বোর্নভস্ময়ম্ ॥ ৫
সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো মৎসরাসঃ প্রসুপঃ সাকমীরতে।
তন্তুং ততং পরি সর্গাস আশবো নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিঞ্চন ॥ ৬
সিন্ধোরিব প্রবণে নিম্ন আশবো বৃষচ্যুতা মদাসো গাতুমাশত।
শং নো নিবেশে দ্বিপদে চতুষ্পদেহস্মে বাজাঃ সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ ॥ ৭
আ নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যব-দশ্বাবদ্গোমদ্যবমৎ সুবীর্যম্।
যূয়ং হি সোম পিতরো মম স্থন দিবো মূর্ধানঃ প্রস্থিতা বয়স্কৃতঃ ॥ ৮
এতে সোমাঃ পবমানাস ইন্দ্রং রথা ইব প্র যযুঃ সাতিমচ্ছ।
সুতাঃ পবিত্রমতি যন্ত্যব্যং হিত্বী বব্রিং হরিতো বৃষ্টিমচ্ছ ॥ ৯

ইন্দবিন্দ্রায় বৃহতে পবস্ব সুমৃলীকো অনবদ্যো রিশাদাঃ।
ভরা চন্দ্রাণি গৃণতে বসূনি দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। যেরূপ ধনুকের সাথে বাণের যোজনা করা হয়, সেরূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা স্তুতিবাক্য যোজনা করছি। যেরূপ বৎস মাতার স্তনের সাথে সংসৃষ্ট হয়, সেরূপ ইন্দ্রের সাথে আমরা সোমরস সংসৃষ্ট করছি। যেরূপ প্রচুর দুগ্ধধারা দিতে দিতে গাভী সম্মুখে আসে, সেরূপ ইন্দ্র আসছেন। ইন্দ্রের সময়ও সোমরস দেওয়া হয়ে থাকে। ২। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তুতিবাক্য যোজনা করা হচ্ছে, আনন্দকর সোম রচনা করা হচ্ছে, তাঁর মুখ-মধ্যে সোমরসের আনন্দকর ধারা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এ সোমরস ক্ষরিত হয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হন এবং যেমন উত্তম ধনুর্ধারীর হস্ত হতে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়ে শীঘ্র যথাস্থানে গিয়ে থাকে, সেরূপ এ সুমধুর সোমরস মেষলোমের দিকে যাচ্ছে। ৩। সোমরস যে জলের সাথে মিশ্রিত হন, সেই জল তাঁর বধূতুল্য। তিনি সে বধূর সাথে মিলিত হবার জন্য মেষ-চর্মের সর্বভাগে ক্ষরিত হচ্ছেন। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদগণ পৃথিবীর সন্তান-স্বরূপ। যিনি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, সে ব্যক্তির জন্য হরিতবর্ণ সোমরস পৃথিবীর সন্তানদের ফলবান করে দেন। সোমরস মদিরার ন্যায় লোককে মত্ত করেন। তিনি যজ্ঞকালে পাত্রে পাত্রে গমন করছেন। যেরূপ মহিষ আপনার শৃঙ্গ শাণিত করে, সোমরস যেন সেরূপ করছেন। ৪। বৃষ শব্দ করছে, গাভীগণ তার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। দেবীরা দেবের ভবনে উপস্থিত হচ্ছে অর্থাৎ সোমরসকে দেখে আমাদের স্তুতিবাক্য আপনা হতে নির্গত হচ্ছে। এ সোমরস শুভ্রবর্ণ মেষলোম অতিক্রম করে গেলেন এবং উজ্জ্বল কবচের ন্যায় আপনার শরীরকে দুগ্ধাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন। ৫। হরিতবর্ণ অমর সোমরস শোধিত হবার সময় এরূপ বস্ত্র পরিধান করলেন, যা বিনা যত্নে শুভ্র হয়ে আছে অর্থাৎ দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হলেন। পরে তিনি আকাশের উপরিভাগে, পাপ নষ্ট হয়, এরূপ শোধন করবার জন্য সূর্যদেবকে সংস্থাপন করলেন। সে সূর্যের আলোকে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদিত হয়ে গেল। ৬। এ-সকল সোমরস সূর্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল, এরা ইতস্তত ক্ষরিত হচ্ছে, এরা লোকদের মদমত্ত করে এবং তাদের নিদ্রা উপস্থিত করে দেয়, এরা পাত্রে পাত্রে বিস্তৃত হচ্ছে, এরা মিলিত হয়ে বিস্তারিত বস্ত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছে। এরা ইন্দ্র ব্যতীত আর কোন দেবতার জন্য ক্ষরিত হয় না। ৭। ঋত্বিকগণ যখন সোমকে নির্গলিত করল তখন নদীর জল যেমন নিম্নাভিমুখে গমন করে তদ্রূপ মত্ততাকারী সোমরসগুলি নিম্নাভিমুখে যেতে লাগল। হে সোমরস! আমাদের ভবনে দ্বিপদ, চতুষ্পদ সকলকে কুশলে রাখ, আমাদের গৃহে যেন খাদ্য দ্রব্য ও সন্তানসন্ততির অভাব না হয়। ৮। হে সোম! তুমি এরূপে ক্ষরিত হও, যাতে আমরা ধন সম্পত্তি এবং সুবর্ণ এবং ঘোটক এবং গাভী এবং যব এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হই (১)। তোমরাই আমার পিতৃতুল্য, তোমরা স্বর্গের মস্তকস্বরূপ এবং আমাদের অন্ন দেবার জন্য প্রস্তুত আছ। ৯। এ সমস্ত হরিত-বর্ণ সোমরস ইন্দ্রের দিকে যাচ্ছে, যে প্রকার রথসমস্ত যুদ্ধাভিমুখে গিয়ে থাকে। এরা নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমময় পবিত্রকে অতিক্রম করছে এবং যুবা হয়ে বৃষ্টি উপস্থিত করছে। ১০। হে সোমরস! অতি সুস্বাদু ও নির্মল হয়ে মহীয়ান ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও এবং বিপক্ষদের পরাভব কর। যে তোমাকে স্তব করে, তাকে উত্তম উত্তম ধন দান কর। হে দ্যুলোক ও ভূলোক! তোমরা উত্তম উত্তম বস্তু দিয়ে আমাদের অনুগ্রহ কর।

টীকা: ১। সন্তানসন্ততি এবং সুবর্ণ, ঘোটক, গাভী ও যব সেকালে সুখী সংসারের প্রধান উপকরণ ছিল। এগুলিই ছিল মানুষের প্রধান সম্পদ।

৭০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। রেণু ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রে সত্যামাশিরং পূর্ব্যে ব্যোমনি।
চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্ধত ॥ ১
স ভিক্ষমাণো অমৃতস্য চারুণ উভে দ্যাবা কাব্যেনা বি শশ্রথে।
তেজিষ্ঠা অপো মংহনা পরি ব্যত যদী দেবস্য শ্রবসা সদো বিদুঃ ॥ ২
তে অস্য সন্তু কেতবোঽমৃত্যবোঽদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু।
যেভির্নৃম্ণা চ দেব্যা চ পুনত আদিদ্রাজানং মননা অগৃভ্ণত ॥ ৩
স মৃজ্যমানো দশভিঃ সুকর্মভিঃ প্র মধ্যমাসু মাতৃষু প্রমে সচা।
ব্রতানি পানো অমৃতস্য চারুণ উভে নৃচক্ষা অনু পশ্যতে বিশৌ ॥ ৪
স মর্মৃজান ইন্দ্রিয়ায় ধায়স ওভে অন্তা রোদসী হর্ষতে হিতঃ।
বৃষা শুষ্মেণ বাধতে বি দুর্মতী-রাদেদিশানঃ শর্যহেব শুরুধঃ ॥ ৫
স মাতরা ন দদৃশান উস্রিয়ো নানদদেতি মরুতামিব স্বনঃ।
জানন্নৃতং প্রথমং যৎ স্বর্ণরং প্রশস্তয়ে কমবৃণীত সুক্রতুঃ ॥ ৬
রুবতি ভীমো বৃষভস্তবিষ্যয়া শৃঙ্গে শিশানো হরিণী বিচক্ষণঃ।
আ যোনিং সোমঃ সুকৃতং নি ষীদতি গব্যয়ী ত্বগ্ভবতি নির্ণিগব্যয়ী ॥ ৭
শুচিঃ পুনানস্তন্বমরেপস-মব্যে হরির্ন্যধাবিষ্ট সানবি।
জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে ত্রিধাতু মধু ক্রিয়তে সুকর্মভিঃ ॥ ৮
পবস্ব সোম দেববীতয়ে বৃষে-ন্দ্রস্য হার্দি সোমধানমা বিশ।
পুরা নো বাধাদ্দুরিতাতি পারয় ক্ষেত্রবিদ্ধি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে ॥ ৯
হিতো ন সপ্তিরভি বাজমর্ষে-ন্দ্রস্যেন্দো জঠরমা পবস্ব।
নাবা ন সিন্ধুমতি পর্ষি বিদ্বাঞ্ছূরো ন যুধ্যন্নব নো নিদঃ স্পঃ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। যেকালে সোমরস যজ্ঞদের সাথে বৃদ্ধি পেলেন, সেকালে তাঁর জন্য পূর্ব-পরম্পরাগত যজ্ঞমধ্যে একুশটি ধেনু, একুশটি গাভী দুগ্ধ দোহন করে দিল, তিনি চারটি জলপাত্রে শোধনের নিমিত্ত প্রবেশপূর্বক জলপাত্রগুলিকে সুশোভিত করলেন। ২। তিনি নির্মল জল অন্বেষণ করতে করতে আপন কার্যের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে পৃথক করে দিলেন। যখন সোমদেবের স্থানকে খাদ্যযুক্ত করা হল তখন তিনি আপনার মহত্ব গুণে উজ্জ্বল জলের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়লেন। ৩। সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবিনাশী ও অক্ষয় হোক, তা দিয়ে স্থাবর, জঙ্গম এ দু-প্রকার বস্তু রক্ষাপ্রাপ্ত হোক। সে ঔজ্জ্বল্যদ্বারা তিনি আমাদের বলবান ও ধনবান করেন। নিষ্পীড়নের অব্যবহিত পরেই তাঁর উদ্দেশে স্তুতিপাঠ হতে লাগল। ৪। সে সোমরস কর্মক্ষম দশ অঙ্গুলির দ্বারা শোধিত হচ্ছেন, তিনি আকাশ পথে অবস্থিত করছেন। তিনি মনুষ্যবর্গ এবং দেবতাবর্গ এ উভয়ের উপকারের জন্য বৃষ্টির উদ্দেশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন। ৫। তিনি শোধিত হয়ে ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করবার জন্য দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হয়ে চতুর্দিকে যাচ্ছেন। তিনি বৃষ্টির কারণ, তিনি আপন প্রতাপে দুর্মতি লোকদের ক্লেশ দিয়ে থাকেন, তিনি যোদ্ধার ন্যায় শত্রুদের যুদ্ধার্থে আহ্বান করেন। ৬। তিনি আপনার জননীর স্বরূপ দ্যুলোক ও ভূলোককে দর্শন করে গো-বৎসের ন্যায় শব্দ করতে করতে আসছেন, তিনি বায়ুগণের ন্যায় শব্দ করছেন। তাঁর কার্য অতি চমৎকার, তিনি দেখলেন যে জল লোকদের যথার্থ উপকারী, অতএব তিনি সর্বাগ্রে জলই বিতরণ করলেন, তাঁর বাঞ্ছা যে তিনি প্রশংসা প্রাপ্ত হন। ৭। সোম যেন একটি ভয়ংকর বৃষভ, তাকে যখন কলসের মধ্যে ঢালা হয়, তখন

তার যে দুধারা বিগলিত হতে থাকে, তাই যেন তার দুশৃঙ্গ, সতর্ক সাবধান সোম আপনার বল বৃদ্ধি করবার জন্য সে দুশৃঙ্গ শাণিত করতে করতে শব্দ করছেন। তিনি তার আধার-স্বরূপ সুগঠন কলসের মধ্যে উপবেশন করছেন, গো-চর্ম এবং মেষচর্ম তাকে শোধন করছেন। ৮। হরিতবর্ণ সোমরস যখন নির্মল হয়ে ক্ষরিত হয়, তখন মেষলোমময় উন্নত শোধন যন্ত্রে তাঁকে কর্মিষ্ঠ ঋত্বিকগণ নিশ্চলভাবে সংস্থাপন করেন। সোমের সাথে দধি, দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হয়ে তাঁকে ত্রিবিধ উপকরণ সম্পন্ন করে এ রূপে তিনি মিত্র বরুণ ও বায়ু এ তিন দেবতার সেবনীয় হন। ৯। হে সোম! তুমি অভিলাষ পূরণকর্তা, তুমি দেবতাদের পানের জন্য ক্ষরিত হও, তুমি ইন্দ্রের প্রীতিকর পানপাত্রে প্রবেশ কর। আপদ বিপদ আমাদের আক্রমণ না করতে করতে তাদের হাত হতে আমাদের পরিত্রাণ কর। যে ব্যক্তি পথ জানে, সে অবশ্যই জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিকে পথ বলে দেয় অর্থাৎ সেরূপ তুমি আমাদের বলে দাও। ১০। যেমন ঘোটককে চালালে সে যুদ্ধাভিমুখে ধাবমান হয় সেরূপ তুমি কলসের দিকে ধাবমান হও। যেমন বিচক্ষণ ব্যক্তি নৌকাযোগে নদী পার হয়, সেরূপ তুমি আমাদের বিপদ পার করে দাও। বীর পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করে আমাদের শত্রুবর্গকে সংহার কর।

৭১ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। ঋষভ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ দক্ষিণা সৃজ্যতে শুষ্ম্যা-সদং বেতি দ্রুহো রক্ষসঃ পাতি জাগৃবিঃ।
হরিরোপশং কৃণুতে নভস্পয় উপস্তিরে চম্বো-র্ব্রহ্ম নির্ণিজে ॥ ১
প্র কৃষ্টিহেব শূষ এতি রোরুব-দসুর্যং বর্ণং নি রিণীতে অস্য তম্।
জহাতি বব্রিং পিতুরেতি নিষ্কৃত-মুপপ্রুতং কৃণুতে নির্ণিজং তনা ॥ ২
অদ্রিভিঃ সুতঃ পবতে গভস্ত্যো-র্বৃষায়তে নভসা বেপতে মতী।
স মোদতে নসতে সাধতে গিরা নেনিক্তে অপ্সু যজতে পরীমণি ॥ ৩
পরি দ্যুক্ষং সহসঃ পর্বতাবৃধং মধ্বঃ সিঞ্চন্তি হর্ম্যস্য সক্ষণিম্।
আ যস্মিন্ গাবঃ সুহুতাদ ঊধনি মূর্ধঞ্ছ্রীণন্ত্যগ্রিয়ং বরীমভিঃ ॥ ৪
সমী রথং ন ভুরিজোরহেষত দশ স্বসারো অদিতেরুপস্থ আ।
জিগাদুপ জ্রয়তি গোরপীচ্যং পদং যদস্য মতুথা অজীজনন্ ॥ ৫
শ্যেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতং হিরণ্যয়মাসদং দেব এষতি।
এ রিণন্তি বর্হিষি প্রিয়ং গিরাশ্বো ন দেবাঁ অপ্যেতি যজ্ঞিয়ঃ ॥ ৬
পরা ব্যক্তো অরুষো দিবঃ কবি-র্বৃষা ত্রিপৃষ্ঠো অনবিষ্ট গা অভি।
সহস্রণীতির্যতিঃ পরায়তী রেভো ন পূর্বীরুষসো বি রাজতি ॥ ৭
ত্বেষং রূপং কৃণুতে বর্ণো অস্য স যত্রাশয়ৎ সমৃতা সেধতি স্রিধঃ।
অপ্সা যাতি স্বধয়া দৈব্যং জনং সং সুষ্টুতী নসতে সং গো অগ্রয়া ॥ ৮
উক্ষেব যূথা পরিয়ন্নরাবী-দধি ত্বিষীরধিত সূর্যস্য।
দিব্যঃ সুপর্ণোহব চক্ষত ক্ষাং সোমঃ পরি ক্রতুনা পশ্যতে জাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। দক্ষিণা দান করা হচ্ছে, সোমরস প্রবল বেগে কলসের মধ্যে যাচ্ছেন, তিনি সতর্ক হয়ে হিংসাকারী রাক্ষসদের হস্ত হতে ভক্তদের রক্ষা করছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আকাশমধ্যে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করছেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের অন্ধকার-স্বরূপ মলিনতা শোধন করবার জন্য সূর্যের আলোক বিস্তারিত করছেন। ২। শত্রুবর্গের শোষণকারী সোমরস বিলক্ষণ শব্দ করতে করতে বিপক্ষ-সংহারক যোদ্ধার ন্যায় আসছেন, আপনার অসুর্য প্রতাপ প্রদর্শন করছেন, তিনি

জরা পরিত্যাগ করছেন, পানীয় দ্রব্যস্বরূপ হয়ে কলসের মধ্যে যাচ্ছেন, বিস্তারিত মেষচর্মের উপর আপনার নির্মল মূর্তি সংস্থাপন করছেন। ৩। প্রস্তরের দ্বারা এবং দুই হাতের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে, তার ভাবভঙ্গী যেন বৃষের ন্যায়। তার গুণ গান করলে তিনি আকাশ পথে সর্বত্র গমন করেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, পাত্রে পাত্রে মিলিত হন, তাকে স্তব করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, জলের সাথে মিশ্রিত হন এবং দেবতারা যে যজ্ঞে আপ্যায়িত হন, সে যজ্ঞে তিনি পূজিত হন। ৪। মাদকতা-শক্তিধারী সোমরসগণ সে ইন্দ্রকে সেচন করছেন, যিনি স্বর্গলোকে বাস করেন, যিনি মেঘদের সঞ্চয় করেন, যিনি বিপক্ষের অট্টালিকা ধ্বংস করেন, যার জন্য উৎকৃষ্টদ্রব্য ভক্ষণকারী গাভীগণ আপনাদের উন্নত উধোভার হতে অতি চমৎকার দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে দিয়ে থাকে। ৫। দুই হাতের দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে যজ্ঞস্থানের সন্নিহিত প্রদেশে সোমরসকে রথের ন্যায় চালিয়ে দেয়। যে-কালে স্তুতি পাঠকারী ঋত্বিকগণ সোমরসের আধার সংস্থাপন করেন, তখন তিনি গাভীর দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হন এবং পাত্রে পাত্রে গমন করেন। ৬। যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে প্রবেশ করে (১) সেরূপ দীপ্তিশালী সোমরস সুগঠিত সুবর্ণময় আধারে প্রবেশ করেন। সে প্রীতিপ্রদানকারী সোমরসকে স্তব করতে করতে যজ্ঞ-স্থানে প্রেরণ করা হয়। এ পূজনীয় সোমরস ঘোটকের ন্যায় দেবতাদের নিকট যান। ৭। এ দীপ্তিশালী সুচতুর সোমরস বিশেষরূপে জলসিক্ত হয়ে শূন্য-পথে কলসের মধ্যে পতিত হন। ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। একে তিনবার নিষ্পীড়িত করা হয়েছে। ইনি স্তবের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও শব্দ করতে থাকেন। ইনি নানা পাত্রে এবং কলসে কলসে যাতায়াত করেন, ইনি প্রতিদিন প্রভাত কালে শব্দ করতে করতে শোভমান হন। ৮। এ সোমরসের সে যে মূর্তি, যা যুদ্ধস্থলে অবস্থিতিপূর্বক বিপক্ষদের পরাভব করে, তা জাজ্জ্বল্যমান রূপ ধারণ করছেন। জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে নৈবেদ্য সহকারে দেবতাদের নিকট যাচ্ছে, সুন্দর স্তব প্রাপ্ত হচ্ছে এবং দুগ্ধ ইত্যাদির সাথে মিশ্রিত হচ্ছে। ৯। যেরূপ বৃষ গাভীর দলের সাথে মিলিত হবার সময় শব্দ করতে থাকে, সেরূপ এ সোমরস শব্দ করে। এর প্রভাবে সূর্যের প্রভা আকাশে স্থাপিত হয়, ইনি গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ইনি সৎকর্ম অনুষ্ঠানদ্বারা প্রজাদের তত্ত্বাবধান করেন।

টীকা ঃ ১। সোমরসের সাথে পক্ষীর তুলনা।

৭২ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। হরিমন্ত ঋষি। জগতী ছন্দ।

হরিং মৃজন্ত্যরুষো ন যুজ্যতে সং ধেনুভিঃ কলশে সোমো অজ্যতে।
উদ্বাচমীরয়তি হিন্বতে মতী পুরুষ্টুতস্য কতি চিৎ পরিপ্রিয়ঃ ॥ ১
সাকং বদন্তি বহবো মনীষিণ ইন্দ্রস্য সোমং জঠরে যদাদুহুঃ।
যদী মৃজন্তি সুগভস্তয়ো নরঃ সনীলাভির্দশভিঃ কাম্যং মধু ॥ ২
অরমমাণো অত্যেতি গা অভি সূর্যস্য প্রিয়ং দুহিতুস্তিরো রবম্।
অন্বস্মৈ জোষমভরদ্বিনংগৃসঃ সং দ্বয়ীভিঃ স্বসৃভিঃ ক্ষেতি জামিভিঃ ॥ ৩
নৃধূতো অদ্রিষুতো বর্হিষি প্রিয়ঃ পতির্গবাং প্রদিব ইন্দুঋত্বিয়ঃ।
পুরন্ধিবান্ মনুষো যজ্ঞসাধনঃ শুচির্ধিয়া পবতে সোম ইন্দ্র তে ॥ ৪
নৃবাহুভ্যাং চোদিতো ধারয়া সুতোঽনুষ্বধং পবতে সোম ইন্দ্র তে।
আপ্রাঃ ক্রতূন্ সমজৈরধ্বরে মতী-বের্ন দ্রুষচ্চম্বো-রাসদদ্ধরিঃ ॥ ৫

অংশুং দুহন্তি স্তনয়ন্তমক্ষিতং কবিং কবয়োঽপসো মনীষিণঃ।
সমী গাবো মতয়ো যন্তি সংযত ঋতস্য যোনা সদনে পুনর্ভুবঃ ॥ ৬
নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবোঽপামূর্মৌ সিন্ধুষ্বন্তরুক্ষিতঃ।
ইন্দ্রস্য বজ্রো বৃষভো বিভূবসুঃ সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥ ৭
স তূ পবস্ব পরি পার্থিবং রজঃ স্তোত্রে শিক্ষন্নাধূন্বতে চ সুক্রতো।
মা নো নির্ভাগ্‌বসুনঃ সাদনস্পৃশো রয়িং পিশঙ্গং বহুলং বসীমহি ॥ ৮
আ তূ ন ইন্দো শতদাত্বশ্ব্যং সহস্রদাতু পশুমদ্ধিরণ্যবৎ।
উপ মাস্ব বৃহতী রেবতীরিষোঽধি স্তোত্রস্য পবমান নো গহি ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হরিতবর্ণ সোমরসকে শোধন করা হচ্ছে, ঘোটকের ন্যায় তাঁকে যোজনা করা হচ্ছে, তিনি কলসের মধ্যে ক্ষীর দুগ্ধাদির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছেন, তিনি যখন শব্দ করেন তখন তাঁকে স্তব করে। যে ব্যক্তি উত্তমরূপ স্তব করে, তার কামনা তিনি পূর্ণ করেন। ২। যখন সোমরস ইন্দ্রের উদর অর্থাৎ কলসের মধ্যে স্থাপিত হন কিংবা যখন সুগঠন বাহুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাদের দশ অঙ্গুলি দ্বারা তার সুমধুর ও প্রীতিকর রস শোধন করতে থাকে, তখন অনেক বুদ্ধিমান লোক এক বাক্যে তাঁর গুণকীর্তন করেন। ৩। এ সোমরস ক্রমাগত দুগ্ধাদির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছেন. ইনি এ প্রকার শব্দ করছেন, যে সূর্যের কন্যা শুনে আহ্লাদ পাচ্ছেন (১)। গুণকীর্তনকারী ব্যক্তি পরিতোষপূর্বক এর গুণকীর্তন করছেন। ইনি দু হাতে দশ অঙ্গুলির সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ৪। এ যে সোমরস, যিনি প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে মনুষ্যদের কর্তৃক যজ্ঞস্থানে চালিত হন, যিনি গাভী-গণের প্রেমাস্পদ স্বামীস্বরূপ অর্থাৎ বৃষের ন্যায় শব্দ করেন, যিনি অতি প্রাচীন, যাঁকে উপযুক্ত ঋতুর সময় সংগ্রহ করা হয়েছে, যিনি অনেক কর্ম সিদ্ধ করেন এবং মনুষ্যদের যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী হন, হে ইন্দ্র! সে নির্মল সোমরস তোমার জন্য ধারারূপে ক্ষরিত হচ্ছে। ৫। হে ইন্দ্র! এ সোমরস ধারারূপে নিষ্পীড়িত হয়ে মনুষ্যের দু হস্তে চালিত হয়ে তোমার আহারের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে। তুমি এর বলে বলবান হয়ে সকল কার্য সম্পন্ন কর এবং যজ্ঞস্থানে দর্পযুক্ত শত্রুদের পরাভব কর। যেমন পক্ষী বৃক্ষে উপবেশন করে, সেরূপ সোম নিষ্পীড়নোপযোগী দু প্রস্তর ফলকের উপর উপবেশন করেন। ৬। কর্মদক্ষ সুনিপুণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এ সোমকে নিষ্পীড়িত করেন, তিনি শব্দ করতে করতে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়ে বিস্তর কার্য সিদ্ধ করেন, তখন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি অনেক প্রকার বস্তু এবং নানাবিধ স্তুতিবাক্য একত্র মিলিত হয়ে যজ্ঞস্থানে সোমরসের গমনাগমন প্রাপ্ত হন। ৭। এ সোমরস পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ, প্রকাণ্ড আকাশমণ্ডলের আধারস্বরূপ, ইনি জলের তরঙ্গ-মধ্যে এবং নদীর মধ্যে সিক্ত হয়ে থাকেন, ইনি ইন্দ্রের বজ্রের স্বরূপ, ইনি বৃষের ন্যায়, ইনি সকল ধন আহরণ করে দেন,—ইনি মাদকতা শক্তি-বিশিষ্ট হয়ে লোকদের সুখের জন্য চমৎকারভাবে ক্ষরিত হন। ৮। হে সুন্দর কর্মকারী সোমরস! তুমি পার্থিব শরীরধারী লোকদের জন্য শীঘ্র শীঘ্র ক্ষরিত হও, যে তোমার আন্দোলন করতে করতে স্তব করে, তাকে ধন দান কর। আমাদের গৃহমধ্যস্থিত সম্পত্তি হতে আমাদের বঞ্চিত করো না, আমরা যেন অশেষবিধ সম্পত্তি লাভ করতে পারি। ৯। হে সোমরস! তুমি আমাদের শতসহস্র পরিমাণে ঘোটক ও অন্যান্য পশু ও সুবর্ণ বিতরণ কর, তুমি আমাদের বৃহৎ বৃহৎ দুগ্ধবতী গাভী ও খাদ্যদ্রব্য এনে দাও, তুমি ক্ষরিত হতে হতে উপস্থিত হয়ে আমাদের গুণাগুণ গ্রহণ কর।

টীকা ঃ ১। ১৷১১৬৷১৭ ঋকের টীকা দেখুন।

৭৩ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা । পবিত্র ঋষি । জগতী ছন্দ ।

স্রক্বে দ্রপ্সস্য ধমতঃ সমস্বরন্নৃতস্য যোনা সমরন্ত নাভয়ঃ ।
ত্রীন্ত্স মূর্ধ্নো অসুরশ্চক্র আরভে সত্যস্য নাবঃ সুকৃতমপীপরন্ ॥ ১
সম্যক্ সম্যঞ্চো মহিষা অহেষত সিন্ধোরূর্মাবধি বেনা অবীবিপন্ ।
মধোর্ধারাভির্জনয়ন্তো অর্কমিৎ প্রিয়ামিন্দ্রস্য তন্বমবীবৃধন্ ॥ ২
পবিত্রবন্তঃ পরি বাচমাসতে পিতৈষাং প্রত্নো অভি রক্ষতি ব্রতম্ ।
মহঃ সমুদ্রং বরুণস্তিরো দধে ধীরা ইচ্ছেকুর্ধরুণেষ্বারভম্ ॥ ৩
সহস্রধারেহব তে সমস্বরন্দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতঃ ।
অস্য স্পশো ন নি মিষন্তি ভূর্ণয়ঃ পদেপদে পাশিনঃ সন্তি সেতবঃ ॥ ৪
পিতুর্মাতুরধ্যা যে সমস্বরন্নৃচা শোচন্তঃ সন্দহন্তো অব্রতান্ ।
ইন্দ্রদ্বিষ্টামপ ধমন্তি মায়য়া ত্বচমসিক্নীং ভূমনো দিবস্পরি ॥ ৫
প্রত্নান্মানাদধ্যা যে সমস্বরঞ্ছ্লোকযন্ত্রাসো রভসস্য মন্তবঃ ।
অপানক্ষাসো বধিরা অহাসত ঋতস্য পন্থাং ন তরন্তি দুষ্কৃতঃ ॥ ৬
সহস্রধারে বিততে পবিত্র আ বাচং পুনন্তি কবয়ো মনীষিণঃ ।
রুদ্রাস এষামিষিরাসো অদ্রুহঃ স্পশঃ স্বঞ্চঃ সুদৃশো নৃচক্ষসঃ ॥ ৭
ঋতস্য গোপা ন দভায় সুক্রতুস্ত্রী ষ পবিত্রা হৃদ্যন্তরা দধে ।
বিদ্বান্ত্স বিশ্বা ভুবনাভি পশ্যত্যবাজুষ্টান্বিধ্যতি কর্তে অব্রতান্ ॥ ৮
ঋতস্য তন্তুর্বিততঃ পবিত্র আ জিহ্বায়া অগ্রে বরুণস্য মায়য়া ।
ধীরাশ্চিত্তৎ সমিনক্ষন্ত আশতাত্রা কর্তমব পদাত্যপ্রভুঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যার দ্বারা সোমরস নিষ্পীড়িত হয়, সে দু'খানি প্রস্তরফলক যেন যজ্ঞের সৃক্বস্বরূপ, নিষ্পীড়নের সময় সোমরসের ধারাগুলি সে দু সৃক্বকে (অর্থাৎ ওষ্ঠ প্রান্তকে) প্রতিধ্বনিত করে। সোমরসগুলি যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়। সে অসুর (১) সোমরস হতেই দেবতা ও মনুষ্যদের বিহারার্থে তিন ভুবনের নির্মাণ হয়েছে। সে সোমই যথার্থ। তাকে রাখবার জন্য যে চারটি স্থালী প্রস্তুত করা হয় সে চারটি স্থালী নৌকাস্বরূপ হয়ে সৎকর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে পার করে দেয়। ২। প্রধান প্রধান ঋত্বিকগণ সকলেই মিলিত হয়ে সুন্দররূপে সোমরসকে প্রেরণ করছেন, তাঁরা নানাবিধ ফললাভের উদ্দেশে জলের মধ্যে সোমরসকে আন্দোলন করছেন। তাঁরা অতি চমৎকার স্তব পাঠ করতে করতে মাদকতা শক্তিযুক্ত সোমরসের ধারার দ্বারা ইন্দ্রের তেজ বর্ধিত করছেন, যেহেতু ইন্দ্রের তেজ বৃদ্ধি হলে তাঁদের মনে প্রীতি হয়। ৩। যাঁদের পবিত্রতা আছে তাঁরা বাক্যের চতুর্দিকে উপবেশন করেন। এঁদের প্রাচীন পিতার ব্রত রক্ষা করেন। প্রকাণ্ড সমুদ্রকে বরুণ আচ্ছাদন করলেন। পণ্ডিতেরাই ভিন্ন ভিন্ন আধারে আরম্ভ করতে পারেন (২)। ৪। তারা সহস্রধারা বর্ষণকারী আকাশে অবস্থিত হয়ে নিম্নের দিকে শব্দ করছে, আকাশের উচ্চ প্রদেশে জিহ্বাতে মধুধারণপূর্বক পরস্পর পৃথকরূপে তারা অবস্থিতি করে। এর শীঘ্রগামী সারসমস্ত একবারও চক্ষু উন্মীলন করে না। তারা পদে পদে পরস্পর মিলিত হয়ে পাপীদের পাশবন্ধ করে। ৫। পিতা এবং মাতার উপর অধিষ্ঠানপূর্বক যারা শব্দ করেছিল, তারা গুণকীর্তন লাভ করে দীপ্তি পেতে পেতে অধার্মিক লোকদের দগ্ধ করে। যে কৃষ্ণবর্ণ চর্মকে ইন্দ্র দেখতে পারেন না (৩) তার ক্ষমতাবলে সে কৃষ্ণবর্ণ চর্মকে ভূলোক ও দ্যুলোক হতে দূর করে দেয়। ৬। তারা শ্লোক উত্তেজনা করতে করতে এবং সাতিশয় বেগধারণপূর্বক পুরাতন স্থানে অধিষ্ঠান হয়ে শব্দ করেছিল। যাদের চক্ষু ও কর্ণ নেই তারা সত্যের পথ

পরিত্যাগ করল। দুষ্কর্মান্বিত লোকে কখন উত্তীর্ণ হয় না। ৭। সোম শোধন করবার যে আধার, যা হতে সহস্রধারা নিপতিত হয়, তা যখন বিস্তারিত হল, তখন বিদ্বান কবিগণ বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন। এদের মধ্যে যে সারাভূত পদার্থ আছে, তা রুদ্র এবং অন্নদাতা এবং দ্বেষহীন, তাদের গতি সুন্দর, দৃষ্টি সুন্দর, সকলের প্রতি তাদের দৃষ্টি। ৮। তিনি সত্যের রক্ষাকর্তা, উত্তম কার্যকারী, কখন ছলনা করেন না। তিনি হৃদয় মধ্যে তিন পবিত্র সংস্থাপন করলেন। তিনি বিদ্বান তাবৎ ভুবন দৃষ্টি করেন। যারা সৎকর্মে অনাবিষ্ট, যারা ব্রতের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি তাদের বিনাশ করেন। ৯। বরুণের জিহবার অগ্রভাগে তাঁর ক্ষমতাবলে সৎকর্মের সূত্র পবিত্রের উপর বিস্তারিত হল। পণ্ডিতেরাই তার চারদিকে পরিবেষ্টনপূর্বক উপবেশন করেন। যারা সৎকর্ম অনুষ্ঠানে অপারক হয়, তারা অধোগামী হয়।

টীকা ঃ ১। নবম মণ্ডলে 'অসুর' শব্দ তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে, যথা—৭৩ সূক্তের ১ কে অসুর শব্দ সোম সম্বন্ধে, ৭৪ সূক্তের ৭ কে অসুর শব্দ সোম সম্বন্ধে, ৯৯ সূক্তের ১ কে অসুর শব্দ সোম সম্বন্ধে। অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ঐ শব্দ একবারও ব্যবহৃত হয় নি। ২। এ ঋকের অর্থ অস্পষ্ট। সায়ণের কষ্টকল্পনা অবলম্বন না করে কেবল অক্ষরার্থ মাত্র এস্থলে সন্নিবেশিত হল। এর পরের কয়েকটি সূক্তেরও অর্থ স্পষ্ট নহে। ৩। এ স্থানে এবং পরের কয়েকটি ঋকে বোধ হয় যজ্ঞ বিরোধী কৃষ্ণচর্ম বর্বরদের উল্লেখ আছে।

৭৪ সূক্ত। পবমান সোম দেবতা। কক্ষীবান্ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শিশুর্ন জাতোঽব চক্রদদ্বনে স্বর্যদ্বাজ্যরুষঃ সিষাসতি।
দিবো রেতসা সচতে পয়োবৃধা তমীমহে সুমতী শর্ম সপ্রথঃ॥ ১
দিবো যঃ স্কম্ভো ধরুণঃ স্বাতত আপূর্ণো অংশুঃ পর্যেতি বিশ্বতঃ।
সেমে মহী রোদসী যক্ষদাবৃতা সমীচীনে দাধৃর সমিষঃ কবিঃ॥ ২
মহি প্সরঃ সুকৃতং সোম্যং মধূর্বী গব্যূতিরদিতেরৃতং যতে।
ঈশে যো বৃষ্টেরিত উস্রিয়ো বৃষাঽপাং নেতা য ইত ঊতিঋগ্মিয়ঃ॥ ৩
আত্মন্বন্নভো দুহ্যতে ঘৃতং পয় ঋতস্য নাভিরমৃতং বি জায়তে।
সমীচীনাঃ সুদানবঃ প্রীণন্তি তং নরো হিতমব মেহন্তি পেরবঃ॥ ৪
অরাবীদংশুঃ সচমান ঊর্মিণা দেবাব্যং মনুষে পিন্বতি ত্বচম্॥
দধাতি গর্ভমদিতেরুপস্থ আ যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে॥ ৫
সহস্রধারেঽব তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সন্তু রজসি প্রজাবতীঃ।
চতস্রো নাভো নিহিতা অবো দিবো হবির্ভরন্ত্যমৃতং ঘৃতশ্চুতঃ॥ ৬
শ্বেতং রূপং কৃণুতে যৎ সিষাসতি সোমো মীঢ্বাঁ অসুরো বেদ ভূমনঃ।
ধিয়া শমী সচতে সেমভি প্রবদ্দিবস্কবন্ধমব দর্ষদুদ্রিণম্॥
অধ শ্বেতং কলশং গোভিরক্তং কার্ষ্মন্না বাজ্যক্রমীৎ সসবান্।
আ হিন্বিরে মনসা দেবয়ন্তঃ কক্ষীবতে শতহিমায় গোনাম্॥ ৮
অদ্ভিঃ সোম পপৃচানস্য তে রসোঽব্যো বারং বি পবমান ধাবতি।
স মৃজ্যমানঃ কবিভির্মদিন্তম স্বদস্বেন্দ্রায় পবমান পীতয়ে॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যিনি জন্মগ্রহণমাত্র শিশুর ন্যায় জলে পতিত হয়ে ক্রন্দন করে উঠেন, যিনি বলবান ঘোটকের ন্যায় আকাশে উঠতে যান, যিনি বারিবৃদ্ধিকারী নিজ ক্ষমতার দ্বারা আকাশকে সংযোজিত করেন, আমরা প্রশস্ত গৃহলাভের জন্য উত্তম

স্তবের দ্বারা সে সোমকে স্মরণ করি। ২। স্তম্ভের ন্যায় যিনি আকাশকে ধারণ করে আছেন যিনি সুবিস্তৃত ও পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র গমন করেন, তিনি এ দ্যুলোক ও ভুলোককে নিজ ক্ষমতার দ্বারা যোজনা করে দিন। তিনি পরস্পর মিলিত এ দুই ভুবনকে ধারণ করেছিলেন, তিনি কবি এবং অন্নদাতা। ৩। যিনি বৃষ্টির অধিপতি যিনি বর্ষণকারী এবং বৃষের ন্যায় জল আনার কর্তা, যাঁকে স্তব করলে এখানে আসবেন, তিনি যদি যজ্ঞে আসেন তবে পৃথিবীতে আগমনের জন্য প্রশস্ত পথ বিদ্যমান, বিস্তর খাদ্যদ্রব্য আছে, সুমধুর সোমরস অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করা আছে। ৪। তিনি সৎকর্মের অবলম্বন স্বরূপ আকাশ হতে অতি শ্রেষ্ঠ ঘৃত দুগ্ধ দোহন করে অমৃত উৎপাদন করেন। দানশীল মনুষ্যগণ পরস্পর মিলিত হয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করলে তিনি জল বর্ষণ করেন। তাতে সকলের হিত এবং সংসার রক্ষা হয়। ৫। সোম জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে শব্দ করলেন। মনুষ্যের শরীরে দেবতার উপযুক্ত চর্ম সংস্থাপন করলেন। তিনি পৃথিবীর নিকটে গর্ভাধান করেন, তাতে আমরা পুত্র পৌত্র লাভ করে থাকি। ৬। যে সোমরসগুলি সহস্রধারা বর্ষণকারী স্বর্গলোকে পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিতি করে ও যারা সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে, তারা পৃথিবীতে পতিত হোক, সোমের সে চার অংশ আকাশকে আচ্ছাদন করে, সোম তাদের আকাশ হতে এনে পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন। তারা বৃষ্টিবর্ষণ করতে করতে যজ্ঞের উপকরণ এবং দুগ্ধ ইত্যাদি উৎপন্ন করে দেয়। ৭। যখন সোম পাত্রে পাত্রে বিভক্ত হয় তখন তিনি তাদের শুভ্রবর্ণ করে দেন। সে অসুর সোম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন দান করেন। তিনি আপনার জ্ঞানদ্বারা উত্তম উত্তম সকল কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন এবং জল বর্ষণকারী মেঘকে বিদীর্ণ করে দেন। ৮। সোমরস ঘোটকের ন্যায় জলপূর্ণ শুভ্রবর্ণ কলসের মধ্যে পতিত হচ্ছেন। যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ তাঁর প্রতি স্তুতিবাক্য প্রেরণ করছেন। তিনি কক্ষীবান ঋষিকে বিস্তর গাভী প্রদান করুন। হে সোম! যখন তুমি জলের সাথে মিশতে থাক তখন তোমার রস ক্ষরিত হয়ে মেষলোমের দিকে ধাবমান হয়। হে মাদকতা শক্তিধারী সোম! কবিগণ তোমাকে সংশোধন করলে ইন্দ্রের পানের জন্য সুস্বাদু হও।

৭৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। ভার্গব কবি ঋষি। জগতী ছন্দ।

অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্ধতে।
আ সূর্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি রথং বিষ্বঞ্চমরুহদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১
ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং বক্তা পতির্ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যং নাম তৃতীয়মধি রোচনে দিবঃ ॥ ২
অব দ্যুতানঃ কলশাঁ অচিক্রদন্নৃভির্যেমানঃ কোশ আ হিরণ্যয়ে।
অভীমৃতস্য দোহনা অনূষতাধি ত্রিপৃষ্ঠ উষসো বি রাজতি ॥ ৩
অদ্রিভিঃ সুতো মতিভিশ্চনোহিতঃ প্ররোচয়ন্ রোদসী মাতরা শুচিঃ।
রোমাণ্যব্যা সময়া বি ধাবতি মধোর্ধারা পিন্বমানা দিবেদিবে ॥ ৪
পরি সোম প্র ধন্বা স্বস্তয়ে নৃভিঃ পুনানো অভি বাসয়াশিরম্।
যে তে মদা আহনসো বিহায়সস্তেভিরিন্দ্রং চোদয় দাতবে মঘম্ ॥ ৫

অনুবাদঃ ১। সোমরস অন্ন উৎপাদনকারী। তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষরিত হচ্ছেন, তিনি প্রবল হয়ে জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আরোহণ করলেন।

২। সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ, সে জিহ্বা হতে অতি চমৎকার মাদকতা শক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হচ্ছে। তিনি শব্দ করতে থাকেন, তিনি এ যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্তা, তাঁকে কেউই নষ্ট করতে পারে না। অকোশের ঔজ্জ্বল্য বর্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হলে পুত্রের এরূপ একটি নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যা তার পিতামাতা জানতেন না। ৩। যখন ঋত্বিকগণ সোমকে সুবর্ণময় চর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত পাত্রে স্থাপন করেন তখন সোমরস দীপ্তি পেতে পেতে শব্দের সাথে কলসে প্রবেশ করেন, যজ্ঞের ঋত্বিকগণ তাঁকে স্তব করতে থাকেন, তিনি তিন বার নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে যজ্ঞদিবসে প্রাতঃকালে শোভা পাচ্ছেন। ৪। অন্ন-উৎপাদনকারী সোমরস গুণকীর্তন সহকারে প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে দ্যুলোক ও ভূলোক আলোকময় করতে করতে নির্মলভাবে মেষলোমের দিকে ধাবমান হচ্ছেন। নিত্য নিত্য মধুর ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। ৫। হে সোমরস ! তুমি চতুর্দিকে গতি বিধি করে মঙ্গল বিধান কর, তুমি মনুষ্যদের কর্তৃক শোধিত হয়ে দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি বস্তু সকলের সাথে মিশ্রিত হও। তোমার যে সমস্ত মাদকতা শক্তিযুক্ত প্রখর রস আছে, তা দিয়ে ধন বিতরণকারী ইন্দ্রকে আমাদের নিকট প্রেরণ কর।

৭৬ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। ভার্গব কবি ঋষি। জগতী ছন্দ।

ধর্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুতে নদীষ্বা ॥ ১
শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ স্বঃ সিষাসন্ রথিরো গবিষ্টিষু।
ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে মনীষিভিঃ ॥ ২
ইন্দ্রস্য সোম পবমান ঊর্মিণা তবিষ্যমাণো জঠরেষ্বা বিশ।
প্র ণঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী ধিয়া ন বাজাঁ উপ মাসি শশ্বতঃ ॥ ৩
বিশ্বস্য রাজা পবতে স্বর্দৃশ ঋতস্য ধীতিমৃষিষালবীবশৎ।
যঃ সূর্যস্যাসিরেণ মৃজ্যতে পিতা মতীনামসমষ্টকাব্যঃ ॥ ৪
বৃষেব যূথা পরি কোশমর্ষস্যপামুপস্থে বৃষভঃ কনিক্রদৎ।
স ইন্দ্রায় পবসে মৎসরিন্তমো যথা জেষাম সমিথে ত্বোতয়ঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। এ সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্যপথে ক্ষরিত হচ্ছেন। একে শোধন করতে হবে। এর রস দেবতাদের বলাধান করে, পরে মনুষ্যগণ সে রসপানে মত্ত হয়। বেগবান ঘোটককে ঘোটকপালেরা সজ্জিত করে দিলে সে যেরূপ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয় সেরূপ এ সোমরস জলের সাথে মিশে বিস্তর অন্ন আহরণ করে দেন। ২। ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দু হস্তে অস্ত্র ধারণ করেন। ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ, ইনি গাভী উপার্জন ব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করে তাঁকে পাঠিয়ে দেন। বুদ্ধিমান ঋত্বিকেরা চালনা করলে, ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত হন। ৩। হে বর্ধিষ্ণু সোমরস। তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘকে দোহনপূর্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে সেরূপ তুমি আপন ক্রিয়াদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহনপূর্বক নিরন্তর আমাদের অন্নদান কর। ৪। বিশ্বের রাজা সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন, তাঁর ক্ষমতা ঋষিদের অপেক্ষাও অধিক, তিনি সৎকর্মের অনুষ্ঠান কামনা করেন, তিনি সূর্যের আলোকের সাথে মিশ্রিত হন, তিনি সর্বপ্রকার স্তবের উৎপাদনকর্তা, তাঁর কার্য অনির্বচনীয়। ৫। হে সোম। বৃষ যেমন যূথের মধ্যে প্রবেশ করে তেমনি তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ করছ। সে বৃষ জলের মধ্যে

শব্দ করতে থাকে, মাদকতা শক্তিতে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যেন তোমার আশ্রয় পেয়ে যুদ্ধে জয়ী হই।

৭৭ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী ছন্দ।

এষ প্র কোশে মধুমাঁ অচিক্রদদিন্দ্রস্য বজ্রো বপুষো বপুষ্টরঃ।
অভীমৃতস্য সুদুঘা ঘৃতশ্চুতো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনবঃ ॥ ১
স পূর্ব্যঃ পবতে যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দিষিতস্তিরো রজঃ।
স মধ্ব আ যুবতে বেবিজান ইৎ কৃশানোরস্তুর্মনসাহ বিভ্যুষা ॥ ২
তে নঃ পূর্বাস উপরাস ইন্দবো মহে বাজায় ধন্বন্তু গোমতে।
ঈক্ষেণ্যাসো অহ্যো ন চারবো ব্রহ্মব্রহ্ম যে জুজুষুর্হবির্হবিঃ ॥ ৩
অয়ং নো বিদ্বান্বনবদ্বনুষ্যত ইন্দুঃ সত্রাচা মনসা পুরুষ্টুতঃ।
ইনস্য যঃ সদনে গর্ভমাদধে গবামুরুব্জমভ্যর্ষতি ব্রজম্ ॥ ৪
চক্রির্দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো মহাঁ অদব্ধো বরুণো হুরুগ্যতে।
অসাবি মিত্রো বৃজনেষু যজ্ঞিয়োঽত্যো ন যূথে বৃষয়ুঃ কনিক্রদৎ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। এই দেখ মধুর সোমরস, যার শক্তি ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, যার রূপ আর সকলের অপেক্ষা সুশ্রী, তিনি শব্দ করতে করতে কলসের মধ্যে যাচ্ছেন। ঋতের গাভীগণ যাদের অনায়াসে দোহন করা যায়, যারা ঘৃত তুল্য দুগ্ধ দোহন করে দেয় তারা দুগ্ধ নিয়ে এ সোমরসের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। ২। শ্যেনপক্ষী আপন জননীকর্তৃক প্রেরিত হয়ে, যাকে আকাশ হতে বায়ুপথের মধ্য দিয়ে অবতীর্ণ করেছিল (১), সে প্রাচীন দেবতা সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি যেন কৃশানু নামক বাণ নিক্ষেপকারী ব্যক্তির বাণপাত ভয়ে ভীত হয়ে উদ্বিগ্নভাবে মধুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ৩। সে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সোমরসগুলি সুরূপা নারীগণের ন্যায় দেখতে সুশ্রী এবং সকল পুণ্যকর্ম ও সকল আহুতির সময় উপস্থিত থাকেন। তাঁরা প্রচুর অন্ন ও গাভী দেবার জন্য আমাদের নিকটে আসুন। ৪। এ প্রবীণ সোমরস, যাঁকে আমরা বিশেষরূপে স্তব করলাম, তিনি বিশিষ্ট মনোযোগের সাথে আমাদের হিংসকদের বিনষ্ট করুন। তিনি প্রভুর ভবনে গর্ভ আধান করেন। তিনি প্রচুর দুগ্ধ দানকারী গাভীগণের প্রতি ধাবমান হন। ৫। এ যে যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমরস তিনি উজ্জ্বল মূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছেন, যিনি বরুণের ন্যায় মহৎ যাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারে না, তিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। যজ্ঞের সময় নিষ্পীড়নের দ্বারা তাঁকে প্রস্তুত করা হলে, তিনি মিত্রদেবতার ন্যায় দুরদৃষ্ট নষ্ট করেন। ঘোটক যেমন শব্দ করতে করতে ঘোটকীগণের দলের মধ্যে গিয়ে পতিত হয় সেরূপ তিনি আসছেন।

টীকা ঃ ১। শ্যেনপক্ষী আকাশ হতে অথবা মুজবান পর্বত হতে (১০।৩৪।১) সোম এনেছিলেন, তা ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

৭৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী ছন্দ।

প্র রাজা বাচং জনয়ন্নসিষ্যদদপো বসানো অভি গা ইয়ক্ষতি।
গৃভ্ণাতি রিপ্রমবিরস্য তান্বা শুদ্ধো দেবানামুপ যাতি নিষ্কৃতম্ ॥ ১
ইন্দ্রায় সোম পরি ষিচ্যসে নৃভির্নৃচক্ষা ঊর্মিঃ কবিরজ্যসে বনে।
পূর্বীর্হি তে স্রুতয়ঃ সন্তি যাতবে সহস্রমশ্বা হরয়শ্চমূষদঃ ॥ ২
সমুদ্রিয়া অপ্সরসো মনীষিণমাসীনা অন্তরভি সোমমক্ষরন্।
তা ঈং হিন্বন্তি হর্ম্যস্য সক্ষণিং যাচন্তে সুম্নং পবমানমক্ষিতম্ ॥ ৩

গোজিন্নঃ সোমো রথজিদ্ধিরণ্যজিৎ স্বর্জিদব্জিৎ পবতে সহস্রজিৎ।
যং দেবাসশ্চক্রিরে পীতয়ে মদং স্বাদিষ্ঠং দ্রপ্সমরুণং ময়োভুবম্ ॥ ৪
এতানি সোম পবমানো অস্মযুঃ সত্যানি কৃন্বন্ দ্রবিণান্যর্ষসি।
জহি শত্রুমন্তিকে দূরকে চ য উর্বীং গব্যূতিমভয়ং চ নস্কৃধি ॥ ৫

অনুবাদ : ১। এ শোভাধারী সোমরস শব্দ করতে করতে ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে স্তুতিবাক্য গ্রহণ করেছেন। এর যে সমস্ত অসার অংশ থাকে, মেষলোমের পবিত্র বস্ত্রের দ্বারা তা ধরে রাখে। এরূপে শোভিত হয়ে ইনি দেবতাদের নিকট গমন করেন। ২। হে বিচক্ষণ সুপণ্ডিত সোমরস ! ঋত্বিকেরা তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে ঢেলে দিচ্ছেন, তুমি জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছ। তোমার যাবার জন্য বিস্তর পথ বিদ্যমান। যখন তুমি প্রস্তরফলকে অবস্থিত থাক তখন তোমার সহস্র সহস্র হরিতবর্ণ কিরণ নির্গত হয়। ৩। আকাশবিহারিণী কয়েকজন অপ্সরা (১) এসে মধ্যে উপবেশনপূর্বক সুপণ্ডিত সোমরসকে প্রস্তুত করল। যাতে যজ্ঞের গৃহ অভিষিক্ত হয়ে যায় তারা তাকে এরূপে চালিয়ে দিতেছে এবং ইনি যখন ক্ষরিত হন এর নিকট অক্ষয় সুখ যাচ্ঞা করছে। ৪। সোমের প্রভাবে আমরা গাভী জয় করি, রথ সুবর্ণ পরম সুখ সকলি জয় করি, আমরা জল জয় করি এবং নানাবিধ বস্তু উপার্জন করি। ইনি মাদকতাশক্তিযুক্ত, এর তুল্য সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নেই, এর রস অতি চমৎকার, এর বর্ণ লোহিত, ইনি সুখের উৎপত্তিস্থান, এরূপ এ সোমরসকে দেবতারা পান করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ৫। হে সোমরস ! তুমি ক্ষরিত হয়ে আমাদের নিকট এস এবং পূর্বোক্ত সমস্ত সম্পত্তি আমাদের যথার্থ কর। কি দূরে কি নিকটে আমাদের সকল শত্রু নষ্ট কর। আমাদের সুবিস্তীর্ণ পথ প্রদান কর এবং সমস্ত ভয় নষ্ট কর।

টীকা : ১। পৌরাণিক অপ্সরা কাকে বলে, তা আমরা জানি, কিন্তু ঋগ্বেদের অপ্সরা কি ? পণ্ডিতবর গোলড্‌স্টুকর বিবেচনা করেন যে, সূর্যদ্বারা আকৃষ্ট জলীয় বাষ্প মেঘরূপ ধারণ করলে তাকেই প্রথমে অপ্সরা বলা হত। "Personifications of the vapours which are attracted by the sun and form into mist or clouds." কিন্তু অপ্সরার প্রথম কল্পনা যাই হোক, ঋগ্বেদ রচনার পূর্বেই অপ্সরাগণ সুন্দরী রমণী এরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল।

৭৯ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী ছন্দ।

অচোদসো নো ধন্বন্ত্বিন্দবঃ প্র সুবানাসো বৃহদ্দিবেষু হরয়ঃ।
বি চ নশন্ন ইষো অরাতয়োঽর্যো নশন্ত সনিষন্ত নো ধিয়ঃ ॥ ১
প্র ণো ধন্বন্ত্বিন্দবো মদচ্যুতো ধনা বা যেভিরর্বতো জুনীমসি।
তিরো মর্তস্য কস্য চিৎ পরিহ্বৃতিং বয়ং ধনানি বিশ্বধা ভরেমহি ॥ ২
উত স্বস্যা অরাত্যা অরির্হি ষ উতান্যস্যা অরাত্যা বৃকো হি ষঃ।
ধন্বন্ন তৃষ্ণা সমরীত তাঁ অভি সোম জহি পবমান দুরাধ্যঃ ॥ ৩
দিবি তে নাভা পরমো য আদদে পৃথিব্যাস্তে রুরুহুঃ সানবি ক্ষিপঃ।
অদ্রয়স্ত্বা বপ্সতি গোরধি ত্বচ্যপ্সু ত্বা হস্তৈর্দুদুহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪
এবা ত ইন্দো সুভ্বং সুপেশসং রসং তুঞ্জন্তি প্রথমা অভিশ্রিয়ঃ।
নিদং নিদং পবমান নি তারিষ আবিস্তে শুষ্মো ভবতু প্রিয়ো মদঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। যজ্ঞের সময় উজ্জ্বল ও শান্ত স্বভাব সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হয়ে আমাদের নিকট আসুক, আমাদের অন্নের হিংসাকারী শত্রুবর্গ নষ্ট হোক, আমাদের

শত্রুরাও নষ্ট হোক, আমাদের সৎকর্মগুলি দেবতারা গ্রহণ করুন। ২। মাদকতা-শক্তিধারী সোমরসগণ আমাদের নিকট আসুক, তাঁদের প্রভাবে আমরা শত্রুর ধন জয় করে নিই। তাঁর প্রভাবে আমরা কোন ব্যক্তির বাধা গ্রাহ্য না করে চারদিক হতে ধন উপার্জন করে থাকি। ৩। সে সোম নিজের শত্রুকে নষ্ট করেন এবং অপরের শত্রুকেও হিংসা করেন। মরুভূমির মধ্যে যেন পিপাসা লেগে আছে ; তিনি তেমনি শত্রুর পশ্চাৎ লেগেই আছেন। হে রক্ষণশীল সোম ! তাদের বিনাশ কর। ৪। হে সোম ! তোমার প্রধান উৎপত্তিস্থান স্বর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে। সেখান থেকে গ্রহণ পূর্বক পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে তোমার অবয়বগুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সে স্থানে তারা বৃক্ষরূপে জন্মেছিল। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়ন পূর্বক গোচর্মের উপর তোমাকে শোধন করা হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দুই হস্ত প্রয়োগপূর্বক জলমধ্যে তোমাকে প্রস্তুত করেন। ৫। হে সোমরস ! প্রধান প্রধান ঋত্বিকগণ তোমার সুদৃশ্য সুশ্রী রস চালিয়ে দিতেছেন। হে ক্ষরণশীল সোম ! আমাদের শত্রুমাত্রকে বধ কর। তোমার প্রখর ও প্রীতিকর মাদকতাশক্তিধারী রস নির্গত হোক।

৮০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বসুনামা ঋষি। জগতী ছন্দ।

সোমস্য ধারা পবতে নৃচক্ষস ঋতেন দেবান্ হবতে দিবস্পরি।
বৃহস্পতে রবথেনা বি দিদ্যুতে সমুদ্রাসো ন সবনানি বিব্যচুঃ ॥ ১
যং ত্বা বাজিন্নঘ্ন্যা অভ্যনূষতায়োহতং যোনিমা রোহসি দ্যুমান্।
মঘোনামায়ুঃ প্রতিরন্ মহি শ্রব ইন্দ্রায় সোম পবসে বৃষা মদঃ ॥ ২
এন্দ্রস্য কুক্ষা পবতে মদিন্তম ঊর্জং বসানঃ শ্রবসে সুমঙ্গলঃ।
প্রত্যঙ্ স বিশ্বা ভুবনাভি পপ্রথে ক্রীলন্ হরিরত্যঃ স্যন্দতে বৃষা ॥ ৩
তং ত্বা দেবেভ্যো মধুমত্তমং নরঃ সহস্রধারং দুহতে দশ ক্ষিপঃ।
নৃভিঃ সোম প্রচ্যুতো গ্রাবভিঃ সুতো বিশ্বান্দেবাঁ আ পবস্বা সহস্রজিৎ ॥ ৪
তং ত্বা হস্তিনো মধুমন্তমদ্রিভি দুহন্ত্যপ্সু বৃষভং দশ ক্ষিপঃ।
ইন্দ্রং সোম মাদয়ন্দৈব্যং জনং সিন্ধোরিবোর্মিঃ পবমানো অর্ষসি ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। বিচক্ষণ সোমরসের ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। ইনি যজ্ঞের দ্বারা আকাশবাসী দেবতাদের সন্তুষ্ট করছেন। বৃহস্পতির শব্দে শুনে ইনি উজ্জ্বল হচ্ছেন। ইনি বার বার নিষ্পীড়িত হয়ে সমুদ্রের ন্যায় সর্বস্থান আচ্ছাদন করছেন। ২। হে অন্নদাতা ! সুন্দর সুন্দর স্তুতিবাক্য তোমার প্রতি প্রেরিত হলে, তুমি উজ্জ্বল হয়ে লৌহনির্মিত আপন স্থানে আরোহণ কর। হে সোমরস ! তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদের দীর্ঘ আয়ু ও বিস্তর অন্ন প্রদান করতে করতে মাদকতাশক্তি ধারণপূর্বক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৩। সর্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিধারী সোমরস বলাধায়ক দ্রব্য দ্রব্যরূপে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করছেন। তিনি চমৎকার মঙ্গল প্রদান করেন। তিনি বিশ্বভুবনে বিস্তারিত হচ্ছেন। মনোবাঞ্ছা পূরণকারী নানাস্থান-বিহারী সোমরস যজ্ঞবেদীর উপর ক্রীড়া করতে করতে উজ্জ্বলভাবে বয়ে যাচ্ছেন। ৪। হে সোমরস ! তোমার আস্বাদন দেবতার নিকট সর্বাপেক্ষা মধুর। ঋত্বিকগণ দশ অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্বক সহস্র ধারারূপে তোমাকে প্রস্তুত করেন। হে সোমরস ! তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়েছে. ঋত্বিকগণ তোমাকে প্রস্তুত করেছেন। এক্ষণে সহস্র প্রকার সম্পত্তি বিতরণ করতে করতে সকল দেবতার জন্য ক্ষরিত হও। ৫। সুনিপুণ হস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে মনোবাঞ্ছা পূরণকারী তোমার সুমধুর রস জলমধ্যে প্রস্তুত করে। হে সোমরস ! তুমি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রকে মদমত্ত করতে করতে সকল দেবতার নিকট গমন কর।

৮১ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সোমস্য পবমানস্যোর্ময় ইন্দ্রস্য যন্তি জঠরং সুপেশসঃ।
দধ্না যদীমুন্নীতা যশসা গবাং দানায় শূরমুদমন্দিষুঃ সুতাঃ ॥ ১
অচ্ছা হি সোমঃ কলশাঁ অসিষ্যদদত্যো ন বোল্হা রঘুবর্তনির্বৃষা।
অথা দেবানামুভয়স্য জন্মনো বিদ্বাঁ অশ্নোত্যমুত ইতশ্চ যৎ ॥ ২
আ নঃ সোম পবমানঃ কিরা বস্বিন্দো ভব মঘবা রাধসো মহঃ।
শিক্ষা বয়োধো বসবে সু চেতুনা মা নো গয়মারে অস্মৎ পরা সিচঃ ॥ ৩
আ নঃ পূষা পবমানঃ সুরাতয়ো মিত্রো গচ্ছন্তু বরুণঃ সজোষসঃ।
বৃহস্পতির্মরুতো বায়ুরশ্বিনা ত্বষ্টা সবিতা সুযমা সরস্বতী ॥ ৪
উভে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বমিন্বে অর্যমা দেবো অদিতির্বিধাতা।
ভগো নৃশংস উর্বন্তরিক্ষং বিশ্বে দেবাঃ পবমানং জুষন্ত ॥ ৫

অনুবাদ : ১। সুগঠন ও ক্ষরণশীল সোমরসের তরঙ্গগুলি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করছে অর্থাৎ সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হয়ে অতি প্রশস্ত গব্যদধির দ্বারা সুস্বাদু হয়ে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে সম্পত্তি দান করবার জন্য বলশালী ইন্দ্রকে মদমত্ত করে তুলল। ২। যেরূপ রথ বহনকারী ঘোটক দ্রুতবেগে যায় সেরূপ মনোবাঞ্ছা পূরণকারী সোমরস কলসগুলির দিকে বয়ে যাচ্ছেন। এ জ্ঞানী সোমরস পৃথিবীবাসী, স্বর্গবাসী এ দুই জাতি দেবতাদের প্রীত করছেন। ৩। হে সোমরস! তুমি ক্ষরিত হয়ে আমাদের চতুপার্শ্বে সম্পত্তি ছড়িয়ে দাও, বিস্তর অন্ন আমাদের বিতরণ কর, সম্পত্তি যেন আমাদের দূরে আর কুত্রাপি বিতরণ করো না। ৪। অতিবদান্য এ সকল দেবতা পরস্পর মিলিত হয়ে আমাদের নিকট আসুন অর্থাৎ পূষা, পবমান, মিত্র, বরুণ বৃহস্পতি, মরুৎ, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, ত্বষ্টা, সবিতা, সুগঠনমূর্তিধারিণী সরস্বতী সকলে আসুন। ৫। দ্যুলোক ও ভূলোক এ দুই ভুবন যাঁরা সমস্ত বিশ্ব ঘিরে আছেন এবং অর্যমা এবং অদিতি ও বিধাতা ও মনুষ্যগণের প্রশংসাভাজন ভগ নামক দেবতা ও প্রকাণ্ড অন্তরিক্ষ, এ সকল দেবতা ক্ষরণশীল সোমের নিকটবর্তী হচ্ছেন।

৮২ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।
পুনানো বারং পর্যেত্যব্যয়ং শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদম্ ॥ ১
কবির্বেধস্যা পর্যেষি মাহিনমত্যো ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষসি।
অপসেধন্ দুরিতা সোম মৃলয় ঘৃতং বসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্ ॥ ২
পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।
স্বসার আপো অভি গা উতাসরন্ত্সং গ্রাবভির্নসতে বীতে অধ্বরে ॥ ৩
জায়েব পত্যাবধি শেব মংহসে পজ্রায়া গর্ভ শৃণুহি ব্রবীমি তে।
অন্তর্বাণীষু প্র চরা সু জীবসেঽনিন্দ্যো বৃজনে সোম জাগৃহি ॥ ৪
যথা পূর্বেভ্যঃ শতসা অমৃধ্রঃ সহস্রসাঃ পর্যয়া বাজমিন্দো।
এবা পবস্ব সুবিতায় নব্যসে তব ব্রতমন্বাপঃ সচন্তে ॥ ৫

অনুবাদ : ১। লোহিতবর্ণ সোমরসকে নিষ্পীড়নের দ্বারা প্রস্তুত করা হল। তিনি মনোবাঞ্ছা পূরণকারী। তিনি রাজার ন্যায় উজ্জ্বল ও সুশ্রী। তিনি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে শব্দ করছেন, তিনি শোধিত হবার জন্য মেষলোমে মিলিত হচ্ছেন,

তিনি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ঘৃতযুক্ত আপন স্থানে উপবেশন করছেন । ২ । হে সুপণ্ডিত ! তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে যাচ্ছ । স্নান করালে ঘোটক যেমন যুদ্ধে যায় সেরূপ তুমি যাচ্ছ । হে সোমরস ! তুমি আমাদের অনিষ্ট নষ্ট করে আমাদের সুখী কর, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে নির্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর । ৩ । পর্জন্য মহান সোমের পিতা (১), সে পত্রলতাদিবিশিষ্ট সোম পৃথিবীর মধ্যস্থান-স্বরূপ পর্বতের উপর বাস করেন । অঙ্গুলিবর্গ জলের নিকট দুগ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদি নিয়ে গেল । তিনি সুন্দর যজ্ঞ মধ্যে প্রস্তরের সাথে মিলিত হচ্ছেন । ৪ । হে পৃথিবীর সন্তান সোম ! তোমাকে আর অধিক কি বলব । স্ত্রী যেমন আপন স্বামীর অশেষ সুখ বিধান করে সেরূপ তুমি আমদের সুখ বিধান করে থাক । আমাদের গুণ কীর্তন শুনতে শুনতে তুমি দর্শন দাও তাতেই আমাদের জীবনের মঙ্গল । তুমি সর্বগুণে গুণান্বিত । আমাদের বিপদের সময় আমাদের উপর প্রহরীর কার্য কর । ৫ । হে দুর্ধর্ষ সোম ! যেরূপ তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে করেছিলে সেরূপ এক্ষণে আমাদের এ নূতন পুণ্যকর্মের সময় প্রবল হও এবং ক্ষরিত হও, তুমি মনে করলে শত শত সংখ্যায় সহস্র সহস্র দান করতে পার । এ সকল জল তোমার সেবা করবার জন্য তোমার সাথে মিলিত হচ্ছে ।

টীকা ঃ ১ । এ স্থানে এবং ৯।১১৩।৩ ঋকে পর্জন্যকে সোমের পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে । পর্জন্য বৃষ্টির দেবতা, বৃষ্টিদ্বারা সোমলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

৮৩ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা । অঙ্গিরার সন্তান পবিত্র ঋষি । জগতী ছন্দ ।

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্যেষি বিশ্বতঃ ।
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তস্তৎ সমাশত ॥ ১
তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে শোচন্তো অস্য তন্তবো ব্যস্থিরন্ ।
অবন্ত্যস্য পবীতারমাশবো দিবস্পৃষ্ঠমধি তিষ্ঠন্তি চেতসা ॥ ২
অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা বিভর্তি ভুবনানি বাজয়ুঃ ।
মায়াবি নো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমা দধুঃ ॥ ৩
গন্ধর্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি পাতি দেবানাং জনিমান্যদ্ভুতঃ ।
গৃভ্ণাতি রিপুং নিধয়া নিধাপতিঃ সুকৃত্তমা মধুনো ভক্ষমাশত ॥ ৪
হবির্হবিষ্মো মহি সদ্ম দৈব্যং নভো বসানঃ পরি যাস্যধ্বরম্ ।
রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহঃ সহস্রভৃষ্টির্জয়সি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১ । হে সোম ! তুমি যাগযজ্ঞাদি পবিত্রকার্যের অধিপতি । তোমার পবিত্র অঙ্গ বিস্তারিত হয়েছে । যে তোমাকে পান করে, তার সর্বাঙ্গ শরীরে তুমি বিস্তৃত হও । তার শরীর যদি দৃঢ় ও পরিপক্ক না হয় তা হলে সাধ্য নেই যে, তোমাকে ধারণ করে । যাদের দেহ পরিপক্ক তারাই তোমাকে ধারণ ও তোমার প্রীতিকর রস ভোগ করতে পারে । ২ । উত্তপ্ত সোমরস শোধনের জন্য শোধন যন্ত্র অর্থাৎ ছাঁকুনি বিস্তারিত আছে । এর প্রতানগুলি অর্থাৎ ডাঁটা অগ্নি স্থানের উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে দীপ্যমান ভাবে গমনাভিমুখে যাচ্ছে । তারা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে রক্ষা করছে । তারা সতেজভাবে আকাশের দিকে উঠছে । ৩ । সোমরস প্রভাত কালেই সর্বাগ্রে সূর্যের ন্যায় দীপ্ত পেয়েছেন । ইনি অভিষেককারী অর্থাৎ জলাত্মক । ইনি অন্ন বিতরণকর্তা, এর প্রভাবে ভুবন রক্ষা হয় । এর অদ্ভুত ক্ষমতা, যখন পূর্বপুরুষদের সমাবৃত করল, তখন তাঁরা সন্তান উৎপাদন করলেন, তাঁরা অনেক মনুষ্য সৃষ্টি করলেন । ৪ । গন্ধর্বই (১)

এ সোমরসের স্থান রক্ষা করেন। অদ্ভুত শক্তিধারী এ সোমরস দেবতার সন্তানদের রক্ষা করেন। ইনি পাপের প্রভু, পাশের দ্বারা শত্রুকে গ্রহণ করেন। যারা বিলক্ষণ পুণ্যশীল, তাঁরাই চমৎকার আস্বাদন গ্রহণ করেন। ৫। হে সোমরস! তুমি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে এবং নির্মল জল বস্ত্রের ন্যায় ধারণ করে যজ্ঞকার্য নির্বাহ করবার জন্য পবিত্র যজ্ঞধামে এস। তুমি রাজা, শোধন কলসই তোমার রথ, তুমি সে রথে আরোহণ পূর্বক সহস্রস্থানে গতিবিধি করে প্রচুর অন্ন জয় কর।

টীকা ঃ ১। এখানে গন্ধর্ব অর্থে সায়ণ সূর্য করেছেন। ১।২২।১৪ ঋকে অন্তরিক্ষই গন্ধর্বের নিবাস স্থান বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। ১।১৬৩।২ ঋকে গন্ধর্ব ইন্দ্রের রথের বল্গা ধারণ করলেন। এ সকল ও অন্যান্য ঋক হতে অনুমান হয় যে সায়ণের ব্যাখ্যাই ঠিক, গন্ধর্বের আদি অর্থ সূর্য বা সূর্য রশ্মি। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনার সময়ই গন্ধর্বগণ একরূপ কাল্পনিক জীব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে অপ্সরাগণ গন্ধর্বগণের স্ত্রী এরূপ উপাখ্যান সৃষ্ট হল। সূর্য-রশ্মিদ্বারা জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয় এই কি এ উপাখ্যানের আদি কারণ?

৮৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। প্রজাপতি ঋষি। জগতী ছন্দ।

পবস্ব দেবমাদনো বিচর্ষণিরপ্সা ইন্দ্রায় বরুণায় বায়বে।
কৃধী নো অদ্য বরিবঃ স্বস্তিমদুরুক্ষিতৌ গৃণীহি দৈব্যং জনম্ ॥ ১
আ যস্তস্থৌ ভুবনান্যমর্ত্যো বিশ্বানি সোমঃ পরি তান্যর্ষতি।
কৃণ্বন্ত্সংচৃতং বিচৃতমভিষ্টয় ইন্দুঃ সিষক্ত্যুষসং ন সূর্যঃ ॥ ২
আ যো গোভিঃ সৃজ্যত ওষধীষ্বা দেবানাং সুম্ন ইষয়ন্নুপাবসুঃ।
আ বিদ্যুতা পবতে ধারয়া সুত ইন্দ্রং সোমো মাদয়ন্দৈব্যং জনম্ ॥ ৩
এষ স্য সোমঃ পবতে সহস্রজিদ্ধিন্বানো বাচমিষিরামুষর্বুধম্।
ইন্দুঃ সমুদ্রমুদিয়র্তি বায়ুভিরেন্দ্রস্য হার্দি কলশেষু সীদতি ॥ ৪
অভি ত্যং গাবঃ পয়সা পয়োবৃধং সোমং শ্রীণন্তি মতিভিঃ স্বর্বিদম্।
ধনঞ্জয়ঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো বিপ্রঃ কবিঃ কাব্যেনা স্বচর্নাঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে সোমরস! তুমি দেবতাদের আনন্দ কর, সকল দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্র, বরুণ ও বায়ুর জন্য ক্ষরিত হও। এক্ষণে আমাদের মঙ্গল কর এবং উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও। এ বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের মধ্যে যে ব্যক্তি যথার্থ দেবভক্ত তাকেই ডেকে লও। ২। যে সোম সকল ভুবনের উপর আধিপত্য করেন সে অমর সোম সে সমস্ত যজ্ঞে আসছেন। যা পূর্বে পরস্পর সংবন্ধ ছিল ইনি তা পৃথক করে দিচ্ছেন এবং সূর্য যেরূপ প্রভাত করে দেন সেরূপ এ সোম আমাদের আলোক দান করছেন। ৩। যে সোমরসকে গাভীর দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত করে, উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কেবল যিনি একমাত্র দেবতাদের বলাধান করেন এবং ধন ও অন্ন আহরণ করে দেন। যিনি নিষ্পীড়িত হয়ে ঔজ্জ্বল্যযুক্ত ধারার আকারে ক্ষরিত হন এবং ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাদের মাতিয়ে দেন। ৪। সেই সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন। ইনি অসংখ্য ধন জয় করেন, ইনি প্রাতঃকাল অবধি ক্রমাগত আমাদের স্তোত্র গ্রহণ করেছেন। ইনি নানা দিক দিয়ে কলসের মধ্যে যাচ্ছেন। ইনি এরূপভাবে কলসের মধ্যে গিয়ে অবস্থিতি করছেন যে দেখে ইন্দ্রের আহ্লাদের আর সীমা থাকছে না। ৫। চতুর্দিকে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে, সে সোমরসের চতুর্দিকে গাভীগণ দুগ্ধ দেবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে, সোমরসের সাথে মিশ্রিত সে দুগ্ধের মধুরতা আরও বৃদ্ধি হয়, সে সোমরস চমৎকার সুখ দিয়ে থাকেন।

তিনি প্রস্তুত হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন, সেসঙ্গে কবিতা পাঠ হচ্ছে। কারণ তিনি বুদ্ধিমান কবি, তাঁর প্রভাবেই কবিতার স্ফূর্তি। তিনি সর্বপ্রকার অন্ন বিতরণ করেন।

৮৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বেন ঋষি। জগতী, ১১, ১২ ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

ইন্দ্রায় সোম সুষুতঃ পরি স্রবাপামীবা ভবতু রক্ষসা সহ।
মা তে রসস্য মৎসত দ্বয়াবিনো দ্রবিণস্বন্ত ইহ সন্ত্বিন্দবঃ ॥ ১
অস্মান্ত্সমর্যে পবমান চোদয় দক্ষো দেবানামসি হি প্রিয়ো মদঃ।
জহি শত্রূঁরভ্যা ভন্দনায়তঃ পিবেন্দ্র সোমমব নো মৃধো জহি ॥ ২
অদব্ধ ইন্দো পবসে মদিন্তম আত্মেন্দ্রস্য ভবসি ধাসিরুত্তমঃ।
অভি স্বরন্তি বহবো মনীষিণো রাজানমস্য ভুবনস্য নিংসতে ॥ ৩
সহস্রণীথঃ শতধারো অদ্ভুত ইন্দ্রায়েন্দুঃ কাম্যং মধু।
জয়ন্ ক্ষেত্রমভ্যর্ষা জয়ন্নপ উরুং নো গাতুং কৃণু সোম মীঢ্বঃ ॥ ৪
কনিক্রদৎ কলশে গোভিরজ্যসে ব্যব্যয়ং সময়া বারমর্ষসি।
মর্মৃজ্যমানো অত্যো ন সানসিরিন্দ্রস্য সোম জঠরে সমক্ষরঃ ॥ ৫
স্বাদুঃ পবস্ব দিব্যায় জন্মনে স্বাদুরিন্দ্রায় সুহবীতুনাম্নে।
স্বাদুর্মিত্রায় বরুণায় বায়বে বৃহস্পতয়ে মধুমাঁ অদাভ্যঃ ॥ ৬
অত্যং মৃজন্তি কলশে দশ ক্ষিপঃ প্র বিপ্রাণাং মতয়ো বাচ ঈরতে।
পবমানা অভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিমেন্দ্রং বিশন্তি মদিরাস ইন্দবঃ ॥ ৭
পবমানো অভ্যর্ষা সুবীর্যমুর্বীং গব্যূতিং মহি শর্ম সপ্রথঃ।
মাকির্নো অস্য পরিষূতিরীশতেন্দো জয়েম ত্বয়া ধনং ধনম্ ॥ ৮
অধি দ্যামস্থাদ্বৃষভো বিচক্ষণোঽরূরুচদ্বি দিবো রোচনা কবিঃ।
রাজা পবিত্রমত্যেতি রোরুবদ্দিবঃ পীয়ূষং দুহতে নৃচক্ষসঃ ॥৯
দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতো বেনা দুহন্ত্যুক্ষণং গিরিষ্ঠাম্।
অপ্সু দ্রপ্সং বাবৃধানং সমুদ্র আ সিন্ধোরূর্মা মধুমন্তং পবিত্র আ ॥ ১০
নাকে সুপর্ণমুপপপ্তিবাংসং গিরো বেনানামকৃপন্ত পূর্বীঃ।
শিশুং রিহন্তি মতয়ঃ পনিপ্নতং হিরণ্যয়ং শকুনং ক্ষামণি স্থাম্ ॥ ১১
ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাদ্বিশ্বা রূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্যৌৎ প্রারূরুচদ্রোদসী মাতরা শুচিঃ ॥ ১২

অনুবাদ : ১। হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করা হয়েছে। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। রাক্ষস ও রোগ দূরে হোক। যারা মুখে মনে ভিন্ন, তারা যেন তোমার রস আস্বাদনের আনন্দ অনুভব না করে। সোমরসগুলি যেন এ আমাদের যজ্ঞস্থানে ধনের সাথে উপস্থিত হয়। ২। যুদ্ধস্থলে আমাদের প্রেরণ কর, তুমি অতি নিপুণ। তুমি দেবতাদের প্রিয় আনন্দ। আমরা চতুর্দিক তোমার স্তব করছি, শত্রুদের নষ্ট কর। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের রক্ষা কর, বিপক্ষদের সংহার কর। ৩। হে সোম! তুমি বিনা বাধায় ক্ষরিত হচ্ছ। তোমার তুল্য আনন্দবিধাতা কেউ নেই। তুমিও যে, ইন্দ্রও সে। তোমার মত আহার আর নেই। বিস্তর বিদ্বান লোক তোমাকে স্তব করছেন। তুমি এ ভুবনের রাজা। তাঁরা তোমার নিকটবর্তী হচ্ছেন। ৪। এ আশ্চর্য সোমরস সহস্রধারায়, শতধারায় ইন্দ্রের জন্য অতি চমৎকার মধু ক্ষরিত করছেন। আমাদের জন্য ক্ষেত্র জয় করে দাও, জল জয় করে দাও। হে সোম! তুমি সেচনকর্তা দ্রবাত্মক। আমাদের পথ প্রশস্ত করে দাও। আমরা যেন অবারিতগতি হই। ৫। কলসের মধ্যে শব্দ করতে করতে তুমি ক্ষীরের সাথে

মিশ্রিত হচ্ছ। মেষলোমময় পবিত্রের মধ্য দিয়ে নানা গতিতে যাচ্ছ। তোমাকে শোধন করা হলে তুমি উৎকৃষ্ট বিবিধ দ্রব্যবাহী ঘোটকের ন্যায় গমনপূর্বক ইন্দ্রের উদরে যাচ্ছ। ৬। তুমি মধুরভাবে সকল দেবতার জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের জন্য মিষ্ট হও, সে ইন্দ্রের নামোচ্চারণে কল্যাণ হয়, তুমি মিত্র, বরুণ, বায়ু ও বৃহস্পতির জন্য মিষ্ট হও। তুমি মধুপূর্ণ, তোমার বিনাশ নেই। ৭। এ দ্রুতগতিশীল সোমরসকে দশ অঙ্গুলি মিশ্রিত হয়ে শোধন করছে। পুরুষদের স্তোত্রবাক্য এর প্রতি প্রযুক্ত হচ্ছে, সোমরসেরা ক্ষরিত হতে হতে সে চমৎকার স্তোত্রবাক্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ সকল মাদকতাশক্তিধারী সোমরস ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করছে। ৮। হে সোম! ক্ষরিত হতে হতে তুমি আমাদের লোকবল করে দাও, গব্যূতি পরিমাণ ভূমি করে দাও, প্রশস্ত বাস্তুবাটী করে দাও। আমাদের যজ্ঞের বিঘ্নকর্তা যেন ক্ষমতাপন্ন না হয়। হে সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যেখানে যত ধন আছে, জয় করতে পারি। ৯। এ বহুদর্শী সেচনকারী সোম আকাশে রহিলেন, এ কার্যকুশল সোম অন্যান্য দীপ্তিশালী বস্তুদের অধিক দীপ্তিযুক্ত করে দিলেন, ইনি রাজা, পবিত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং মানুষের হিতের জন্য সশব্দে স্বর্গের অমৃত ঢেলে দিচ্ছেন। ১০। বেন নামক ব্যক্তিগণ আকাশের উন্নতস্থানে এ উন্নতস্থানবর্তী সেচনকারী সোমকে সুমিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করতে করতে এবং পরস্পর পৃথক ভাবে দোহন করছেন। এ দ্রবময় সোমরস জলে মিশ্রিত হচ্ছেন, ইনি মধুর রসরূপী হয়ে পবিত্রে এবং বৃহৎ কলসের মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যাচ্ছেন। ১১। এ সুপর্ণ সোম (১) আকাশে উড়ছিলেন, বেন নামক ব্যক্তিরা সাধ্য সাধনা করে এনেছে। এ সোম শিশুর ন্যায় শব্দ করছেন, এর প্রতি স্তোত্রবাক্য প্রেরিত হচ্ছে। ইনি সুবর্ণের পক্ষী, পৃথিবীতে এসে আছে। ১২। ইনি গন্ধর্ব (২), আকাশের ঊর্ধভাগে ছিলেন। ইনি সে স্থান হতে সকল বস্তু নিরীক্ষণ করেছিলেন, এঁর তেজ শুভ্রবর্ণ কিরণ বিস্তার পূর্বক দীপ্তি পাচ্ছিল, সে শুভ্র আলোক জনক-জননী তুল্য দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতির্ময় করল।

টীকা ঃ ১। এখানে সোমকেই 'সুপর্ণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ২। এখানেও গন্ধর্ব অর্থ সূর্য। সোমকে সূর্যরূপে স্তুতি করা হচ্ছে।

৮৬ সূক্ত॥ পাবমান সোম দেবতা। প্রথম ১০ ঋক আকৃষ্ট ও মাষ নামে ঋষিগণ, দ্বিতীয় ১০ ঋক সিকতা ও নীবাবরী নামক ঋষিগণ, তৃতীয় ১০ ঋক পৃশ্নি ও ঈতিজ নামক ঋষিগণ। চতুর্থ ১০ ঋক আকৃষ্ট ও মাষ নামক ঋষিগণ, তদনন্তর ৫ ঋক অত্রি, তদনন্তর ৩ ঋক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ।

প্র ত আশবঃ পবমান ধীজবো মদা অর্ষন্তি রঘুজা ইব ত্মনা।
দিব্যাঃ সুপর্ণা মধুমন্ত ইন্দবো মদিন্তমাসঃ পরি কোশমাসতে॥ ১
প্র তে মদাসো মদিরাস আশবোঽসৃক্ষত রথ্যাসো যথা পৃথক্।
ধেনুর্ন বৎসং পয়সাভি বজ্রিণমিন্দ্রমিন্দবো মধুমন্ত ঊর্ময়ঃ॥ ২
অত্যো ন হিয়ানো অভি বাজমর্ষ স্বর্বিৎ কোশং দিবো অদ্রিমাতরম্।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যয়ে সোমঃ পুনান ইন্দ্রিয়ায় ধায়সে॥ ৩
প্র ত আশ্বিনীঃ পবমান ধীজুবো দিব্যা অসৃগ্রন্ পয়সা ধরীমণি।
প্রান্তঋষয়ঃ স্থাবিরীরসৃক্ষত যে ত্বা মৃজন্ত্যৃষিষাণ বেধসঃ॥ ৪
বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ ঋভ্বসঃ প্রভোস্তে সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
ব্যানশিঃ পবসে সোম ধর্মভিঃ পতির্বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি॥ ৫

উভয়তঃ পবমানস্য রশ্ময়ো ধ্রুবস্য সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
যদী পবিত্রে অধি মৃজ্যতে হরিঃ সত্তা নি যোনা কলশেষু সীদতি ॥ ৬
যজ্ঞস্য কেতুঃ পবতে স্বধ্বরঃ সোমো দেবানামুপ যাতি নিষ্কৃতম্।
সহস্রধারঃ পরি কোশমর্ষতি বৃষা পবিত্রমত্যেতি রোরুবৎ ॥ ৭
রাজা সমুদ্রং নদ্যো বি গাহতেঽপামূর্মিং সচতে সিন্ধুষু শ্রিতঃ।
অধ্যস্থাৎ সানু পবমানো অব্যয়ং নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবঃ ॥ ৮
দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিক্রদদ্দ্যৌশ্চ যস্য পৃথিবী চ ধর্মভিঃ।
ইন্দ্রস্য সখ্যং পবতে বিবেবিদৎ সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সীদতি ॥ ৯
জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ং পিতা দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ।
দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ ॥ ১০
অভিক্রন্দন্ কলশং বাজ্যর্ষতি পতির্দিবঃ শতধারো বিচক্ষণঃ।
হরির্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি মর্মৃজানোঽবিভিঃ সিন্ধুভির্বৃষা ॥ ১১
অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষত্যগ্রে বাচো অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছতি।
অগ্রে বাজস্য ভজতে মহাধনং স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ পূয়তে বৃষা ॥ ১২
অয়ং মতবাঞ্ছকুনো যথা হিতোঽব্যে সসার পবমান ঊর্মিণা।
তব ক্রত্বা রোদসী অন্তরা কবে শুচির্ধিয়া পবতে সোম ইন্দ্র তে ॥ ১৩
দ্রাপিং বসানো যজতো দিবিস্পৃশমন্তরিক্ষপ্রা ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
স্বর্জজ্ঞানো নভসাভ্যক্রমীৎ প্রত্নমস্য পিতরমা বিবাসতি ॥ ১৪
সো অস্য বিশে মহি শর্ম যচ্ছতি যো অস্য ধাম প্রথমং ব্যানশে।
পদং যদস্য পরমে ব্যোমন্ যতো বিশ্বা অভি সং যাতি সংযতঃ ॥ ১৫
প্রো অযাসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতযাম্না পথা ॥ ১৬
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রয়ুবো বিপন্যুবঃ পনস্যুবঃ সংবসনেষ্বক্রমুঃ।
সোমং মনীষা অভ্যনূষত স্তুভোঽভি ধেনবঃ পয়সেমশিশ্রয়ুঃ ॥ ১৭
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষমিন্দো পবস্ব পবমানো অস্রিধম্।
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎ সুবীর্যম্ ॥ ১৮
বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নঃ প্রতরীতোষসো দিবঃ।
ক্রাণা সিন্ধূনাং কলশাঁ অবীবশদিন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্ মনীষিভিঃ ॥ ১৯
মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাঁ অচিক্রদৎ।
ত্রিতস্য নাম জনয়ন্ মধু ক্ষরদিন্দ্রস্য বায়োঃ সখ্যায় কর্তবে ॥ ২০
অয়ং পুনান উষসো বি রোচয়দয়ং সিন্ধুভ্যো অভবদু লোককৃৎ।
অয়ং ত্রিঃ সপ্ত দুদুহান আশিরং সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥ ২১
পবস্ব সোম দিব্যেষু ধামসু সৃজান ইন্দো কলশে পবিত্র আ।
সীদন্নিন্দ্রস্য জঠরে কনিক্রদন্নৃভির্যতঃ সূর্যমারোহয়ো দিবি ॥ ২২
অদ্রিভিঃ সুতঃ পবসে পবিত্র আঁ ইন্দবিন্দ্রস্য জঠরেষ্বাবিশন্।
ত্বং নৃচক্ষা অভবো বিচক্ষণ সোম গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপ ॥ ২৩
ত্বাং সোম পবমানং স্বাধ্যোঽনু বিপ্রাসো অমদন্নবস্যবঃ।
ত্বাং সুপর্ণ আভরদ্দিবস্পরীন্দো বিশ্বাভির্মতিভিঃ পরিষ্কৃতম্ ॥ ২৪
অব্যে পুনানং পরি বার ঊর্মিণা হরিং নবন্তে অভি সপ্ত ধেনবঃ।
অপামুপস্থে অধ্যায়বঃ কবিমৃতস্য যোনা মহিষা অহেষত ॥ ২৫
ইন্দুঃ পুনানো অতি গাহতে মৃধো বিশ্বানি কৃণ্বন্ত্সুপথানি যজ্যবে।
গাঃ কৃণ্বানো নির্ণিজং হর্যতঃ কবিরত্যো ন ক্রীলন্ পরি বারমর্ষতি ॥ ২৬

অসশ্চতঃ শতধারা অভিশ্রিয়ো হরিং নবন্তেহব তা উদন্যবঃ।
ক্ষিপো মৃজন্তি পরি গোভিরাবৃতং তৃতীয়ে পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ ॥ ২৭
তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসস্ত্বং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি।
অথেদং বিশ্বং পবমান তে বশে ত্বমিন্দো প্রথমো ধামধা অসি ॥ ২৮
ত্বং সমুদ্রো অসি বিশ্ববিৎ কবে তবেমাঃ পঞ্চ প্রদিশো বিধর্মণি।
ত্বং দ্যাং চ পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে তব জ্যোতীংষি পবমান সূর্যঃ ॥ ২৯
ত্বং পবিত্রে রজসো বিধর্মণি দেবেভ্যঃ সোম পবমান পূয়সে।
ত্বামুশিজঃ প্রথমা অগৃভ্ণত তুভ্যেমা বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ৩০
প্র রেভ এত্যতি বারমব্যয়ং বৃষা বনেষ্বব চক্রদদ্ধরিঃ।
সং ধীতয়ো বাবশানা অনূষত শিশুং রিহন্তি মতয়ঃ পনিপ্নতম্ ॥ ৩১
স সূর্যস্য রশ্মিভিঃ পরি ব্যত তন্তুং তন্বানস্ত্রিবৃতং যথা বিদে।
নয়ন্নৃতস্য প্রশিষো নবীয়সীঃ পতির্জনীনামুপ যাতি নিষ্কৃতম্ ॥ ৩২
রাজা সিন্ধূনাং পবতে পতির্দিব ঋতস্য যাতি পথিভিঃ কনিক্রদৎ।
সহস্রধারঃ পরি ষিচ্যতে হরিঃ পুনানো বাচং জনয়ন্নুপাবসুঃ ॥ ৩৩
পবমান মহ্যর্ণো বি ধাবসি সূরো ন চিত্রো অব্যয়ানি পব্যয়া।
গভস্তিপূতো নৃভিরদ্রিভিঃ সুতো মহে বাজায় ধন্যায় ধন্বসি ॥ ৩৪
ইষমূর্জং পবমানাভ্যর্ষসি শ্যেনো ন বংসু কলশেষু সীদসি।
ইন্দ্রায় মদ্বা মদ্যো মদঃ সুতো দিবো বিষ্টম্ভ উপমো বিচক্ষণঃ ॥ ৩৫
সপ্ত স্বসারো অভি মাতরঃ শিশুং নবং জজ্ঞানং জেন্যং বিপশ্চিতম্।
অপাং গন্ধর্বং দিব্যং নৃচক্ষসং সোমং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসে ॥ ৩৬
ঈশান ইমা ভুবনানি বীয়সে যুজান ইন্দো হরিতঃ সুপর্ণ্যঃ।
তাস্তে ক্ষরন্তু মধুমদ্ ঘৃতং পয়স্তব ব্রতে সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৭
ত্বং নৃচক্ষা অসি সোম বিশ্বতঃ পবমান বৃষভ তা বি ধাবসি।
স নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদ্বয়ং স্যাম ভুবনেষু জীবসে ॥ ৩৮
গোবিৎ পবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্রেতোধা ইন্দো ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
ত্বং সুবীরো অসি সোম বিশ্ববিত্তং ত্বা বিপ্রা উপ গিরেম আসতে ॥ ৩৯
উন্মধ্ব ঊর্মির্বননা অতিষ্ঠিপদপো বসানো মহিষো বি গাহতে।
রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহৎ সহস্রভৃষ্টির্জয়তি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৪০
স ভন্দনা উদিয়র্তি প্রজাবতীর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বাঃ সুভরা অহর্দিবি।
ব্রহ্ম প্রজাবদ্রয়িমশ্বপস্ত্যং পীত ইন্দবিন্দ্রমস্মভ্যং যাচতাৎ ॥ ৪১
সো অগ্রে অহ্নাং হরির্হর্যতো মদঃ প্র চেতসা চেতয়তে অনু দ্যুভিঃ।
দ্বা জনা যাতয়ন্নন্তরীয়তে নরা চ শংসং দৈব্যং চ ধর্তরি ॥ ৪২
অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধুনাভ্যঞ্জতে।
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমাসু গৃভ্ণতে ॥ ৪৩
বিপশ্চিতে পবমানায় গায়ত মহী ন ধারাত্যন্ধো অর্ষতি।
অহির্ন জূর্ণামতি সর্পতি ত্বচমত্যো ন ক্রীলন্নসরদ্বৃষা হরিঃ ॥ ৪৪
অগ্রেগো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে বিমানো অহ্নাং ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
হরির্ঘৃতস্নুঃ সুদৃশীকো অর্ণবো জ্যোতীরথঃ পবতে রায় ওক্যঃ ॥ ৪৫
অসর্জি স্কম্ভো দিব উদ্যতো মদঃ পরি ত্রিধাতুর্ভুবনান্যর্ষতি।
অংশুং রিহন্তি মতয়ঃ পনিপ্নতং গিরা যদি নির্ণিজমৃগ্মিণো যযুঃ ॥ ৪৬
প্র তে ধারা অত্যণ্বানি মেষ্যঃ পুনানস্য সংযতো যন্তি রংহয়ঃ।
যদ্গোভিরিন্দো চম্বোঃ সমজ্যস আ সুবানঃ সোম কলশেষু সীদসি ॥ ৪৭

পবস্ব সোম ক্রতুবিন্ন উক্থ্যোঽব্যো বারে পরি ধাব মধু প্রিয়ম্ ।
জহি বিশ্বান্ রক্ষস ইন্দো অত্রিণো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৪৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ক্ষরণশীল সোম ! তোমার রসগুলি বিস্তার হচ্ছে, এরা মানসবেগে অগ্রসর হচ্ছে, এরা আনন্দকর, শীঘ্রগামিনী ঘোটকীর শাবকের ন্যায় অবলীলাক্রমে ধাবিত হচ্ছে। এরা পক্ষীর ন্যায় আকাশ হতে পতিত হচ্ছে। মধুর রসশালী অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিসম্পন্ন এ সোমরসগুলি কলসটিকে পরিপূর্ণ করে উপবেশন করছে। ২। মাদকতাশক্তিযুক্ত মধুরতাসম্পন্ন তোমার রসগুলি রথবাহ ঘোটকদের ন্যায় পৃথক পৃথক প্রস্তুত হচ্ছে। মধুপূর্ণ ও পূর্ণপ্রবাহে প্রবহমান এ সকল সোমরস বজ্রধারী ইন্দ্রকে সেরূপ আপ্যায়িত করছে, যেরূপ গাভী আপন বৎসকে আপ্যায়িত করে। ৩। ঘোটককে চালিয়ে দিলে সে যেরূপ যুদ্ধ অভিমুখে ধাবিত হয়, হে সোম ! তদ্রূপ দ্রুতবেগে তুমি এস ! তুমি স্বর্গীয় বস্তু তুল্য, তুমি প্রস্তরনির্মিত কলসে আকাশ হতে প্রবেশ কর। উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর এ সোম ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে। ৪। হে সোম ! চতুর্দিকব্যাপিনী তোমার ধারাগুলি মানসবেগে শূন্য পথ দিয়ে কলসের মধ্যে গিয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হচ্ছে। যে সমস্ত ঋষি তোমাকে প্রস্তুত ও শোধন করেন, তারা তোমার ধারাগুলি কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিচ্ছেন, যেহেতু ঋষিগণের সেবনীয় বস্তু ! ৫। হে সোম ! তুমি সর্বদ্রষ্টা, তুমি প্রভু। তোমার চমৎকার কিরণপুঞ্জ সর্বস্থানে গতিবিধি করে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, সর্বস্থানব্যাপী, সর্ববস্তুর অবলম্বনস্বরূপ। এরূপে তুমি ক্ষরিত হও। ৬। যখন সোম নিষ্পীড়িত হন তখন তিনি নিজে একস্থানবর্তী সুস্থির কিন্তু তাঁর কিরণপুঞ্জ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যখন তিনি হরিতবর্ণ ধারণপূর্বক মেষলোমময় পবিত্রে শোধিত হন, তখন তিনিও উপবেশনকর্তা হয়ে নিজ বাসস্থান কলসের মধ্যে উপবেশন করেন। ৭। সোমরস যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ, তিনি যজ্ঞের শোভাবিধাতা, তিনি দেবতাদের গৃহে গমন করেন। তিনি সহস্রধারারূপে কলসের মধ্যে গিয়ে থাকেন, তিনি রস সেচন করতে করতে সশব্দে মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রম করেন। ৮। তিনি রাজা, নদী হতে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। তিনি নদী মধ্যে ছিলেন জলের তরঙ্গে মিলিত হচ্ছেন (১)। তিনি ক্ষরণকালে উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্র আরোহণ করছেন। তিনি পৃথিবীর ধারণকর্তা নাভিস্বরূপ, তিনি আকাশের আলোকস্বরূপ। ৯। সোম এরূপ শব্দ করলেন যে গগনের ঊর্ধ্বভাগ প্রতিধ্বনিত হল। তাঁর অবলম্বনে লোক ও ভূলোক সুস্থির আছে। তিনি ইন্দ্রের বন্ধুত্বের অনুরোধে ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি ক্ষরিত হয়ে কলসের মধ্যে গিয়ে বসছেন। ১০। এ সোম যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক আলোকস্বরূপ, ইনি সুমিষ্ট মধুর ন্যায় ক্ষরিত হচ্ছেন। ইনি দেবতাদের জন্মদাতা পিতা, ধনের অধিপতি। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ রত্ন দ্যুলোক ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী অতি চমৎকার রস, এর মাদকতাশক্তি নিরুপম। ১১। ইনি সবেগে, সশব্দে কলসে যাচ্ছেন। ইনি দ্যুলোকের অধিপতি সর্বদ্রষ্টা, এর ধারা শতসংখ্যক। উনি হরিতবর্ণ ধারণ করে যজ্ঞের স্থানে স্থানে বসছেন, ইনি পবিত্রের ছিদ্র পথে ক্ষরিত হয়ে রস বর্ষণ করছেন। ১২। ইনি ক্ষরণকালে নদীর অগ্রে ধাবিত হন, সেরূপ বাক্যের অগ্রে এবং গাভীগণের অগ্রে ধাবিত হন, এর বেগ এরূপ। ইনি উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধের সম্মুখভাগে প্রচুর ধন জয় করেন। সে রস সেচনকারী সোমকে নিষ্পীড়ন কর্তারা নিষ্পীড়ন করছেন। ১৩। স্তোত্র শ্রবণে প্রীত হয়ে এ সোম চালিত অশ্বের ন্যায় মেষলোমের পবিত্র তরঙ্গরূপে প্রচুর পরিমাণে যাচ্ছে ! হে

ইন্দ্র ! হে কবি দ্যুলোক ও ভুলোকের মধ্যে তোমার যজ্ঞ হলেই এ নির্মল সোম স্তোত্র শুনতে শুনতে ক্ষরিত হয়। ১৪। এ সোম এরূপ এক আলোকময় কবচে আচ্ছাদিত, যার কিরণ আকাশকে স্পর্শ ও পূর্ণ করছে। যজ্ঞের সময় জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইনি শূন্যপথে গতি করেন। ইনি স্বর্গের উৎপাদন কর্তা। ইনি স্বর্গের প্রাচীন পিতা ইন্দ্রকে সেবা করেন। ১৫। এই সোম সর্বাগ্রে ইন্দ্রের তেজ বাড়িয়ে ছিলেন, সে ইন্দ্রের আগমনের জন্য ইনি ইন্দ্রকে পরম সুখী করছেন। সে সর্বোচ্চস্থানে যেখানে ইন্দ্রের ধাম, সেখান থেকে তিনি সোম পানের প্রভাবে সকল যুদ্ধ গমন করেন। ১৬। সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁর বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীদের সাথে মিলিত হয় সেরূপ ইনি শতচ্ছিদ্র পথ দিয়ে নির্গত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ১৭। হে সোম ! তোমার সেবকেরা সুমধুর স্বরে তোমার স্তব করার অভিলাষে যজ্ঞগৃহ মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধিমানেরা স্তোত্রসহকারে সোমের আবাহন করছেন। গাভী এঁর উপর দুগ্ধ ঢেলে দিচ্ছে। ১৮। হে সোম ! যে যুদ্ধ তিন দিন অবিরত প্রবর্তমান হয়ে আমাদের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন এনে দিয়েছে (২), সে অক্ষয় অন্ন বর্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও। ১৯। স্তোত্র বর্ষণকারী বিচক্ষণ সোম ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি দিন, প্রাতকাল ও সূর্যের সৃষ্টিকর্তা। ইনি ধারার আকারে কলসে প্রবেশ করছেন। ইনি বুদ্ধিমানদের স্তোত্রের ভাগী হয়ে ইন্দ্রের হৃদয়ঙ্গম হচ্ছেন। ২০। এ প্রাচীন কবি সোম বুদ্ধিমান লোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। ইনি কলসের মধ্যে সশব্দে যাচ্ছেন। ইনি যেন ত্রিতের নাম উচ্চারণ করছেন। ইনি ইন্দ্র ও বায়ুর সাথে বন্ধুত্ব করবার জন্য মধু ঢেলে দিচ্ছেন। ২১। এ সোম শোধিত হয়ে প্রাতকালকে আলোকময় করেন, ইনি নদী অর্থাৎ ধারা হতে উৎপন্ন হয়েছেন, ইনি সংসারের সৃষ্টিকর্তা। ইনি একবিংশতি গাভী হতে আপনার অনুপানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করছেন। এ আনন্দকর সোম হৃদয়ের মধ্যে যাবার জন্য রমণীয়ভাবে ক্ষরিত হচ্ছেন। ২২। হে সোম ! তুমি শোধিত হয়েছে। দিব্য ধামের দিকে ক্ষরিত হও। তুমি পবিত্রের পথ দিয়ে কলসে যাও। শব্দ করতে করতে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। মনুষ্যেরা তোমাকে প্রস্তুত করেছে। তুমি সূর্যকে আকাশে স্থাপন করেছ। ২৩। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে তুমি পবিত্রে ক্ষরিত হও। হে সোম ! তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। তুমি বিচক্ষণ, তুমি মানুষ চেন। তুমি অঙ্গিরার সন্তানদের গাভীসমূহ দেখিয়ে দিয়েছিলে। ২৪। হে পবিত্র সোম ! সৎকর্মানুষ্ঠানকারী বিদ্বান ব্যক্তিগণ তোমার আশ্রয় কামনা করে তোমার গুণগান করে থাকে। পক্ষী তোমাকে দ্যুলোক হতে মর্ত্যে এনেছে। যাবতীয় স্তুতিবাক্য তোমার শোভা বৃদ্ধি করেছে। ২৫। যখন সোমরস তরঙ্গবেগে মেষলোমময় পবিত্রের চারদিক দিয়ে ক্ষরিত হতে থাকেন তখন সাতটী গাভী তাঁর নিকটে গিয়ে থাকে। ঋতের যজ্ঞস্থানে প্রকাণ্ড দেহধারী আয়ুগণ কতকগুলি ব্যক্তির নাম জলের আধারের দিকে সে কর্মকুশল সোমকে প্রেরণ করছে। ২৬। সোমরস ক্ষরণপূর্বক সকল শত্রুকে পরাজয় করছেন, যজ্ঞকর্তা ভক্তব্যক্তির জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা করে দিচ্ছেন। সে সুশ্রী ও সুবোধ সোমরস আপনার মূর্তি দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করছেন, ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় মেষলোমের দিকে যাচ্ছেন। ২৭। শতসংখ্যক ধারা জলের ন্যায় অবাধে বহমান হয়ে পরস্পর মিলনপূর্বক হরিতবর্ণ সোমরস প্রস্তুত করছে। তাঁকে ক্ষীরে আচ্ছাদনপূর্বক অঙ্গুলিগণ শোধন করছে। তিনি বেদির তৃতীয়তলে দীপ্যমান অগ্নির উপর সংস্থাপিত হচ্ছেন। ২৮। হে সোম ! এ সকল প্রাণী তোমার

স্বর্গীয় রেত হতে উৎপন্ন। তুমি সমস্ত বিশ্বভুবনের প্রভু। হে ক্ষরণশীল সোম! এ নিখিল জগৎ তোমার আজ্ঞাধীন। হে সোম! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী। ২৯। হে সোম! তুমি বিশাল, বিস্তৃত, সমুদ্র। হে কবি! তুমিই এ পাঁচ দিক ঊর্ধ্বের দিক নিয়ে পাঁচ ধারণ করেছ। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ কর। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার জ্যোতি রাশি সূর্যের তুল্য। ৩০। হে সোম! এ ধূলিময় পৃথিবী ধারণ করবার জন্য দেবতাদের উদ্দেশে পবিত্রেতে শোধিত হয়ে থাক। উশিজ নামক ব্যক্তিগণ সর্বাগ্রে তোমাকে গ্রহণ করেছিল। এ সকল লোক তোমার দ্বারা চালিত হয়েছে। ৩১। সোমরস শব্দ করতে করতে মেষলোম অতিক্রম করছে। এ দ্রবাত্মক হরিতবর্ণ রস জলে পড়ে শব্দ করছে এর ধ্যান করতে করতে এর অভিলাষিগণ এর স্তব করছেন। ইনি যেন একটি শব্দায়মান শিশু, স্তুতিরা যেন বাৎসল্যভরে একে লেহন করছে। ৩২। এ সোম যেন সূর্য কিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করছেন, আমার বোধ হয় ইনি ত্রিগুণ সূত্র টানছেন অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিনবার যজ্ঞ হয় উনি ঋতের নূতন নূতন স্তোত্র যুগিয়ে দিচ্ছেন। এ নরপতি সোম আপন পাত্রে যাচ্ছেন। ৩৩। এ সোম যিনি নদীগণের রাজা, স্বর্গের অধিপতি, তিনি ক্ষরিত হচ্ছেন। ঋত যে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে সশব্দে সে সমস্ত পথ দিয়ে যাচ্ছেন। এ হরিতবর্ণ সোম সহস্রধারায় সিক্ত হচ্ছেন। ইনি শোধিত হচ্ছেন, তা দেখে লোকের নানাবিধ বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে, এর সঙ্গে সঙ্গেই ধন আছে। ৩৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি সূর্যের ন্যায় অদ্ভুত। তোমার প্রচুর রস, তুমি মেষলোমের পবিত্র স্বরূপ পথ দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছ। তুমি প্রস্তরে নিষ্পীড়িত হয়েছে, অধ্যক্ষগণ তোমাকে অঙ্গুলি- দ্বারা শোধন করেছে, এখন তুমি প্রচুর ধন লাভের উদ্দেশে তুমুল যুদ্ধে যাচ্ছ। ৩৫। হে সোম! তুমি অন্ন ও পরাক্রম উৎপাদন কর। শ্যেনপক্ষী যেমন আপনার বাসায় বসে, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে উপবেশন কর (৩)। তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে ইন্দ্রের আনন্দ ও মত্ততা উপস্থিত কর, যেহেতু তুমি মাদকতাশক্তিসম্পন্ন। তুমি দ্যুলোকের সমযোগ্য স্তম্ভস্বরূপ, তুমি চতুর্দিক দৃষ্টি কর। ৩৬। এ যে নবীন বালক সোম, যিনি বিশ্বজয়ী হবার জন্য জন্মেছেন, যিনি দিব্য লোকবাসী গন্ধর্বের ন্যায় রূপবান (৪), যিনি নরজাতির প্রতি কৃপাবান, সে সোমকে সাত জন ভগিনীতে মিলে জলের মধ্যে লালন পালন করে, কেননা তিনি পালিত হলে সমস্ত বিশ্বভুবনের শ্রীবৃদ্ধি হবে। ৩৭। হে সোম! তুমি উজ্জ্বল ও পক্ষযুক্ত ঘোটকী জুড়ে প্রভুর ন্যায় বিশ্বভুবনে গতিবিধি কর। সে ঘোটকীরা যেন ঘৃত দুগ্ধ মধু আহরণ করে দেয়। হে সোম! মনুষ্য যেন তোমার কার্য সিদ্ধি করতেই ব্যাপৃত থাকে। ৩৮। হে ক্ষরণশীল সোম! নরজাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি। তুমি রস বৃষ্টি করে থাক। তোমার রসময় তরঙ্গ তুমি চতুর্দিকে চালিয়ে দিয়ে থাক। অতএব তুমি এরূপে ক্ষরিত হও যে, আমরা যেন অর্থ ও সুবর্ণ লাভ করি। যেন ত্রিভুবনে আমরা নিরুপদ্রবে প্রাণ ধারণ করি। ৩৯। হে সোম! তুমি এরূপে ক্ষরিত হও যেন আমরা গাভী ও অশ্ব ও সুবর্ণ লাভ করি। তুমি ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ সংস্থাপিত আছ। হে সোম! তুমি বিশ্বব্যাপী, তোমার প্রসাদে লোকবল পাওয়া যায়। তোমাকে এরূপ জেনে বিদ্বানগণ বিবিধ বাক্য উচ্চারণপূর্বক তোমার উপাসনা করছে। ৪০। এ যে সোম, ইনি অতি চমৎকার মধুর তরঙ্গ তুলছেন। জলের পরিচ্ছদ পরিধান করে মহিষের ন্যায় অবগাহন করছেন। ইনি রাজা, পবিত্রই এর রথ, ইনি যুদ্ধে চললেন, ইনি সহস্র স্থানে গতিবিধি করে প্রচুর অন্ন জয় করছেন। ৪১। সোম সংসারের আয়ু অর্থাৎ জীবনস্বরূপ, তিনি আমাদের

স্তুতিবাক্য অহর্নিশি উদয় করে দিচ্ছেন, সে স্তুতিবাক্য যার প্রভাবে আমরা সন্তানাদি লাভ করি, যা আমাদের জন্য অশেষ কাম্যবস্তুতে পরিপূর্ণ আছে। হে সোম। তুমি ইন্দ্রকর্তৃক পীত হয়ে তাঁর নিকট আমাদের জন্য সন্তান ধন ঘোটক ও উত্তম অট্টালিকা চেয়ে দাও। ৪২। প্রভাত উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ ব্যক্তি সে রমণীয় মূর্তিধারী হরিতবর্ণ আনন্দকর সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করেন। সে সোম সংসার রক্ষা করবার উদ্দেশে নরলোকবাসী ও দিব্যলোকবাসী এ দুই জাতীয় ব্যক্তিবর্গের বন্দনা করবার জন্য তাদের উদরে প্রবেশ করে থাকেন। ৪৩। পুরোহিতগণ সোমকে মাখছেন, পৃথক করছেন, উত্তমরূপে মাখছেন, মধু-সংযুক্ত করছেন ও তৎপ্রতিভাবে মাখছেন, যেহেতু সে সোম ক্রতু অর্থাৎ কার্যকুশল। যখন সিন্ধু অর্থাৎ তাঁর রস উচ্ছ্বসিত হয় তখন তিনি নিম্নে পতিত হন, তিনি রস সেচন করতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ সুবর্ণাভরণধারী পুরোহিতগণ তাঁকে জলে নিয়ে যান, যেরূপ লোকে পশুকে জলে নিয়ে যান। ৪৪। সে ক্ষরণশীল জ্ঞানী সোমের নাম করে সকলে গান কর, তাঁর প্রচণ্ড ধারা অন্ন আহরণ করতে যাচ্ছে। যেরূপ সর্প আপনার পুরাতন চর্ম ত্যাগ করে, সেরূপ সে ধারা যাচ্ছে। সে রস সেচনকারী হরিতবর্ণ সোম ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় দৌড়াচ্ছেন। ৪৫। সে সোম রাজার ন্যায় অগ্রে চলেছেন, তিনি জলের স্রোতের ন্যায় সতেজে যাচ্ছেন। সংসার দিন পরিমাণ করবার জন্য তিনি নিযুক্ত আছেন। তিনি হরিতবর্ণ, তিনি জলে স্নান করেছেন, তিনি দেখতে এমনি সুশ্রী, তাঁর শরীর ঘৃত গড়িয়ে পড়ছে। তিনি ধনের ভাণ্ডার স্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল রসে আরোহণপূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন। ৪৬। সোম দ্যুলোকের ধারণকর্তা, স্তম্ভস্বরূপ, তিনি উচ্চ হয়ে আছেন, তিনি মত্ততার উৎপাদক, তিনি সর্বতোভাবে তিন প্রকারে উপাদানে (ঘৃত ও দুগ্ধ ও সোমের নিজ রস) প্রস্তুত। তিনি সর্বলোকে বিচরণ করেন। সে উজ্জ্বল সোমরস যখন শব্দ করেন তখন স্তবকর্তারা তাঁকে লেহন করেন, সে সময়ে আবার ঋক উচ্চারণকারীরা শোধিত সোমের নিকটবর্তী হন। ৪৭। হে সোম! শোধনকালে তোমার অস্থির ধারাগুলি একত্র মিলিত হয়ে মেষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি অতিক্রম করছে। সে সময়ে তুমি দু পাত্রের মধ্যে সংস্থাপিত হয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হও। প্রস্তুত হয়ে তুমি কলসে গিয়ে উপবেশন কর। ৪৮। হে ক্রিয়াকুশল সোম! তুমি স্তবের দ্বারা পরিতোষিত হচ্ছ, এখন মেষলোমের উপর সুমিষ্ট রস ঢেলে দাও। সকল রাক্ষসদের ধ্বংস কর, অত্রির যজ্ঞে আমরা এ দীর্ঘ ছন্দের স্তব পাঠ করছি যেন আমরা বীরপুত্র লাভ করি।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ ধারারূপ নদীমূর্তি ত্যাগ করে কলসরূপ সমুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। ২। তিন দিন যুদ্ধের পর ইক্ষু আদি খাদ্য লাভের উল্লেখ পাওয়া গেল। ৩। শ্যেন পক্ষীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। ৪। এখানেও গন্ধর্ব অর্থে সূর্য।

৮৭ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। উশনা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র তু দ্রব পরি কোশং নি ষীদ নৃভিঃ পুনানো অভি বাজমর্ষ।
অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জয়ন্তোঽচ্ছা বর্হী রশনাভির্নয়ন্তি ॥ ১
স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইন্দুরশস্তিহা বৃজনং রক্ষমাণঃ।
পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টম্ভো দিব ধরুণ পৃথিব্যাঃ ॥ ২
ঋষির্বিপ্রঃ পুরএতা জনানামৃভুর্ধীর উশনা কাব্যেন।
স চিদ্বিবেদ নিহিতং যদাসামপীচ্যং গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥ ৩

এষ স্য তে মধুমাঁ ইন্দ্র সোমো বৃষা বৃষ্ণে পরি পবিত্রে অক্ষাঃ।
সহস্রসাঃ শতসা ভূরিদাবা শশ্বত্তমং বর্হিরা বাজ্যস্থাৎ ॥ ৪
এতে সোমা অভি গব্যা সহস্রা মহে বাজায়ামৃতায় শ্রবাংসি।
পবিত্রেভিঃ পবমানা অসৃগ্রঞ্ছ্রবস্যবো ন পৃতনাজো অত্যাঃ ॥ ৫
পরি হি ষ্মা পুরুহূতো জনানাং বিশ্বাসরদ্ভোজনা পূয়মানঃ।
অথা ভর শ্যেনভৃত প্রয়াংসি রয়িং তুঞ্জানো অভি বাজমর্ষ ॥ ৬
এষ সুবানঃ পরি সোমঃ পবিত্রে সর্গো ন সৃষ্টো অদধাবদর্বা।
তিগ্মে শিশানো মহিষো ন শৃঙ্গে গা গব্যন্নভি শূরো ন সত্বা ॥ ৭
এষা যযৌ পরমাদন্তরদ্রেঃ কূচিৎসতীরূর্বে গা বিবেদ।
দিবো ন বিদ্যুৎস্তনয়ন্ত্যভ্রৈঃ সোমস্য তে পবত ইন্দ্র ধারা ॥ ৮
উত স্ম রাশিং পরে যাসি গোনামিন্দ্রেণ সোম সরথং পুনানঃ।
পূর্বীরিষো বৃহতীর্জীরদানো শিক্ষা শচীবস্তব তা উপষ্টুৎ ॥ ৯

অনুবাদঃ ১। হে সোম! তুমি ধাবমান হও, কলসে গিয়ে উপবেশন কর, অধ্যক্ষগণ তোমাকে শোধন করছে, অন্নের দিকে যাও, ঘোটকের ন্যায় তোমাকে ধুইয়ে দিচ্ছে এবং বলগা তোমাকে কুশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ২। সোমদেব উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন, তিনি অমঙ্গল নষ্ট করেন, উপদ্রব নিবারণ করেন। তিনি দেবতাদের জন্মদাতা পিতা, তিনি দ্যুলোকের স্তম্ভস্বরূপ, পৃথিবীর আধারস্বরূপ। ৩। উশনা ঋষি বুদ্ধিমান ও একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, উজ্জ্বলমূর্তি ও ধীর, তিনি এ সকল গাভীর নিগূঢ় ও গোপনীয় নাম পুণ্যানুষ্ঠান প্রভাবে জানতে পেরেছেন। ৪। হে ইন্দ্র! এ তোমার সোমরস এ রস সেচনকারী, তুমিও বৃষ্টিবর্ষণকারী, তোমার নিমিত্ত এ পবিত্রের উপর ক্ষরিত হচ্ছে। এ সোম শতদাতা সহস্রদাতা বিস্তরদাতা, ইনি ক্রমাগত যজ্ঞেতে অধিষ্ঠান হন। ৫। এ সকল সহস্রসংখ্যক সোমরস, এরা দুগ্ধের দিকে ধাবমান, বিস্তর চমৎকার অন্ন লাভ এদের লক্ষ্য, পবিত্রের ছিদ্র পথ দিয়ে এদের প্রস্তুত করা হচ্ছে। অন্নই এদের কামনা, অন্ন কামনাই এদের প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্য। এরা যেন যুদ্ধজয়ী ঘোটকের ন্যায়। ৬। এ সোমকে বিস্তর লোকে ডাকে। ইনি শোধিত হয়ে লোকদের নানাবিধ অন্ন আহরণ করে দেন। হে সোম! তোমাকে শ্যেনপক্ষী এনেছে, অন্ন পরিপূর্ণ করে দাও, ধন দান করতে করতে অন্নের দিকে যাও। ৭। এ যে নিষ্পীড়িত সোম, ইনি পবিত্রের চতুপার্শ্বে দৌড়াচ্ছেন, যেমন ঘোটককে ছেড়ে দিলে সে দৌড়ে যায়, যেমন তীক্ষ্ণ দুই শৃঙ্গ শানিয়ে মহিষ দৌড়ে যায় অথবা যেমন বীরপুরুষ বিস্তর গাভী জয় করবেন বলে ধাবিত হন। ৮। এ যে সোম, ইনি পরমধাম হতে নিষ্পীড়নোপযোগী প্রস্তর-ফলকের মধ্যে এসেছেন। কোন নিভৃত স্থানে গাভীগণ ছিল, ইনি তা জানতে পেরেছেন। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমের ধারা ক্ষরিত হচ্ছে, যেরূপ আকাশের বিদ্যুৎ মেঘদ্বারা প্রেরিত হয়ে শব্দ করতে করতে নির্গত হয়। ৯। হে সোম! তুমি শোধিত হয়ে ইন্দ্রের সাথে একরথে আরোহণপূর্বক বিস্তর গাভী আহরণ কর, তোমার স্বভাব যে, তুমি শীঘ্রই দান কর। প্রচুর ও বিস্তর অন্ন দাও, হে স্তব গ্রহণকর্তা! তুমিই অন্নের অধিপতি, সে সমস্ত অন্নই তোমার।

৮৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুন্বে তুভ্যং পবতে ত্বমস্য পাহি।
ত্বং হ যং চকৃষে ত্বং ববৃষ ইন্দুং মদায় যুজ্যায় সোমম্ ॥ ১

স ঈং রথো ন ভুরিষালযোজি মহঃ পুরূণি সাতয়ে বসূনি।
আদীং বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা স্বর্ষাতা বন ঊর্ধ্বা নবন্ত ॥ ২
বায়ুর্ন যো নিযুত্বাঁ ইষ্টযামা নাসত্যেব হব আ শম্ভবিষ্ঠঃ।
বিশ্ববারো দ্রবিণোদা ইব ত্মন্‌পূষেব ধীজবনোঽসি সোম ॥ ৩
ইন্দ্রো ন যো মহা কর্মাণি চক্রির্হন্তা বৃত্রাণামসি সোম পূর্ভিৎ।
পৈদ্বো ন হি ত্বমহিনাম্নাং হন্তা বিশ্বস্যাসি সোম দস্যোঃ ॥ ৪
অগ্নির্ন যো বন আ সৃজ্যমানো বৃথা পাজাংসি কৃণুতে নদীষু।
জনো ন যুধ্বা মহত উপব্দিরিয়র্তি সোমঃ পবমান ঊর্মিম্ ॥ ৫
এতে সোমা অতি বারাণ্যব্যা দিব্যা ন কোশাসো অভ্রবর্ষাঃ।
বৃথা সমুদ্রং সিন্ধবো ন নীচীঃ সুতাসো অভি কলশাঁ অসৃগ্রন্ ॥ ৬
শুষ্মী শর্ধো ন মারুতং পবস্বানভিশস্তা দিব্যা যথা বিট্।
অপো ন মক্ষূ সুমতির্ভবা নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাণ্ ন যজ্ঞঃ ॥ ৭
রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্গভীরং তব সোম ধাম।
শুচিষ্টমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্যমেবাসি সোম ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! তোমার জন্য এ সোম প্রস্তুত করছি। তোমার জন্য এ ক্ষরিত হচ্ছে। তুমি এ পান কর। তুমি তাকে প্রস্তুত করেছ। তুমি তাকে মনোনীত করেছ এ অভিপ্রায়ে যে সে তোমার সাহায্য করবে, সে তোমাকে মত্ত করবে। ২। যেরূপ বিস্তর ভারবহনক্ষম রথকে লোকে যোজনা করে, সেরূপ সোমকে যোজনা করা হল, কেননা তিনি প্রভূত ধন দেবেন। পরে সকল ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্বর্গলাভের দ্বারস্বরূপ সংগ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হোক। ৩। যে সোম, নিযুৎ নামক ঘোটকের অধিপতি, বায়ুদেবের ন্যায় অনবরত গমন করেন, অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় ডাকার সঙ্গে এসে সুখ দান করেন। ধনদানকর্তা ব্যক্তির ন্যায় যিনি সকলের প্রার্থনীয় এবং সূর্যের ন্যায় যিনি মানস বেগে গমন করেন, তাঁরই নাম সোম। ৪। যে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় অনেক গুরুতর কার্য সম্পন্ন করেছ সে তুমি বৃত্রদের বধ করেছ, শত্রুর পুরী ধ্বংস করেছ। ঘোটকের ন্যায় অহিদিগকে নিধন করেছ। তুমি সকল দস্যুর নিধনকর্তা। ৫। বন মধ্যে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে যেরূপ বল প্রকাশ করে সেরূপ তুমি জলের মধ্যে আপনার বীর্য প্রকাশ কর। যেরূপ যুদ্ধে উদ্যত কোন বীরপুরুষ বিপক্ষকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করতে করতে অগ্রসর হন সেরূপ ক্ষরণশীল সোম শব্দ করতে করতে পূর্ণ রস প্রদান করছেন। ৬। আকাশের মেঘ হতে যেমন বারি বর্ষণ হয় কিংবা যেমন নদীগণ নিম্নের দিকে সমুদ্রে যায়, সেরূপ এ সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস মেষলোম অতিক্রমপূর্বক কলসের মধ্যে যাচ্ছে। ৭। হে সোম ! তুমি বায়ুর ন্যায় প্রবল বেগে বহমান হও, স্বর্গের অতি সুন্দর প্রজার ন্যায় অর্থাৎ বায়ুর ন্যায় বহমান হও। জলের ন্যায় বেগে ক্ষরিত হও। আমাদের সুমতি দাও। বহু সৈন্য বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় তুমি আমাদের যজ্ঞভাগের অধিকারী। সহস্রাদিক দিয়ে তোমার গতি। ৮। হে সোম ! বরুণ রাজার ন্যায় তোমার সমস্ত কার্য। প্রকাণ্ড ও গভীর স্থানে তোমার অবস্থিতি। তুমি প্রেমাস্পদ বন্ধুর ন্যায় নির্মল। তুমি সূর্যদেবের ন্যায় পূজনীয়।

৮৯ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রো স্য বহ্নিঃ পথ্যাভিরস্যান্দিবো ন বৃষ্টিঃ পবমানো অক্ষাঃ।
সহস্রধারো অসদন্ন্যস্মে মাতুরুপস্থে বন আ চ সোমঃ ॥ ১

রাজা সিন্ধূনামবসিষ্ট বাস ঋতস্য নাবমারুহদ্রজিষ্ঠাম্ ।
অপ্সু দ্রপ্সো বাবৃধে শ্যেনজূতো দুহ ঈং পিতা দুহ ঈং পিতুর্জাম্ ॥ ২
সিংহং নসন্ত মধ্বো অয়াসং হরিমরুষং দিবো অস্য পতিম্ ।
শূরো যুৎসু প্রথমঃ পৃচ্ছতে গা অস্য চক্ষসা পরি পাত্যুক্ষা ॥ ৩
মধুপৃষ্ঠং ঘোরময়াসমশ্বং রথে যুঞ্জন্ত্যুরুচক্র ঋষ্বম্ ।
স্বসার ঈং জাময়ো মর্জয়ন্তি সনাভয়ো বাজিনমূর্জয়ন্তি ॥ ৪
চতস্র ঈং ঘৃতদুহঃ সচন্তে সমানে অন্তর্ধরুণে নিষত্তাঃ ।
তা ঈমর্ষন্তি নমসা পুনানাস্তা ঈং বিশ্বতঃ পরি যন্তি পূর্বীঃ ॥ ৫
বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যা বিশ্বা উত ক্ষিতয়ো হস্তে অস্য ।
অসত্ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্মধ্বো অংশুঃ পবত ইন্দ্রিয়ায় ॥ ৬
বন্বন্নবাতো অভি দেববীতিমিন্দ্রায় সোম বৃত্রহা পবস্ব ।
শগ্ধি মহঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য রায়ঃ সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। যেরূপ আকাশ হতে বৃষ্টি ক্ষরিত হয়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে সেরূপ সোম প্রবাহিত হতে হতে নানা পথে যাচ্ছেন। সহস্রধারাতে তিনি আমাদের মাতৃভূতা পৃথিবীর অঙ্গে স্থান গ্রহণ করছেন এবং কাষ্ঠময় পাত্রে সঞ্চিত হচ্ছেন। ২। সোম নদীগণের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগণের) রাজা, ইনি বস্ত্র পরিধান করলেন (দুগ্ধে মেশালেন)। ইনি যজ্ঞের সুগঠন নৌকায় আরোহণ করলেন। এ যে সোম যাঁকে শ্যেনপক্ষী আহরণ করেছেন, ইনি নিজে দ্রবময়, জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে বেড়ে গেলেন। অগ্নি এঁর পিতা, অগ্নি যজ্ঞেরও পিতা, সে অগ্নি আপন সন্তান সোমকে পান করলেন। ৩। এ যে সোম, যিনি সিংহ তুল্য, যিনি মধু বইয়ে দেন, যিনি দেখতে সুন্দর, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি, সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে। ইনি বীর, ইনি যুদ্ধের সময় অগ্রগামী, ইনি গাভী কোথা এ জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ গাভী জয় করে আনেন। এঁরই সাহায্যে বৃষ্টি সেচনকারী ইন্দ্র বিশ্বভুবন রক্ষা করেন। ৪। এ যে সোম, ইনি যেন একটি দুর্দান্ত ঘোটক, এঁর পৃষ্ঠে মধু আছে, ইনি ক্রমাগত গমন করেন, এঁকে প্রকাণ্ড চক্রযুক্ত রথ অর্থাৎ যজ্ঞে যোজনা করে থাকে আর শোধনকারিণী দশ অঙ্গুলি পরস্পর ভগিনীর ন্যায়, অথবা সপত্নীর ন্যায়, অথবা এক বংশোৎপন্ন স্ত্রীলোকের ন্যায়, এরা সোমস্বরূপ ঘোটকের গাত্র মার্জনা করে দিচ্ছেন, এঁরা এ ঘোটককে উৎসাহিত করছেন। ৫। চারটি গাভী এ সোমের সেবা করছে, তাদের দুগ্ধ যেন ঘৃতের ন্যায়, তারা একই আশ্রয় স্থানের মধ্যে উপবেশন করেছে, তারা দুগ্ধ দানপূর্বক এঁর সন্নিহিত হচ্ছে। সে বৃহৎ বৃহৎ গাভী এঁকে ঘিরে আছে। ৬। এ সোম দ্যুলোকের অবলম্বনকারীস্বরূপ, পৃথিবীর আধার স্বরূপ, সমস্ত জীবজন্তু এঁর হস্তগত। তুমি স্তব করছ, তোমার নিকট আসবার জন্য শীঘ্রগামী ঘোটক যোজনা করছেন। তিনি মধুময় অংশু ধারণ করেন, তিনি বল উৎপাদন করবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। ৭। হে বলশালী সোম! দেবতাদের উদ্দেশে এ যে অনুষ্ঠান করছি, তুমি এর দিকে ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও, কারণ তুমিই বৃত্রের নিধনকর্তা। আমাদের প্রার্থনা যেন তোমার প্রভাবে আমরা মনোমত অর্থ ও পুত্রসন্তান লাভ করি।

৯০ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র হিন্বানো জনিতা রোদস্যো ন বাজং সনিষ্যন্নযাসীৎ ।
ইন্দ্রং গচ্ছন্নায়ুধা সংশিশানো বিশ্বা বসু হস্তয়োরাদধানঃ ॥ ১

অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামাঙ্গূষাণমবাবশন্ত বাণীঃ।
বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধূন্বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি ॥ ২
শূরগ্রামঃ সর্ববীরঃ সহাবাঞ্জেতা পবস্ব সনিতা ধনানি।
তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎস্বষাহ্বঃ সাহ্বাৎপৃতনাসু শত্রূন্ ॥ ৩
উরুগব্যূতিভয়ানি কৃণ্বন্ত্সমীচীনে আ পবস্বা পুরন্ধী।
অপঃ সিষাসন্নুষসঃ স্বর্গাঃ সং চিক্রদো মহো অস্মভ্যং বাজান্ ॥ ৪
মৎসি সোম বরুণং মৎসি মিত্রং মৎসীন্দ্রমিন্দো পবমান বিষ্ণুম্।
মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্মৎসি মহামিন্দ্রমিন্দো মদায় ॥ ৫
এবা রাজেব ক্রতুমাঁ অমেন বিশ্বা ঘনিঘ্নদ্দুরিতা পবস্ব।
ইন্দো সূক্তায় বচসে বয়ো ধা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। পুরোহিতগণ সোমকে চালিয়ে দিলেন। তিনি রথের ন্যায় চললেন। অন্ন দান করা তাঁর অভিপ্রায়। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টি-কর্তা। তিনি ইন্দ্রের নিকটে যাবেন, সে জন্য অস্ত্রশস্ত্র শাণ দিচ্ছেন, তিনি আমাদের দেবার জন্য দু হস্তে অশেষ ধন ধারণ করে আছেন। ২। এ যে সোম, যাঁকে তিন-বার নিষ্পীড়ন করা হয়েছে, যিনি অন্ন বিতরণ করেন, তাঁর উদ্দেশে পুরোহিতদের স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন বরুণ নদীর পরিচ্ছেদ পরিধান করেন, ইনি তেমনি জলের পরিচ্ছদ পরছেন, ইনি রত্নের বিতরণকর্তা, মনোমত অশেষ বস্তু দয়া করে দিচ্ছেন। ৩। হে সোম! তুমি একাই একদল বীরের তুল্য, তুমি সর্বাপেক্ষা বীর, তোমার ক্ষমতা অতুল, তুমি জয়ী ও ধনদাতা, প্রার্থনা যে তুমি ক্ষরিত হও। তোমার অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ, তোমার ক্ষিপ্রহস্ত ধণুর্ধর, যুদ্ধে তোমাকে কেউ আঁটতে পারে না, তুমি সকল শত্রু পরাভব কর। ৪। হে সোম! কি বিশাল, তোমার যাবার পথ, তুমি অভয় দান করতে করতে ক্ষরিত হও, অতি উত্তম দু পাত্রের মধ্যে ক্ষরিত হও। তোমা হতে জল লাভ হয়, প্রভাত হয়, স্বর্গ লাভ ও গাভী লাভ হয়। তুমি একবার শব্দ কর, তা হলেই আমাদের প্রচুর অন্ন লাভ হয়ে যায় ৫। হে সোম! প্রার্থনা করি যে, তুমি ইন্দ্রকে মত্ত কর, বরুণ ও মিত্র ও বিষ্ণু বলবান বায়ু ও সকল দেবতাকে মত্ত কর। তাঁদের বিপুল আনন্দ উৎপাদন কর। ৬। হে সোম! এরূপে তোমাকে স্তব করলাম। তুমি কর্মানুষ্ঠান তৎপর রাজার ন্যায় নিজ বলের দ্বারা আমাদের পাপসমূহ ধ্বংস করতে করতে ক্ষরিত হও। সুন্দররূপে তোমার স্তোত্র পাঠ করা হয়েছে, অন্ন বিতরণ কর। তোমরা সকলে পান কর, তাতে যেন আমাদের কল্যাণ হয়।

৯১ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অসর্জি বক্বা রথ্যে যথাজৌ ধিয়া মনোতা প্রথমো মনীষী।
দশ স্বসারো অধি সানো অব্যেঽজন্তি বহ্নিং সদনান্যচ্ছ ॥ ১
বীতী জনস্য দিব্যস্য কব্যৈরধি সুবানো নহুষ্যেভিরিন্দুঃ।
প্র বো নৃভিরমৃতো মর্ত্যেভির্মর্মৃজানোঽবিভির্গোভিরদ্ভিঃ ॥ ২
বৃষা বৃষ্ণে রোরুবদংশুরস্মৈ পবমানো রুশদীর্তে পয়ো গোঃ।
সহস্রমৃক্বা পথিভির্বচোবিদধ্বস্মভিঃ সূরো অণ্বং বি যাতি ॥ ৩
রুজা দৃড়্হা চিদ্রক্ষসঃ সদাংসি পুনান ইন্দ ঊর্ণুহি বি বাজান্।
বৃশ্চোপরিষ্টাত্তুজতা বধেন যে অন্তি দূরাদুপনায়মেষাম্ ॥ ৪
স প্রত্নবন্নব্যসে বিশ্ববার সূক্তায় পথঃ কৃণুহি প্রাচঃ।
যে দুঃষহাসো বনুষা বৃহন্তস্তাংস্তে অশ্যাম পুরুকৃৎ পুরুক্ষো ॥ ৫

এবা পুনানো অপঃ স্বর্গা অস্মভ্যং তোকা তনয়ানি ভূরি।
শং নঃ ক্ষেত্রমুরু জ্যোতীংষি সোম জ্যোঙ্ নঃ সূর্যং দৃশয়ে রিরীহি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। বুদ্ধিমান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত সোমকে প্রেরণ করা হল, যেরূপ যুদ্ধস্থলে রথচক্রের শব্দ হয়, সেরূপ তিনি শব্দ করলেন। দশ ভগিনী মিলে ঊর্ধ্ব ধাবিত পবিত্রের উপর অগ্নি তুল্য সে সোমকে এমনিভাবে ঢালছে যেন তিনি স্বীয় আধারে গিয়ে পড়েন। ২। নহুষ সন্তানেরা উত্তম স্তব পাঠ করতে করতে সোমকে প্রস্তুত করলেন, এখন ইনি স্বর্গবাসীদের নিকট যাবেন। ইনি অমৃত, মরণধর্মশীল মনুষ্যগণ একে মেষলোম ও গোচর্ম ও জলের দ্বারা শোধন করছে, ইনি যজ্ঞে যাচ্ছেন। ৩। রস বর্ষণকারী সোম, জল বর্ষণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হয়ে এ উজ্জ্বল গব্য দুগ্ধের দিকে যাচ্ছেন। তিনি ঋক প্রাপ্ত হন, তিনি স্তোত্র লাভ করেন, তিনি বীর, ধ্বংসবর্জিত সহস্র পথ দিয়ে পবিত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র অতিক্রমপূর্বক যাচ্ছেন। ৪। হে সোম! রাক্ষসদের পুরী দৃঢ় হলেও ধ্বংস কর, ক্ষরিত হয়ে তুমি তাদের অন্ন আচ্ছাদন কর অর্থাৎ আহরণ করে আমাদের দাও। কি উপরে কি নিকটে কি দূরে যে স্থান হতে তাদের কেউ আনেন ও তাদের নেতা হয়, তাকে এমনি ছেদন কর, যে তার প্রাণ বিনষ্ট হয়ে যায়। ৫। হে সর্বলোকের প্রার্থনীয় সোম! আমি নবীন লোক, আমি তোমার উত্তমরূপ স্তব করছি, যেরূপ প্রাচীন লোকদের তুমি পথ দেখিয়ে দিয়েছ, সেরূপ আমাকেও প্রাচীন পথ সমস্ত দেখিয়ে দাও। তোমার এরূপ যে সকল প্রকাণ্ড অংশ আছে, যা বিপক্ষেরা সহ্য করতে পারে না, যা বিপক্ষদের সংহার করে। হে বহুকর্মকারী, বহুশব্দকারী সোম! আমরা যেন সে সমস্ত অংশ প্রাপ্ত হই। ৬। হে সোম! তুমি শোধিত হচ্ছ, আমাদের জল, স্বর্গ ও গোধন ও বহুসংখ্যক পুত্রপৌত্র দাও। আমাদের ক্ষেত্রের মঙ্গল কর। আমাদের আকাশের গ্রহনক্ষত্র যেন জাজ্জ্বল্যমান থাকে। আমরা যেন চিরকাল সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত হই।

৯২ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পরি সুবানো হরিরংশুঃ পবিত্রে রথো ন সর্জি সনয়ে হিয়ানঃ।
আপঙ্ শ্লোকমিন্দ্রিয়ং পূয়মানঃ প্রতি দেবাঁ অজুষত প্রয়োভিঃ ॥ ১
অচ্ছা নৃচক্ষা অসরৎ পবিত্রে নাম দধানঃ কবিরস্য যোনৌ।
সীদন্ হোতেব সদনে চমূষূপেমগ্মন্নৃষয়ঃ সপ্ত বিপ্রাঃ ॥ ২
প্র সুমেধা গাতুবিদ্বিশ্বদেবঃ সোমঃ পুনানঃ সদ এতি নিত্যম্।
ভুবদ্বিশ্বেষু কাব্যেষু রন্তানু জনান্যতেতে পঞ্চ ধীরঃ ॥ ৩
তব ত্যে সোম পবমান নিণ্যে বিশ্বে দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ।
দশ স্বধাভিরধি সানো অব্যে মৃজন্তি ত্বা নদ্যঃ সপ্ত যহ্বীঃ ॥ ৪
তন্নু সত্যং পবমানস্যাস্তু যত্র বিশ্বে কারবঃ সংনসন্ত।
জ্যোতির্যদহ্নে অকৃণোদু লোকং প্রাবন্মনুং দস্যবে করভীকম্ ॥ ৫
পরি সদ্মেব পশুমান্তি হোতা রাজা ন সত্যঃ সমিতীরিয়ানঃ।
সোমঃ পুনানঃ কলশাঁ অযাসীৎ সীদন্মৃগো ন মহিষো বনেষু ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। এ যে হরিদ্বর্ণ ও লতা তন্তুর আকারধারী সোম যাকে পবিত্রের উপর নিষ্পীড়নপূর্বক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করা হচ্ছে, ইনি যুদ্ধের রথের ন্যায় চললেন, এর অভিপ্রায় ধন দান করবেন, শোধিত হবার সময় ইনি ইন্দ্রের যোগ্য শ্লোকের স্তবপ্রাপ্ত হলেন, ইনি তৃপ্তি উৎপাদক বিবিধ অন্ন নিয়ে দেবতাদের নিকট [illegible] দেবের হিতৈষী বুদ্ধিমান সোম জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে

পবিত্রের উপর বিস্তারিত হলেন। পরে আপন স্থানে গেলেন, যেরূপ হোমকর্তা পুরোহিত যজ্ঞে উপবেশন করেন সেরূপ পাত্রে পাত্রে স্থান গ্রহণ করছেন। সাতজন সুপণ্ডিত ঋষি এঁর দিকে যাচ্ছেন। ৩। সুবোধ, পথপ্রদর্শনকারী এবং সকল দেবতার প্রীতিপ্রদ সোম শোধিত হতে হতে কলসে যাচ্ছেন। সর্বপ্রকার স্তুতি-বাক্যে প্রীতিলাভপূর্বক এ সুপণ্ডিত সোম পাঁচ জনপদের লোকের অনুগমন করছেন। ৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার সে সুপ্রসিদ্ধ তেত্রিশ দেবতা (১) লোচনের অগোচর স্থানে রয়েছেন। উন্নত স্থানে সংস্থাপিত মেষলোমময় পবিত্রের মধ্যে রেখে দশ অঙ্গুলি তোমাকে শোধন করছে। আর প্রকাণ্ড সপ্তনদী নিজ নিজ বারি দিয়ে তোমাকে শোধন করছে। ৫। যে স্থানে সকল স্তুতিবাক্য রচয়িতারা স্তব করবার জন্য মিলিত হয়, সোমের সে সত্যস্বরূপ স্থান আমরা যেন প্রাপ্ত হই। সে সোম যাঁর জ্যোতিদ্বারা আলোক উদয় হয়ে দিবসের আবির্ভাব করেছে। যাঁর জ্যোতি মনু রক্ষা করেছে (২) এবং দস্যুর দিকে প্রেরিত হয়েছে। ৬। যেমন পুরোহিত, যে বাটীতে যজ্ঞীয় পশু থাকে, সে বাটীতে যায়, যেমন প্রকৃত রাজা যুদ্ধস্থলে যান সেরূপ সোম শোধিত হতে হতে কলসে যাচ্ছেন, গিয়ে বনচারী মহিষের ন্যায় জলের মধ্যে উপবেশন করছেন।

টীকা ঃ ১। ৩৩ দেবতার উল্লেখ। ২। এস্থানে মনু অর্থে আর্য মনুষ্য এবং দস্যু অর্থে অনার্য বর্বর করলে সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

৯০ ।। পবমান সোম দেবতা। নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো দশ ধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ।
হরিঃ পর্যদ্রবজ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো ন বাজী ॥ ১
সং মাতৃভির্ন শিশুর্বাবশানো বৃষা দধন্বে পুরুবারো অদ্ভিঃ।
মর্যো ন যোষামভি নিষ্কৃতং যন্ত্সং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ ॥ ২
উত প্র পিপ্য ঊধরঘ্ন্যায়া ইন্দুর্ধারাভিঃ সচতে সুমেধাঃ।
মূর্ধানং গাবঃ পয়সা চমূষ্বভি শ্রীণন্তি বসুভির্ন নিক্তৈঃ ॥ ৩
স নো দেবেভিঃ পবমান রদেন্দো রয়িমশ্বিনং বাবশানঃ।
রথিরায়তামুশতী পুরন্ধিরস্মদ্র্যগা দাবনে বসূনাম্ ॥ ৪
নূ নো রয়িমুপ মাস্ব নৃবন্তং পুনানো বাতাপ্যং বিশ্বশ্চন্দ্রম্।
প্র বন্দিতুরিন্দো তার্যায়ুঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। দশ ভগ্নী, অর্থাৎ দশ অঙ্গুলি একসঙ্গে জল সেচন করতে করতে সোমকে শোধন করছে, সে দশ অঙ্গুলি সুস্থির সোমকে চালিয়ে দিচ্ছে। হরিদ্বর্ণ ধারণ পূর্বক সোম সূর্যের পত্নীর দিকে ধাবমান হচ্ছেন (১), বেগমান ঘোটকের ন্যায় সোম কলস পূর্ণ করলেন। ২। যেমন মাতৃবৎসল শিশুকে জননীরা ধারণ করেন সেরূপ সর্বজনের রসবর্ষণকারী এ সোমরস জল দ্বারা ধাবিত হচ্ছেন। যেমন পুরুষ যুবতীর দিকে গমন করেন ইনি সেরূপ আপন স্থানে যাচ্ছেন, গিয়ে কলসের মধ্যে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ৩। সোম গাভীর দুগ্ধস্থান অপ্যায়িত করেছেন। সে সুপণ্ডিত সোম ধারার আকারে ক্ষরিত হচ্ছেন। সে সোম যখন উন্নত স্থানে পানপাত্রের মধ্যে সঞ্চিত হলেন তখন ধৌত বস্ত্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের দ্বারা গাভীগণ তাঁকে ঢেকে দিল। ৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি আমাদের প্রতি বৎসল হয়ে দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের ঘোটক ও ধন বিতরণ কর, তোমার বুদ্ধিতে যেন আমাদের প্রতি স্নেহ উপস্থিত হয় এবং আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে যেন

প্রচুর ধন দেবার বুদ্ধি তোমার উপস্থিত হয়। ৫। হে সোম! তুমি শোধিত হচ্ছ, আমাদের লোকবল করে দাও এবং ধন মেপে দাও, সকলের আহ্লাদ উৎপাদন করে, এরূপ জল আমাদের দাও। তোমাকে যে স্তব করে যেন তার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তিনি যেন প্রাতঃকালে ধন দেবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হন।

টীকাঃ ১। সায়ণ সূর্যের পত্নী অর্থে দিক সমুদয় করেছেন, কিন্তু সূর্যা ও সোমসম্বন্ধে ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখুন।

৯৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কণ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অধি যদস্মিন্বাজিনীব শুভঃ স্পর্ধন্তে ধিয়ঃ সূর্যে ন বিশঃ।
অপো বৃণানঃ পবতে কবীয়ন্ব্রজং ন পশুবর্ধনায় মন্ম ॥ ১
দ্বিতা ব্যূর্ণ্বন্নমৃতস্য ধাম স্বর্বিদে ভুবনানি প্রথন্ত।
ধিয় পিন্বানাঃ স্বসরে ন গাব ঋতায়ন্তীরভি বাবশ্র ইন্দুম্ ॥ ২
পরি যৎকবিঃ কাব্যা ভরতে শূরো ন রথো ভুবনানি বিশ্বা।
দেবেষু যশো মর্তায় ভূষন্দক্ষায় রায়ঃ পুরুভূষু নব্যঃ ॥ ৩
শ্রিয়ে জাতঃ শ্রিয় আ নিরিয়ায় শ্রিয়ং বয়ো জরিতৃভ্যো দধাতি।
শ্রিয়ং বসানা অমৃতত্বমায়ন্ ভবন্তি সত্যা সমিথা মিতদ্রৌ ॥ ৪
ইষমূর্জমভ্যর্ষাশ্বং গামুরু জ্যোতিঃ কৃণুহি মৎসি দেবান্।
বিশ্বানি হি সুষহা তানি তুভ্যং পবমান বাধসে সোম শত্রূন্ ॥ ৫

অনুবাদঃ ১। ঘোটকের ন্যায় যখন এ সোমকে সুসজ্জিত করা হল, কিংবা যখন সূর্যের ন্যায় এর কিরণ নির্গত হতে লাগল তখন অঙ্গুলীবর্গ পরস্পর স্পর্ধা সহকারেই শোধন করতে যাচ্ছে, ইনি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে কবিদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করতে করতে ক্ষরিত হচ্ছেন, যেরূপ কোন গোপাল গোচারণের জন্য অতি সুন্দর গোষ্ঠে যায় সেরূপ ইনি যাচ্ছেন। ২। জলের আধারস্বরূপ যে আকাশ সোম, সে আকাশের দু অংশ নিজ তেজে আচ্ছাদন করছেন। সে সর্বজ্ঞ সোমের কিরণ-সমূহ বিস্তারিত হবে বলে সমস্ত ভুবন বিস্তীর্ণ হচ্ছে। যেমন গাভীগণ গোষ্ঠে শব্দ করে, সেরূপ যজ্ঞের উপযোগী চমৎকার স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে শব্দ করছে। ৩। বুদ্ধিমান সোম যখন স্তুতিবাক্য সমস্ত গ্রহণ করেন, তখন বীরপুরুষের রথের ন্যায় তিনি সর্বত্র গতিবিধি করেন। তিনি দেবতাদের ধন মনুষ্যদের দেন, সে ধনের বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ ভবনে সোমকে স্তব করা উচিত। ৪। সম্পত্তির জন্য সোমের জন্ম, সম্পত্তির জন্য তিনি অংশু ও লতাপ্রতান হতে নির্গত হন। স্তুতি-কারী ব্যক্তিদের তিনি সম্পত্তি ও অন্ন বিতরণ করেন। তাঁর নিকট সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে অমরত্ব লাভ করা যায়, তিনি শনৈঃ শনৈঃ গমন করে সকল সংগ্রামে জয়ী হন। ৫। হে সোম! যেন তোমার প্রসাদে সম্পত্তি ও অন্ন ও বল বীর্য ও গো অশ্ব প্রাপ্ত হই। তুমি প্রচুর জ্যোতি বিধান কর, দেবতাদের আনন্দিত কর। সকলকেই তুমি অবলীলাক্রমে পরাভব কর। হে ক্ষরণশীল সোম! শত্রুদের বধ কর।

৯৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। প্রস্কণ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কনিক্রন্তি হরিরা সৃজ্যমানঃ সীদন্বনস্য জঠরে পুনানঃ।
নৃভির্যতঃ কৃণুতে নির্ণিজং গা অতো মতীর্জনয়ত স্বধাভিঃ ॥ ১
হরিঃ সৃজানঃ পথ্যামৃতস্যেয়র্তি বাচমরিতেব নাবম্।
দেবো দেবানাং গুহ্যানি নামাবিষ্কৃণোতি বর্হিষি প্রবাচে ॥ ২

আপামিবেদূর্ময়স্তর্তুরাণাঃ প্র মনীষা ঈরতে সোমমচ্ছ ।
নমস্যন্তীরুপ চ যন্তি সং চা চ বিশন্ত্যুশতীরুশন্তম্ ॥ ৩
তং মর্মৃজানং মহিষং ন সানাবংশুং দুহন্ত্যুক্ষণং গিরিষ্ঠাম্ ।
তং বাবশানং মতয়ঃ সচন্তে ত্রিতো বিভর্তি বরুণং সমুদ্রে ॥ ৪
ইষ্যন্বাচমুপবক্তেব হোতুঃ পুনান ইন্দো বি ষ্যা মনীষাম্ ।
ইন্দ্রশ্চ যৎক্ষয়থঃ সৌভগায় সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। চতুর্দিকে প্রস্তুত হতে হতে হরিদ্বর্ণ সোম বার বার শব্দ করছেন, শোধিত হতে হতে কলসের মধ্যে বসছেন, মনুষ্যদের কর্তৃক প্রেরিত হয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন, তাঁর মূর্তি তাতে ধৌত বস্ত্রবৎ শুভ্রবর্ণ হচ্ছে। একারণ তাঁর উদ্দেশে হোমের বস্তু দিচ্ছে এবং স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করছে। ২। যেরূপ নাবিক নৌকাকে চালিয়ে দেয়, সেরূপ সোম প্রস্তুত হতে হতে যজ্ঞের উপযোগী বাক্য সমস্ত স্ফূর্তি করে দিচ্ছেন। তিনি নিজে দেব, যজ্ঞস্থানে বক্তার মুখে দেবতাদের গোপনীয় নাম সকল উপস্থিত করে দিচ্ছেন। ৩। স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে জলের তরঙ্গের ন্যায় প্রবল বেগে নির্গত হচ্ছে। তাঁকে নমস্কার করতে করতে তাঁর নিকটে যাচ্ছে, তাঁর সাথে এক হয়ে যাচ্ছে, তাঁর মধ্যে প্রবেশ করছে, যেহেতু তারা তাঁকে চায়, তিনিও তাদের চান। ৪। যেরূপ পর্বতের উচ্চস্থানে মহিষ থাকে সেরূপ সে সোম প্রস্তরনির্মিত আধারে অবস্থিতি করছেন। সে রস বর্ষণকারী অংশুরূপী (আঁস ডাঁটা) সোমকে ঋত্বিকেরা শোধনপূর্বক প্রস্তুত করছে। সে শব্দকারী সোমের উদ্দেশে স্তুতিবাক্যগুলি গিয়ে মিলিত হচ্ছে। সে সোম তিন আধারে স্থাপিত হয়ে আকাশস্থিত শত্রু নিবারণকারী ইন্দ্রকে পরিপুষ্ট করছেন। ৫। যেরূপ উপবক্তা নামক পুরোহিত হোতাকে বলে দেয়, সেরূপ হে সোম ! তুমি শোধিত হবার সময় স্তুতিবাক্যগুলি স্ফূর্তি করে দাও। যে সময়ে তুমি ও ইন্দ্র একত্রে যজ্ঞে উপস্থিত হও তখন যেন আমরা সৌভাগ্যশালী ও বলবীর্য সম্পন্ন হই।

৯৬ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। প্রতর্দন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সেনানীঃ শূরো অগ্রে রথানাং গব্যন্নেতি হর্ষতে অস্য সেনা ।
ভদ্রান্ কৃণ্বন্নিন্দ্রহবান্তসখিভ্য আ সোমো বস্ত্রা রভসানি দত্তে ॥ ১
সমস্য হরিং হরয়ো মৃজন্ত্যশ্বহয়ৈরনিশিতং নমোভিঃ ।
আ তিষ্ঠতি রথমিন্দ্রস্য সখা বিদ্বাঁ এনা সুমতিং যাত্যচ্ছ ॥ ২
স নো দেব দেবতাতে পবস্ব মহে সোমাপ্সরস ইন্দ্রপানঃ ।
কৃণ্বন্নপো বর্ষয়ন্দ্যামুতেমামুরোরা নো বরিবস্যা পুনানঃ ॥ ৩
অজীতয়েহহতয়ে পবস্ব স্বস্তয়ে সর্বতাতয়ে বৃহতে ।
তদুশন্তি বিশ্ব ইমে সখায়স্তদহং বশ্মি পবমান সোম ॥ ৪
সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ ॥ ৫
ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্ ।
শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ৬
প্রাবীবিপদ্বাচ ঊর্মিং ন সিন্ধুর্গিরঃ সোমঃ পবমানো মনীষাঃ ।
অন্তঃ পশ্যন্বৃজনেমাবরাণ্যা তিষ্ঠতি বৃষভো গোষু জানন্ ॥ ৭
স মৎসরঃ পৃৎসু বন্বন্নবাতঃ সহস্ররেতা অভি বাজমর্ষ ।
ইন্দ্রায়েন্দো পবমানো মনীষ্যংশোরূর্মিমীরয় গা ইষণ্যন্ ॥ ৮

পরি প্রিয়ঃ কলশে দেববাত ইন্দ্রায় সোমো রণ্যো মদায় ।
সহস্রধারঃ শতবাদ ইন্দুর্বাজী ন সপ্তিঃ সমনা জিগাতি ॥ ৯
স পূর্ব্যো বসুবিজ্জায়মানো মৃজানো অপ্সু দুদুহানো অদ্রৌ ।
অভিশস্তিপা ভুবনস্য রাজা বিদদ্গাতুং ব্রহ্মণে পূয়মানঃ ॥ ১০
ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্বে কর্মাণি চক্রুঃ পবমান ধীরাঃ ।
বন্বন্নবাতঃ পরিধীরপোর্ণু বীরেভিরশ্বৈর্মঘবা ভবা নঃ ॥ ১১
যথাপবথা মনবে বয়োধা অমিত্রহা বরিবোবিদ্ধবিষ্মান্ ।
এবা পবস্ব দ্রবিণং দধান ইন্দ্রে সং তিষ্ঠ জনয়ায়ুধানি ॥ ১২
পবস্ব সোম মধুমাঁ ঋতাবাপো বসানো অধি সানো অব্যে ।
অব দ্রোণানি ঘৃতবান্তি সীদ মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রপানঃ ॥ ১৩
বৃষ্টিং দিবঃ শতধারঃ পবস্ব সহস্রসা বাজয়ুর্দেববীতৌ ।
সং সিন্ধুভিঃ কলশে বাবশানঃ সমুস্রিয়াভিঃ প্রতিরন্ন আয়ুঃ ॥ ১৪
এষ স্য সোমো মতিভিঃ পুনানোঽত্যো ন বাজী তরতীদরাতীঃ ।
পয়ো ন দুগ্ধমদিতেরিষিরমুর্বিব গাতুঃ সুযমো ন বোড়্হা ॥ ১৫
স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ পূয়মানোঽভ্যর্ষ গুহ্যং চারু নাম ।
অভি বাজং সপ্তিরিব শ্রবস্যাভি বায়ুমভি গো দেব সোম ॥ ১৬
শিশুং জজ্ঞানং হর্যতং মৃজন্তি শুম্ভন্তি বহ্নিং মরুতো গণেন ।
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেনা কবিঃ সন্ত্সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ১৭
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ স্বর্ষাঃ সহস্রণীথঃ পদবীঃ কবীনাম্ ।
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ত্সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্ ॥ ১৮
চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ ।
অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি ॥ ১৯
মর্যো ন শুভ্রস্তন্বং মৃজানোঽত্যো ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম্ ।
বৃষেব যূথা পরি কোশমর্ষন্ কনিক্রদচ্চম্বোরা বিবেশ ॥ ২০
পবস্বেন্দো পবমানো মহোভিঃ কনিক্রদৎ পরি বারাণ্যর্ষ ।
ক্রীলঞ্চম্বোরা বিশ পূয়মান ইন্দ্রং তে রসো মদিরো মমত্তু ॥ ২১
প্রাস্য ধারা বৃহতীরসৃগ্রন্নক্তো গোভিঃ কলশাঁ আ বিবেশ ।
সাম কৃণ্বন্ত্সামন্যো বিপশ্চিৎ ক্রন্দন্নেত্যভি সখ্যুর্ন জামিম্ ॥ ২২
অপঘ্নন্নেষি পবমান শত্রূন্প্রিয়াং ন জারো অভিগীত ইন্দুঃ ।
সীদন্বনেষু শকুনো ন পত্বা সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সত্তা ॥ ২৩
আ তে রুচঃ পবমানস্য সোম যোষেব যন্তি সুদুঘাঃ সুধারাঃ ।
হরিরানীতঃ পুরুবারো অপ্স্বচিক্রদৎ কলশে দেবয়ূনাম্ ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। এ দেখ সোম বীরপুরুষ ও সেনাপতির ন্যায় বিপক্ষদের গোধন হরণ করবার জন্য রথের অগ্রে অগ্রে যাচ্ছেন, এর সেনা একে দেখে উৎসাহিত হচ্ছে। যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিরা এর সখা, তারা ইন্দ্রের আহ্বান করে, ইনি তাদের সে কার্য সুসম্পন্ন করেন. যে সকল দুগ্ধ আদি বস্তু দেখে ইন্দ্র শীঘ্র আসবেন, ইনি সে সকল বস্তুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ২। অঙ্গুলিগণ এর হরিতবর্ণ অংশু নিষ্পীড়িত করেছে। এঁর নিষ্পীড়িত রস পবিত্রের সর্বত্রব্যাপী হয়েও সংলগ্ন থাকছে না (অর্থাৎ অক্লেশে ছাঁকা হচ্ছে)। সোম সে পবিত্রস্বরূপ রথে আরোহণ করছেন। সে রথে আরোহণ-পূর্বক সুপণ্ডিত সোম ইন্দ্রের সাথে স্তুতিবাক্যের দিকে যাচ্ছেন। ৩। হে সোম! এ যজ্ঞ দেবতাদের দ্বারা আকীর্ণ হয়েছে, ইন্দ্র তোমাকে পান করবেন, যাতে

প্রচুররূপে তোমাকে তাঁরা পান করেন, তদর্থে তুমি দীপ্যমান মূর্তিতে ক্ষরিত হও। তুমি জল সৃষ্টি কর, দ্যুলোক ও ভূলোক অভিষিক্ত কর। আকাশ হতে এসে শোধিত হও এবং আমাদের উপকার কর। ৪। হে ক্ষরণশীল সোম! যাতে আমরা পরাজয় বা নিধন না হই, যাতে আমাদের মঙ্গল এবং সকল বিষয়ের বিশিষ্ট বৃদ্ধি হয়, তুমি তদর্থে ক্ষরিত হও। এ সকল বন্ধুবর্গ তাই কামনা করছেন। আমিও তাই কামনা করছি। ৫। সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। এ হতেই স্তুতিবাক্য সমূহের উৎপত্তি, এ হতেই দ্যুলোক ভূলোক অগ্নি সূর্য ইন্দ্র ও বিষ্ণুর উৎপত্তি। ৬। এ সোম শব্দ করতে করতে পবিত্রকে অতিক্রম করছেন, ইনি দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, ইনি কবিদের শব্দবিন্যাস স্ফূর্তি করে দেন, ইনি মেধাবীদের মধ্যে ঋষি তুল্য, ইনি বনচারী পশুদের মধ্যে মহিষবৎ; গৃধ্রদের পক্ষে পক্ষিরাজ স্বরূপ, অস্ত্রের মধ্যে স্বধিতি নামক সর্বপ্রধান অস্ত্র। ৭। যেরূপ সমুদ্র তরঙ্গকে প্রেরণ করে, সেরূপ সোম ক্ষরিত হতে হতে পুরোহিত মুখোচ্চারিত অতি চমৎকার স্তুতিবাক্য প্রেরণ করছেন, ইনি অন্তর্যামী, ইনি দুর্নিবার বীর্য ধারণপূর্বক শব্দ করতে করতে বিপক্ষের গোধন নেবার উদ্দেশে শত্রু সৈন্যে প্রবেশ করছেন। ৮। হে সোম! তুমি মত্ততার উৎপাদক, তোমার সহস্রধারা ক্ষরিত হচ্ছে, তুমি শত্রুদের সংহার কর। তোমার নিকটে কেউ যেতে পারে না, এরূপ তুমি বিপক্ষ সৈন্যের দিকে গমন কর। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি পণ্ডিত; তুমি গাভীদের প্রেরণ করতে করতে তোমার অংশুর তরঙ্গ ইন্দ্রের প্রতি প্রেরণ কর। ৯। সোম প্রীতি উৎপাদন করেন, তিনি চমৎকার, দেবতারা তাঁর নিকটে যান, তিনি ইন্দ্রকে মত্ত করবার জন্য সহস্রধারা ধারণপূর্বক মহাবেগে যুদ্ধস্থলগামী ঘোটকের ন্যায় যাচ্ছেন। ১০। সে সোম আমাদের পূর্ব-পুরুষদের উপার্জিত বস্তু; তাঁর অশেষ ধন আছে, তিনি জন্ম মাত্র জলে শোধিত হন, প্রস্তরফলকে তাঁকে নিষ্পীড়িত করে। তিনি হিংসকদের হস্ত হতে রক্ষা করেন। তিনি সকল প্রাণীর রাজা। তিনি শোধিত হতে হতে যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি দেখিয়ে দিচ্ছেন। ১১। হে ক্ষরণশীল সোম! আমাদের সুবোধ পূর্বপুরুষেরা তোমাকে আশ্রয় করে পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করতেন। তুমি দুর্ধর্ষভাবে বিপক্ষদের হিংসা করতে করতে রাক্ষসদের তাড়িয়ে দাও, আমাদের ঘোটক ও সৈন্য ও ধন প্রদান কর। ১২। যেরূপ তুমি মনুর জন্য ক্ষরিত হয়েছিলে, অন্ন দিয়েছিলে, বিপক্ষ সংহার করেছিলে, অশেষ প্রকার কাম্যবস্তু দিয়েছিলে এবং হোমের দ্রব্য পেয়েছিলে, সেরূপ এখন ক্ষরিত হও, ধন দান কর, ইন্দ্রকে আশ্রয় কর, যুদ্ধে অস্ত্রসমূহ উৎপাদন কর। ১৩। হে সোম! তুমি যজ্ঞবান অর্থাৎ যজ্ঞ তোমারই, তোমাতে মধু আছে, তুমি জলের বস্ত্র পরিধান করে মেষলোমময় উন্নত আধারে ক্ষরিত হও। তার নিম্নস্থিত ঘৃতযুক্ত কলসে গিয়ে উপবেশন কর, ইন্দ্রের যত পানীয় বস্তু আছে, তুমি সর্বাপেক্ষা আনন্দকর ও মত্ততাজনক। ১৪। হে সোম! তুমি আকাশ হতে বৃষ্টির আকারে সহস্রধারায় ক্ষরিত হও, অশেষ বস্তু আহরণ কর, অন্ন বিতরণ কর। এ দেবতাবর্গ সমাকীর্ণ যজ্ঞ মধ্যে তুমি ধারায় ধারায় কলসে গমন কর, দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে আমাদের পরমায়ু বর্ধন কর। ১৫। এ সে সোম স্তরের সাথে ক্ষরিত হচ্ছেন, বেগবান ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষদের ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। গাভীর অতি চমৎকার দুগ্ধের ন্যায় এঁর আস্বাদন, প্রশস্ত পথের ন্যায় ইনি সুবিধা করে দেন, সুশিক্ষিত ও সুবশীভূত অশ্বের ন্যায় ইনি কার্যোপযোগী হন। ১৬। হে সোম! তোমার যুদ্ধাস্ত্র অতি সুন্দর। নিষ্পীড়ন করে তোমাকে নিষ্পীড়িত করছেন, তোমার সে যে মনোহর মূর্তি, যা আচ্ছাদিত আছে, তা ধারণ কর। যখন আমাদের অন্ন কামনা হয় তখন ঘোটকের ন্যায় তুমি অন্ন আহরণ করে দাও। হে দেব সোম! তুমি

পরমায়ু বৃদ্ধি কর, গাভী আহরণ করে দাও। ১৭। হরিতবর্ণ সোম যখন বালকের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করেন তখন দেবতারা এর গাত্র মার্জনা করে দেন, একে সপ্ত প্রকার অলঙ্কারে সুশোভিত করেন। পরে বুদ্ধিমান সোম কবিতা প্রাপ্ত হয়ে নিজে কবি হয়ে শব্দ করতে করতে পবিত্র অতিক্রম করেন। ১৮। সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলি দেখতে পায়, সোম সব কিছু দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁর স্তব ; কবিদের পদ স্খলিত হলেই তিনি বলে দেন। তিনি প্রকাণ্ড, তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যেতে উদ্যত হয়ে বিরাট অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাচ্ছেন, তাঁকে সকলে স্তব করছে। ১৯। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোম পানপাত্রে বসছেন (১), তিনি এক পাত্র হতে পাত্রান্তরে বিচরণ করছেন, তাঁর সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রবময়, তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন, তিনি জলে তরঙ্গে মিশে যাচ্ছেন, তিনি প্রকাণ্ড হয়ে তাঁর চতুর্থ স্থান কলসের মধ্যে যাচ্ছেন। ২০। সোম সুন্দর পুরুষের ন্যায় আপনার শরীর পরিষ্কার করছেন, তিনি ঘোটকের ন্যায় ধন দান করতে ধাবিত হচ্ছেন। যেমন বৃষ যূথের দিকে যায়, সেরূপ তিনি কলসে যাচ্ছেন, তিনি শব্দ করতে করতে নিষ্পীড়নোপযোগী প্রস্তর ফলকদ্বয়ে বিস্তারিত হচ্ছেন। ২১। হে সোম! প্রধান ব্যক্তিরা তোমাকে প্রস্তুত করেছেন, তুমি ক্ষরিত হও। শব্দ করতে করতে মেষলোমের সর্ব ভাগে বিস্তারিত হও, দু ফলকের উপর ক্রীড়া করতে করতে কলসে প্রবেশ কর। তোমার আনন্দকর রস শোধিত হয়ে ইন্দ্রকে মত্ত করুক। ২২। এঁর বৃহৎ বৃহৎ ধারাগুলি চতুর্দিকে বিস্তৃত হল। দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইনি ভিন্ন ভিন্ন কলসে প্রবেশ করলেন। ইনি গান করতে পটু, অতএব গান করতে করতে এ পণ্ডিত আসছেন, লম্পট কোন বন্ধুব্যক্তির প্রণয়িনীর দিকে যেরূপ যায়, সেরূপ আগ্রহের সাথে আসছেন। ২৩। হে ক্ষরণশীল! শত্রুদের সংহার করতে করতে আসছ। যেরূপ প্রণয়ী প্রণয়িনীর নিকট যায় সেরূপ আসছ। তোমাকে চতুর্দিকে স্তব করছে। যেরূপ পক্ষী উড্ডীন হয়ে বনে গিয়ে বসে সেরূপ সোম শোধিত হতে হতে কলসে গিয়ে বসছেন। ২৪। হে সোম! ক্ষরণকালে তোমার দীপ্যমান ধারাগুলি রমণীবর্গের ন্যায় চলছে, তারা অতি সুন্দর এবং অনায়াসে নিষ্পীড়িত হয়ে আসে। দৈবকর্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তিদের কলসের মধ্যে আনীত হয়ে সে উজ্জ্বল সর্বজন কামনীয় সোম জলের মধ্যে শব্দ করতে লাগলেন।

টীকা ঃ　১। শ্যেনপক্ষীর সাথে তুলনা।

৯৭ সূক্ত ॥　পবমান সোম দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।
সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্মিতেব সদ্ম পশুমান্তি হোতা ॥ ১
ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যা বসানো মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্।
আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ ॥ ২
সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানো অব্যে যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।
অভি স্বরধন্বা পূয়মানো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩
প্র গায়তাভ্যর্চাম দেবান্ত্সোমং হিনোত মহতে ধনায়।
স্বাদুঃ পবাতে অতি বারমব্যমা সীদাতি কলশং দেবয়ুর্নঃ ॥ ৪
ইন্দুর্দেবানামুপ সখ্যমায়ন্ত্সহস্রধারঃ পবতে মদায়।
নৃভিঃ স্তবানো অনু ধাম পূর্বমগন্নিন্দ্রং মহতে সৌভগায় ॥ ৫

স্তোত্রে রায়ে হরিরর্ষা পুনান ইন্দ্রং মদো গচ্ছতু তে ভরায় ।
দেবৈর্যাহি সরথং রাধো অচ্ছা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি ।
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্ ॥ ৭
প্র হংসাসস্তৃপলং মন্যুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অযাসুঃ ।
আঙ্গূষ্যং পবমানং সখায়ো দুর্মর্ষং সাকং প্র বদন্তি বাণম্ ॥ ৮
স রংহত উরুগায়স্য জূতিং বৃথা ক্রীলন্তং মিমতে ন গাবঃ ।
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিব হরির্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ ॥ ৯
ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায় ।
হন্তি রক্ষো বাধতে পর্যরাতীর্বরিবঃ কৃণ্বন্বৃজনস্য রাজা ॥ ১০
অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ ।
ইন্দুরিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণো দেবো দেবস্য মৎসরো মদায় ॥ ১১
অভি প্রিয়াণি পবতে পুনানো দেবো দেবান্ত্স্বেন রসেন পৃঞ্চন্ ।
ইন্দুর্ধর্মাণ্যৃতুথা বসানো দশ ক্ষিপো অব্যত সানো অব্যে ॥ ১২
বৃষা শোণো অভিকনিক্রদদ্গা নদয়ন্নেতি পৃথিবীমুত দ্যাম্ ।
ইন্দ্রস্যেব বগ্নুরা শৃণ্ব আজৌ প্রচেতয়ন্নর্ষতি বাচমেমাম্ ॥ ১৩
রসায্যঃ পয়সা পিন্বমান ঈরয়ন্নেষি মধুমন্তমংশুম্ ।
পবমানঃ সন্তনিমেষি কৃণ্বন্নিন্দ্রায় সোম পরিষিচ্যমানঃ ॥ ১৪
এবা পবস্ব মদিরো মদায়োদগ্রাভস্য নময়ন্বধস্নৈঃ ।
পরি বর্ণং ভরমাণো রুশন্তং গব্যুর্নো অর্ষ পরি সোম সিক্তঃ ॥ ১৫
জুষ্টবী ন ইন্দো সুপথা সুগান্যুরৌ পবস্ব বরিবাংসি কৃণ্বন্ ।
ঘনেব বিষ্বগ্দুরিতানি বিঘ্নন্নধি ষ্ণুনা ধন্ব সানো অব্যে ॥ ১৬
বৃষ্টিং নো অর্ষ দিব্যাং জিগত্নুমিলাবতীং শঙ্গয়ীং জীরদানুম্ ।
স্তুকেব বীতা ধন্বা বিচিন্বন্বন্ধূংরিমাঁ অবরাঁ ইন্দো বায়ূন্ ॥ ১৭
গ্রন্থিং ন বি ষ্য গ্রথিতং পুনান ঋজুং চ গাতুং বৃজিনং চ সোম ।
অত্যো ন ক্রদো হরিরা সৃজানো মর্যো দেব ধন্ব পস্ত্যাবান্ ॥ ১৮
জুষ্টো মদায় দেবতাত ইন্দো পরি ষ্ণুনা ধন্ব সানো অব্যে ।
সহস্রধারঃ সুরভিরদব্ধঃ পরি স্রব বাজসাতৌ নৃষহ্যে ॥ ১৯
অরশ্মানো যেঽরথা অযুক্তা অত্যাসো ন সসৃজানাস আজৌ ।
এতে শুক্রাসো ধন্বন্তি সোমা দেবাসস্তাঁ উপ যাতা পিবধ্যৈ ॥ ২০
এবা ন ইন্দো অভি দেববীতিং পরি স্রব নভো অর্ণশ্চমূষু ।
সোমো অস্মভ্যং কাম্যং বৃহন্তং রয়িং দদাতু বীরবন্তমুগ্রম্ ॥ ২১
তক্ষদ্যদী মনসো বেনতো বাগ্জ্যেষ্ঠস্য বা ধর্মণি ক্ষোরনীকে ।
আদীমায়ন্বরমা বাবশানা জুষ্টং পতিং কলশে গাব ইন্দুম্ ॥ ২২
প্র দানুদো দিব্যো দানুপিন্ব ঋতমৃতায় পবতে সুমেধাঃ ।
ধর্মা ভুবদ্বৃজন্যস্য রাজা প্র রশ্মিভির্দশভির্ভারি ভূম ॥ ২৩
পবিত্রেভিঃ পবমানো নৃচক্ষা রাজা দেবানামুত মর্ত্যানাম্ ।
দ্বিতা ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণামৃতং ভরৎসুভৃতং চার্বিন্দুঃ ॥ ২৪
অর্বাঁ ইব শ্রবসে সাতিমচ্ছেন্দ্রস্য বায়োরভি বীতিমর্ষ ।
স নঃ সহস্রা বৃহতীরিষো দা ভবা সোম দ্রবিণোবিৎ পুনানঃ ॥ ২৫
দেবাব্যো নঃ পরিষিচ্যমানাঃ ক্ষয়ং সুবীরং ধন্বন্তু সোমাঃ ।
আয়জ্যবঃ সুমতিং বিশ্ববারা হোতারো ন দিবিযজো মন্দ্রতমাঃ ॥ ২৬

এবা দেব দেবতাতে পবস্ব মহে সোম প্সরসে দেবপানঃ।
মহশ্চিদ্ধি ষ্মসি হিতাঃ সমর্যে কৃধি সুষ্ঠানে রোদসী পুনানঃ ॥ ২৭
অশ্বো ন ক্রদো বৃষভির্যুজানঃ সিংহো ন ভীমো মনসো জবীয়ান্।
অর্বাচীনৈঃ পথিভির্যে রজিষ্ঠা আ পবস্ব সৌমনসং ন ইন্দো ॥ ২৮
শতং ধারা দেবজাতা অসৃগ্রন্ত্সহস্রমেনাঃ কবয়ো মৃজন্তি।
ইন্দো সনিত্রং দিব আ পবস্ব পুর এতাসি মহতো ধনস্য ॥ ২৯
দিবো ন সর্গা অসসৃগ্রমহ্নাং রাজা ন মিত্রং প্র মিনাতি ধীরঃ।
পিতুর্ন পুত্রঃ ক্রতুভির্যতান আ পবস্ব বিশে অস্যা অজীতিম্ ॥ ৩০
প্র তে ধারা মধুমতীরসৃগ্রন্বারান্যৎ পূতো অত্যেষ্যব্যান্।
পবমান পবসে ধাম গোনাং জজ্ঞানঃ সূর্যমপিম্বো অর্কৈঃ ॥ ৩১
কনিক্রদদনু পন্থামৃতস্য শুক্রো বি ভাস্যমৃতস্য ধাম।
স ইন্দ্রায় পবসে মৎসরবান্ হিন্বানো বাচং মতিভিঃ কবীনাম্ ॥ ৩২
দিব্যঃ সুপর্ণোঽব চক্ষি সোম পিন্বন্ধারাঃ কর্মণা দেববীতৌ।
এন্দো বিশ কলশং সোমধানং ক্রন্দন্নিহি সূর্যস্যোপ রশ্মিম্ ॥ ৩৩
তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র বহ্নির্ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্।
গাবো যন্তি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং যন্তি মতয়ো বাবশানাঃ ॥ ৩৪
সোমং গাবো ধেনবো বাবশানাঃ সোমং বিপ্রা মতিভিঃ পৃচ্ছমানাঃ।
সোমঃ সুতঃ পূয়তে অজ্যমানঃ সোমে অর্কাস্ত্রিষ্টুভঃ সং নবন্তে ॥ ৩৫
এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমান আ পবস্ব পূয়মানঃ স্বস্তি।
ইন্দ্রমা বিশ বৃহতা রবেণ বর্ধয়া বাচং জনয়া পুরন্ধিম্ ॥ ৩৬
আ জাগৃবির্বিপ্র ঋতা মতীনাং সোমঃ পুনানো অসদচ্চমূষু।
সপন্তি যং মিথুনাসো নিকামা অধ্বর্যবো রথিরাসঃ সুহস্তাঃ ॥ ৩৭
স পুনান উপ সূরে ন ধাতোভে অপ্রা রোদসী বি ষ আবঃ।
প্রিয়া চিদ্যস্য প্রিয়সাস ঊতী স তূ ধনং কারিণে ন প্র যংসৎ ॥ ৩৮
স বর্ধিতা বর্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ্বাঁ অভি নো জ্যোতিষাবীৎ।
যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্বিদো অভি গা অদ্রিমুষ্ণন্ ॥ ৩৯
অক্রান্ত্সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মঞ্জনয়ৎ প্রজা ভুবনস্য রাজা।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসোমো বাবৃধে সুবান ইন্দুঃ ॥ ৪০
মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।
অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্যে জ্যোতিরিন্দুঃ ॥ ৪১
মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে চ মৎসি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম ৪২
ঋজুঃ পবস্ব বৃজিনস্য হন্তাপামীবাং বাধমানো মৃধশ্চ।
অভি শ্রীণন্পয়ঃ পয়সাভি গোনামিন্দ্রস্য ত্বং তব বয়ং সখায়ঃ ॥ ৪৩
মধ্বঃ সূদং পবস্ব বস্ব উৎসং বীরং চ ন আ পবস্ব ভগং চ।
স্বদস্বেন্দ্রায় পবমান ইন্দো রয়িং চ ন আ পবস্বা সমুদ্রাৎ ॥ ৪৪
সোমঃ সুতো ধারয়াত্যো ন হিত্বা সিন্ধুর্ন নিম্নমভি বাজ্যক্ষাঃ।
আ যোনিং বন্যমসদৎপুনানঃ সমিন্দুর্গোভিরসরৎসমদ্ভিঃ ॥ ৪৫
এষ স্য তে পবত ইন্দ্র সোমশ্চমূষু ধীর উশতে তবস্বান্।
স্বর্চক্ষা রথিরঃ সত্যশুষ্মঃ কামো ন যো দেবয়তামসর্জি ॥ ৪৬
এষ প্রত্নেন বয়সা পুনানস্তিরো বর্পাংসি দুহিতুর্দধানঃ।
বসানঃ শর্ম ত্রিবরূথমপ্সু হোতেব যাতি সমনেষু রেভন্ ॥ ৪৭

নূ নস্ত্বং রথিরো দেব সোম পরি স্রব চম্বোঃ পূয়মানঃ।
অপ্সু স্বাদিষ্ঠো মধুমাঁ ঋতাবা দেবো ন যঃ সবিতা সত্যমন্মা ॥ ৪৮
অভি বায়ুং বীত্যর্ষা গৃণানোঽভি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
অভী নরং ধীজবনং রথেষ্ঠামভীন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুম্ ॥ ৪৯
অভি বস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভি ধেনূঃ সুদুঘাঃ পূয়মানঃ।
অভি চন্দ্রা ভর্তবে নো হিরণ্যাভ্যশ্বানথিনো দেব সোম ॥ ৫০
অভী নো অর্ষ দিব্যা বসূন্যভি বিশ্বা পার্থিবা পূয়মানঃ।
অভি যেন দ্রবিণমশ্নবামাভ্যার্ষেয়ং জমদগ্নিবন্নঃ ॥ ৫১
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইন্দো সরসি প্র ধন্ব।
ব্রধ্নশ্চিদত্র বাতো ন জূতঃ পুরুমেধশ্চিত্তকবে নরং দাৎ ॥ ৫২
উত ন এনা পবয়া পবস্বাধি শ্রুতে শ্রবায্যস্য তীর্থে।
ষষ্টিং সহস্রা নৈগুতো বসূনি বৃক্ষং ন পক্বং ধূনবদ্রণায় ॥ ৫৩
মহীমে অস্য বৃষনাম শূষে মাংশ্চত্বে বা পৃশনে বা বধত্রে।
অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রাঁ অপাচিতো অচেতঃ ॥ ৫৪
সং ত্রী পবিত্রা বিততান্যেষ্যন্বেকং ধাবসি পূয়মানঃ।
অসি ভগো অসি দাত্রস্য দাতাসি মঘবা মঘবদ্ভ্য ইন্দো ॥ ৫৫
এষ বিশ্ববিৎ পবতে মনীষী সোমো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা।
দ্রপ্সাঁ ঈরয়ন্বিদথেষ্বিন্দুর্বি বারমব্যং সময়াতি যাতি ॥ ৫৬
ইন্দুং রিহন্তি মহিষা অদব্ধাঃ পদে রেভন্তি কবয়ো ন গৃধ্রাঃ।
হিন্বন্তি ধীরা দশভিঃ ক্ষিপাভিঃ সমঞ্জতে রূপমপাং রসেন ॥ ৫৭
ত্বয়া বয়ং পবমানেন সোম ভরে কৃতং বি চিনুয়াম শশ্বৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫৮

অনুবাদ : ১। সুবর্ণের দণ্ড এ সোমকে আহ্লাদিত করল, তা দিয়ে শোধিত হয়ে ইনি আপনার রস দেবতাদের নিকট আনলেন। যেরূপ ইনি কোন পুরোহিত যজমানের ধনধান্যসম্পন্ন সুনির্মিত ভবনে যান সেরূপ পুনঃ নিষ্পীড়িত হয়ে শব্দ করতে করতে পবিত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছেন। ২। তুমি যুদ্ধের উপযোগী উত্তম উত্তম বস্তু পরিধান করেছ, তুমি মহাকবি, অনেক প্রকার বর্ণনা পাঠ করছ, তুমি শোধিত হচ্ছ, দুই ফলকের উপর বিস্তারিত হও। তুমি পণ্ডিত এবং যজ্ঞের বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান। ৩। সে যে সোম, যিনি পৃথিবীতে সকল যশস্বী অপেক্ষা অধিক যশস্বী, তিনি আমাদের জন্য মেষলোমময় উচ্চস্থানস্থিত পবিত্রে শোধিত হচ্ছেন। তুমি শোধিত হতে হতে শব্দ কর, এস। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিবাক্যের দ্বারা রক্ষা কর। ৪। তোমরা গান ধর। এস দেবতাদের অর্চনা করি। বিপুল অর্থ লাভের জন্য সোমকে প্রেরণ কর। তিনি দৈবকর্মনিষ্ঠ, তিনি সুস্বাদু হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন, কলসের মধ্যে বসছেন। ৫। সোম দেবতাদের বন্ধুত্ব লাভ করতে করতে মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য সহস্র ধারায় ক্ষরিত হচ্ছেন। মনুষ্যগণ তাঁকে স্তব করছে, তিনি আপনার পূর্বতন স্থান গ্রহণ করছেন, বিশিষ্ট সৌভাগ্য লাভের জন্য তিনি ইন্দ্রের নিকট গেলেন। ৬। হে উজ্জ্বল! স্তবকর্তাকে ধন দেবার জন্য এস। যুদ্ধের জন্য তোমার উৎপাদিত মত্ততা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হোক। রথে আরোহণপূর্বক দেবতাদের সাথে যাও, অন্ন নিয়ে এস। তোমরা সকলে স্বস্তিবচনের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ৭। উশনার ন্যায় কবির রচনা উচ্চারণ করতে করতে এ দেব সোম দেবতাদের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করছেন। এঁর ব্রত অতিমহৎ,

ইনি সাধুদের বন্ধু, ইনি পবিত্রতার উৎপাদক, ইনি শব্দ করতে করতে বরাহ গতিতে আসছেন। ৮। সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহ মধ্যে বেগে প্রবেশ করল, কারণ দীপ্তশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সে দুর্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে একত্রে মিলিত হয়ে বর্ণনা করছে। ৯। তিনি যশস্বী পুরুষের ন্যায় বেগে চলছেন। তিনি অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করছেন, গাভীগণ তাঁর সঙ্গে যেতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সঞ্চালনকারী বৃষের ন্যায় আপনার কলেবর স্ফীত করছেন, সে সরল স্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকেন। ১০। গাভী-দুগ্ধে পরিপুষ্ট হয়ে ঘোটকের ন্যায় সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি ইন্দ্রের বলবান এবং মত্ততা উৎপাদন করছেন। তিনি রাক্ষস সংহার এবং বিপক্ষ পরাভব করছেন, তিনি বলশালী রাজা, তিনি সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু উৎপাদন করেন। ১১। মধুর ন্যায় সুস্বাদু ধারাযুক্ত হয়ে প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত সোম মেষলোমের মধ্য দিয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি ইন্দ্রের সাথে বন্ধুত্ব করছেন। তিনি নিজে দেবতা, অন্যান্য দেবতার মত্ততা উৎপাদন করছেন। ১২। সোমদেব শোধিত হতে হতে আমাদের প্রিয়বস্তু দেবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি দেবতাদের নিকট আপনার রস নিয়ে যাচ্ছেন। যে কালের যে ধর্মকর্ম সকলই তিনি সম্পন্ন করেন। উচ্চস্থানস্থিত মেষ-লোমময় পবিত্রের উপর দশ অঙ্গুলি তাঁকে নিয়ে গেল। ১৩। রসবর্ষণকারী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণধারী সোম শব্দ করে উঠলেন। গাভীদের শব্দ করাতে করাতে তিনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে গমন করেন। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় তাঁর শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি আমাদের এ স্তুতিবাক্যের প্রতি কর্ণপাত করতে করতে যুদ্ধে যাচ্ছেন। ১৪। হে রসশালী সোম! দুগ্ধসহযোগে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছ! তুমি তোমার সুমধুর অংশু চালাতে চালাতে আসছ। তুমি অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে ক্ষরিত হয়ে আসছ। আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে সেচন করছি। ১৫। তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী, মত্ততার জন্য ক্ষরিত হও। জলবর্ষণকারী মেঘকে আপনার নিয়মের বশীভূত কর। তোমাকে চতুর্দিকে সেচন করা হয়েছে, তুমি উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক গোধন লাভের নিমিত্ত এস। ১৬। আমাদের এ সকল স্তব গ্রহণ কর, আমাদের সুগম পথ করে দাও, আমাদের নানা প্রকার কাম্যবস্তু দিতে দিতে প্রকাণ্ড কলসের মধ্যে ক্ষরিত হও, আমাদের চতুর্দিকে অনিষ্ট সমস্ত মুদ্গরের ন্যায় নিবারণ কর উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারার আকারে এস। ১৭। তুমি আমাদের জন্য দিব্যলোক হতে এরূপ বৃষ্টি এনে দাও, যা শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হয়ে আমাদের কল্যাণ বিধান করে এবং সত্বর ফল দান করে। হে সোম! পৃথিবীস্থিত এ সকল বায়ু প্রেমাস্পদ পুত্রের ন্যায় এদের অন্বেষণ করতে করতে তুমি এস। ১৮। আমি পাপে পরিবেষ্টিত, আমার পাপের বন্ধন মোচন করে দাও। শোধিত হতে হতে তুমি আমাকে সরল পথ দেখিয়ে দাও এবং বলশালী কর। হে সোম! যখন তোমাকে প্রস্তুত করে তখন তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করছিলে। হে দেব! এ ব্যক্তির এ গৃহ আছে, তুমি এস। ১৯। দেবতাবর্গে সমাকীর্ণ এ যজ্ঞে মত্ততার জন্য তোমার সেবা করা হচ্ছে। তুমি উচ্চস্থানস্থিত মেঘলোমময় পবিত্রের উপর ধারার আকারে গমন কর। তুমি সহস্রাধারা ধারণপূর্বক সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট হয়ে অবারিত বেগে উপস্থিত হও, যেহেতু তোমাকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত অন্ন আহরণ করে দিতে হবে! ২০। যেরূপ ধাবন ক্ষেত্রে রশ্মি মোচন করে দিলে এবং রথে যোজিত না থাকলে ঘোটকেরা দ্রুতবেগে ধাবিত হয় সেরূপ এ সমস্ত শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল সোমরস ধাবিত হচ্ছে, পার করবার জন্য তোমরা নিকটবর্তী হও। ২১। হে সোম! এ দেব সমাগমে তুমি

উজ্জ্বল রসের আকারে পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হও, সোম আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাম্যবস্তু, ধন এবং বীরপুত্রপৌত্র প্রদান করুন। ২২। যে মাত্র ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণ হতে স্তুতিবাক্য নির্গত হয় অথবা যে মাত্র অতি চমৎকার যজ্ঞীয় দ্রব্য অনুষ্ঠান কাল আহরণ করা হয় অমনি গাভীর দুগ্ধ সাভিলাষে সোমের দিকে গিয়ে থাকে, তিনি সেকালে কলসের মধ্যে অবস্থিতি করছেন এবং তিনি যেন তাদের প্রেমাস্পদ স্বামীর তুল্য। ২৩। এ স্বর্গলোকবাসী সুপণ্ডিত সোম, যিনি দাতাদের দান করেন এবং বদান্য ব্যক্তিদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তিনি যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞীয় রস সেচন করছেন। ইনি ধর্মকার্যের সহায়স্বরূপ, ইনি বলশালী রাজার তুল্য, দশ অঙ্গুলী এঁকে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করেছে। ২৪। সতর্ক সাবধান সোম দেবতাদের রাজা, ইনি পবিত্র ধারার আকারে ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি দেবতা ও মনুষ্য-বর্গ, এ দু বর্গের নিমিত্ত দু প্রকারে আসেন। ইনি সকল ধনের অধিপতি, সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে ইনি সহায়তা করছেন। ২৫। অন্নদান করবার জন্য, ইন্দ্র এবং বায়ুর জন্য, যজ্ঞের সময় সে সোম ঘোটকের ন্যায় আসছেন। সে তুমি আমাদের প্রচুর পরিমাণে নানা প্রকার অন্ন দান কর। তুমি শোধিত হতে হতে আমাদের নিমিত্ত ধন এনে দাও। ২৬। এ যে সমস্ত সোমরস দেবতাদের তৃপ্তি বিধানের উদ্দেশে যাঁদের সেচন করা হচ্ছে, তাঁরা আমাদের গৃহ, সন্তানসন্ততি সমাকীর্ণ করিয়া দিন। তাঁরা স্তব প্রাপ্ত হয়ে যজ্ঞের উপযোগী হচ্ছেন, তাঁরা লোকের কামনীয়, তাঁরা হোমকর্তা পুরোহিতদের ন্যায় দেবতার পূজা করেন, তাঁহাদের তুল্য আনন্দ বিধানকারী কেউই নেই। ২৭। হে দেব! দেবতারা তোমাকে পান করেন, এ দেবতা সমাকীর্ণ যজ্ঞে ক্ষরিত হও, প্রচুররূপে তোমার পান হবে। যুদ্ধে যেন আমরা বলশালী ও বিপক্ষ পরাভবকারী হই, তুমি শোধিত হতে হতে দ্যুলোক ও ভূলোককে আমাদের পক্ষে শুভকর করে দাও। ২৮। ধারার সাথে মিলিত হয়ে তুমি অশ্বের ন্যায় শব্দ কর। তুমি ভয়ানক সিংহের ন্যায়। তুমি মানস অপেক্ষাও অধিক বেগশালী। অতি সরল যে সকল প্রাচীন পথ আছে; সে পথ দিয়ে আমাদের সুখ ও মনের প্রসন্নতার জন্য ক্ষরিত হও। ২৯। দেবতাদের জন্য উৎপন্ন হয়ে এঁর শতধারা প্রস্তুত হল। কবিরা সহস্র প্রকারে সে সমস্ত ধারার শোধন করছেন। হে সোম! স্বর্গের গুপ্তধন তুমি ক্ষরণ করে দাও, তুমি প্রকাণ্ড ধন সঞ্চয়ের অগ্রে অগ্রে গিয়ে থাক। ৩০। স্বর্গীয় পদার্থের ন্যায় তাঁর ধারাসৃষ্ট হল, দিনের অধিপতির ন্যায় সে পণ্ডিত মিত্র দেবতার নিকটে যাচ্ছেন। যেরূপ পুত্র নানা প্রকারে পিতার উপকার করে, সেরূপ তুমি এ ব্যক্তিকে সর্বত্র জয়ী কর। ৩১। অগ্রে তোমার মধুময় ধারাসমস্ত প্রস্তুত হল, পরে তুমি মেষলোম অতিক্রমপূর্বক শোধিত হলে। হে ক্ষরণশীল! তুমি দুগ্ধের আধারে গেলে, তুমি উৎপন্ন হয়ে স্তুতিবাক্যের দ্বারা সূর্যকে প্রীত করলে। ৩২। হে শুভ্রবর্ণ সোম! তুমি যজ্ঞের পথে শব্দ করতে করতে অমৃতের আধারের ন্যায় শোভা পাচ্ছ। তুমি মত্ততার জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হচ্ছ। তোমার স্তবের জন্য কবিদের বাক্য স্ফূর্তি হচ্ছে। ৩৩। হে সোম! তুমি আকাশবিহারী সুপর্ণ (১), নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত কর। দেবতাদের সমাগমস্থানস্বরূপ এ যজ্ঞের কার্যে আপনার ধারাগুলি বিস্তারিত করছ। সোমের আধারভূত কলসের মধ্যে প্রবেশ কর। শব্দ করতে করতে সূর্যের কিরণে গমন কর। ৩৪। সোম বহনকর্তা, তিনি তিন প্রকার বাক্য উচ্চারণ করেন। সে সকল শব্দই যজ্ঞানুষ্ঠানের আশ্রয়স্বরূপ ও স্তোতার অনুষ্ঠানের উপযোগী। যেরূপ গাভীগণ সম্ভাষণ করতে করতে বৃষের দিকে যায়, সেরূপ স্তুতিবাক্যগুলি সাভিলাষে সোমের দিকে যাচ্ছে। ৩৫। নবপ্রসূত গাভীগণ

সোমের কামনা করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ স্তবের দ্বারা সোমের সম্ভাষণ করেন। সোম প্রস্তুত হতে হতে ঘৃতাদি সংযোগে শোধিত হচ্ছেন। ত্রিষ্টুভছন্দ সোমকে স্তব করছে। ৩৬। হে সোম! তোমাকে সেচন করা হচ্ছে। তুমি শোধিত হয়ে ক্ষরিত হও যাতে আমাদের কল্যাণ হয়,উচ্চৈঃস্বরে রব করতে করতে ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ কর। স্তবের বৃদ্ধি কর, স্তব বিস্তারিত কর। ৩৭। সাবধান সতর্ক বুদ্ধিমান সোম শোধিত হয়ে যজ্ঞস্থলে স্তবের সাথে ভিন্ন ভিন্ন পান পাত্রে উপবেশন করলেন। প্রধান প্রধান সুনিপুণ পুরোহিতগণ আদরের সাথে দু দু জন করে তাঁর গুণকীর্তন করছে। ৩৮। তিনি শোধিত হয়ে যেন সূর্যের নিকটবর্তী, হলেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোককে আপন জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করলেন। তাঁর বন্ধুগণ যেন তাঁর সাহায্য প্রাপ্ত হন যেরূপ কেউ কোন কার্য করলে তাকে বেতন দেওয়া হয় সেরূপ তিনি যজ্ঞকর্তাকে ধন দেন। ৩৯। তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন, রসসেচনকারী সোম শোধিত হয়ে আপনার জ্যোতিদ্বারা আমাদের রক্ষা করলেন। তাঁর আশ্রয় পেয়ে অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন আমাদের পূর্বপুরুষগণ পর্বত হতে গাভী আহরণ করছিলেন। ৪০। রসের সমুদ্রস্বরূপ সে সোম প্রথমেই সৃষ্ট হয়ে শব্দ করলেন, তিনি সর্বভূতের রাজা, তিনি হতে প্রজা বৃদ্ধি হয়। রসবর্ষণকারী জ্যোতির্ময় সোম নিষ্পীড়িত হবার সময় উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। ৪১। বিপুলমূর্তি সোম মহৎ কার্য করেছেন, তিনি দেবতাদের নিকট প্রচুর বৃষ্টি চেয়ে নিলেন। তিনি ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের বলাধান করলেন, সূর্যের ঔজ্জ্বল্য উৎপাদন করলেন। ৪২। হে সোম! ক্ষরণকালে তুমি যজ্ঞকার্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত কর, মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুকে মত্ত কর। মরুদগণের দলকে মত্ত কর, হে সোম দেব! সকল দেবতাকে মত্ত কর। দ্যুলোক ও ভূলোককে মত্ত কর। ৪৩। সরল পথে তুমি ক্ষরিত হও, পাপ নষ্ট কর। শত্রুদের বেগের বাধা দাও। গাভীর দুগ্ধ ও জলকে আশ্রয় কর। তুমি ইন্দ্রের সখা, আমরা তোমার সখা। ৪৪। তুমি মধুর ভাণ্ডার ক্ষরণ করে দাও, ধনের প্রস্রবণ এবং সন্তান-সন্ততি ও ধন ক্ষরণ করে দাও। তুমি ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের রসনায় সুস্বাদু হও, আকাশ হতে আমাদের ধন আহরণ করে দাও। ৪৫। সোম ধারার আকারে নিষ্পীড়িত হলেন, তিনি ঘোটকের ন্যায় গমনকারী, তিনি নদীর ন্যায় সবেগে নিম্নের দিকে গেলেন। তিনি শোধিত হয়ে জলের আধারে বসলেন, তিনি জল ও দুগ্ধে মিশ্রিত হলেন। ৪৬। এ সেই বুদ্ধিমান সোম পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হচ্ছেন, ভক্তের দিকে যেতে তাঁর বিশেষ ত্বরা আছে। তিনি সকল দিক দেখেন, তিনি প্রধান, তাঁর তেজই যথার্থ। দৈবকর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মূর্তিমান অভিলাষের ন্যায় তাঁর সৃষ্টি হয়েছে। ৪৭। এ সোম চিরাভ্যস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যের সাথে শোধিত হচ্ছেন, দুগ্ধদোহনকারিণী কন্যার জ্যোতি এর নিকট অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। যেরূপে হোমকর্তা পুরোহিত সভায় গমন করেন সেরূপে ইনি জল ও দুগ্ধ ও নিজ রস এ ত্রিমিশ্রিত মূর্তি ধারণপূর্বক শব্দ করতে করতে জলের মধ্যে যাচ্ছেন। ৪৮। হে সোমদেব! তুমি প্রধান, তুমি ফলকদ্বয় হতে অতি সুস্বাদু হয়ে জলের মধ্যে ক্ষরিত হও। শোধিত হয়ে তোমার রস মধুবৎ। যজ্ঞ তোমারই, তুমি সূর্যদেবের ন্যায়, তোমার স্তবই যথার্থ। ৪৯। শোধিত হয়ে স্তব নিতে নিতে বায়ুর পানের নিমিত্ত যাও, মিত্র ও বরুণের দিকে যাও, মানস তুল্য বেগশালী নরের দিকে যাও, বৃষ্টিবর্ষণকারী রথারূঢ় বজ্রধারী ইন্দ্রের দিকে যাও। ৫০। তুমি এস, সে সঙ্গে উত্তম উত্তম পরিধানীয় বস্ত্র আন, তুমি শোধিত হচ্ছ, অনায়াসে দোহন করা যায়, এ প্রকার গাভী নিয়ে এস। মনের আহ্লাদদায়ী প্রচুর সুবর্ণ নিয়ে এস এবং রথযুক্ত অশ্ব আন।

৫১। স্বর্গীয় নানাবিধ সম্পত্তি আমাদের দিকে নিয়ে এস। শোধিত হচ্ছ, সর্ব-প্রকার পৃথিবীর ধন আহরণ কর। যাতে আমরা জমদগ্নির ন্যায় ঋষিজনোচিত ধন প্রাপ্ত হই, সেরূপে এস। ৫২। এ প্রকারে ক্ষরিত হয়ে এ সমস্ত ধন এনে দাও। আমাদের স্তবে ও হোমে অধিষ্ঠান কর। তোমার নিষ্পীড়নফলক বায়ুর ন্যায় আন্দোলিত হয়ে ভক্তব্যক্তিকে যেন তোমার সর্বজন কামনীয় রস দান করে। ৫৩। বিখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত তীর্থে তুমি এরূপে ক্ষরিত হও। যেরূপ পরিপক্ক ফলপূর্ণ বৃক্ষকে কম্পিত করে লোকে ফল পাতিত করে, সেরূপ সোম ষষ্টিসহস্র বিপক্ষের নিকট ধন হরণ করলেন (২)। ৫৪। ঐ সোমের এ দুটি বিষয় মহৎ ও সুখকর, অর্থাৎ রস সেচন ও স্তুতি পাঠ, এতেই তাঁর তেজ বৃদ্ধি হয়। শত্রুদের তিনি ভূমিশায়ী করলেন এবং তাড়িয়ে দিলেন। হে সোম! শত্রুদের দূরীভূত কর। যারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাদের দূরীভূত কর। ৫৫। তিন খানি বিস্তারিত পবিত্রের মধ্য দিয়ে তুমি এসে থাক, শোধিত হয়ে তুমি একটি আধারের দিকে যাও। তুমি ধনস্বরূপ, তুমি দাতাকে দান কর, তুমি যজ্ঞকর্তাদের পক্ষে ইন্দ্রের স্বরূপ। ৫৬। এ বুদ্ধিমান সর্বজ্ঞ সোম ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি বিশ্ব ভুবনের রাজা, ইনি যজ্ঞের সময় আপন রসের ধারা চালিয়ে দেন, ইনি মেষলোমের মধ্য দিয়ে বার হয়ে যাচ্ছেন। ৫৭। বিপুল মূর্তি দুর্ধর্ষ কবিগণ সোমকে আস্বাদন করছেন এবং শকুনি পক্ষীর ন্যায় কবিতার পদ উচ্চারণ করছেন। পণ্ডিতেরা দশ অঙ্গুলীদ্বারা তাঁকে চালিয়ে দিচ্ছেন। তিনি জলের রসের সাথে আপনার মূর্তি মিশ্রিত করছেন। ৫৮। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যুদ্ধে কার্যদক্ষ হতে পারি। অতএব মিত্র ও বরুণ ও অদিতি ও সিন্ধু ও পৃথিবী ও দ্যুলোক এঁরা আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

টীকা : ১। গগনবিহারী সুপর্ণের সাথে সোমের তুলনা। ২। ৫৩ ও ৫৪ ঋকে অনার্য বর্বরদের উল্লেখ।

৯৮ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অম্বরীষ ও ঋজিশ্বান ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অভি নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ পুরুস্পৃহম্।
ইন্দো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভ্বাসহম্ ॥ ১
পরি ষ্য সুবানো অব্যয়ং রথে ন বর্মাব্যত।
ইন্দুরভি দ্রুণা হিতো হিয়ানো ধারাভিরক্ষাঃ ॥ ২
পরি ষ্য সুবানো অক্ষা ইন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ।
ধারা য ঊর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা নৈতি গব্যয়ুঃ ॥ ৩
স হি ত্বং দেব শশ্বতে বসু মর্তায় দাশুষে।
ইন্দো সহস্রিণং রয়িং শতাত্মানং বিবাসসি ॥ ৪
বয়ং তে অস্য বৃত্রহন্বসো বস্বঃ পুরুস্পৃহঃ।
নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নস্যাধ্রিগো ॥ ৫
দ্বির্যং পঞ্চ স্বযশসং স্বসারো অদ্রিসংহতম্।
প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং প্রস্নাপয়ন্ত্যূর্মিণম্ ॥ ৬
পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।
যো দেবান্বিশ্বাঁ ইৎপরি মদেন সহ গচ্ছতি ॥ ৭
অস্য বো হ্যবসা পান্তো দক্ষসাধনম্।
যঃ সূরিষু শ্রবো বৃহদ্দধে স্বর্ণ হর্যতঃ ॥ ৮

স বাং যজ্ঞেষু মানবী ইন্দুর্জনিষ্ট রোদসী ।
দেবো দেবী গিরিষ্ঠা অস্রেধন্তং তুবিষ্বণি ॥ ৯
ইন্দ্রায় সোম পাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে ।
নরে চ দক্ষিণাবতে দেবায় সদনাসদে ॥ ১০
তে প্রত্নাসো ব্যুষ্টিষু সোমাঃ পবিত্রে অক্ষরন্ ।
অপপ্রোথন্তঃ সনুতর্হুরশ্চিতঃ প্রাতস্তাঁ অপ্রচেতসঃ ॥ ১১
তং সখায়ঃ পুরোরুচং যূয়ং বয়ং চ সূরয়ঃ ।
অশ্যাম বাজগন্ধ্যং সনেম বাজপস্ত্যম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! আমাদের নিকট এরূপ ধন নিয়ে এস, যাতে প্রভূত অন্ন পাওয়া যায়, যা সর্বজনের কামনীয়, যা দিয়ে সহস্র প্রকার অভীষ্ট ফল লাভ হয়, যার জ্যোতি অতি চমৎকার, যা বলবানকে আরও বলশালী করে। ২। যেরূপ যোদ্ধা রথে আরোহণ করে কবচ ধারণ করে তুমি সেরূপ নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমে বিস্তৃত হও। সোম কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা চালিত হয়ে ধারা প্রেরণ করতে করতে ক্ষরিত হলেন। ৩। মাদকতাশক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমের চতুর্দিকে ক্ষরিত হলেন। তাঁর ধারা যজ্ঞস্থলে ঊর্ধ্বে যাচ্ছে, তিনি দীপ্তিশালী হয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হবার নিমিত্ত আসছেন। ৪। হে সোমদেব! সে তুমি নিত্যকাল দাতা ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষাৎ ধনস্বরূপ হও। হে সোম! তুমি শতসহস্রপ্রকার ধন বিতরণ কর! ৫। হে বৃত্রের নিধনকারিন! হে ধন স্বরূপ! হে অনিবার্য বেগশালী আমরা যেন তোমার এ সর্বজন কামনীয় ধনের এবং প্রচুর অন্নের অতি নিকটে যেতে পারি। ৬। সে সোম যখন প্রস্তরফলকের উপর স্থাপিত হন তখন সে যশস্বীকে দশ ভগিনী স্বরূপ দশ অঙ্গুলি স্নান করে দেয় তখন তিনি তরঙ্গশালী হয়ে ইন্দ্রের প্রার্থনীয় অতি চমৎকার বস্তু হন। ৭। সে উজ্জ্বল হরিৎবর্ণ ও পিঙ্গল বর্ণধারী সোমকে মেষলোমের দ্বারা সর্বতোভাবে শোধন করছে। তখন তিনি মাদকতা শক্তিসম্পন্ন হয়ে সকল দেবতার নিকট যাচ্ছেন। ৮। এ সোম দ্যুলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, এর দ্বারা রক্ষিত হয়ে তোমরা এর রস পান কর। তাতে তোমাদের বলাধান হয়। তিনি সে সোম, যিনি পণ্ডিতদের জন্য প্রচুর অন্ন সৃষ্টি করেছেন। ৯। হে দ্যুলোক ও ভূলোক! হে মনুসন্ততিদ্বয়! সে পর্বতবাসী সোম যজ্ঞের সময় তোমাদের উভয়কে সৃষ্টি করেছেন, উচ্চশব্দ সহকারে তাঁকে আঘাত (থেৎলাতে) করতে লাগল। ১০। হে সোম! বৃত্রের নিধনকারী ইন্দ্রের জন্য তোমাকে সেচন করা হচ্ছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ করছে তার গৃহে যে দেবতা এসেছেন তাঁরও জন্য তোমাকে সেচন করা হচ্ছে। ১১। দিন দিন প্রাতকালে সোমরস পুরাতন নিয়মে পবিত্রের উপর ক্ষরিত হল। নির্বোধ হুরশ্চিৎ নামক দস্যুরা প্রাতকালে তাঁকে দেখে অন্তর্হিত ও দূরীভূত হল (১)। ১২। হে বুদ্ধিমান বন্ধুগণ! এ দেখ, সে সোম আমাদের সম্মুখভাগে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করছে, এর গন্ধ আঘ্রাণ করলে কিংবা একে পান করলে বল পাওয়া যায়। এস, তোমরা আমরা উভয়েই ভাগ করে নেই এবং পান করি।

টীকা ঃ ১। এ হুরশ্চিৎ দস্যু কারা ?

৯৯ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। রেভ, সূনু নামক দুই ঋষি। বৃহতী, অনুষ্টুপ ছন্দ।

আ হর্যতায় ধৃষ্ণবে ধনুস্তন্বন্তি পৌংস্যম্ ।
শুক্রাং বয়ন্ত্যসুরায় নির্ণিজং বিপামগ্রে মহীযুবঃ ॥ ১

অধ ক্ষপা পরিষ্কৃতো বাজাঁ অভি প্র গাহতে ।
যদী বিবস্বতো ধিয়ো হরিং হিন্বন্তি যাতবে ॥ ২
তমস্য মর্জয়ামসি মদো য ইন্দ্রপাতমঃ ।
যং গাব আসভির্দধুঃ পুরা নূনং চ সূরয়ঃ ॥ ৩
তং গাথয়া পুরাণ্যা পুনানমভ্যনূষত ।
উতো কৃপন্ত ধীতয়ো দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ ॥ ৪
তমুক্ষমাণমব্যয়ে বারে পুনন্তি ধর্ণসিম্ ।
দূতং ন পূর্বচিত্তয় আ শাসতে মনীষিণঃ ॥ ৫
স পুনানো মদিন্তমঃ সোমশ্চমূষু সীদতি ।
পশৌ ন রেত আদধৎপতির্বচস্যতে ধিয়ঃ ॥ ৬
স মৃজ্যতে সুকর্মভির্দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ ।
বিদে যদাসু সন্দদির্মহীরপো বি গাহতে ॥ ৭
সুত ইন্দো পবিত্র আ নৃভির্যতো বি নীয়সে ।
ইন্দ্রায় মৎসরিন্তমশ্চমূম্বা নি ষীদসি ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১ । এ সুশ্রী অসুর সোমের জন্য পুরুষের ধারণযোগ্য ধনুকে গুণ যোজনা করছে । পূজা করবার জন্য পুরোহিতগণ এ অসুরের জন্য শুভ্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করছেন, দেবতারা দেখছেন (১) । ২ । সোম সমস্ত রাত্রি ধরে শোধিত হয়েছেন, এক্ষণে পণ্ডিতেরা একে চালাবার জন্য স্তব আরম্ভ করেছেন । ইনি নানাবিধ অন্নের উদ্দেশে ধাবিত হচ্ছেন । ৩ । এর যে অতি চমৎকার রস, ইন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় বস্তু, যা গাভীগণ এবং প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখে ধারণপূর্বক আস্বাদন করেছেন, এস সে রস আমরা শোধন করি । ৪ । শোধনকালে তাকে প্রাচীন গাথার দ্বারা স্তব করা হল । দেবতার নামসম্বলিত অনেক স্তব তাঁর জন্য প্রস্তুত হল । ৫ । যজ্ঞের ধারণকর্তা রস সেচনকারী সোমকে মেষলোমে শোধন করছে । পণ্ডিতগণ দেবতাদের নিকট অগ্রে সংবাদ দেবার উদ্দেশে তাঁকে দূত হবার জন্য প্রার্থনা করছেন । ৬ । যেরূপ পশুযোনিতে অপর পশু নিজ শুক্র আধান করে সেরূপ সর্বোৎকৃষ্ট মাদকতাশক্তিসম্পন্ন সোম পাত্রে পাত্রে উপবেশন করছেন, ইনি স্তবের স্বামী, স্তুতিবাক্য চাচ্ছেন । ৭ । সোমদেব দেবতাদের উদ্দেশে প্রস্তুত হয়েছেন, কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁকে শোধন করছেন । ইনি পবিত্র জলে প্রবেশ করছেন অভিপ্রায় যে অশেষ বস্তু দান করবেন । প্রবেশকালে বিলক্ষণ জানা যাচ্ছে । ৮ । হে সোম ! নিষ্পীড়নের পর তুমি বিস্তৃত হয়েছ. অধ্যক্ষগণ তোমাকে সর্বত্র সঞ্চারিত করছেন । তুমি ইন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিকর পানীয় স্বরূপ হয়ে পাত্রে পাত্রে যাচ্ছ ।

টীকা ঃ ১ । অর্থাৎ ছাঁকনি বিস্তার করছেন । সায়ণ ।

১০০ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ । অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

অভী নবন্তে অদ্রুহঃ প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্ ।
বৎসং ন পূর্ব আয়ুনি জাতং রিহন্তি মাতরঃ ॥ ১
পুনান ইন্দবা ভর সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্ ।
ত্বং বসূনি পুষ্যসি বিশ্বানি দাশুষো গৃহে ॥ ২
ত্বং ধিয়ং মনোযুজং সৃজা বৃষ্টিং ন তন্যতুঃ ।
ত্বং বসূনি পার্থিবা দিব্যা চ সোম পুষ্যসি ॥ ৩
পরি তে জিগ্যুষো যথা ধারা সুতস্য ধাবতি ।
রংহমাণা ব্যব্যয়ং বারং বাজীব সানসিঃ ॥ ৪

ক্রত্বে দক্ষায় নঃ কবে পবস্ব সোম ধারয়া।
ইন্দ্রায় পাতবে সুতো মিত্রায় বরুণায় চ ॥ ৫
পবস্ব বাজসাতমঃ পবিত্রে ধারয়া সুতঃ।
ইন্দ্রায় সোম বিষ্ণবে দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ ॥ ৬
ত্বাং রিহন্তি মাতরো হরিং পবিত্রে অদ্রুহঃ।
বৎসং জাতং ন ধেনবঃ পবমান বিধর্মণি ॥ ৭
পবমান মহি শ্রবশ্চিত্রেভির্যাসি রশ্মিভিঃ।
শর্ধন্তমাংসি জিঘ্নসে বিশ্বানি দাশুষো গৃহে ॥ ৮
ত্বং দ্যাং চ মহিব্রত পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে।
প্রতি দ্রাপিমমুঞ্চথাঃ পবমান মহিত্বনা ॥ ৯

অনুবাদ ঃ　১। দুর্ধর্ষ পুরোহিতগণ ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ রমণীয় সোমকে স্তব করছেন। ইনি যেন প্রথম বয়সের সন্তান, একে জননীরা স্নেহভরে লেহন করছেন। ২। হে সোম! তুমি শোধিত হচ্ছ, প্রচুর ধন পরিপূর্ণ করে দাও। দাতা ব্যক্তির ভবনে তুমি সর্বপ্রকার ধন সমর্পণ করে থাক। ৩। যেরূপ মেঘ বৃষ্টি করে, তুমি সেরূপ চমৎকার স্তব রচনা কর। হে সোম! তুমি স্বর্গীয় ও পৃথিবীস্থ দু প্রকার ধন বিতরণ কর। ৪। যেরূপ যুদ্ধজয়ী ব্যক্তির ঘোটক চতুর্দিকে ধাবিত হয় সেরূপ হে সোম! নিষ্পীড়নের পর তোমার ধারাগুলি মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রম-পূর্বক ধাবিত হচ্ছে। ৫। হে কবি সোম! তুমি ইন্দ্র মিত্র ও বরুণের পানের জন্য প্রস্তুত হযেছ, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, তাতে আমাদের কর্ম সম্পন্ন হবে, আমরা বলশালী হব। ৬। হে সোম! তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে. তোমার তুল্য অন্নদাতা কেউ নেই। তোমার ন্যায় মধুর কিছুই নেই। ইন্দ্র বিষ্ণু ও সকল দেবতার জন্য ধারারূপে পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও। ৭। যে সময় তোমাকে রেখে দেওয়া হয় সেসময়ে যেমন গাভীগণ সদ্যোজাত বৎসকে স্নেহভরে লেহন করে সেরূপ তোমাকে তোমার দুর্ধর্ষ জননীরা (অর্থাৎ যে জলে সোমরস ঢেলে দেওয়া হয় সেজল) তোমাকে লেহন করছে। ৮। হে ক্ষরণশীল! তুমি বিচিত্র কিরণ ধারণপূর্বক প্রচুর অন্ন আহরণ করতে যাচ্ছ। দাতা ব্যক্তির ভবনের সকল অন্ধকার তুমি নিজবলে নষ্ট করে থাক। ৯। তোমার কার্য কি মহৎ। তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করে আছ। হে ক্ষরণশীল! মহত্ত্ব প্রদর্শনপূর্বক তুমি কবচ ধারণ অর্থাৎ যুদ্ধবেশ ধারণ করে থাক।

১০১ সূক্ত ॥　পবমান সোম দেবতা। অন্ধিগু, যযাতি, নহুষ, মনু ও প্রজাপতি ঋষিগণ। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্ ॥ ১
যো ধারয়া পাবকয়া পরিপ্রস্যন্দতে সুতঃ। ইন্দুরশ্বো ন কৃৎব্যঃ ॥ ২
তং দুরোষমভী নরঃ সোমং বিশ্বাচ্যা ধিয়া। যজ্ঞং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ ॥ ৩
সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ।
পবিত্রবন্তো অক্ষরন্দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ ॥ ৪
ইন্দুরিন্দ্রায় পবত ইতি দেবাসো অব্রুবন্।
বাচস্পতির্মখস্যতে বিশ্বস্যেশান ওজসা ॥ ৫

সহস্রধারঃ পবতে সমুদ্রো বাচমীঙ্খয়ঃ।
সোমঃ পতী রয়ীণাং সখেন্দ্রস্য দিবেদিবে ॥ ৬
অরং পূষা রয়িৰ্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
পতির্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্রোদসী উভে ॥ ৭
সমু প্রিয়া অনূষত গাবো মদায় ঘৃষ্বয়ঃ।
সোমাসঃ কৃণ্বতে পথঃ পবমানাস ইন্দবঃ ॥ ৮
য ওজিষ্ঠস্তমা ভর পবমান শ্রবায্যম্।
যঃ পঞ্চ চর্ষণীরভি রয়িং যেন বনামহৈ ॥ ৯
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।
মিত্রাঃ সুবানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১০
সুষ্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতানা গোরধি ত্বচি।
ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ ॥ ১১
এতে পূতা বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
সূর্যাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে ॥ ১২
প্র সুন্বানস্যান্ধসো মর্তো ন বৃত তদ্বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ ॥ ১৩
আ জামিরৎকে অব্যত ভুজে ন পুত্র ওণ্যোঃ।
সরজ্জারো ন যোষণাং বরো ন যোনিমাসদম্ ॥ ১৪
স বীরো দক্ষসাধনো বি যস্তস্তম্ভ রোদসী।
হরিঃ পবিত্রে অব্যত বেধা ন যোনিমাসদম্ ॥ ১৫
অব্যো বারেভিঃ পবতে সোমো গব্যে অধি ত্বচি।
কনিক্রদদ্বৃষা হরিরিন্দ্রস্যাভ্যেতি নিষ্কৃতম্ ॥ ১৬

অনুবাদ : ১। হে বন্ধুগণ! পূর্বে যে সমস্ত অন্ন জয় করে আনা হয়েছে, তৎসহকারে ব্যবহার করবার জন্য হর্ষ কর, সোমরস প্রস্তুত করা হয়েছে। ঐ দেখ, দীর্ঘ জিহ্বা সঞ্চালন করতে করতে কুক্কুর আসছে, ওকে তাড়িয়ে দিও। ২। সে সোম, যিনি যজ্ঞকর্মে নিতান্ত উপযোগী, যিনি ঘোটকের ন্যায় পবিত্রধারার আকারে ক্ষরিত হচ্ছেন। ৩। তিনি দুর্ধর্ষ তিনিই যজ্ঞ, অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করতে করতে প্রস্তরসহকারে নিষ্পীড়নপূর্বক তাঁকে চালিয়ে দিতেছে। ৪। এ সমস্ত সোমরস প্রস্তুত করা হয়েছে, পবিত্রের উপর দিয়ে এরা ক্ষরিত হয়েছে, এদের তুল্য মধুর বা আনন্দকর কিছুই নেই। হে সোমরস সকল! তোমরা যে মত্ততা উৎপাদন করবে, তা দেবতাদের নিকট উপস্থিত হোক। ৫। দেবতারা স্তব করলেন, সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, নিজ তেজে প্রভুত্ব করেন, ইনি যজ্ঞের কামনা করছেন। ৬। দিন দিন সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি সমুদ্রবৎ, এ হতে বাক্যের স্ফূর্তি হয়, ইনি ধনের অধিপতি এবং ইন্দ্রের বন্ধু। ৭। ইনিই পূষা, ইনিই ধন, ইনিই ভগ নামক দেবতা, ইনিই শোধিত হয়ে যাচ্ছেন, ইনি সমস্ত বিশ্বভুবনের অধিপতি, ইনিই পৃথিবী ও আকাশকে পরস্পর পৃথক করে দিয়েছেন। ৮। স্তুতিসমূহ যেন পরস্পর স্পর্ধা করে এঁকে উত্তমরূপে স্তব করল। উজ্জ্বল সোমরসগুলি ক্ষরিত হতে হতে পথ করে নিলেন। ৯। হে সোম! তোমার সে রস ঢেলে দাও, যা অতি তীব্র, অতি চমৎকার, যা পঞ্চ জনপদের মনুষ্যের উপকারে আসে এবং যা পান করে আমরা ধন লাভ করতে পারি। ১০। এ দেখ সোমরসগুলি ক্ষরিত হচ্ছে, এরা উজ্জ্বল, এদের তুল্য আমাদের পথ

প্রদর্শক আর কেউ নেই, এরা নিষ্পীড়নকালে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, এরা নির্মল এদের বিষয় ভাবতেও আনন্দ আছে, এরা সকলেই অবগত আছে। ১১। প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হয়ে এরা সশব্দে গোচর্মের উপর ঝরছে, ধন কোথায় আছে, তা এরা জানে, এদের ঐ যে মধুর শব্দ, তাই আমাদের অন্ন। ১২। এরা শোধিত হয়েছে, এরা বিশুদ্ধ, এরা দধির সাথে মিশ্রিত হয়ে সূর্যের ন্যায় সুদৃশ্য হয়েছে, এরা চলছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করে না। ১৩। যখন এ অন্নরূপী সোমরস প্রস্তুত হন, কোন ব্যক্তি যেন তাঁকে নীরব না করে। যেরূপ ভৃগু বংশীয়েরা মখ নামক ব্যক্তির প্রাণ বধ করেছিল, সেরূপ এ যজ্ঞ বিঘ্নকর্তা কুক্কুরকে নিধন কর। ১৪। আমাদের আত্মীয় এ সোম পবিত্রের উপর তেমনিভাবে অঙ্গ সংস্থাপন করছেন যেরূপ কোন বালক তাকে ধারণ করবার নিমিত্ত উদ্যত পিতা মাতার হস্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেরূপ উপপতি প্রণয়িণীর প্রতি, কিংবা যেরূপ বর কন্যার (১) প্রতি যায়, সেরূপ ইনি নিজ আধারভূত কলসে যাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। ১৫। তিনি বীর, তার কার্যে বিশেষ নৈপুণ্য আছে, তিনি স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করেছেন। যেরূপ যজ্ঞকর্তা নিজ গৃহে যান, সেরূপ তিনি কলসে যাচ্ছেন। ১৬। মেষের লোমের ভিতর দিয়ে সোম গোচর্মের উপর ঝরছেন, রস বর্ষণ এবং শব্দ করতে করতে ইনি উজ্জ্বল মূর্তিতে ইন্দ্রের ভবনে চললেন।

টীকা ঃ ১। কন্যার প্রতি অর্থে স্ত্রীর প্রতি।

১০২ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

ক্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা ॥ ১
উপ ত্রিতস্য পাষ্যোরভক্ত যদ্গুহা পদম্। যজ্ঞস্য সপ্ত ধামভিরধ প্রিয়ম্ ॥ ২
ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া পৃষ্ঠেষ্বেরয়া রয়িম্। মিমীতে অস্য যোজনা বি সুক্রতুঃ ॥ ৩
জজ্ঞানং সপ্ত মাতরো বেধামশাসত শ্রিয়ে। অয়ং ধ্রুবো রয়ীণাং চিকেত যৎ ॥ ৪
অস্য ব্রতে সজোষসো বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ।
স্পার্হা ভবন্তি রন্তয়ো জুষন্ত যৎ ॥ ৫
যমী গর্ভমৃতাবৃধো দৃশে চারুমজীজনন্। কবিং মংহিষ্ঠমধ্বরে পুরুস্পৃহম্ ॥ ৬
সমীচীনে অভি ত্মনা যহ্বী ঋতস্য মাতরা। তন্বানা যজ্ঞমানুষগ্যদঞ্জতে ॥ ৭
ক্রত্বা শুক্রেভিরক্ষভির্ঋণোরপ ব্রজং দিবঃ। হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিং প্রাধ্বরে ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। এ দেখ জলের পুত্র সোম, যজ্ঞের উপযোগী নিজ রস চালিয়ে দিচ্ছেন, ইনি দু ধারাতে বিভক্ত হয়ে যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ২। ত্রিতের যে দু প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত ছিল, সোম তার মধ্যে অর্পিত হয়ে দু ফলক পৃথক করলেন, অমনি পুরোহিতগণ সপ্তপ্রকার ছন্দ আবৃত্তি করে প্রেমাস্পদ সোমকে স্তব করতে লাগলেন। ৩। আমি ত্রিত, তিনবার নিষ্পীড়ন করেছি, হে সোম! তুমি সে ত্রিগুণিত রস তোমার ধারাতে ধারণ কর। সামগানের সময় ধন এনে দাও। কর্মিষ্ঠ পুরোহিত এঁর স্তব রচনা করছেন। ৪। যখন সোম জন্মগ্রহণ করছেন, তখন সপ্তমাতা (অর্থাৎ সপ্তছন্দ) সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁকে স্তব করছে, কারণ তিনিই বেধা অর্থাৎ যজ্ঞের ধারণকর্তা এবং তিনিই নিশ্চিত জানেন ধন কোথায় আছে। ৫। যখন সোম নিজ কর্মে উদ্যত হন, দুর্ধর্ষ সকল দেবতা এসে তাঁর সাথে মিলিত হন, মিলিত হয়ে সুদৃশ্য রমণীয় মূর্তি ধারণ করেন। ৬। যজ্ঞের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অতি সুদৃশ্য, অতি পূজ্য বহুজন কামনীয় কর্মিষ্ঠ সোমকে উৎপাদন করলেন। ৭। যেকালে যজ্ঞ আরম্ভ করে পুরোহিত-গণ সোমকে জলের সাথে মিশ্রিত করে তখন তিনি পরস্পর সংলগ্ন দু প্রস্তরফলকের

মধ্যে আপন হতেই যান, সে ফলকদ্বয়ই যজ্ঞের প্রসূতিস্বরূপ। ৮। হে সোম! তোমার নিজ কার্যদ্বারা তুমি নির্মল কিরণসহকারে আকাশের অন্ধকার নষ্ট করলে। তুমি যজ্ঞমধ্যে যজ্ঞোপযোগী তোমার রস চালিয়ে দিলে।

১০৩ সূক্ত॥ পবমান সোম দেবতা। দ্বিত ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

প্র পুনানায় বেধসে সোমায় বচ উদ্যতম্। ভৃতিং ন ভরা মতিভির্জুজোষতে ॥ ১
পরি বারাণ্যব্যয়া গোভিরঞ্জানো অর্ষতি। ত্রী ষধস্থা পুনানঃ কৃণুতে হরিঃ ॥ ২
পরি কোশং মধুশ্চুতমব্যয়ে বারে অর্ষতি। অভি বাণীর্ঋষীণাং সপ্ত নূষত ॥ ৩
পরি ণেতা মতীনাং বিশ্বদেবো অদাভ্যঃ। সোমঃ পুনানশ্চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ ॥ ৪
পরি দৈবীরনু স্বধা ইন্দ্রেণ যাহি সরথম্। পুনানো বাঘদ্বাঘদ্ভিরমর্ত্যঃ ॥ ৫
পরি সপ্তির্ন বাজয়ুর্দেবো দেবেভ্য সুতঃ। ব্যানশিঃ পবমানো বি ধাবতি ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। যজ্ঞের ধারণকর্তা সোম শোধিত হচ্ছেন, ইনি স্তবের প্রতি অতি সন্তুষ্ট। যে স্তুতিবাক্য উপস্থিত হচ্ছে, তা পরিপূর্ণরূপে এঁকে অর্পণ কর, এঁর পারিতোষিকের ন্যায় এঁকে তা দাও। ২। দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইনি মেষলোম অতিক্রমপূর্বক যাচ্ছেন। উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক ইনি শোধিত হয়ে তিন আধারে সঞ্চিত হচ্ছেন। ৩। মধুপূর্ণ কলসের উপরে যে মেষলোম আছে তাতে সোম যাচ্ছেন। ঋষিগণ সপ্তছন্দের স্তবের দ্বারা তাঁকে স্তব করলেন। ৪। দুর্ধর্ষ সোম সর্বদেবময়, ইনি স্তবগুলি স্ফূর্তি করে দেন, ইনি শোধিত হয়ে উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক ফলকদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ৫। হে অমর সোম! পুরোহিতগণ তোমাকে শোধন করছেন, তুমি দাতা হয়ে ইন্দ্রের সাথে একরথে আরোহণ পূর্বক দেবতাদের সমস্ত আহারীয় সামগ্রীর সাথে মিলিত হও। ৬। সোমদেব দেবতাদের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, ইনি ক্ষরণশীল হয়ে যুদ্ধ ঘোটকের ন্যায় চতুর্দিকে যাচ্ছেন।

১০৪ সূক্ত॥ পবমান সোম দেবতা। নারদ ও পর্বত দুই ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

সখায় আ নি ষীদত পুনানায় প্র গায়ত। শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে ॥ ১
সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্। দেবাব্যং মদমভি দ্বিশবসম্ ॥ ২
পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্ধায় বীতয়ে। যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমঃ ॥ ৩
অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদমভি বাণীরনূষত। গোভিষ্টে বর্ণমভি বাসয়ামসি ॥ ৪
স নো মদানাং পত ইন্দো দেবপ্সরা অসি। সখেব সখ্যে গাতুবিত্তমো ভব ॥ ৫
সনেমি কৃধ্যস্মদা রক্ষসং কং চিদত্রিণম্। অপাদেবং দ্বয়ুমংহো যুযোধি নঃ ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। হে বন্ধুগণ! চারদিকে উপবেশন কর, সোম শোধিত হচ্ছেন, এঁকে সম্বোধনপূর্বক সুচারুরূপে গান কর, ইনি যেন একটি বালক, যজ্ঞীয় দ্রব্যের দ্বারা এঁকে সুশোভিত কর, তাতে সম্পত্তি লাভ হবে। ২। এ যে সোম, এঁর প্রসাদে গৃহলাভ হয়, ইনি দেবতাদের নিকট গিয়ে মত্ততা উৎপাদন করেন, ইনি প্রভূত বলে বলী, যেরূপ গোবৎসকে তার মাতার সাথে সংযোজিত করে সেরূপ সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সাথে সোমকে সংযোজিত কর। ৩। যাতে সোম শীঘ্র পানোপযোগী হন, যাতে বিশিষ্টরূপে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সে উদ্দেশে এ ধন বৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন কর। ৪। হে সোম! তুমি আমাদের ধন দান করবে এজন্য আমাদের স্তুতিবাক্যগুলি তোমাকে স্তব করেছে। দুগ্ধের দ্বারা তোমার বর্ণ অন্যথাভূত করছি। হে মত্ততার অধিপতি সোম! সেই তুমি দেবতাদের আহার সামগ্রী হচ্ছ। যেরূপ বন্ধু বন্ধুকে পথ বলে দেয়, সেরূপ তোমার তুল্য পথ বলে দেবার লোক আর কে আছে? ৬। হে সোম! তুমি

পূর্ববৎ আমাদের বন্ধুর কার্য কর ; যে কোন নাস্তিক ও মায়াবী রাক্ষস আমাদের অনিষ্ট করতে আসে তাকে, তাড়িয়ে দাও, আমাদের পাপ খণ্ডন কর।

১০৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। পর্বত ও নারদ দুই ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত। শিশুং ন যজ্ঞৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্তিভিঃ ॥ ১
সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে। দেবাবীর্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ২
অয়ং দক্ষায় সাধনোহয়ং শর্ধায় বীতয়ে। অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ সুতঃ ॥ ৩
গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎসুতঃ সুদক্ষ ধন্ব। শুচিং তে বর্ণমধি গোষু দীধরম্ ॥ ৪
স নো হরীণাং পত ইন্দো দেবপ্সরস্তমঃ। সখেব সখ্যে নর্যো রুচে ভব ॥ ৫
সনেমি ত্বমস্মদাঁ অদেবং কং চিদত্রিণম্। সাহ্বাঁ ইন্দো পরি বাধো অপ দ্বয়ুম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে বন্ধুগণ! মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য সোম শোধিত হচ্ছে, সে সোমকে তোমরা গানের দ্বারা সন্তুষ্ট কর। যেরূপ বালককে আহারের দ্রব্য দিয়ে আহ্লাদিত করে, সেরূপ সোমকে যজ্ঞীয় দ্রব্য দিয়ে সন্তুষ্ট করা হচ্ছে, সে সঙ্গে স্তব পাঠ করা হচ্ছে। ২। এ দেখ, সোম, যিনি দেবতাদের মত্ততা উৎপাদন করতে যাবেন বলে বিবিধ স্তুতি বাক্যসহকারে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হয়েছেন, তিনি গিয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন যেন গোবৎস তার মাতার সাথে মিলিত হচ্ছে। ৩। এ যে সোম প্রস্তুত হয়েছেন, এ হতে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাদের পানের উপযোগী হন, দেবতাদের নিকট এঁর তুল্য মধুর আর কিছুই নেই। ৪। হে সোম! তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করছি, তোমার বর্ণ অতি চমৎকার, তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে, তুমি এস, এবং গো অশ্ব সঙ্গে নিয়ে এস। ৫। হে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন সোম! তুমি দেবতাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আহারীয় বস্তু. যেরূপ বন্ধু বন্ধুর উপকার করে, সেরূপ তুমি যজ্ঞের অধ্যক্ষদের উপকার কর, তাঁদের মুখ উজ্জ্বল কর। ৬। হে সোম! তুমি পূর্ববৎ আমাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, যে কোন দেবশূন্য মায়াবী রাক্ষস আমাদের অনিষ্ট করে, তুমি বল প্রকাশপূর্বক তাকে পরাভব কর।

১০৬ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অগ্নি, চক্ষু ও মনু ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ। শ্রুষ্টী জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১
অয়ং ভরায় সানসিরিন্দ্রায় পবতে সুতঃ। সোমো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে ॥ ২
অস্যেদিন্দ্রো মদেষ্বা গ্রাভং গৃভ্ণীত সানসিম্। বজ্রং চ বৃষণং ভরৎসমপ্সুজিৎ ॥ ৩
প্র ধন্বা সোম জাগৃবিরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব। দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভরা স্বর্বিদম্ ॥ ৪
ইন্দ্রায় বৃষণং মদং পবস্ব বিশ্বদর্শতঃ। সহস্রযামা পথিকৃদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৫
অস্মভ্যং গাতুবিত্তমো দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ। সহস্রং যাহি পথিভিঃ কনিক্রদৎ ॥ ৬
পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিরোজসা। আ কলশং মধুমান্ত্সোম নঃ সদঃ ॥ ৭
তব দ্রপ্সা উদপ্রুত ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ। ত্বা দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ ॥ ৮
আ নঃ সুতাস ইন্দবঃ পুনানা ধাবতা রয়িম্। বৃষ্টিদ্যাবো রীত্যাপঃ স্বর্বিদঃ ॥ ৯
সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যো বারং বি ধাবতি। অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ১০
ধীভির্হিন্বন্তি বাজিনং বনে ক্রীলন্তমত্যবিম্। অভি ত্রিপৃষ্ঠং মতয়ঃ সমস্বরন্ ॥ ১১
অসর্জি কলশাঁ অভি মীঢ়ে সপ্তির্ন বাজয়ুঃ। পুনানো বাচং জনয়ন্নসিষ্যদৎ ॥ ১২
পবতে হর্যতো হরিরতি হ্বরাংসি রংহ্যা। অভ্যর্ষন্ত্স্তোতৃভ্যো বীরবদ্যশঃ ॥ ১৩
অয়া পবস্ব দেবয়ুর্মধোর্ধারা অসৃক্ষত। রেভৎ পবিত্রং পর্যেষি বিশ্বতঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। এ সমস্ত সোমরস এ মাত্র নিষ্পীড়িত ও প্রস্তুত হয়েছে, এরা সকল

বস্তুই দিতে জানে, প্রার্থনা, যেন এরা বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয়। ২। যজ্ঞের উপলক্ষে এ সোমকে ভাগ করে পান করতে হবে, ইনি প্রস্তুত হয়েছেন, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। যেরূপ সকল লোকে জানে, সেরূপ ইনিও জানেন যে ইন্দ্র কেমন বিজেতা পুরুষ। ৩। যখন বার বার সোম পান করে ইন্দ্র মত্ত হন তখন তিনি গ্রহণ করবার উপযুক্ত উত্তম উত্তম ধন গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি তখন বৃষ্টিবর্ষণকারী বজ্র ধারণপূর্বক জলের রোধকর্তা বৃত্রকে পরাজয় করেন। ৪। হে সোম ! সতর্ক হয়ে এস। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যাতে সকল বস্তু লাভ হতে পারে এরূপ প্রদীপ্ত তেজ তাঁর শরীরে পরিপূর্ণরূপে প্রদান কর। ৫। হে সোম ! তুমি অতি সতর্ক, তুমি সহস্র পথ দিয়ে গমন কর, তুমি সেবককে পথ দেখিয়ে দাও, তুমি সমস্ত সংসার নিরীক্ষণ কর, অতএব প্রার্থনা, যে যাতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, ইন্দ্রের এ প্রকার মত্ততা উৎপাদন কর। ৬। আমাদের পথ দেখিয়ে দেবার লোক তোমার তুল্য আর কেউ নেই . দেবতাদের নিকট তোমার তুল্য মধুর কিছুই নেই। তুমি সশব্দে সহস্র পথে গমন কর। ৭। হে উজ্জ্বল সোম ! দেবতাদের পানের জন্য ধারায় ধারায় প্রবল বেগে গমন কর। আমাদের কলসকে মধুময় রসে পরিপূর্ণ কর। ৮। হে সোম ! তোমার রসগুলি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্রের মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য তাঁকে গিয়ে সম্ভাষণ করছে। দেবতাবর্গ অমরত্ব পাবার জন্য তোমার সুখকর রস পান করলেন। ৯। হে নিষ্পীড়িত সোমরসগণ। তোমরা শোধিত হচ্ছ, আমাদের চারদিকে এরূপে ধাবমান হও, যে আমরা ধনলাভ করি। তোমরা দ্যুলোকে বৃষ্টির অনুকূল করে পৃথিবীতে জল বইয়ে দাও এবং সকল বস্তুর লাভ বিষয়ে সহায়তা কর। ১০। ক্ষরণশীল সোম শব্দ করছেন, তাঁর সম্মুখে স্তুতি বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে, তিনি শোধিত হতে হতে তরঙ্গের আকারে মেষলোম অতিক্রম করছেন। ১১। দ্রুতগামী সোম মেষলোম অতিক্রমপূর্বক জলের মধ্যে ক্রীড়া করছেন, স্তুতিবাক্যসহকারে তাঁকে চালিয়ে দিচ্ছে; তিনবার নিষ্পীড়ন পূর্বক তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন এবং স্তবের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হচ্ছেন। ১২। যুদ্ধের বলবান ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী সোমকে কলসের দিকে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। তিনি শোধিত হতে হতে এবং নানাবিধ স্তবের জন্মদান করতে করতে ক্ষরিত হলেন। ১৩। অতি চমৎকার ঔজ্জ্বল্যধারী সোম দ্রুতবেগে কুটিল পবিত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। তাঁকে যারা স্তব করে তাদের তিনি লোকবল ও কীর্তি প্রদান করছেন। ১৪। হে সোম ! তুমি এ ধারার আকারে ক্ষরিত হও, তোমার মধুপূর্ণ ধারা সমস্ত প্রস্তুত হচ্ছে। তুমি চতুর্দিকে শব্দ করতে করতে পবিত্র অতিক্রম করছ।

১০৭ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। ভরদ্বাজ কশ্যপ প্রভৃতি সপ্ত ঋষি।
বৃহতী, সতোবৃহতী, দ্বিপদা ছন্দ।

পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ।
দধন্বাঁ যো নর্যো অপ্স্বন্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥ ১
নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।
সুতে চিত্বাপ্সু মদামো অন্ধসা শ্রীণন্তো গোভিরুত্তরম্ ॥ ২
পরি সুবানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ ক্রতুরিন্দুর্বিচক্ষণঃ ॥ ৩
পুনানঃ সোম ধারয়াপো বসানো অর্ষসি।
আ রত্নধা যোনিমৃতস্য সীদস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ ॥ ৪
দুহান ঊধর্দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং সধস্থমাসদৎ।
আপৃচ্ছ্যং ধরুণং বাজ্যর্ষতি নৃভির্ধূতো বিচক্ষণঃ ॥ ৫

পুনানঃ সোম জাগৃবিরব্যো বারে পরি প্রিয়ঃ।
ত্বং বিপ্রো অভবোঽঙ্গিরস্তমো মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষ নঃ ॥ ৬
সোমো মীঢ্বাৎপবতে গাতুবিত্তম ঋষির্বিপ্রো বিচক্ষণঃ।
ত্বং কবিরভবো দেববীতম আ সূর্যং রোহয়ো দিবি ॥ ৭
সোম উ ষুবাণঃ সোতৃভিরধি ষ্ণুভিরবীনাম্।
অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া ॥ ৮
অনূপে গোমান্‌গোভিরক্ষাঃ সোমো দুগ্ধাভিরক্ষাঃ।
সমুদ্রং ন সম্বরণান্যগ্মন্মন্দী মদায় তোশতে ॥ ৯
আ সোম সুবানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া।
জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ সদো বনেষু দধিষে ॥ ১০
স মামৃজে তিরো অণ্বানি মেষ্যো মীঢ়্হে সপ্তির্ন বাজয়ুঃ।
অনুমাদ্যঃ পবমানো মনীষিভিঃ সোমো বিপ্রেভির্ঋক্বভিঃ ॥ ১১
প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা।
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতম্ ॥ ১২
আ হর্যতো অর্জুনে অৎকে অব্যত প্রিয়ঃ সূনুর্ন মর্জ্যঃ।
তমীং হিন্বন্ত্যপসো যথা রথং নদীষ্বা গভস্ত্যোঃ ॥ ১৩
অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্।
সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি মনীষিণো মৎসরাসঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১৪
তরৎসমুদ্রং পবমান ঊর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ।
অর্ষান্মিত্রস্য বরুণস্য ধর্মণা প্র হিন্বান ঋতং বৃহৎ ॥ ১৫
নৃভির্যেমানো হর্যতো বিচক্ষণো রাজা দেবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ১৬
ইন্দ্রায় পবতে মদঃ সোমো মরুত্বতে সুতঃ।
সহস্রধারো অত্যব্যমর্ষতি তমীং মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ১৭
পুনানশ্চমূ জনয়ন্মতিং কবিঃ সোমো দেবেষু রণ্যতি।
অপো বসানঃ পরি গোভিরুত্তরঃ সীদন্বনেষ্বব্যত ॥ ১৮
তবাহং সোম রারণ সখ্য ইন্দো দিবেদিবে।
পুরূণি বভ্রো নি চরন্তি মামব পরিধীঁরতি তাঁ ইহি ॥ ১৯
উতাহং নক্তমুত সোম তে দিবা সখ্যায় বভ্র ঊধনি।
ঘৃণা তপন্তমতি সূর্যং পরঃ শকুনা ইব পপ্তিম ॥ ২০
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্য সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ২১
মৃজানো বারে পবমানো অব্যয়ে বৃষাব চক্রদো বনে।
দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং গোভিরঞ্জানো অর্ষসি ॥ ২২
পবস্ব বাজসাতয়েঽভি বিশ্বানি কাব্যা।
ত্বং সমুদ্রং প্রথমো বি ধারয়ো দেবেভ্যঃ সোম মৎসরঃ ॥ ২৩
স তূ পবস্ব পরি পার্থিবং রজো দিব্যা চ সোম ধর্মভিঃ।
ত্বাং বিপ্রাসো মতিভির্বিচক্ষণ শুভ্রং হিন্বন্তি ধীতিভিঃ ॥ ২৪
পবমানা অসৃক্ষত পবিত্রমতি ধারয়া।
মরুত্বন্তো মৎসরা ইন্দ্রিয়া হয়া মেধামভি প্রয়াংসি চ ॥ ২৫
অপো বসানঃ পরি কোশমর্ষতীন্দুর্হিয়ানঃ সোতৃভিঃ।
জনয়ঞ্জ্যোতির্মন্দনা অবীবশদ্গাঃ কৃণ্বানো ন নির্ণিজম্ ॥ ২৬

অনুবাদ ঃ ১। এ যে সোম, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞীয়দ্রব্য, যিনি যজ্ঞাধ্যক্ষদের হিতসাধন

করতে করতে জলের মধ্যে অন্তর্ধান হন, যাকে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে, সে নিষ্পীড়িত সোমকে এ দিকে উত্তমরূপে সেচন কর। ২। হে দুর্ধর্ষ সোম! তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্বক মেষলোমদ্বারা শোধিত হতে হতে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হবার পর তোমাকে জলের সাথে, দুগ্ধের সাথে এবং আহার সামগ্রীর সাথে মিশ্রিত করে আনন্দের সাথে সেবন করব। ৩। সোম কর্মিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দেবতাদের মত্ততা উৎপাদনকর্তা, তিনি চতুর্দিক দেখবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। ৪। হে সোম! তুমি শোধিত হতে হতে জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ধারার আকারে যাচ্ছ। হে দেব! তুমি সুবর্ণের আকরস্বরূপ, তুমি উত্তম উত্তম বস্তু দেবে বলে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করছ। ৫। আকাশস্বরূপ গম্ভীর উধ হতে অতি মধুর বৃষ্টি বারি দোহন করতে করতে সোম তার চিরপরিচিত যজ্ঞস্থানে গিয়ে উপবেশন করছেন। সে সর্বদ্রষ্টা সোমকে সঞ্চালনপূর্বক যজ্ঞাধ্যক্ষগণ শোধন করলেন। তিনি তখন দ্রুতবেগে যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করতে চললেন। ৬। হে সতর্ক সোম! তুমি শোধিত হতে হতে অতি সুন্দররূপে মেষলোমের সর্বাংশে বিস্তারিত হলে। তুমি মেধাবী এবং অঙ্গিরা নামক পিতৃলোক-দের শ্রেষ্ঠ হয়েছ, মধুপূর্ণ রসের দ্বারা আমাদের যজ্ঞ অভিষিক্ত কর। ৭। সোমের তুল্য পথ দেখিয়ে দেবার লোক আর কেউ নেই, ইনি পণ্ডিত মেধাবী ও ঋষিতুল্য, ইনি রস সেচন করতে করতে ঝরছেন। হে সোম! তুমি কবি, তুমি দেবতাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু হয়েছ, তুমি সূর্যকে আকাশে আরোহণ করিয়েছ। ৮। নিষ্পীড়নকর্তারা সোমকে প্রস্তুত করছেন, তিনি উচ্চস্থানস্থিতমেষলোমের পবিত্র-দ্বারা ঝরছেন। তার উজ্জ্বল ধারা ঘোটকের ন্যায় দ্রুত যাচ্ছে, তিনি আনন্দ বর্ধনকারী ধারার আকারে যাচ্ছেন। ৯। সোম দুগ্ধবিশিষ্ট, কেননা দুগ্ধ দোহনপূর্বক তাঁর সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে, তিনি তৎসংশ্লিষ্ট হয়ে ক্ষরিত হলেন। তাঁর যে সকল রস সকলে ভাগ করে নিতে হবে, তারা যেন সমুদ্রের মধ্যে (অর্থাৎ কলসের মধ্যে) প্রবেশ করল। তিনি মত্ততার উৎপাদনকর্তা, মত্ততার জন্য তাঁকে আঘাত করছে (থেঁৎলাচ্ছে)। ১০। হে সোম! প্রস্তরের দ্বারা তুমি নিষ্পীড়িত হতে হতে মেষের লোমকে আচ্ছাদন করছ। দু ফলকের উপরিস্থিত কলসের মধ্যে সোম প্রবেশ করছেন, যেন কোন ব্যক্তি নগর মধ্যে প্রবেশ করছে। পরে উজ্জ্বল হয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠনির্মিত পাত্রে স্থান গ্রহণ করছেন। ১১। মেষলোম আচ্ছাদনকালে সোমকে শোধন করছে, তিনি যেন যুদ্ধের ঘোটকের ন্যায় সজ্জিত হচ্ছেন। তিনি যখন ক্ষরিত হন, স্তবকারী মেধাবী পণ্ডিতদের উচিত তাঁকে অভিনন্দন করা। ১২। হে সোম! যেমন নদী জলের দ্বারা স্ফীত হয় সেরূপ তুমি দেবতাদের পানের জন্য স্ফীত হচ্ছ। মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ, তুমি তোমার লতার রস নিয়ে মধুক্ষরণকারী কলসের মধ্যে যাচ্ছ। ১৩। যেরূপ প্রিয় পুত্রকে সুশোভিত করতে হয় সেরূপ সোমকে সুশোভিত করতে হয়, তিনি উজ্জ্বল হয়ে শুভ্রবর্ণ পবিত্রের উপর বিস্তারিত হলেন। দু হস্তের অঙ্গুলিগণ তাঁকে জলের দিকে চালিয়ে দিচ্ছে। যেন বলবান লোকে রথ চালিয়ে দিচ্ছে। ১৪। এ সমস্ত সোমরস, যারা দ্রুতগামী পণ্ডিত আনন্দকর এবং সকল বস্তু দিতে পারে, তারা কলসের উপরিস্থিত উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত হচ্ছে। ১৫। সোম যিনি তিনি রাজা, তিনি দেব, তিনি প্রধান, সত্য, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষরিত হয়ে কলসে যাচ্ছেন। মিত্র ও বরুণের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়ে তিনি চলেছেন। তিনি অতি প্রধান সত্যস্বরূপ। ১৬। এ উজ্জ্বল সতর্ক রাজার ন্যায় সোমদেব কলসের মধ্যে যজ্ঞে অধ্যক্ষদের কর্তৃক সংধাবিত হচ্ছে। ১৭। মরুৎ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হয়ে, মত্ততার উৎপাদনকারী সোম

ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি সহস্রধারায় মেষলোমকে অতিক্রম করছেন। পুরোহিতগণ তাঁকে সুশোভিত করছেন। ১৮। বুদ্ধিমান সোম দু ফলকের উপর শোভিত হচ্ছেন এবং স্তুতিবাক্য উৎপাদন করতে করতে দেবতাদের নিকট যাচ্ছেন। তিনি জলের বস্ত্র পরিধানপূর্বক এবং মস্তকে ক্ষীর ধারণ করে কাষ্ঠময় পাত্রে উপবেশন করছেন এবং তাঁকে আচ্ছাদন করা হচ্ছে। ১৯। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য আমি প্রত্যহ তোমাকে আহ্বান করি। বিস্তর রাক্ষস আমার প্রতি অত্যাচার করছে এবং আমাকে ঘিরে আছে। হে পিঙ্গলবর্ণধারিন! আমাকে রক্ষা কর, রাক্ষসদের নিধন কর। ২০। হে সোম! কি দিন কি রাত্রি আমি তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য তোমার নিকট উপস্থিত আছি। হে পিঙ্গলবর্ণধারিন! তুমি নিজ কিরণে সূর্য অপেক্ষাও অধিক দীপ্তিশালী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠান কর। যেরূপ পক্ষিগণ সূর্যকে অতিক্রম করে যায়, সেরূপ আমরা তোমার নিকট যেতে ব্যস্ত। ২১। হে সুন্দর অঙ্গুলিধারী সোম! তুমি কলসের মধ্যে শোধিত হবার সময় শব্দ করতে থাক। হে ক্ষরণশীল! সুবর্ণময় পিঙ্গলবর্ণ সর্বজনকামনীয় তুমি বিস্তর অর্থ এনে দিয়ে থাক। ২২। মেষলোমের উপর ক্ষরিত হয়ে তুমি শোধিত হতে হতে রস বর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করতে থাক। হে ক্ষরণশীল সোম! দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে তুমি দেবতাদের ভবনে গমন কর। ২৩। হে সোম! সর্বপ্রকার কবিতার প্রতি দৃষ্টি রেখে অন্ন লাভের নিমিত্ত গমন কর। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের আনন্দবিধাতা। তুমি কলসকে ধারণ করে (আশ্রয় করে) থাক। ২৪। হে সোম! বার বার তোমাকে সঞ্চয় করা হচ্চে, তুমি মর্তলোকে ও দিব্যলোকে ক্ষরিত হও। হে পণ্ডিত! মেধাবী ব্যক্তিরা তোমাকে মনন ও ধ্যান করতে করতে তোমার শুভ্রবর্ণ রস চালিয়ে দিচ্ছেন। ২৫। এ যে সোমরস সকল, যাঁদের সঙ্গে দেবতারা আছেন, ইন্দ্র যাঁদের সেবন করেন, যাঁরা স্তব ও অন্ন লাভের জন্য গিয়ে থাকেন, তাঁরা ধারার আকারে প্রস্তুত হয়ে পবিত্রকে অতিক্রম করছেন। ২৬। প্রস্তুতকর্তারা চালিয়ে দিতেছে, সোম জলের বস্ত্র পরিধানপূর্বক কলসের দিকে যাচ্ছেন, তিনি জ্যোতি উৎপাদন করছেন, ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত হয়ে ধৌত বস্ত্রের ন্যায় হচ্ছেন এবং স্তুতির প্রার্থনা করছেন।

১০৮ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। গৌরিবীতি, শক্তি, উরু, ঋজিশ্বা ঊর্ধসদ্মা কৃতযশা ও ঋণঞ্চয় এঁরা ঋষি। ককুপ্, সতোবৃহতী, গায়ত্রী যবমধ্যা ছন্দ।

পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ। মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥ ১
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তেঽস্য পীতা স্বর্বিদঃ।
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীদিষোঽচ্ছা বাজং নৈতশঃ ॥ ২
ত্বং হ্যঙ্গ দৈব্যা পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ। অমৃতত্বায় ঘোষয়ঃ ॥ ৩
যেনা নবগ্বো দধ্যঙ্ঙপোর্ণুতে যেন বিপ্রাস আপিরে।
দেবানাং সুম্নে অমৃতস্য চারুণো যেন শ্রবাংস্যানশুঃ ॥ ৪
এষ স্য ধারয়া সুতোঽব্যো বারেভিঃ পবতে মদিন্তমঃ। ক্রীলন্নূর্মিরপামিব ॥ ৫
য উস্রিয়া অপ্যা অন্তরশ্মনো নির্গা অকৃন্তদোজসা।
অভি ব্রজং তত্নিষে গব্যমশ্ব্যং বর্মীব ধৃষ্ণবা রুজ ॥ ৬
আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরম্। বনক্রক্ষমুদপ্রুতম্ ॥ ৭
সহস্রধারং বৃষভং পয়োবৃধং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে।
ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ ॥ ৮

অভি দ্যুম্নং বৃহদ্যশ ইষস্পতে দিদীহি দেব দেবয়ুঃ। বি কোশং মধ্যমং যুব ॥ ৯
আ বচ্যস্ব সুদক্ষ চম্বোঃ সুতো বিশাং বহ্নির্ন বিশ্পতিঃ।
বৃষ্টিং দিবঃ পবস্ব রীতিমপাং জিন্বা গবিষ্টয়ে ধিয়ঃ ॥ ১০
এতমু ত্যং মদচ্যুতং সহস্রধারং বৃষভং দিবো দুহুঃ। বিশ্বা বসূনি বিভ্রতম্ ॥ ১১
বৃষা বি জজ্ঞে জনয়ন্নমর্ত্যঃ প্রতপঞ্জ্যোতিষা তমঃ।
স সুষ্টুতঃ কবিভির্নির্ণিজং দধে ত্রিধাত্বস্য দংসসা ॥ ১২
স সুন্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইলানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ১৩
যস্য ন ইন্দ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো যস্য বার্যমণা ভগঃ।
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে ॥ ১৪
ইন্দ্রায় সোম পাতবে নৃভির্যতঃ স্বায়ুধো মদিন্তমঃ। পবস্ব মধুমত্তমঃ ॥ ১৫
ইন্দ্রস্য হার্দি সোমধানমা বিশ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ।
জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে দিবো বিষ্টম্ভ উত্তমঃ ॥ ১৬

অনুবাদ : ১। হে সোম ! তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী দীপ্তিমান ও কর্মে অতি পটু, তুমি যারপর নাই মধুপূর্ণ হয়ে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ২। বৃষ্টি-বর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করে বৃষের ন্যায় বলবান হন। তুমি সকল বস্তু দান করতে পার। এরূপে তোমাকে পান করে ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপে স্ফূর্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি সেরূপ শত্রুর আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করতে যান। ৩। হে সোম ! তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নেই। তুমি যখন ক্ষরিত হও তখন দেবতাবংশজাত সকল ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করতে থাক (১)। ৪। তুমি সে সোম, যাঁর সাহায্যে অঙ্গিরবংশসম্ভূত দধ্যঙ্ নামক ব্যক্তি তাঁর নিজের অপহৃত গাভীর সন্ধান পেয়েছিলেন, যাঁর সাহায্যে তাঁর মেধাবী পুত্রেরা সে গাভী প্রাপ্ত হয়, যাঁর সাহায্যে সুচারুরূপে যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হয়ে দেবতারা পরিতোষ প্রাপ্ত হলে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিগণ অন্নলাভ করে থাকেন। ৫। এ দেখ, সেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিসম্পন্ন হয়ে ধারার আকারে ক্ষরণপূর্বক মেষলোম পথে নির্গত হচ্ছেন, যেন জলের একটি তরঙ্গ ক্রীড়া করছে। ৬। হে সোম ! তুমি আকাশ হতে ক্ষরণশীল জল সমস্ত মেঘের মধ্য হতে নিজ বলে নির্গত করেছিলে, তুমি গোসমূহ ও ঘোটকসমূহকে রক্ষা করেছিলে, সে তুমি দুর্ধর্ষ কবচধারী বীরের ন্যায় শত্রু সংহার কর। ৭। হে পুরোহিতগণ ! এ যে সোম, যিনি ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী যিনি স্তবের যোগ্য, যিনি জলবর্ষণ করেন, আপনার তেজ বিকীর্ণ করেন, যিনি কাষ্ঠময় পাত্রে পাত্রে সঞ্চিত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হন, সে সোমকে প্রস্তুত কর, সে সোমকে চতুর্দিকে সেচন কর। ৮। যিনি রসসেচনকারী এবং সহস্রধারায় ক্ষরিত হয়ে থাকেন, যিনি জলের সহযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দেবতা-মাত্রের প্রীতিপ্রদ হন, যজ্ঞে যার জন্ম, যজ্ঞেতেই যাঁর বৃদ্ধি, যিনি রাজা এবং দেবতা-স্বরূপ এবং অতি প্রধান সত্যস্বরূপ। ৯। হে অন্নের অধিপতি দেব ! দেবতাদের নিকট গমনপূর্বক তুমি উজ্জ্বল ও প্রভূত অন্নরাশি আহরণ করে দাও এবং আকাশস্থিত মেঘকে দ্বিখণ্ড করে বৃষ্টিবর্ষণ কর। ১০। হে সুনিপুণ সোম ! তুমি দু ফলক সহযোগে প্রস্তুত হয়ে রাজ্যভারবহনকারী নরপতি রাজার ন্যায় এস। আকাশ হতে জলের স্রোত বর্ষণ কর. গোধনের অভিলাষী যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন কর। ১১। এ যে সোম, যিনি মাদকরস বর্ষণ করেন, সহস্রধারায় ক্ষরিত হন, সকল সম্পত্তি ধারণ করেন, পুরোহিতেরা তাকে দোহন অর্থাৎ প্রস্তুত করছেন। ১২। রসবর্ষণকারী সোম জন্মগ্রহণ করলেন. তিনি শব্দ

করছেন, আপনার কিরণদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করছেন। কবিরা তাঁকে স্তব করলে তিনি দুগ্ধের সংসর্গে শুভ্র মূর্তি হচ্ছেন, তাঁর ক্ষরণ ক্রিয়াদ্বারা তিনটি আধার পরিপূর্ণ হচ্ছে। ১৩। যে সোম অন্ন ও গাভী ও ধন উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জন করিয়ে দেন, তাঁকে পুরোহিতেরা প্রস্তুত করলেন। ১৪। আমরা প্রস্তুত করলে সোমকে ইন্দ্র পান করলেন এবং মরুৎগণ ও অর্যমা ও ভগ পান করলেন। তার সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণ এবং ইন্দ্রকে অনুকূল করে উত্তমরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হই। ১৫। হে সোম! যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ তোমাকে সঞ্চয় করেছেন, তোমার আধারভূত পাত্র সকল তোমার অস্ত্র শস্ত্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, তুমি যারপর নাই মধুর ও মাদকতাশক্তিযুক্ত হয়ে ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও। ১৬। হে সোম! যেমন নদীগণ সমুদ্রে প্রবেশ করে সেরূপ তুমি ইন্দ্রের আহ্লাদ উৎপাদনকারী কলসে প্রবেশ কর। মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুর জন্য তোমাকে নিবেদন করা হয়েছে। তুমি স্বর্গধামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বনস্বরূপ।
টীকা : ১। অমৃত পান করে দেবগণের অমরত্ব লাভ করা স্বরূপ পৌরাণিক গল্প সোমরসের বৈদিক বর্ণনা হতে উৎপন্ন।

১০৯ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অগ্নি নামক ঋষিগণ। দ্বিপদা ছন্দ।

পরি প্র ধন্বেন্দ্রায় সোম স্বাদুর্মিত্রায় পূষ্ণে ভগায় ॥ ১
ইন্দ্রস্তে সোম সুতস্য পেয়াঃ ক্রত্বে দক্ষায় বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ২
এবামৃতায় মহে ক্ষয়ায় স শুক্রো অর্ষ দিব্যঃ পীযূষঃ ॥ ৩
পবস্ব সোম মহান্ত্সমুদ্রঃ পিতা দেবানাং বিশ্বাভি ধাম ॥ ৪
শুক্রঃ পবস্ব দেবেভ্যঃ সোম দিবে পৃথিব্যৈ শং চ প্রজায়ৈ ॥ ৫
দিবো ধর্তাসি শুক্রঃ পীযূষঃ সত্যে বিধর্মন্বাজী পবস্ব ॥ ৬
পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারো মহামবীনামনু পূর্ব্যঃ ॥ ৭
নৃভির্যেমানো জজ্ঞানঃ পূতঃ ক্ষরদ্বিশ্বানি মন্দ্রঃ স্বর্বিৎ ॥ ৮
ইন্দুঃ পুনানঃ প্রজামুরাণঃ করদ্বিশ্বানি দ্রবিণানি নঃ ॥ ৯
পবস্ব সোম ক্রত্বে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায় ॥ ১০
তং তে সোতারো রসং মদায় পুনন্তি সোমং মহে দ্যুম্নায় ॥ ১১
শিশুং জজ্ঞানং হরিং মৃজন্তি পবিত্রে সোমং দেবেভ্য ইন্দুম্ ॥ ১২
ইন্দুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপামুপস্থে কবির্ভগায় ॥ ১৩
বিভর্তি চার্বিন্দ্রস্য নাম যেন বিশ্বানি বৃত্রা জঘান ॥ ১৪
পিবন্ত্যস্য বিশ্বে দেবাসো গোভিঃ শ্রীতস্য নৃভিঃ সুতস্য ॥ ১৫
প্র সুবানো অক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং বি বারমব্যম্ ॥ ১৬
স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো গোভিঃ শ্রীণানঃ ॥ ১৭
প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমানো অদ্রিভিঃ সুতঃ ॥ ১৮
অসর্জি বাজী তিরঃ পবিত্রমিন্দ্রায় সোমঃ সহস্রধারঃ ॥ ১৯
অঞ্জন্ত্যেনং মধ্বো রসেনেন্দ্রায় বৃষ্ণ ইন্দুং মদায় ॥ ২০
দেবেভ্যস্ত্বা বৃথা পাজসেঽপো রসানাং হরিং মৃজন্তি ॥ ২১
ইন্দুরিন্দ্রায় তোশতে নি তোশতে শ্রীণন্নুগ্রো রিণন্নপঃ ॥ ২২

অনুবাদ : ১। হে সোম! তুমি সুস্বাদু হয়ে ইন্দ্র মিত্র পূষা ও ভগের নিমিত্ত অগ্রসর হও। ২। হে সোম! ইন্দ্র এবং সকল দেবতা যেন তোমাকে পান করে, তা হলে জ্ঞান লাভ ও বলাধান হবে। ৩। হে সোম! তুমি শুভ্রবর্ণ এবং দেবতাদের পেয় বস্তু, তুমি অমরত্ব লাভের জন্য এবং বৃহৎ বৃহৎ বাসস্থান লাভের

জন্য অগ্রসর হও। ৪। হে সোম! তুমি সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ, তুমি দেবতাদের পিতা, তুমি সর্বস্থানে ক্ষরিত হও। ৫। হে সোম! শুভ্রবর্ণ হয়ে তুমি ক্ষরিত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রজাদের সুখ সাধন কর। ৬। তুমি স্বর্গের ধারণকর্তা, তুমি শুভ্রবর্ণ পেয়বস্তু। এ সত্যস্বরূপ ধর্মানুষ্ঠানের সময় দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও। ৭। হে সোম! তুমি উজ্জ্বল হয়ে এবং সুন্দর ধারার আকার ধারণ করে বৃহৎ বৃহৎ মেষলোমের মধ্য দিয়ে পূর্বের মত আনুপূর্বিক ক্ষরিত হও। ৮। যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ যথা নিয়মে সোমকে উৎপাদন করছেন, তিনি শোধিত হয়ে মাদকতাশক্তিযুক্ত হয়েছেন, তিনি ক্ষরিত হয়ে আমাদের সকল ধন এনে দিন। ৯। সোম শোধিত হয়ে প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি করুন, আমাদের সকল ধন উৎপন্ন করুন। ১০। হে সোম! ঘোটকের ন্যায় তোমাকে প্রক্ষালণ করা হয়েছে, তুমি আমাদের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও। ১১। নিষ্পীড়নকর্তারা সে রসরূপী সোমকে শোধন করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য, যে আনন্দ ও প্রচুর ধন পাবেন। ১২। সোম জলের শিশুর ন্যায়, জলের মধ্য হতে জন্মগ্রহণ করছেন, দেবতাদের জন্য পবিত্রের উপর তাঁকে শোধন করছে। ১৩। সুশ্রী সোম কবি, তিনি ভগ দেবতার মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য জলের আধারে ক্ষরিত হলেন। ১৪। সোম ইন্দ্রের মনোহর শরীরে পুষ্টি আধান করেন, তাতে তিনি বৃত্র নামক সকল রাক্ষসকে নিধন করেন। ১৫। যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ সোমকে প্রস্তুত করে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করলে, সকল দেবতা পান করছেন। ১৬। প্রস্তুত হয়ে সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রমপূর্বক সহস্রধারায় ক্ষরিত হলেন। ১৭। জলের দ্বারা শোধিত হয়ে এবং দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে দ্রুতগামী সে সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হলেন। ১৮। হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হয়েছ, অধ্যক্ষগণ তোমাকে সঞ্চয় করেছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। ১৯। দ্রুতগামী সোম সহস্রধারায় পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রস্তুত হলেন। ২০। বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্রের মত্ততার জন্য এ সোমকে মধুর রসের সাথে মিশ্রিত করছে। ২১। হে উজ্জ্বল সোম! তুমি জলের পরিচ্ছদ পরিধান করছ, দেবতাদের বলাধানের জন্য তোমাকে অবলীলাক্রমে শোধন করছে। ২২। ইন্দ্রের জন্য এ প্রখর সোমরস প্রস্তুত হচ্ছেন, ইনি জল আলোড়ন করছেন এবং তার সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন।

১১০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্যু নামক দুই ঋষি।
অনুষ্টুপ্, ঊর্ধ্ববৃহতী, বিরাট্ ছন্দ।

পর্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ। দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈয়সে ॥ ১
অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে। বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে॥ ২
অজীজনো হি পবমান সূর্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ। গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরন্ধ্যা ॥ ৩
অজীজনো অমৃত মর্তেষ্বাঁ ঋতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ। সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ ॥ ৪
অভ্যভি হি শ্রবসা ততর্দিথোৎসং ন কং চিজ্জনপানমক্ষিতম্। শর্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ ॥ ৫
আদীং কে চিৎপশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত। বারং ন দেবঃ সবিতা ব্যূর্ণুতে ॥ ৬
ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ। স ত্বং নো বীর বীর্যায় চোদয় ॥ ৭
দিবঃ পীযূষং পূর্ব্যং যদুক্থ্যং মহো গাহাদ্দিব আ নিরধুক্ষত। ইন্দ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্ ॥ ৮

অধ যদিমে পবমান রোদসীইমা চ বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনা।
যূথে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে ॥ ৯
সোমঃ পুনানো অব্যয়ে বারে শিশুর্ন ক্রীলৎপবমানো অক্ষাঃ।
সহস্রধারঃ শতবাজ ইন্দুঃ ॥ ১০
এষ পুনানো মধুমাঁ ঋতাবেন্দ্রায়েন্দুঃ পবতে স্বাদুরূর্মিঃ।
বাজসনির্বরিবোবিদ্বয়োধাঃ ॥ ১১
স পবস্ব সহমানঃ পৃতন্যূন্ত্সেধনক্ষাংস্যপ দুর্গহাণি।
স্বায়ুধঃ সাসহ্বান্ত্সোম শত্রূন্ ॥ ১২

অনুবাদ ॰ ১। হে অবিচলিত পরাক্রমশালী সোম! অন্নদানের জন্য তুমি শত্রুদের অভিমুখে গমন কর। তোমার সাহায্যে আমরা ঋণ হতে মুক্তি লাভ করি। শত্রু সংহার করবার জন্য তুমি যাচ্ছ। ২। হে সোম! তুমি প্রস্তুত হয়েছ, এই লোকাকীর্ণ রাজ্য মধ্যে আমরা তোমার স্তব করছি। হে ক্ষরণশীল! তুমি বিবিধ অন্নের জন্য চলছ। ৩। হে সোম! তুমি জলের আশ্রয়স্থানস্বরূপ আকাশে সূর্যকে নিজ বলে সংস্থাপন করেছ। তোমার জ্ঞান অতি মহৎ, তাতে তুমি অতি সত্বর গোধন আহরণ করে দিয়ে থাক। ৪। হে অমৃততুল্য সোম! অমৃত তুল্য চমৎকার বৃষ্টিবারির আধারস্বরূপ আকাশের উপর মনুষ্যদের উপকারের নিমিত্ত তুমি সূর্যকে সৃষ্টি করেছ অন্ন ভাগ করে দিতে দিতে তুমি সর্বদাই যুদ্ধে গিয়ে থাক। ৫। যেরূপ কোন ব্যক্তি লোকদের জল পানের নিমিত্ত অক্ষয় জলপূর্ণ জলাশয় খনন করে, কিংবা যেমন কেউ দুই হস্তের অঞ্জলিদ্বারা জল ভরতে থাকে, সেরূপ তুমি অন্ন দেবার নিমিত্ত পবিত্র ভেদ করে গিয়ে থাক। ৬। যখনই সূর্যদেব অন্ধকার অপনয়ন করলেন তখনই দিব্য লোকবাসী বসুরুচ্ নামক কতগুলি ব্যক্তি এ পরমাত্মীয় সোমকে দর্শন করতে করতে শুরু করতে লাগল। ৭। হে সোম! তাঁরাই সর্ব প্রথম কুশচ্ছেদনপূর্বক প্রচুর অন্ন ও বল লাভের জন্য তোমাকে ধ্যান করতে লাগলেন। অতএব তুমি আমাদের যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ কর। ৮। প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হতে দেবতাদের পেয় বস্তু হয়েছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হতে তাঁকে দোহন করা হয়েছিল (১)। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হলেন তখন তাকে স্তব করতে লাগল। ৯। হে ক্ষরণশীল! এ যে দ্যুলোক ও ভূলোক, এ যে সমস্ত প্রাণীবর্গ তুমি নিজ বলে সকলের উপর আধিপত্য কর। যেমন যূথের উপর বৃষ আধিপত্য করে সেরূপ তুমি করে থাক। ১০। সোমের সহস্রধারা, তাঁর সাতিশয় বেগ, তিনি শোধিত হবার সময় বালকের ন্যায় মেষলোমের উপর ক্রীড়া করেন, এরূপে তিনি ক্ষরিত হলেন। ১১। এ যে সোম, তিনি শোধিত হয়ে মধু তুল্য হন, যিনি যজ্ঞের স্বামী, উজ্জ্বল ও সুরস, যিনি অন্ন দান করেন, কাম্যবস্তু দিতে জানেন এবং পরমায়ু বৃদ্ধি করেন, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। ১২। হে সোম! তুমি প্রতিযোদ্ধাদের পরাভব কর, দুর্ধর্ষ রাক্ষসদের দূরীভূত কর, উত্তম অস্ত্র ধারণ পূর্বক বিপক্ষদের সংহার করে থাক, এরূপে তুমি ক্ষরিত হও।

টীকা ঃ ১। সোমরস দেবগণের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য, স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হতে সোমকে দোহন করা হয়েছে ইত্যাদি বৈদিক বর্ণনা হতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় বলে বিশ্বাস করত এবং অনেক সময় সমুদ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সমুদ্র হতে অমৃতমন্থনস্বরূপ পৌরাণিক গল্প অনায়াসে উৎপন্ন হল।

১১১ সূক্ত।। পবমান সোম দেবতা। অনানত ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ।

অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি স্বযুগ্বভিঃ সূরো ন স্বযুগ্বভিঃ। ধারা সুতস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ। বিশ্বা যদ্রূপা পরিযাত্যৃক্বভিঃ সপ্তাস্যেভিঋৃক্বভিঃ ॥ ১
ত্বং ত্যৎপণীনাং বিদো বসু সং মাতৃভির্মর্জয়সি স্ব আ দম ঋতস্য ধীতিভির্দমে। পরাবতো ন সাম তদ্যত্রা রণন্তি ধীতয়ঃ। ত্রিধাতুভিররুষীভির্বয়ো দধে রোচমানো বয়ো দধে ॥ ২
পূর্বামনু প্রদিশং যাতি চেকিতৎসং রশ্মিভির্যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ। অগ্মন্নুক্থানি পৌংস্যেন্দ্রং জৈত্রায় হর্ষয়ন্। বজ্রশ্চ যদ্ভবথো অনপচ্যুতা সমৎস্বনপচ্যুতা ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। যেমন সূর্য নিজ মণ্ডলসংযুক্ত কিরণমালাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করেন, সেরূপ সোম এ উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণপূর্বক সকল শত্রু সংহার করছেন। প্রস্তুত হবার পর এঁর ধারা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করছে, ইনি শোধিত হয়ে হরিতবর্ণ ও তেজোময় হচ্ছেন। সপ্তছন্দের স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে ইনি সকল বস্তুর দিকে নিজ তেজ বিস্তার করছেন। ২। হে সোম! পণিগণ যে গোধন অপহরণ করছিল তা কোথায় ছিল তুমি তা জানতে। তুমি যজ্ঞস্থানে স্তুতিবাক্য লাভ করতে করতে জলের দ্বারা শোধিত হও। যেরূপ দূর হতে সামধ্বনি শুনা যায় সেরূপ সেখানে তোমার শব্দ শুনা যায়। তিন আধারে স্থাপিত মূর্তিদ্বারা তুমি অন্ন দান কর এবং ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর। ৩। অতি সুদৃশ্য স্বর্গীয় রথ কিরণমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হয়ে সতর্কভাবে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। ইন্দ্র যাতে জয়ী হন সে নিমিত্ত পুরুষবর্গের প্রশংসা বাক্য ইন্দ্রকে আহ্লাদিত করে উচ্চারিত হতে থাকে। হে সোম! যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তখন তুমি এবং বজ্র ইন্দ্রের নিকট একত্র হয়ে থাক।

১১২ সূক্ত।। পবমান সোম দেবতা। শিশু ঋষি। পংক্তি ছন্দ।

নানানং বা উ নো ধিয়ো বিত ব্রানি জনানাম্।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছন্তীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১
জরতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাম্।
কার্মারো অশ্মভি র্দ্যুভির্হিরণ্যবন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ২
কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী নানা।
নানাধিয়ো বসূযবোহনু গা ইব তস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩
অশ্বো বোঢ়া সুখং রথং হসনামুপমন্ত্রিণঃ।
শেপো রোমণ্বন্তৌ ভেদৌ বারিন্মণ্ডূক ইচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! সকল ব্যক্তির কার্য এক প্রকার নয়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদেরও কার্য নানাবিধ। দেখ, তক্ষ কাষ্ঠতক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে চায় (১)। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ২। দেখ, শুষ্ক বৃক্ষশাখা পক্ষীর পক্ষ ও শান দেবার নিমিত্ত উজ্জ্বল প্রস্তর এ কয় বস্তুর সহযোগে কর্মকার বাণ প্রস্তুত করে যে বাণ ক্রয় করবার উপযুক্ত কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে (২)। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৩। দেখ আমি স্তোত্রকার পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জন-কারিণী (৩)। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম

করছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, সেরূপ আমরা ধন কামনাতে তোমার পরিচর্যা করছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৪। সুন্দর বহন করতে পারে এরূপ ঘোটক সুগঠন রথে যোজিত হতে ইচ্ছা করে, নর্মসচিবেরা অর্থাৎ মোসাহেব হাস্য পরিহাস কামনা করে, পুরুষাঙ্গ রোম-বিশিষ্ট দ্বিধাভিৎ প্রার্থনা করে। ভেক জলের কামনা করে। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

টীকা ঃ ১। ছুতার ও বৈদ্য ও স্তোতাদের উল্লেখ পাওয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয় নি, কেবল ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা ছিল। স্তোত্র পাঠকগণ যজ্ঞকর্তা ধরবার চেষ্টা করতেন, তাও এ ঋক হতে প্রতীয়মান হয়। ২। প্রস্তরে শান দিয়ে কাষ্ঠ হতে কর্মকারগণ বাণ প্রস্তুত করত। ৩। জাতি বিধি সৃষ্টি হবার পর স্তোত্রকারের পুত্র ভিষক হতে পারতেন না, ঋগ্বেদ রচনার সময় জাতি বিধি ছিল না।

১১৩ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি। পংক্তি ছন্দ।

শর্যণাবতি সোমমিন্দ্রঃ পিবতু বৃত্রহা।
বলং দধান আত্মনি করিষ্যন্বীর্যং মহাদিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ১
আ পবস্ব দিশাং পত আর্জীকাৎসোম মীঢ়্বঃ।
ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা সুত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ২
পর্জন্যবৃদ্ধং মহিষ তং সূর্যস্য দুহিতাভরৎ।
তং গন্ধর্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্তং সোমে রসমাদধুরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ৩
ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্যং বদন্ত্সত্যকর্মন্।
শ্রদ্ধাং বদন্ত্সোম রাজন্ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ৪
সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ সং স্রবন্তি সংস্রবাঃ।
সং যন্তি রসিনো রসাঃ পুনানো ব্রহ্মণা হর ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ৫
যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্যাং বাচং বদন্।
গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়ন্নিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ৬
যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোঁকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ৭
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ৮
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ৯
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ১০
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।। ১১

অনুবাদ ঃ ১। শর্যনাবৎ নামক সরোবর মধ্যে যে সোম আছেন, তা বৃত্রসংহার-কারী ইন্দ্র পান করুন। তাতে তাঁর বলাধান হবে, তিনি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করবেন। হে সোম। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও (১)। ২। হে রসসেচনকারী সোম! হে সকল দিকের অধীশ্বর। আর্জীক (২) নামক দেশ হতে এসে ক্ষরিত

হও। পবিত্র সত্য বচনসহকারে এবং শ্রদ্ধা ও পুণ্যকর্মের সাথে তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৩। সোম পর্জ্জন্যদ্বারা বর্ধিত হয়েছেন, সূর্যের দুহিতা (৩) সোমকে স্বর্গ হতে আহরণ করেছে. গন্ধর্বেরা তাঁকে সমাদরপূর্বক গ্রহণ করলেন এবং তাতে রস আধান করলেন। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৪। হে দ্যোতমান সত্যকর্মা যজ্ঞনিষ্পাদক সোম! যজ্ঞ, সত্য ও শ্রদ্ধা বলে, কর্মের ধারকরূপে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৫। হে সোম! তোমার বলই যথার্থ, তুমিই মহৎ; তোমার ধারাগুলি ক্ষরিত হচ্ছে। তুমি রসশালী. তোমার রসসমস্ত যাচ্ছে। হে হরিতবর্ণধারিন! মন্ত্রের দ্বারা পূত হয়ে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৬। হে ক্ষরণশীল! যে স্থানে ব্রহ্মা নামক পুরোহিত ছন্দোময়বাক্য উচ্চারণ করতে করতে প্রস্তরের দ্বারা সোমকে প্রস্তুত করে সে সোমের দ্বারা আনন্দ উৎপাদন করেন এবং সকলের নিকট পূজিত হন, সে স্থানে তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৭। যে ভুবনে (৪) সর্বদা আলোক যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে হে ক্ষরণশীল! সে অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে নিয়ে চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৮। যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এ সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৯। সেই যে তৃতীয় নাগলোক তৃতীয় দিবালোক যা নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে আছে যেখানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্বদা আলোকময়, সেখানে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ১০। যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয় যেখানে প্রধনামক দেবতার ধাম আছে, যেখানে যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয় যেখানে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ১১। সেখানে বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদ আনন্দ বিরাজ করছে, যেখানে অভিলাষী ব্যক্তির সকল কামনা পূর্ণ হয় সেখানে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

টীকা: ১। শর্যনাবৎ নামে সরোবর কুরুক্ষেত্রের নিম্নভাগে। সায়ণ। ২। আজীকীয়া নদীর আধুনিক নাম বেয়া। তারই নিকটবর্তী প্রদেশ। ৩। সূর্যদুহিতা সম্বন্ধে ৯।১১৩।১০ ঋকের টীকা দেখুন। পর্জ্জন্য বৃষ্টিদেবতা সোমলতা বৃষ্টিদ্বারা বর্ধিত। গন্ধর্বের আদি অর্থ সূর্যরশ্মি অতএব গন্ধর্ব দ্বারা সোমলতার রস আধানের অর্থ আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। ৪। এ স্থান হতে পাঁচটি ঋকে স্বর্গধামের বিস্তীর্ণ বর্ণনা আছে।

১১৪ সূক্ত॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। পংক্তি ছন্দ।

য ইন্দোঃ পবমানস্যানু ধামান্যক্রমীৎ।
তমাহুঃ সুপ্রজা ইতি যস্তে সোমাবিধন্মন ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥ ১
ঋষে মন্ত্রকৃতাং স্তোমৈঃ কশ্যপোদ্বর্ধয়ন্ গিরঃ।
সোমং নমস্য রাজানং যো যজ্ঞে বীরুধাং পতিরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥ ২
সপ্ত দিশো নানাসূর্যাঃ সপ্ত হোতার ঋত্বিজঃ।
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ সোমাভি রক্ষ ন ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥৩
যত্তে রাজঞ্ছৃতং হবিস্তেন সোমাভি রক্ষ নঃ।
অরাতীবা মা নস্তারীন্মো চ নঃ কিং চনামমদিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব॥ ৪

অনুবাদ: ১। যে ব্যক্তি ক্ষরণশীল সোমের সকল আধারে তাঁর পরিচর্যা করে, যে তাঁর মনের মত কার্য করে, তাকে সৌভাগ্যশালী বলে। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ২। হে কশ্যপ ঋষি! মন্ত্রের রচয়িতারা যে সকল স্তুতিবাক্য

রচনা করেছেন, তা অবলম্বনপূর্বক তোমার নিজের বাক্য বৃদ্ধি কর এবং সোমরাজকে নমস্কার কর। তিনি সকল উদ্ভিজ্জের শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৩। অনেক সূর্যের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে সাত দিক আছে এবং হোমকর্তা যে সাতজন পুরোহিত আছেন এবং সাতজন যে সূর্যদেব আছেন। হে সোম! তাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৪। হে সোমরাজ! তোমার জন্য যে হোমের দ্রব্য পাক করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের রক্ষা কর, শত্রু যেন আমাদের হিংসা না করে, যেন আমাদের কোন বস্তু অপহরণ না করে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

দশম মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ত্রিত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্রে বৃহন্নুষসামূর্ধ্বো অস্থান্নির্জগন্বান্তমসো জ্যোতিষাগাৎ।
অগ্নির্ভানুনা রুশতা স্বঙ্গ আ জাতো বিশ্বা সদ্মান্যপ্রাঃ ॥ ১
স জাতো গর্ভো অসি রোদস্যোরগ্নে চারুর্বিভৃত ওষধীষু।
চিত্রঃ শিশুঃ পরি তমাংস্যক্তূন্প্র মাতৃভ্যো অধি কনিক্রদদ্গাঃ ॥ ২
বিষ্ণুরিত্থা পরমমস্য বিদ্বাঞ্জাতো বৃহন্নভি পাতি তৃতীয়ম্।
আসা যদস্য পয়ো অক্রত স্বং সচেতসো অভ্যর্চন্ত্যত্র ॥ ৩
অত উ ত্বা পিতুভৃতো জনিত্রীরন্নাবৃধং প্রতি চরন্ত্যন্নৈঃ।
তা ঈং প্রত্যেষি পুনরন্যরূপা অসি ত্বং বিক্ষু মানুষীষু হোতা ॥ ৪
হোতারং চিত্ররথমধ্বরস্য যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য কেতুং রুশন্তম্।
প্রত্যর্ধিং দেবস্য দেবস্য মহ্না শ্রিয়া ত্বগ্নিমতিথিং জনানাম্ ॥ ৫
স তু বস্ত্রাণ্যধ পেশনানি বসানো অগ্নির্নাভা পৃথিব্যাঃ।
অরুষো জাতঃ পদ ইলায়াঃ পুরোহিতো রাজন্যক্ষীহ দেবান্ ॥ ৬
আ হি দ্যাবাপৃথিবী অগ্ন উভে সদা পুত্রে ন মাতরা ততন্থ।
প্র যাহ্যচ্ছোশতো যবিষ্ঠাথা বহ সহস্যেহ দেবান্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। প্রভাত না হতে হতেই প্রকাণ্ড ও সুন্দর মূর্তিধারী অগ্নি অন্ধকারের মধ্য হতে নির্গত হয়ে আলোকযুক্ত হলেন। তিনি দীপ্যমান শিখাসম্পন্ন হয়ে সকল গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ করলেন। ২। হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকের সুশ্রী সন্তানস্বরূপ, তাঁদের হতেই তোমার উৎপত্তি, তুমি ওষধি অর্থাৎ কাষ্ঠের মধ্যে সঞ্চিত থাক। তুমি আশ্চর্য বালক, তোমার শত্রুস্বরূপ অন্ধকারকে দূর করে থাক, ওষধী অর্থাৎ কাষ্ঠ তোমার মাতা, তুমি শব্দ করতে করতে তোমার সে মাতৃবর্গের দিকে ধাবিত হও। ৩। অগ্নি বিষ্ণু, কেননা চতুর্দিকব্যাপী, ইনি বিদ্বান অর্থাৎ জানেন, ইনি প্রকাণ্ড হয়ে আমি যে ত্রিত, আমাকে উত্তমরূপে রক্ষা করেন। এর জল মুখে করে অর্থাৎ জল যাচ্ঞা করতে করতে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিরা একমনে তাঁকে অর্চনা করেন। ৪। তোমার মাতাস্বরূপ ওষধীবর্গ খাদ্যদ্রব্যের ধারণকর্ত্রী, তাঁরা নানাবিধ অন্নসহকারে তোমার পূজা করেন, যেহেতু তুমি অন্নের বৃদ্ধি করে দাও। তুমি আবার সে ওষধিবর্গের প্রতি গিয়ে থাক, তাতে তারা অন্যরূপ অর্থাৎ দগ্ধ হয়ে যায়, তুমি মনুষ্য জাতীয় প্রজাদের হোতাস্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বান কর। ৫। অগ্নির রথ নানা বর্ণ, ইনি যজ্ঞের হোতা, ইনি যজ্ঞের উজ্জ্বল পতাকাস্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় সকলকে জানিয়ে দেন, ইনি সকল দেবতার অধিপতি ইন্দ্রের প্রতি গিয়ে থাকেন, ইনি লোকদের নিকট অতিথির ন্যায় পূজ্য, একে বিপুল সম্পত্তির জন্য স্তব করছি। ৬। হে অগ্নি! তুমি সুবর্ণময় বস্ত্র পরিধানপূর্বক পৃথিবীর নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থানস্বরূপ উত্তর বেদির উপর অধিষ্ঠান করে এবং লোহিতবর্ণ হয়ে দীপ্তি পেতে পেতে দেবতাদের অর্চনা করছ। ৭। যেরূপ পুত্র জননীকে আলিঙ্গন করে সেরূপ হে অগ্নি! তুমি

দ্যাবাপৃথিবীকে আপনার আলোকে পরিপূর্ণ কর। হে যুবা পুরুষ! তুমি ভক্তদের নিকট গমন কর। হে বলশালী! তুমি দেবতাদের এ স্থানে নিয়ে এস।

টীকা ঃ ১। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সাথে যেরূপ সামবেদের বিশেষ সম্পর্ক সেরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সাথে অথর্ববেদের বিশেষ সম্পর্ক। অথর্ববেদের অনেকগুলি সূক্ত এ দশম মণ্ডল হতে নেওয়া হয়েছে। প্রথম মণ্ডলের ন্যায় দশম মণ্ডল নানা বংশীয় ঋষিকর্তৃক রচিত।

২ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পিপ্রীহি দেবাঁ উশতো যবিষ্ঠ বিদ্বাঁ ঋতূঁর্ঋতুপতে যজেহ।
যে দৈব্যা ঋত্বিজস্তেভিরগ্নে ত্বং হোতৄণামস্যায়জিষ্ঠঃ ॥ ১
বেষি হোত্রমুত পোত্রং জনানাং মন্ধাতাসি দ্রবিণোদা ঋতাবা।
স্বাহা বয়ং কৃণবামা হবীংষি দেবো দেবান্যজত্বগ্নিরর্হন্ ॥ ২
আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনু প্রবোঢ়ুম্।
অগ্নির্বিদ্বান্ত্স যজাৎসেদু হোতা সো অধ্বরান্ত্স ঋতূন্ কল্পয়াতি ॥ ৩
যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বমা পৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দেবাঁ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥ ৪
যৎপাকত্রা মনসা দীনদক্ষা ন যজ্ঞস্য মন্বতে মর্ত্যাসঃ।
অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিদ্বিজানন্যজিষ্ঠো দেবাঁ ঋতুশো যজাতি ॥ ৫
বিশ্বেষাং হ্যধ্বরাণামনীকং চিত্রং কেতুং জনিতা ত্বজজান।
স আ যজস্ব নৃবতীরনু ক্ষাঃ স্পার্হা ইষঃ ক্ষুমতীর্বিশ্বজন্যাঃ ॥ ৬
যং ত্বা দ্যাবাপৃথিবী যং ত্বাপস্ত্বষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান।
পন্থামনু প্রবিদ্বাৎ পিতৃয়াণং দ্যুমদগ্নে সমিধানো বি ভাহি ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে যুবা পুরুষ! যজ্ঞের অভিলাষী দেবতাদের সন্তুষ্ট কর। হে ঋতুর অধিপতি! কোন সময় যজ্ঞ করতে হয় তা তুমি জান অতএব সময় বুঝে যজ্ঞ কর। দেবলোকে যাঁরা পুরোহিতের কার্য করেন তাঁদের সাথে একত্র হয়ে যজ্ঞ কর কেননা তুমি হোমকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ২। হে অগ্নি! তুমিই হোতা তুমিই পোতা আর তুমি মেধাবী সত্যনিষ্ঠ এবং লোকদের ধন দান করে থাক। এস আমরা যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করে দিই। পূজনীয় অগ্নিদেব দেবতাদের অর্চনা করুন। ৩। যেন আমরা দেবতাদের পথে অগ্রসর হতে সমর্থ হই, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয় জানেন, তিনিই যজ্ঞ করুন। তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের কাল নিরূপণ করেন। ৪। হে দেবতাবর্গ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান, তোমাদের অবিদিত কিছুই নেই। যদি আমরা তোমাদের কোন কার্য নষ্ট করি অর্থাৎ উত্তমরূপে সম্পন্ন না করি তবে যে যে সময়ে অগ্নি দেবার্চনা করে থাকেন, সে সে সময়ে তিনি আমাদের সমস্ত ত্রুটি পূর্ণ করে দিন। ৫। মনুষ্যগণ দুর্বল, এদের মন অপরিণত অতএব যজ্ঞের যে যে অনুষ্ঠান এদের স্মরণ না হয়, অগ্নি যেন যথা সময়ে যজ্ঞ করে সে সমস্ত পূরণ করেন, কারণ তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ উত্তম জানেন, তাঁর তুল্য যাজ্ঞিক কেউ নেই। ৬। হে অগ্নি! তুমি সর্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র পতাকা স্বরূপ, এরূপ তোমাকে তোমার জন্মদাতা উৎপাদন করেছেন। সেই তুমি এ স্থানে এস, এস্থানে যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ আছেন। এস্থানে স্তুতি পাঠ হচ্ছে। এ সমস্ত সর্বজন-হিতকর চমৎকার অন্ন দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন কর। ৭। দ্যাবাপৃথিবী হতে

তোমার জন্ম, জল হতে তুমি জন্মেছ, যিনি উত্তম নির্মাণ করতে পারেন, সে ত্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। পিতৃলোকে যাবার কোন পথ ও। তুমি জান; অতএব তুমি এরূপ ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর যাতে ঐ পথ আলোকময় হয়ে উঠে।

৩ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইনো রাজন্নরতিঃ সমিদ্ধো রৌদ্রো দক্ষায় সুষুমাঁ অদর্শি।
চিকিদ্বি ভাতি ভাসা বৃহতাসিক্নীমেতি রুশতীমপাজন্ ॥ ১
কৃষ্ণাং যদেনীমভি বর্পসা ভূজ্জনয়ন্যোষাং বৃহতঃ পিতুর্জাম্।
ঊর্ধ্বং ভানুং সূর্যস্য স্তভায়ন্ দিবো বসুভিররতির্বি ভাতি ॥ ২
ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎ স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্রুশদ্ভির্বর্ণৈরভি রামমস্থাৎ ॥ ৩
অস্য যামাসো বৃহতো ন বগ্নূনিন্ধানা অগ্নেঃ সখ্যুঃ শিবস্য।
ঈড্যস্য বৃষ্ণো বৃহতঃ স্বাসো ভামাসো যামন্নক্তবশ্চিকিত্রে ॥ ৪
স্বনা ন যস্য ভামাসঃ পবন্তে রোচমানস্য বৃহতঃ সুদিবঃ।
জ্যেষ্ঠেভির্যস্তেজিষ্ঠৈঃ ক্রীলুমদ্ভির্বর্ষিষ্ঠেভির্ভানুভির্নক্ষতি দ্যাম্ ॥ ৫
অস্য শুষ্মাসো দদৃশানপবের্জেহমানস্য স্বনয়ন্নিযুদ্ভিঃ।
প্রত্নেভির্যো রুশদ্ভির্দেবতমো বি রেভদ্ভিররতির্ভাতি বিভ্বা ॥ ৬
স আ বক্ষি মহি ন আ চ সৎসি দিবস্পৃথিব্যোররতির্যুবত্যোঃ।
অগ্নিঃ সুতুকঃ সুতুকেভিরশ্বৈ রভস্বদ্ভী রভস্বাঁ এহ গম্যাঃ ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে রাজন! সে প্রভু অগ্নির স্বভাবই অগ্রসর হওয়া যিনি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর, তিনি বিশিষ্টরূপ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলেন। তিনি সচেতন হয়ে বিপুল আলোকে শোভা পাচ্ছেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে দূর করে শুক্লবর্ণ দীপ্তি ধারণ করছেন। ২। এ অগ্নি পলায়নোদ্যত কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে পরাভব করলেন, সেই বৃহৎ পিতা অর্থাৎ সূর্যের পত্নী ঊষাদেবীকে জন্ম দান করলেন। তিনি ঊর্ধ্বে আলোক বিস্তার করে সূর্যের কিরণ আচ্ছাদনপূর্বক গগনবিসারী নিজ তেজের দ্বারা সুশোভিত হয়েছেন। ৩। অগ্নি নিজে সুরূপ, সুরূপা দীপ্তির সাথে সমাগত হয়ে আসছেন, তিনি উপপতির ন্যায় ঊষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছেন। উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে তিনি আপনার শ্বেতবর্ণ কিরণসহকারে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে পরাভব করছেন। ৪। এ প্রকাণ্ড অগ্নির প্রদীপ্ত কিরণসমূহ স্তবকর্তাদের ক্লেশ দেয় না, অগ্নি হিতৈষী বন্ধুর ন্যায়, তিনি পূজ্য এবং অভিলষিত ফলদাতা, তাঁর মুখশ্রী সুন্দর, তাঁর দীপ্তি অন্ধকার নষ্ট করে অগ্রসর হচ্ছে, সকলে তা জানতে পারছে। ৫। এ প্রকাণ্ড দীপ্তিশালী অগ্নির শিখা সমস্ত বায়ুর ন্যায় শব্দ করছে। ইনি অতি চমৎকার ক্রীড়াশীল, অতি তেজস্বী ও অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নিজ কিরণের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করছেন। ৬। এ অগ্নির শিখা দৃষ্ট হচ্ছে, ইনি চলেছেন, এঁর উত্তাপযুক্ত কিরণসমূহ বায়ুর ন্যায় শব্দ করছে। ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল, এঁর স্বভাব অগ্রসর হওয়া এবং সর্বদিকে বিস্তারিত হওয়া। এঁর চিরপরিচিত শুভ্রবর্ণ শব্দায়মান শিখাসমূহ শোভা পাচ্ছে। ৭। হে অগ্নি! সে তুমি আমাদের যজ্ঞে পূজনীয় দেবতাদের নিয়ে এস, দ্যুলোক ও ভূলোক দুই যুবতীর ন্যায় তাঁদের মধ্যে তুমি অগ্রসর হয়ে উপবেশন কর। তুমি নিজে সৌম্য ও বেগবান, তোমার অশ্বগণও সৌম্য ও বেগবান, সে ঘোটকদের নিয়ে তুমি এস্থানে এস।

৪ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র তে যক্ষি প্র ত ইয়র্মি মন্ম ভুবো যথা বন্দ্যো নো হবেষু।
ধন্বন্নিব প্রপা অসি ত্বমগ্ন ইয়ক্ষবে পূরবে প্রত্ন রাজন্ ॥ ১
যং ত্বা জনাসো অভি সঞ্চরন্তি গাব উষ্ণমিব ব্রজং যবিষ্ঠ।
দূতো দেবানামসি মর্ত্যানামন্তর্মহাঁশ্চরসি রোচনেন ॥ ২
শিশুং ন ত্বা জেন্যং বর্ধয়ন্তী মাতা বিভর্তি সচনস্যমানা।
ধনোরধি প্রবতা যাসি হর্যঞ্জিগীষসে পশুরিবাবসৃষ্টঃ ॥ ৩
মূরা অমূর ন বয়ং চিকিত্বো মহিত্বমগ্নে ত্বমঙ্গ বিৎসে।
শয়ে বব্রিশ্চরতি জিহ্বয়াদন্রেরিহ্যতে যুবতিং বিশ্পতিঃ সন্ ॥ ৪
কূচিজ্জায়তে সনয়াসু নব্যো বনে তস্থৌ পলিতো ধূমকেতুঃ।
অস্নাতাপো বৃষভো ন প্র বেতি সচেতসো যং প্রণয়ন্ত মর্তাঃ ॥ ৫
তনূত্যজেব তস্করা বনর্গূ রশনাভির্দশভিরভ্যধীতাম্।
ইয়ং তে অগ্নে নব্যসী মনীষা যুক্ষ্বা রথং ন শুচয়দ্ভিরঙ্গৈঃ ॥ ৬
ব্রহ্ম চ তে জাতবেদো নমশ্চেয়ং চ গীঃ সদমিদ্বর্ধনী ভূৎ।
রক্ষা ণো অগ্নে তনয়ানি তোকা রক্ষোত নস্তন্বো অপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। আমাদের যজ্ঞে তুমি পূজনীয় হয়ে উপস্থিত হয়েছ অতএব তোমাকে অর্চনা করি, তোমাকে স্তব করি। হে অগ্নি! হে প্রাচীন রাজা! মরুভূমির মধ্যবর্তী জলাশয়ের ন্যায় তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির প্রীতিপ্রদ হয়ে থাক। ২। হে যুবাপুরুষ! যেমন গাভীগণ উষ্ণ গোষ্ঠের মধ্যে শীত হতে রক্ষা পায় সেরূপ লোকে তোমার শরণাগত হয়। মনুষ্যগণ তোমাকে দূতের ন্যায় দেবতাদের নিকট প্রেরণ করে। তুমি প্রকাণ্ড মূর্তিতে দ্যুলোক ও ভূলোক মধ্যে দীপ্তিবিশিষ্ট হয়ে বিচরণ কর। ৩। পৃথিবী যেন তোমার মাতা, তুমি যেন তাঁর বিজয়ী পুত্র। সেই মাতা তোমাকে আলিঙ্গন করে সমাদর করেন। হে উজ্জ্বল! যেরূপ পশুকে ছেড়ে দিলে সে গোষ্ঠের দিকে যায় সেরূপ তুমি আকাশের দিকে অভিমুখ হয়ে গমন কর। ৪। হে অগ্নি! তোমার মোহ নেই, আমরাই মূর্খ। তোমার মহত্ত্ব আমরা অবগত নই, তুমিই তা জান। সে অগ্নি কাষ্ঠসমূহ আচ্ছাদনপূর্বক শয়ন করছেন, জিহ্বাদ্বারা ভক্ষণ করতে করতে বিচরণ করছেন, তিনি প্রজাবর্গের অধিপতি হয়ে আহুতি আস্বাদন করছেন। ৫। যজ্ঞকর্তারা একমন হয়ে যে অগ্নি সৃষ্টি করলেন, সে অগ্নি কোথাও পুরাতন কাষ্ঠের উপর নূতন হচ্ছেন, তিনি ধূমস্বরূপ পতাকা তুলে কাষ্ঠের উপর শুভ্রমূর্তি ধারণ করছেন। তিনি স্নান করেন না, বৃষের ন্যায় জলের দিকে যাচ্ছেন। ৬। যেরূপ অসংসাহসিক দু দস্যু বন মধ্যে পথিককে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করে আকর্ষণ করে (১), তদ্রূপ আমার দুই হস্ত দশ অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্বক যজ্ঞ কাষ্ঠ হতে অগ্নি মন্থন করছে। হে অগ্নি! তোমার নিমিত্ত এ নূতন স্তব রচনা করলাম। তোমার শুভ্রালোকবিসারী অবয়ব নিয়ে তুমি যেন রথ যোজনাপূর্বক এস্থানে আগমন কর। ৭। হে জ্ঞানবান অগ্নি! এ যজ্ঞীয় দ্রব্য তোমাকে দিলাম, এই নমস্কার করলাম, এ স্তব যেন সর্বদাই তোমার সম্ভাষণের জন্য প্রয়োগ করতে পারি। হে অগ্নি! আমাদের পুত্রপৌত্রদের রক্ষা কর, অনন্যমনা হয়ে আমাদের দেহ রক্ষা কর।

টীকাঃ ১। বনমধ্যে দস্যুর উল্লেখ।

৫ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

একঃ সমুদ্রো ধরুণো রয়ীণামস্মদ্ধৃদো ভূরিজন্মা বিচষ্টে।
সিষক্ত্যূধর্নিণ্যোরুপস্থ উৎসস্য মধ্যে নিহিতং পদং বেঃ ॥ ১
সমানং নীলং বৃষণো বসানাঃ সং জগ্মিরে মহিষা অর্বতীভিঃ।
ঋতস্য পদং কবয়ো নি পান্তি গুহা নামানি দধিরে পরাণি ॥ ২
ঋতায়িনী মায়িনী সং দধাতে মিত্বা শিশুং জজ্ঞতুর্বর্ধয়ন্তী।
বিশ্বস্য নাভিং চরতো ধ্রুবস্য কবেশ্চিত্তন্তুং মনসা বিয়ন্তঃ ॥ ৩
ঋতস্য হি বর্তনয়ঃ সুজাতমিষো বাজায় প্রদিবঃ সচন্তে।
অধীবাসং রোদসী বাবসানে ঘৃতৈরন্নৈর্বাবৃধাতে মধূনাম্ ॥ ৪
সপ্ত স্বসৄররুষীর্বাবশানো বিদ্বান্মধ্ব উজ্জভারা দৃশে কম্।
অন্তর্যেমে অন্তরিক্ষে পুরাজা ইচ্ছন্বব্রিমবিদৎ পূষণস্য ॥ ৫
সপ্ত মর্যাদাঃ কবয়স্ততক্ষুস্তাসামেকামিদভ্যংহুরো গাৎ।
আয়োর্হ স্কম্ভ উপমস্য নীলে পথাং বিসর্গে ধরুণেষু তস্থৌ ॥ ৬
অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্দক্ষস্য জন্মন্নদিতেরুপস্থে।
অগ্নির্হ নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। এক যে অগ্নি, ইনি সমুদ্রের ন্যায় ধনের আধারস্বরূপ, ইনি নানারূপে জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি আমাদের মনের অভিলাষ সকল অবগত আছেন, ইনি প্রাতকাল ও সায়ংকালের নিকটবর্তী রাত্রিকালে দেখা দেন। হে অগ্নি! মেঘের মধ্যে তোমার যে বিদ্যুৎস্বরূপ স্থান আছে তথায় গমন কর। ২। যজ্ঞকর্তারা আহুতি সেচন করতে করতে সকলে এক প্রকার নীলবস্ত্র পরিধানপূর্বক ঘোটকী লাভ করলেন। অগ্নি যজ্ঞের স্থানস্বরূপ, পণ্ডিতেরা সে অগ্নি যত্নপূর্বক রেখে থাকেন। অগ্নির ভিন্ন নিগূঢ় নামসমূহ তাঁরা ভিন্ন হৃদয়ে ধারণ করেন। ৩। দু' অরণি যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ, তাদের কার্য অতি আশ্চর্য, তারা একত্র হল এবং যথাসময়ে অগ্নিরূপী বালককে জন্ম দান করে লালন পালন করল। স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ সে অগ্নির যে সন্তান, আমরা যেন তাঁকে মনে মনে ধ্যান করি। ৪। যে সকল প্রাচীন পুরোহিত ও যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা যজ্ঞের কার্যের প্রবর্তক-স্বরূপ, অগ্নি উত্তমরূপে উৎপন্ন হবার সঙ্গে তাঁর অন্ন কামনাতে অগ্নির সেবা আরম্ভ করলেন। যে দ্যুলোক ও ভূলোক সকল বস্তুর আস্বাদনকারী, অগ্নি তারই মধ্যে বাস করেন, সে অগ্নিকে যজ্ঞকর্তারা ঘৃত ও মধুপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য অর্পণপূর্বক সংবর্ধনা করছেন। ৫। অগ্নি মধু জানেন, তিনি মধুর অভিলাষী হয়ে তাঁর স্বকীয় সপ্তসংখ্যক লোহিতবর্ণ শিখা আবির্ভূত করলেন, অভিপ্রায় যে সকলে অনায়াসে আলোকসহকারে চতুর্দিকে দেখতে পায়। তিনি প্রথমে জন্ম গ্রহণ করে আকাশে সে সমস্ত শিখা প্রেরণ করলেন, তিনি যেন সূর্যের আলোক আবরণ করতে পারে এরূপ ঔজ্জ্বল্য ইচ্ছাপূর্বক ধারণ করলেন। ৬। পণ্ডিতেরা সাতটি সীমা অর্থাৎ অকর্তব্যকর্ম নিরূপণ করেছেন। যে কেউ তার একটিও করে সেই পাপী। অগ্নি মনুষ্যকে পাপ হতে রুদ্ধ রাখেন, তিনি নিকটবর্তী মনুষ্যের ভবনে থাকেন, সূর্যকিরণের বিচরণ মার্গে এবং জলের মধ্যেও থাকেন। ৭। অগ্নিই অসৎও বটে, সৎও বটে (১)। তিনি পরমধামে আছেন, তিনি আকাশের উপরে সূর্যরূপে জন্মেছেন। অগ্নিই আমাদের অগ্রে জন্মেছেন, তিনি যজ্ঞের পূর্ববর্তীকালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটে, গাভীও বটে অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয়রূপী।

টীকা : ১। এস্থলে সৃষ্টির পূর্বে জগতের যে অপরিণত অবস্থা ছিল তাকে অসৎ বলা হয়েছে। আর সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা সৎ। সায়ণ।

৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ত্রিত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়ং স যস্য শর্মন্নবোভিরগ্নেরেধতে জরিতাভিষ্টৌ।
জ্যেষ্ঠেভির্যো ভানুভির্ঋষূণাং পর্যেতি পরিবীতো বিভাবা ॥ ১
যো ভানুভির্বিভাবা বিভাত্যগ্নির্দেবেভির্ঋতাবাজস্রঃ।
আ যো বিবায় সখ্যা সখিভ্যোঽপরিহ্বৃতো অত্যো ন সপ্তিঃ ॥ ২
ঈশে যো বিশ্বস্যা দেববীতেরীশে বিশ্বায়ুরুষসো ব্যুষ্টৌ।
আ যস্মিন্মনা হবীংষ্যগ্নাবরিষ্টরথঃ স্কভ্নাতি শূষৈঃ ॥ ৩
শূষেভির্বৃধো জুষাণো অর্কৈর্দেবাঁ অচ্ছা রঘুপত্বা জিগাতি।
মন্দ্রো হোতা স জুহ্বা যজিষ্ঠঃ সংমিশ্লো অগ্নিরা জিঘর্তি দেবান্ ॥ ৪
তমুস্রামিন্দ্রং ন রেজমানমগ্নিং গীর্ভির্নমোভিরা কৃণুধ্বম্।
আ যং বিপ্রাসো মতিভির্গৃণন্তি জাতবেদসং জুহ্বং সহানাম্ ॥ ৫
সং যস্মিন্বিশ্বা বসূনি জগ্মুর্বাজে নাশ্বাঃ সপ্তীবন্ত এবৈঃ।
অস্মে ঊতীরিন্দ্রবাততমা অর্বাচীনা অগ্ন আ কৃণুষ্ব ॥ ৬
অধাহ্যগ্নে মহ্না নিষদ্যা সদ্যো জজ্ঞানো হব্যো বভূথ।
তং তে দেবাসো অনু কেতমায়ন্নধাবর্ধন্ত প্রথমাস ঊমাঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। এ সে অগ্নি যজ্ঞের সময় যাঁকে স্তব করে তাঁর আশ্রয় পাওয়া যায় এবং নিজ গৃহে অশেষ প্রকার শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি দীপ্তিবিশিষ্ট এবং সূর্যকিরণ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর আলোকে পরিচ্ছন্ন হয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। ২। যিনি দুর্ধর্ষ এবং যজ্ঞের অধিপতি এবং দীপ্তিশীল, তিনি উজ্জ্বলকিরণমণ্ডলের দ্বারা প্রদীপ্ত হচ্ছেন। যিনি নিজ মিত্রস্বরূপ যজমানদের প্রতি বন্ধুজনোচিত কার্য করবার জন্য উত্তম ঘোটকের ন্যায় অক্লিষ্ট ভাবে আসছেন। ৩। তিনি সর্বপ্রকার দেবারাধনার প্রভু, তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন, প্রাতকাল হতেই তাঁর প্রভুত্ব আরম্ভ হয়, যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি সে অগ্নিতে মনোমত হোমের দ্রব্য নিক্ষেপ করেন, তা হলেই তাঁর রথ বিপক্ষদের নিকট দুর্ধর্ষ হয়। ৪। সে অগ্নি নিজ বলে বলী হয়ে এবং স্তবসমূহ গ্রহণ করতে করতে দ্রুত গমনে দেবতাদের উদ্দেশে যাচ্ছেন। তিনি স্তব করেন, হোম করেন, দেবতাদের আহ্বান করেন, তিনিই প্রধান যজ্ঞকর্তা, তিনি দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের আনছেন। ৫। সে যে অগ্নি, যিনি ভোগ্যবস্তু দান করেন, ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পান, তোমরা তাঁকে নমস্কার ও স্তবের দ্বারা সংবর্ধনা কর। তিনি ধনের কর্তা, তিনি বিপক্ষপরাভবকারী দেবতাদের আহ্বান করেন, তাঁকে মেধাবী ব্যক্তিগণ স্তুতি বাক্যদ্বারা আপ্যায়িত করেন। ৬। দ্রুতগামী ঘোটকেরা যেমন যুদ্ধে যায় সেরূপ অশেষ ধন সে অগ্নির সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হে অগ্নি! তুমি ইন্দ্রের সাথে একত্র হয়ে আমাদের মঙ্গলের জন্য তোমার আশ্রয় প্রদান কর। ৭। হে অগ্নি! তুমি জন্মিবামাত্র মহত্ত্ব লাভ করলে এবং স্থান গ্রহণ করেই আহুতিযোগ্য হলে। অতএব তোমাকে দেখেই দেবতারা তোমার নিকটে এলেন; তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে সর্বাগ্রেই বর্ধিষ্ণু হলেন।

৭ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

স্বস্তি নো দিবো অগ্নে পৃথিব্যা বিশ্বায়ুর্ধেহি যজথায় দেব।
সচেমহি তব দস্ম প্রকেতৈরুরুষ্যা ণ উরুভির্দেব শংসৈঃ ॥ ১
ইমা অগ্নে মতয়স্তুভ্যং জাতা গোভিরশ্বৈরভি গৃণন্তি রাধঃ।
যদা তে মর্তো অনু ভোগমানড্বসো দধানো মতিভিঃ সুজাত ॥ ২

অগ্নিং মন্যে পিতরমগ্নিমাপিমগ্নিং ভ্রাতরং সদমিৎসখায়ম্ ।
অগ্নেরনীকং বৃহঃ সপর্যং দিবি শুক্রং যজতং সূর্যস্য ॥ ৩
সিধ্রা অগ্নে ধিয়ো অস্মে সনুত্রীর্যং ত্রায়সে দম আ নিত্যহোতা ।
ঋতাবা স রোহিদশ্বঃ পুরুক্ষুর্দ্যুভিরস্মা অহভির্বামমস্তু ॥ ৪
দ্যুভির্হিতং মিত্রমিব প্রয়োগং প্রত্নমৃত্বিজমধ্বরস্য জারম্ ।
বাহুভ্যামগ্নিমায়বোঽজনন্ত বিক্ষু হোতারং ন্যসাদয়ন্ত ॥ ৫
স্বয়ং যজস্ব দিবি দেব দেবান্ কিং তে পাকঃ কৃণবদপ্রচেতাঃ ।
যথায়জ ঋতুভির্দেব দেবানেবা যজস্ব তন্বং সুজাত ॥ ৬
ভবা নো অগ্নেঽবিতোত গোপা ভবা বয়স্কৃদুত নো বয়োধাঃ ।
রাস্বা চ নঃ সুমহো হব্যদাতিং ত্রাস্বোত নস্তন্বো অপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! আকাশ ও পৃথিবী হতে কল্যাণ আহরণপূর্বক আমাদের দাও। হে দেব ! আমাদের যজ্ঞের জন্য সর্বপ্রকার অন্ন আহরণ কর। হে সৌম্য-মূর্তি ! আমরা যেন তোমার জ্ঞানে জ্ঞানবান হই। হে দেব ! তোমাকে এত বৃহৎ বৃহৎ স্তব অর্পণ করছি, সে কারণে আমাদের রক্ষা কর। ২। হে অগ্নি ! তোমার জন্য এ সমস্ত স্তব প্রস্তুত হয়েছে, তুমি যে সকল গাভী ঘোটক ও ধন দিয়েছ, তারই জন্য তোমার গুণ কীর্তন করা হচ্ছে। হে সৌম্যমূর্তি ! হে ধন-স্বরূপ ! যখন মনুষ্য তোমার নিকট ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হয় তখন তার অনেক প্রকার স্তব এসে উপস্থিত হয়। ৩। অগ্নিকে আমি পিতা ও আত্মীয় জ্ঞান করি, অগ্নিই ভ্রাতা, অগ্নিই চিরকালের বন্ধু। যেমন আকাশস্থ শুভ্রবর্ণ সূর্যমণ্ডলকে লোকে আরাধনা করে সেরূপ আমি প্রকাণ্ড অগ্নির মূর্তিকেই সেবা করে থাকি। ৪। হে অগ্নি ! এ সকল স্তব সম্পন্ন হয়েছে, এ স্তব হতেই আমরা সকল বস্তু পেয়ে থাকি। আমি সে ব্যক্তি, যার ভবনে তুমি নিত্য নিত্য দেবতাদের আহ্বান কর এবং রক্ষা কর। সেই আমি যেন যজ্ঞবান হই, যেন লোহিতবর্ণ ঘোটক ও প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হই, যেন উজ্জ্বল আলোকসম্পন্ন দিনে তোমার উপর হোমের দ্রব্য অর্পণ করি। ৫। উজ্জ্বলমূর্তিধারী পুরুষেরা অগ্নিকে আধান করলেন, প্রাচীন বন্ধুর ন্যায় তাকে সন্তুষ্ট করা উচিত, তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞের সমাপনকর্তা। মনুষ্যবর্গ বাহুসঞ্চালনপূর্বক সে অগ্নিকে জন্ম দান করলেন। তিনি রূপধারী দেবতাদের আহ্বান করবেন বলে তাঁকে সংস্থাপন করা হল। ৬। হে দেব ! দিব্যলোকবাসী দেবতাদের তুমি নিজেই অর্চনা কর। অপরিণতমতি নির্বোধ মনুষ্য তোমার কি সাহায্য করবে। যেরূপ তুমি সময়ে সময়ে দেবতাদের অর্চনা কর সেরূপ হে সৌম্যমূর্তি ! তোমার নিজের উদ্দেশেও তুমি যজ্ঞ সম্পন্ন কর। ৭। হে অগ্নি ! আমাদের রক্ষাকর্তা হও, আমাদের গাভীগণের রক্ষাকর্তা হও, আমাদের অন্নের উৎপাদনকর্তা এবং অন্নের সঞ্চয়কর্তা হও। হে পূজনীয় ! হোম করবার সামগ্রী সমস্ত আমাদের দান কর, সাবধান হয়ে আমাদের দেহ রক্ষা কর।

৮ সূক্ত ॥ প্রথমে অগ্নি, পরে ইন্দ্র দেবতা। ত্রিশিরা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিরা রোদসী বৃষভো রোরবীতি ।
দিবশ্চিদন্তাঁ উপমাঁ উদানলপামুপস্থে মহিষো ববর্ধ ॥ ১
মুমোদ গর্ভো বৃষভঃ ককুদ্মানস্রেমা বৎসঃ শিমীবাঁ অরাবীৎ ।
স দেবতাত্যুদ্যতানি কৃণ্বন্ৎস্বেষু ক্ষয়েষু প্রথমো জিগাতি ॥ ২
আ যো মূর্ধানং পিত্রোররব্ধ ন্যধ্বরে দধিরে সূরো অর্ণঃ ।
অস্য পত্মন্নরুষীরশ্ববুধ্না ঋতস্য যোনৌ তন্বো জুষন্ত ॥ ৩

উষ উষো হি বসো অগ্রমেষি ত্বং যময়োরভবো বিভাবা।
ঋতায় সপ্ত দধিষে পদানি জনয়ন্মিত্রং তন্বে স্বায়ৈঃ ॥ ৪
ভুবশ্চক্ষুর্মহ ঋতস্য গোপা ভুবো বরুণো যদৃতায় বেষি।
ভুবো অপাং নপাজ্জাতবেদো ভুবো দূতো যস্য হব্যং জুজোষঃ ॥ ৫
ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতা যত্রা নিযুদ্ভিঃ সচসে শিবাভিঃ।
দিবি মূর্ধানং দধিষে স্বর্ষাং জিহ্বামগ্নে চকৃষে হব্যবাহম্ ॥ ৬
অস্য ত্রিতঃ ক্রতুনা বব্রে অন্তরিচ্ছন্ধীতিং পিতুরেবৈঃ পরস্য।
সচস্যমানঃ পিত্রোরুপস্থে জামি ব্রুবাণ আয়ুধানি বেতি ॥ ৭
স পিত্র্যাণ্যায়ুধানি বিদ্বানিন্দ্রেষিত আপ্ত্যো অভ্যযুধ্যৎ।
ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বান্ত্বাষ্ট্রস্য চিন্নিঃ সসৃজে ত্রিতো গাঃ ॥ ৮
ভূরীদিন্দ্র উদিনক্ষন্তমোজাহবাভিনৎ সৎপতির্মন্যমানম্।
ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্বিশ্বরূপস্য গোনামাচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক্ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। প্রকাণ্ড পতাকা নিয়ে অগ্নি যাচ্ছেন। বৃষের ন্যায় শব্দ করছেন, শব্দে দ্যুলোক ও ভূলোক শব্দায়মান। গগনের কি দূর, কি নিকট, সকল স্থান ব্যেপে ফেললেন। জলের ভাণ্ডারের নিকট অর্থাৎ আকাশে, তিনি প্রকাণ্ড মূর্তিতে অর্থাৎ বিদ্যুতের আকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। ২। অগ্নি অল্পবয়স্ক বৃষের ন্যায় আমোদ করলেন, দেখ তাঁর শিখাই তার ককুদ। বৎসটি দেখতে সুশ্রী, কত খেলা খেলছে, শব্দ করছে। দেবারাধনার কাজে কত উৎসাহ প্রদর্শন করছে এবং সর্বাগ্রে আপনা হতেই আপন স্থানে যাচ্ছে। ৩। দ্যুলোক ও ভূলোক অগ্নির পিতা মাতার তুল্য, তাদের মস্তকে ইনি আরোহণ অর্থাৎ শিখা বিস্তার করেন। এ বীরের অস্থিরমূর্তিকে যজ্ঞে আধান করা হল। ইনি যখন চললেন তখন যজ্ঞ স্থানের লোকেরা চতুর্দিক্‌ব্যাপী এর দীপ্তিবিশিষ্ট মূর্তিসমূহের নিকটবর্তী হল। ৪। হে ধন স্বরূপ! প্রতিদিন প্রভাতে তুমি অগ্রে এসে থাক। রাত্রি ও দিনের সন্ধিসময়ে তুমি দীপ্তিশালী হও। তুমি নিজ দেহ হতে সূর্যের ন্যায় তেজ উৎপাদন-পূর্বক যজ্ঞের জন্য সপ্তস্থানে উপবেশন কর। ৫। হে অগ্নি! তুমি মহত্ত্বযুক্ত যজ্ঞের চক্ষুস্বরূপ। যখন তুমি যজ্ঞের জন্য গমন কর সেকালে তুমি আবরণকারী রক্ষা-কর্তা হয়ে থাক। হে বুদ্ধিমান! তুমি জলের পৌত্র (১)। যার আহুতি গ্রহণ কর, তুমি তার দূত হয়ে থাক। ৬। হে অগ্নি! তুমি যে আকাশে নিযুৎ নামক ঘোটকের সাথে বায়ুর সঙ্গে মিলিত হও, সেখানে তুমি যজ্ঞের নির্বাহকর্তা এবং জলের প্রেরণকর্তা হয়ে থাক। তুমি আকাশের দিকে তোমার মস্তক উত্তোলন কর। হে অগ্নি! সর্ববস্তু প্রদানকারিণী শিখাস্বরূপ তোমার জিহ্বার উপর তুমি হোমের দ্রব্য বহন কর। ৭। ত্রিত যজ্ঞ করে এ প্রার্থনা করলেন, তাঁর ইচ্ছা যে, যজ্ঞের মধ্যে পিতার ধ্যান করে নানা বিপদে রক্ষা পান। তিনি প্রার্থনার অনুরোধে পিতামাতার নিকটে উপযুক্ত বাক্য বলতে বলতে যুদ্ধের অস্ত্র নিতে গেলেন। ৮। আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হয়ে নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করলেন। সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে (২) বধ করলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ করলেন। ৯। শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্বব্যাপিতেজো-বিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করলেন। তিনি গাভীদের আহ্বান করতে করতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করলেন (৩)।

টীকা : ১। জলের পুত্র মেঘ, মেঘের পুত্র বিদ্যুৎ অর্থাৎ অগ্নি। সায়ণ।
২। "The three-headed seven-rayed (monster):"...Muir's Sanskrit Texts,

vol. V (1884), p.230. ৩। ইন্দ্রের ও ত্রিতের ত্বষ্টার সাথে বৈরভাব ছিল এবং ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করেন এরূপ একটি বৈদিক আখ্যান আছে, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

৯ সূক্ত ।। জল দেবতা। সিন্ধুদ্বীপ ঋষি অথবা ত্রিশিরা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্ধ্বে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১
যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়েতেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ২
তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩
শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ ৪
ঈশানা বার্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাম্। আপো যাচামি ভেষজম্ ॥ ৫
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবম্ ॥ ৬
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৭
ইদমাপঃ প্র বহত যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্ ॥ ৮
আপো অদ্যান্ব চারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে জল! তুমি সুখের আধারস্বরূপ। তুমি অন্ন সঞ্চয় করে দাও। তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টি দান কর। ২। হে জলগণ! তোমরা স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তোমাদের যে রস অতি সুখকর, আমাদের তার ভাগী কর। ৩। হে জলগণ! যে পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমরা প্রস্তুত আছ, সে পাপক্ষয় কামনায় আমরা তোমাদের মস্তকে নিক্ষেপ করি। তোমরা আমাদের বংশ বৃদ্ধি কর। ৪। জলস্বরূপ দেবতাগণ আমাদের যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান করুন, পানের উপযোগী হোন, মঙ্গল বিধান ও অমঙ্গল নিবারণ করুন, আমাদের মস্তকে ক্ষরিত হোন। ৫। অভিলষিত বস্তুর অধীশ্বর জলেরাই আছেন, মনুষ্যদের তাঁরাই বাস করিয়ে থাকেন, সেই জলদিগকে আমি ঔষধের জন্য প্রার্থনা করি। ৬। সোম আমাকে বলেছেন যে জলের মধ্যে সকল ঔষধ আছে এবং জগতের সুখকর অগ্নিও আছেন। ৭। হে জলগণ! আমার দেহরক্ষাকারী ঔষধ পরিপুষ্ট কর, যেন আমরা বহুকাল সূর্যকে দেখতে পাই (১)। ৮। হে জলগণ! যা কিছু দুষ্কৃত আমার আছে অথবা যে কোন হিংসার কার্য করেছি কিংবা অভিসম্পাত করেছি অথবা মিথ্যা কথা বলেছি, সে সমস্ত অপসারিত কর। ৯। আমি অদ্য জলে প্রবেশ করেছি, এর রস পেয়েছি। হে অগ্নি! জলবিশিষ্ট হয়ে তুমি এস। আমাকে তেজযুক্ত কর (২)।

টীকা ঃ ১। দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা। ২। ৬—৯ এই কয়েক ঋক্ প্রথম মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ২০ হতে ২৩ ঋকের সঙ্গে এক। ৩।

১০ সূক্ত ।। যম ও যমী দেবতা এবং তাঁরাই ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ও চিৎসখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরু চিদর্ণবং জগন্বান্।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ ॥ ১
ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎসলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরি খ্যন্ ॥ ২

উশন্তি ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিত্ত্যজসং মর্ত্যস্য।
নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্বমা বিবিশ্যাঃ ॥ ৩
ন যৎ পুরা চকৃমা কদ্ধ নূন-মৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম।
গন্ধর্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নো নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ ॥ ৪
গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী ক-র্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।
নকিরস্য প্র মিনন্তি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫
কো অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ক ইহ প্র বোচৎ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদু ব্রব আহনো বীচ্যা নৄন্ ॥ ৬
যমস্য মা যম্যং কাম আগন্ত্ সমানে যোনৌ সহশেয্যায়।
জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্বৃহেব রথ্যেব চক্রা ॥ ৭
ন তিষ্ঠন্তি ন নি মিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি।
অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্রা ॥ ৮
রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎ সূর্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধূ যমীর্যমস্য বিভৃয়াদজামি ॥ ৯
আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহু-মন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ ॥ ১০
কিং ভ্রাতাসদ্যদনাথং ভবাতি কিমু স্বসা যন্নিঋর্তির্নিগচ্ছাৎ।
কামমূতা বহ্বে তদ্রপামি তন্বা মে তন্বং সং পিপৃগ্ধি ॥ ১১
ন বা উ তে তন্বা তন্বং সং পপৃচ্যাং পাপমাহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ।
অন্যেন মৎ প্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ ॥ ১২
বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চাবিদাম।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্ ॥ ১৩
অন্যমূ ষু ত্বং যম্যন্য উ ত্বাং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাহধা কৃণুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাম্ ॥ ১৪

অনুবাদ : ১। [যমী ও যম যমজ ভ্রাতৃভগিনী, তন্মধ্যে যমী যমকে বলছেন]—বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন, যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মিবে। ২। [যমের উত্তর]—তোমার গর্ভসহচর তোমার সাথে এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করেন না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী অগম্যা। আর এস্থান নির্জন নহে, যেহেতু সে মহান অসুরের স্বর্গধারণকারী বীরপুত্রগণ পৃথিবীর সর্বভাগ দেখছেন (২)। ৩। [যমীর উক্তি]—যদিচ কেবল মনুষ্যের পক্ষে এপ্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হচ্ছে, তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর। তুমি পুত্রজন্মদাতা পতির ন্যায় আমার শরীরে প্রবেশ কর। ৪। [যমের উত্তর]—এ কার্য পূর্বে কখন আমরা করি নি। আমরা সত্যবাদী, কখন মিথ্যা বলি নি। গন্ধর্ব আমাদের পিতা, আর আপ্যা ঘোষা আমাদের উভয়ের মাতা (৩) ; সুতরাং আমাদের উভয়ের অতি নিকট সম্পর্ক। ৫। [যমীর উক্তি]—নির্মাণকর্তা ও প্রসবিতা ও বিশ্বরূপ দেবত্বষ্টা (৪), আমাদের গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রীপুরুষবৎ করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় অন্যথা করতে কারও সাধ্য নেই। আমাদের এ সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জানেন। ৬। [যমের উক্তি]—এই প্রথম দিন কে

জানে? কে বা দেখেছে? কেই বা প্রকাশ করেছে? মিত্র ও বরুণের আবাস-ভূত এ বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড। অতএব হে আহন (৫)! তুমি নরদের এর কি বল? ৭। [যমীর উক্তি]—তুমি যম, আমি যমী, তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও, এস একস্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত্নী যেমন পতির নিকট তদ্রূপ আমি তোমার নিকট নিজ দেহ সমর্পণ করে দিই। রথ ধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় এস আমরা এক কার্যে প্রবৃত্ত হই। ৮। [যমের উক্তি]—এ যে সকল দেবতাদের গুপ্তচর, এদের সর্বত্র গতিবিধি, এরা চক্ষুঃ নিমীলন করে না। হে ব্যথাদায়িনি (৬) যাও, শীঘ্র অন্যের নিকট গমন কর, রথধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় তার সাথে এক কার্য কর। ৯। [যমীর উক্তি]—কি দিবসে, কি রাত্রিতে, যজ্ঞের ভাগ যেন যমকে দান করা হয়, সূর্যের তেজ যেন পর পর আবির্ভূত হয়। দ্যুলোক ও ভূলোক স্ত্রীপুরুষবৎ সম্বন্ধ। যমী গিয়ে ভ্রাতা যমের আশ্রয় গ্রহণ করুক (৭)। ১০। [যমের উক্তি]—ভবিষ্যতে এমন যুগ হবে যখন ভ্রাতা ভগ্নীর সাথে সহবাস করবে। হে সুন্দরি! এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। তিনি যখন তোমাকে গ্রহণ করবেন তখন তাঁকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন কর। ১১। [যমীর উক্তি]—সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে থাকতেও ভগিনী অনাথা হয়? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগিনী সত্ত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয়? আমি অভিলাষে মূর্ছিতা হয়ে এত করে বলছি, তোমার শরীরে আমার শরীর মিলিয়ে দাও। ১২। [যমের উক্তি]—তোমার শরীরের সাথে আমার শরীর মিলাতে ইচ্ছা নেই। ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাকে পাপী বলে। আমি ভিন্ন অন্য পুরুষের সাথে সুখ-সম্ভোগের চেষ্টা দেখ। হে সুন্দরি! তোমার ভ্রাতার এরূপ অভিলাষ নেই। ১৩। [যমীর উক্তি]—হায়! যম! তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখছি! এ তোমার কি প্রকার মন, কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রজ্জু যেরূপ ঘোটককে বেষ্টন করে কিংবা যেরূপ লতা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, সেরূপ অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ তুমি আমার প্রতি বিমুখ। ১৪। [যমের উত্তর]—হে যমি! তুমিও অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বৃক্ষকে, তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তারই মন তুমি হরণ কর, সেও তোমার মন হরণ করুক। তারই সহবাসের ব্যবস্থা স্থির কর, তাতেই মঙ্গল হবে।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ। এতে ভগ্নী যমী ভ্রাতা যমকে আলিঙ্গন করবার অভিলাষ প্রকাশ করছেন, কিন্তু যম সে পাপকার্যে অসম্মতি প্রকাশ করছেন। যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি। রাত্রি দিবার পশ্চাতে আসে কিন্তু তাদের সঙ্গমন হয় না। এ প্রসিদ্ধ সূক্তের মৌলিক অর্থ আমি এরূপ বুঝেছি। ২। অসুরের বীর পুত্রগণ বোধহয় স্বর্গধারী দেবগণ। দশম মণ্ডলে 'অসুর শব্দ' উনিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যথা ঃ— ১০ সূক্তের ২ ঋকে স্বর্গদেব সম্বন্ধে, ১১ সূক্তের ৬ ঋকে পুরোহিত সম্বন্ধে, ৩১ সূক্তের ৬ ঋকে যজ্ঞ সম্বন্ধে, ৫৩ সূক্তের ৪ ঋকে বলবান শত্রু সম্বন্ধে, ৫৬ সূক্তের ৬ ঋকে সূর্য সম্বন্ধে, ৭৪ সূক্তের ২ ঋকে বলবান সম্বন্ধে, ৮২ সূক্তের ৫ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ৯২ সূক্তের ৬ ঋকে মেঘ সম্বন্ধে, ৯৩ সূক্তের ১৪ ঋকে রামরাজা সম্বন্ধে, ৯৬ সূক্তের ১১ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ৯৯ সূক্তের ১২ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ১২৪ সূক্তের ৩ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ১২৪ সূক্তের ৫ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ১৩২ সূক্তের ৪ ঋকে মিত্র সম্বন্ধে, ১৩৮ সূক্তের ৩ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৫১ সূক্তের ৩ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৫৭ সূক্তের ৪ ঋকে দেবশত্রু

সম্বন্ধে, ১৭০ সূক্তের ২ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৭৭ সূক্তের ১ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে। দশম মণ্ডলের শেষ ভাগের সূক্তগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং সে সূক্তগুলিতে 'অসুর' শব্দ অনেকটা পৌরাণিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ৩। সায়ণ গন্ধর্ব অর্থে বিবস্বান বা সূর্য এবং আপ্যা যোষা অর্থে সরণ্যু বা সূর্যপত্নী ঊষা করেছেন। আচার্য মক্ষমুলর এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। ৪। মূলে "জনিতা * * দেবঃ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ" আছে। সায়ণ "সবিতা" শব্দ বিশেষ্য করে জনিতা ও ত্বষ্টা ও বিশ্বরূপ শব্দকে তার বিশেষণ শব্দ করেছেন। কিন্তু ত্বষ্টাই বোধ হয় বিশেষ্য, সবিতা প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষণ। "The divine Twashtri, the creator, the vivifier the shaper of all forms."—Muir. ৫। এ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সায়ণ এ ষষ্ঠ ঋকটি যমীর উক্তি বলেছেন। সুতরাং আহনঃ যমের বিশেষণ করেছেন। মিউয়র এক ঋক যমের উক্তি করে আহনঃ অর্থে "Oh! Wanton woman!" করেছেন। আমরা সেই অর্থ গ্রহণ করেছি কেন না অষ্টম ঋকে "অহনঃ', শব্দ যমীর সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। ৬। এখানে অহনঃ শব্দ আছে। ৭। পণ্ডিতবর মিউয়র এ ঋক যমীর উক্তি করেছেন। আমরা তাই সঙ্গত বলে গ্রহণ করেছি।

১১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। হবির্ধান ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৃষা বৃষ্ণে দুদুহে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বো অদিতেরদাভ্যঃ।
বিশ্বং স বেদ বরুণো যথা ধিয়া স যজ্ঞিয়ো যজতু যজ্ঞিয়াঁ ঋতূন্ ॥ ১
রপদ্গন্ধর্বীরপ্যা চ যোষণা নদস্য নাদে পরি পাতু মে মনঃ।
ইষ্টস্য মধ্যে অদিতির্নি ধাতু নো ভ্রাতা নো জ্যেষ্ঠঃ প্রথমো বি বোচতি ॥ ২
সো চিন্নু ভদ্রা ক্ষুমতী যশস্বত্যুষা উবাস মনবে স্বর্বতী।
যদীমুশন্তমুশতামনু ক্রতু-মগ্নিং হোতারং বিদথায় জীজনন্ ॥ ৩
অধ ত্যং দ্রপ্সং বিভ্বং বিচক্ষণং বিরাভরদিষিতঃ শ্যেনো অধ্বরে।
যদী বিশো বৃণতে দস্মমার্যা অগ্নিং হোতারমধ ধীরজায়ত ॥ ৪
সদাসি রণ্বো যবসেব পুষ্যতে হোত্রাভিরগ্নে মনুষঃ স্বধ্বরঃ।
বিপ্রস্য বা যচ্ছশমান উক্থ্যং বাজং সসবাঁ উপয়াসি ভূরিভিঃ ॥ ৫
উদরীয় পিতরা জার আ ভগমিয়ক্ষতি হর্যতো হৃত্ত ইষ্যতি।
বিবক্তি বহ্নিঃ স্বপস্যতে মখ-স্তবিষ্যতে অসুরো বেপতে মতী ॥ ৬
যস্তে অগ্নে সুমতিং মর্তো অক্ষৎ সহসঃ সূনো অতি স প্র শৃণ্বে।
ইষং দধানো বহমানো অশ্বৈ-রা স দ্যুমাঁ অমবান্ ভূষতি দ্যূন্ ॥ ৭
যদগ্ন এষা সমিতির্ভবাতি দেবী দেবেষু যজতা যজত্র।
রত্না চ যদ্বিভজাসি স্বধাবো ভাগং নো অত্র বসুমন্তং বীতাৎ ॥ ৮
শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুম্।
আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। সে মহত্ত্বযুক্ত দুর্ধর্ষ অগ্নি বৃষ্টিবর্ষণের মূলীভূত, তিনি উজ্জ্বল, আকাশ হতে আশ্চর্য দোহন প্রক্রিয়াদ্বারা জল দোহন করলেন। যেরূপ বরুণ তদ্রূপ তিনিও নিজ জ্ঞানে সর্বজ্ঞ হয়ে আছেন। তিনি যজ্ঞের মূল, প্রার্থনা করি যে, যজ্ঞের উপযুক্ত সর্বসময়েই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। ২। গন্ধর্বী ও অপ্যা যোষণা (১) স্তব করছেন। নদ যে স্তব করছে, তাতে আমার মন সংযুক্ত হোক। অদিতিদেবী আমাদের সকল অভিলষিত ফলের মধ্যে নিয়ে চলুন।

আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্বাগ্রে স্তব করছেন। ৩। যেই মাত্র গগনবিহারিণী শব্দায়মানা কল্যাণমূর্তি চিরপরিচিতা ঊষাদেবী মনুষ্যকে দেখা দিলেন তখনই যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে উৎপাদন করা হল ; যারা যজ্ঞের অভিলাষী, এ অগ্নি তাদের প্রতিই প্রীতিযুক্ত, ইনি দেবতাদের আহ্বান করেন। ৪। শ্যেনপক্ষী অগ্নিকর্তৃক প্রেরিত হয়ে যজ্ঞে সে দ্রবমূর্তি সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ সোমকে এনে দেন। যখন আর্য মনুষ্যগণ সৌম্যমূর্তি ও দেবতাদের আহ্বানকারী অগ্নিকে বেষ্টন করে অবস্থিত হন তখন স্তব উঠতে থাকে। ৫। হে অগ্নি ! যেরূপ ঘাস পশুর পক্ষে তদ্রূপ তুমি সর্বদাই আমাদের পক্ষে প্রিয়। মানুষ্যের আহুতি প্রাপ্ত হয়ে তুমি উত্তমরূপে যজ্ঞ সম্পন্ন কর। মেধাবী ব্যক্তির স্তুতিবাক্য গ্রহণপূর্বক এবং হোমের দ্রব্য প্রাপ্ত হয়ে তুমি বিস্তর দেবতা নিয়ে এস। ৬। হে অগ্নি ! তোমার শিখাকে তোমার মাতাপিতাস্বরূপ দ্যাবাপৃথিবীর দিকে প্রেরণ কর। যেরূপ জীর্ণকারী সূর্য আপনার আলোক, দ্যুলোক ও ভূলোকে ভাগ করে দেন। যজ্ঞাভিলাষী দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞকর্তা যজ্ঞ করতে উদ্যত, তিনি মনের সাথে ব্যগ্র হয়েছেন। অগ্নি স্তব স্ফূর্তি করে দিচ্ছেন। প্রধান পুরোহিত উত্তমরূপে কর্ম সম্পন্ন করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন এবং স্তব বর্ধিত করছেন। ব্রহ্মা নামক বুদ্ধিমান পুরোহিত মনে মনে আশংকা করছেন পাছে কোন দোষ ঘটে। ৭। হে বলের পুত্র অগ্নি ! যে ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে, তার যশ সর্বাতিশায়ী। সে অন্ন বিতরণ করে, ঘোটকগণ তাকে বহন করে, তার মূর্তি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ, সে দিন দিন অধিক সুখী হয়। ৮। হে পূজনীয় অগ্নি ! যখন আমরা এ সমস্ত পুঞ্জ পুঞ্জ স্তব দেবতাদের যজ্ঞ উদ্দেশে উচ্চারণ করি, সে সময় রমণীয় বস্তু সকল আমাদের দিও। হে যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণকারী। আমরা যেন এ হতে ধনের অংশ প্রাপ্ত হই। ৯। আমাদের গৃহে সর্বদেবতার উদ্দেশে এ যে যজ্ঞ হচ্ছে এতে, হে অগ্নি ! তুমি আমাদের কথা শোন। অমৃতক্ষরণ করে, এরূপ রথ যোজনা কর। দেবতাদের জনকজননী দ্যাবাপৃথিবীকে আমাদের নিকট নিয়ে এস, তুমি এই স্থানেই থাক। দেবতাদের নিকট হতে তুমি অপসৃত হয়ো না।

টীকা ঃ ১। অপ্যা ঘোষণা অর্থে ঊষা। পূর্বের সূক্তের ৪ ঋকের টীকা দেখুন। গন্ধর্ব অর্থে যদি সূর্য হয়, তবে গন্ধর্বী অর্থেও সূর্যপত্নী ঊষা।

১২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। হবির্ধান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দ্যাবা হ ক্ষামা প্রথমে ঋতেনাঽভিশ্রাবে ভবতঃ সত্যবাচা।
দেবো যন্মর্তান্ যজথায় কৃণ্বন্ত্ সীদদ্ধোতা প্রত্যঙ্ স্বমসুং যন্ ॥ ১
দেবো দেবান্ পরিভূর্ঋতেন বহা নো হব্যং প্রথমশ্চিকিত্বান্।
ধূমকেতুঃ সমিধা ভাঋজীকো মন্দ্রো হোতা নিত্যো বাচা যজীয়ান্ ॥ ২
স্বাবৃগ্দেবস্যামৃতং যদী গো-রতো জাতাসো ধারয়ন্ত উর্বী।
বিশ্বে দেবা অনু তত্তে যজুর্গু-র্দুহে যদেনী দিব্যং ঘৃতং বাঃ ॥ ৩
অর্চামি বাং বর্ধায়াপো ঘৃতস্নূ দ্যাবাভূমী শৃণুতং রোদসী মে।
অহা যদ্দ্যাবোঽসুনীতিময়ন্ মধ্বা নো অত্র পিতরা শিশীতাম্ ॥ ৪
কিং স্বিন্নো রাজা জগৃহে কদস্যাঽতি ব্রতং চকৃমা কো বি বেদা।
মিত্রশ্চিদ্ধি ষ্মা জুহুরাণো দেবাঞ্ছ্লোকো ন যাতামপি বাজো অস্তি ॥ ৫
দুর্মন্ত্বত্রামৃতস্য নাম সলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
যমস্য যো মনবতে সুমন্ত্বগ্নে তমৃষ্ব পাহ্যপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৬

যস্মিন্দেবা বিদথে মাদয়ন্তে বিবস্বতঃ সদনে ধারয়ন্তে।
সূর্যে জ্যোতিরদধুর্মাস্যক্তূন্ পরি দ্যোতনিং চরতো অজস্রা ॥ ৭
যস্মিন্দেবা মন্মনি সঞ্চরন্ত্যপীচ্যে ন বয়মস্য বিদ্ম।
মিত্রো নো অত্রাদিতিরনাগান্ত্ সবিতা বরুণায় বোচৎ ॥ ৮
শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুম্।
আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। দ্যুলোক ও ভূলোক এঁরা যজ্ঞের সময় সর্বপ্রথম অগ্নিকে আহ্বান করুন, তাঁদের সে আহ্বান সত্য হোক। তখন অগ্নি যজ্ঞের জন্য মনুষ্যদের প্রেরণ করে আপন শিখা ধারণপূর্বক দেবতাদের আহ্বানের জন্য উপবেশন করুন। ২। হে অগ্নি! তুমি নিজে দেব, অন্যান্য দেবতাদের নিকট গমনপূর্বক আমাদের যজ্ঞ ও হোমের দ্রব্য বহন করে নিয়ে যাও। তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি বিজ্ঞ, ধূমই তোমার পতাকা, তুমি প্রজ্বলিত হয়ে সরল শিখা ধারণ কর, তুমি হোতা ও নিত্য বাক্য-প্রয়োগসহকারে যজ্ঞ করতে তোমার তুল্য কেউ নেই। ৩। অগ্নিদেব আপনা হতে যে জল উপার্জন করেন, তাতে উদ্ভিজ্জগণ উৎপন্ন হয়ে পৃথিবীকে পালন করে। পরে সমস্ত দেবগণ তোমার সে জল বিতরণের বিষয় গান করেন। তোমার শুভ্রবর্ণ শিখা স্বর্গের ঘৃতস্বরূপ বৃষ্টিবারি দোহন করে। ৪। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞকার্য সম্পন্ন কর, হে দ্যাবাপৃথিবি! আমি তোমাদের স্তব করি। হে ঘৃততুল্য বৃষ্টি বর্ষণকারী! আমার স্তব শোন। যখন স্তবকর্তারা যজ্ঞের সময় স্তব করলেন, হে জনকজননী! তখন মধুতুল্য জল বর্ষণ করে আমাদের মালিন্য অপনয়ন কর। ৫। অগ্নি কি তবে আমাদের হোম গ্রহণ করেছেন? আমরা কি তাঁর উপযুক্ত পূজা করতে পেরেছি? কেই বা তা জানে? বন্ধুকে আহ্বান করলে তিনি যেমন আসেন, সেরূপ অগ্নি আসতে পারেন। আমাদের এ স্তুতিবাক্য দেবতাদের নিকট গমন করুক। আর যা কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে, তাও দেবতাদের নিকট গমন করুক। ৬। এক্ষণে অমৃতের আহুতি দুঃসাধ্য কারণ একবংশীয়া ও ভিন্ন রূপ-ধারিণী দেবতা আছেন। হে মহান অগ্নি! যে ব্যক্তি যমের প্রসন্নতা লাভ করেছে, সাবধানতাসহকারে তাকে রক্ষা কর (১)। ৭। সে অগ্নি উপস্থিত থাকলেই যজ্ঞে দেবতাদের আমোদ হয়, এ নিমিত্ত অগ্নিকে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির গৃহে স্থাপনা করা হয়। দেবতারা সূর্যের আলোক সঞ্চয় করে রেখেছেন এবং চন্দ্রেতে রাত্রি সমস্ত সঞ্চয় করে রেখেছেন। তারা নিরন্তর দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। ৮। যে নিগূঢ় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি উপস্থিত থাকলে দেবতারা নিজ কার্য সম্পাদন করেন, তাঁর বিষয় আমরা অবগত নই। এ যজ্ঞে মিত্র, অদিতি ও সবিতাদেব যেন আমাদের বরুণদেবের নিকট নিরপরাধী বলে জানিয়ে দেন। ৯। আমাদের গৃহে সর্বদেবতার উদ্দেশে এ যে যজ্ঞ হচ্ছে, এতে হে অগ্নি! তুমি আমাদের কথা শোন। অমৃত ক্ষরণ করে এরূপ রথ যোজনা কর। দেবতাদের জনকজননী দ্যাবাপৃথিবীকে আমাদের নিকট নিয়ে এস। তুমি এ স্থানেই থাক দেবতাদের নিকট হতে অপসৃত হয়ো না (২)।

টীকা ঃ ১। সায়ণ এ ঋক ব্যাখ্যা করেননি, এর অর্থ পরিষ্কার নয়। ২। পূর্বের সূক্তের শেষ ঋকের সাথে এ ঋক একই।

১৩ সূক্ত ॥ হবির্ধান নামক শকটদ্বয় এর দেবতা। অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়। বিবস্বত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি-র্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ১

যমে ইব যতমানে যদৈতং প্র বাং ভরন্ মানুষা দেবয়ন্তঃ।
আ সীদতং স্বমু লোকং বিদানে স্বাসস্থে ভবতমিন্দবে নঃ ॥ ২
পঞ্চ পদানি রূপো অন্বরোহং চতুষ্পদীমন্বেমি ব্রতেন।
অক্ষরেণ প্রতি মিম এতা-মৃতস্য নাভাবধি সং পুনামি ॥ ৩
দেবেভ্যঃ কমবৃণীত মৃত্যুং প্রজায়ৈ কমমৃতং নাবৃণীত।
বৃহস্পতিং যজ্ঞমকৃণ্বত ঋষিং প্রিয়াং যমস্তন্বং প্রারিরেচীৎ ॥ ৪
সপ্ত ক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে পিত্রে পুত্রাসো অপ্যবীবতন্নৃতম্।
উভে ইদস্যোভয়স্য রাজত উভে যতেতে উভয়স্য পুষ্যতঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে শকটদ্বয়! আমি প্রাচীনমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমের দ্রব্য আরোপণ করে তোমাদের যোজনা করছি। আমার স্তুতিবাক্য পণ্ডিত ব্যক্তির আহুতির ন্যায় দেবতাদের নিকট গমন করুক। যেন যে সকল অমৃতের পুত্র অর্থাৎ দেবগণ দিব্যধামে অধিষ্ঠান করছেন, তাঁরা সকলে শুনুন। ২। যেকালে তোমরা যমক সন্তানের ন্যায় গমন কর তখন দেবপূজাকারী মনুষ্যগণ তোমাদের উপর হোমের দ্রব্য পরিপূর্ণ করে আরোপণ করে। তোমরা নিজ স্থানে গিয়ে অবস্থিতি কর। আমাদের সোমের জন্য উত্তম স্থান গ্রহণ কর। ৩। যজ্ঞের যে পঞ্চ উপকরণ আছে, (অর্থাৎ ধান্য, সোম, পশু, পুরোডাশ ও ঘৃত) তা আমি যথাযোগ্যরূপে বিনিয়োগ করছি। যথা নিয়মে চার প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করছি। ওঙকার উচ্চারণ পূর্বক উপস্থিত কার্য সম্পন্ন করছি। যজ্ঞের নাভি স্বরূপ যে বেদী, সেখানে আমি শোধন কার্য সমাধা করছি। ৪। দেবগণের মধ্যে কাকে মৃত্যুসদনে পাঠান যায়? প্রজাদের মধ্যে কাকে অমৃতের ন্যায় করা যায়? যজ্ঞকর্তারা মন্ত্রপূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাতে যম আমাদের প্রিয় এ শরীর পরিহার করেন অর্থাৎ ধ্বংস করেন না। ৫। স্তোতৃবর্গ পরিবেষ্টিত সোমদেবের উদ্দেশে সপ্তছন্দ উচ্চারিত হচ্ছে। সোম পিতাস্বরূপ, তাঁর পুত্রস্বরূপ পুরোহিতগণও স্তব আরম্ভ করেছেন, দু-খানি শকট দেবতা ও মনুষ্যদের জন্য দীপ্তি পাচ্ছে, দু-খানি শকটই কার্য করছে এবং দেবতা ও মনুষ্যদের পুষ্টি সাধন করছে।

১৪ সূক্ত ॥ পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি দেবতা। যম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী ছন্দ।

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ॥ ১
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ু-রেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ২
মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভি-র্বৃহস্পতিঋক্কিভির্বাবৃধানঃ।
যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবান্ত্স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদন্তি ॥ ৩
ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহন্ত্বেনা রাজন্ হবিষা মাদয়স্ব ॥ ৪
অঙ্গিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভি-র্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।
বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তেহস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্য ॥ ৫
অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানা-মপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৬
প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভি-র্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্ ॥ ৭

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনে-ষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্ ।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ৮
অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্ ।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯
অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা ।
অথা পিতৄন্ত্সুবিদত্রাঁ উপেহি যমেন যে সধমাদং মদন্তি ॥ ১০
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ ।
তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্ত্স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১
উরূণসাবসুতৃপা উদুম্বলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু ।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্যায় পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রম্ ॥ ১২
যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ ।
যমং হ যজ্ঞো গচ্ছ-ত্যগ্নিদূতো অরঙ্কৃতঃ ॥ ১৩
যমায় ঘৃতবদ্ধবি-র্জুহোত প্র চ তিষ্ঠত ।
স নো দেবেষ্বা যমদ্ দীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪
যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন ।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ১৫
ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষলুর্বীরেকমিদ্বৃহৎ ।
ত্রিষ্টুব্ গায়ত্রী ছন্দাংসি সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অন্তঃকরণ। তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়ে সেবা কর। তিনি সৎকর্মান্বিত ব্যক্তিদের সুখের দেশে নিয়ে যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করে দেন তাঁর নিকটই সকল লোকে গমন করে (১)। ২। আমরা কোন পথে যাব, তা যমই প্রথমে দেখিয়ে দেন। সে পথ আর বিনষ্ট হবে না। যে পথে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা গিয়েছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সে পথে যাবেন। ৩। মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নামক পিতৃলোকদের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, যম অঙ্গিরাদের সাহায্যে বর্ধিত হন। যারা দেবতাদের সম্বর্ধনা করে এবং যাদের দেবতারা সম্বর্ধনা করেন, সকলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, কেউ স্বাহাদ্বারা আনন্দিত হন, কেউ বা স্বধাদ্বারা। ৪। হে যম! এ আরব্ধ যজ্ঞে এসে উপবেশন কর, তুমি এ যজ্ঞ জান, তোমার সঙ্গে অঙ্গিরানামক পিতৃলোকদের নিয়ে এস। তোমার উদ্দেশে কবিদের মুখোচ্চারিতে মন্ত্র সকল চলতে থাকুক। হে রাজন! এ হোমের দ্রব্য গ্রহণপূর্বক আমোদ কর। ৫। হে যম! নানা মূর্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকদের সঙ্গে এস, এ স্থানে আমোদ কর। তোমার যে পিতা বিবস্বৎ তাঁকে আহ্বান করছি। এ যজ্ঞে কুশের উপর এসে উপবেশন কর। ৬। অঙ্গিরা নামক অথর্বন নামক এবং ভৃগু নামক, আমাদের পিতৃলোকগণ এ মাত্র এসেছেন, তাঁরা সোমরস পাবার অধিকারী, সে যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকগণ যেন আমাদের শুভানুধ্যান করেন, যেন আমরা তাদের প্রসন্নতা লাভ করে কল্যাণভাগী হই (২)। ৭। [যজ্ঞকর্তাব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে সম্বোধন করে এ উক্তি]—আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে পথ দিয়ে, যে স্থানে গিয়েছেন, তুমিও সে পথ দিয়ে সে স্থানে যাও। সে যে দুই রাজা যম আর বরুণ, যাঁরা স্বধা প্রাপ্ত হয়ে আমোদ করছেন, তাঁদের গিয়ে দর্শন কর। ৮। সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সঙ্গে ও তোমার ধর্মানুষ্ঠানের ফলের সাথে মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগপূর্বক অস্ত নামক গৃহে

প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর। ৯। [শ্মশানে দাহ কালে উক্তি]—হে ভূতপ্রেতগণ ! দূর হও, চলে যাও সরে যাও, সরে যাও, পিতৃলোকেরা তাঁর জন্য এ স্থান প্রস্তুত করেছেন। এ স্থান দিবাদ্বারা, জলদ্বারা ও আলোকদ্বারা শোভিত, যম এ স্থান মৃতব্যক্তিকে দিয়ে থাকেন। ১০। [যমদ্বারবর্তী দুই কুক্কুরের বিষয়ে উক্তি]—হে মৃত ! এ যে দুই কুক্কুর, যাদের চার চার চক্ষু ও বর্ণ বিচিত্র এদের নিকট দিয়ে শীঘ্র চলে যাও। তারপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সাথে সর্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়ে তাদের নিকট গমন কর (৩)। ১১। হে যম ! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে যাদের চার চার চক্ষু, যারা পথ রক্ষা করে এবং যাদের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হতে হয় তাদের কোপ হতে এ মৃতব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজন ! একে কল্যাণ-ভাগী ও নিরোগী কর। ১২। সেই যে দুই যমদূত যাদের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা, যারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে থাকে, তারা যেন আমাদের অদ্য এ স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে, যেন আমরা সূর্যের দর্শন পাই। ১৩। যমের জন্য সোম প্রস্তুত কর, যমের জন্য হোমের দ্রব্য হোম কর। এ যে যজ্ঞ, অগ্নি যার দূত এবং যাকে নানা সজ্জায় সুশোভিত করা হয়েছে, এ যজ্ঞ যমের দিকেই গিয়ে থাকে। ১৪। যমের সেবা কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্যে তাঁর জন্য হোম কর। দেবতাদের মধ্যে যম যেন বহুকাল বেঁচে থাকবার জন্য আমাদের দীর্ঘ, পরমায়ু প্রদান করেন। ১৫। যমরাজার উদ্দেশে অতি মিষ্ট হোমের দ্রব্য হোম কর। যে সকল পূর্বকালের ঋষি আমাদের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করে ধর্মের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তাদের নমস্কার করি। ১৬। যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পেয়ে থাকেন, তিনি ছয় স্থানে এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দই যমের প্রতি প্রয়োগ করা হয়।

টীকা ঃ ১। পরকালের সুখ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা স্থানে স্থানে উল্লেখ পেয়েছি, নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে একটি বর্ণনাও পেয়েছি। এ সূক্তেও সেই পরকালিক সুখের বর্ণনা আছে, সে সুখবিধানকর্তা যমের কথা আছে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উচ্চার্য মন্ত্রগুলিও আছে। ঋগ্বেদের যম পৌরাণিক যম নয়, ঋগ্বেদের যম পুণ্যকর্মের পুরস্কারবিধাতা। ২। ৩ হতে ৬ ঋক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষ-গণ দেবগণের সঙ্গে স্বর্গবাস করেন এবং দেবগণের সঙ্গে যজ্ঞের ভাগী এরূপ বিশ্বাস ঋগ্বেদ রচনাকালে প্রচলিত ছিল। ৩। ৭ হতে ১০ ঋকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, যে ঋগ্বেদের যম পরকালের সুখের বিধাতা। তথাপি যমের কুক্কুর মনুষ্যের ভয়ের পদার্থ তা ১০ হতে ১২ ঋকে প্রকাশ।

১৫ সূক্ত ॥ পিতৃলোক দেবতা (১)। শঙ্খ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

উদীরতামবর উৎ পরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞা-স্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১
ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্তদ্য যে পূর্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু ॥ ২
আহং পিতৃন্ত্‌ সুবিদত্রাঁ অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ।
বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৩
বর্হিষদঃ পিতর উত্যর্বা-গিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বম্।
ত আ গতাবসা শন্তমেনাঽথা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ৪

উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু।
ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ ॥ ৫
আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেমং যজ্ঞমভি গৃণীত বিশ্বে।
মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ৬
আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাশুষে মর্ত্যায়।
পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্য বস্বঃ প্র যচ্ছত ত ইহোর্জং দধাত ॥ ৭
যে নঃ পূর্বে পিতরঃ সোম্যাসোঽনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ।
তেভির্যমঃ সংররাণো হবীংষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু ॥ ৮
যে তাতৃষুর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ।
আগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্বাঙ্ সত্যৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ৯
যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ।
আগ্নে যাহি সহস্রং দেববন্দৈঃ পরৈঃ পূর্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ১০
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃ সদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ।
অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ববীরং দধাতন ॥ ১১
ত্বমগ্ন ঈলিতো জাতবেদোঽবাড্ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বী।
প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি ॥ ১২
যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যাংশ্চ বিদ্ম যাঁ উ চ ন প্রবিদ্ম।
ত্বং বেত্থ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্যজ্ঞং সুকৃতং জুষস্ব ॥ ১৩
যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে।
তেভিঃ স্বরালসুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ　১। অধম, উত্তম ও মধ্যম তিন শ্রেণীর পিতৃলোকগণ আমাদের প্রতি অনুগ্রহযুক্ত হয়ে হোমের দ্রব্য গ্রহণ করুন। যারা হিংসাধর্মবিহীন হয়ে আমাদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের প্রাণরক্ষা করতে এসেছেন তাঁরা যজ্ঞের সময় আমাদের রক্ষা করুন। ২। যে সকল পিতৃলোক অগ্রে কিংবা পশ্চাৎগত হয়েছেন, যাঁরা পৃথিবীলোকে আছেন অথবা যাঁরা ভাগ্যবানলোকদের মধ্যে আছেন, তাঁদের সকলকে অদ্য এ নমস্কার করলাম। ৩। পিতৃলোকগণ বিলক্ষণ পরিচিত, আমি তাদের পেয়েছি, এ যজ্ঞের সুসম্পাদনের উপায়ও আমি পেয়েছি। যে সকল পিতৃলোক কুশে উপবেশন করে হব্যের সাথে সোমরস গ্রহণ করেন, তাঁরা সকলে এসেছেন। ৪। হে কুশে উপবেশনকারী পিতৃলোকগণ! এক্ষণে আমাদের আশ্রয় দাও। তোমাদের জন্য এ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করেছি, ভোগ কর। এক্ষণে এস, আমাদের রক্ষা কর ও আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বিধান কর। আমাদের কল্যাণভাগী, অকল্যাণবর্জিত ও পাপরহিত কর। ৫। কুশের উপর এ সমস্ত মনোহর দ্রব্য সংস্থাপন করা হয়েছে, পিতৃলোকগণ সোমরস গ্রহণের জন্য এবং ঐ সকল দ্রব্য ভোগ করবার জন্য আহূত হয়েছেন। তাঁরা আগমন করুন, আমাদের মন্ত্রপাঠ শুনুন, আহ্লাদ প্রকাশ করুন এবং আমাদের রক্ষা করুন। ৬। হে পিতৃগণ! তোমরা দক্ষিণ দিকে ভূমিনিহতজানু হয়ে উপবেশনপূর্বক এ যজ্ঞকে প্রশংসা কর। আমরা মনুষ্য, সুতরাং কোন কিছু অপরাধ করা আমাদের সম্ভব, কিন্তু সে নিমিত্ত যেন আমাদের হিংসা করো না। ৭। এ সকল লোহিতবর্ণ অগ্নিশিখার নিকটে বসে দাতালোককে ধন দান কর। হে পিতৃগণ! তার পুত্রদের ধন দান কর, তাদের এ যজ্ঞে উৎসাহযুক্ত কর। ৮। সোমপানকারী পূর্বতন পিতৃলোক বসিষ্ঠগণ যথানিয়মে সোমযজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁরাও হোমের দ্রব্য

কামনা করেন, যমও কামনা করেন, যম তাঁদের সাথে একত্রে সুখী হয়ে যথা ইচ্ছা এ সকল হোমের দ্রব্য ভোজন করুন। ৯। হে অগ্নি! যে সকল পিতৃলোক হোম করতে জানতেন এবং বিবিধ ঋক রচনাপূর্বক স্তব প্রস্তুত করতেন, সুতরাং যাঁরা নিজ সৎকর্মপ্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, যদি তাঁরা ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হয়ে থাকেন, তাঁদের নিয়ে আমাদের নিকট এস, তাঁরা বিশেষ পরিচিত, তাঁরা যজ্ঞে উপবেশন করেন, তাঁরাই পিতৃলোক, তাঁদের জন্য এ সকল উৎকৃষ্ট কব্য অর্থাৎ দ্রব্য রয়েছে। ১০। যে সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেবতাদের সঙ্গে একত্র হয়ে হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আরোহণ করেন; হে অগ্নি! সে সমস্ত দেবারাধনাকারী যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদের সাথে এস (২)। ১১। হে অগ্নিস্বত্ত পিতৃগণ! তোমরা উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছ, এ স্থানে এস, এক এক আসনে প্রত্যেকে উপবেশন কর। এস্থানে কুশের উপর হোমের দ্রব্য সমস্ত প্রসারিত আছে, তা গ্রহণ করে আমাদের ধন দাও এবং পুত্রপৌত্রাদি দাও। ১২। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা: তোমাকে স্তব করা হয়েছে, তুমি হোমের দ্রব্য সমস্ত সুগন্ধযুক্ত করে দেবতাদের নিকট বহন করেছ। তুমি পিতৃলোকদের তা দিয়েছ। তাঁরা 'স্বধা' স্বধা' এক শব্দ উচ্চারণপূর্বক ভোজন করুন। হে দেব! এ সমস্ত প্রসারিত হোমের দ্রব্য তুমি ভোজন কর। ১৩। এ স্থানে যে সকল পিতৃলোক এসেছেন, কিংবা যাঁরা আসেন নি, যাঁদের আমরা জানি, কিংবা যাঁদের আমরা না জানি, হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি জান, তাঁরা কে কে। হে পিতৃলোকগণ! 'স্বধা' এ শব্দ উচ্চারণপূর্বক এ সুসম্পন্ন যজ্ঞ ভোগ কর। ১৪। হে স্বপ্রকাশ অগ্নি! (৩) যে সকল পিতৃলোক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়েছেন, কিংবা যাঁরা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ (৪) হন নি, যাঁরা স্বর্গ মধ্যে স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হয়ে আমোদ করে থাকেন, তাঁদের হয়ে তুমি আমাদের এ সজীব দেহকে তোমার ও তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত কর।

টীকা ঃ ১। এ পিতৃলোক সম্বন্ধে সূক্তটি বিশেষ জ্ঞাতব্য। পুণ্যাত্মা পিতৃলোক দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বাস করেন, দেবগণের সঙ্গে যজ্ঞে আগমন করেন, মনুষ্যের হিত সাধন করেন, ইত্যাদি বিশ্বাস এ সূক্তে লক্ষিত হয়। ২। পূর্বপুরুষগণ পুণ্যবলে স্বর্গধামে গিয়ে দেবগণের সাথে একরথে আরোহণ করেন, অর্থাৎ দেবদিগের তুল্য পদ লাভ করেন। ৩। মূলে 'স্বরাট' শব্দ আছে। অর্থ 'স্বপ্রকাশ অগ্নি।' কিন্তু শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতার টীকাকার (শু. যজু, ১৯।৬০) এর অর্থ যম করেছেন এবং পণ্ডিতবর রোথও সে অর্থ গ্রহণ করেছেন। ৪। অগ্নিদাহ প্রথা কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তা এতদ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। ১১ ঋকে যে 'অগ্নি সত্ব' শব্দ আছে সায়ণ তার অর্থও অগ্নিদগ্ধ করেছেন।

১৬ সূক্ত (১) ॥ অগ্নি দেবতা। দমন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম্।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোহথেমেনং প্র হিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ ॥ ১
শৃতং যদা করসি জাতবেদোহথেমেনং পরি দত্তাৎ পিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতা-মথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥ ২
সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিত-মোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৩
অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদ-স্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্ ॥ ৪

অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ।
আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥ ৫
যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥ ৬
অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ।
নেত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্বিধক্ষ্যন্ পর্যঙ্খয়াতে ॥ ৭
ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাম্।
এষ যশ্চমসো দেবপান-স্তস্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ন্তে ॥ ৮
ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ৯
যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎ প্রবিবেশ বো গৃহ-মিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসম্।
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং স ঘর্মমিন্বাৎ পরমে সধস্থে ॥ ১০
যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৄন্ যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ॥ ১১
উশন্তস্ত্বা নি ধীম-হ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে ॥ ১২
যং ত্বমগ্নে সমদহ-স্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
কিয়াংম্বত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল্কশা ॥ ১৩
শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মণ্ডূক্যা সু সং গম ইমং স্বগ্নিং হর্ষয় ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! এ মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করো না (২), একে ক্লেশ দিও না, এর চর্ম বা এর শরীর ছিন্ন ভিন্ন করো না। হে জাতবেদা! যখন এর শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয় তখনই এঁকে পিতৃলোকদের নিকট পাঠিয়ে দাও। ২। হে অগ্নি! যখন এর শরীর উত্তমরূপে পক্ক করবে, তখনই পিতৃলোকদের নিকট এঁকে দেবে। যখন ইনি পুনর্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হবেন, তখন দেবতাদের বশতাপন্ন হবেন। ৩। হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে গেলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে গিয়ে অবস্থিতি করুক। ৪। এ মৃতব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সে অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার শিখা, সে অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্তি আছে, তাদের দ্বারা এ মৃতব্যক্তিকে পুণ্যবান লোকদের ভুবনে বহন করে নিয়ে যাও (৩)। ৫। হে অগ্নি! যে তোমার আহুতিস্বরূপ হয়ে যজ্ঞের দ্রব্য ভোজন করে আসছে, সে মৃতকে পিতৃলোকদের নিকট প্রেরণ কর। এর যা অবশিষ্ট আছে, তা জীবনপ্রাপ্ত হয়ে উত্থিত হোক। হে জাতবেদা! সে পুনর্বার শরীর লাভ করুক। ৬। হে মৃত! কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী অর্থাৎ কাক, তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা দিয়েছে কিংবা পিপীলিকা বা সর্প বা হিংস্র জন্তু যে অংশে ব্যথা দিয়েছে, এ সর্বভক্ষণকারী অগ্নি তা নীরোগ করুন, আর সোম, যিনি স্তোতাদের শরীরে প্রবেশ করেছেন, তিনিও তা নীরোগ করুন। ৭। হে মৃত! তুমি গোচর্মের সাথে অগ্নি শিখা-স্বরূপ কবচ ধারণ কর, তোমার প্রচুর মেদের দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত হও, তা হলে এ

যে দুর্ধর্ষ অগ্নি, যিনি বলপূর্বক ও অহংকারের সাথে তোমাকে দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন, তিনি একেবারে তোমার সর্বাংশে ব্যাপ্ত হতে পারবেন না। ৮। হে অগ্নি! এ চমসকে বিচলিত করো না, এ সোমপানকারী দেবতাদের প্রীতি উৎপাদন করে। এ যে দেবতাদের পান করবার জন্য চমস রয়েছে এ দর্শন করে মৃত্যুরহিত দেবতাগণ আহ্লাদিত হন। ৯। মাংস ভোজনকারী এ অগ্নিকে আমি দূরে অপসারিত করি। এ অশুদ্ধবস্তু বহন করছে, যম যাদের রাজা এ অগ্নি তাদের নিকট গমন করুক। আর এ স্থানেই আর এক অগ্নি রয়েছেন, ইনিই বিবেচনাপূর্বক দেবতাদের নিকট হোমের দ্রব্য বহন করুন। ১০। এ যে মাংস ভোজনকারী অগ্নি অর্থাৎ চিতার অগ্নি, তোমাদের গৃহে প্রবেশ করেছে, তাকে আমি অপসারিত করি। আর এ দ্বিতীয় জাতবেদা অগ্নিকে আমি পিতৃলোকের উদ্দেশে যজ্ঞ দেবার জন্য গ্রহণ করছি। ইনিই পরমধামে যজ্ঞ নিয়ে গমন করুন। ১১। যে অগ্নি শ্রাদ্ধের দ্রব্য বহন করেন এবং যজ্ঞের উন্নতি সাধন করেন, তিনি দেবতাদের এবং পিতৃলোকদের আরাধনা করেন, তিনি দেবতাদের ও পিতৃলোকদের নিকট হোমের দ্রব্য নিবেদন করে দেন। ১২। হে অগ্নি! যত্নপূর্বক তোমাকে সংস্থাপন করছি, যত্নপূর্বক তোমাদের প্রজ্বলিত করছি। যজ্ঞকামনাকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকদের নিকট তুমি যত্নপূর্বক হোমের দ্রব্য তাঁরা ভোজন করবেন বলে বহন কর। ১৩। হে অগ্নি! তুমি যাকে দাহ করলে, পুনর্বার তাকে নির্বাপিত কর। কিঞ্চিৎ জল এ স্থানে উপস্থিত হোক এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত পরিণত দূর্বা এ স্থানে উৎপন্ন হোক। ১৪। হে পৃথিবী! তুমি শীতল, তোমাতে অনেক শীতল উদ্ভিজ্জ আছে। তুমি আহ্লাদকারিণী তোমাতে অনেক আহ্লাদকারী উদ্ভিজ্জ আছে। ভেকী যাতে সন্তুষ্ট হয়, সে বৃষ্টি আন আর এ অগ্নিকে সন্তুষ্ট কর।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটিও অতিশয় জ্ঞাতব্য। মৃত্যুর পর পরলোকে গমনের কথা এতে আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এ সূক্তেরও কয়েকটি ঋক উচ্চার্য। ২। অগ্নিদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল তা এর দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। ৩। মৃত্যুর পর চক্ষু, নিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সূর্য বা বায়ু বা মৃত্তিকা বা জল বা উদ্ভিজ্জে যায় কিন্তু মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে গমন করে, এরূপ বিশ্বাস ৩ ও ৪ ঋক হতে প্রতীয়মান হয়।

১৭ সূক্ত ॥ সরণ্যু, পূষা, সরস্বতী, জল ও সোম দেবতা। দেবশ্রবা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতী-তীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥ ১
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসী-দজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ ॥ ২
পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বা-ননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।
স ত্বৈতেভ্যঃ পরি দদৎ পিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ ॥ ৩
আয়ুর্বিশ্বায়ুঃ পরি পাসতি ত্বা পূষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ।
যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযু-স্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু ॥ ৪
পূষেমা আশা অনু বেদ সর্বাঃ সো অস্মাঁ অভয়তমেন নেষৎ।
স্বস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ববীরোঽপ্রযুচ্ছন্ পুর এতু প্রজানন্ ॥ ৫
প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা প্রপথে দিবঃ প্রপথে পৃথিব্যাঃ।
উভে অভি প্রিয়তমে সধস্থে আ চ পরা চ চরতি প্রজানন্ ॥ ৬

সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীং সুকৃতো অহ্বয়ন্ত সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ ॥ ৭
সরস্বতি যা সরথং যযাথ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী।
আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়স্বানমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে ॥ ৮
সরস্বতীং যাং পিতরো হবন্তে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ।
সহস্রার্ঘমিলো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানেষু ধেহি ॥ ৯
আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু।
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী-রুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ॥ ১০
দ্রপ্সশ্চস্কন্দ প্রথমাঁ অনু দ্যূনিমং চ যোনিমনু যশ্চ পূর্বঃ।
সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্সং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ ॥ ১১
যস্তে দ্রপ্সঃ স্কন্দতি যস্তে অংশু র্বাহুচ্যুতো ধিষণায়া উপস্থাৎ।
অধ্বর্যোর্বা পরি বা যঃ পবিত্রাত্তং তে জুহোমি মনসা বষট্কৃতম্ ॥ ১২
যস্তে দ্রপ্সঃ স্কন্নো যস্তে অংশু-রবশ্চ যঃ পরঃ স্রুচা।
অয়ং দেবো বৃহস্পতিঃ সং তং সিঞ্চতু রাধসে ॥ ১৩
পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বন্মামকং বচঃ।
অপাং পয়স্বদিৎ পয়-স্তেন মা সহ শুন্ধত ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ। ১। ত্বষ্টানামক দেব আপন কন্যা সরণ্যুর বিবাহ দিচ্ছেন, এ উপলক্ষে বিশ্বসংসার এসে উপস্থিত হল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হলেন তখন মহান বিবস্বানের জায়া অদর্শন হলেন। ২। সে মৃত্যুরহিত সরণ্যকে মনুষ্যদের নিকট গোপন করা হল, আর তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করে বিবস্বানকে দেওয়া হল, তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করলেন এবং সরণ্য যমজ দুটি সন্তানকে ত্যাগ করলেন (১)। ৩। পূষাদেব যিনি জ্ঞানী, যার পশু নষ্ট হয় না, যিনি ভুবনে রক্ষাকর্তা, তিনি তোমাকে এ স্থান হতে উত্তম স্থানে নিয়ে যান। সেই যে অগ্নি, তিনি তোমাকে ধন দানকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকদের নিকট নিয়ে সমর্পণ করুন। ৪। বিশ্ব-সংসারের যিনি জীবনস্বরূপ, সে পূষাদেব তোমার জীবন রক্ষা করুন। তিনি তোমার যাবার পথের অগ্রভাগে আছেন, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন, যে স্থানে পুণ্যবানেরা আছেন, যে স্থানে তাঁরা গিয়েছেন, সে দেব সবিতা তোমাকে সে স্থানে রেখে দিন। ৫। পূষাদেব এ সমস্ত দিকই জানেন, তিনি যেন আমাদের সে পথ দিয়ে নিয়ে যান, যে পথে কিছু ভয় নেই। তিনি কল্যাণ দান করেন, তাঁর মূর্তি আলোক বেষ্টিত, তাঁর সঙ্গে সকল বীরপুরুষ উপস্থিত আছে। তিনি আমাদের জানেন, তিনি সাবধান হয়ে আমাদের সম্মুখে আসুন। ৬। সে পূষা সকল পথের শ্রেষ্ঠপথে দর্শন দিলেন, তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন। তাঁর যে দুই প্রেয়সী অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী আছে যারা একসঙ্গে থাকে, তিনি বিশেষ বুঝে তাদের উভয়েরই মনোরঞ্জন করেন। ৭। যারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তারা সরস্বতীকে আবাধনার জন্য আহবান করছে, যখন দেবতার যজ্ঞ বিস্তারিতরূপে আরম্ভ হল, তখন সুকৃতি লোকে সরস্বতীকে আহবান করল। সে সরস্বতী যেন দাতাব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণ করেন। ৮। হে সরস্বতি! তুমি পিতৃলোকদের সাথে একরথে গমন কর, তুমি তাঁদের সঙ্গে আমোদসহকারে যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত ভোগ কর। এস, এ যজ্ঞে আহ্লাদ কর, আমাদের আরোগ্য ও অন্ন দান কর। ৯। হে সরস্বতি! পিতৃলোকগণ দক্ষিণ পার্শ্বে এসে যজ্ঞস্থান অকীর্ণ করে তোমাকে আহবান করছেন। তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে বহুমূল্য ও চমৎকার অন্নরাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করে

দাও। ১০। জলগণ আমাদের জননীস্বরূপ, আমাদের শোধন করুন, এঁরা যেন ঘৃত প্রবাহে প্রবহমান হচ্ছেন, সে ঘৃতের দ্বারা আমাদের মলাপনয়ন করুন। এ দেবীরা সকল পাপকে স্রোতে বয়ে নিয়ে যান। এদের মধ্য হতে আমি শুচি ও পবিত্র হয়ে আসছি। ১১। দ্রবাত্মক সোমরস অতি সুন্দর দীপ্তিশীল অংশু (আঁস) হতে ক্ষরিত হলেন এ স্থানে আর এর পূর্বতন স্থানে অর্থাৎ আধারে তিনি ক্ষরিত হলেন। আমরা সাতজন হোমকর্তা তুল্যরূপে আধার মধ্যে বিহারকারী সে দ্রবাত্মক সোমকে হোম করছি। ১২। হে সোম! তোমার যে দ্রবাত্মক রস ক্ষরিত হচ্ছে অথবা তোমার যে অংশু (আঁস) পুরোহিতের হস্ত হতে প্রস্তরফলকের নিকট পতিত হয়েছে কিংবা যা পবিত্রের উপর সংস্থাপিত হয়েছে, সে সমস্তকে আমি মনে মনে নমস্কার-পূর্বক হোম করছি। ১৩। তোমার যে রস বার হয়েছে আর তোমার যে অংশু স্রকনামক পাত্রের নিম্নে পতিত হয়েছে, এ দেব বৃহস্পতি তা সেচন করুন, তাতে আমাদের ধন লাভ হবে। ১৪। উদ্ভিজ্জবর্গ দুগ্ধতুল্য রসে পরিপূর্ণ আমার স্তুতিবাক্য রসময় দুগ্ধের সাররসপূর্ণ এ সমস্ত বস্তুর দ্বারা আমাকে শোধন কর।

টীকাঃ ১। এ দুটি প্রসিদ্ধ ঋকে অশ্বিদ্বয় ও যম ও যমীর জন্মকথা বিবৃত হয়েছে। যতদূর বুঝা যায়, এর অর্থ এই যে সরণ্যু অর্থাৎ ঊষা, বিবস্বান অর্থাৎ আকাশকে আলিঙ্গন করলেন এবং অশ্বিদ্বয় অর্থাৎ প্রভাতকে জন্মদান করে অদৃশ্য হলেন। অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে ১।৩।১ ঋকের টীকা দেখুন এবং যম সম্বন্ধে ১।৩৫।৬ ঋকের টীকা দেখুন। গ্রীক দেবী Grynis বেদের সরণ্যুর রূপান্তর মাত্র এবং সরণ্যু যেরূপ অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়েছিলেন, গ্রীক দেবী Grynis সেরূপ Areion এবং Depoina নামক যমজকে জন্ম দিয়েছিলেন।

১৮ সূক্ত ॥ মৃত্যু, ধাতা, ত্বষ্টা, অগ্নিসংস্কার এরা দেবতা। সংকুসুক ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্, প্রাস্তারপংক্তি, জগতি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ ॥ ১
মৃত্যোঃ পদং যোপয়ন্তো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ২
ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্র-ন্নভূদ্ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাঞ্চো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৩
ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতম্।
শতং জীবন্তু শরদঃ পুরূচী-রন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪
যথাহান্যনুপূর্বং ভবন্তি যথ ঋতব ঋতুভির্যন্তি সাধু।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ূংষি কল্পয়ৈষাম্ ॥ ৫
আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বং যতমানা যতি ষ্ঠ।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী-রাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭
উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তাগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ৮
ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯
উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতা-মুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম্।
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতেরুপস্থাৎ ॥ ১০

উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা ।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১১
উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্টতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্ ।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র ॥ ১২
উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎ পরী-মং লোগং নিদধন্মো অহং রিষম্ ।
এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ন্তু তেঽত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু ॥ ১৩
প্রতীচীনে মামহনী-ষ্বাঃ পর্ণমিবা দধুঃ ।
প্রতীচীং জগ্রভা বাচ-মশ্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১ । হে মৃত্যু ! তুমি আর এক পথে ফিরে যাও, দেবলোকে যাবার যে পথ, তা ত্যাগ করে অন্য পথে যাও । তোমার চক্ষু আছে, তুমি শুনতে পাও, সে নিমিত্ত তোমাকে বলছি । আমাদের সন্তানসন্ততি বা লোকজনকে হিংসা করো না । ২ । তোমরা মৃত্যুর পথ ছেড়ে যাও, তা হলে উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হবে, তোমাদের গৃহ, সন্তানসন্ততি ও ধনে পরিপূর্ণ হবে ; তোমরা শুদ্ধ পবিত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হও । ৩ । এ সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, এরা মৃতদের নিকট প্রত্যাগমন করেছে, আমাদের যজ্ঞ অদ্য কল্যাণকর হয়েছে। আমরা প্রকৃষ্টরূপে নৃত্য ও হাস্য করতে থাকি, আমরা উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়েছি। ৪ । যারা জীবিত আছে, তাদের চারদিকে এ বেষ্টন দিচ্ছে, এতে মৃত্যুকে রোধ করা হবে । এদের মধ্যে আর কেউ যেন এ অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত না হয় । এরা শত বৎসর জীবিত থাকুক । মৃত্যু যেন এ পর্বতের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে নিকটে না আসতে পারে । ৫ । যেরূপ পরে পরে দিন সকল যায়, যেরূপ ঋতুর পর ঋতু অবাধে চলে যায়, যেমন যে শেষে এসেছে, সে অগ্রে মরে না । হে বিধাতঃ ! এদের আয়ু এরূপ কর । ৬ । তোমরা জরাদ্বারা আচ্ছন্ন হও, দীর্ঘপরমায়ুর উপর আরোহণ কর । জ্যৈষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে অগ্র পশ্চাৎ হয়ে কর্মকার্য সম্পন্ন কর । এ স্থানে সুজন্মা ত্বষ্টাদেব তোমাদের সাথে একত্র হয়ে তোমাদের দীর্ঘ আয়ু করে দিচ্ছেন, তা হলেই তোমরা জীবিত থাকবে । ৭ । এ সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করে, মনোমত পতি লাভ করে অঞ্জন ও ঘৃতের সাথে গৃহে প্রবেশ করুন । এ সকল বধূ অশ্রুপাত না করে, রোগে কাতর না হয়ে উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করে সর্বাগ্রে গৃহে আসুন (১) । ৮ । হে নারি ! সংসারের দিকে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে । চলে এস । যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিলেন, সে পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হয়েছে (২) । ৯ । মৃত ব্যক্তির হস্ত হতে ধনু গ্রহণ করলাম, এতে আমাদের তেজ ও বল লাভ হবে । হে মৃত ! তুমি এ স্থানেই অর্থাৎ শ্মশানে থাক, আমরা অনেক বীরপুরুষের সাথে একত্র হয়ে যাবতীয় আস্পর্ধাকারী শত্রুকে যেন জয় করতে পারি । ১০ । হে মৃত ! এ জননী-স্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর, ইনি সর্বব্যাপিনী, এঁর আকৃতি সুন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশীকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শ হন । তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করেছ, ইনি যেন নিঋৃতি হতে তোমাকে রক্ষা করেন । ১১ । হে পৃথিবি ! তুমি এ মৃতকে উন্নত করে রাখ, এঁকে পীড়া দিও না । এঁকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও । যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন তদ্রূপ তুমি একে আচ্ছাদন কর । ১২ । পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হয়ে উত্তমরূপে অবস্থিত করুন । সহস্রধূলি এ

মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তারা এর পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হোক, প্রতিদিন এ স্থানে তারা এর আশ্রয় স্থানস্বরূপ হোক (৩)। ১৩। তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করে রাখছি, তোমার উপরে এ একটি লোষ্ট্র অর্পণ করছি, তাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাকে নষ্ট করতে পারবে না। এ স্থূনা অর্থাৎ খুটীকে পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এ স্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করে দিন। ১৪। যেমন বাণের উপর পর্ণ বক্রভাবে সংস্থাপন করে সেরূপ আমি এ বক্র অর্থাৎ ক্লেশকর দিবসে অর্পিত হলাম। যেরূপ ঘোটককে রশ্মিদ্বারা রুদ্ধ করে তদ্রূপ আমি দুঃখের বাক্য রোধ করে রাখলাম।

টীকা ঃ ১। এ ঋকের শেষে এ শব্দগুলি আছে, 'আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে।' শেষ শব্দটির একটি বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নেই। কিন্তু 'অগ্রে' শব্দের পরিবর্তে 'অগ্নেঃ' শব্দ পাঠ করে আধুনিক পণ্ডিতগণ সতীদাহ প্রথা সসম্মত, এরূপ বিবেচনা করেছিলেন। তাঁদের ভ্রম এখন সংশোধিত হয়েছে। ২। এ মৃতব্যক্তির বিধবার প্রতি শ্মশানে প্রবোধবাক্য, সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না তা এ ঋকে প্রমাণ হচ্ছে। ৩। সায়ণের মতে ১০, ১১, ১২ এ তিন ঋকের তাৎপর্য এ যে যখন মৃতব্যক্তিকে দাহ করে তার অস্থি সঞ্চয় করা হয় তখন ঐ ঋক কয়েকটি পঠে করা হয়, কিন্তু মূলে অস্থির উল্লেখ নেই। ঋকগুলি পাঠ করলে বোধ হয় যেন মৃতব্যক্তির শরীরই মৃত্তিকার নীচে স্থাপন করা হত।

১৯ সূক্ত ॥ গাভী, অগ্নি ও সোম দেবতা। মথিত অথবা ভৃগু ঋষি।
অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

নি বর্তধ্বং মানু গাতাহস্মান্ত্ সিষক্ত রেবতীঃ।
অগ্নীষোমা পুনর্বসূ অস্মে ধারয়তং রয়িম্ ॥ ১
পুনরেনা নি বর্তয় পুনরেনা ন্যা কুরু।
ইন্দ্র এণা নি যচ্ছ-ত্বগ্নিরেনা উপাজতু ॥ ২
পুনরেতা নি বর্তন্তা-মস্মিন্ পুষ্যন্তু গোপতৌ।
ইহৈবাগ্নে নি ধারয়ে-হ তিষ্ঠতু যা রয়িঃ ॥ ৩
যন্নিয়ানং ন্যয়নং সংজ্ঞানং যৎ পরায়ণম্।
আবর্তনং নিবর্তনং যো গোপা অপি তং হুবে ॥ ৪
য উদানড্ ব্যয়নং য উদানট্ পরায়ণম্।
আবতনং নিবর্তন-মপি গোপা নি বর্তাম্ ॥ ৫
আ নিবর্ত নি বর্তয় পুনর্নর্ন ইন্দ্র গা দেহি। জীবাভির্ভুনজামহৈ ॥ ৬
পরি বো বিশ্বতো দধ ঊর্জা ঘৃতেন পয়সা।
যে দেবাঃ কে চ যজ্ঞিয়াস্তে রয্যা সং সৃজন্তু নঃ ॥ ৭
আ নিবর্তন বর্তয় নি নিবর্তন বর্তয়।
ভূম্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশ-স্তাভ্য এনা নি বর্তয় ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে গাভীগণ! তোমরা ফিরে যাও, আমাদের পশ্চাৎ এস না। হে বহুমূল্য গাভীগণ! আমাদের দুগ্ধ দান করা হয়েছে। বার বার ধন দানকর্তা অগ্নি ও সোম আমাদের যেন ধন দান করেন। ২। আবার এ গাভীদের ফিরিয়ে দাও, আবার এ গাভীদের নিয়ে এস। ইন্দ্র যেন এদের রুদ্ধ করেন, অগ্নি যেন তাড়িয়ে নিয়ে আসেন। ৩। আবার এরা ফিরে আসুক ও এ গাভীগণের প্রভুর নিকটে গিয়ে বর্ধিষ্ণু হোক। হে অগ্নি! এ গাভীদের এ স্থানেই রক্ষা কর, এরা ধনস্বরূপ, এ স্থানেই এরা থাকুক। ৪। যিনি গোপা অর্থাৎ রাখাল, তাঁকে আমি

আহ্বান করছি, তিনি এ গাভীদের বাহির করে নিয়ে যান, গোষ্ঠে চারণ করুন, চিনে চিনে নিন, বাটীতে ফিরিয়ে আনুন, ইতস্ততঃ চতুর্দিকে বিচরণ করিয়ে দিন। ৫। যে রাখাল চতুর্দিকে গাভীর অন্বেষণ করে, বাটীতে ফিরিয়ে আনে, ইতস্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরুপদ্রবে বাটীতে ফিরে আসে। ৬। হে ইন্দ্র ! তুমি ফিরে এস, গাভীগণকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমরা যেন জীবন্ত গাভীদের দুগ্ধাদি ভোগ করতে পাই। ৭। হে দেবতা বর্গ ! প্রচুর অন্ন, ঘৃত ও দুগ্ধ তোমাদের সর্বদা নিবেদন করে দিয়ে থাকি। অতএব, যে কেউ যজ্ঞভাগ-গ্রহণকারী দেবতা থাকুন, তাঁরা আমাদের ধন দান করুন। ৮। হে নিবর্তন ! অর্থাৎ হে গোচারণকারী পুরুষ ! গাভীগণকে চতুর্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরিয়ে নিয়ে এস। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং চারদিকে বিচরণ করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তে গাভীচারণের কথা আছে।

২০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিমদ অথবা বসুকৃৎ ঋষি। একপদা,
অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, বিরাট্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনঃ ॥ ১
অগ্নিমীলে ভুজাং যবিষ্ঠং শাসা মিত্রং দুর্ধরীতুম্।
যস্য ধর্মন্ত্স্বরেনীঃ সপর্যন্তি মাতুরূধঃ ॥ ২
যমাসা কৃপনীলং ভাসাকেতুং বর্ধয়ন্তি। ভ্রাজতে শ্রেণিদন্ ॥ ৩
অর্যো বিশাং গাতুরেতি প্র যদানড্ দিবো অন্তান্। কবিরভ্রং দীদ্যানঃ ॥ ৪
জুষদ্ধব্যা মানুষস্যোধর্বস্তস্থাবৃভ্বা যজ্ঞে। মিন্বন্ত্সদ্ম পুর এতি ॥ ৫
স হি ক্ষেমো হবির্যজ্ঞঃ শ্রুষ্টীদস্য গাতুরেতি। অগ্নিং দেবা বাশীমন্তম্ ॥ ৬
যজ্ঞাসাহং দুব ইষেঽগ্নিং পূর্বস্য শেবস্য। অদ্রেঃ সূনুমায়ুমাহুঃ ॥ ৭
নরো যে কে চাস্মদা বিশ্বেত্তে বাম আ স্যুঃ। অগ্নিং হবিষা বর্ধন্তঃ ॥ ৮
কৃষ্ণঃ শ্বেতোঽরুষো যামো অস্য ব্রধ্ন ঋজ্র উত শোণো যশস্বান্।
হিরণ্যরূপং জনিতা জজান ॥ ৯
এবা তে অগ্নে বিমদো মনীষামূর্জো নপাদমৃতেভিঃ সজোষাঃ।
গির আ বক্ষৎসুমতীরিয়ান ইষমূর্জং সুক্ষিতিং বিশ্বমাভাঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! আমাদের মন যাতে উত্তমরূপে স্তব করতে উন্মুখ হয় তা কর। ২। অগ্নিকে স্তব করি; তিনি আহুতি ভোজনকারী দেবতাদের সর্বকনিষ্ঠ, তাঁর যৌবনের অন্ত নেই, তিনি দুর্দ্ধর্ষ, তিনি সৎকর্ম উপদেশ দেবার বন্ধু। যেমন গোবৎসেরা গাভীর দুগ্ধস্থানকে আশ্রয় করে প্রাণ ধারণ করে। স্বর্গ-বাসী এ সমস্ত দেবতা তাঁর ক্রিয়াকলাপকে তেমনি আশ্রয় করে আছেন। ৩। তিনি পুণ্যকর্মসমূহের আধারস্বরূপ, তাঁর দীপ্তিই তাঁর ধ্বজা, স্তবকর্তারা তাঁকে সংবর্ধনা করছে। ইনি পুঞ্জ পুঞ্জ অভিলষিত ফল দিতে দিতে দীপ্তি পাচ্ছেন। ৪। তিনি লোকদের আশ্রয়স্থল, তিনিই পথস্বরূপ, তিনি প্রজ্বলিত হয়ে আকাশের শেষ সীমা পর্যন্ত ও মেঘপর্যন্ত বিস্তারিত হলেন, তাঁর কার্য কি অদ্ভুত ! ৫। তিনি মানুষের নিকট হোমের দ্রব্য গ্রহণ করছেন। তিনি যজ্ঞে প্রকাণ্ড-মূর্তি ধারণ করে ঊর্ধ্ব-বিস্তারিত হয়ে উঠলেন। তিনি গৃহ মাপতে মাপতে সম্মুখে আসছেন। ৬। সে অগ্নিই মঙ্গলময়, তিনিই হোমের দ্রব্য, তিনিই যজ্ঞ, তাঁর পথ শীঘ্রই অগ্রসর হয়। সে শব্দায়মান অগ্নির প্রতি দেবতারা আসছেন। ৭। তিনি যজ্ঞ নির্বাহ করতে সমর্থ, পরম সুখ লাভের জন্য তাঁর সেবা করতে

ইচ্ছা করি। শাস্ত্রে বলে, তিনি প্রস্তরের পুত্র এবং জীবনের আধার। ৮। আমাদের চারপাশে যে সকল ব্যক্তি এরূপ আছেন যাঁরা আহুতিদ্বারা অগ্নির সংবর্ধনা করে থাকেন, তাঁরা যেন সর্বপ্রকার অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হন। ৯। এ অগ্নির গমনের জন্য যে বৃহৎ রথ আছে, তা কৃষ্ণবর্ণ শুভ্রবর্ণ সরলভাবে গমন করে, তা রক্তবর্ণও বটে, তা বহুমূল্য। বিধাতা তা সুবর্ণতুল্য উজ্জ্বল করে নির্মাণ করেছেন। ১১। হে অগ্নি! তুমি বলের পৌত্র, তুমি অক্ষয় ধনে পরিবেষ্টিত, বিমদ নামে ঋষি নিজ বুদ্ধি প্রয়োগপূর্বক তোমার এ স্তুতিবাক্য সকল বললেন। তুমি এ সকল উৎকৃষ্ট স্তব প্রাপ্ত হয়ে ধন ও বল ও উত্তম বাসস্থান ও সকল বস্তু বিতরণ কর।

২১ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। আস্তারপংক্তি ছন্দ।

আগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে ।
যজ্ঞায় স্তীর্ণবর্হিষে বি বো মদে শীরং পাবকশোচিষং বিবক্ষসে ॥ ১
ত্বামু তে স্বাভুবঃ শুম্ভন্ত্যশ্বরাধসঃ ।
বেতি ত্বামুপসেচনী বি বো মদ ঋজীতিরগ্ন আহুতির্বিবক্ষসে ॥ ২
ত্বে ধর্মাণ আসতে জুহূভিঃ সিঞ্চতীরিব ।
কৃষ্ণা রূপাণ্যর্জুনা বি বো মদে বিশ্বা অধি শ্রিয়ো ধিষে বিবক্ষসে ॥ ৩
যমগ্নে মন্যসে রয়িং সহসাবন্নমর্ত্য ।
তমা নো বাজসাতয়ে বি বো মদে যজ্ঞেষু চিত্রমা ভরা বিবক্ষসে ॥ ৪
অগ্নির্জাতো অথর্বণা বিদদ্বিশ্বানি কাব্যা ।
ভুবদ্দূতো বিবস্বতো বি বো মদে প্রিয়ো যমস্য কাম্যো বিবক্ষসে ॥ ৫
ত্বাং যজ্ঞেষ্বীলতেঽগ্নে প্রযত্যধ্বরে ।
ত্বাং বসূনি কাম্যা বি বো মদে বিশ্বা দধাসি দাশুষে বিবক্ষসে ॥ ৬
ত্বাং যজ্ঞেষ্বৃত্বিজং চারুমগ্নে নি ষেদিরে ।
ঘৃতপ্রতীকং মনুষো বি বো মদে শুক্রং চেতিষ্ঠমক্ষভির্বিবক্ষসে ॥ ৭
অগ্নে শুক্রেণ শোচিষোরু প্রথয়সে বৃহৎ ।
অভিক্রন্দন্বৃষায়সে বি বো মদে গর্ভং দধাসি জামিষু বিবক্ষসে ॥ ৮

অনুবাদঃ ১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদের আহ্বানকর্তা, স্বরচিত এ সমস্ত স্তবের দ্বারা তোমাকে সম্বোধন করছি। যজ্ঞের কুশবিস্তার করা হয়েছে। তোমার যে শিখা, অর্থাৎ মুক্তিস্পর্শকারী পবিত্রতাজনক শিখা আছে, তা তুমি বিমদের প্রতি প্রেরণ কর। ২। হে অগ্নি! যারা তোমাকে সুশোভিত করে, তারা বর্ধিষ্ণু হয় এবং বিস্তর ঘোটক প্রাপ্ত হয়। এ সরলগামী রসসেককারী আহুতি তোমাতে যাচ্ছে। আমি বিমদ, আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৩। যজ্ঞকর্তারা আহুতি-পূর্ণ পাত্র নিয়ে যেন তোমাকে আর্দ্র করে দেবেন, এরূপে তোমার নিকট উপবেশন করছেন। তুমি কখন কৃষ্ণ,কখন শুভ্র, নানা শোভা ধারণ করহ। আমি বিমদ, আমার জন্য বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৪। হে বলশালিন! হে অমর! যে প্রকার ধন তোমার ইচ্ছা হয়, সে সমস্ত বিবিধ প্রকার ধন এনে দাও, তা হলে আমরা যজ্ঞের সময় অন্নদান করব, আমি বিমদ, আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৫। অথর্বা নামক ঋষি অগ্নিকে উৎপন্ন করেছেন, এ অগ্নি সর্বপ্রকার যজ্ঞকার্য জানেন। ইনি যজ্ঞকর্তার দূতস্বরূপ হয়ে দেবতাদের সংবাদ দেন। ইনি যমের প্রিয়পাত্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৬। যজ্ঞের সময় হোমকার্য আরম্ভ

হলে, তোমার আরাধনা করা হয়। তুমি দাতাব্যক্তিকে সর্বপ্রকার অভিলষিত ধন বিতরণ কর। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৭। হে অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে যজ্ঞের সময় পুরোহিত করে স্থাপন করে, কারণ তুমি পুরোহিতের ন্যায় সুশ্রী, তোমার অবয়ব যেন ঘৃতাক্তের ন্যায় চিক্কণ, তুমি শিখাদ্বারা সকলই জানতে পার, তোমার মূর্তি শুভ্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৮। হে অগ্নি! তুমি শ্বেতবর্ণ শিখাসহকারে প্রকাণ্ডমূর্তি ধারণ কর। তুমি বৃষের ন্যায় শব্দ করতে থাক, তুমি ভগিনীর গর্ভে রস সেক কর। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছ (১)।

টীকা ঃ ১। উদ্ভিজ্জগণ অগ্নির ভগিনী, অগ্নি তাদের গর্ভে বৃষ্টিরূপ রস সেক করেন। সায়ণ।

২২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিমদ ঋষি। বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কুহ শ্রুত ইন্দ্রঃ কস্মিন্নদ্য জনে মিত্রো ন শ্রূয়তে।
ঋষীণাং বা যঃ ক্ষয়ে গুহা বা চর্কৃষে গিরা ॥ ১
ইহ শ্রুত ইন্দ্রো অস্মে অদ্য স্তবে বজ্র্যৃচীষমঃ।
মিত্রো ন যো জনেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা ॥ ২
মহো যস্পতিঃ শবসো অসাম্যা মহো নৃম্ণস্য তূতুজিঃ।
ভর্তা বজ্রস্য ধৃষ্ণোঃ পিতা পুত্রমিব প্রিয়ম্ ॥ ৩
যুজানো অশ্বা বাতস্য ধুনী দেবো দেবস্য বজ্রিবঃ।
স্যন্তা পথ বিরুক্মতা সৃজানঃ স্তোষ্যধ্বনঃ ॥ ৪
ত্বং ত্যা চিদ্বাতস্যাশ্বাগা ঋজ্রা ত্মনা বহধ্যৈ।
যয়োর্দেবো ন মর্ত্যো যন্তা নকির্বিদায্যঃ ॥ ৫
অধ গ্মন্তোশনা পৃচ্ছতে বাং কদর্থা ন আ গৃহম্।
আ জগ্মথুঃ পরাকাদ্দিবশ্চ গ্মশ্চ মর্ত্যম্ ॥ ৬
আ ন ইন্দ্র পৃক্ষসেঽস্মাকং ব্রহ্মোদ্যতম্।
তত্ত্বা যাচামহেঽবঃ শুষ্ণং যদ্ধন্নমানুষম্ ॥ ৭
অকর্মা দস্যুরভি নো অমন্তুরন্যব্রতো অমানুষঃ।
ত্বং তস্যামিত্রহন্বধর্দাসস্য দম্ভয় ॥ ৮
ত্বং ন ইন্দ্র শূর শূরৈরুত ত্বোতাসো বর্হণা।
পুরুত্রা তে বি পূর্তয়ো নবন্ত ক্ষোণয়ো যথা ॥ ৯
ত্বং তান্বৃত্রহত্যে চোদয়ো নৄন্কার্পাণে শূর বজ্রিবঃ।
গুহা যদী কবীনাং বিশাং নক্ষত্রশবসাম্ ॥ ১০
মক্ষূ তা ত ইন্দ্র দানাপ্নস আক্ষাণে শূর বজ্রিবঃ।
যদ্ধ শুষ্ণস্য দম্ভয়ো জাতং বিশ্বং সযাবভিঃ ॥ ১১
মাকুধ্র্যগিন্দ্র শূর বস্বীরস্মে ভূবন্নভিষ্টয়ঃ।
বয়ং বয়ং ত আসাং সুম্নে স্যাম বজ্রিবঃ ॥ ১২
অস্মে তা ত ইন্দ্র সন্তু সত্যাঽহিংসন্তীরুপস্পৃশঃ।
বিদ্যাম যাসাং ভুজো ধেনূনাং ন বজ্রিবঃ ॥ ১৩
অহস্তা যদপদী বর্ধত ক্ষাঃ শচীভির্বেদ্যানাম্।
শুষ্ণং পরি প্রদক্ষিণিদ্বিশ্বায়বে নি শিশ্নথঃ ॥ ১৪
পিবাপিবেদিন্দ্র শূর সোমং মা রিষণ্যো বসবান বসুঃ সন্।
উত ত্রায়স্ব গৃণতো মঘোনো মহশ্চ রায়ো রেবতস্কৃধী নঃ ॥ ১৫

অনুবাদ। ১। আজ ইন্দ্র কোথায় আছেন, শুনা গেল? আজ তিনি কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধুর ন্যায় হয়েছেন, শুনা গেল? তিনি কি ঋষিদের ভবনে, অথবা কোন নিভৃতস্থানে স্তবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন? ২। ইন্দ্র অদ্য এ স্থানে আসছেন, শুনা যাচ্ছে। সে বজ্রধারী স্তবযোগ্য ইন্দ্রকে আমি স্তব করছি। তিনি ভক্তদের বন্ধুর ন্যায় অসাধারণ অর্থাৎ প্রচুর অন্ন আহরণ করে দেন। ৩। সে ইন্দ্র অতুল বলের অধিকারী, তাঁর তুলনা নেই, তিনি প্রচুর ধন দিয়ে থাকেন। পিতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করেন, সেরূপ আমাদের রক্ষা করবার নিমিত্ত তিনি দুর্দ্ধর্ষ বজ্র ধারণ করেন। ৪। হে বজ্রধারী দেব! বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী দুই অশ্ব রথে যোজনা করে উজ্জলরথে সে দুই ঘোটককে প্রেরণ করতে থাক, যুদ্ধের পথ তুমিই সৃষ্টি কর অর্থাৎ দেখিয়ে দাও। তখন তোমাকে স্তব করা হয়। ৫। সে দুই অশ্বের চালনা করতে পটু, এমন কোন দেবতা বা মনুষ্য নেই। তুমি নিজের সে বায়ু তুল্য বেগশালী দুই ঘোটককে চালিয়ে দিয়ে আমাদের নিকট এসে থাক। ৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এখন বিদায় নিচ্ছ, উশনা তোমাদের বিদায়ের সম্ভাষণ করছেন। তোমরা সে দূরস্থিত স্বর্গধাম হতে মনুষ্যের নিকট এসেছ এবং আসবার সময় পৃথিবীর কত অংশ অতিক্রম করেছ, তাতে তোমাদের নিজের কি বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে, কেবল আমাদের অনুগ্রহের জন্যই এসেছ। ৭। হে ইন্দ্র! আমরা এ যজ্ঞের সামগ্রী প্রস্তুত করেছি, যতক্ষণ না তৃপ্তি হয়, ভক্ষণ কর। আমরা তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করি এবং এরূপ বল প্রার্থনা করি, যা দিয়ে অমানুষ অর্থাৎ রাক্ষস প্রভৃতিকে নিধন করতে পারি। ৮ আমাদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞকর্ম করে না, তারা কিছু মানেনা, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী! তাদের নিধন কর। সে দাসজাতিকে হিংসা কর (১)। ৯। হে শূর ইন্দ্র! তুমি শূরদের সঙ্গে আমাদের রক্ষা কর। তোমার নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হয়ে আমরা যেন বিপক্ষ সংহার করি, যেরূপ সেবকেরা প্রভূকে বেষ্টন করে, সেরূপ তোমার প্রদত্ত প্রচুর বস্তুদ্বারা আমরা যেন বেষ্টিত হই। ১০। হে বজ্রধারী! যখন কবিগণ বুদ্ধিবলে নক্ষত্রলোকবাসী দেবতাদের উদ্দেশে স্তব রচনা করেন তখন তুমি বৃত্রকে বধ করবার জন্য তরবারিদ্বারা যুদ্ধ করতে, সে সকল ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলে। ১১। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! দান করাই তোমার কর্ম। যুদ্ধস্থলে অতিশীঘ্র শীঘ্রই তুমি তোমার কর্ম সম্পন্ন কর। তুমি সহগামী লোকদের সঙ্গে শুষ্ণের বংশ সকল ধ্বংস করেছ। ১২। হে শূর ইন্দ্র! আমাদের এ সমস্ত মহতী বাসনা যেন বৃথা না হয়। হে বজ্রধারী! আমাদের পক্ষে সে সকল বাসনা যেন ফলবতী হয়ে সুখকারী হয়। ১৩। তোমার অনুগ্রহ যেন আমাদের পক্ষে সফল হয়, যেন আমাদের হিংসা না হয়, যেরূপ গাভীর দুগ্ধাদি লোকে ভোগ করে সেরূপ আমরা যেন তোমার অনুগ্রহের ফল ভোগ করি। ১৪। দেবতাদের ক্রিয়াদ্বারা এ পৃথিবী হস্ত পদ বিহীন হয়ে চতুর্দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। সে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চতুর্দিকে গমন করে তুমি শুষ্ণ নামক অসুরকে হিংসা করেছ। ১৫। হে শূর ইন্দ্র! সোমরস পান কর, পান কর। তুমিধনবান, তুমি ধনস্বরূপ, তুমি আমাদের হিংসা করো না। যজ্ঞকর্তা, স্তবকর্তা ব্যক্তিদের রক্ষা কর। আমাদের প্রচুর ধনে ধনী কর।

টীকা। ১। অনার্য বর্বর জাতিদের স্পষ্ট উল্লেখ। তাদের অকর্মা অব্রতা অন্যব্রতঃ অমানুষঃ বলা হয়েছে।

২৩ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

যজামহ ইন্দ্রং বজ্রদক্ষিণং হরীণাং রথ্যং বিব্রতানাম্।
প্র শ্মশ্রু দোধুবদূর্ধ্বথা ভূদ্বি সেনাভির্দয়মানো বি রাধসা ॥ ১
হরী স্বস্য যা বনে বিদে বস্বিন্দ্রো মঘৈর্মঘবা বৃত্রহা ভুবৎ।
ঋভুর্বাজ ঋভুক্ষাঃ পত্যতে শবোহব ক্ষ্ণৌমি দাসস্য নাম চিৎ ॥ ২
যদা বজ্রং হিরণ্যমিদথা রথং হরী যমস্য বহতো বি সূরিভিঃ।
আ তিষ্ঠতি মঘবা সনশ্রুত ইন্দ্রো বাজস্য দীর্ঘশ্রবসস্পতিঃ ॥ ৩
সো চিন্নু বৃষ্টির্যূথ্যা স্বা সচাঁ ইন্দ্রঃ শ্মশ্রূণি হরিতাভি প্রুষ্ণুতে।
অব বেতি সুক্ষয়ং সুতে মধূদিদ্ধূনোতি বাতো যথা বনম্ ॥ ৪
যো বাচা বিবাচো মৃধ্রবাচঃ পুরূ সহস্রাশিবা জঘান।
তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসী পিতেব যস্তবিষীং বাবৃধে শবঃ ॥ ৫
স্তোমং ত ইন্দ্র বিমদা অজীজনন্নপূর্ব্যং পুরুতমং সুদানবে।
বিদ্মা হ্যস্য ভোজনমিনস্য যদা পশুং ন গোপাঃ করামহে ॥ ৬
মাকির্ন এনা সখ্যা বি যৌষুস্তব চেন্দ্র বিমদস্য চ ঋষেঃ।
বিদ্মা হি তে প্রমতিং দেব জামিবদস্মে তে সন্তু সখ্যা শিবানি ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। যে ইন্দ্র বিবিধকর্মপটু হরিতবর্ণ ঘোটকদের রথে যোজনা করেন, যাঁর দক্ষিণহস্তে বজ্র আছে, তাঁকে পূজা করি। তিনি আপনার শ্মশ্রু কম্পমান করে বিস্তর সেনা ও অন্ন নিয়ে বিপক্ষ সংহার করতে ঊর্ধ্বে গেলেন। ২। এ ইন্দ্রের হরিতবর্ণ যে দুই ঘোটক বন মধ্যে উত্তম ঘাস খেয়েছে, ইনি তাদের নিয়ে বিস্তর ধনে ধনবান হয়ে বৃত্রকে নষ্ট করলেন। ইনি প্রকান্ডমূর্তি বলবান ও দীপ্তিশীল। ইনি ধনের অধিপতি। আমি দাস অর্থাৎ দস্যুজাতির নাম পর্যন্ত উঠিয়ে দিচ্ছি। ৩। যখন ইন্দ্র সুবর্ণময় বজ্র ধারণ করেন তখন তিনি সে রথে বিদ্বান লোকদের সঙ্গে আরোহণ করেন, যে রথ হরিতবর্ণ দুই ঘোটক বহন করে। ইনি চিরবিখ্যাত ধনবান, ইনি সর্বজন বিদিত অন্নরাশির অধিপতি। ৪। যেরূপ বৃষ্টি পশুযূথকে আর্দ্র করে সেরূপ ইন্দ্র হরিতবর্ণ সোমরসের দ্বারা আপনার শ্মশ্রু আর্দ্র করছেন। পরে তিনি সুশোভন যজ্ঞগৃহে গমন করছেন তথায় যে মধুময় সোমরস প্রস্তুত রয়েছে, তা পান করে যেরূপে বায়ু বনকে আন্দোলন করে, আপনার শ্মশ্রুসমূহ সেরূপে সঞ্চালন করছেন। ৫। শত্রুরা নানা বাক্য উচ্চারণ করছিল, ইন্দ্র আপনার বাক্যমাত্র দ্বারা তাদের নীরব করে শত সহস্র বিপক্ষ সংহার করলেন। পিতা যেরূপ অন্ন দিয়ে পুত্রকে বলিষ্ঠ করেন, সেরূপ তিনি লোকদের বলিষ্ঠ করেন। আমরা সে ইন্দ্রের উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা কীর্তন করি। ৬। হে ইন্দ্র! বিমদবংশীয়েরা তোমাকে বিশেষ বদান্য জেনে তোমার উদ্দেশ্যে অতি চমৎকার ও অতি বিস্তারিত স্তব রচনা করেছেন। এ রাজা ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন কি সামগ্রী তা আমরা জানি। যেরূপ গোপাল গাভীকে ভোজনের লোভ দেখিয়ে আপনার নিকটে আনে, সেরূপ আমরাও ইন্দ্রকে আনছি। ৭। হে ইন্দ্র! তোমাতে আর বিমদ ঋষিতে এ যে সমস্ত বন্ধুত্বের বন্ধন গ্রথিত হয়েছে, তা যেন শিথিল হয়ে না যায়। হে দেব! ভ্রাতা ও ভগিনীতে যেমন মনের ঐক্য, তেমনি তোমার মনের ঐক্য আমরা জানি। আমাদের সঙ্গে তোমার কল্যাণকর বন্ধুত্ব যেন সংগঠন হয়।

২৪ সূক্ত ॥ প্রথমে ইন্দ্র, পরে অশ্বিদ্বয় দেবতা। বিমদ ঋষি। আস্তারপংক্তি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্র সোমমিমং পিব মধুমন্তং চমূ সুতম্।
অস্মে রয়িং নি ধারয় বি বো মদে সহস্রিণং পুরূবসো বিবক্ষসে ॥ ১

ত্বাং যজ্ঞেভিরুক্থৈরুপ হব্যেভিরীমহে।
শচীপতে শচীনাং বি বো মদে শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্যং বিবক্ষসে ॥ ২
যস্পতির্বার্যাণামসি রধ্রস্য চোদিতা।
ইন্দ্র স্তোতৃণামবিতা বি বো মদে দ্বিষো নঃ পাহ্যংহসো বিবক্ষসে। ৩
যুবং শক্রা মায়াবিনা সমীচী নিরমন্থতম্।
বিমদেন যদীলিতা নাসত্যা নিরমন্থতম্ ॥ ৪
বিশ্বে দেবা অকৃপন্ত সমীচ্যোর্নিষ্পতন্ত্যোঃ।
নাসত্যাবব্রুবন্দেবাঃ পুনরা বহতাদিতি ॥ ৫
মধুমন্মে পরায়ণং মধুমৎ পুনরায়নম্।
তা নো দেবা দেবতয়া যুবং মধুমতস্কৃতম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত হয়ে এ সুমধুর সোমরস তোমার নিমিত্ত রয়েছে, পান কর। হে প্রভূতধনশালী! আমাদের সহস্রসংখ্যক প্রচুর ধন অর্পণ কর। বিমদের উদ্দেশে তুমি বৃদ্ধি পাচ্ছ। ২। তোমাকে আমরা যজ্ঞীয় সামগ্রীদ্বারা, স্তবের দ্বারা এবং হোমের বস্তুদ্বারা আরাধনা করছি। তুমি সকল কর্মের প্রভু, সকল কর্ম সফল করে থাক। অতি উত্তম অভিলষিত বস্তু আমাদের দাও। বিমদের উদ্দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৩। তুমি বিবিধ অভিলষিত বস্তুর স্বামী, তুমি উপাসককে উপাসনাকার্যে প্রেরণ কর। তুমি স্তবকর্তাদের রক্ষাকর্তা, তুমি আমাদের শত্রুর হস্ত হতে এবং পাপ হতে রক্ষা কর। ৪। হে কর্মিষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! তোমাদের কার্য অদ্ভুত। তোমরা নাসত্য। যখন বিমদ তোমাদের স্তব করলে তোমরা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করে অগ্নিমন্থন করে দিলে তখন দুজনে একত্র হয়েই একত্র অগ্নিমন্থন করে দিয়েছিলে, পৃথক পৃথক নয়। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! যখন দু খানি অরণি অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ তোমাদের হস্তে সঞ্চালিত হয়ে একত্র মিলিত হল এবং অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বার করতে লাগল, তখন সকল দেবতা প্রশংসা করতে লাগলেন। দেবতারা অশ্বিদ্বয়কে বলতে লাগলেন পুনর্বার ঐরূপ কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! আমার বহির্গমন যেন মধুময় অর্থাৎ প্রীতিকর হয়; আমার পুনরাগমন যেন সেরূপ মধুময় হয় অর্থাৎ আমি যেন, যখন যে স্থানে যাই প্রীতিলাভ করি। হে দেবতাদ্বয়! তোমাদের দৈবশক্তিপ্রভাবে আমাদের সকল বিষয়ে মধুপূর্ণ অর্থাৎ সন্তুষ্ট কর।

২৫ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। বিমদ ঋষি। আস্তারপংক্তি ছন্দ।

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনো দক্ষমুত ক্রতুম্ :
অধা তে সখ্যে অন্ধসো বি বো মদে রণন্ গাবো ন যবসে বিবক্ষসে ॥ ১
হৃদিস্পৃশস্ত আসতে বিশ্বেষু সোম ধামসু।
অধা কামা ইমে মম বি বো মদে বি তিষ্ঠন্তে বসূযবো বিবক্ষসে ॥ ২
উত ব্রতানি সোম তে প্রাহং মিনামি পাক্যা।
অধা পিতেব সূনবে বি বো মদে মৃলা নো অভি চিদ্বধাদ্বিবক্ষসে ॥ ৩
সমু প্র যন্তি ধীতয়ঃ সর্গাসোহবতাঁ ইব।
ক্রতুং নঃ সোম জীবসে বি বো মদে ধারয়া চমসাঁ ইব বিবক্ষসে ॥ ৪
তব ত্যে সোম শক্তিভির্নিকামাসো ব্যৃণ্বিরে।
গৃৎসস্য ধীরাস্তবসো বি বো মদে ব্রজং গোমন্তমশ্বিনং বিবক্ষসে ॥ ৫
পশুং নঃ সোম রক্ষসি পুরুত্রা বিষ্ঠিতং জগৎ।
সমাকৃণোষি জীবসে বি বো মদে বিশ্বা সংপশ্যন্ ভুবনা বিবক্ষসে। ৬

ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো গোপা অদাভ্যো ভব।
সেধ রাজন্নপ স্রিধো বি বো মদে মা নো দুঃশংস ঈশতা বিবক্ষসে ॥ ৭
ত্বং নঃ সোম সুক্রতুর্বয়োধেয়ায় জাগৃহি।
ক্ষেত্রবিত্তরো মনুষো বি বো মদে দ্রুহো নঃ পাহ্যংহসো বিবক্ষসে ॥ ৮
ত্বং নো বৃত্রহন্তমেন্দ্রস্যেন্দো শিবঃ সখা।
যৎসীং হবন্তে সমিথে বি বো মদে যুধ্যমানাস্তোকসাতৌ বিবক্ষসে ॥ ৯
অয়ং ঘ স তুরো মদ ইন্দ্রস্য বর্ধত প্রিয়ঃ।
অয়ং কক্ষীবতো মহো বি বো মদে মতিং বিপ্রস্য বর্ধয়দ্বিবক্ষসে ॥ ১০
অয়ং বিপ্রায় দাশুষে বাজাঁ ইয়র্তি গোমতঃ।
অয়ং সপ্তভ্য আ বরং বি বো মদে প্রান্ধং শ্রোণং চ তারিষদ্বিবক্ষসে ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! আমাদের মনকে এরূপ উৎকৃষ্টরূপে প্রেরণ কর, যেন সে নিপুণ ও কর্মিষ্ঠ হয়। যেমন গাভীগণ ঘাসের প্রতি রত হয় সেরূপ অন্নের প্রতি স্তবকর্তারা যেন রত হয়। বিমদের প্রতি লক্ষ্য করে তুমি বৃদ্ধি পাচ্ছ (১)। ২। হে সোম! পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমার চিত্ত হরণ করে সকল স্থানে উপবেশন করছেন। আর আমার মনে ধনলাভের জন্য নানা কামনা উদয় হচ্ছে। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ৩। হে সোম! আমার এ পরিণত বুদ্ধির দ্বারা আমি তোমার সকল কার্য পরিমাণ করে দেখছি। যেরূপ পিতা পুত্রের প্রতি, সেরূপ তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হও। বিপক্ষ সংহার করে আমাদের সুখী কর। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ৪। হে সোম! যেরূপে কলসগুলি জল উত্তোলন করবার জন্য কূপের মধ্যে যায় (২) সেরূপ আমাদের স্তব সমস্ত তোমাতে যাচ্ছে। আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি এ যজ্ঞকে ধারণ অর্থাৎ সুসম্পাদন কর। যেরূপ বারিপানাভিলাষী ব্যক্তি ঘাটের নিকট পানপাত্র ধারণ করে সেরূপ তুমি ধারণ কর। ৫। বিবিধ ফল লাভের অভিলাষী হয়ে সে সমস্ত ধীর ব্যক্তি অনেক প্রকার কার্য করে তোমার পরিতোষ করেছেন, কারণ তুমি মহান, তুমি মেধাবী। অতএব তুমি গাভী ও অশ্বে সমাকীর্ণ গোষ্ঠ আমাদের দান কর। ৬। হে সোম! আমাদের পশুদের রক্ষা কর এবং নানা মূর্তিতে অবস্থিত এ বিস্তীর্ণ বিশ্বভুবন রক্ষা কর। তুমি আমাদের প্রাণধারণের জন্য সমস্ত ভুবন অন্বেষণ করে জীবনের উপায় আহরণ করে দিয়ে থাক। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ৭। হে সোম! তুমি সর্বপ্রকারে আমাদের রক্ষাকর্তাস্বরূপ হও। কারণ তুমি দুর্ধর্ষ। হে রাজন! শত্রুদের দূর করে দাও। আমাদের নিন্দুক যেন আমাদের কিছুই না করতে পারে। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ৮। হে সোম! তোমার কার্য অতি সুন্দর। তুমি আমাদের অন্ন আহরণ করে দেবার জন্য সতর্ক থাক। তোমার মত আমাদের ক্ষেত্র অর্থাৎ ভূমি দান করবার লোক কেউ নেই। অনিষ্টকারী লোকের হাত হতে আমাদের রক্ষা কর এবং পাপ হতে ত্রাণ কর। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ৯। যখন ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমাদের সন্তানদের সে যুদ্ধে বলিদান দিতে হয়, যখন যুদ্ধকারী শত্রুগণ চতুর্দিক হতে আমাদের যুদ্ধার্থে আহ্বান করতে থাকে তখন, হে সোম! তুমি ইন্দ্রের সহায় হও। তাঁর আপদ বিপদ রক্ষা কর, কারণ তোমার মত শত্রুসংহারকারী কেউ নেই। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ১০। সে সোম স্ফীত হচ্ছেন, ইনি ত্বরায় মত্ততা উৎপাদন করেন, ইন্দ্র এঁকে প্রীতির সাথে গ্রহণ করেন। ইনি মহাপণ্ডিত, কক্ষীবান ঋষির বুদ্ধি স্ফূর্তি করেছিলেন। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ১১। ইনি বুদ্ধিমান দাতাব্যক্তিকে গাভী ও অশ্ব এনে দেন, ইনি সপ্ত পুরোহিতকে

অভিলষিত বস্তু দিয়েছেন, ইনি অন্ধ ও পঙ্গুকে তাদের বিপদ হতে উদ্ধার করেছেন।
টীকা ঃ ১। বিমদ ঋষির বিস্তর ঋকে 'বি বঃ মদে বিবক্ষসে' এরূপ এক একটি ধুয়া দৃষ্ট হয়। সায়ণ এরূপ ধুব অংশের এক প্রকার যথা কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু বোধ হয় এটি গানের ভনিতার মত, 'বঃ' শব্দের কোন অর্থ দেখা যায় না। নৃত্য ও গানের সময় যেরূপ দু একটা অতিরিক্ত শব্দ বা অক্ষর পাদ পূরণস্বরূপ প্রয়োগ হয়, এও সেরূপ মনে হয়। ২। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এখন যেরূপ কূপই জল পাবার একমাত্র উপায়, পূর্বেও সেরূপ ছিল।

২৬ সূক্ত ॥ পূষা দেবতা। বিমদ ঋষি। উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র হ্যচ্ছা মনীষাঃ স্পার্হা যন্তি নিযুতঃ।
প্র দস্রা নিযুদ্রথঃ পূষা অবিষ্টু মাহিনঃ ॥ ১
যস্য ত্যন্মহিত্বং বাতাপ্যময়ং জনঃ।
বিপ্র আ বংসদ্ধীতিভিশ্চিকেত সুষ্টুতীনাম্ ॥ ২
স বেদ সুষ্টুতীনামিন্দুর্ন পূষা বৃষা।
অভি প্সুরঃ প্রুষায়তি ব্রজং ন আ প্রুষায়তি ॥ ৩
মংসীমহি ত্বাং বয়মস্মাকং দেব পূষন্।
মতীনাং চ সাধনং বিপ্রাণাং চাধবম্ ॥ ৪
প্রত্যর্ধির্যজ্ঞানামশ্বহয়ো রথানাম্।
ঋষিঃ স যো মনুর্হিতো বিপ্রস্য যাবয়ৎ সখঃ ॥ ৫
আধীষমাণায়াঃ পতিঃ শুচায়াশ্চ শুচস্য চ।
বাসোবায়োঽবীনামা বাসাংসি মর্মৃজৎ ॥ ৬
ইনো বাজানাং পতিরিনঃ পুষ্টীনাং সখা।
প্র শ্মশ্রু হর্যতো দধোদ্বি বৃথা যো অদাভ্যঃ ॥ ৭
আ তে রথস্য পূষন্নজা ধুরং ববৃত্যুঃ।
বিশ্বস্যার্থিনঃ সখা সনোজা অনপচ্যুতঃ ॥ ৮
অস্মাকমূর্জা রথং পূষা অবিষ্টু মাহিনঃ।
ভুবদ্বাজানাং বৃধ ইমং নঃ শৃণবদ্ধবম্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। উত্তম উত্তম স্তব প্রস্তুত করা হয়েছে, সে সকল স্তব পূষা দেবের প্রতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। অতএব সে মহীয়ান সর্বদা রথ যোজনাপূর্বক এসে দু জন দাতাকে অর্থাৎ যজমান ও তাঁর বনিতাকে রক্ষা করুন। ২। এ মেধাবী যজমানব্যক্তি, পূষাদেবের মঙ্গল মধ্যে যে প্রচুর জলের ভাণ্ডার আছে, তা যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবীতে আসেন, সে পূষাদেব যেন এঁর স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন (১)। ৩। সে পূষাদেব সোমের তুল্য রসসেচনকারী, তিনি উত্তম স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন, সে সুশ্রী পূষাদেব বারি সেক করেন, আমাদের গোষ্ঠ মধ্যে বারি সেচন করেন। ৪। হে পূষাদেব! আমরা তোমাকে মনে মনে ধ্যান করছি, তুমি আমাদের স্তবের স্ফূর্তি করে দাও, তোমার সেবার জন্য পুরোহিতগণ ব্যস্তসমস্ত হয়। ৫। সে পূষাদেব যজ্ঞের অর্ধাংশের ভাগী তিনি রথে অশ্বযোজনাপূর্বক গমন করেন, তিনি মনুষ্যদের হিতকারী ঋষিবিশেষ, তিনি বৃদ্ধিমান ব্যক্তির বন্ধুস্বরূপ, তার শত্রুদের দূর করে দেন। ৬। গর্ভাধান গ্রহণ করবার যোগ্যা সুন্দরমূর্তি-ধারিণী ছাগী এবং যে ছাগল, পূষাদেব সে সকল পশুর প্রভু। তিনিই মেষলোমের বস্ত্র বয়ন করেন, তিনিই বস্ত্র ধৌত করে দেন (২)। ৭। প্রভু পূষা অন্নের অধিপতি, প্রভু পূষা সকলের পুষ্টিকর। সে সৌম্যমূর্তি দুর্ধর্ষ পূষা ক্রীড়াচ্ছলে

আপনার শ্মশ্রু সমস্ত কম্পিত করতে লাগলেন। ৮। হে পূষা! ছাগলেরা তোমার রথের ধুরা বহন করতে লাগল, তুমি বহুকাল পূর্বে জন্মেছ, কখন আপন অধিকার হতে ভ্রষ্ট হও নি, সকল যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। ৯। সে মহীয়ান পূষাদেব নিজ বলের দ্বারা আমাদের রথ রক্ষা করুন। তিনি অন্নের বৃদ্ধি সম্পাদন করুন. তিনি আমাদের এ নিমন্ত্রণের প্রতি কর্ণপাত করুন।

টীকা : ১। পূষা সূর্য একই, সূর্য হতে বৃষ্টি, এ নিমিত্ত তাঁর মণ্ডল মধ্যে জলভাণ্ডার। ২। ছাগই পূষার বাহন, তা পূর্বে বলা হয়েছে। এ স্থানে মেষলোমের বস্ত্র বয়ন ও ধৌত করণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অসৎসু মে জরিতঃ সাভিবেগো য সুন্বতে যজমানায় শিক্ষম্।
অনাশীর্দামহমস্মি প্রহন্তা সত্যধ্বৃতং বৃজিনায়ন্তমাভুম্ ॥ ১
যদীদহং যুধয়ে সংনয়ান্যদেবযূন্তন্বা শূশুজানান্।
অমা তে তুম্রং বৃষভং পচানি তীব্রং সুতং পঞ্চদশং নি ষিঞ্চম্ ॥ ২
নাহং তং বেদ য ইতি ব্রবীত্যদেবযূন্ত্সমরণে জঘন্বান্।
যদাবাখ্যৎসমরণমৃঘাবদাদিদ্ধ মে বৃষভা প্র ব্রুবন্তি ॥ ৩
যদজ্ঞাতেষু বৃজনেষ্বাসং বিশ্বে সতো মঘবানো ম আসন্।
জিনামি বেৎক্ষেম আ সন্তমাভুং প্র তং ক্ষিণাং পর্বতে পাদগৃহ্য ॥ ৪
ন বা উ মাং বৃজনে বারয়ন্তে ন পর্বতাসো যদহং মনস্যে।
মম স্বনাৎকৃধুকর্ণো ভয়াত এবেদনু দ্যূন্কিরণঃ সমেজাৎ ॥ ৫
দর্শন্ন্বত্র শৃতপাঁ অনিন্দ্রাংবাহুক্ষদঃ শরবে পত্যমানান্।
ঘৃষুং বা যে নিনিদুঃ সখায়মধ্যূ ন্বেষু পবয়ো ববৃত্যুঃ ॥ ৬
অভূর্বৌক্ষীর্ব্যু আয়ুরানড্দর্ষন্নু পূর্বো অপরো নু দর্ষৎ।
দ্বে পবস্তে পরি তং ন ভূতো যো অস্য পারে রজসো বিবেষ ॥ ৭
গাবো যবং প্রযুতা অর্যো অক্ষন্তা অপশ্যং সহগোপাশ্চরন্তীঃ।
হবা ইদর্যো অভিতঃ সমায়ন্ কিয়দাসু স্বপতিশ্ছন্দয়াতে ॥ ৮
সং যদ্বয়ং যবসাদো জনানামহং যবাদ উর্বজ্রে অন্তঃ।
অত্রা যুক্তোঽবসাতারমিচ্ছাদথো অযুক্তং যুনজদ্ববন্বান্ ॥ ৯
অত্রেদু মে মংসসে সত্যমুক্তং দ্বিপাচ্চ যচ্চতুষ্পাৎ সংসৃজানি।
স্ত্রীভির্যো অত্র বৃষণং পৃতন্যাদযুদ্ধো অস্য বি ভজানি বেদঃ ॥ ১০
যস্যানক্ষা দুহিতা জাত্বাস কস্তাং বিদ্বাঁ অভি মন্যাতে অন্ধাম্।
কতরো মেনিং প্রতি তং মুচাতে য ঈং বহাতে য ঈং বা বরেয়াৎ ॥ ১১
কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্যেণ।
ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ॥ ১২
পত্তো জগার প্রত্যঞ্চমত্তি শীর্ষ্ণা শিরঃ প্রতি দধৌ বরূথম্।
আসীন ঊর্ধ্বামুপসি ক্ষিণাতি ন্যঙ্ঙুত্তানামন্বেতি ভূমিম্ ॥ ১৩
বৃহন্নচ্ছায়ো অপলাশো অর্বা তস্থৌ মাতা বিষিতো অত্তি গর্ভঃ।
অন্যস্যা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরূধঃ ॥ ১৪
সপ্ত বীরাসো অধরাদুদায়ন্নষ্টোত্তরাত্তাৎ সমজগ্মিরন্তে।
নব পশ্চাতাৎ স্থিবিমন্ত আয়ন্দশ প্রাক্সানু বি তিরন্ত্যশ্নঃ ॥ ১৫
দশানামেকং কপিলং সমানং তং হিন্বন্তি ক্রতবে পার্যায়।
গর্ভং মাতা সুধিতং বক্ষণাস্ববেনন্তং তুষয়ন্তী বিভর্তি ॥ ১৬

পীবানং মেষমপচন্ত বীরা ন্যুপ্তা অক্ষা অনু দীব আসন্ ।
দ্বা ধনুং বৃহতীমপ্স্বন্তঃ পবিত্রবন্তা চরতঃ পুনন্তাঃ ॥ ১৭
বি ক্রোশনাসো বিষ্বঞ্চ আয়ন্‌পচাতি নেমো নহি পক্ষদর্ধঃ ।
অয়ং মে দেবঃ সবিতা তদাহ দ্রন্ন ইদ্বনবৎসর্পিরন্নঃ ॥ ১৮
অপশ্যং গ্রামং বহমানমারাদচক্রয়া স্বধয়া বর্তমানম্ ।
সিষক্ত্যর্যঃ প্র যুগা জনানাং সদ্যঃ শিশ্না প্রমিনানো নবীয়ান্ ॥ ১৯
এতৌ মে গাবৌ প্রমরস্য যুক্তৌ মো ষু প্র সেধীর্মুহুরিন্মমন্ধি ।
আপশ্চিদস্য বি নশন্ত্যর্থং সূরশ্চ মর্ক উপরো বভুবান্ ॥ ২০
অয়ং যো বজ্রঃ পুরুধা বিবৃত্তোঽবঃ সূর্যস্য বৃহতঃ পুরীষাৎ ।
শ্রব ইদেনা পরো অন্যদস্তি তদব্যথী জরিমাণস্তরন্তি ॥ ২১
বৃক্ষে বৃক্ষে নিয়তা মীময়দ্গৌস্ততো বয়ঃ প্র পতাৎ পুরুষাদঃ ।
অথেদং বিশ্বং ভুবনং ভয়াত ইন্দ্রায় সুন্বদৃষয়ে চ শিক্ষৎ ॥ ২২
দেবানাং মানে প্রথমা অতিষ্ঠন্ কৃন্তত্রাদেষামুপরা উদায়ন্ ।
ত্রয়স্তপন্তি পৃথিবীমনূপা দ্বা বৃবূকং বহতঃ পুরীষম্ ॥ ২৩
সা তে জীবাতুরুত তস্য বিদ্ধি মা স্মৈতাদৃগপ গূহঃ সমর্যে ।
আবিঃ স্বঃ কৃণুতে গূহতে বুসং স পাদুরস্য নির্ণিজো ন মুচ্যতে ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। [ইন্দ্র বলছেন] হে স্তবকারী ভক্ত ! আমার এরূপ স্বভাব যে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী যজমানকে আমি অভিলষিত ফল দিয়ে থাকি। আর যে হোমের দ্রব্য আমাকে না দেয়, সে সত্যকে নষ্ট করে। যে কেবল চতুর্দিকে করে বেড়ায়, তার আমি সর্বনাশ করি। ২। [ঋষি বলছেন] যে সকল ব্যক্তি দৈবকর্মের অনুষ্ঠান না করে এবং কেবল তাদের নিজের উদর পূরণ করে স্ফীত হয়ে উঠে, আমি যখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাই তখন হে ইন্দ্র ! তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদের সাথে একত্র স্থূলকায় বৃষকে (১) পাক করি এবং পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথিতে সোমরস প্রস্তুত করে থাকি। ৩। [ইন্দ্র বলছেন] এমন কাকেও আমি দেখি না যে ব্যক্তি দেবশূন্য ও দৈবকর্মবর্জিত ব্যক্তিদের যুদ্ধে নিধন করেছে এ কথা বলতে পারে। যখন আমি যুদ্ধে গিয়ে তাদের সংহার করি তখন সকলে যে সমস্ত বীরত্বের বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করে। ৪। যে সময়ে আমি সহসা অতর্কিতরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন যত ঋষিগণ আমাকে বেষ্টন করে অবস্থিতি করেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য আমি সর্বত্র বিহারকারী শত্রুকে পরাভব করি, তার চরণ ধারণ করে আকি তাকে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করি। ৫। যুদ্ধে আমাকে নিবারণ করতে পারে, এমন কেউ নেই, আমি যদি ইচ্ছা করি পর্বতেরাও আমাকে রোধ করতে পারে না। আমি যখন শব্দ করি তখন যার কর্ণ নিতান্ত নিস্তেজ সেও ভীত হয় অর্থাৎ তার কর্ণকুহর পর্যন্ত সে শব্দ প্রবেশ করে। এমন কি কিরণমালী সূর্য পর্যন্ত দিন দিন কম্পিত হতে থাকেন। ৬। আমি ইন্দ্র. আমাকে যারা মানে না, যারা দেবতাদের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে এরূপ সোমরস বলপূর্বক পান করে, যারা বাহুচালনা করতে করতে হিংসা করবার জন্য আসতে থাকে, আমি তাদের তৎক্ষণাৎ দেখতে পাই। আমি মহীয়ান, আমি সকলের বন্ধু, আমাকে যারা নিন্দা করে, আমার বজ্রের প্রহার তাদের প্রতি প্রেরিত হয়। ৭। [ঋষি বলছেন] হে ইন্দ্র ! তুমি দর্শনও দিলে, বৃষ্টিও বর্ষণ করলে, তুমি সুদীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি প্রথমেও শত্রু বিদীর্ণ করেছ, পরেও করেছ। সে ইন্দ্র এ বিশ্বভুবনের অপর পারে আছেন, এ সর্বব্যাপী দ্যাবাপৃথিবী তাঁকে পরাভব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন করতে পারে

না। ৮। [ইন্দ্র বলছেন] গাভীগণ অনেকগুলি একত্র হয়ে যবভক্ষণ করছে। আমি ইন্দ্র, তাদের স্বত্বাধিকারীর ন্যায় তাদের তত্ত্বাবধান করছি। দেখছি, যে তারা রাখালের সাথে চরছে। যে সমস্ত গাভীকে আহ্বান করা মাত্রই তারা আপনাদের স্বত্বাধিকারী স্বামীর নিকট উপস্থিত হল। সে স্বামী গাভীদের নিকট হতে কতই দুগ্ধ দোহন করে নিয়েছেন। ৯। তোমাতে ও আমাতে একত্র হয়ে এ বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে এ সকল যবভক্ষণকারী ও ঘাসভক্ষণকারীদের দেখছি। এ স্থানে অবস্থিত হয়ে, এস আমরা দাতাব্যক্তির প্রতীক্ষা করি। সে পরোপকারী ব্যক্তি যেন পৃথগভুতকে একত্র করতে পারে অর্থাৎ সকল পশু একত্র সংগ্রহ করতে পারে। ১০। নিশ্চয় জানিও, আমি এ স্থানে যা বলছি, সত্য। কি দ্বিপদ, কি চতুষ্পদ, সকলি আমি সৃষ্টি করি। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পুরুষকে যুদ্ধ করতে পাঠায়, আমি বিনা যুদ্ধে তার ধন অপহরণ করে ভক্তদের ভাগ করে দিই। ১১। যার চক্ষুবিহীন কন্যা কখন ছিল, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সে অন্ধ কন্যাকে আশ্রয় প্রদান করে? যে একে বহন করে, যে একে বরণ করে, কেউ বা তার প্রতি বর্ষাক্ষেপ করে (২)? ১২। কত স্ত্রীলোক আছে, যে কেবল অর্থেই প্রীত হয়ে নারীসহবাসে অভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়? যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যার শরীর সুগঠন, সে অনেক লোকের মধ্য হতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে। ১৩। সূর্যদেব চরণদ্বারা আলোক উদ্গিরণ করছেন, নিজ মণ্ডলস্থিত আলোক গ্রাস করছেন। আপন মস্তকের আবরণকারী কিরণসমূহ লোকের মস্তকের দিকে প্রেরণ করছেন। ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়ে আপন সন্নিধানে আলোক প্রেরণ করছেন, আবার নিম্ন দিকে বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আলোক বিস্তার করছেন। ১৪। যেরূপ পত্রহীন বৃক্ষের ছায়া থাকে না সেরূপ এ প্রকাণ্ড চিরবিচরণশীল সূর্যের ছায়া নেই। দ্যুলোকস্বরূপ মাতা স্থির হয়ে রইলেন, সূর্যস্বরূপ গর্ভস্থ শিশু পৃথক হয়ে দুগ্ধ পান করছে। এ গাভী অপর এক গাভীর বৎসকে স্নেহভরে লেহন করে নির্মাণ করল। এ গাভী আপনার উধ রাখবার স্থান কোথায় পেল। ১৫। সাত জন পুরুষ নিম্নস্থান হতে আগমন করলেন, আট জন উত্তর দিক হতে এসে তাঁদের সাথে মিলিত হলেন। সুধীর নয় জন পশ্চিম হতে উপস্থিত হলেন, দশজন পূর্বদিক হতে। সকলে সে যজ্ঞভোজনকারী ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করতে লাগলেন (৩)। ১৬। দশ জনের মধ্যে সর্বাঙ্গে কপিল বর্ণধারী একজন আছেন, তাঁকে ক্রতু সাধনের জন্য প্রেরণ করা হল। মাতা সন্তুষ্ট হয়ে জলের মধ্যে গর্ভাধান গ্রহণ করলেন (৪)। ১৭। পুরুষগণ স্থূলকায় মেষপশু পাক করল। পাশক্রীড়াস্থলে পাশগুলি নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। আর দুজন প্রকাণ্ড ধনু ধারণপূর্বক মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা আপনাদের দেহ শুদ্ধ করতে করতে জলের মধ্যে বিচরণ করতে লাগল। ১৮। চীৎকার করতে করতে তারা চতুর্দিকে গমন করল, অর্ধেক পাক করছে আর অর্ধেক পাক করছে না। এ সমস্ত কথা সবিতাদেব আমাকে বলেছেন। কাষ্ঠ যাঁর অন্ন অর্থাৎ অগ্নি, তিনি ঘৃতস্বরূপ অন্ন ভাগ করে দিচ্ছেন। ১৯। দেখলাম, বিস্তর লোক দূর হতে আসছে, অযত্নসিদ্ধ আহারদ্বারা প্রাণযাত্রা নির্বাহ করছে। সে সকল লোকের প্রভু দু দু ব্যক্তিকে যোজিত করছে; তার বয়স নবীন, সে তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ সংহার করছে। ২০। আমি প্রমর, আমার এ দুই বৃষ যোজিত রয়েছে, এদের তাড়িও না, বারবার সান্ত্বনা কর। এর ধন জলে নষ্ট হচ্ছে। যে বীর গাভীদের মার্জন করতে জানে, সে উপরে উঠেছে। ২১। এ যে বজ্র প্রকান্ড সূর্যমন্ডলের নিম্নভাগে ঘোরতর বেগে পতিত হয়েছে, এর পর আরও স্থান আছে। যারা স্তব করে, তারা অক্লেশে সে স্থান পার হয়ে যায়। ২২। প্রত্যেক

বৃক্ষের অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত ধনুকের উপর গাভী অর্থাৎ গাভীর স্নায়ু নির্মিত ধনুগুণ শব্দ করতে লাগল। পুরুষকে সংহার করে এরূপ পক্ষীগণ অর্থাৎ বাণ সমস্ত নির্গত হতে লাগল। তাতে সমস্ত ভুবন ভয় পেল, তখন সকলে ইন্দ্রকে সোমরস দিতে লাগল এবং ঋষিও তা শিক্ষা করলেন। ২৩। মেঘগণ দেবতাদের সৃষ্টিকালে সর্ব প্রথম দেখা দিয়েছিল। ইন্দ্র সে মেঘ ছেদন করাতে তার মধ্য হতে জল নির্গত হল। পর্জন্য, বায়ু ও সূর্য এ তিন দেবতা যথাক্রমে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জদের পরিপক্ক করে। আর বায়ু ও সূর্য এ দু দেবতা প্রীতিকর জলকে বহন করতে থাকে। ২৪। সে সূর্যই তোমার প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ। যজ্ঞের সময় সূর্যের সে প্রভাব গোপন কর না অর্থাৎ বর্ণনা ও স্তব করতে শৈথিল্য কর না, সে সূর্যকে প্রকাশ করেছেন, তিনি জলকে গোপন অর্থাৎ শোষণ করেন, তিনি পরিষ্কারক। তিনি নিজের গতি কখন ত্যাগ করেন না।

টীকা : ১। এখানে বৃষভ পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ ও ৩ ঋকে দেবশূন্য শত্রুদের উল্লেখ আছে। তারা বোধ হয় অনার্যগণ। ২। অন্ধ কন্যার বিবাহ হয় না, এবং ভদ্র ও সুগঠন কন্যা অনায়াসে মনোমত পতি বরণ করতে পারে এ মর্ম। 11. "Who knowingly will desire the blind daughter of any man who has one? Or who will hurl javelin at him who carries off or woos such a female?" 12. How many a woman is satisfied with the great wealth of him who seeks her? Happy is the female who is handsome; she herself loves [for chooses] her friend among the people. "May we not infer from this passage that freedom of choice in the selection of their husbands was allowed: sometimes at least, to women in those times?" 'Muri's. Sanscrit Texts: vol. V. (1884), pp. 458-59. ৩। কেউ কেউ বলেন ইন্দ্র যখন তুমুল বেগে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তখন চতুর্দিক হতে যে সকল ঝটিকা উঠে তাদের উল্লেখ এ ঋকে দৃষ্ট হয়। ৪। সায়ণ বলেন, সাংখ্যপ্রণেতা কপিল যে প্রকৃতিতত্ত্ব নিরূপণ করেছেন সে কথা এস্থলে নিগূঢ়ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাংখ্যপ্রণেতা কপিল যে ঋগ্বেদের অপরিচিত তা পাঠককে বলা অনাবশ্যক। ১৪ ঋকের ন্যায় এ ঋকেও মাতা অর্থে বোধ হয় আকাশ, কপিল অর্থে বোধ হয় সূর্য।

২৮ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বিশ্বো হ্যন্যো অরিরাজগাম মমেদহ শ্বশুরো ন জগাম।
জক্ষীয়াদ্ধানা উত সোমং পপীয়াৎস্বাশিতঃ পুনরস্তং জগায়াৎ ॥ ১
স রোরুবদ্বৃষভস্তিগ্মশৃঙ্গো বর্ষ্মন্ তস্থৌ বরিমন্না পৃথিব্যাঃ।
বিশ্বেষ্বেনং বৃজনেষু পামি যো মে কুক্ষী সুতসোমঃ পৃণাতি ॥ ২
অদ্রিণা তে মন্দিন ইন্দ্র তূয়ান্ত্সুন্বন্তি সোমান্পিবসি ত্বমেষাম্।
পচন্তি তে বৃষভাঁ অৎসি তেষাং পৃক্ষেণ যন্মঘবন্ হূয়মানঃ ॥ ৩
ইদং সু মে জরিতরা চিকিদ্ধি প্রতীপং শাপং নদ্যো বহন্তি।
লোপাশঃ সিংহং প্রত্যঞ্চমৎসাঃ ক্রোষ্টা বরাহং নিরতক্ত কক্ষাৎ ॥ ৪
কথা ত এতদহমা চিকেতং গৃৎসস্য পাকস্তবসো মনীষাম্।
ত্বং নো বিদ্বাঁ ঋতুথা বি বোচো যমর্ধং তে মঘবন্ ক্ষেম্যা ধূঃ ॥ ৫
এবা হি মাং তবসং বর্ধয়ন্তি দিবশ্চিন্মে বৃহত উত্তরা ধূঃ।
পুরূ সহস্রা নি শিশামি সাকমশত্রুং হি মা জনিতা জজান ॥ ৬

এবা হি মাং তবসং জজ্ঞুরুগ্রং কর্মন্‌ কর্মন্‌ বৃষণমিন্দ্র দেবাঃ।
বধীং বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানোঽপ ব্রজং মহিনা দাশুষে যম্‌ ॥ ৭
দেবাস আয়ন্‌ পরশূঁরবিভ্রন্‌ বনা বৃশ্চন্তো অভি বিড়্‌ভিরায়ন্‌।
নি সুদ্রংব দধতো বক্ষণাসু যত্রা কৃপীটমনু তদ্দহন্তি ॥ ৮
শশঃ ক্ষুরং প্রত্যঞ্চং জগারাদ্রিং লোগেন ব্যভেদমারাৎ।
বৃহন্তং চিদৃহতে রন্ধয়ানি বয়দ্বৎসো বৃষভং শূশুবানঃ ॥ ৯
সুপর্ণ ইত্থা নখমা সিষায়াবরুদ্ধঃ পরিপদং ন সিংহঃ।
নিরুদ্ধশ্চিন্মহিষস্তর্ষ্যাবান্‌ গোধা তস্মা অযথং কর্ষদেতৎ ॥ ১০
তেভ্যো গোধা অযথং কর্ষদেতদ্যে ব্রহ্মণঃ প্রতিপীয়ন্ত্যন্নৈঃ।
সিম উক্ষ্ণোঽবসৃষ্টাঁ অদন্তি স্বয়ং বলানি তন্বঃ শৃণানাঃ ॥ ১১
এতে শমীভিঃ সুশমী অভূবন্যে হিন্বিরে সোম উক্থৈঃ।
নৃবদ্বদন্নুপ নো মাহি বাজান্দিবি শ্রবো দধিষে নাম বীরঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। [ইন্দ্রের পুত্র বসুক্রকে তার পত্নী বলছে] আর সকল প্রভুই এলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য ! আমার শ্বশুর এলেন না। তিনি যদি আসতেন, তা হলে ভৃষ্টযব খেতেন, সোমরস পান করতেন। উত্তম আহারাদি করে পুনর্বার নিজ গৃহে যেতেন। ২। তিনি তীক্ষ্ম শৃঙ্গধারী বৃষের ন্যায় শব্দ করতে করতে পৃথিবীর উন্নত বিস্তীর্ণ প্রদেশে অবস্থিত হলেন। তিনি বললেন, যে আমাকে উদরপূর্ণ করে সোমরস পান করতে দেয়, আমি তাকে সকল যুদ্ধে রক্ষা করি। ৩। হে ইন্দ্র ! যখন অন্ন কামনাতে তোমার উদ্দেশে হোম করা হয়, তখন তারা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তরফলক সহযোগে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করে, তুমি তা পান কর। তারা বৃষভসমূহ (১) পাক করে, তুমি তা ভোজন কর। ৪। হে ইন্দ্র। তুমি আমার ক্ষমতা এপ্রকার করে দাও, যে আমি ইচ্ছা করলে যেন নদীর জল বিপরীত দিকে যায়, যেন তৃণভোজী হরিণ সিংহকে পরাঙ্মুখ করে দিয়ে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, যেন শৃগাল বরাহকে বন হতে তাড়িয়ে দেয় (২)। ৫। হে ইন্দ্র। আমি বালক, তুমি প্রাচীন ও বুদ্ধিমান, আমার সাধ্য কি যে আমি তোমার স্তব করতে পারি। তবে তুমি সময়ে সময়ে আমাদের উপদেশ দাও, সে নিমিত্ত তোমার স্তব কিঞ্চিদংশে করতে সমর্থ হই। ৬। [ইন্দ্র বলছেন] আমি প্রাচীন আমাকে সকলে এরূপে স্তব করে যে আমার কার্যভার স্বর্গ অপেক্ষাও গুরুতর। আমি একসঙ্গে সহস্রাধিক শত্রুকে দুর্বল করে ফেলি। আমার জন্মদাতা আমাকে এরূপ জন্ম দিয়েছেন যে আমার শত্রু কেউ থাকবে না। ৭। হে ইন্দ্র ! দেবতারা আমাকে তোমারই তুল্য প্রাচীন ও প্রত্যেক কর্মে পারক এবং অভিলষিত ফলদাতা বলে জানেন। আমি আহ্লাদের সাথে বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করেছি; আমি নিজ মহত্ত্বগুণে দাতাকে গোধন দেখিয়ে দিয়েছি। ৮। দেবতারা এলেন, কুঠার ধারণ করলেন, জল কেটে দিলেন, মনুষ্যদের উপকারার্থে জল বর্ষণ করলেন। নদীমধ্যে সে সুন্দর জল রেখে দিলেন, আর যে স্থানে মেঘের মধ্যে জল দেখেন, তাই দগ্ধ করে নির্গত করে দেন। ৯। ইন্দ্রের ইচ্ছা হলে শশকও তার প্রতি প্রেরিত ক্ষুরকে গ্রাস করে, আমি দূর হতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে পর্বত ভেদ করে ফেলতে পারি। ক্ষুদ্রের নিকট বৃহৎও বশ হয়ে থাকে, বাছুরও আপনার দেহ স্ফীত করে বৃষের দিকে ধাবমান হয়। ১০। যেরূপ সিংহ পিঞ্জরে রুদ্ধ হয়ে চতুর্দিকে আপনার পদ ঘর্ষণ করে, সেরূপ শ্যেনপক্ষী আপনার নখ ঘর্ষণ করতে লাগল। যদি মহিষ রুদ্ধ হয়ে তৃষ্ণাযুক্ত হয়, তা হলে গোধা তার নিমিত্ত জল আহরণ করে দেয়। ১১। যারা যজ্ঞের অন্নদ্বারা

দেহ পুষ্টি করে, তাদের জন্য গোধা অক্লেশে জল আহরণ করে দেয়। তারা সর্বপ্রকার রসযুক্ত সোম পান করে এবং শত্রুদের দেহ ও বল ধ্বংস করে দেয়। ১২। যাঁরা সোমরসের যজ্ঞ করে নিজ দেহ পুষ্ট করেছেন তাঁরা উত্তম কার্য করেছেন বলে সুকর্মান্বিত হন। হে ইন্দ্র! তুমি মনুষ্যের স্পষ্টবাক্য উচ্চারণপূর্বক আমাদের অন্ন আহরণ করে দাও। কারণ দিব্যধামে তোমার 'দানবীর' এ নাম প্রসিদ্ধ আছে।
টীকা : ১। এখানেও 'বৃষভ' পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২। সিংহ প্রভৃতি বন্য পশুর উল্লেখ। ৯ ও ১০ ঋক দেখুন।

২৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বনে ন বা যো ন্যধায়ি চাকঞ্ছুচির্বাং স্তোমা ভুরণাবজীগঃ।
যস্যেদিন্দ্রঃ পুরুদিনেষু হোতা নৃণাং নর্যো নৃতমঃ ক্ষপাবান্ ॥ ১
প্র তে অস্যা উষসঃ প্রাপরস্যা নৃতৌ স্যাম নৃতমস্য নৃণাম্।
অনু ত্রিশোকঃ শতমাবহন্নৄন্ কুৎসেন রথো যো অসৎসসবান্ ॥ ২
কস্তে মদ ইন্দ্র রন্ত্যো ভূদ্দুরো গিরো অভ্যুগ্রো বি ধাব।
কদ্বাহো অর্বাগুপ মা মনীষা আ ত্বা শক্যামুপমং রাধো অন্নৈঃ ॥ ৩
কদু দ্যুম্নমিন্দ্র ত্বাবতো নৄন্ কয়া ধিয়া করসে কন্ন আগন্।
মিত্রো ন সত্য উরুগায় ভৃত্যা অন্নে সমস্য যদসন্মনীষাঃ ॥ ৪
প্রেরয় সূরো অর্থং ন পারং তে অস্য কামং জনিধা ইব গ্মন্।
গিরশ্চ যে তে তুবিজাত পূর্বীর্নর ইন্দ্র প্রতি শিক্ষান্ত্যন্নৈঃ ॥ ৫
মাত্রে নু তে সুমিতে ইন্দ্র পূর্বী দ্যৌর্মজ্মনা পৃথিবী কাব্যেন।
বরায় তে ঘৃতবন্তঃ সুতাসঃ স্বাদ্মন্ ভবন্তু পীতয়ে মধূনি ॥ ৬
আ মধ্বো অস্মা অসিচন্নমত্রমিন্দ্রায় পূর্ণং স হি সত্যরাধাঃ।
স বাবৃধে বরিমন্না পৃথিব্যা অভি ক্রত্বা নর্যঃ পৌংস্যৈশ্চ ॥ ৭
ব্যানলিন্দ্রঃ পৃতনাঃ স্বোজা আস্মৈ যতন্তে সখ্যায় পূর্বীঃ।
আ স্মা রথং ন পৃতনাসু তিষ্ঠ যং ভদ্রয়া সুমত্যা চোদয়াসে ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে শীঘ্রগামী অশ্বিদ্বয়! এ সুনির্মল স্তব তোমাদের উদ্দেশে যাচ্ছে। যেরূপ পক্ষী সভয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে করতে আপন শাবককে বৃক্ষের কুলায় মধ্যে সংস্থাপন করে আমি সেরূপ যত্নে এ স্তব প্রস্তুত করেছি। কত দিন এ স্তবে আমি ইন্দ্রকে আহবান করি, তিনি এসে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি নেতাব্যক্তিদেরও নায়ক, তিনি মনুষ্যের হিতার্থী, তিনি রাতে সোমের ভাগ গ্রহণ করেন। ২। হে ইন্দ্র! তুমি নেতা ব্যক্তিদেরও নায়ক। অদ্যকার প্রাতঃকাল ও অন্য অন্য প্রাতঃকাল যেন তোমার স্তবে ক্ষেপণ করতে পারি। তোমাকে স্তব করে ত্রিশোক নামক ঋষি শতব্যক্তির সাহায্য পেয়েছিলেন এবং কুৎস নামে ঋষি তোমার সাথে এক রথে আরোহণ করেছিলেন। ৩। হে ইন্দ্র! কোন প্রকারের মত্ততা তোমার সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর? তুমি আমাদের স্তুতিবাক্য শ্রবণপূর্বক মহাবেগে যজ্ঞগৃহের দ্বারাভিমুখে এস। কবে আমি উত্তম বাহন পাব? কবে আমি স্তবের দ্বারা অন্ন ও অর্থ আপনার নিকটে আকর্ষণ করতে পারব? ৪। হে ইন্দ্র! কবে অর্থ হবে? কোন স্তব পাঠ করলে তুমি মনুষ্যদের তোমার মত করবে? কবে আসবে? হে কীর্তিশালী! তুমি যথার্থ বন্ধুর ন্যায় সকলকে ভরণপোষণ কর, স্তব করলেই তুমি ভরণপোষণ কর। ৫। যেরূপ পতি আপনার পত্নীর কামনা পূর্ণ করে সেরূপ যারা তোমার কামনা পূর্ণ করে অর্থাৎ ইচ্ছামত যজ্ঞ সম্পাদন করে তাদের যথেষ্ট অর্থ দাও, যেহেতু তুমি সূর্যের ন্যায় দাতা। হে বহুরূপধারী!

যারা চিরপ্রচলিত স্তুতিবাক্য তোমার উদ্দেশে পাঠ করে এবং অন্ন দেয়, তাদের অর্থ দাও। ৬। হে ইন্দ্র! পূর্বকালে অতি সুন্দর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দ্বারা বিরচিত এ যে দ্যাবাপৃথিবী, এরা তোমার দুই জননীর তুল্য। এ যে ঘৃতযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করা হয়েছে, এ পান করে তুমি যেন প্রীত হও, এ মধুর রসযুক্ত অন্ন যেন তোমার পক্ষে সুস্বাদু হয়। ৭। সে ইন্দ্রের জন্য পাত্র পূর্ণ করে মধুরস দেওয়া হল, কারণ তিনি যথার্থই ধন দান করেন। তিনি পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ হয়ে উঠলেন, তিনি মনুষ্যের হিতৈষী, তাঁর কার্য ও পৌরুষ আশ্চর্য। ৮। চমৎকার বলশালী ইন্দ্র বিপক্ষ সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন, যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শত্রুসৈন্য এঁর সাথে যুদ্ধ করবার জন্য চেষ্টা করছে। হে ইন্দ্র! যেমন জগতের হিতার্থে সুবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় তুমি যুদ্ধের জন্য রথে আরোহণ করে থাক, সেরূপ এখনও রথে আরোহণ কর।

৩০ সূক্ত ॥ জল দেবতা। কবষ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বপো অচ্ছা মনসো ন প্রযুক্তি।
মহীং মিত্রস্য বরুণস্য ধাসি পৃথুজ্রয়সে রীরধা সুবৃক্তিম্ ॥ ১
অধ্বর্যবো হবিষ্মন্তো হি ভূতাচ্ছাপ ইতোশতীরুশন্তঃ।
অব যাশ্চষ্টে অরুণঃ সুপর্ণস্তমাস্যধ্বমূর্মিমদ্যা সুহস্তাঃ ॥ ২
অধ্বর্যবোঽপ ইতা সমুদ্রমপাং নপাতং হবিষা যজধ্বম্।
স বো দদদূর্মিমদ্যা সুপূতং তস্মৈ সোমং মধুমন্তং সুনোত ॥ ৩
যো অনিধ্মো দীদয়দপ্স্বন্তর্যং বিপ্রাস ঈলতে অধ্বরেষু।
অপাং নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিন্দ্রো বাবৃধে বীর্যায় ॥ ৪
যাভিঃ সোমো মোদতে হর্ষতে চ কল্যাণীভির্যুবতিভির্ন মর্যঃ।
তা অধ্বর্যো অপো অচ্ছা পরেহি যদাসিঞ্চা ওষধীভিঃ পুনীতাত ॥ ৫
এবেদ্যূনে যুবতয়ো নমন্ত যদীমুশন্নুশতীরেত্যচ্ছ।
সং জানতে মনসা সং চিকিত্রেঽধ্বর্যবো ধিষণাপশ্চ দেবীঃ ॥ ৬
যো বো বৃতাভ্যো অকৃণোদু লোকং যো বো মহ্যা অভিশস্তেরমুঞ্চত।
তস্মা ইন্দ্রায় মধুমন্তমূর্মিং দেবমাদনং প্র হিণোতনাপ ॥ ৭
প্রাস্মৈ হিনোত মধুমন্তমূর্মিং গর্ভো যো বঃ সিন্ধবো মধ্ব উৎসঃ।
ঘৃতপৃষ্ঠমীড্যমধ্বরেষ্বাপো রেবতী শৃণুতা হবং মে ॥ ৮
তং সিন্ধবো মৎসরমিন্দ্রপানমূর্মিং প্র হেত য উভে ইয়র্তি।
মদচ্যুতমৌশানং নভোজাং পরি ত্রিতন্তুং বিচরন্তমুৎসম্ ॥ ৯
আবর্বৃততীরধ নু দ্বিধারা গোষুযুধো ন নিয়বং চরন্তীঃ।
ঋষে জনিত্রীর্ভুবনস্য পত্নীরপো বন্দস্ব সবৃধঃ সযোনীঃ ॥ ১০
হিনোতা নো অধ্বরং দেবযজ্যা হিনোত ব্রহ্ম সনয়ে ধনানাম্।
ঋতস্য যোগে বি ষ্যধ্বমূধঃ শ্রুষ্টীবরীর্ভূতনাস্মভ্যমাপঃ ॥ ১১
আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ ভদ্রং বিভৃথামৃতং চ।
রায়শ্চ স্থ স্বপত্যস্য পত্নীঃ সরস্বতী তদ্গৃণতে বয়ো ধাৎ ॥ ১২
প্রতি যদাপো অদৃশ্রমায়তীর্ঘৃতং পয়াংসি বিভ্রতীর্মধূনি।
অধ্বর্যুভির্মনসা সংবিদানা ইন্দ্রায় সোমং সুষুতং ভরন্তীঃ ॥ ১৩
এমা অগ্মন্রেবতীর্জীবধন্যা অধ্বর্যবঃ সাদয়তা সখায়ঃ।
নি বর্হিষি ধত্তন সোম্যাসোঽপাং নপ্ত্রা সংবিদানাস এনাঃ ॥ ১৪

আগন্নাপ উশতীর্বর্হিরেদং ন্যধ্বরে অসদন্দেবয়ন্তীঃ।
অধ্বর্যবঃ সুনুতেন্দ্রায় সোমমভূদু বঃ সুশকা দেবযজ্যা ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। মনের যেরূপ শীঘ্রগতি সেরূপ শীঘ্রগতিতে সোমরস যজ্ঞকালে দেবতাদের উদ্দেশে জলের দিকে গমন করুক। মিত্র ও বরুণের জন্য বিস্তর অন্ন পাক এবং তীব্র বেগশালী সে ইন্দ্রের জন্য সুন্দর রচনাবিশিষ্ট স্তব কর। ২। হে পুরোহিতগণ! হোমের দ্রব্যের আয়োজন কর। জল তোমাদের প্রতি স্নেহযুক্ত, সে জলের দিকে আগ্রহের সাথে গমন কর। লোহিতবর্ণ পক্ষীর ন্যায় এ যে সোম নিম্নে পতিত হচ্ছে, হে সুন্দরহস্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তাকে তরঙ্গের আকারে যথাস্থানে নিক্ষেপ কর। ৩। হে পুরোহিতগণ! জলের সমুদ্রে গমন কর, অপাংনপাৎ নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্যদ্বারা পূজা কর। তিনি যেন অদ্য তোমাদের পরিষ্কার জলের তরঙ্গ প্রদান করেন। তাঁর উদ্দেশে মধুযুক্ত সোম প্রস্তুত কর। ৪। যিনি বিনা কাষ্ঠে জলের মধ্যে জ্বলিতে থাকেন, যাঁকে যজ্ঞকালে বিপ্রগণ স্তব করেন, সে অপাংনপাৎ নামক দেবতা এরূপ সুরস জল যেন দান করেন, যা পান করে ইন্দ্র বলশালী হয়ে বীরত্ব প্রকাশ করবেন। ৫। যে সকল জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে সোম অতি চমৎকার হয়ে ওঠেন, পুরুষ যেরূপ সুরূপা যুবতীগণের মিলনে আনন্দিত হয়, সেরূপ যে জলের সহিত মিলনে সোম আনন্দিত হন ; হে পুরোহিতগণ! এরূপ জল আনতে গমন কর। যখন এনে সে জল সেচন করবে, যেন তদ্দ্বারা সোমলতা শোধন হয়ে যায়। ৬। যখন কোন যুবাপুরুষ প্রেমের সাথে প্রেম পরিপূর্ণা যুবতীদের দিকে গমন করে, তখন যেমন যুবতীরা সে যুবার প্রতি অনুকূল হয়, সেরূপ জল সোমের প্রতি অনুকূল হচ্ছে। পুরোহিতগণ ও তাঁদের যে স্তুতিবাক্য সকল এঁদের সাথে জলস্বরূপ দেবীদিগের বিশেষ পরিচয় আছে, উভয়েই স্ব স্ব কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। ৭। হে জলগণ! তোমরা রুদ্ধ হলে যিনি তোমাদের নির্গত হবার পথ করে দেন, যিনি তোমাদের বিষম নিরোধ হতে মোচন করেছেন, সে ইন্দ্রের প্রতি মধুপূর্ণ ও দেবতাদের মত্ততাজনক তরঙ্গ প্রেরণ কর। ৮। হে ক্ষরণশীল জলগণ! তোমাদের গর্ভস্বরূপ যে মধুর রসযুক্ত প্রস্রবণ আছে, তার সুমধুর তরঙ্গ সে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ কর। হে ধনশালী জলগণ! আমার এ আহ্বান শোন, আমার এ আহ্বানে যজ্ঞের জন্য ঘৃতদান করা হচ্ছে এবং তোমাদের স্তব করা হচ্ছে। ৯। হে জলগণ! তোমাদের যে তরঙ্গ উভয় দিকে গমন করে, এরূপ মত্ততাজনক তরঙ্গ ইন্দ্রের পানের জন্য প্রেরণ কর। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ কর, যা মদক্ষরণ করবে, যা কামনা উদ্রিক্ত করবে, যার উৎপত্তি আকাশ, যা ত্রিলোকে বিচরণ করে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। ১০। যে ইন্দ্র জলের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন, তাঁর আজ্ঞায় জলগণ দু ধারায় অর্থাৎ নানা ধারায় বার বার পতিত হয়ে সোমের সাথে মিশ্রিত হয়, তারা ভুবনের জননী-স্বরূপ, ভুবনের রক্ষাকর্ত্রীস্বরূপ। তারা সোমের সঙ্গে একত্রে স্ফীত হয়, তারা আত্মীয়স্বরূপ। হে ঋষি! এতাদৃশ জলগণকে বন্দনা কর। ১১। হে জলগণ! দেবতাদের যজ্ঞের জন্য আমাদের যজ্ঞকার্যে সহায়তা কর, ধনলাভের জন্য আমাদের নিকট পবিত্রতা প্রেরণ কর। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে তোমাদের দুগ্ধস্থানের দ্বার মোচন করে দাও, আমাদের পক্ষে সুখকর হও। ১২। হে জলগণ! তোমরা ধনের প্রভুস্বরূপ এ কল্যাণময় যজ্ঞ সম্পন্ন কর এবং অমৃত আহরণ কর, ধন ও উত্তম সন্তানদের রক্ষাকর্তৃস্বরূপ হও; সরস্বতী যেন স্তবকর্তাব্যক্তিকে অন্ন দান করেন। ১৩। হে জলগণ! তোমরা যখন আসছিলে, আমি দেখলাম তোমরা ঘৃত, দুগ্ধ, মধু নিয়ে আসছ, পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমাদের সম্ভাষণ করছিল, উত্তমরূপে

প্রস্তুত করা হয়েছে এরূপ সোমরস তোমরা ইন্দ্রকে দিচ্ছিলে। ১৪। এ সকল জল আসছে, এরা ধনের আধার, জীবের হিতকর। হে পুরোহিত বন্ধুগণ! এদের স্থাপনা কর। এরা বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিচিত, এরা সোমরসের অনুকূল। এদের কুশের উপর স্থাপন কর। ১৫। জলগণ আগ্রহের সাথে কুশের দিকে আসছে। দেখ, এরা দেবতাদের নিকট যাবার জন্য যজ্ঞস্থানে উপবেশন করছে, হে পুরোহিতগণ! ইন্দ্রের নিমিত্ত সোম প্রস্তুত কর। এক্ষণে জল আসাতে তোমাদের দেবপূজা সুসাধ্য হয়েছে।

৩১ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। কবষ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ নো দেবানামুপ বেতু শংসো বিশ্বেভিস্তুরৈরবসে যজত্রঃ।
তেভির্বয়ং সুষখায়ো ভবেম তরন্তো বিশ্বা দুরিতা স্যাম ॥ ১
পরি চিন্মর্তো দ্রবিণং মমন্যাদৃতস্য পথা মনসা বিবাসেৎ।
উত স্বেন ক্রতুনা সং বদেত শ্রেয়াংসং দক্ষং মনসা জগৃভ্যাৎ ॥ ২
অধায়ি ধীতিরসসৃগ্রমংশাস্তীর্থে ন দস্মমুপ যন্ত্যূমাঃ।
অভ্যানশ্ম সুবিতস্য শূষং নবেদসো অমৃতানামভূম ॥ ৩
নিত্যশ্চাকন্যাৎ স্বপতির্দমূনা যস্মা উ দেবঃ সবিতা জজান।
ভগো বা গোভিরর্যমেমনজ্যাৎসো অস্মৈ চারুশ্ছদয়দুত স্যাৎ ॥ ৪
ইয়ং সা ভূয়া উষসামিব ক্ষা যদ্ধ ক্ষুমন্তঃ শবসা সমায়ন্।
অস্য স্তুতিং জরিতুর্ভিক্ষমাণা আ নঃ শগ্মাস উপ যন্তু বাজাঃ ॥ ৫
অস্যেদেষা সুমতিঃ পপ্রথানাভবৎপূর্ব্যা ভূমনা গৌঃ।
অস্য সনীলা অসুরস্য যোনৌ সমান আ ভরণে বিভ্রমাণাঃ ॥ ৬
কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
সন্তস্থানে অজরে ইত ঊতী অহানি পূর্বীরুষসো জরন্ত ॥ ৭
নৈতাবদেনা পরো অন্যদস্ত্যুক্ষা স দ্যাবাপৃথিবী বিভর্তি।
ত্বচং পবিত্রং কৃণুত স্বধাবান্যদীং সূর্যং ন হরিতো বহন্তি ॥ ৮
স্তেগো ন ক্ষামত্যেতি পৃথ্বীং মিহং ন বাতো বি হ বাতি ভূম।
মিত্রো যত্র বরুণো অজ্যমানোঽগ্নির্বনে ন ব্যসৃষ্ট শোকম্ ॥ ৯
স্তরীর্যৎসূত সদ্যো অজ্যমানা ব্যাথরব্যথীঃ কৃণুত স্বগোপা।
পুত্রো যৎপূর্বঃ পিত্রোর্জনিষ্ট শম্যাং গৌর্জগার যদ্ধ পৃচ্ছান্ ॥ ১০
উত কণ্বং নৃষদঃ পুত্রমাহুরুত শ্যাবো ধনমাদত্ত বাজী।
প্র কৃষ্ণায় রুশদপিন্বতোধ ঋতমত্র নকিরস্মা অপীপেৎ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। আমাদের স্তব যেন দেবতাদের নিকট গমন করে। যজ্ঞের দেবতা যিনি, তিনি যেন সকল শত্রুর হস্ত হতে আমাদের রক্ষা করেন, সে সমস্ত দেবতার সাথে আমাদের যেন বন্ধুত্ব হয়। আমরা যেন সকল পাপ হতে পরিত্রাণ পাই। ২। মনুষ্য যেন সর্বপ্রকার অর্থের চেষ্টা করে, সে যেন সত্যের পথে পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যেন সে নিজ কর্মের দ্বারা কল্যাণের ভাগী হয়, যেন মনে সে সুখ লাভ করে। ৩। যজ্ঞকার্য আরম্ভ করা হয়েছে। যজ্ঞীয়দ্রব্য সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশ করে রাখা হয়েছে, তারা দেখতে সুন্দর, তারা রক্ষার উপায়স্বরূপ। সোম যে প্রস্তুত করা হয়েছে, তার আস্বাদন আমরা গ্রহণ করলাম, তাতে আমাদের দেবতারা যে কি প্রকার তত্ত্ববিষয়ের জ্ঞান হল। ৪। অবিনাশী প্রজাপতি দাতৃজনোচিত অন্তকরণ ধারণপূর্বক যেন কৃপা করেন। যেন সবিতাদেব যজ্ঞকর্তাকে শুভফল দান

করেন, যেন ভগ ও অর্যমা স্তবের দ্বারা প্রসন্ন হয়ে স্নেহযুক্ত হন, যেন আর সকল সুন্দরমূর্তি দেবতা তার প্রতি আনকূল্য করেন। ৫। এ স্তবকর্তা ব্যক্তির নিকট স্তব পাবার লালসাতে যখন দেবতাগণ কোলাহল করে মহাবেগে এলেন তখন যেন প্রাতকালের ন্যায় পৃথিবী আমাদের পক্ষে আলোকময়ী হয়। যেন সুখকর নানাবিধ অন্ন আমাদের নিকট আসে। ৬। আমার এ যে স্তব, তা এক্ষণে চিরপরিচিত বিস্তারিত ভাব ধারণপূর্বক সকল দেবতার নিকট যাবার জন্য বিস্তারিত হয়েছে। আমার এ যে যজ্ঞ, তাতে সকল দেবতা এসে তুল্য স্থান অধিকারপূর্বক নানাবিধ শুভফল দান করবার জন্য আসুন, তা হলেই আমি বলশালী হব। ৭। সে বলই বা কি? সে বৃক্ষই বা কি? যা হতে উপাদন সংগ্রহপূর্বক এ দ্যুলোক ও ভূলোক নির্মাণ করা হয়েছে, পুরাতন দিবা ঊষাসমূহ জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখ এরা কেমন পরস্পর সংযুক্ত হয়ে রয়েছে, কখন জীর্ণ বা পুরাতন হয় না, এক ভাবে অবস্থিত আছে। ৮। দ্যুলোক ও ভূলোক এঁরাই শেষ নন, এদের উপর আরও এক আছে। তিনি প্রজা সৃষ্টিকর্তা. তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু. যে কালে সূর্যের ঘোটকগণ সূর্যকে বহন করতে আরম্ভ করে নি, সে সময়ে তিনি আপনার পবিত্র চর্ম (শরীর) প্রস্তুত করেছিলেন (১)। ৯। কিরণসমূহধারী সূর্যদেব পৃথিবীকে অতিক্রম করেন না, বায়ু বৃষ্টিকে নিতান্ত ছিন্ন ভিন্ন করে না, মিত্র ও বরুণ আবির্ভূত হয়ে বনমধ্যে সমুৎপন্ন অগ্নির ন্যায় চতুর্দিকে আলোক বিস্তারিত করেন। ১০। রেতসেক প্রাপ্ত হয়ে বৃদ্ধা গাভী প্রসব করলে যেরূপ হয়, অরণি অর্থাৎ অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ সেরূপ অগ্নিকে প্রসব করে। সে অরণি লোকের ক্লেশ দূর করে, যারা অরণিকে রক্ষা করেন সেরূপ ব্যক্তিদের ব্যথা পেতে হয় না। অগ্নি অরণিদ্বয়ের পুত্রস্বরূপ. তিনি পূর্বকালে দু অরণিস্বরূপ মাতা পিতা হতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এ যে অরণিস্বরূপ গাভী, সে শমী বৃক্ষে জন্ম গ্রহণ করে, তারই অন্বেষণ করা হয়ে থাকে (২)। ১১। কথিত আছে, কণ্ব ঋষি নৃসদের পুত্র। সে অন্নসম্পন্ন শ্যামবর্ণ কণ্ব ধন গ্রহণ করেছিলেন। অগ্নি সে শ্যামবর্ণ কণ্বের জন্য দীপ্তিযুক্ত নিজ উধ স্ফীত করে দিলেন। তাঁর অর্থাৎ অগ্নির জন্য আরও কেউ তেমন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নি।

টীকা ঃ ১। যিনি দ্যুলোক ও ভূলোকেরও উপরে আছেন, যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন, যিনি অন্নের প্রভু ও প্রজার সৃষ্টিকর্তা, যিনি সূর্যের আকাশ পরিক্রমের পূর্বে হতে আছেন এবং যিনি স্বয়ম্ভু, তিনি কে? সকল দেবগণের উপরস্থ, সকল দেবগণের পূর্বস্থ, এক ঈশ্বরকেই 'বিশ্বদেব' নামে স্তুতি করা হয়েছে। তিনি স্বয়ম্ভু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন কিছুই তাঁর সমতুল্য নয়। ২। সায়ণ বলেন শমী বৃক্ষের উপর যে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মে, তা হতে অরণি কাষ্ঠ প্রস্তুত হয়।

৩২ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সু গ্মন্তা ধিয়মানস্য সক্ষণি বরেভির্বরাঁ অভি ষু প্রসীদতঃ।
অস্মাকমিন্দ্র উভয়ং জুজোষতি যৎসোম্যস্যান্ধসো বুবোধতি ॥ ১
বীন্দ্র যাসি দিব্যানি রোচনা বি পার্থিবানি রজসা পুরুষ্টুত।
যে ত্বা বহন্তি মুহুরধ্বরাঁ উপ তে সু বন্বন্তু বগ্বনাঁ অরাধসঃ ॥ ২
তদিন্মে ছন্ৎসদ্বপুষো বপুষ্টরং পুত্রো যজ্জানং পিত্রোরধীয়তি।
জায়া পতিং বহতি বগ্নুনা সুমৎপুংস ইদ্ভদ্রো বহতুঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ৩

তদিৎসধস্থমভি চারু দীধয় গাবো যচ্ছাসন্বহতুং ন ধেনবঃ ।
মাতা যন্মন্তুর্যূথস্য পূর্ব্যাভি বাণস্য সপ্তধাতুরিজ্জনঃ ॥ ৪
প্র বোহচ্ছা রিরিচে দেবয়ুষ্পদমেকো রুদ্রেভির্যাতি তুর্বণিঃ ।
জরা বা যেষ্বমৃতেষু দাবনে পরি ব উমেভ্যঃ সিঞ্চতা মধু ॥ ৫
নিধীয়মানমপগূড়হমপ্সু প্র মে দেবানাং ব্রতপা উবাচ ।
ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অনু হি ত্বা চচক্ষ তেনাহমগ্নে অনুশিষ্ট আগাম্ ॥ ৬
অক্ষেত্রবিং ক্ষেত্রবিদং হ্যপ্রাট্ স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ ।
এতদ্বৈ ভদ্রমনুশাসনস্যোত স্রুতিং বিন্দত্যঞ্জসীনাম্ ॥ ৭
অদ্যেদু প্রাণীদমমন্নিমাহাপীবৃতো অধয়ন্মাতুরূধঃ ।
এমেনমাপ জরিমা যুবানমহেলন্বসুঃ সুমনা বভূব ॥ ৮
এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি ।
দান ইদ্বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ং চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি ইন্দ্রকে ধ্যান করছেন, ইন্দ্র তার সেবা গ্রহণ করবার জন্য আপনার অশ্বদ্বয়কে সে দিকে প্রেরণ করছেন, অশ্ব দুটি বিচিত্র গতিতে আসছে। যজমান প্রসন্নমনে উত্তম উত্তম সামগ্রী দিচ্ছে, ইন্দ্রও উত্তম উত্তম বর নিয়ে আসছেন। যখন ইন্দ্র সোমরস ও আহারীয় দ্রব্যের আস্বাদ পান তখন আমাদের স্তব ও আমাদের হোমের দ্রব্য উভয়ই গ্রহণ করেন। ২। হে ইন্দ্র! তোমাকে বিস্তর লোকে স্তব করে! তুমি আলোক বিস্তার করতে করতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গীয় ধামে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতি নিয়ে পৃথিবীতে এসে থাক। তোমার যে দুই ঘোটক তোমাকে যজ্ঞে বহন করে আনে, তারা আমাদের ধনবান করুক, কারণ আমাদের ধন নেই, ধনের জন্যই আমরা এ সকল প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করছি। ৩। পুত্র জন্ম গ্রহণ করে পিতার নিকট যে ধন প্রাপ্ত হয়, সে অতি চমৎকার ধন, ইন্দ্র আমাকে দিতে ইচ্ছুক হোন। পত্নী মিষ্ট বচনের দ্বারা স্বামীকে আপনার নিকটে আহ্বান করছেন। সোমরস উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়ে, সেই পৌরুষসম্পন্নের প্রতি যাচ্ছে। ৪। স্তুতি-স্বরূপ গাভীগণ যে স্থানে মিলিত হয়েছে, সে স্থানকে তোমার উজ্জ্বল দীপ্তিদ্বারা আলোকযুক্ত কর। স্তবসমূহের যে প্রাচীন ও পূজনীয় মাতা আছেন, তাঁর সাত পুত্র সে স্থানে উপস্থিত আছেন। ৫। দেবতাদের নিকট যে অগ্নি গমন করেন, তিনি তোমাদের হিতার্থে দেখা দিয়েছেন, তিনি একাকী রুদ্রদের সঙ্গে শীঘ্র আপন স্থানে গমন করেন। এ যে অমর দেবতাগণ, এঁদের বলের হ্রাস হচ্ছে, অতএব বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে যজ্ঞীয় মধু এঁদের জন্য ঢেলে দাও, তা হলে এঁরা বর দেন। ৬। দেবতাদের উদ্দেশে যে সমস্ত পুণ্যানুষ্ঠান হয়, বিদ্বান ইন্দ্র তা রক্ষা করেন, তিনি বলে দিয়েছেন, যে অগ্নি জলের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে সমর্পিত আছেন। হে অগ্নি! সে উপদেশ অনুসারে আমি তোমার দিকে এসেছি। ৭। যদি কেউ কোন স্থান না জানে, তবে সে যে ব্যক্তি জানে তাকে জিজ্ঞাসা করে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ পেলে, সে সে অভিলষিত স্থানে উপনীত হতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশের এ গুণ যদি জল অন্বেষণ কর, তবে যে স্থানে জল আছে, সে স্থানে যেতে পারবে। ৮। অদ্যই ইনি জীবন পেয়েছেন, এ কয়েক দিন ধরে ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, জননীর উধঃ চোষণ করেছেন। এ যুবা অবস্থাতেই এর জরা উপস্থিত হয়েছে। ইনি অক্লিষ্টকর্ম ধন্যাঢ্য ও মনপ্রসাদসম্পন্ন। ৯। হে কলস! হে কুরুশ্রবণ! তুমি যজ্ঞ দিতেছ, তোমার জন্য এ সকল স্তব রচনা করলাম। সে মঘবান ইন্দ্র, তোমাদের পক্ষে দাতা হোন আর এ যে সোম, যাঁকে আমি হৃদয়ে ধারণ করছি, তিনিও দাতা হোন।

৩৩ সূক্ত ।। (১) বিশ্বদেব, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা । কবষ ঋষি ।
ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, সতোবৃহতী, গায়ত্রী ছন্দ ।

প্র মা যুযুজ্রে প্রযুজো জনানাং বহামি স্ম পূষণমন্তরেণ ।
বিশ্বে দেবাসো অধ মামরক্ষন্দুঃশাসুরাগাদিতি ঘোষ আসীৎ ॥ ১
সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ ।
নি বাধতে অমতির্নগ্নতা জসুর্বের্ন বেবীয়তে মতিঃ ॥ ২
মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো ।
সকৃৎসু নো মঘবন্নিন্দ্র মৃলয়াধা পিতেব নো ভব ॥ ৩
কুরুশ্রবণমাবৃণি রাজানং ত্রাসদস্যবম্ । মংহিষ্ঠং বাঘতামৃষিঃ ॥ ৪
যস্য মা হরিতো রথে তিস্রো বহন্তি সাধুয়া । স্তবৈ সহস্রদক্ষিণে ॥ ৫
যস্য প্রস্বাদসো গির উপমশ্রবসঃ পিতুঃ । ক্ষেত্রং ন রণ্বমূচুষে ॥ ৬
অধি পুত্রোপমশ্রবো নপান্মিত্রাতিথেরিহি । পিতুষ্টে অস্মি বন্দিতা ॥ ৭
যদীশীয়ামৃতানামুত বা মর্ত্যানাম্ । জীবেদিন্মঘবা মম ॥ ৮
ন দেবানামতি ব্রতং শতাত্মা চন জীবতি । তথা যুজা বি বাবৃতে ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১ । যিনি লোকদের স্বকার্যে প্রেরণ করেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করলেন । আমি পূষাকে অন্তরে বহন করলাম । সকল দেবতা আমাকে রক্ষা করলেন । চতুর্দিকে রব উঠল যে, দুর্ধর্ষ ঋষি আসছেন । ২ । [বোধ হয়, পিতৃশোকে কুরুশ্রবণ রাজার উক্তি] আমার পাঁজরাগুলি সপত্নীগণের ন্যায় আমাকে সন্তাপ দিতেছে । মনের অসুখ আমাকে ক্লেশ দিতেছে, আমি দীনহীন ক্ষীণ হচ্ছি । পক্ষীর মত আমার মন অস্থির হচ্ছে । ৩ । হে ইন্দ্র ! যেরূপ মূষিকেরা স্নায়ুকে চর্বণ করে, আমি তোমার ভক্ত হলেও আমার মনের পীড়া আমাকে সেরূপ চর্বণ করছে । হে মঘবা ইন্দ্র ! একবার আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর । আমাদের পিতৃতুল্য হও । ৪ । আমি কবষ ঋষি, ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ রাজার নিকটে যাচ্ঞা করতে গেলাম, কারণ তিনি দাতাগণের শ্রেষ্ঠ । ৫ । আমার দক্ষিণা সহস্র-সংখ্যায় দত্ত হত এবং সকলে স্তব অর্থাৎ শ্লাঘা করত, আমি রথারূঢ় হলে তিনটি হরিতবর্ণ ঘোটক সুন্দররূপে বহন করে । ৬ । আমার পিতার কীর্তি দৃষ্টান্ত দিবার স্থলস্বরূপ ছিল, তাঁর বাক্য সেবকদের নিকট যেন রমণীয় ক্ষেত্রের ন্যায় প্রীতিকর হত । ৭ । [কবষের সান্ত্বনা বাক্য] হে কুরুশ্রবণ ! যাঁর কীর্তি দৃষ্টান্ত দেবার স্থল, তুমি তাঁর পুত্র । তুমি মিত্রাতিথি রাজার নপ্তা । আমার নিকটে এস, কারণ আমি তোমার পিতার বন্দনাকর্তা অর্থাৎ অনুগতলোক । ৮ । যদি জীবিতব্যক্তির জীবন ও মৃতব্যক্তির মৃত্যু আমার প্রভুত্বের অধীন হত তা হলে আমার সে পরম উপকারী তোমার পিতা অবশ্য জীবিত থাকতেন । ৯ । একশত আত্মা অর্থাৎ প্রাণ থাকলেও দেবতাদের অভিপ্রায়ের বিপরীত কেউ বাঁচতে পারে না । এ হেতুতেই আমাদের সহচরদের সাথে আমাদের বিচ্ছেদ হয় ।

টীকা ঃ ১ । এ সূক্তে আত্মীয় মৃত্যুজনিত দুঃখ বর্ণিত হয়েছে ।

৩৪ সূক্ত ।। অক্ষ ও দ্যূতকার দেবতা (১) । কবষ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ ।

প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ ।
সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্ ॥ ১
ন মা মিমেথ ন জিহীল এষা শিবা সখিভ্য উত মহ্যমাসীৎ ।
অক্ষস্যাহমেকপরস্য হেতোরনুব্রতামপ জায়ামরোধম্ ॥ ২

দ্বেষ্টি শ্বশ্রূরপ জায়া রুণদ্ধি ন নাথিতো বিন্দতে মর্ডিতারম্ ।
অশ্বস্যেব জরতো বস্ন্যস্য নাহং বিন্দামি কিতবস্য ভোগম্ ॥ ৩
অন্যে জায়াং পরি মৃশন্ত্যস্য যস্যাগৃধদ্বেদনে বাজ্যক্ষঃ ।
পিতা মাতা ভ্রাতর এনমাহুর্ন জানীমো নয়তা বদ্ধমেতম্ ॥ ৪
যদাদীধ্যে ন দবিষাণ্যেভিঃ পরায়দ্ভ্যোঽব হীয়ে সখিভ্যঃ ।
ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রতঁ এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব ॥ ৫
সভামেতি কিতবঃ পৃচ্ছমানো জেষ্যামীতি তন্বা শূশুজানঃ ।
অক্ষাসো অস্য বি তিরন্তি কামং প্রতিদীব্নে দধত আ কৃতানি ॥ ৬
অক্ষাস ইদংকুশিনো নিতোদিনো নিকৃত্বানস্তপনাস্তাপয়িষ্ণবঃ ।
কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণো মধ্বা সম্পৃক্তাঃ কিতস্য বর্হণা ॥ ৭
ত্রিপঞ্চাশঃ ক্রীলতি ব্রাত এষাং দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা ।
উগ্রস্য চিন্মন্যবে না নমন্তে রাজা চিদেভ্যো নম ইৎকৃণোতি ॥ ৮
নীচা বর্তন্ত উপরি স্ফুরন্ত্যহস্তাসো হস্তবন্তং সহন্তে ।
দিব্যা অঙ্গারা ইরিণে ন্যুপ্তাঃ শীতাঃ সন্তো হৃদয়ং নির্দহন্তি ॥ ৯
জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক্ব স্বিৎ ।
ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছমানোঽন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি ॥ ১০
স্ত্রিয়ং দৃষ্টায় কিতবং ততাপান্যেষাং জায়াং সুকৃতং চ যোনিম্ ।
পূর্বাহ্ণে অশ্বান্যুযুজে হি বভ্রূন্ত্সো অগ্নেরন্তে বৃষলঃ পপাদ ॥ ১১
যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভূব ।
তস্মৈ কৃণোমি ন ধনা রুণধ্মি দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি ॥ ১২
অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎকৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ ॥ ১৩
মিত্রং কৃণুধ্বং খলু মৃলতা নো মা নো ঘোরেণ চরতাভি ধৃষ্ণু ।
নি বো নু মন্যুর্বিশতামরাতিরন্যো বভ্রূণাং প্রসিতৌ ন্বস্তু ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, দেখে আমার বড়ই আনন্দ হয়। মুজবান নামক পর্বতে যে চমৎকার সোমলতা জন্মে (২), তার রস পান করতে যেমন প্রীতি জন্মে, বিভীতকাষ্ঠনির্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রূপ আমাকে উৎসাহিত করে। ২। আমার এ রূপবতী পত্নী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নি, কখন আমার নিকট লজ্জিত হয় নি। সে পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবাশুশ্রূষা করত। কিন্তু কেবলমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সে পরম অনুরাগিণী ভার্যাকে ত্যাগ করলাম। ৩। যে ব্যক্তি পাশাক্রীড়া করে, তার শ্বশ্রূ তার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে, যদি কারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দেবার লোক কেউ নেই। যেরূপ বৃদ্ধ ঘোটককে কেউ মূল্য দিয়ে ক্রয় করে না, সেরূপ দ্যূতকার কারও নিকট সমাদর পায় না। ৪। পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদি কারো ধনের প্রতি পাশার লোভদৃষ্টি পতিত হয়, তা হলে তার পত্নীকে অন্যে স্পর্শ করে (৩)। তার পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ তাকে দেখে বলে আমরা একে চিনি না, একে বেঁধে নিয়ে যাও। ৫। আমি যখন মনে ভাবি, আর এ পাশাখেলা করব না তখন খেলার সঙ্গীদের দেখলে তাদের নিকট হতে সরে যাই। কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গল-মূর্তিতে ছকের উপর বসে আছে দেখে আর থাকতে পারি না। যেরূপ ভ্রষ্টানারী উপপতির নিকট গমন করে আমিও সেরূপ খেলার সঙ্গীদের ভবনে গমন করি।

৬। দ্যূতকার আপনার বুক ফুলিয়ে আস্ফালন করতে করতে ক্রীড়াসভায় আসে, বলে, আমি জিতব। পাশাগুলি কখন এর অভিলাষ পূর্ণ করে, সে বিপক্ষ দ্যূতকারের প্রতি যা কিছু অভিপ্রায় করে, সকলি কখন সিদ্ধ হয়ে যায়। ৭। কিন্তু কখন সে পাশা যেন অঙ্কুশযুক্ত অর্থাৎ যেন আঁকুশিদ্বারা আকর্ষণ করতে থাকে তারা যেন বাণের ন্যায় বিদ্ধ করতে, ছুরিকার ন্যায় কর্তন করতে এবং তপ্ত বস্তুর ন্যায় সন্তাপ দিতে থাকে। যে জয়ী হয়, তার পক্ষে পাশাগুলি যেন পুত্রজন্মের তুল্য, যেন মধুময়, যেন তাকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করে, আর পরাজিত ব্যক্তিকে তারা যেন নিধন করে। ৮। এ যে তিপ্পান্নটি পাশার দল দেখছ, এরা মিলিত হয়ে ছকের উপর বিহার করে বেড়ায়, যেমন সত্যস্বরূপ সূর্যদেব বিশ্বভুবনে বিহার করেন। যিনি যত বড় দুর্ধর্ষ হোন, এরা কারও বশীভূত নয়। রাজা পর্যন্ত এদের নমস্কার করে। ৯। এরা কখন নীচে নামছে, কখন উপরে উঠছে। এদের হাত নেই, কিন্তু যার হাত আছে সে এদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। এরা দেখতে শ্রীযুক্ত, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর বসে আছে। স্পর্শ করতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে। ১০। দূতকারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিত্যাগ করে। পুত্র কোথায় বেড়াচ্ছে ভেবে তার মাতা ব্যাকুল। যে তাকে ধার দেয়, সে আপন ধন ফিরে পাব কি না ভেবে সশঙ্কিত। দ্যূতকারকে পরের বাটীতে রাত্রি যাপন করতে হয়। ১১। আপনার স্ত্রীর দশা দেখে দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখে তার পরিতাপ হয়। সে হয়ত প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনাপূর্বক গতিবিধি করছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাকে শীত নিবারণের জন্য অগ্নি সেবা করতে হয়। ১২। হে পাশাগণ! যে তোমাদের দলের মধ্যে প্রধান ও সেনাপতি ও রাজার তুল্য, আমি তাঁর প্রতি আমার এ দশ অঙ্গুলি একত্র করে প্রণাম করছি, আমি তোমাদের নিকট অর্থ চাই না, এ সত্য করে বলছি। ১৩। হে দূতকার! পাশা কখন খেল না, বরং কৃষিকার্য কর। তাতে যা লাভ হয় সে লাভে সন্তুষ্ট হও ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর। তাতে পত্নী ও অনেক গাভী পাবে। এ যে প্রভু সূর্যদেব, ইনি আমাকে এ বলে দিয়েছেন। ১৪। হে পাশাগণ! আমাদের উপর বন্ধুত্বভাব ধারণ কর, আমাদের কল্যাণ কর। তোমাদের দুর্ধর্ষ প্রভাব আমাদের প্রতি প্রয়োগ কর না। আমাদের শত্রুই যেন তোমাদের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়। অপরে যেন তোমাদের ব্যবহার করতে ব্যাপৃত থাকে।

টীকা : ১। এ সূক্তে পাশা খেলার অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছা এবং ভয়ানক ফল সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে। ২। মুজবান নামক পর্বতে সোমলতা জন্মে। ৩। অর্থাৎ পত্নী ব্যভিচারিণী হয়।

৩৫ ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। লুশ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

অবুধ্রমু ত্য ইন্দ্রবন্তো অগ্নয়ো জ্যোতির্ভরন্ত উষসো ব্যুষ্টিষু ।
মহী দ্যাবাপৃথিবী চেততামপোঽদ্যা দেবানামব আ বৃণীমহে ॥ ১
দিবস্পৃথিব্যোরব আ বৃণীমহে মাতৃন্ত্সিন্ধূন্ পর্বতাঞ্ছর্যণাবতঃ ।
অনাগাস্ত্বং সূর্যমুষাসমীমহে ভদ্রং সোমঃ সুবানো অদ্যা কৃণোতু নঃ ॥ ২
দ্যাবা নো অদ্য পৃথিবী অনাগসো মহী ত্রায়েতাং সুবিতায় মাতরা ।
উষা উচ্ছন্ত্যপ বাধতামঘং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৩
ইয়ং ন উস্রা প্রথমা সুদেব্যং রেবৎসনিভ্যো রেবতী ব্যুচ্ছতু ।
আরে মন্যুং দুর্বিদত্রস্য ধীমহি স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৪

প্র যাঃ সিস্রতে সূর্যস্য রশ্মিভির্জ্যোতির্ভরন্তীরুষসো ব্যুষ্টিষু ।
ভদ্রা নো অদ্য শ্রবসে ব্যুচ্ছত স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৫
অনমীবা উষস আ চরন্তু ন উদগ্নয়ো জিহতাং জ্যোতিষা বৃহৎ ।
আয়ুক্ষাতামশ্বিনা তূতুজিং রথং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৬
শ্রেষ্ঠং নো অদ্য সবিতর্বরেণ্যং ভাগমা সুব স হি রত্নধা অসি ।
রায়ো জনিত্রীং ধিষণামুপ ব্রুবে স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৭
পিপর্তু মা তদৃতস্য প্রাবচনং দেবানাং যন্মনুষ্যা অমন্মহি ।
বিশ্বা ইদুস্রাঃ স্পলুদেতি সূর্যঃ স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৮
অদ্বেষো অদ্য বর্হিষঃ স্তরীমণি গ্রাব্ণাং যোগে মন্মনঃ সাধ ঈমহে ।
আদিত্যানাং শর্মণি স্থা ভুরণ্যসি স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৯
আ নো বর্হিঃ সধমাদে বৃহদ্দিবি দেবাঁ ঈলে সাদয়া সপ্ত হোতৄন্ ।
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১০
ত আদিত্যা আ গতা সর্বতাতয়ে বৃধে নো যজ্ঞমবতা সজোষসঃ ।
বৃহস্পতিং পূষণমশ্বিনা ভগং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১১
তন্নো দেবা যচ্ছত সুপ্রবাচনং ছর্দিরাদিত্যাঃ সুভরং নৃপায্যম্ ।
পশ্বে তোকায় তনয়ায় জীবসে স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১২
বিশ্বে অদ্য মরুতো বিশ্ব ঊতী বিশ্বে ভবন্ত্বগ্নয়ঃ সমিদ্ধাঃ ।
বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্তু বিশ্বমস্তু দ্রবিণং বাজো অস্মে ॥ ১৩
যং দেবাসোঽবথ বাজসাতৌ যং ত্রায়ধ্বে যং পিপৃথাত্যংহঃ ।
যো বো গোপীথে ন ভয়স্য বেদ তে স্যাম দেববীতয়ে তুরাসঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। সে সকল অগ্নি জাগরিত হলেন. তাঁদের সঙ্গে ইন্দ্র আছেন, প্রভাত যখন অন্ধকারকে বিদেশে প্রেরণ করে তখন সে সমস্ত অগ্নি আলোক ধারণপূর্বক প্রজ্বলিত হল। বিপুলমূর্তি দ্যুলোক ও ভূলোক চৈতন্যযুক্ত হোক। দেবতারা অদ্য যেন আমাদের রক্ষা করেন এ প্রার্থনা করি। ২। আমরা প্রার্থনা করি যে, দ্যাবাপৃথিবী যেন রক্ষা করে, যেন জননীতুল্য নদীগণ এবং নির্ঝরধারী পর্বতগণ (১) আমাদের রক্ষা করেন। সূর্য ও ঊষাদেবীর নিকট এ প্রার্থনা, যেন আমরা অপরাধী না হই। যে সোমকে প্রস্তুত করা হচ্ছে, তিনি যেন আমাদের মঙ্গল করেন। ৩। দ্যাবা ও পৃথিবী আমাদের মাতৃতুল্য, আমরা যেন সে দুই মহতী দেবতার নিকট নিরপরাধী থাকি, যেন তাঁরা আমাদের সুখ বিধান করেন। ঊষাদেবী যেন পাপ মুছে নেন, এবং পাপ নষ্ট করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ৪। এ যে ঊষা দেবী, যিনি ধনদানকারিণী এবং যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গাভীর ন্যায়, তিনি আমাদের উত্তম ধন বিতরণ করুন, আমরা তা ভাগ করে নিই। আমরা যেন দুষ্টলোকের কোপ হতে দূরবর্তী থাকি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ৫। যে সকল ঊষা সূর্যকিরণের সাথে মিলিত হয়ে আলোক ধারণ-পূর্বক অন্ধকারকে অপসারিত করেন, তাঁরা অদ্য আমাদের অন্ন দান করুন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ৬। ঊষা যেন আমাদের আরোগ্যসম্পন্ন হয়ে উপস্থিত হন, বিপুল জ্যোতিসহকারে অগ্নিগণ উদয় হোন। অশ্বিদ্বয় শীঘ্রগামী রথ যোজনা করেছেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ৭। হে সূর্যদেব! অদ্য অতি চমৎকার ধন ভাগ আমাদের বিতরণ কর, কারণ তুমিই কামনা পূর্ণ করবার কর্তা। যাতে ধন জন্মিতে পারে, এ প্রকার স্তুতি পাঠ করছি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৮। মনুষ্যগণ দেবতাদের উদ্দেশে যে যজ্ঞকার্য সংকল্প করে, সে যজ্ঞানুষ্ঠান আমার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করুক। প্রতি প্রভাতে সূর্যদেব সকল বস্তু স্পষ্ট করে দিয়ে উদয় হন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ৯। যজ্ঞের নিমিত্ত অদ্য এ যে কুশ বিস্তার হচ্ছে, সোম প্রস্তুত করবার জন্য দৃ প্রস্তর সংযোজিত হচ্ছে, এ সময়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দ্বেষরহিত দেবতাদের শরণাপন্ন হওয়া যাক। হে যজমান! তুমি সকল অনুষ্ঠান করে থাক, অতএব আদিত্যগণ যেন তোমাকে সুখী করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ১০। হে অগ্নি! আমাদের এ যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যাতে দেবতাগণ একত্র হয়ে আমোদ আহ্লাদ করেন, এ যজ্ঞে প্রকাণ্ড দ্যুলোকবর্তী দেবতাদের আন, সাতজন হোতাকে আন, ইন্দ্র ও মিত্র ও বরুণ ও ভগকে আন; আমি ধনলাভের জন্য সকলকে স্তব করি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ১১। হে প্রসিদ্ধ আদিত্যগণ! তোমরা এস, তাতেই সকল বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হবে। আমাদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলে একত্র হয়ে যজ্ঞকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি ও পূষা ও অশ্বিদ্বয় ও ভগ ও প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ১২। হে দেবগণ! অতএব তোমাদের যজ্ঞের সাফল্য আজ্ঞা কর। হে আদিত্যগণ! ধন পরিপূর্ণ রাজযোগ্য গৃহ দান কর। আমাদের পশু ও পুত্র পৌত্র ও পরমায়ু সকল বিষয়ে আমরা প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট কল্যাণ কামনা করি। ১৩। সকল মরুৎ আমাদের সর্ববিধায় রক্ষা করুন। যাবতীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হোন। যাবতীয় দেবতা আমাদের রক্ষা করবার জন্য আসুন। সর্বপ্রকার অন্ন ও সম্পত্তি আমাদের লাভ হোক। ১৪। হে দেবগণ! যাকে তোমারা অন্ন দানপূর্বক রক্ষা কর, যাকে ত্রাণ কর, যাকে পাপমুক্ত করে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন কর, যে তোমাদের আশ্রয়ে থেকে ভয় কাকে বলে জানে না, আমরা যেন দেবকার্যের জন্য ব্যগ্র হয়ে সেরূপ ব্যক্তি হই।

টীকা ঃ ১। মূলে পর্বতান্ শর্যণাবতঃ আছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটস্থ পর্বত এরূপ অর্থও হতে পারে। সায়ণ অন্য স্থানে কুরুক্ষেত্রের নিকটে একটি সরোবরের নাম শর্য্যণাবৎ বলেছেন।

৩৬ সূক্ত ।। বিশ্বদেব দেবতা। লুশ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উষাসানক্তা বৃহতী সুপেশসা দ্যাবাক্ষামা বরুণো মিত্রো অর্যমা।
ইন্দ্রং হুবে মরুত পর্বতাঁ অপ আদিত্যান্দাবাপৃথিবী অপঃ স্বঃ ॥ ১
দৌশ্চ নঃ পৃথিবী চ প্রচেতস ঋতাবরী রক্ষতামংহসো রিষঃ।
মা দুর্বিদত্রা নির্ঋতির্ন ঈশত তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ২
বিশ্বস্মানো অদিতিঃ পাত্বংহসো মাতা মিত্রস্য বরুণস্য রেবতঃ।
স্বর্বজ্জ্যোতিরবৃকং নশীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৩
গ্রাবা বদন্নপ রক্ষাংসি সেধতু দুঃষ্বপ্ন্যং নির্ঋতিং বিশ্বমত্রিণম্।
আদিত্যং শর্ম মরুতামশীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৪
এন্দ্রো বর্হিঃ সীদতু পিন্বতামিলা বৃহস্পতিঃ সামভিঋর্কো অর্চতু।
সুপ্রকেতং জীবসে মন্ম ধীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৫
দিবিস্পৃশং যজ্ঞমস্মাকমশ্বিনা জীরাধ্বরং কৃণুতং সুম্নমিষ্টয়ে।
প্রাচীনরশ্মিমাহুতং ঘৃতেন তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৬
উপ হ্বয়ে সুহবং মারুতং গণং পাবকমৃম্বং সখ্যায় শম্ভুবম্।
রায়স্পোষং সৌশ্রবসায় ধীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৭

অপাং পেরুং জীবধন্যং ভরামহে দেবাব্যং সুহবমধ্বরশ্রিয়ম্‌ ।
সুরশ্মিং সোমমিন্দ্রিয়ং যমীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৮
সনেম তৎসুসনিতা সনিত্বভির্বয়ং জীবা জীবপুত্রা অনাগসঃ ।
ব্রহ্মদ্বিষো বিষ্বগেনো ভরেরত তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৯
যে স্থা মনোর্যজ্ঞিয়াস্তে শৃণোতন যদ্বো দেবা ঈমহে তদ্দদাতন ।
জৈত্রং ক্রতুং রয়িমদ্বীরবদ্যশস্তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১০
মহদদ্য মহতামা বৃণীমহেঽবো দেবানাং বৃহতামনর্বণাম্‌ ।
যথা বসু বীরজাতং নশামহৈ তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১১
মহো অগ্নেঃ সমিধানস্য শর্মণ্যনাগা মিত্রে বরুণে স্বস্তয়ে ।
শ্রেষ্ঠে স্যাম সবিতুঃ সবীমনি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১২
যে সবিতুঃ সত্যসবস্য বিশ্বে মিত্রস্য ব্রতে বরুণস্য দেবাঃ ।
তে সৌভগং বীরবদ্গোমদপ্নো দধাতন দ্রবিণং চিত্রমস্মে ॥ ১৩
সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। ঊষাদেবী ও রাত্রিদেবী এবং বিপুলমুক্তিধারিণী সুগঠন শরীরা দ্যাবাপৃথিবী এবং বরুণ ও আর্যমা ও ইন্দ্র ও মরুদগণ ও পর্বতবর্গ এবং জলগণ ও আদিত্যগণ এঁদের আমি যজ্ঞে আহ্বান করছি। দ্যাবাপৃথিবী জলগণ ও স্বর্গকে আহ্বান করছি। ২। প্রশস্ত চিত্তবতী ও যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী আমাদের পাপ হতে পরিত্রাণ করুন, শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করুন। দুষ্টাশয়া নিঃঋতি যেন আমাদের উপর আধিপত্য করতে না পান। আমরা দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৩। ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী ও অদিতিদেবী তাবৎ পাপ হতে আমাদের রক্ষা করুন। আমরা যেন সর্বপ্রকার অবিনাশী জ্যোতি লাভ করি। আমরা দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৪। সোম নিষ্পীড়নের উপযোগী প্রস্তর শব্দ করতে করতে রাক্ষসদের দূরীকৃত করুক, দুঃস্বপ্ন ও নিঃঋষি ও যত শত্রু সকলকে দূর করুক। আমরা যেন আদিত্যদের নিকট এবং মরুদগণের নিকট সুখ লাভ করি। আমরা দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৫। ইন্দ্র এসে কুশের উপর উপবেশন করুন, স্তুতিবাক্য বিশেষরূপে উচ্চারিত হোক, বৃহস্পতি ঋক ও সামের দ্বারায় অর্চনা করুন, আমরা যেন উত্তম উত্তম কাম্যবস্তু লাভ করে দীর্ঘজীবী হই। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৬। হে অশ্বিযুগল! আমাদের যজ্ঞ যাতে দেবলোককে স্পর্শ করতে পারে তা কর। যজ্ঞের সমস্ত বিঘ্ন দূর কর। আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে সুখী কর। যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করা হয়েছে, তার কিরণসমূহ দেবতাদের প্রতি প্রেরণ কর। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৭। যে মরুদগণ সকলকে পবিত্র করেন, যাঁরা দেখতে সুশ্রী, যাঁদের হতে কল্যাণের উৎপত্তি হয়, যাঁরা ধন বৃদ্ধি করে দেন, যাঁদের নাম করলে মনে আনন্দ হয়, তাঁদের আমি আহ্বান করছি, বিশিষ্টরূপ অন্ন লাভের জন্য তাঁদের ধ্যান করছি। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৮। যে সোম জলপান করে থাকেন অর্থাৎ জলের সাথে মিশ্রিত হন, প্রাণিবর্গ যাঁর জন্য স্বচ্ছন্দ প্রাপ্ত হয়, যিনি দেবতাদের পরিতৃপ্ত করেন, যাঁর নাম করলে আনন্দ হয়, যিনি যজ্ঞের শোভাস্বরূপ, যাঁর দীপ্তি চমৎকার, সে সোমরসকে আমরা পরিপূর্ণ করছি, তাঁর নিকট বল প্রার্থনা করছি। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৯। আমরা যেন দীর্ঘজীবী হই,

আমাদের পুত্রগণ যেন দীর্ঘজীবী হয়, আমরা যেন কোন বিষয়ে অপরাধী না হই, আমরা পুত্রপৌত্রদের সাথে সে সোমরস ভাগ করে নিয়ে পান করি, স্তুতি-বিদ্বেষিগণ যেন সর্বপ্রকার পাপে পরিপূর্ণ হয়। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ১০। হে দেবগণ! তোমরা মানবের নিকট যজ্ঞ লাভ করবার উপযুক্ত, তোমরা শোন। তোমাদের নিকট যা প্রার্থনা করি, তাহা দান কর। যাতে জয়ী হই, এরূপ জ্ঞান দান কর। ধন ও লোকবল ও যশ দান কর। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ১১। দেবতারা যেরূপ মহৎ ও প্রকাণ্ড ও অবিচলিত আমরা তাদের নিকট সেরূপে বিশিষ্ট রক্ষা প্রার্থনা করি। আমরা যেন ধন ও লোকবল প্রাপ্ত হই। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ১২। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা যেন বিশিষ্ট সুখ লাভ করি, মিত্র ও বরুণের নিকট অপরাধী না হয়ে আমরা যেন কল্যাণপ্রাপ্ত হই, সূর্য যেন আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শান্তি দান করেন। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ১৩। যে সকল দেবতা সত্যস্বভাব সূর্য ও মিত্র ও বরুণের কার্যের সময় উপস্থিত থাকেন, তাঁরা আমাদের সৌভাগ্য লোকবল গাভী ও পুণ্যকর্ম দান করুন এবং বিবিধ প্রকার ধন বিতরণ করুন। ১৪। কি পশ্চিম দিকে, কি পূর্ব দিকে, কি উত্তর দিকে, কি দক্ষিণ দিকে, সূর্যদেব আমাদের সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি বিধান করুন। আমাদের দীর্ঘপরমায়ু প্রদান করুণ।

৩৭ সূক্ত ।। সূর্য দেবতা। অভিতপা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতং সপর্যত।
দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শংসত ॥ ১
সা মা সত্যোক্তিঃ পরি পাতু বিশ্বতো দ্যাবা চ যত্র ততনন্নহানি চ।
বিশ্বমন্যন্নি বিশতে যদেজতি বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেতি সূর্যঃ ॥ ২
ন তে অদেবঃ প্রদিবো নি বাসতে যদেতশেভিঃ পতরৈ রথর্যসি।
প্রাচীনমন্যদনু বর্ততে রজ উদন্যেন জ্যোতিষা যাসি সূর্য ॥ ৩
যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্চ বিশ্বমুদিয়র্ষি ভানুনা।
তেনাস্মদ্বিশ্বামনিরামনাহুতিমপামীবামপ দুঃষ্বপ্ন্যং সুব ॥ ৪
বিশ্বস্য হি প্রেষিতো রক্ষসি ব্রতমহেলয়ন্নুচ্চরসি স্বধা অনু।
যদদ্য ত্বা সূর্যোপব্রবামহৈ তং নো দেবা অনু মংসীরত ক্রতুম্ ॥ ৫
তং নো দ্যাবাপৃথিবী তন্ন আপ ইন্দ্রঃ শৃণ্বন্তু মরুতো হবং বচঃ।
মা শূনে ভূম সূর্যস্য সন্দৃশি ভদ্রং জীবন্তো জরণামশীমহি ॥ ৬
বিশ্বাহা ত্বা সুমনসঃ সুচক্ষসঃ প্রজাবন্তো অনমীবা অনাগসঃ।
উদ্যন্তং ত্বা মিত্রমহো দিবেদিবে জ্যোগ্ জীবাঃ প্রতি পশ্যেম সূর্য ॥ ৭
মহি জ্যোতির্বিভ্রতং ত্বা বিচক্ষণ ভাস্বন্তং চক্ষুষে চক্ষুসে ময়ঃ।
আরোহন্তং বৃহতঃ পাজসস্পরি বয়ং জীবাঃ প্রতি পশ্যেম সূর্য ॥ ৮
যস্য তে বিশ্বা ভুবনানি কেতুনা প্র চেরতে নি চ বিশন্তে অক্তুভিঃ।
অনাগাস্ত্বেন হরিকেশ সূর্যাহ্নাহ্না নো বস্যসাবস্যসোদিহি ॥ ৯
শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহ্না শং ভানুনা শং হিমা শং ঘৃণেন।
যথা শমধ্বঞ্ছমসদ্দুরোণে তৎ সূর্য দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্ ॥ ১০
অস্মাকং দেবা উভয়ায় জন্মনে শর্ম যচ্ছত দ্বিপদে চতুষ্পদে।
অদৎপিবদূর্জয়মানমাশিতং তদস্মে শং যোররপো দধাতন ॥ ১১

যদ্বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরু মনসো বা প্রয়ুতী দেবহেলনম্ ।
অরাবা যো নো অভি দুচ্ছুনায়তে তস্মিন্তদেনো বসবো নি ধেতন ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে পুরোহিতগণ! যে সূর্যদেব মিত্র ও বরুণকে দেখতে পান, যাঁর দীপ্তি অতি উজ্জ্বল যিনি দূর হতে সকল বস্তু দৃষ্টি করেন, যিনি দেবতাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন, যিনি সকল বস্তু পরিষ্কার করে দেন, যিনি আকাশের পুত্রস্বরূপ, সে সূর্যদেবকে নমস্কার কর, পূজা কর, স্তব কর। ২। সে যে সত্যবাক্য (১) আকাশ এবং দিবা যাকে অবলম্বন করে বর্তমান আছে, বিশ্বভুবন এবং প্রাণিবর্গ যাঁর আশ্রিত, যাঁর প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হচ্ছে এবং সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন, সে সত্যবাক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করে। ৩। হে সূর্যদেব যখন তুমি বেগবান ঘোটক রথে যোজনাপূর্বক আকাশ পথে গমন কর তখন কোনও দেবরহিত জীব তোমার নিকটে আসতে পায় না। তোমার সে চিরপরিচিত অসাধারণ জ্যোতি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায় সে অসাধারণ জ্যোতি ধারণপূর্বক তুমি উদয় হও। ৪। হে সূর্যদেব! যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট কর এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তার দ্বারায় আমাদের সর্বপ্রকার দারিদ্র্য নষ্ট কর আমাদের পাপ ও রোগ ও দুস্বপ্ন দূর কর। ৫। হে সূর্যদেব! তুমি অক্লিষ্ট ভাবে বিশ্বভুবনের ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করবার জন্য প্রেরিত হয়েছ, তুমি প্রাতকালের হোম হলে উদয় হও। হে সূর্য! অদ্য আমরা যখন তোমার নাম উচ্চারণ করি তখন যেন দেবতাগণ আমাদের যজ্ঞ সফল করেন। ৬। দ্যাবাপৃথিবী এবং জলগণ এবং ইন্দ্র এবং মরুদগণ আমাদের আহ্বানবাক্য শুনুন। সূর্যের কৃপা দৃষ্টি থাকতে আমরা যেন দুঃখভাগী না হই। আমরা যেন দীর্ঘজীবী হয়ে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সৌভাগ্যশালী থাকি। ৭। হে বন্ধুবর্গের সৎকারকারী সূর্যদেব! যেমন তুমি দিন দিন উদয় হও, আমরা যেন প্রত্যহই তোমাকে প্রশস্ত মনে, প্রশস্ত চক্ষে দর্শন করি, যেন প্রত্যহই নীরোগ শরীরে সন্তানসন্ততি পরিবৃত হয়ে তোমার নিকট কোন দোষে দোষী না হয়ে তোমার দর্শন পাই। যেন আমরা চিরজীবী হয়ে তোমার দর্শন পাই। ৮। হে সর্বদ্রদৃষ্টিকারী সূর্য! তুমি বিপুল জ্যোতি ধারণ কর, তোমার দীপ্তি উজ্জ্বল, সকলের চক্ষেই তুমি সুখকর। যখন তোমার সে মূর্তি আকাশের ঊর্ধ্বদেশে আরোহণ করে, আমরা যেন জীবন্ত শরীরে তা নিত্য দর্শন করি। ৯। তোমার যে পতাকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ পায়, আবার প্রতি রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অন্তর্ধান হয়, হে পিঙ্গলবর্ণ কেশধারী সূর্য! তুমি তোমার সে চমৎকার পতাকা নিয়ে দিন দিন উদয় হও, আমরাও যেন কোন দোষের দোষী না হয়ে তার দর্শন পাই। ১০। তোমার দৃষ্টি আমাদের কল্যাণ করুক, তোমার দিবস ও তোমার কিরণ, তোমার শীতলত্ব ও তোমার উত্তাপ কল্যাণকর হোক, আমরা গৃহেই অবস্থিতি করি বা পথেই যাত্রা করি, সর্বদা তা কল্যাণ করুক। হে সূর্য! বিবিধ সম্পত্তি আমাদের বিতরণ কর। ১১। হে দেবগণ! আমাদের অধিকারভুক্ত যে দু প্রকার প্রাণিবর্গ আছে, অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, সকলকে তোমরা সুখী কর। সকল প্রাণীই আহার করুক, পান করুক, হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ হোক এবং আমাদের সংসর্গে তারা অবিচ্ছিন্ন স্বচ্ছন্দতা লাভ করুক। ১২। হে ধনসম্পন্ন দেবতাগণ! কথায় হোক বা মানসিক ক্রিয়াদ্বারা হোক, যা কিছু অপরাধের কার্য আমরা দেবতাদের নিকট করে থাকি, যে ব্যক্তি দানধর্মে বিমুখ এবং কেবল আমাদের অনিষ্ট কামনা করে তার পাপ তোমরা সে ব্যক্তির স্কন্ধে আরোপিত কর।

টীকা ঃ ১। মূলে 'সত্য উক্তিঃ' আছে। সত্যই আকাশ ও দিবা ও প্রাণিবর্গ, বৃষ্টি ও সূর্য ও বিশ্বভুবনের অবলম্বন।

৩৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। মুষ্কবান্ ইন্দ্র ঋষি। জগতী ছন্দ ।

অস্মিন্ন ইন্দ্র পৃৎসুতৌ যশস্বতি শিমীবতি ক্রন্দসি প্রাব সাতয়ে।
যত্র গোষাতা ধৃষিতেষু খাদিষু বিষ্বক্পতন্তি দিদ্যবো নৃষাহ্যে ॥ ১
স নঃ ক্ষুমন্তং সদনে ব্যূর্ণুহি গোঅর্ণসং রয়িমিন্দ্র শ্রবায্যম্।
স্যাম তে জয়তঃ শক্র মেদিনো যথা বয়মুশ্মসি তদ্বসো কৃধি ॥ ২
যো নো দাস আর্যো বা পুরুষ্টুতাদেব ইন্দ্র যুধয়ে চিকেততি।
অস্মাভিষ্টে সুষহাঃ সন্তু শত্রবস্ত্বয়া বয়ং তান্বনুয়াম সঙ্গমে ॥ ৩
যো দভ্রেভির্হব্যো যশ্চ ভূরিভির্যো অভীকে বরিবোবিন্নৃষাহ্যে।
তং বিখাদে সস্নিমদ্য শ্রুতং নরমর্বাঞ্চমিন্দ্রমবসে করামহে ॥ ৪
স্ববৃজং হি ত্বামহমিন্দ্র শুশ্রবানানুদং বৃষভ রধ্রচোদনম্।
প্র মুঞ্চস্ব পরি কুৎসাদিহা গহি কিমু ত্বাবান্মুষ্কয়োর্বদ্ধ আসতে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! এ যে সংগ্রাম, যেখানে যশোলাভ হয়ে থাকে, যেখানে প্রহার প্রতিপ্রহার চলতে থাকে তুমি সেখানে বীরমদে মত্ত হয়ে চীৎকার কর এবং শত্রুর নিকট বিজিত গাভীদের বণ্টন করে দাও। এদিকে দীপ্যমান বাণসমূহ প্রবল শত্রুদের উপর পতিত হতে থাকে, সে ব্যাপার দর্শনে সকল লোক হতবুদ্ধি হয়ে যায়। ২। অতএব হে ইন্দ্র! প্রচুর ধনধান্য ও গাভীদ্বারা আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ কর। হে শক্র! তুমি জয়ী হলে আমরা যেন তোমার স্নেহের পাত্র হই। আমরা মনে যে ধন কামনা করি, তা আমাদের দান কর। ৩। হে বহুতর লোকের স্তুতিভাজন ইন্দ্র! আর্য জাতিই হোক, বা দাস জাতিই হোক (১), যে কেউ দেবরহিতলোকে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার বাসনা করে, সে সকল শত্রু যেন অক্লেশে আমাদের নিকট পরাজিত হয়। তোমার প্রসাদে আমরা যেন তাদের যুদ্ধে নিধন করি। ৪। যাকে অল্প লোকেও পূজা করে, বহুতর লোকেও পূজা করে যিনি দুরন্ত সংগ্রামে জয়ী হয়ে উত্তম উত্তম বস্তুর জয় করে লন, যিনি যুদ্ধে স্নান করেন এবং সর্বজনের নিকট বিখ্যাতকীর্তি হন, আশ্রয় পাবার জন্য আমরা সে ইন্দ্রকে আমাদের প্রতি অনুকূল করছি। ৫। হে ইন্দ্র! তুমিই তোমার ভক্তদের উৎসাহযুক্ত কর, তোমাকে আবার কে উৎসাহিত করবে? আমরা জানি, তুমি আপনিই আপনার বন্ধন ছেদন করতে সমর্থ। অতএব কুৎসের হস্ত হতে আত্মমোচন কর এবং এ স্থানে এস। তোমার মত ব্যক্তি কেন মুষ্কদ্বয়ের বন্ধন সহ্য করছে।

৩৯ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। ঘোষানাম্নী নারী ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যো বাং পরিজ্মা সুবৃদশ্বিনা রথো দোষামুষাসো হব্যো হবিষ্মতা।
শশ্বত্তমাসস্তমু বামিদং বয়ং পিতুর্ন নাম সুহবং হবামহে ॥ ১
চোদয়তং সূনৃতাঃ পিন্বতং ধিয় উৎপুরন্ধীরীরয়তং তদুশ্মসি।
যশসং ভাগং কৃণুতং নো অশ্বিনা সোমং ন চারু মঘবৎসু নস্কৃতম্ ॥ ২
অমাজুরশ্চিদ্ভবথো যুবং ভগোঽনাশোশ্চিদবিতারাপমস্য চিৎ।
অন্ধস্য চিন্নাসত্যা কৃশস্য চিদ্যুবামিদাহুর্ভিষজা রুতস্য চিৎ ॥ ৩
যুবং চ্যবানং সনয়ং যথা রথং পুনর্যুবানং চরথায় তক্ষথুঃ।
নিষ্টৌগ্র্যমূহথুরদ্ভ্যস্পরি বিশ্বেত্তা বাং সবনেষু প্রবাচ্যা ॥ ৪
পুরাণা বাং বীর্যা প্র ব্রবা জনেঽথো হাসথুর্ভিষজা ময়োভুবা।
তা বাং নু নব্যাববসে করামহেঽয়ং নাসত্যা শ্রদরির্যথা দধৎ ॥ ৫
ইয়ং বামহ্বে শৃণুতং মে অশ্বিনা পুত্রায়েব পিতরা মহ্যং শিক্ষতম্।
অনাপিরজ্ঞা অসজাত্যামতিঃ পুরা তস্যা অভিশস্তেরব স্পৃতম্ ॥ ৬

যুবং রথেন বিমদায় শুন্ধ্যুবং ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোষণাম্‌।
যুবং হবং বধ্রিমত্যা অগচ্ছতং যুবং সুষুতিং চক্রথুঃ পুরন্ধয়ে ॥ ৭
যুবং বিপ্রস্য জরণামুপেয়ুষঃ পুনঃ কলেরকৃণুতং যুবদ্বয়ঃ।
যুবং বন্দনমৃশ্যদাদুদূপথুর্যুবং সদ্যো বিশ্পলামেতবে কৃথঃ ॥ ৮
যুবং হ রেভং বৃষণা গুহা হিতমুদৈরয়তং মমৃবাংসমশ্বিনা।
যবমৃবীসমুত তপ্তমত্রয় ওমন্বন্তং চক্রথুঃ সপ্তবধ্রয়ে ॥ ৯
যুবং শ্বেতং পেদবেঽশ্বিনাশ্বং নবভির্বাজৈর্নবতী চ বাজিনম্‌।
চর্কৃত্যং দদথুর্দ্রাবয়ৎসখং ভগং ন নৃভ্যো হব্যং ময়োভুবম্‌ ॥ ১০
ন তং রাজানাবদিতে কুতশ্চন নাংহো অশ্নোতি দুরিতং নকির্ভয়ম্‌।
যমশ্বিনা সুহবা রুদ্রবর্তনী পুরোরথং কৃণুথঃ পত্ন্যা সহ ॥ ১১
আ তেন যাতং মনসো জবীয়সা রথং যং বামৃভবশ্চক্রুরশ্বিনা।
যস্য যোগে দুহিতা জায়তে দিব উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ ১২
তা বর্তির্যাতং জয়ুষা বি পর্বতমপিন্বতং শয়বে ধেনুমশ্বিনা।
বৃকস্য চিদ্বর্তিকামন্তরাজ্যাদ্যুবং শচীভির্গ্রসিতামমুঞ্চতম্‌ ॥ ১৩
এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মাতক্ষাম ভৃগবো ন রথম্‌।
ন্যমৃক্ষাম যোষণাং ন মর্যে নিত্যং ন সূনুং তনয়ং দধানাঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদের যে সর্বত্রবিহারী সুগঠন রথ আছে, যে রথকে উদ্দেশপূর্বক আহ্বান করা যজমান ব্যক্তির পক্ষে রাত্রি দিন কর্তব্য আমরা ক্রমাগত সে রথেরই নাম করছি, যেমন পিতার নাম করতে আনন্দ হয়, সেরূপ তার নামে আনন্দ হয়। ২। আমাদের মধুর বাক্য উচ্চারণ করতে প্রবৃত্ত কর, আমাদের কর্ম সম্পন্ন কর, বিবিধ বুদ্ধির উদয় করে দাও, তা আমরা কামনা করি। হে অশ্বিদ্বয়! অতি প্রশংসিত ধনের ভাগ আমাদের দাও। যেরূপ সোমরস প্রীতিপ্রদ হয়, আমাদের যজমানদের নিকট সেরূপ প্রীতি ভাজন করে দাও। ৩। পিতৃভবনে একটি স্ত্রীলোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছিল, তোমরা তার সৌভাগ্যস্বরূপ তার বর এনে দিলে। যার চলৎশক্তি নেই অথবা যে অতি নীচ, তোমরা তারও আশ্রয়স্বরূপ, তোমাদেরই অন্ধের ও দুর্বলের ও রোগের জ্বালায় রোরুদ্যমান ব্যক্তির চিকিৎসক বলে লোকে উল্লেখ করে। ৪। যেমন পুরাতন রথকে কেউ নূতন করে নির্মাণপূর্বক তা দিয়ে গতিবিধি করে, সেরূপ তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে পুনর্বার যুবা করে দিয়েছিলে। তোমরাই তুগ্রপুত্রকে জলের উপর নিরুপদ্রবে বহন করে তীরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলে। যজ্ঞের সময় তোমাদের দুজনের সে সমস্ত কার্য বিশেষরূপে বর্ণনা করবার যোগ্য। ৫। তোমাদের সে সমস্ত পূর্বতন বীরত্বের কার্য আমি লোকের নিকট বর্ণনা করছি। এ ছাড়া তোমরা দুজনেই অতি নিপুণ চিকিৎসক, সে নিমিত্ত তোমাদের আশ্রয় পাবার আশায় তোমাদের স্তব করছি। হে নাসত্যদ্বয়! আমি এরূপে স্তব করছি যে যজমান তাতে অবশ্যই বিশ্বাস করবে। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! এ আমি তোমাদের দুজনকে ডাকছি শোন। যেরূপ পিতা পুত্রকে শিক্ষা দেয়, সেরূপ আমাকে শিক্ষা দাও, আমার কেউ আপ্তবন্ধু নেই, আমি অজ্ঞান, আমার জাতিকুটুম্ব নেই, বুদ্ধি নেই। আমার কোন দুর্গতি উপস্থিত হবার অগ্রেই দুর্গতি দূর কর। ৭। শুন্ধ্যুর নামে পুরুমিত্র রাজার যে কন্যা ছিল, তোমরা রথে করে তাকে নিয়ে বিমদের সাথে বিবাহ দিয়েছিলে। বধ্রিমতী যখন তোমাদের ডাকলেন, তা তোমরা শুনেছিলে। তোমরা সে নারীর প্রসব বেদনা দূর করে সুখে প্রসব করিয়েছিলে। ৮। কলি নামক যে স্তোতা জরাজীর্ণ হয়েছিল,

তোমরা তাকে পুনর্বার যৌবনসম্পন্ন করেছিলে। তোমরাই বন্দন নামক ব্যক্তিকে কূপের মধ্য হতে উদ্ধার করেছিলে। তোমরাই ছিন্নপদা বিশ্পলাকে লৌহের চরণ দিয়ে তৎক্ষণাৎ চলৎশক্তিবিশিষ্টা করেছিলে। ৯। হে অভিলষিত বস্তুবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! রেভ নামক ব্যক্তিকে যখন শত্রুগণ মৃতপ্রায় করে গুহার মধ্যে রেখে দিয়েছিল, তোমরাই তাকে সংকট হতে উদ্ধার করেছিলে। অত্রি ঋষি যখন সপ্ত বন্ধনে বদ্ধ হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন তোমরাই সে অগ্নিকুণ্ড তাঁর নিরুপদ্রবস্থানতুল্য করে দিয়েছিলে। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরাই পেদু নামক রাজাকে অপর নবনবতি ঘোটকের সাথে একটি চমৎকার শুভ্রবর্ণ ঘোটক দিয়েছিলে। ঐ ঘোটক বিলক্ষণ তেজস্বী, ওকে দেখলে শত্রুসৈন্য পলায়ন করে, তা মনুষ্যদের নিকট বহুমূল্য ধনস্বরূপ, তার নামে আনন্দ হয়, তাকে দেখলে মনে সুখ জন্মে। ১১। হে ক্ষররহিত রাজদ্বয়! তোমাদের দুজনের নাম কীর্তনে আনন্দ হয়, তোমরা পথে যাবার সময় তোমাদের চতুর্দিক হতে সকলে স্তব করে, তোমরা যদি পত্নীসমেত কোন ব্যক্তিকে তোমাদের রথের অগ্রভাগে সংস্থাপনপূর্বক আশ্রয় দান কর, তাকে কোন পাপ, কোন দুর্গতি বা কোন বিপদ স্পর্শ করতে পারে না। ১২। হে অশ্বিদ্বয়! ঋভু নামক দেবতারা তোমাদের যে রথ প্রস্তুত করে দিয়েছেন, যে রথের উদয় হলে আকাশের কন্যা উষা আবির্ভূত হন এবং সূর্য হতে অতি সুন্দর দিন রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী সে রথে আরোহণপূর্বক তোমরা এস। ১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সে রথে আরোহণপূর্বক পর্বতে যাবার পথে গমন কর। শযু নামক ব্যক্তির বৃদ্ধ গাভীকে পুনর্বার দুগ্ধবতী করে দাও। তোমাদের এ প্রকার ক্ষমতা যে, যে বর্তিকা বৃকের গ্রাসে পতিত হয়েছিল, তোমরা সে বর্তিকাকে তার মুখগহ্বর হতে উদ্ধার করেছিলে। ১৪। যেরূপ ভৃগুসন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে (১), সেরূপ হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য এ স্তব প্রস্তুত করলাম। যেরূপ জামাতাকে কন্যা দিবার সময় তাকে বসন ভূষণে অলঙ্কৃত করে সম্প্রদান করে (২), সেরূপ এ স্তবকে আমি অলঙ্কৃত করেছি। যেন নিত্যকাল আমাদের পুত্রপৌত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

টীকা: ১। ভৃগুসন্তানগণ রথ নির্মাণ করত, তার উল্লেখ পূর্বেই পেয়েছি। ২। কন্যাকে বিবাহের সময় অলঙ্কৃতা করে অর্পণ করা যায়।

৪০ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। ঘোষা ঋষি (১)। জগতী ছন্দ।

রথং যান্তং কুহ কো হ বাং নরা প্রতি দ্যুমন্তং সুবিতায় ভূষতি।
প্রাতর্যাবাণং বিভ্বং বিশেবিশে বস্তোর্বস্তোর্বহমানং ধিয়া শমি ॥ ১
কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥ ২
প্রাতর্জরেথে জরণেব কাপয়া বস্তোর্বস্তোর্যজতা গচ্ছথো গৃহম্।
কস্য ধ্বস্রা ভবথঃ কস্য বা নরা রাজপুত্রেব সবনাব গচ্ছথঃ ॥ ৩
যুবাং মৃগেব বারণা মৃগণ্যবো দোষা বস্তোর্হবিষা নি হ্বয়ামহে।
যুবং হোত্রামৃতুথা জুহ্বতে নরেষং জনায় বহথঃ শুভস্পতী ॥ ৪
যুবাং হ ঘোষা পর্যশ্বিনা যতী রাজ্ঞ ঊচে দুহিতা পৃচ্ছে বাং নরা।
ভূতং মে অহ্ন উত ভূতমক্তবেঽশ্বাবতে রথিনে শক্তমর্বতে ॥ ৫
যুবং কবী ষ্ঠঃ পর্যশ্বিনা রথং বিশো ন কুৎসো জরিতুর্নশায়থঃ।
যুবোর্হ মক্ষা পর্যশ্বিনা মধ্বাসা ভরত নিষ্কৃতং ন যোষণা ॥ ৬

যুবং হ ভুজ্যুং যুবমশ্বিনা বশং যুবং শিঞ্জারমুশনামুপারথুঃ।
যুবো ররাবা পরি সখ্যমাসতে যুবোরহমবসা সুম্নমা চকে ॥ ৭
যুবং হ কৃশং যুবমশ্বিনা শযুং যুবম্ বিধন্তম্ বিধবামুরুষ্যথঃ।
যুবং সনিভ্যঃ স্তনয়ন্তমশ্বিনাপ ব্রজমূর্ণুথঃ সপ্তাস্যম্ ॥ ৮
জনিষ্ট যোষা পতয়ৎকনীনকো বি চারুহন্বীরুধো দংসনা অনু।
আস্মৈ রীয়ন্তে নিবনেব সিন্ধোবোঽস্মা অহ্নে ভবতি তৎপতিত্বনম্ ॥ ৯
জীবং রুদন্তি বি ময়ন্তে অধ্বরে দীর্ঘামনু প্রসিতিম্ দীধিযুর্নরঃ।
বামং পিতৃভ্যো য ইদম্ সমেরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ঃ পরিষ্বজে ॥ ১০
ন তস্য বিদ্ম তদু ষু প্র বোচত যুবা হ যদ্যুবত্যাঃ ক্ষেতি যোনিষু।
প্রিয়োস্রিয়স্য বৃষভস্য রেতিনো গৃহং গমেমাশ্বিনা তদুশ্মসি ॥ ১১
আ বামগন্ত্সুমতির্বাজিনীবসূ ন্যশ্বিনা হৃৎসু কামা অয়ংসত।
অভূতং গোপা মিথুনা শুভস্পতী প্রিয়া অর্যম্নো দুর্যাঁ অশীমহি ॥ ১২
তা মন্দসানা মনুষো দুরোণ আ ধত্তং রয়িং সহবীরং বচস্যবে।
কৃতং তীর্থং সুপ্রপাণং শুভস্পতী স্থাণুং পথেষ্ঠামপ দুর্মতিং হতম্ ॥ ১৩
ক স্বিদদ্য কতমাস্বশ্বিনা বিক্ষু দস্রা মাদয়েতে শুভস্পতী।
ক ঈং নি যেমে কতমস্য জগ্মতুর্বিপ্রস্য বা যজমানস্য বা গৃহম্ ॥ ১৪

অনুবাদঃ ১। হে কর্মসমূহের উপদেশকারী অশ্বিদ্বয়! তোমাদের প্রকাণ্ড রথ যখন প্রাতকালে গমন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ধন বহন করে নিয়ে যায় তখন সে সমুজ্জ্বল রথকে কোন যজমান আপনার যজ্ঞের সাফল্য সম্পাদন করবার জন্য স্তব করে? তোমাদের সেই রথ কোথায় যায়? ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে কোথায় গতিবিধি কর? কোথায় বা কালযাপন কর? যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে (২), অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞস্থলে সেরূপ সমাদরের সাথে কে তোমাদের আহ্বান করে? ৩। তোমরা যেন বৃদ্ধ দু রাজার তুল্য, তোমাদের নিদ্রাভঙ্গের জন্য যেন প্রাতকালে স্তুতি পাঠ করা হচ্ছে। প্রতিদিন তোমরা যজ্ঞ পাবার জন্য কার ভবনে গিয়ে থাক? কার পাপ ধ্বংস করে থাক? হে কর্মে উপদেশকারীদ্বয়! কার যজ্ঞে দুটি রাজপুত্রের ন্যায় গিয়ে থাক? ৪। যেরূপ ব্যাধেরা বৃহৎ বৃহৎ মৃগদের (৩) বাঞ্ছা করে, সেরূপ তোমাদের আমি দিন রাত্রি যজ্ঞের দ্রব্য নিয়ে আহ্বান করছি। হে উপদেশকারীদ্বয়! কালে কালে তোমাদের উদ্দেশে লোকে হোম করে থাকে, তোমরাও লোকদের নিকট অন্ন বহন করে নিয়ে যাও, কারণ তোমরা সকল কল্যাণের অধিপতি। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! হে উপদেশকারীদ্বয়! আমি রাজকন্যা ঘোষা, আমি চতুর্দিকে গমন পূর্বক তোমাদের কথাই বলি, তোমাদের বিষয়ই জিজ্ঞাসা করি। কি দিন, কি রাত্রি আমার নিকট তোমরা অবস্থিতি কর, রথারূঢ় ও ঘোটক-সম্পন্ন আমার যে ভ্রাতুষ্পুত্র তাকে দমন করে রাখ। ৬। হে কবিদ্বয়! তোমরা রথের উপর আরোহণ করেছ। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কুৎসের ন্যায় রথে আরোহণ পূর্বক স্তবকারী ব্যক্তির ভবনে গমন কর, তোমাদের যে মধু আছে, তা এত প্রচুর যে মক্ষিকাগণ মুখে গ্রহণ করতে থাকে। যেরূপ কোন নারী ব্যাভিচারে রত হয় (৪), তদ্রূপ মক্ষিকাগণ তোমাদের মধু গ্রহণ করে। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভুজ্যু নামক ব্যক্তিকে সমুদ্র হতে উদ্ধার করেছিলে, তোমরা বশ নামক রাজাকে এবং অত্রিকে এবং উশনাকে উদ্ধার করেছিলে। যে ব্যক্তি দাতা, সে তোমাদের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়, তোমাদের আশ্রয়ে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি তাই কামনা করি। ৮। হে

অশ্বিদ্বয়! তোমরাই কৃশ নামক ব্যক্তি এবং শৈয়ুব এবং তোমাদের পরিচর্যাকারী ব্যক্তি এবং বিধবাকে রক্ষা করেছিলে। তোমরাই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করে দাও, তখন সে মেঘ শব্দ করতে করতে সাত মুখ উদঘাটন পূর্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে। ৯। আমি ঘোষা, আমি নারীলক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে সৌভাগ্যবতী হয়েছি, আমাকে বিবাহ করবার নিমিত্ত বর এসেছে। তোমরা বৃষ্টিবর্ষণ করাতে, তাঁর জন্য শস্যাদি উৎপন্ন হয়েছে। নদীগণ নিম্নাভিমুখ হয়ে এঁর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ইনি রোগশূন্য, ঐ সকল সুখভোগ করবার উপযুক্ত সামর্থ এঁর জন্মেছে। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! যে সকল ব্যক্তি আপন বনিতার প্রাণ রক্ষার জন্য রোদন করে, বনিতাদের যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত করে, তাদের সুদীর্ঘকাল নিজ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে এবং সন্তান উৎপাদনপূর্বক পিতৃলোকের যজ্ঞ করতে নিযুক্ত করে, সে সমস্ত বনিতাগণ পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! তাদের সে সুখ আমি অবগত নই। তোমরা সে সুখের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা কর অর্থাৎ যুবা-স্বামী ও যুবতী স্ত্রীর পরস্পর সহবাসে কি প্রকার সুখ হয়, তা আমাকে বুঝিয়ে দাও। হে অশ্বিদ্বয়! স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামির গৃহে গমন করি, এই আমার কামনা। ১২। হে অন্নসম্পন্ন ধনসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার প্রতি সদয় হও, আমার মনের অভিলাষ সমস্ত পূর্ণ হোক। তোমরা উভয়ে কল্যাণ বিধানকর্তা, অতএব আমার রক্ষকস্বরূপ হও। আমরা যেন পতিগৃহে গমনপূর্বক পতির প্রিয়পাত্র হই। ১৩। আমি তোমাদের স্তব করে থাকি অতএব তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান কর। হে কল্যাণকর বিধাতাদ্বয়! আমি যে তীর্থে জল পান করি, তা সুবিধাযুক্ত করে দাও। আমার পতিগৃহে যাবার পথে যদি কোন দুষ্টাশয় বিঘ্ন করে তবে তাকে বিনাশ কর। ১৪। হে প্রিয়দর্শন অশ্বিদ্বয়। হে কল্যাণকর বিধাতাদ্বয়। অদ্য তোমরা কোথায়? কোন ব্যক্তির ভবনে আমোদ আহ্লাদ করছ? কে তোমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে? কোন বুদ্ধিমান যজমানের গৃহে তোমরা গমন করেছ?

টীকা: ১। কক্ষীবান ঋষির কন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্থা হওয়ায়, তাঁর বিবাহ হয় নি, পরে অশ্বিদ্বয় তার রোগ ভাল করে দিলে, তিনি পতিলাভ করেন, সে ঘোষা এ সূক্তের ঋষি। ১।১১২ ও ১।১১৭ সূক্তের টীকায় অশ্বিদের সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প বিবৃত হয়েছে, সেগুলির পুনরায় এখানে বিবৃত করবার আবশ্যকতা নেই। ২। স্বামির মৃত্যুর পর বিধবা স্বামির ভ্রাতাকে বিবাহ করবার প্রথাই এ ঋকে উল্লিখিত হচ্ছে। মনু ৯।৬৯ ও ৭০ দেখুন। পণ্ডিতবর রোথ এ মতই গ্রহণ করেছেন। Illustrations of the Nirukta p 32. ৩। মূলে 'মৃগাবারণা' আছে। এর অর্থ সম্ভবত হস্তী। ৪। মূলে "নিষ্কৃতং ন ঘোষণা" আছে। এ মণ্ডলের ৩৪।৫ ঋকের টীকা দেখুন।

৪১ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহস্ত ঋষি। জগতী ছন্দ।

সমানমু ত্যং পুরুহূতমুক্থ্যঃ রথং ত্রিচক্রং সবনা গনিগ্মতম্।
পরিজ্মানং বিদথ্যং সুবৃক্তিভির্বয়ং ব্যুষ্টা উষসো হবামহে ॥ ১
প্রাতর্যুজং নাসত্যাধি তিষ্ঠথঃ প্রাতর্যাবাণং মধুবাহনং রথম্।
বিশো যেন গচ্ছথো যজ্বরীর্নরা কীরেশ্চিদ্যজ্ঞং হোতৃমন্তমশ্বিনা ॥ ২
অধ্বর্যুং বা মধুপাণিং সুহস্ত্যমগ্নিধং বা ধৃতদক্ষং দমূনসম্।
বিপ্রস্য বা যৎসবনানি গচ্ছথোহত আ যাতং মধুপেয়মশ্বিনা ॥ ৩

অনুবাদ: ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উভয়ের সাধারণ একখানি রথ আছে,

যাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে এবং স্তব করে, যা তিন খানি চক্রের উপর এবং যজ্ঞে যজ্ঞে গমন করে, যা সর্বত্র বিচরণপূর্বক যজ্ঞ সুসম্পন্ন করে। আমরা প্রতিদিন প্রভাতকালে স্বরচিত স্তবের দ্বারায় সে রথকে আহ্বান করছি। ২। হে নাসত্যদ্বয় ! হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের যে রথ প্রাতঃকালে যোজনা করা হয়, প্রাতঃকালে গমন করে এবং মধু বহন করে, তোমরা সে রথে আরোহণপূর্বক যজ্ঞকর্তাব্যক্তিদের নিকট গমন কর এবং তোমাদের যে স্তব করে, তার হোতৃপরিবেষ্টিত যজ্ঞে গমন কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয় ! অমি সুহস্ত, অমি মধু হস্তে করে অধ্বর্যুর কার্য করছি, আমার নিকটে এস। অথবা অগ্নিধ নামক যে বলিষ্ঠ পুরোহিত দান করতে উদ্যত হয়েছে, তার নিকট এস, যদিচ তোমরা অন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যজ্ঞে গমন করে থাক তথাপি আমার ভবনে মধুপান করতে আগমন কর।

৪২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কৃষ্ণাখ্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ॥

অস্তেব সু প্রতরং লায়মস্যন্ ভূষন্নিব প্র ভরা স্তোমমস্মৈ।
বাচা বিপ্রাস্তরত বাচমর্যো নি রাময় জরিতঃ সোম ইন্দ্রম্ ॥ ১
দোহেন গামুপ শিক্ষা সখায়ং প্র বোধয় জরিতর্জারমিন্দ্রম্।
কোশং ন পূর্ণং বসুনা ন্যৃষ্টমা চ্যাবয় মঘদেয়ায় শূরম্ ॥ ২
কিমঙ্গ ত্বা মঘবন্ ভোজমাহুঃ শিশীহি মা শিশয়ং ত্বা শৃণোমি।
অপ্নস্বতী মম ধীরস্তু শক্র বসুবিদং ভগমিন্দ্রা ভরা নঃ ॥ ৩
ত্বাং জনা মম সত্যেষ্বিন্দ্র সন্তস্থানা বি হ্বয়ন্তে সমীকে।
অত্রা যুজং কৃণুতে যো হবিষ্মান্ নাসুন্বতা সখ্যং বষ্টি শূরঃ ॥ ৪
ধনং ন স্পন্দ্রং বহুলং যো অস্মৈ তীব্রান্ত্সোমাঁ আসুনোতি প্রয়স্বান্।
তস্মৈ শত্রূন্ত্সুতুকান্ প্রাতরহ্নো নি স্বষ্ট্রান্ যুবতি হন্তি বৃত্রম্ ॥ ৫
যস্মিন্ বয়ং দধিমা শংসমিন্দ্রে যঃ শিশ্রায় মঘবা কামমস্মে।
আরাচ্চিৎ সন্ ভয়তামস্য শত্রুর্ন্যস্মৈ দ্যুম্না জন্যা নমন্তাম্ ॥ ৬
আরাচ্ছত্রুমপ বাধস্ব দূরমুগ্রো যঃ শম্বঃ পুরুহূত তেন।
অস্মে ধেহি যবমদ্গোমদিন্দ্র কৃধী ধিয়ং জরিত্রে বাজরত্নাম্ ॥ ৭
প্র যমন্তর্বৃষসবাসো অগ্মন্ তীব্রাঃ সোমা বহুলান্তাস ইন্দ্রম্।
নাহ দামানং মঘবা নি যংসন্নি সুন্বতে বহতি ভূরি বামম্ ॥ ৮
উত প্রহামতিদীব্যা জয়াতি কৃতং যচ্ছ্বঘ্নী বিচিনোতি কালে।
যো দেবকামো ন ধনা রুণদ্ধি সমিত্তং রায়া সৃজতি স্বধাবান্ ॥ ৯
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১

অনুবাদ : ১। যেমন ধনুর্ধারী বাণক্ষেপণকারী ব্যক্তি অতি সুন্দর বাণ ক্ষেপণ করে সেরূপ তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্রমাগত স্তব প্রয়োগ করতে থাক, অতি পরিষ্কার ও অলঙ্কৃত করে স্তব প্রয়োগ কর। হে বুদ্ধিমানগণ ! তোমার সাথে যে স্পর্ধা করে, এমনি স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করবে, যে সে পরাজিত হয়। হে স্তুতিকারী ! ইন্দ্রকে সোমের দিকে আকর্ষণ কর। ২। হে স্তুতিকারী ! যেমন দোহন করে গাভীর নিকট হতে লোকে নিজ প্রয়োজন সাধন করে সেরূপ বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রদ্বারা নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করে লও। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে জাগরিত কর। যেমন ধনপূর্ণ

পাত্রকে লোকে নিম্নমুখ করে তদন্তর্গত ধন ঢেলে দেয় সেরূপ বীর ইন্দ্রকে কামনা সিদ্ধির জন্য অনুকূল করে লও। ৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে কেন ভোজ এ নাম দেয়? অর্থাৎ তুমি দাতা বলেই তোমাকে ঐ নাম দেয়। আমি শুনি, যে তুমি লোককে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ তেজস্বী করে দাও অতএব আমাকে তীক্ষ্ণ কর। হে ইন্দ্র! আমার বুদ্ধি যেন কর্মকার্য বিষয়ে নিপুণ হয়। যাতে ধন উপার্জন করা ভাগ্যে ঘটে, আমার এ প্রকার শুভাদৃষ্ট করে দাও। ৪। হে ইন্দ্র! লোকে যখন যুদ্ধ-স্থলবর্তী হয় তখন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার নাম লয়। যে যজ্ঞকারী ইন্দ্র তার সহযোগী হন। আর যে তাঁর জন্য সোম প্রস্তুত না করে, তিনি তার সাথে বন্ধুত্ব করতে বাঞ্ছা করেন না। ৫। যে অন্নসম্পন্ন ব্যক্তি ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রখর সোমরস প্রস্তুত করে এবং যেমন ধনাঢ্য লোকে গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু ধন বিতরণ করে সেরূপ যে তাঁকে অকাতরে সোমরস দেয়, ইন্দ্র তার সহায় হন এবং তার শত্রুগণ বলিষ্ঠ ও বহু সন্য পরিবৃত হলেও তিনি তাদের শীঘ্র শীঘ্র পৃথক করে দেন এবং তিনি বৃত্রকে বধ করেন। ৬। যে ইন্দ্রকে আমরা স্তব করলাম, যিনি ধনসম্পন্ন এবং আমাদের কামনা পূর্ণ করেছেন। শত্রু এঁর নিকট হতে দূরে পলায়ন করুক, শত্রুর দেশের সকল সম্পত্তি এর করতলগত হোক। ৭। হে ইন্দ্র! বিস্তর লোকেই তোমাকে ডাকে। তোমার যে ভয়ানক বজ্র আছে তা দিয়ে নিকটের শত্রুকে দূর করে দাও। হে ইন্দ্র! আমাকে যবপূর্ণ গাভীযুক্ত সম্পত্তি বিতরণ কর, যে তোমার স্তব করে তার স্তুতিকে রত্ন ও অন্নপ্রসবিনী কর। ৮। প্রখর সোমরস-গুলি বহুল ধারাতে মধুর রস বর্ষণ করতে করতে যখন ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে তখন ইন্দ্র সোমরসদাতাকে কখনই বারণ করেন না; কখনই বলেন না যে (আর না) বরং সোমরস প্রস্তুতকারী ব্যক্তিকে বিস্তর অভিলাষিত বস্তু প্রদান করেন। ৯। যেমন দ্যূতক্রীড়ানিরত ব্যক্তি যার নিকট হেরেছে তাকেই ক্রীড়াকালে অন্বেষণ-পূর্বক হারিয়ে দেয়, সেরূপ যে অনিষ্ট করে ইন্দ্র সে শত্রুকেই পরাস্ত করেন। যে দেবভক্ত ব্যক্তি দেবপূজাতে ধন ব্যয় করতে কৃপণতা না করেন ধনবান ইন্দ্র তাকেই ধনী করেন। ১০। আমরা যেন গাভীদের দ্বারা কষ্টকর দারিদ্র্যদুঃখ হতে উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহূত! আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পাই। আমরা যেন রাজাদের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে নিজ বলপ্রভাবে বিস্তর সম্পত্তি জয় করতে পারি। ১১। বৃহস্পতি আমাদের পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাপাত্মা শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করুন। ইন্দ্র পূর্বদিকে এবং মধ্যভাগে আমাদের রক্ষা করুন। তিনি আমাদের সখা, আমরা তাঁর সখা। তিনি আমাদের অভিলাষ সিদ্ধ করুন।

৪৩ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতীরনূষত।
পরি ষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে ॥১
ন ঘা ত্বদ্রিগপ বেতি মে মনস্ত্বে ইৎ কামং পুরুহূত শিশ্রয়।
রাজেব দস্ম নি ষদোঽধি বর্হিষ্যাস্মিন্ত্সু সোমেঽবপানমস্তু তে ॥ ২
বিষূবৃদিন্দ্রো অমতেরুত ক্ষুধঃ স ইদ্রায়ো মঘবা বস্ব ঈশতে।
তস্যেদিমে প্রবণে সপ্ত সিন্ধবো বয়ো বর্ধন্তি বৃষভস্য শুষ্মিণঃ ॥ ৩
বয়ো ন বৃক্ষং সুপলাশমাসদন্ত্সোমাস ইন্দ্রং মন্দিনশ্চমূষদঃ।
প্রৈষামনীকং শবসা দবিদ্যুতদ্বিদৎ স্বর্মনবে জ্যোতিরার্যম্ ॥ ৪
কৃতং ন শ্বঘ্নী বি চিনোতি দেবনে সম্বর্গং যন্মঘবা সূর্যং জয়ৎ।
ন তত্তে অন্যো অনু বীর্যং শকন্ন পুরাণো মঘবন্নোত নূতনঃ ॥ ৫

বিশং বিশং মঘবা পর্যশায়ত জনানাং ধেনা অবচাকশদ্বৃষা।
যস্যাহ শক্রঃ সবনেষু রণ্যতি স তীব্রৈঃ সোমৈঃ সহতে পৃতন্যতঃ॥ ৬
আপো ন সিন্ধুমভি যৎ সমক্ষরন্ত্সোমাস ইন্দ্রং কুল্যা ইব হ্রদম্।
বর্ধন্তি বিপ্রা মহো অস্য সাদনে যবং ন বৃষ্টির্দিব্যেন দানুনা॥ ৭
বৃষা ন ক্রুদ্ধঃ পতয়দ্রজঃস্বা যো অর্যপত্নীরকৃণোদিমা অপঃ।
স সুন্বতে মঘবা জীরদানবেঽবিন্দজ্জ্যোতির্মনবে হবিষ্মতে॥ ৮
উজ্জায়তাং পরশুর্জ্যোতিষা সহ ভূয়া ঋতস্য সুদুঘা পুরাণবৎ।
বি রোচতামরুষো ভানুনা শুচিঃ স্বর্ণ শুক্রং শুশুচীত সৎপতিঃ॥ ৯
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম॥ ১০
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু॥ ১১

অনুবাদঃ ১। আমার স্তবগুলি সকলে মিলিত হয়ে ইন্দ্রকে উদ্দেশপূর্বক স্তব করেছে, তারা সকলই লাভ করাতে পারে। যেমন নারীবর্গ নিজের স্বামীকে আলিঙ্গন করে সেরূপ স্তুতিগণ সে শুদ্ধস্বভাবদাতা ইন্দ্রের আশ্রয় পাবার জন্য তাঁকে আলিঙ্গন করছে। ২। হে ইন্দ্র! তোমার দিক হতে আমার মন অন্যত্র যায় না। আমি তোমার উপর আমার অভিলাষ সংস্থাপন করেছি। রাজা যেমন নিজ ভবনে, সেরূপ তুমি কুশের উপর উপবেশন কর। এ সুন্দর সোম হতে তোমার পানকার্য সম্পন্ন হোক। ৩। ইন্দ্র দুর্গতি ও অন্নাভাব হতে রক্ষা করবার জন্য আমাদের চতুর্দিকে অবস্থিতি করুন। সে ধনদাতা ইন্দ্র সকল ধন ও সকল সম্পত্তির অধিপতি। সে যে কামনাবর্ষণকারী তেজস্বী ইন্দ্র, তাঁরই আদেশে এ সপ্তসিন্ধু নিম্নদিকে প্রবহমান হয়ে অন্ন বৃদ্ধি করছে অর্থাৎ শস্যের উপচয় করছে। ৪। যেরূপ পক্ষিগণ সুন্দর পত্রধারী বৃক্ষকে আশ্রয় করে সেরূপ আনন্দবর্ষণকারী পাত্রস্থিত সোমরসগণ ইন্দ্রকে আশ্রয় করল। সে সোমরসের তেজের দ্বারা তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মনুষ্যদের উৎকৃষ্ট জ্যোতিদান করুন। ৫। দ্যূতক্রীড়াকারী ব্যক্তি যেমন ক্রীড়াকালে আপনার বিজেতাকে অন্বেষণপূর্বক পরাস্ত করে সেরূপ ইন্দ্র বৃষ্টিরোধকারী সূর্যকে পরাভব করেন। হে ইন্দ্র! হে ধনশালী! কি প্রাচীন, কি আধুনিক কেউই তোমার সে বীরত্বের অনুরূপ কার্য করতে পারে নি। ৬। ধনদাতা ইন্দ্র প্রত্যেক মনুষ্যে বর্তমান আছেন। অভিলাষ সিদ্ধিকারী ইন্দ্র সকলের স্তবেই অবধান করেন। যার সোমযাগে ইন্দ্র প্রীতি লাভ করেন, সে প্রখর সোমরসের দ্বারা যুদ্ধাভিলাষী শত্রুদের পরাস্ত করে। ৭। যেমন জল সমস্ত নদীর দিকে যায়, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহগণ হ্রদে গিয়ে পড়ে সেরূপ সোমরসগুলি ইন্দ্রের মধ্যে যায়। যজ্ঞস্থলে পণ্ডিতগণ তাঁর তেজের বৃদ্ধি করে দেন, যেরূপ স্বর্গীয় বারিপাতসহকারে বৃষ্টি যব শস্যের বৃদ্ধি সম্পাদন করে। ৮। যেরূপ একটি বৃষ কুপিত হয়ে আর এক বৃষের প্রতি ধাবিত হয় সেরূপ ইন্দ্র মেঘের প্রতি ধাবিত হয়ে আপনার আশ্রিত স্বরূপ জল সমস্তকে নির্গত করেন। যে ব্যক্তি সোমযাগ করে, অকাতরে দান করে এবং হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করে, সে ব্যক্তিকে দেখে ধনদাতা ইন্দ্র জ্যোতি দান করেন। ৯। ইন্দ্রের বজ্র তেজের সাথে উদয় হোক, যজ্ঞের কথা যেরূপ পূর্বকালে সেরূপ একালেও হতে থাকুক। ইন্দ্র নিজে উজ্জ্বল হয়ে পরিষ্কার আলোক ধারণপূর্বক শোভাযুক্ত হোন, সাধু ব্যক্তিবর্গের পালনকর্তা ইন্দ্র সূর্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হোন। ১০-১১ [পূর্ব সূক্তের দশম ও একাদশ ঋকের সঙ্গে এক]

৪৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কৃষ্ণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

আ যাত্বিন্দ্রঃ স্বপতির্মদায় যো ধর্মণা তূতুজানস্তুবিষ্মান্।
প্রত্বক্ষাণো অতি বিশ্বা সহাংস্যপারেণ মহতা বৃষ্ণ্যেন ॥ ১
সুষ্ঠামা রথঃ সুযমা হরী তে মিম্যক্ষ বজ্রো নৃপতে গভস্তৌ।
শীভং রাজন্ত্সুপথা যাহ্যর্বাঙ্ বর্ধাম তে পপুষো বৃষ্ণ্যানি ॥ ২
এন্দ্রবাহো নৃপতিং বজ্রবাহুমুগ্রমুগ্রাসস্তবিষাস এনম্।
প্রত্বক্ষসং বৃষভং সত্যশুষ্মমেমস্মত্রা সধমাদো বহন্তু ॥ ৩
এবা পতিং দ্রোণসাচং সচেতসমূর্জঃ স্কম্ভং ধরুণ আ বৃষায়সে।
ওজঃ কৃষ্ব সং গৃভায় ত্বে অপ্যসো যথা কেনিপানামিনো বৃধে ॥ ৪
গমন্নস্মে বসূন্যা হি শংসিষং স্বাশিষং ভরমা যাহি সোমিনঃ।
ত্বমীশিষে সাস্মিন্না সৎসি বর্হিষ্যনাধৃষ্যা তব পাত্রাণি ধর্মণা ॥ ৫
পৃথক্ প্রায়ন্ প্রথমা দেবহূতয়োঽকৃণ্বত শ্রবস্যানি দুষ্টরা।
ন যে শেকুর্যজ্ঞিয়াং নাবমারুহমীর্মৈব তে ন্যবিশন্ত কেপয়ঃ ॥ ৬
এবৈবাপাগপরে সন্তু দূঢ্যোঽশ্বা যেষাং দুর্যুজ আয়ুযুজ্রে।
ইত্থা যে প্রাগুপরে সন্তি দাবনে পুরূণি যত্র বয়ুনানি ভোজনা ॥ ৭
গিরীঁরজ্রান্ রেজমানাঁ অধারয়দ্ দ্যৌঃ ক্রন্দদন্তরিক্ষাণি কোপয়ৎ।
সমীচীনে ধিষণে বি ষ্কভায়তি বৃষ্ণঃ পীত্বা মদ উক্থানি শংসতি ॥ ৮
ইমং বিভর্মি সুকৃতং তে অঙ্কুশং যেনারুজাসি মঘবঞ্ছফারুজঃ।
অস্মিন্ত্সু তে সবনে অস্ত্বোক্যং সুত ইষ্টৌ মঘবন্ বোধ্যাভগঃ ॥ ৯
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১

অনুবাদঃ ১। যে ইন্দ্র দেখতে স্থূলকায় অথচ যিনি আপনার বিপুল ও দুর্ধর্ষ বলের দ্বারা আর সমস্ত বলশালী পদার্থকে হীনবল করে দেন, সে ধনাধিপতি ইন্দ্র রথে আরোহণপূর্বক আমোদ করবার জন্য আসুন। ২। হে নরপতি ইন্দ্র! তোমার রথ সুগঠন, তোমার রথের দু অশ্ব সুশিক্ষিত, তোমার হস্তে বজ্র আছে। হে প্রভু! এ মূর্তিধারণপূর্বক শীঘ্র সরল পথ দিয়ে নিম্নে এস। তোমার পানের নিমিত্ত সোমরস প্রস্তুত আছে, তা তোমাকে পান করিয়ে তোমার বল আরও আমরা বাড়িয়ে দেব। ৩। যে ইন্দ্র আর সকল নায়কের নায়ক, যাঁর হস্তে বজ্র আছে, যিনি বিপক্ষদের দুর্বল করে দেন, যিনি দুর্ধর্ষ, যাঁর ক্রোধ কখন বৃথা যায় না, তাঁকে তাঁর বহনকারী দুর্ধর্ষ ঘোটকগণ সকলে মিলিত হয়ে আমাদের নিকট বহন করে আনুক। ৪। হে ইন্দ্র! যে সোমরস শরীরকে পালন অর্থাৎ শারীরিক পুষ্টি বিধান করে, যা কলসের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে, যা বলকে সংধারিত করে, তুমি সে সোমরস আপন উদরে সেচন কর। আমার বল বৃদ্ধি করে দাও, আমাদের তোমার আত্মীয় করে লও, কারণ তুমি বুদ্ধিমানদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনকারী প্রভুস্বরূপ। ৫। হে ইন্দ্র! সম্পত্তি সমস্ত আমার নিকট অসুক, কারণ আমি স্তব করছি। আমি সোম সপ্তরপূর্বক উত্তম উত্তম কামনা সিদ্ধ করবার নিমিত্ত যজ্ঞের আয়োজন করেছি, তুমি এস। তুমি সকলেরই অধিপতি। এ কুশে উপবেশন কর। তোমার পানের জন্য যে সোম পাত্র সকল সজ্জিত রয়েছে, কারও সাধ্য নেই, যে সেগুলি বলপূর্বক গ্রহণ করে পান করে। ৬। যাঁরা পূর্বকাল হতে যজ্ঞে দেবতাদের

নিমন্ত্রণ করতেন, তাঁরা অতি মহৎ মহৎ কার্য সম্পাদনপূর্বক সকলে স্বতন্ত্রভাবে সদ্গতি লাভ করেছেন। কিন্তু যারা যজ্ঞস্বরূপ নৌকা আরোহণ করতে পারে নি, তারা কুকর্মান্বিত, তারা ঋণী রইল অর্থাৎ অঋণী হতে পারে নি এবং সে অবস্থাতেই নিম্নগামী হল। ৭। ইদানীন্তনকালে যারা সে প্রকার দুর্মতি, তারাও সেরূপ অধোগামী হোক। তাদের রথে দুষ্ট অশ্ব যোজনা করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের কি গতি হবে, কিছুই স্থিরতা নেই। যারা পূর্বাবধি যজ্ঞাদি উপলক্ষ্যে দান করে থাকে, তারা এরূপ ধামে উপনীত হয়, সেখানে অতি চমৎকার নানাবিধ ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত আছে। ৮। ইন্দ্র যখন সোমপান করে মত্ত হন তখন তিনি সর্বত্রসঞ্চারী কম্পান্বিত মেঘদের সুস্থির করেন, গগন ক্রন্দন অর্থাৎ শব্দ করে উঠে, তিনি আকাশকে আন্দোলিত করেন। যে দ্যাবা ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন হয়ে আছে, তাদের তিনি সে অবস্থায় সঞ্চারণ করেন এবং বিবিধ স্তব উচ্চারণ করেন। ৯। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত এ এক সুগঠিত অঙ্কুশ আমি হস্তে ধারণ করে আছি। এ দিয়ে তুমি খুরপুট বিক্ষেপকারীদের অর্থাৎ হস্তীদের দন্ড করে বশীভূত কর। এ যে সোমযাগ হচ্ছে, এতে তুমি এসে স্থান গ্রহণ কর। দেখ যেন এ সোমযাগে আমরা সৌভাগ্যশালী হই। ১০। ১১। [পূর্ব সূক্তের দশম ও একাদশ ঋকের সঙ্গে অভিন্ন]

৪৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বৎসপ্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্ দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ ॥ ১
বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা।
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ ॥ ২
সমুদ্রে ত্বা নৃমণা অপ্স্বন্তর্নৃচক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন উধন্।
তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবাংসমপামুপস্থে মহিষা অবর্ধন্ ॥ ৩
অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্।
সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ ॥ ৪
শ্রীণামুদারো ধরুণো রয়ীণাং মনীষাণাং প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ।
বসুঃ সূনুঃ সহসো অপ্সু রাজা বি ভাত্যগ্র উষসামিধানঃ ॥ ৫
বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ।
বীলুং চিদদ্রিমভিনৎ পরায়ঞ্জনা যদগ্নিমযজন্ত পঞ্চ ॥ ৬
উশিক্ পাবকো অরতিঃ সুমেধা মর্তেষ্বগ্নিরমৃতো নি ধায়ি।
ইয়র্তি ধূমমরুষং ভরিভ্রদুচ্ছুক্রেণ শোচিষা দ্যামিনক্ষন্ ॥ ৭
দৃশানো রুক্ম উর্বিয়া ব্যদ্যৌদ্ দুর্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ।
অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভি র্যদেনং দ্যৌর্জনয়ৎ সুরেতাঃ ॥ ৮
যস্তে অদ্য কৃণবদ্ভদ্রশোচেঽপূপং দেব ঘৃতবন্তমগ্নে।
প্র তং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছাভি সুম্নং দেবভক্তং যবিষ্ঠ ॥ ৯
আ তং ভজ সৌশ্রবসেষ্বগ্ন উক্থ উক্থ আ ভজ শস্যমানে।
প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাত্যুজ্জাতেন ভিনদদুজ্জনিত্বৈঃ ॥ ১০
ত্বামগ্নে যজমানা অনু দ্যূন্ বিশ্বা বসু দধিরে বার্যাণি।
ত্বয়া সহ দ্রবিণমিচ্ছমানা ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ ॥ ১১
অস্তাব্যগ্নির্নরাং সুশেবো বৈশ্বানর ঋষিভিঃ সোমগোপাঃ।
অদ্বেষে দ্যাবাপৃথিবী হুবেম দেবা ধত্ত রয়িমস্মে সুবীরম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে জন্ম গ্রহণ করলেন, তাঁর দ্বিতীয় জন্ম আমাদের নিকট, তাতে তাঁর নাম জাতবেদা। তাঁর তৃতীয় জন্ম জলের মধ্যে। এরূপে সে নরহিতকারী অগ্নি নিরন্তর জাজ্বল্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করতে জানেন, তিনি তাঁকে স্তব করেন। ২। হে অগ্নি! আমরা তোমার তিন প্রকারের তিন মূর্তি জানি, তোমার স্থান অনেক স্থলে আছে, তাও জানি। তোমার অতি নিগূঢ় যে নাম, তাও অবগত আছি। আর যে উৎপত্তিস্থান হতে তুমি এসেছ, তাও জানি। ৩। নরহিতকারী বরুণদেব সমুদ্র মধ্যে জলের অভ্যন্তরে তোমাকে প্রজ্বলিত রেখেছেন। আর আকাশের উধস্বরূপ যে সূর্য তন্মধ্যেও তুমি প্রজ্বলিত আছ। আর তোমার তৃতীয় স্থান মেঘলোক, সেখানে বৃষ্টিবারিতে তুমি বাস কর, প্রধান প্রধান দেবতারা তোমার তেজ বৃদ্ধি করেন। ৪। অগ্নির ঘোরতর শব্দ উত্থিত হল, আকাশে যেন বজ্রপাত হচ্ছে; অগ্নি পৃথিবীকে লেহন করছেন; লতা প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করছেন। যদিও এ মাত্র জন্মেছেন তথাপি বিশেষরূপে প্রজ্বলিত ও বিস্তারিত হয়েছেন। দ্যাবা ও পৃথিবীর মধ্যে কিরণ বিস্তার করাতে তাঁর শোভা হয়েছে। ৫। অগ্নি যখন প্রভাতের প্রথম ভাগেই প্রজ্বলিত হন তখন তার কি শোভা হয়। তিনি কত শোভা আবিষ্কৃত করেন। তিনি অশেষ সম্পত্তির আধারস্বরূপ। তিনি স্তুতিবাক্য সকল স্ফুরিত করে দেন, সোমরসকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেই ধনস্বরূপ, তিনি বলের পুত্র, তিনি জলের মধ্যে বিরাজ করেন। ৬। তিনি সকল বসুকে প্রকাশযুক্ত করেন, তিনি জলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতমাত্রে দ্যুলোক ও ভূলোক পরিপূর্ণ করলেন। যখন পঞ্চজনপদের মনুষ্য তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ করল তখন তিনি সুকঠিন মেঘের দিকে উদ্গত হয়ে সে মেঘ ভেদপূর্বক জল আনলেন। ৭। অগ্নি হোমের দ্রব্য কামনা করেন, সকলকে পবিত্র করেন, চতুর্দিকেও গতিবিধি করেন। তাঁর মেধা চমৎকার, তিনি নিজে অমর হয়ে মরণধর্মাশ্বিত মনুষ্যদের মধ্যে সমর্পিত আছেন। সুরঞ্জিত ধূম ধারণ-পূর্বক তিনি গতিবিধি করে থাকেন এবং শুক্লবর্ণ আলোকের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করেন। ৮। তিনি দেখতে জ্যোতির্ময়, তাঁর দীপ্তি অতি মহৎ, তিনি দুর্ধর্ষ দীপ্তিসহকারে যেতে যেতে শোভা ধারণ করেন। সে অগ্নি বৃক্ষের কাষ্ঠ অন্নস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে অমর অর্থাৎ অনির্বাণশীল হয়ে উঠলেন। দিব্যলোক এঁকে জন্ম দিয়েছেন, দিব্যলোকের জন্মদানশক্তি কি সুন্দর! ৯। হে মঙ্গলময় শিখাধারী নবীন অগ্নি! যে ব্যক্তি অদ্য তোমার জন্য ঘৃতযুক্ত পিষ্টক প্রস্তুত করেছে, সে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে তুমি উত্তম উত্তম ধনের দিকে নিয়ে যাও, সে দেবভক্তব্যক্তিকে সুখ-সচ্ছন্দের দিকে নিয়ে যাও। ১০। যখনই উত্তম উত্তম অন্নসহকারে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় তখনই তুমি যজমানের প্রতি অনুকূল হও। প্রত্যেক স্তব উচ্চারিত হবার সময় অনুকূল হও। সে যেন সূর্যের নিকটে প্রিয় হয়, অগ্নির নিকট প্রিয় হয়। তার যে পুত্র জন্মেছে অথবা যে পুত্র জন্মাবে, সকলের সাথে সে যেন শত্রুমর্দন করে। ১১। হে অগ্নি! প্রতিদিন যজমানগণ তোমার নিকট উত্তম উত্তম নানা বস্তু পূজা দেয়। বৃদ্ধিমান দেবতাগণ তোমার সাথে একত্র হয়ে ধন কামনা পূর্ণ করবার জন্য গাভীপরিপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিল। ১২। মনুষ্যদের মধ্যে যাঁর মূর্তি সুগঠন, যিনি সোম রক্ষা করেন, ঋষিরা সে অগ্নিকে স্তব করলেন। দ্বেষবিবর্জিত দ্যাবাপৃথিবীকে আমরা ডাকছি। হে দেবতাগণ! আমাদের লোকবল ও ধনবল প্রদান কর।

৪৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বৎসপ্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র হোতা জাতো মহান্ নভোবিন্নৃষদ্বা সীদদপামুপস্থে।
দধির্যো ধায়ি স তে বয়াংসি যন্তা বসূনি বিধতে তনূপাঃ ॥ ১
ইমং বিধন্তো অপাং সধস্থে পশুং ন নষ্টং পদৈরনু গ্মন্।
গুহা চতন্তমুশিজো নমোভিরিচ্ছন্তো ধীরা ভৃগবোঽবিন্দন্ ॥ ২
ইমং ত্রিতো ভূর্যবিন্দদিচ্ছন্ বৈভূবসো মূর্ধন্যঘ্ন্যায়াঃ।
স শেবৃধো জাত আ হর্ম্যেষু নাভির্যুবা ভবতি রোচনস্য ॥ ৩
মন্দ্রং হোতারমুশিজো নমোভিঃ প্রাঞ্চং যজ্ঞং নেতারমধ্বরাণাম্।
বিশামকৃণ্বন্নরতিং পাবকং হব্যবাহং দধতো মানুষেষু ॥ ৪
প্র ভূর্জয়ন্তং মহাং বিপোধাং মূরা অমূরং পুরাং দর্মাণম্
নয়ন্তো গর্ভং বনাং ধিয়ং ধুর্হিরিশ্মশ্রুং নার্বাণং ধনর্চম্ ॥ ৫
নি পস্ত্যাসু ত্রিতঃ স্তভূয়ন্ পরিবীতো যোনৌ সীদদন্তঃ।
অতঃ সংগৃভ্যা বিশাং দমূনা বিধর্মণাযন্ত্রৈরীয়তে নৄন্ ॥ ৬
অস্যাজরাসো দমামরিত্রা অর্চদ্ধূমাসো অগ্নয়ঃ পাবকাঃ।
শ্বিতীচয়ঃ শ্বাত্রাসো ভুরণ্যবো বনর্ষদো বায়বো ন সোমাঃ ॥ ৭
প্র জিহ্বয়া ভরতে বেপো অগ্নিঃ প্র বয়ুনানি চেতসা পৃথিব্যাঃ।
তমায়বঃ শুচয়ন্তং পাবকং মন্দ্রং হোতারং দধিরে যজিষ্ঠম্ ॥ ৮
দ্যাবা যমগ্নিং পৃথিবী জনিষ্টামাপস্ত্বষ্টা ভৃগবো যং সহোভিঃ।
ঈলেন্যং প্রথমং মাতরিশ্বা দেবস্ততক্ষুর্মনবে যজত্রম্ ॥ ৯
যং ত্বা দেবা দধিরে হব্যবাহং পুরুস্পৃহো মানুষাসো যজত্রম্।
স যামন্নগ্নে স্তুবতে বয়ো ধাঃ প্র দেবযন্ যশসঃ সং হি পূর্বীঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ　১। যে অগ্নি মনুষ্যদের মধ্যে অবস্থিতি করেন, জলের মধ্যেও অবস্থিতি করেন, যিনি আকাশের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, যেহেতু আকাশে তাঁর জন্ম তিনি এক্ষণে বিপুলমূর্তি ধারণপূর্বক হোতা হয়েছেন। তিনি যজ্ঞের ধারণ-কর্তা, অতএব তাঁকে আধান করা হয়েছে। তুমি তাঁর পরিচর্যা করছ, অতএব তিনি তোমার দেহ রক্ষাপূর্বক তোমাকে অন্ন ও সম্পত্তি দেবেন। ২। এ অগ্নি জলের মধ্যে লুক্কায়িত হলেন। যেমন একটি গাভী হারিয়ে গেলে তার পদচিহ্ন দর্শনে অনুসন্ধান হয় সেরূপ অগ্নি পরিচর্যাকারীরা তাঁর সন্ধান করলেন। ভৃগুবংশীয়েরা অগ্নির কামনা করলেন, অগ্নি নিভৃতস্থানে ছিলেন সে সুপণ্ডিত ঋষিগণ অগ্নি পাবার ইচ্ছায় নমোবাক্য বলতে বলতে তাঁকে পেলেন। ৩। বিভূবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা করে অগ্নিকে ভূমির উপর প্রাপ্ত হলেন। অগ্নি যজমানদের অট্টালিকাতে নবীন মূর্তিতে জন্ম গ্রহণপূর্বক অতি সুখকর হয়েছেন, তিনি জ্যোতির্ময় লোক প্রাপ্তির মূলীভূত কারণস্বরূপ হয়েছেন। ৪। অগ্নিকামনাকারী ঋত্বিকগণ মনুষ্যসমাজে অগ্নিকে প্রবর্তিত করে মনুষ্যদের পবিত্র হবার উপায় করে দিয়েছেন, সে অগ্নি এক্ষণে সোমপানে মত্ত হন, হোতা হন, নমোবাক্য দ্বারা অনুকূল হন, যজ্ঞ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ দেখিয়ে দেন, সর্বত্র বিচরণ করেন, হোমের দ্রব্য দেবতাদের নিকট বহন করেন। ৫। হে হোতা! যে অগ্নি জয়শীল, যিনি অতি মহৎ, যিনি বুদ্ধিমানদের আশ্রয় দেন, তুমি উপযুক্ত মত তাঁর স্তবকার্য নির্বাহ কর, সে অগ্নি বিপক্ষদের পুরী ধ্বংস করেন, তিনি অরণি অর্থাৎ অগ্নি মন্থনকাষ্ঠের প্রসবস্বরূপ, তিনি অতি চমৎকার পদার্থ, তাঁকে স্তব করলেই সম্পত্তি পাওয়া যায়। তিনি নিজে মেহাবিহীন, মনুষ্যগণ তাঁকে হোমের দ্রব্য দিয়ে তাঁর দ্বারা যত অনুষ্ঠান

করিয়ে নেয়। ৬। সে অগ্নির তিন মূর্তি, তিনি শিখা পরিবেষ্টিত হয়ে আলোকের দ্বারা যজমানদের গৃহ পরিপূর্ণ করে যজ্ঞগৃহ মধ্যে আপন স্থানের অভ্যন্তরে উপবেশন করেন। সেখানে মনুষ্যগণের যা কিছু দেয়, সকলি তিনি সংগ্রহপূর্বক নানাবিধ কার্যের দ্বারা শত্রুদমন করতে করতে ঐ সমস্ত হোমের দ্রব্য দেবতাদের দিতে যান। ৭। এ যে যজমান, এ ব্যক্তির অনেকগুলি অগ্নি আছেন, তাঁরা সকলেই জরাবিহীন, শত্রুবর্গের শাসনকর্তা ও চমৎকার ধূম নির্গত করেন। তাঁরা পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শ্বেত বর্ণ ধারণ করেন, শীঘ্র শীঘ্র পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হন, কাষ্ঠে উপবেশন করেন এবং সোমরসের ন্যায় গতিবিধি করেন। ৮। অগ্নি কাঁপতে কাঁপতে পৃথিবীর উত্তম উত্তম সামগ্রী জিহ্বাসহযোগে ধারণ করছেন মনে মনেও জানছেন। মনুষ্যগণ তাঁকে আধান করলেন, কারণ তিনি সোমরস পানে মত্ত হয়ে পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শুভ্র বর্ণ ধারণ করেন, হোতার কার্য সম্পাদন করেন। যজ্ঞ পাবার উপযুক্ত তাঁর তুল্য কেউ নেই। ৯। ইনি সে অগ্নি, যাঁকে দ্যাবা ও পৃথিবী জন্মদান করেছেন, জল ও ত্বষ্টা ও ভৃগুবংশীয়েরা বলের দ্বারা যাঁকে উৎপাদন করেছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্তবের যোগ্য, মাতরিশ্বা ও অপরাপর দেবতারা মনুষ্যের যজ্ঞ করবার জন্য যাঁকে নির্মাণ করেছেন। ১০। হে অগ্নি! তোমাকে দেবতারা আধান করেছেন, তোমাকে যজ্ঞ দেবার জন্য মনুষ্যগণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনাসহকারে আধান করেন সে তুমি যজ্ঞের সময় স্তবকারী ব্যক্তিকে অন্ন দান কর দেবভক্ত ব্যক্তি যেন বিশিষ্ট যশ প্রাপ্ত হয়।

৪৭ সূক্ত ॥ বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র দেবতা। সপ্তগু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

জগৃভ্মা তে দক্ষিণমিন্দ্র হস্তং বসূযবো বসুপতে বসূনাম্।
বিদ্মা হি ত্বা গোপতিং শূর গোনামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ১
স্বায়ুধং স্ববসং সুনীথং চতুঃসমুদ্রং ধরুণং রয়ীণাম্।
চর্কৃত্যং শংস্যং ভূরিবারমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ২
সুব্রহ্মাণং দেববন্তং বৃহন্তমুরুং গভীরং পৃথুবুধ্নমিন্দ্র।
শ্রুতঋষিমুগ্রমভিমাতিষাহমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৩
সনদ্বাজং বিপ্রবীরং তরুত্রং ধনস্পৃতং শূশুবাংসং সুদক্ষম্।
দস্যুহনং পূর্ভিদমিন্দ্র সত্যমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৪
অশ্বাবন্তং রথিনং বীরবন্তং সহস্রিণং শতিনং বাজমিন্দ্র।
ভদ্রব্রাতং বিপ্রবীরং স্বর্ষামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৫
প্র সপ্তগুমৃতধীতিং সুমেধাং বৃহস্পতিং মতিরচ্ছা জিগাতি।
য আঙ্গিরসো নমসোপসদ্যোঽস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৬
বনীবানো মম দূতাস ইন্দ্রং স্তোমাশ্চরন্তি সুমতীরিয়ানাঃ।
হৃদিস্পৃশো মনসা বচ্যমানা অস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥৭
যৎ ত্বা যামি দদ্ধি তন্ন ইন্দ্র বৃহন্তং ক্ষয়মসমং জনানাম্।
অভি তদ্ দ্যাবাপৃথিবী গৃণীতামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৮

অনুবাদঃ ১। হে ধনের অধিপতি ইন্দ্র! আমরা ধন কামনা করে তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করলাম। হে বীর! আমরা জানি, তুমি বিস্তর গোধনের স্বামী। আমাদের নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর। ২। হে ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী, রক্ষা করতে উত্তমরূপে পার, সুন্দররূপে নেতার কার্য কর, তোমার কীর্তিতে চার সমুদ্র সমুজ্জ্বল, তুমি নানা সম্পত্তি ধারণ কর, তুমি মুহুর্মুহু স্তব পাবার যোগ্য, সকলেই তোমাকে প্রার্থনা করে, আমরা তোমাকে এরূপ জানি

আমাদের নানাবিধ ইত্যাদি। (পূর্ব ঋকের শেষ অংশ)। ৩। হে ইন্দ্র! আমাদের এরূপ একটি পুত্রস্বরূপ ধন দান কর যে স্তোত্ররত ও দেবভক্ত হয়, যে প্রকাণ্ড মূর্তি, বিশালকায়, গম্ভীরবুদ্ধি, সুপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী, শত্রুদমনক্ষম ও প্রিয়দর্শন হয়। আমাদের নানাবিধ, ইত্যাদি। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন উপার্জন কর, তুমি বুদ্ধিমান, লোকদের তারণ কর, সম্পত্তি পূর্ণ করে দাও, তোমার বৃদ্ধি ক্রমাগতই হচ্ছে, তোমার বল অতি সুন্দর, তুমি দস্যুদের নিধন কর, তাদের পুরী ধ্বংস করে থাক। আমাদের নানাবিধ ইত্যাদি। ৫। তোমার বিস্তর অশ্ব আছে, রথ আছে, অনুগামী লোক আছে, তোমার শতসহস্র গোধন আছে, তুমি বলবান, তোমার উৎকৃষ্ট অনুচরবর্গ আছে, তোমার পারিষদেরা বুদ্ধিমান, তুমি সব কিছু দিতে পার। আমাদের নানাবিধ, ইত্যাদি। ৬। আমি সপ্তগু, আমি যা ধ্যান করি, তা সত্য হয়, আমার বুদ্ধি সুন্দর, আমি বিস্তর মন্ত্রের স্বামী, দেবতাবিষয়িণী সুমতি আমার উপস্থিত হচ্ছে। আমি অঙ্গিরার গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছি, নমোবাক্য উচ্চারণপূর্বক দেবতাদের নিকট গিয়ে থাকি। আমাদের নানাবিধ, ইত্যাদি। ৭। আমি যে সকল সুন্দর ভাবযুক্ত স্তবসমূহ প্রস্তুত করি, ঐ সকল স্তব আমি মনের সাথে পাঠ করি, ঐ সকল স্তব শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে, তারা আমার দূতের ন্যায় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাতে যাচ্ছে। আমাদের নানাবিধ ইত্যাদি। ৮। হে ইন্দ্র! আমি তোমার নিকট যা যাচ্‌ঞা করি, তুমি তা আমাকে দাও। এরূপ একখানি প্রকাণ্ড বাস্তুবাটী দাও সেরূপ কারও নেই, দ্যাবা ও পৃথিবী তা অনুমোদন করুন। আমাদের নানাবিধ, ইত্যাদি।

৪৮ সূক্ত ॥ বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

অহং ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতিরহং ধনানি সং জয়ামি শশ্বতঃ।
মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবোঽহং দাশুষে বি ভজামি ভোজনম্‌ ॥ ১
অহমিন্দ্রো রোধো বক্ষো অথর্বণস্ত্রিতায় গা অজনয়মহেরধি।
অহং দস্যুভ্যঃ পরি নৃম্ণমা দদে গোত্রা শিক্ষন্‌ দধীচে মাতরিশ্বনে ॥ ২
মহ্যং ত্বষ্টা বজ্রমতক্ষদায়সং ময়ি দেবাসোঽবৃজন্নপি ক্রতুম্‌।
মমানীকং সূর্যস্যেব দুষ্টরং মামার্যন্তি কৃতেন কর্ত্বেন চ ॥ ৩
অহমেতং গব্যয়মশ্ব্যং পশুং পুরীষিণং সায়কেনা হিরণ্যয়ম্‌।
পুরূ সহস্রা নি শিশামি দাশুষে যন্মা সোমাস উক্‌থিনো অমন্দিষুঃ ॥ ৪
অহমিন্দ্রো ন পরা জিগ্য ইদ্ধনং ন মৃত্যবেঽব তস্থে কদাচন।
সোমমিন্মা সুন্বন্তো যাচতা বসু ন মে পূরবঃ সখ্যে রিষাথন ॥ ৫
অহমেতাঞ্ছাশ্বসতো দ্বাদ্বেন্দ্রং যে বজ্রং যুধয়েঽকৃণ্বত।
আহ্বয়মানাঁ অব হন্মনাহনং দৃলহা বদন্ননমস্যুর্নমস্বিনঃ ॥ ৬
অভী দমেকমেকো অস্মি নিষ্‌ষালভী দ্বা কিমু ত্রয়ঃ করন্তি।
খলে ন পর্ষান প্রতি হন্মি ভূরি কিং মা নিন্দন্তি শত্রবোঽনিন্দ্রাঃ ॥ ৭
অহং গুঙ্গুভ্যো অতিথিগ্বমিষ্করমিষং ন বৃত্রতুরং বিক্ষু ধারয়ম্‌।
যৎ পর্ণয়ঘ্ন উত বা করঞ্জহে প্রাহং মহে বৃত্রহত্যে অশুশ্রবি ॥ ৮
প্র মে নমী সাপ্য ইষে ভুজে ভূদ্গবামেষে সখ্যা কৃণুত দ্বিতা।
দিদ্যুং যদস্য সমিথেষু মংহয়মাদিদেনং শংস্যমুক্‌থ্যং করম্‌ ॥ ৯
প্র নেমস্মিন্‌ দদৃশে সোমো অন্তর্গোপা নেমমাবিরস্থা কৃণোতি।
স তিগ্মশৃঙ্গং বৃষভং যুযুৎসন্‌ দ্রুহস্তস্থৌ বহুলে বদ্ধো অন্তঃ ॥ ১০

আদিত্যানাং বসূনাং রুদ্রিয়াণাং দেবো দেবানাং ন মিনামি ধাম।
তে মা ভদ্রায় শবসে ততক্ষুরপরাজিতমস্তৃতমষালহম্‌ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। [ইন্দ্র বলছেন] আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হয়েছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি জয় করে নিই। প্রাণিগণ পিতার ন্যায় আমাকে ডেকে থাকে। যে দাতা, আমি তাকে ভোগের সামগ্রী দিয়ে থাকি। ২। আমি অথর্বা ঋষির বক্ষস্থল রোধ করেছিলাম। আমি বৃত্রের নিকট গাভী সমস্ত কেড়ে ত্রিতকে দিয়েছিলাম। আমি দস্যুদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলাম। আমি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার নিকট গাভীসমস্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। ৩। আমারি জন্য ত্বষ্টা লৌহময় বস্ত্র নির্মাণ করে দিয়েছেন, দেবতারা আমার জন্য কার্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। আমার সৈন্যগণ সূর্যের সৈন্যের ন্যায় দুর্ধর্ষ, যে যা কিছু করেছে বা যা ভবিষ্যতে করবে, সকলেই আমার উপর নির্ভর করে। ৪। যখন কেউ স্তবের সাথে সোমরস দিয়ে আমাকে পরিতুষ্ট করে তখন আমি দাতাব্যক্তিকে সহস্রাধিক গো, অশ্ব, মনুষ্য ও পশু, বাণ দ্বারা জয় করে দিই এবং অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করি। ৫। কেউ কখন কোন সম্পত্তি আমার নিকট জয় করে নিতে পারে নি, মৃত্যুর নিকট কখন আমি নত হই নি। হে পুরুবংশীয়গণ! তোমরা সোমরস প্রস্তুত করে যা ইচ্ছা আমার নিকট যাচ্‌ঞা কর। দেখ আমার বন্ধুত্ব যেন কখন তোমরা হারিও না (১)। ৬। এ যে সকল শত্রু, যারা প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে দু দু জন করে অস্ত্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ কববার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, যারা স্পর্ধাপূর্বক আমাকে আহবান করছিল, আমি ইন্দ্র, কঠোরবাক্য উচ্চারণপূর্বক তাদের এমন প্রহার করলাম যে, তারা নিধন হল। তারা নত হল, আমি নত হবার নই। ৭। যদি একজন আসে তাকেও আমি পরাভব করি, যদি দু জন আসে তাদেরও পরাভব করি, তিন জন এসেই বা আমার কি করতে পারে? যেরূপ কৃষক ধান্য মর্দন করবার সময় পুরাতন ধান্যস্তম্ভ অনায়াসেই মর্দন করে আমিও সেরূপ যত শত্রু আসুক না কেন অনায়াসে নিধন করি। ইন্দ্র যাদের প্রতি বিমুখ, সে সমস্ত শত্রু কি আমাকে নিন্দা অর্থাৎ পরাভব করতে পারে? ৮। আমিই গুঙ্গুদের দেশে প্রজাবর্গের মধ্যে অতিথিগুলির পুত্রকে স্থাপন করেছি, তিনি তাদের শত্রু সংহার করেছেন, বিপদ নিবারণ করছেন এবং মূর্তিমান ভক্ষ্য-ভোজ্যের ন্যায় তাদের পালন করছেন। যে সময়ে পর্ণয় এবং করঞ্জ নামক শত্রু-দ্বয়কে বধ করা হয়েছিল এবং বৃত্রের সাথে যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাতে আমার নাম বিখ্যাত হয়েছিল। ৯। আমাকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রয় স্থানস্বরূপ হয়, সে অন্নবান ও ভোগবান হয়, তোমরা তার সাথে বন্ধুত্ব কর এবং গোধন গ্রহণ কর, এ দু কার্য তোমাদের তার নিকট সম্পন্ন হবে। সে ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হলে আমি নিজেই তার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্র ধারণ করি, আমার প্রসাদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসাভাজন হয়, সকলে তাকে স্তব করে। ১০। দৃষ্ট হল যে, দু জনের মধ্যে একজন সোমযাগ করেছে। পালনকর্তা ইন্দ্র তার পক্ষে বজ্র ধারণ পূর্বক তাকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করলেন। আর তার যে শত্রু সে তীক্ষ্ণতেজা সোম-যাগকারী ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হল, সে অন্ধকারমধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল। ১১। আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ এরা সকলই দেবতা, আমিও দেবতা। অতএব আমি তাঁদের স্থান উৎখাত করি না, তাঁরা আমাকে এ উদ্দেশে নির্মাণ করেছেন, যে আমি চমৎকার অন্ন উৎপাদন করব। সে নিমিত্তই আমাকে কেউ পরাজয় বা হিংসা করতে পারে না, কেউ আমার সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না।

টীকা : ১। ইন্দ্রকেই এ সূক্তের ঋষি বলে অভিহিত করা হয়েছে, বোধ হয় পুরুবংশীয়দের কোন স্তোতাদ্বারা এ সূক্ত রচিত।

৪৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ঋষি। তিনিই দেবতা। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অহং দাং গৃণতে পূর্ব্যং বস্বহং ব্রহ্ম কৃণবং মহ্যং বর্ধনম্।
অহং ভুবং যজমানস্য চোদিতাঽযজ্বনঃ সাক্ষি বিশ্বস্মিন্ ভরে ॥ ১
মাং ধুরিন্দ্রং নাম দেবতা দিবশ্চ গ্মশ্চাপাং চ জন্তবঃ।
অহং হরী বৃষণা বিব্রতা রঘূ অহং বজ্রং শবসে ধৃষ্ণ্বা দদে ॥ ২
অহমৎকং কবয়ে শিশ্নথং হথৈরহং কুৎসমাবমাভিরূতিভিঃ।
অহং শুষ্ণস্য শ্নথিতা বধর্যমং ন যো ররআর্যং নাম দস্যবে ॥ ৩
অহং পিতেব বেতসূঁরভিষ্টয়ে তুগ্রং কুৎসায় স্মদিভং চ রন্ধয়ম্।
অহং ভুবং যজমানস্য রাজনি প্র যদ্ভরে তুজয়ে ন প্রিয়াধৃষে ॥ ৪
অহং রন্ধয়ং মৃগয়ং শ্রুতর্বণে যন্মাজিহীত বয়ুনা চনানুষক্।
অহং বেশং নম্রমায়বেঽকরমহং সব্যায় পড্গৃভিমরন্ধয়ম্ ॥ ৫
অহং স যো নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং সং বৃত্রেব দাসং বৃত্রহারুজম্।
যদ্বর্ধয়ন্তং প্রথয়ন্তমানুষগ্ দূরে পারে রজসো রোচনাকরম্ ॥ ৬
অহং সূর্যস্য পরি যাম্যাশুভিঃ প্রৈতশেভির্বহমান ওজসা।
যন্মা সাবো মনুষ আহ নির্ণিজ ঋধক্ কৃষে দাসং কৃত্ব্যং হথৈঃ ॥ ৭
অহং সপ্তহা নহুষো নহুষ্টরঃ প্রাশ্রাবয়ং শবসা-তুর্বশং যদুম্।
অহং ন্যন্যং সহসা সহস্করং নব বাধতো নবতিং চ বক্ষয়ম্ ॥ ৮
অহং সপ্ত স্রবতো ধারয়ং বৃষা দ্রবিত্ন্বঃ পৃথিব্যাং সীরা অধি।
অহমর্ণাংসি বি তিরামি সুক্রতুর্যুধা বিদং মনবে গাতুমিষ্টয়ে ॥ ৯
অহং তদাসু ধারয়ং যদাসু ন দেবশ্চন ত্বষ্টাধারয়দ্রুশৎ।
স্পার্হং গবামূধঃসু বক্ষণাস্বা মধোর্মধু শ্বাত্র্যং সোমমাশিরম্ ॥ ১০
এবা দেবাঁ ইন্দ্রো বিব্যে নৄন্ প্র চ্যৌত্নেন মঘবা সত্যরাধাঃ।
বিশ্বেৎ তে হরিবঃ শচীবোঽভি তুরাসঃ স্বযশো গৃণন্তি ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমৎকার সম্পত্তি দান করি। আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি করে দিয়েছি, এতে আমারই ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির উৎসাহদাতা হয়ে থাকি, আর যারা যজ্ঞ করে না তাদের সকল যুদ্ধেই পরাভব করি। ২। স্বর্গের দেবতারা এবং ভূচর ও জলচর জন্তুরা আমাকে ইন্দ্র এ নাম দিয়েছে। আমার দুই তেজস্বী ঘোটক আছে, তারা অদ্ভুতলীলাবিশিষ্ট এবং অতিবেগবান। আমি অন্ন উপার্জনের জন্য দুর্ধর্ষ বজ্র ধারণ করি। ৩। আমি কবি নামক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অৎক নামক ব্যক্তিকে প্রহারের দ্বারা বধ করেছি। আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্য সাধন করে কুৎস নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করেছি। আমি শুষ্ণ নামক ব্যক্তির বধের জন্য বজ্র ধারণ করেছিলাম। আমি দস্যুজাতিকে "আর্য" এ নাম হতে বঞ্চিত রেখেছি (১)। ৪। কুৎস বেতসু নামক প্রদেশ কামনা করেছিল, আমি তার পিতার ন্যায় বেতসু প্রদেশ তার বশীভূত করে দিলাম, এবং তুগ্র ও স্মদিভ এ দুই ব্যক্তিকে কুৎসের বশীভূত করে দিলাম। আমার প্রসাদেই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। আমি পুত্রের ন্যায় তাকে প্রিয়বস্তু প্রদান করি, তাতে সে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠে। ৫। যেকালে শ্রুতর্বা আমার শরণাগত হল এবং স্তব করতে লাগল, আমি মৃগয়া নামক ব্যক্তিকে তার

বশীভূত করে দিলাম। আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করে দিয়েছি, আমি ষটগৃভিকে সব্যের বশীভূত করে দিয়েছি। ৬। আমি সে ইন্দ্র, যেমন বৃত্রের হন্তা হয়ে বৃত্রকে নিধন করেছিলাম, সেরূপ দাসজাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে ভগ্ন করেছি (২)। সে সময়ে ঐ দুই শত্রু বৃদ্ধি ও বিস্তার প্রাপ্ত হচ্ছিল, আমি তাদের পশ্চাৎ সংলগ্ন হয়ে সূর্যালোক সমুজ্জ্বলিত এ ভুবনের বহির্ভূত করে দিলাম। ৭। আমার যে শীঘ্রগামী ঘোটকগুলি আছে তারা আমাকে বহন করে, আমি সে বহনে সূর্যের চতুর্দিকে বিচরণ করি। যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করে শোধন করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে আমি তখন দাসজাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করে দ্বিখণ্ড করি, ঐ দশার জন্যই সে জন্মেছে। ৮। আমি সপ্ত শত্রুপুরী ধ্বংস করেছি। যে যত বড় বন্ধন কর্তা হোক, আমি তা অপেক্ষাও অধিক বন্ধনকর্তা। তুর্বস ও যদু এ দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান বলে খ্যাত্যাপন্ন করেছি। আমি অন্যান্য ব্যক্তিকেও বলে বলী করেছি। নবনবতি নগরকে আমি বিনষ্ট করেছি। ৯। আমি জল বর্ষণ করে থাকি, যে সপ্তসিন্ধু দ্রবময় মূর্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাদের স্ব স্ব স্থানে রেখে দিয়েছি। আমার সকল কার্যই শুভকর, আমিই জল বিতরণ করে থাকি। আমি যুদ্ধ করে যজ্ঞকর্তাব্যক্তির জন্য পথ পরিষ্কার করে দিয়েছি। ১০। গাভীর দেহে আমি এরূপ বস্তু রেখে দিয়েছি, যা দেব ত্বষ্টা রচনা করতে পারেন নি। অর্থাৎ গাভীগণের আপীনমধ্যে মধু অপেক্ষাও মধুরতর অতি চমৎকার পরিষ্কার দুগ্ধ উৎপাদন করে দিয়েছি। সেই আপীন নদীর ন্যায় দুগ্ধ বহন করে। তা সোমের সাথে মিশ্রিত হলে তাকে অতি চমৎকার করে তোলে। ১১। [পরোক্তিতে বলছেন] এরূপে ইন্দ্র আপন প্রভাবে দেবমনুষ্য-সৌভাগ্য সম্পন্ন করেন, তাঁরই ধন আছে, তাঁর ধনই যথার্থ। হে ইন্দ্র! হে ঘোটকবিশিষ্ট! হে বিবিধ কার্যকারী! তোমার কার্য তোমার নিজের আয়ত্ত। দেবমনুষ্যগণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে তোমার সেই সমস্ত কার্যের স্তব করছেন।

টীকা : ১। আর্য এবং অনার্যদের উল্লেখ। ২। অনার্য শত্রুদের মধ্যে দুজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। নিম্ন ঋকেও দস্যুদের উল্লেখ আছে।

৫০ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী, অভিসারিণী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বো মহে মন্দমানায়ান্ধসোঽর্চা বিশ্বানরায় বিশ্বাভুবে।
ইন্দ্রস্য যস্য সুমখং সহো মহি শ্রবো নৃম্ণং চ রোদসী সপর্যতঃ ॥ ১
সো চিন্নু সখ্যা নর্য ইনঃ স্তুতশ্চর্কৃত্য ইন্দ্রো মাবতে নরে।
বিশ্বাসু ধূর্ষু বাজকৃত্যেষু সৎপতে বৃত্রে বাপ্স্বভি শূর মন্দসে ॥ ২
কে তে নর ইন্দ্র যে ত ইষে যে তে সুম্নং সধন্যমিযক্ষান্।
কে তে বাজায়াসুর্যায় হিন্বিরে কে অপ্সু স্বাসূর্বরাসু পৌংস্যে ॥ ৩
ভুবস্ত্বমিন্দ্র ব্রহ্মণা মহান্ ভুবো বিশ্বেষু সবনেষু যজ্ঞিয়ঃ।
ভুবো নৄঁশ্চ্যৌত্নো বিশ্বস্মিন্ ভরে জ্যেষ্ঠশ্চ মন্ত্রো বিশ্বচর্ষণে ॥ ৪
অবা নু কং জ্যায়ান্ যজ্ঞবনসো মহীং ত ওমাত্রাং কৃষ্টয়ো বিদুঃ।
অসো নু কমজরো বর্ধাশ্চ বিশ্বেদেতা সবনা তূতুমা কৃষে ॥ ৫
এতা বিশ্বা সবনা তূতুমা কৃষে স্বয়ং সূনো সহসো যানি দধিষে।
বরায় তে পাত্রং ধর্মণে তনা যজ্ঞো মন্ত্রো ব্রহ্মোদ্যতং বচঃ ॥ ৬
যে তে বিপ্র ব্রহ্মকৃতঃ সুতে সচা বসূনাং চ বসুনশ্চ দাবনে।
প্র তে সুম্নস্য মনসা পথা ভুবন্মদে সুতস্য সোম্যস্যান্ধসঃ ॥ ৭

অনুবাদ : হে যজমান। তোমার প্রভূত পরিমাণ যজ্ঞীয় অন্ন দেখে ইন্দ্র

আনন্দিত হচ্ছেন, তিনি সকলের নেতা, সকলের সৃষ্টিকর্তা, তাঁকে অর্চনা কর। তিনি সে ইন্দ্র, যাঁর আশ্চর্য শক্তি, বিপুল কীর্তি এবং সুখসম্পত্তির বিষয় দ্যুলোক ও ভূলোক প্রশংসা করে থাকে। ২। সে ইন্দ্র সকলের নিকট স্তবের ভাগী, সকলের প্রভু, তিনি বন্ধুর ন্যায় মনুষ্যের হিতকারী। আমার মত ব্যক্তির সর্বদাই তাঁর সেবা করা উচিত। হে বীর! হে শিষ্টপালনকর্তা! সর্বপ্রকার গুরুতর কার্যের সময় ও বলসাধ্য ব্যাপারের সময় এবং মেঘ হতে বৃষ্টিবারি লাভের জন্য তোমার স্তব করা হয়ে থাকে। ৩। হে ইন্দ্র! সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি কে? যাঁরা তোমার নিকট অন্ন, ধন ও সুখসম্পত্তি পাবার অধিকারী? তাঁরা কে? যাঁরা তোমাকে অসুর্য বল দেবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন? যাঁরা নিজের উর্বরা ভূমিতে বৃষ্টিবারি পাবার জন্য এবং পুরস্কার পাবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন? ৪। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মহৎ হয়েছ, তুমি সকল যজ্ঞেই যজ্ঞভাগ পাবার অধিকারী হয়েছ, তুমি সকল যুদ্ধে প্রধান প্রধান শত্রুর ধ্বংসকর্তা হয়েছ। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড দর্শনকারী! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রস্বরূপ হয়েছ। ৫। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব যজ্ঞকর্তাদের শীঘ্র রক্ষা কর। মনুষ্যগণ অবগত আছে যে তোমার নিকট মহতী রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি জরারহিত হও এবং শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, এ সমস্ত সোমযাগ যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তা কর। ৬। হে বলের পুত্র অর্থাৎ হে বলশালিন! এ যে সমস্ত সোমযাগ, তুমি নিজে ধারণ করে থাক, সেগুলি যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় তা তুমি কর। তোমার নিকট চমৎকার আশ্রয় পাবার জন্য এ সোমপাত্র, এ সম্পত্তি, এ যজ্ঞ ও মন্ত্র ও পবিত্র বাক্য উদ্যত হয়েছে। ৭। হে মেধাবিন! যে সকল স্তোত্রপরায়ণ স্তোতাগণ, তুমি নানাপ্রকার ধন দেবে বলে একত্র হয়ে তোমার নিমিত্ত সোম যাগ করে, সোমস্বরূপ অন্ন প্রস্তুত হবার পর যখন আমোদ আহ্লাদ উপস্থিত হয় তখন যেন তারা স্তুতিস্বরূপ উপায় দ্বারা সুখলাভে অধিকারী হয়।

৫১ সূক্ত ॥ পর্যায়ক্রমে অগ্নি ও দেবতাবর্গ ঋষি। পর্যায়ক্রমে তাঁরাই দেবতা। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মহত্তদুল্বং স্থবিরং তদাসীদ্যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ।
বিশ্বা অপশ্যদ্বহুধা তে অগ্নে জাতবেদস্তন্বো দেব একঃ ॥ ১
কো মা দদর্শ কতমঃ স দেবো যো মে তন্বো বহুধা পর্যপশ্যৎ।
ক্বাহ মিত্রাবরুণা ক্ষিয়ন্ত্যগ্নের্বিশ্বাঃ সমিধো দেবযানীঃ ॥ ২
ঐচ্ছাম ত্বা বহুধা জাতবেদঃ প্রবিষ্টমগ্নে অপ্স্বোষধীষু।
তং ত্বা যমো অচিকেচ্চিত্রভানো দশান্তরুষ্যাদতিরোচমানম্ ॥ ৩
হোত্রাদহং বরুণ বিভ্যদায়ং নেদেব মা যুনজন্নত্র দেবাঃ।
তস্য মে তন্বো বহুধা নিবিষ্টা এতমর্থং ন চিকেতাহমগ্নিঃ ॥ ৪
এহি মনুর্দেবযুর্যজ্ঞকামোঽরংকৃত্যা তমসি ক্ষেষ্যগ্নে।
সুগান্ পথঃ কৃণুহি দেবযানান্ বহ হব্যানি সুমনস্যমানঃ ॥ ৫
অগ্নেঃ পূর্বে ভ্রাতরো অর্থমেতং রথীবাধ্বানমন্বাবরীবুঃ।
তস্মাদ্ভিয়া বরুণ দূরমায়ং গৌরো ন ক্ষেপ্নোরবিজে জ্যায়াঃ ॥ ৬
কুর্মস্ত আয়ুরজরং যদগ্নে যথা যুক্তো জাতবেদো ন রিষ্যাঃ।
অথা বহাসি সুমনস্যমানো ভাগং দেবেভ্যো হবিষঃ সুজাত ॥ ৭
প্রয়াজান্ মে অনুযাজাংশ্চ কেবলানূর্জস্বন্তং হবিষো দত্ত ভাগম্।
ঘৃতং চাপাং পুরুষং চৌষধীনামগ্নেশ্চ দীর্ঘমায়ুরস্তু দেবাঃ ॥ ৮

তব প্রযাজা অনূযাজাশ্চ কেবল ঊর্জস্বন্তো হবিষঃ সন্তু ভাগাঃ।
তবাগ্নে যজ্ঞোহয়মস্তু সর্বস্তুভ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। [অগ্নি হবির্বহন কার্যে উত্ত্যক্ত হয়ে জলে লুক্কায়িত হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি দেবতাদের উক্তি] হে অগ্নি ! তুমি প্রকাণ্ড ও স্থূল আচ্ছাদনে বেষ্টিত হয়ে জলে প্রবেশ করেছিলে। হে জাতবেদা অগ্নি ! তোমার সে সমস্ত নানা প্রকার দেহ আছে, কেবল একজন মাত্র দেবতা তা দেখতে পেয়েছেন। ২। [অগ্নির উক্তি] কে আমাকে দেখেছে ? তিনি কোন দেবতা, যিনি আমার নানা প্রকারের দেহ দেখতে পেয়েছেন ? হে মিত্র ! হে বরুণ ! অগ্নির সে সকল দীপ্যমান ও দেবতা-সম্মিলনকারী দেহগুলি কোথায় আছে, বল দেখি ? ৩। [দেবতাদের উক্তি] হে জাতবেদা অগ্নি ! নানা মূর্তিতে জল মধ্যে ও ওষধি মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হয়েছ, তোমাকে আমরা অন্বেষণ করছি, হে বিচিত্রকিরণধারিন ! তোমাকে যম দেখে চিনেছেন, তিনি দেখেছেন যে তুমি তোমার দশস্থান অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাচ্ছ (১)। ৪। [অগ্নির উক্তি] হে বরুণ ! আমি হোতার কার্য হতে ভয় পেয়ে চলে এসেছি। আমার ইচ্ছা যে, দেবতারা আর আমাকে হোতার কার্যে নিযুক্ত না করেন। এ নিমিত্ত আমার দেহগুলি নানা স্থানে প্রবেশ করেছে, আমি অগ্নি, আর ঐ কার্য করতে ইচ্ছুক নই। ৫। [দেবতাদের উক্তি] এস অগ্নি ! দেবপূজক মনুষ্য যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেছে। সে অলঙ্কার, অর্থাৎ যজ্ঞের সকল আয়োজন করেছে, তুমি কিন্তু অন্ধকারে অর্থাৎ গুপ্তস্থানে রইলে। দেবতাদের নিকট হোমের দ্রব্য যাবার জন্য সুগম পথ করে দাও। প্রসন্ন চিত্ত হয়ে হোমের দ্রব্য বহন কর। ৬। [অগ্নির উক্তি] অগ্নির পূর্বতন ভ্রাতাগণ, যেমন রথী দূরপথ পর্যটনে প্রবৃত্ত হয়, সেরূপ এ কার্যে ব্রতী হয়ে বিনষ্ট হয়েছে। হে বরুণ ! এ নিমিত্ত ভয়প্রযুক্ত, আমি দূরে চলে এসেছি। যেরূপ শ্বেত হরিণ ধনুকের গুণ দেখলে বাণের ভয় প্রাপ্ত হয় সেরূপ আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি। ৭। [দেবতাগণ] হে জাতবেদা অগ্নি ! তোমাকে আমরা অনন্ত পরমায়ু দিচ্ছি, তা হলে তোমার আর মৃত্যু ভয় নেই। অতএব হে কল্যাণমূর্তি ! প্রসন্ন চিত্ত হয়ে দেবতাদের নিকট ভাগে ভাগে হব্য বহন কর। ৮ [অগ্নি] হে দেবগণ ! যজ্ঞের প্রথম হবির্ভাগ এবং শেষ হবির্ভাগ (প্রযাজ ও অনূযাজ) এবং অতি বিপুল ভাগ আমাকে দাও এবং জলের সারভাগ ঘৃত এবং ওষধি হতে উৎপন্ন প্রধান ভাগ এবং অগ্নির দীর্ঘ পরমায়ু বিধান কর। ৯। [দেবতাগণ] প্রযাজ ও অনূযাজ তোমরাই হোক। অতি বিপুল ও অসাধারণ হবির্ভাগ তুমি পাবে। এ সমুদায় যজ্ঞ তোমারই হোক। চারদিক তোমার নিকট নত হোক।

টীকা ঃ ১। অগ্নির দশ স্থান যথা—পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভুবন, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপ তিন দেবতা, জল, ওষধি ও বনস্পতি এবং প্রাণীর শরীর এ দশ। সায়ণ।

৫২ সূক্ত ॥ বিশ্ব দেবগণ দেবতা। অগ্নি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বিশ্বে দেবাঃ শাস্তন মা যথেহ হোতা বৃতো মনবৈ যন্নিষদ্য।
প্র মে ব্রূত ভাগধেয়ং যথা বো যেন পথা হব্যমা বো বহানি ॥ ১
অহং হোতা ন্যসীদং যজীয়ান্ বিশ্বে দেবা মরুতো মা জুনন্তি
অহরহরশ্বিনাধ্বর্যবং বাং ব্রহ্মা সমিদ্ভবতি সাহুতির্বাম্ ॥ ২
অয়ং যো হোতা কিরু স যমস্য কমপ্যূহে যৎ সমঞ্জন্তি দেবাঃ।
অহরহর্জায়তে মাসিমাস্যথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ॥ ৩

মাং দেবা দধিরে হব্যবাহমপম্লুক্তং বহু কৃচ্ছ্রা চরন্তম্ ।
অগ্নির্বিদ্বান্ যজ্ঞং নঃ কল্পয়াতি পঞ্চযামং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুম্ ॥ ৪
আ বো যক্ষ্যমৃতত্বং সুবীরং যথা বো দেবা বরিবঃ করাণি ।
আ বাহ্বোর্বজ্রমিন্দ্রস্য ধেয়ামথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াতি ॥ ৫
ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্ ।
ঔক্ষন্ ঘৃতৈরস্তৃণন্ বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে বিশ্বদেব ! আমাকে হোতারূপে বরণ করেছে, আমি এ স্থানে আসন নিয়ে যে মন্ত্র পাঠ করব, তা বলে দাও। আমার কোন ভাগ এবং তোমাদের কোন ভাগ তা আমাকে বলে দাও এবং যে পথ দিয়ে তোমাদের নিকট হোমের দ্রব্য নিয়ে যাব, তা বলে দাও। ২। আমি হোতা হয়ে যজ্ঞ করব বলে বসেছি, সকল দেবতা ও মরুদ্‌গণ আমাকে এ কার্যে নিযুক্ত করেছে। হে অশ্বিদ্বয়। নিত্য নিত্য তোমাদের অধ্বর্যুর কার্য করতে হয়। উজ্জ্বল সোম স্তোতাস্বরূপ হচ্ছেন, তিনি তোমাদের দুজনের আহুতিস্বরূপ অর্থাৎ তোমরা পান কর। ৩। যিনি হোতা হন তাকে কি করতে হয়. তিনি যজমানের যে কিছু হোমের দ্রব্য বহন করেন, দেবতারা তা প্রাপ্ত হন। নিত্য নিত্য এবং মাসে মাসে এ হোম হয়ে থাকে, দেবতাগণ সে ব্যাপারে অগ্নিকে হব্যবাহ নিযুক্ত করেছেন। ৪। আমি অগ্নি পলায়ন করেছিলাম, অনেক কষ্ট করেছিলাম, আমাকে দেবতারা হব্যবাহ নিযুক্ত করেছেন। বিদ্বান অগ্নি আমাদের যজ্ঞের আয়োজন করেন, এ সে যজ্ঞ যার পাঁচটি পথ। তিন আবৃত্তি, (অর্থাৎ তিনবার সোমরসের নিষ্পীড়ন হয়) এবং সাতটি সূত্র (অর্থাৎ সাত ছন্দের স্তব পাঠ করা হয়)। ৫। হে দেবগণ ! আমি তোমাদের পরিচর্যা করছি, অতএব তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি, আমাকে অমর কর, সন্তানসন্ততি দাও। আমি ইন্দ্রের দু হস্তে বজ্র সন্নিবেশিত করি, তবে তিনি এ সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য জয় করেন। ৬। তিন সহস্র তিন শত ত্রিশ ও নয়জন দেবতা (১) অগ্নির পরিচর্যা করেছেন। তাঁকে ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করেছেন, তাঁর জন্য কুশ বিস্তার করে দিয়েছেন এবং তাঁকে হোতারূপে উপবেশন করিয়েছেন।

টীকা ঃ ১। ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ। অন্যান্য স্থানে আমরা ৩৩ দেবতার উল্লেখ পেয়েছি। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সেই ৩৩ সংখ্যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি এবং দুটি শূন্য দিয়ে পরে যোগ করে সংখ্যা পাওয়া গেছে, যথা ঃ ৩৩ + ৩০৩ + ৩০০৩ = ৩৩৩৯।

৫৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। দেবতাগণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

যমৈচ্ছাম মনসা সোঽয়মাগাদ্ যজ্ঞস্য বিদ্বান্ পরুষশ্চিকিত্বান্ ।
স নো যক্ষদ্ দেবতাতা যজীয়ান্নি হি ষৎ সদন্তরঃ পূর্বো অস্মৎ ॥ ১
অরাধি হোতা নিষদা যজীয়ানভি প্রয়াংসি সুধিতানি হি খ্যৎ ।
যজামহৈ যজ্ঞিয়ান্ হন্ত দেবাঁ ঈলামহা ঈড্যাঁ আজ্যেন ॥ ২
সাধ্বীমকর্দেববীতিং নো অদ্য যজ্ঞস্য জিহ্বামবিদাম গুহ্যাম্ ।
স আয়ুরাগাৎ সুরভি র্বসানো ভদ্রামকর্দেবহূতিং নো অদ্য ॥ ৩
তদদ্য বাচঃ প্রথমং মসীয় যেনাসুরাঁ অভি দেবা অসাম ।
ঊর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ পঞ্চ জনা মম হোত্রং জুষধ্বম্ ॥ ৪
পঞ্চ জনা মম হোত্রং জুষন্তাং গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ ।
পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাত্বংহসোঽন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাত্বস্মান্ ॥ ৫

তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্।
অনুল্বণং বয়ত জোগুবামপো মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনম্ ॥ ৬
অক্ষানহো নহ্যতনোত সোম্যা ইষ্কৃণুধ্বং রশনা ওত পিংশত।
অষ্টাবন্ধুরং বহতাভিতো রথং যেন দেবাসো অনয়ন্নভি প্রিয়ম্ ॥ ৭
অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ।
অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্ বয়মুত্তরেমাভি বাজান্ ॥ ৮
ত্বষ্টা মায়া বেদপসামপস্তমো বিভ্রৎ পাত্রা দেবপানানি শন্তমা।
শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৯
সতো নূনং কবয় সং শিশীত বাশীভির্যাভিরমৃতায় তক্ষথ।
বিদ্বাংসঃ পদা গুহ্যানি কর্তন যেন দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ১০
গর্ভে যোষামদধুর্বৎসমাসন্যপীচ্যেন মনসোত জিহ্বয়া।
স বিশ্বাহা সুমনা যোগ্যা অভি সিষাসনি র্বনতে কার ইজ্জিতিম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। যার কামনা করছিলাম, এ সে অগ্নি এসেছেন ইনি যজ্ঞের বিষয় জানেন, ইনি আপনার অঙ্গ সম্পূর্ণ করছেন তাঁর মত যজ্ঞকর্তা কেউ নেই, এ দেব-সমাকীর্ণ যজ্ঞে তিনি আমাদের যজ্ঞ দিন, তিনি আমাদের অগ্রে যজ্ঞস্থানের মধ্যে বসেছেন। ২। এ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা হোতা অগ্নি বেদিতে বসে প্রস্তুত হয়েছেন, অন্নসমস্ত সুন্দররূপে সংস্থাপিত হয়েছে, ইনি সেগুলি নিবেদন করে দিচ্ছেন। যজ্ঞভাগভাগী দেবতাদের শীঘ্র শীঘ্র ঘৃত দিয়ে পূজা করা যাক, যারা স্তবের যোগ্য, তাঁদের স্তব করা যাক। ৩। আমাদের এ যে দেবরীতি অর্থাৎ দেবতাদের আগমন স্বরূপ যজ্ঞ কার্য, অগ্নি তা সুসম্পন্ন করছেন। যজ্ঞের যে নিগূঢ় জিহ্বা তা আমরা পেয়েছি। তিনি সুগন্ধ ধারণপূর্বক পরমায়ু প্রাপ্ত হয়ে এসেছেন। এ যে আমাদের দেবভোজন ব্যাপার, তা তিনি সুসম্পন্ন করেছেন। ৪। যে বাক্যের উচ্চারণ করলে আমরা অসুরদের পরাভব করতে পারব, সে সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য যেন আমরা উচ্চারণ করি। হে পঞ্চজনপদের লোকসকল! তোমরা অন্নভোজনকারী এবং যজ্ঞে অধিকারী, তোমরা আমার হোমকার্যে এসে অধিষ্ঠান কর। ৫। পৃথিবীতে উৎপন্ন যে পঞ্চজনপদের লোক আছে, যারা যজ্ঞে অধিকারী তারা আমার হোমকার্যে সমাগত হোক। পৃথিবী আমাদের পৃথিবী সংক্রান্ত পাপ হতে রক্ষা করুন, আকাশ আমাদের আকাশ সংক্রান্ত পাপ হতে রক্ষা করুন। ৬। হে অগ্নি! যজ্ঞ বিস্তার করতে করতে ইহলোকের দীপ্তি বিধাতা সূর্যের অনুসারী হও। সৎকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যে সকল জ্যোতির্ময় পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেগুলিকে রক্ষা কর। সে অগ্নি স্তবকর্তাদের কার্য সমাজস্বরূপ সম্পাদন করে দাও। হে অগ্নি! তুমি স্তবের যোগ্য হও, দেবতাবর্গকে আনয়নপূর্বক প্রকাশ কর। ৭। [দেবতারা যজ্ঞে আসবার সময় পরস্পর বলছেন] হে দেবতাগণ! তোমরা সোমরস পানে অধিকারী, অতএব রথে যোজনা করবার উপযুক্ত ঘোটকদের রথে যোজনা কর। রজ্জু পরিষ্কৃত কর, ঘোটকদের সুশোভিত কর। আটজন সারথি বসতে পারে এরূপ প্রকাণ্ড রথ চালিয়ে দাও, তা হলে তোমাদের প্রিয় বস্তু যজ্ঞীয় হবির নিকট পৌঁছাবে। ৮। অশ্মন্বতী নামে (১) এ নদী বয়ে চলেছে। হে বন্ধুগণ! উৎসাহ কর, গাত্রোত্থান কর, নদী পার হও। যা কিছু অসুখ ছিল, সকলি এ স্থলে ছেড়ে চললাম, পার হয়ে আমরা উত্তম উত্তম অন্নের দিকে অগ্রসর হব। ৯। ত্বষ্টা ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মিষ্ঠ। তিনি অতিসুন্দর পানপাত্রসমূহ দেবতাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, তিনি তার শিল্প জানেন। তিনি উত্তম লৌহ নির্মিত কুঠার শাণিত

করেন, তা দিয়ে ব্রাহ্মণস্পতি পাত্র নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠ ছেদন করেন। ১০। হে বিদ্বান কবিগণ! যেসকল কুঠার দ্বারা অমৃত পানের জন্য পাত্র নির্মাণ করে থাক সে সকল কুঠার উত্তমরূপে শাণিত কর। হে বিদ্বানগণ! তোমরা গোপনীয় বাসস্থান প্রস্তুত কর যা দিয়ে তোমরা দেবতা হয়ে অমরত্ব লাভ করেছিলে। ১১। সে সকল ঋভুগণ মৃতগাভীর মধ্যে একটি গাভী রাখলেন এবং তার মুখমধ্যে একটি বৎস রাখলেন, তাঁদের বাঞ্ছা ছিল দেবত্ব প্রাপ্ত হবেন, ঐ কার্য সম্পন্ন করবার উপায় তাঁদের কুঠার, সে দাতা ঋভুগণ প্রত্যহ আপনাদের উপযুক্ত উত্তম উত্তম স্তব গ্রহণ করেন এবং শত্রু জয় তাঁরা অবশ্যই করবেন।

টীকা ঃ ১। অশ্মনবতী নদী কোথায়?

৫৪ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বৃহদুক্থ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তাং সু তে কীর্তিং মঘবন্মহিত্বা যত্বা ভীতে রোদসী অহ্বয়েতাম্।
প্রাবো দেবাঁ আতিরো দাসমোজঃ প্রজায়ৈ ত্বস্যৈ যদশিক্ষ ইন্দ্র ॥ ১
যদতরস্তন্বা বাবৃধানো বলানীন্দ্র প্রব্রুবাণো জনেষু।
মায়েৎসা তে যানি যুদ্ধান্যাহুর্নাদ্য শত্রুং ননু পুরা বিবিৎসে ॥ ২
ক উ নু তে মহিমনঃ সমস্যাস্মৎপূর্ব ঋষয়োহন্তমাপুঃ।
যন্মাতরং চ পিতরং চ সাকমজনয়থাস্তন্বঃ স্বায়াঃ ॥ ৩
চত্বারি তে অসুর্যাণি নামাদাভ্যানি মহিষস্য সন্তি।
ত্বমঙ্গ তানি বিশ্বানি বিৎসে যেভিঃ কর্মাণি মঘবঞ্চকর্থ ॥ ৪
ত্বং বিশ্বা দধিষে কেবলানি যান্যাবির্যা চ গুহা বসূনি
কামমিন্মে মঘবন্মা বি তারীস্ত্বমাজ্ঞাতা ত্বমিন্দ্রাসি দাতা ॥ ৫
যো অদধাজ্জ্যোতিষি জ্যোতিরন্তর্যো অসৃজন্মধুনা সং মধূনি।
অধ প্রিয়ং শূষমিন্দ্রায় মন্ম ব্রহ্মকৃতো বৃহদুক্থাদবাচি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার সে মহতী কীর্তি আমি বর্ণনা করছি। যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়ে তোমাকে ডাকলেন, তখন তুমি দেবতাদের রক্ষা করলে, দাসজাতিকে সংহার করলে, একজন প্রজা অর্থাৎ যজমানকে বলপ্রদান করলে। ২। হে ইন্দ্র! তুমি আপন শরীর বৃদ্ধি করে এবং নিজ কার্য সমস্ত ঘোষণা করতে করতে যে সকল বলসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করলে, সে সকল মায়া মাত্র, তোমার যুদ্ধ সকলও মায়ামাত্র। একালে ত তোমার শত্রু নেই। তবে কি পূর্ব-কালে ছিল? তাও সম্ভব নয়। ৩। আমাদের পূর্বতন কোন ঋষিই বা তোমার অখিল মহিমার অন্ত পেয়েছিল? তুমি আপন দেহ হতে তোমার পিতামাতাকে এক সঙ্গে উৎপাদন করেছিলে (১)। ৪। তুমি মহান! তোমার চার অসুর্য দুর্ধর্ষ শরীর আছে। হে ধনশালী! তুমি সে শরীর সকল গ্রহণপূর্বক তোমার গুরুতর কার্য সকল নির্বাহ কর। ৫। কি প্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সর্বপ্রকার অসাধারণ সম্পত্তি তুমি অধিকার কর। হে ইন্দ্র! আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, তুমিই দান করবার আজ্ঞা কর, তুমিই নিজে দান কর। ৬। যিনি জ্যোতির্ময় পদার্থে জ্যোতি সংস্থাপন করেছেন, যিনি মধু দিয়ে সোমরস প্রভৃতি মধুর বস্তু সকল সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উদ্দেশে বৃহৎ উকথ নামক বেদমন্ত্র রচনাকর্তা এ চমৎকার ওর্জস্বি স্তব উচ্চারণ করলেন।

টীকা ঃ ১। "Indra is praised for having made heaven and earth; and then, when the poet remembers that heaven and earth had been

praised elsewhere as the parents of the gods, and more specially as the parents of Indra, he does not hesitate for a moment, but says, 'What poets living before us have reached the end of all thy greatness ? For thou hast indeed begotten thy father and thy mother together from thy own body."—Max Muller's India, What can it teach us ?

৫৫ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

দূরে তন্নাম গুহ্যং পরাচৈর্যত্ত্বা ভীতে অহ্বয়েতাং বয়োধৈ ।
উদস্তভ্না পৃথিবীং দ্যামভীকে ভ্রাতুঃ পুত্রান্মঘবন্তিত্বিষাণঃ ॥ ১
মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃগ্যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্ ।
প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য প্রিয়ং প্রিয়াঃ সমবিশন্ত পঞ্চ ॥ ২
আ রোদসী অপৃণাদোত মধ্যং পঞ্চ দেবাঁ ঋতুশঃ সপ্তসপ্ত ।
চতুস্ত্রিংশতা পুরুধা বি চষ্টে সরূপেণ জ্যোতিষা বিব্রতেন ॥ ৩
যদুষ ঔচ্ছঃ প্রথমা বিভানামজনয়ো যেন পুষ্টস্য পুষ্টম্ ।
যত্তে জামিত্বমবরং পরস্যা মহন্মহত্যা অসুরত্বমেকম্ ॥ ৪
বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনাং যুবানং সন্তং পলিতো জগার ।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥ ৫
শাক্মনা শাকো অরুণঃ সুপর্ণ আ যো মহঃ শূরঃ সনাদনীলঃ ।
যচ্চিকেত সত্যমিত্তন্ন মোঘং বসু স্পার্হমুত জেতোত দাতা ॥ ৬
ঐভির্দদে বৃষ্ণ্যা পৌংস্যানি যেভিরৌক্ষদ্বৃত্রহত্যায় বজ্রী ।
যে কর্মণঃ ক্রিয়মাণস্য মহ্ন ঋতেকর্মমুদজায়ন্ত দেবাঃ ॥ ৭
যুজা কর্মাণি জনয়ন্বিশ্বৌজা অশস্তিহা বিশ্বমনাস্তুরাষাট্ ।
পীত্বী সোমস্য দিব আ বৃধানঃ শূরো নির্যুধাধমদ্দস্যূন্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। তোমার সে শরীর দূরে আছে, মনুষ্যগণ পরাঙমুখ হয়ে তা গোপন করে যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়ে অন্নের জন্যে তোমাকে ডাকে তুমি তখন তোমার নিকটবর্তী মেঘরাশিকে প্রদীপ্ত কর এবং পৃথিবী হতে আকাশকে ঊর্ধ্বকৃত করে ধরে রাখ। ২। তোমার সে যে গোপনীয় শরীর, যা বিস্তর স্থান ব্যাপ্ত করে আছে তা অতি প্রকাণ্ড। তা দ্বারা তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি কর। যে যে জ্যোতির্ময় বস্তু উৎপাদন করতে ইচ্ছা হল, সে সমস্ত প্রাচীন বস্তু তা হতে উৎপন্ন হল, পঞ্চ জনপদের মনুষ্য তা দ্বারা উপকৃত হল। ৩। ইন্দ্র আপন শরীরে দ্যাবা ও পৃথিবী ও মধ্যভাগ সমস্ত আকাশ পূর্ণ করলেন। তিনি সময়ে সময়ে পঞ্চজাতি ও সপ্তসংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব আপনার জ্যোতির্ময় নানাবিধ কার্যের দ্বারা সংধারণ করেন, তাঁর সে কার্য একই ভাবে চলছে। চৌত্রিশ পুরুষ এ বিষয়ে তাঁর সাহায্য করে (১)। ৪। হে ঊষা! তুমি আলোকধারী পদার্থদের মধ্যে সর্বপ্রথম আলোক দিয়েছ, যা পুষ্টিযুক্ত আছে, তুমি তাকে আরও পুষ্টিকর কর, তুমি উপরে আছ কিন্তু নিম্নে মনুষ্যদের প্রতি তোমার বন্ধুত্ব, এ তোমার মহত্ত্বের ও অসাধারণ অসুরত্বের লক্ষণ। ৫। যখন যুবা থাকে, কত কার্য করে যুদ্ধে কত শত্রু তার ভয়ে পলায়ন করে তথাপি বহুকালের বৃদ্ধকাল তাকে গ্রাস করে। দেবতার একবার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখ, সে গতকাল জীবিত ছিল আজ মরে গেল। ৬। দেখ, উজ্জ্বল একটি পক্ষী আসছে, তার অদ্ভুত বল, সে বৃহৎ, প্রাচীন ও বলশালী, তার কুলায় কোথাও নেই। সে যা করতে চায়, তা সত্যই হবে, বৃথা হবে না। অতি চমৎকার সম্পত্তি সে জয় করে এবং দান করে। ৭। বজ্রধারী ইন্দ্র এ সকল মরুদ্দেবতাদের

এরূপ বল প্রাপ্ত হলেন, যাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং বৃত্রকে বধ করে পৃথিবীকে অভিষিক্ত করলেন। মহীয়ান ইন্দ্র যখন সে কার্য করেন তখন মরুদগণ আপনা হতেই বৃষ্টি উৎপাদন কার্যে প্রবৃত্ত হন। ৮। সে ইন্দ্র মরুদগণের সাহায্যে কর্ম সম্পন্ন করেন, তাঁর তেজ সর্বত্রগামী, তিনি রাক্ষসদের নিধন করেন, তাঁর মন বিশ্বব্যাপী তিনি সত্বর জয়ী হন, তিনি আকাশ হতে এসে সোমপানপূর্বক শরীর বৃদ্ধি করলেন এবং বীর্যসহকারে যুদ্ধ করে দস্যুজাতীয়দের বধ করলেন।

টীকা ঃ ১। এ ঋকের অর্থ অস্পষ্ট। সায়ণ বলেন, সপ্ত সংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব যেমন সপ্ত মরুৎ সপ্ত ইন্দ্রিয় ইত্যাদি।

৫৬ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৃহদুক্থ ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
সংবেশনে তন্ব শ্চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে ॥ ১
তনুষ্টে বাজিন্তন্বং নয়ন্তী বামমস্মভ্যং ধাতু শর্ম তুভ্যম্।
অহ্রুতো মহো ধরুণায় দেবান্দিবীব জ্যোতিঃ স্বমা মিমীয়াঃ ॥ ২
বাজ্যসি বাজিনেনা সুবেনীঃ সুবিতঃ স্তোমং সুবিতো দিবং গাঃ।
সুবিতো ধর্ম প্রথমানু সত্যা সুবিতো দেবান্ত্সুবিতোঽনু পত্ম ॥ ৩
মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনেশিরে দেবা দেবেষ্বদধুরপি ক্রতুম্।
সমবিব্যচুরুত যান্যত্বিষুরৈষাং তনূষু নি বিবিশুঃ পুনঃ ॥ ৪
সহোভির্বিশ্বং পরি চক্রমূ রজঃ পূর্বা ধামান্যমিতা মিমানাঃ।
তনূষু বিশ্বা ভুবনা নি যেমিরে প্রাসারয়ন্ত পুরুধ প্রজা অনু ॥ ৫
দ্বিধা সূনবোঽসুরং স্বর্বিদমাস্থাপয়ন্ত তৃতীয়েন কর্মণা।
স্বাং প্রজাং পিতরঃ পিত্র্যং সহ আবরেষ্বদধুস্তন্তুমাততম্ ॥ ৬
নাবা ন ক্ষোদঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যাঃ স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।
স্বাং প্রজাং বৃহদুক্থো মহিত্বাবরেষ্বদধাদা পরেষু ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। এ অগ্নি তোমার এক অংশ, আর এ বায়ু তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ময় আত্মা স্বরূপ অংশ। এ তিন অংশ দ্বারা তুমি অগ্নি, বায়ু ও সূর্য মধ্যে প্রবেশ কর। তোমার শরীরের প্রবেশ কালে তুমি কল্যাণমূর্তি ধারণ কর এবং দেবতাদের সে সর্বশ্রেষ্ঠ পিতাস্বরূপ সূর্যের ভুবনে তুমি প্রিয় হও। ২। হে বাজিন! পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করছেন, তিনি আমাদের প্রীতিজনক হোন, তোমারও কল্যাণ করুন। তুমি স্থানভ্রষ্ট না হয়ে জ্যোতি ধারণ করবার জন্য দেবতাদের সাথে এবং আকাশের সূর্যের সাথে তোমার আত্মাকে মিলিয়ে দাও। ৩। হে পুত্র! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব করেছিলে সেরূপ উত্তম স্বর্গে যাও (২)। উত্তম ধর্মের অনুষ্ঠান করেছ, তার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্যের সাথে একীভূত হও। ৪। আমাদের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের সাথে ক্রিয়া কলাপ করেছেন। যে সকল জ্যোতির্ময় পদার্থ দীপ্তি পেতে থাকে, তাঁরা তাদের সাথে একীভূত হয়েছেন, তাঁরা দেবতাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করেছেন (৩)। ৫। তাঁরা নিজ ক্ষমতা বলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করেছেন (৪) যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেউ যায় না, তারা সেখানে গিয়েছেন। তাঁরা নিজ শরীর দ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করেছেন। প্রজাবর্গের প্রতি নানা প্রকারে নিজ প্রভাব বিস্তারিত করেছেন। ৬। সূর্যের পুত্রস্বরূপ দেবতাবর্গ তৃতীয় কার্যদ্বারা

স্বর্গবিৎ ও অসুর সূর্যকে দুই প্রকারে সংস্থাপন করলেন (অর্থাৎ তাঁর উদয়ের মূর্তি আর তাঁর অস্তগমনের মূর্তি)। অপিচ আমার পিতৃপুরুষগণ সন্তান উৎপাদনপূর্বক সন্ততিদের শরীরে পৈতৃক বল সংস্থাপন করলেন এবং চিরস্থায়ী বংশ রেখে গেলেন। ৭। যেরূপ লোক নৌকাযোগে জল পার হয় যেরূপ স্থলপথে পৃথিবীর ভিন্ন দিক অতিক্রম করে যেরূপ স্বস্তিদ্বারা বিপদ হতে উদ্ধার হয় সেরূপ বৃহদুকথ ঋষি নিজ ক্ষমতাবলে আপন মৃত পুত্রকে অগ্নি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থেও সূর্য প্রভৃতি দূরবর্তী পদার্থে একীভূত করে দিলেন।

টীকা ঃ ১। ঋষি আপন মৃতপুত্র বাজিন সম্বন্ধে এ সূক্ত রচনা করেছেন। ২। পুণ্যকর্মের ফল উত্তম স্বর্গলাভ, তা প্রকাশ হচ্ছে। ৩। পুণ্যাত্মা পূর্ব-পুরুষগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। ৪। তাঁরা অখিলব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেছেন।

৫৭ সূক্ত ।। মনদেবতা। বন্ধু ও শ্রুত বন্ধু ও বিপ্রবন্ধু এ তিন ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

মা প্র গাম পথো বয়ং মা যজ্ঞাদিন্দ্র সোমিনঃ। মান্তঃ স্থুর্নো অরাতয়ঃ ॥ ১
যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্তন্তুর্দেবেষ্বাততঃ। তমাহুতং নশীমহি ॥ ২
মনো ন্বা হুবামহে নারাশংসেন সোমেন। পিতৄণাং চ মন্মভিঃ ॥ ৩
আ ত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৪
পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ। জীবং ব্রাতং সচেমহি ॥ ৫
বয়ং সোম ব্রতে তব মনস্তনূষু বিভ্রতঃ। প্রজাবন্তঃ সচেমহি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! আমরা যেন পথ হতে বিপথে না যাই। আমরা যেন সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হতে দূরে না যাই। শত্রুগণ যেন আমাদের মধ্যে না আসে। ২। এ যে অগ্নি যা হতে যজ্ঞ সিদ্ধি হয়, যিনি পুত্রস্বরূপ হয়ে দেবতাদের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত আছেন, তাঁর হোম হোক, আমরা তাঁকে প্রাপ্ত হই। ৩। নরাশংস সম্বন্ধীয় সোমদ্বারা মনকে আহ্বান করি এবং পিতৃলোকদের স্তবের দ্বারা মনকে আহ্বান করি। ৪। তোমার মন পুনর্বার প্রত্যাগমন করুক, প্রত্যাগমনপূর্বক তুমি কার্য কর, বল প্রকাশ কর, জীবিত হও এবং সূর্যকে দর্শন কর (১)। ৫। আবার আমাদের পিতৃপুরুষগণ মনকে ফিরিয়ে দেয়, দেবলোকগণ ফিরিয়ে দেন, আমরা যেন প্রাণ ও তার আনুষঙ্গিক সকলকেই প্রাপ্ত হই। ৬। হে সোম! আমরা যেন দেহমধ্যে মনকে ধারণ করি, আমরা যেন সন্তানসন্ততিযুক্ত হয়ে তোমার কার্যে মিলিত হই।

টীকা ঃ ১। সুবন্ধু নামক মৃতভ্রাতাকে উদ্দেশ করে এর পরের সূক্তটি সে সুবন্ধু সম্বন্ধে রচিত।

৫৮ সূক্ত ॥ মৃত সুবন্ধুর মন প্রাণ প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু প্রভৃতি ঋষি। অনুষ্টুপ্, ছন্দ।

যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১
যত্তে দিবং যৎপৃথিবীং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ২
যত্তে ভূমিং চতুর্ভৃষ্টিং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৩
যত্তে চতস্রঃ প্রদিশো মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৪

যত্তে সমুদ্রমর্ণবং মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৫
যত্তে মরীচীঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৬
যত্তে অপো যদোষধীর্মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৭
যত্তে সূর্যং যদুষসং মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৮
যত্তে পর্বতান্বৃহতো মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৯
যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১০
যত্তে পরাঃ পরাবতো মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১১
যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১ । তোমার যে মন অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট গিয়েছে, তাকে আমরা ফিরিয়ে আনছি, তুমি জীবিত হয়ে ইহলোকে এসে বাস কর। ২ । তোমার যে মন অতিদূরে স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে চলে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি প্রথম ঋকের শেষ অংশের সাথে অভিন্ন)। ৩ । চতুর্দিকে ভ্রষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ খসে খসে পড়ে, এরূপ অতি দূরবর্তী দেশে তোমার যে মন গিয়েছে তাকে আমরা, (ইত্যাদি)। ৪ । তোমার যে মন চতুর্দিকের অতি দূরবর্তী প্রদেশে চলে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ৫ । তোমার যে মন অতি দূরস্থিত জল-পরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ৬ । তোমার যে মন চতুর্দিকে বিকীর্যমান কিরণমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করেছে- তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ৭ । তোমার যে মন দূরবর্তী জলের মধ্যে, কি বৃক্ষলতাদির মধ্যে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ৮ । তোমার যে মন দূরবর্তী সূর্য কি ঊষার মধ্যে গিয়েছে, তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ৯ । তোমার যে মন দূরস্থিত পর্বতমালার উপর চলে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ১০ । তোমার যে মন এ সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দূরে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ১১ । তোমার যে মন দূরের দূর তারও দূর কোন স্থানে চলে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ১২ । তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কোন দূর স্থানে চলে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি) (১)।

টীকা ঃ ১ । মৃত ভ্রাতার আত্মা পৃথিবীতে না স্বর্গে, জলে না বৃক্ষলতাদিতে, সূর্যে না ঊষায়, পর্বত মালায় না দূরের দূর তা হতেও দূর অজ্ঞাত প্রদেশে চলে গিয়েছে, ঋষি তাই কল্পনা করছেন।

৫৯ সূক্ত ॥ ঋষি নির্ঋতি, অসুনীতি, প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু, প্রভৃতি তিন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, মহাপংক্তি, পংক্ত্যুত্তরা ছন্দ।

প্র তার্যায়ুঃ প্রতরং নবীয়ঃ স্থাতারেব ক্রতুমতা রথস্য ।
অধ চ্যবান উত্তবীত্যর্থং পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ১
সামন্নু রায়ে নিধিমন্ন্বন্নং করামহে সু পুরুধ শ্রবাংসি ।
তা নো বিশ্বানি জরিতা মমত্তু পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ২

অভী ষ্বর্যঃ পৌংস্যৈর্ভবেম দ্যৌর্ন ভূমিং গিরয়ো নাজ্রান্ ।
তা নো বিশ্বানি জরিতা চিকেত পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ৩
মো ষু ণঃ সোম মৃত্যবে পরা দাঃ পশ্যেম নু সূর্যমুচ্চরন্তম্ ।
দ্যুভির্হিতো জরিমা সু নো অস্তু পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ৪
অসুনীতে মনো অস্মাসু ধারয় জীবাতবে সু প্র তিরা ন আয়ুঃ ।
রারন্ধি নঃ সূর্যস্য সন্দৃশি ঘৃতেন ত্বং তন্বং বর্ধয়স্ব ॥ ৫
অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্ ।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তমনুমতে মৃলয়া নঃ স্বস্তি ॥ ৬
পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনরন্তরিক্ষম্ ।
পুনর্নঃ সোমস্তন্বং দদাতু পুনঃ পূষা পথ্যাং যা স্বস্তিঃ ॥ ৭
শং রোদসী সুবন্ধবে যহ্বী ঋতস্য মাতরা ।
ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মো ষু তে কিং চনামমৎ ॥ ৮
অব দ্বকে অব ত্রিকা দিবশ্চরন্তি ভেষজা ।
ক্ষমা চরিষ্ণ্বেককং ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মো ষু তে
কিং চনামমৎ ॥ ৯

সমিন্দ্রেরয় গামনড্বাহং য আবহদুশীনরাণ্যা অনঃ ।
ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মো ষু তে কিং চনামমৎ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। সুবন্ধুর পরমায়ু উত্তমরূপ ও নবীন হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, যে সারথি রথ চালনা করেন, তিনি যদি কর্মকুশল হয়েন, তবে রথারূঢ়ব্যক্তি যেমন সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ সুবন্ধু সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হউন। যার পরমায়ুর হ্রাস হচ্ছে, সে আপনার পরমায়ুর বিষয়ে বৃদ্ধিই কামনা করে। নির্ঋতি অতি দূরে গমন করুন। ২। আমরা পরমায়ুস্বরূপ সম্পত্তি লাভের জন্য সাম গানসহকারে অন্ন স্তূপাকার করছি, নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য রাশি করছি। আমরা নির্ঋতিকে স্তব করেছি, তিনি সে সমস্ত অন্ন ভোজনে প্রীতি লাভ করুন, নির্ঋতি, (ইত্যাদি শেষ ঋকের শেষ ভাগের সাথে অভিন্ন)। ৩। আমরা যেন নিজ পুরস্কারদ্বারা শত্রুদের পরাজিত করি, যেরূপ আকাশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন সেরূপ আমরা যেন শত্রুদের উপরে স্থান লাভ করি। যেরূপ মেঘের গতি পর্বত দ্বারা রুদ্ধ হয় সেরূপ আমরা যেন শত্রুর গতি রোধ করি। আমাদের সকল স্তবের প্রতি নির্ঋতি যেন কর্ণপাত করেন। নির্ঋতি (ইত্যাদি)। ৪। হে সোম! আমাদের মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ কর না, আমরা যেন সূর্যের উদয় দেখতে পাই। আমাদের বৃদ্ধাবস্থা যেন দিন দিন সচ্ছন্দের সাথে অতিবাহিত হয়। নির্ঋতি (ইত্যাদি)। ৫। হে অসুনীতি (১)! আমাদের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাতে বেঁচে থাকি, সে উদ্দেশে আমাদের উৎকৃষ্ট পরমায়ু প্রদান কর। যত দূর সূর্যের দৃষ্টি, তার মধ্যে আমাদের থাকতে দাও, আমরা তোমাকে ঘৃত দিচ্ছি তাতে তোমার শরীর পুষ্টি কর। ৬। হে অসুনীতি! আমাদের আবার চক্ষু দান কর। আবার আমাদের প্রাণ আমাদের নিকট এনে উপস্থিত কর, আবার ভোগ করতে দাও। আমরা যেন চিরকাল সূর্যোদয় দেখতে পাই। হে অনুমতি (২)! যাতে আমাদের বিনাশ না হয়, সেরূপ আমাদের সুখী কর। ৭। পৃথিবী পুনর্বার আমাদের প্রাণদান দিন। পুনর্বার দ্যুলোকদেবী ও অন্তরিক্ষ আমাদের প্রাণদান দিন। সোম আমাদের পুনর্বার শরীর দান করুন। আর পূষা আমাদের এরূপ হিতকর বাক্য প্রদান করুন যাতে আমাদের কল্যাণ হয়। ৮। যে দ্যাবাপৃথিবী অতি মহৎ এবং

যজ্ঞানুষ্ঠানের জননীস্বরূপ তাঁরা সুবন্ধুর কল্যাণ করুন। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ দূর করে দিন, হে সুবন্ধু! কিছুতেই যেন তোমার অনিষ্ট করতে না পারে। ৯। স্বর্গে যে দুই ঔষধ আছে, বা যে তিন ঔষধ আছে, অতএব পৃথিবীতে যে এক ঔষধ বিচরণ করে, সে সমস্ত সুবন্ধুর উপকারে আসুক। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী (ইত্যাদি পূর্বতন ঋকের শেষ ভাগের সাথে অভিন্ন)। ১০। হে ইন্দ্র! যে বৃষ উশীনর পত্নীর শকট বহন করেছিল, সে শকটবাহী বৃষকে প্রেরণ কর। (দ্যুলোক ইত্যাদি)।

টীকা ঃ ১। 'অসুনীতি' অর্থাৎ যিনি লোকের প্রাণ নিয়ে চলে যান। সায়ণ। 'It may be a name for Yama, as Professor Roth supposes; but it may also be a simple invocation—one of the many names of the deity.'—Max Muller. নিঋর্তি অর্থে পাপ দেবতা, তা পূর্বে বলা হয়েছে, এস্থানে মৃত্যু দেবতা করলে ভাল অর্থ হয়। এবং অসুনীতি অর্থে প্রাণ রক্ষাকারী দেবতা করলে সঙ্গত অর্থ হয়। ২। 'According to Professor Roth, the goddess good will as well as of procreation.—Muir.

৬০ সূক্ত ॥ রাজা অসমাতি প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু প্রভৃতি ঋষি।
গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

আ জনং ত্বেষসন্দৃশং মাহীনানামুপস্তুতং। অগন্ম বিভ্রতো নমঃ ॥ ১
অসমাতিং নিতোশনং ত্বেষং নিয়য়িনং রথং। ভজে রথস্য সৎপতিম্ ॥ ২
যো জনান্মহিষাঁ ইবাতিতস্থৌ পবীরবান্। উতাপবীরবান্যুধা ॥ ৩
যস্যেক্ষ্বাকুরুপ ব্রতে রেবান্মরায্যেধতে। দিবীব পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ ॥ ৪
ইন্দ্র ক্ষত্রাসমাতিষু রথপ্রোষ্ঠেষু ধারয়। দিবীব সূর্যং দৃশে ॥ ৫
অগস্ত্যস্য নদ্ভ্যঃ সপ্তী যুনক্ষি রোহিতা। পণীন্ন্যক্রমীরভি বিশ্বান্রাজন্নরাধসঃ ॥ ৬
অয়ং মাতায়ং পিতায়ং জীবাতুরাগমৎ। ইদং তব প্রসর্পণং সুবন্ধবেহি নিরিহি ॥ ৭
যথা যুগং বরত্রয়া নহ্যন্তি ধরুণায় কম্।
এবা দাধার তে মনো জীবাতবে ন মৃত্যবেঽথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৮
যথেয়ং পৃথিবী মহী দাধারেমান্বনস্পতীন্।
এবা দাধার তে মনো জীবাতবে ন মৃত্যবেঽথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৯
যমাদহং বৈবস্বতাৎ সুবন্ধোর্মন আভরম্। জীবাতবে ন মৃত্যবেঽথো অরিষ্টতাতয়ে॥ ১০
ন্যগ্বাতোঽব বাতি ন্যক্তপতি সূর্যঃ। নীচীনমঘ্ন্যা দুহে ন্যগ্ভবতু তে রপঃ ॥ ১১
অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবত্তরঃ। অয়ং মে বিশ্বভেষজোঽয়ং শিবাভিমর্শনঃ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। অসমাতি রাজার অধিকৃত প্রদেশ অতি উজ্জ্বল, মহৎ মহৎ লোকে ঐ প্রদেশের প্রশংসা করে, আমরা নমস্কারপরায়ণ হয়ে সে দেশে গমন করলাম। ২। অসমাতি রাজা বিপক্ষ সংহার করেন, তাঁর মূর্তি অতি উজ্জ্বল, রথে আরোহণ করলে যেরূপ অনেক অভিপ্রায় সিদ্ধ করা যায়, সেরূপ তাঁর নিকট গমন করলে অনেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি ভজেরথ নামক রাজার বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি শিষ্টের পালনকর্তা। ৩। তিনি হস্তে তরবারি ধারণ করুন আর না করুন, তাঁর এরূপ বলবীর্য যে, সিংহ যেমন মহিষদের অতিশায়িত করে সেরূপ তিনি সকল লোককে অতিশায়িত করেন। ৪। ধনশালী ও শত্রুসংহারকারী ইক্ষাকু রাজা সে প্রদেশের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছে। পঞ্চ জনপদের মনুষ্য যেন স্বর্গসুখ ভোগ করে। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি যেমন সর্বলোকের দৃষ্টির সুবিধার

জন্য আকাশে সূর্যকে রেখে দিয়েছ সেরূপ তুমি রথারূঢ় অসমাতি রাজার অনুগামী হবার জন্য বীরবর্গকে নিযুক্ত কর। ৬। হে রাজন! অগস্ত্যের দৌহিত্রদের জন্য লোহিত বা দুই ঘোটক রথে যোজনা কর। যে সকল ব্যবসায়ী নিতান্ত কৃপণ, কখন দান করে না, তাদের সকলকে পরাভব কর। ৭। এ যে অগ্নি এসেছেন ইনি মাতাস্বরূপ, পিতাস্বরূপ প্রাণ পাবার ঔষধস্বরূপ। হে সুবন্ধু! তোমার এ শরীর আছে, তুমি এতে এস, এর মধ্যে প্রবেশ কর। ৮। যেমন রথ ধারণ করবার জন্য রজ্জুদ্বারা যুগ কাষ্ঠ রথে বন্ধন করে, সেরূপ এ অগ্নি তোমার মনকে ধারণ করেছেন, তাতে তুমি জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হবে, তোমার মৃত্যু অবস্থা অপগত হবে। ৯। যেমন এ বিস্তীর্ণ পৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষদের ধারণ করে আছেন সেরূপ এ অগ্নি (ইত্যাদি পূর্বঋকের শেষ ভাগ)। ১০। বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট হতে আমি সুবন্ধুর মন আহরণ করেছি। এতে সে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হবে, তার মৃত্যু অবস্থা অপগত হবে। ১১। বায়ু নীচের দিকে বহন করে, সূর্য উপর হতে নীচের দিকে উত্তাপ দেন। গাভীর দুগ্ধ নীচেরদিকে দোহন করা যায় সেরূপ হে সুবন্ধু! তোমার অকল্যাণ নীচে গমন করুক (১)। ১২। আমার এ হস্ত কি সৌভাগ্যশালী, এ অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, এ সকলের পক্ষে ঔষধস্বরূপ এর স্পর্শে কল্যাণ হয়।

টীকা : ১। ৭ হতে ১১ ঋকে সুবন্ধুর মৃত্যুর কথা।

৬১ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। নাভানেদিষ্ট ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইদমিত্থা রৌদ্রং গূর্তবচা ব্রহ্ম ক্রত্বা শচ্যামন্তরাজৌ।
ক্রাণা যদস্য পিতরা মংহনেষ্ঠাঃ পর্ষৎপক্থে অহন্না সপ্ত হোতৃন্ ॥ ১
স ইদ্দানায় দভ্যায় বন্বঞ্চ্যবানঃ সূদৈরমিমীত বেদিম্।
তূর্বযাণো গূর্তবচস্তমঃ ক্ষোদো ন রেত ইতঊতি সিঞ্চৎ ॥ ২
মনো ন যেষু হবনেষু তিগ্মং বিপঃ শচ্যা বনুথো দ্রবন্তা।
আ যঃ শর্যাভিস্তুবিনৃম্ণো অস্যাশ্রীণীতাদিশং গভস্তৌ ॥ ৩
কৃষ্ণা যদ্গোষ্বরুণীষু সীদদ্দিবো নপাতাশ্বিনা হুবে বাম্।
বীতং মে যজ্ঞমা গতং মে অন্নং ববন্বাংসা নেষমস্মৃতধ্রু ॥ ৪
প্রথিষ্ট যস্য বীরকর্মমিষ্ণদনুষ্ঠিতং নু নর্যো অপৌহৎ।
পুনস্তদা বৃহতি যৎকনায়া দুহিতুরা অনুভৃতমনর্বা ॥ ৫
মধ্যা যৎকর্ত্বমভবদভীকে কামং কৃণ্বানে পিতরি যুবত্যাম্।
মনানগ্রেতো জহতুর্বিয়ন্তা সানৌ নিষিক্তং সুকৃতস্য যোনৌ ॥ ৬
পিতা যৎস্বাং দুহিতরমধিষ্কন্ ক্ষ্ময়া রেতঃ সঞ্জগ্মানো নি ষিঞ্চৎ।
স্বাধ্যোঽজনয়ন্ ব্রহ্ম দেবা বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্ ॥ ৭
স ঈং বৃষা ন ফেনমস্যদাজৌ স্মদা পরৈদপ দভ্রচেতাঃ।
সরৎপদা ন দক্ষিণা পরাবৃঙ্ ন তা নু মে পৃশন্যো জগৃভ্রে ॥ ৮
মক্ষু ন বহ্নিঃ প্রজায়া উপব্দিরগ্নিং ন নগ্ন উপ সীদদূধঃ।
সনিতেধ্মং সনিতোত বাজং স ধর্তা জজ্ঞে সহসা যবীয়ুৎ ॥ ৯
মক্ষু কনায়াঃ সখ্যং নবগ্বা ঋতং বদন্ত ঋতযুক্তিমগ্মন্।
দ্বিবর্হসো য উপ গোপমাগুরদক্ষিণাসো অচ্যুতা দুদুক্ষন্ ॥ ১০
মক্ষু কনায়াঃ সখ্যং নবীয়ো রাধো ন রেত ঋতমিত্তুরণ্যন্।
শুচি যত্তে রেক্ণ আয়জন্ত সবর্দুঘায়াঃ পয় উস্রিয়ায়াঃ ॥ ১১

পশ্বা যৎপশ্চা বিয়ুতা বুধন্তেতি ব্রবীতি বক্তরী ররাণঃ।
বসোর্বসুত্বা কারবোঽনেহা বিশ্বং বিবেষ্টি দ্রবিণমুপ ক্ষু॥ ১২
তদিন্নবস্য পরিষদ্বানো অগ্মন্পুরু সদন্তো নার্ষদং বিভিৎসন্।
বি শুষ্ণস্য সংগ্রথিতমনর্বা বিদৎপুরুপ্রজাতস্য গুহা যৎ॥ ১৩
ভর্গো হ নামোত যস্য দেবাঃ স্বর্ণ যে ত্রিষধস্থে নিষেদুঃ।
অগ্নির্হ নামোত জাতবেদাঃ শ্রুধী নো হোতর্ঋতস্য হোতাধ্রুক্॥ ১৪
উত ত্যা মে রৌদ্রাবর্চিমন্তা নাসত্যাবিন্দ্র গূর্তয়ে যজধ্যৈ।
মনুষ্বদ্বৃক্তবর্হিষে ররাণা মন্দূ হিতপ্রয়সা বিক্ষু যজ্যূ॥ ১৫
অয়ং স্তুতো রাজা বন্দি বেধা অপশ্চ বিপ্রস্তরতি স্বসেতুঃ।
স কক্ষীবন্তং রেজয়ৎসো অগ্নিং নেমিং ন চক্রমর্বতো রঘুদ্রু॥ ১৬
স দ্বিবন্ধুর্বৈতরণো যষ্টা সবর্ধুং ধেনুমস্বং দুহধ্যৈ।
সং যন্মিত্রাবরুণা বৃঞ্জ উক্থৈর্জ্যেষ্ঠেভিরর্যমণং বরূথৈঃ॥ ১৭
তদ্বন্ধুঃ সূরির্দিবি তে ধিয়ন্ধা নাভানেদিষ্ঠো রপতি প্র বেনন্।
সা নো নাভিঃ পরমাস্য বা ঘাহং তৎপশ্চা কতিথশ্চিদাস॥ ১৮
ইয়ং মে নাভিরিহ মে সধস্থমিমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ।
দ্বিজা অহ প্রথমজা ঋতস্যেদং ধেনুরদুহজ্জায়মানা॥ ১৯
অধাসু মন্দ্রো অরতির্বিভাবাব স্যতি দ্বিবর্তনির্বনেষাট্।
ঊর্ধ্বা যচ্ছ্রেণির্ন শিশুর্দন্মক্ষু স্থিরং শেবৃধং সূত মাতা॥ ২০
অধা গাব উপমাতিং কনায়া অনু শ্বান্তস্য কস্য চিৎপরেয়ুঃ।
শ্রুধি ত্বং সুদ্রবিণো নস্ত্বং যালাশ্বঘ্নস্যাবাবৃধে শূনৃতাভিঃ। ২১
অধ ত্বমিন্দ্র বিদ্ধ্যস্মান্মহো রায়ে নৃপতে বজ্রবাহুঃ।
রক্ষা চ নো মঘোনঃ পাহি সূরীননেহসস্তে হরিবো অভিষ্টৌ॥ ২২
অধ যদ্রাজানা গবিষ্টৌ সরৎসরণ্যুঃ কারবে জরণ্যু।
বিপ্রঃ প্রেষ্ঠঃ স হ্যেষাং বভূব পরা চ বক্ষদুত পর্ষদেনান্॥ ২৩
অধা ন্বস্য জেন্যস্য পুষ্টৌ বৃথা রেভন্ত ঈমহে তদূ নু।
সরণ্যুরস্য সূনুরশ্বো বিপ্রশ্চাসি শ্রবসশ্চ সাতৌ॥ ২৪
যুবোর্যদি সখ্যায়াস্মে শর্ধায় স্তোমং জুজুষে নমস্বান্।
বিশ্বত্র যস্মিন্না গিরঃ সমীচীঃ পূর্বীব গাতুর্দাশৎ সূনৃতায়ৈ॥ ২৫
স গৃণানো অদ্ভির্দেববানিতি সুবন্ধুর্নমসা সূক্তৈঃ।
বর্ধদুক্থৈর্বচোভিরা হি নূনং ব্যধ্বৈতি পয়স উস্রিয়ায়াঃ॥ ২৬
ত ঊ ষু ণো মহো যজত্রা ভূত দেবাস ঊতয়ে সজোষাঃ।
যে বাজাঁ অনয়তা বিয়ন্তো যে স্থা নিচেতারো অমূরাঃ॥ ২৭

অনুবাদ ঃ　১। নাভানেদিষ্টের পিতা মাতা ও অপরাপর ভাগকারী ভ্রাতাগণ বিষয় ভাগ করবার সময় নাভানেদিষ্টকে ভাগ না দিয়ে রুদ্রের স্তব করতে বলেন তাতে নাভানেদিষ্ট রুদ্রের স্তব উচ্চারণ করতে উদ্যত হয়ে অঙ্গিরাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে উপনীত হলেন এবং যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে তাঁরা যা বিস্মৃত হয়েছিলেন, তা তিনি সপ্ত হোতাকে বলে দিয়ে যজ্ঞ সমাপন করিয়ে দিলেন। ২। রুদ্রদেব স্তবকর্তাদের ধনদান করবার জন্য ও তাদের শত্রু নষ্ট করবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণ করতে করতে বেদীতে গিয়ে অধিষ্ঠান করলেন, মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে, সেরূপ রুদ্রদেব শীঘ্রগমনে উপস্থিত হয়ে বক্তৃত্ব করতে করতে চতুর্দিকে আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে লাগলেন। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছি, যে অধ্বর্যু আমার

হস্তের অঙ্গুলিধারণপূর্বক বিস্তর হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করে তোমাদের নাম নির্দেশ সহকারে চরু পাক করছেন, তোমরা সে স্তবকারী অধ্বর্যুর এ যজ্ঞোদ্যোগ দেখে মনের ন্যায় দ্রুত বেগে যজ্ঞস্থানে ধাবমান হয়ে থাক। ৪। যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিত-বর্ণ গাভীদের মধ্যে মিশে গেল অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হয়ে প্রাতকালের রক্তিমাভা দৃষ্ট হল তখন হে দ্যুলোকের পৌত্র অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আমি আহ্বান করি। তোমরা আমার যজ্ঞে এস. আমার অন্ন গ্রহণ কর, আমার গ্রহণকারী দুই ঘোটকের ন্যায় তা ভোজন কর। আমাদের কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা কর না। ৫। যে রস বীরপুত্র উৎপাদন করতে সমর্থ, তা বৃদ্ধি পেয়ে নির্গত হল। তিনি তখন মনুষ্যবর্গের হিতার্থে তা নিষেক করলেন। আপনার সুশ্রী কন্যার শরীরে সে রস সেক করলেন। ৬। যখন পিতা যুবতী কন্যার উপর (১) পূর্বোক্তরূপ রতিকামনা পরবশ হলেন এবং উভয়ের সঙ্গমন হল তখন উভয়ে পরস্পর সঙ্গমে প্রচুর রস সেক করলেন। সুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সে রস সেক হল। ৭। যখন পিতা নিজ কন্যাকে সম্ভোগ করলেন তখন তিনি পৃথিবীর সাথে সঙ্গত হয়ে রস সেক করলেন। সুচারু ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতারা তা হতে ব্রহ্ম সৃষ্টি করলেন এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোষ্পতিকে নির্মাণ করলেন। ৮। যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে ফেন নিক্ষেপ করতে করতে এসেছিলেন সেরূপ সে বাস্তোষ্পতি আমার নিকট হতে প্রতিগমন করলে, তিনি যে পদে এসেছিলেন, সে পদে ফিরে গেলেন, অঙ্গিরাগণ আমাকে দক্ষিণা স্বরূপ যে সকল গাভী দিয়েছেন, তা তিনি অপসারিত করলেন না। স্পর্শকুশল অর্থাৎ অনায়াসে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েও তিনি সে সকল গাভী গ্রহণ করলেন না। ৯। প্রজাবর্গের উৎপীড়নকারী ও অগ্নির দাহজনক রাক্ষসাদি সহসা এ যজ্ঞে আসতে পারছে না, যেহেতু রুদ্র যজ্ঞ রক্ষা করছেন। রাত্রিকালেও বিবস্ত্র রাক্ষসেরা যজ্ঞীয় অগ্নির নিকট আসতে পারে না। যজ্ঞের ধারণকর্তা সে অগ্নি কাষ্ঠ গ্রহণপূর্বক এবং অন্ন বিতরণ করতে করতে উৎপন্ন হলেন এবং রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ১০। অঙ্গিরাগণ নয়মাস যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক গাভী লাভ করে, তাঁরা চমৎকার স্তবের সাহায্যে যজ্ঞবাক্য উচ্চারণ করতে করতে যজ্ঞ সমাপন করলেন। তাঁরা ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন এবং ইন্দ্রের নিকট গমন করলেন। তাঁরা দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ অর্থাৎ সত্র নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক অবিনাশী ফল লাভ করলেন। ১১। যখন সে অঙ্গিরাগণ অমৃত-তুল্য দুগ্ধ দোহনকারিণী গাভী উজ্জ্বল ও পবিত্র দুগ্ধ যজ্ঞে বিনিয়োগ করলেন তখন চমৎকার স্তবের সাহায্যে নূতন সম্পত্তির ন্যায় অভিষিক্ত বৃষ্টিবারি প্রাপ্ত হলেন। ১২। এরূপ কথিত আছে যে ইন্দ্র স্তবকর্তাকে এত দূর স্নেহ করেন, যে যার পশু হারিয়ে গিয়েছে, সে নিজে জানতে না জানতেই সে অতি ধনাঢ্য অতি কুশল নিষ্পাপ ইন্দ্র সমস্ত গোধন উদ্ধার করে দেন। ১৩। সুস্থির ইন্দ্র যখন বহুবিস্তারী শুষ্ণের নিগূঢ় মর্ম অনুসন্ধানপূর্বক নিধন করেন কিংবা যখন নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন তখন তাঁর পারিষদগণ নানাপ্রকারে তাঁকে বেষ্টনপূর্বক তাঁর সঙ্গে গমন করেন। ১৪। যে সকল দেবতা স্বর্গের ন্যায় যজ্ঞস্থানে অধিষ্ঠান করেন, তাঁরা অগ্নির তেজকে 'ভর্গ' এ নাম দেন। তাঁর আর নাম জাতবেদা অগ্নি। হে হোমকারী অগ্নি! তুমিই যজ্ঞের হোতা। তুমিই অনুকূল হয়ে আমাদের আহ্বান শোন। ১৫। হে ইন্দ্র! সে দুই উজ্জ্বলমূর্তি রুদ্রপুত্র নাসত্য আমার স্তব ও যজ্ঞ গ্রহণ করুন। যেরূপ মনুর যজ্ঞে তাঁরা প্রীতিলাভ করেন, সেরূপ আমি কুশ বিস্তার করেছি, আমার যজ্ঞে প্রীতিলাভ করুন, প্রজাবর্গকে ধন প্রেরণ করুন এবং যজ্ঞ গ্রহণ করুন। ১৬। এ যে সর্বসৃষ্টিকারী সোম, যাঁকে সকলে স্তব করে, তাঁকে আমরাও

স্তব করি। এ ক্রিয়াকুশল সোম নিজেই নিজের সেতু, ইনি জল পার হচ্ছেন। যেরূপ দ্রুত গতিশালী ঘোটকগণ চক্রের পরিধি কম্পিত করে, তিনি কক্ষীবানকে এবং অগ্নিকে তেমনি কম্পিত করেছিলেন। ১৭। সে অগ্নি ইহলোক পরলোক উভয় স্থানের বন্ধু, তিনি তারণকর্তা; তিনি যাগকারী; অমৃততুল্য দুগ্ধদায়িনী গাভী যখন আর প্রসব হত না তখন তাকে প্রসববতী করে তিনি দুগ্ধদায়িনী করলেন। মিত্র ও বরুণকে উত্তম উত্তম স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করি। চমৎকার স্তবের দ্বারা অর্যমাকে সন্তুষ্ট করি। ১৮। হে স্বর্গস্থ সূর্য! আমি নাভানেদিষ্ট, তোমার বন্ধু অর্থাৎ আমি তোমাকে স্তব করছি আমার কামনা যে গাভী লাভ করি। সে দ্যুলোক আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তি স্থান এবং সূর্যেরও অধিষ্ঠানভূত। আমি সে সূর্য হতে কয় পুরুষই বা অন্তর? (২) ১৯। এ আমার উৎপত্তিস্থান, এস্থানেই আমার নিবাস, এ সকল দেবতা আমার আত্মীয়, আমি সকলই। স্তোতাগণ যজ্ঞ হতে সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়েছেন। এ যজ্ঞস্বরূপা গাভী নিজে উৎপন্ন হয়ে এ সমস্ত উৎপাদন করেছেন। ২০। এ অগ্নি আনন্দের সাথে গমন করে চতুর্দিকে স্থান গ্রহণ করছেন, ইনি উজ্জ্বল, ইহলোকে ও পরলোকে সহায় এবং কাষ্ঠদের পরাভব করেন, এর শিখা-শ্রেণী ঊর্ধে উঠছে। ইনি স্তবের যোগ্য, এঁর মাতা অরণি, এ সুস্থির সুখকর অগ্নিকে শীঘ্র প্রসব করছেন। ২১। আমি নাভানেদিষ্ট উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করে শ্রান্ত হয়েছি, আমার স্তুতিবাক্যগুলি ইন্দ্রের প্রতি গিয়েছে। হে ধনশালী অগ্নি! শোন। আমাদের এ ইন্দ্রকে যজ্ঞদান কর। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞকারীর পুত্র, আমার স্তবে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছ। ২২। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! হে নরপতি! তুমি জানবে যে আমরা প্রভূত ধনের কামনা করেছি। আমরা তোমার নিকট স্তব প্রেরণ করে থাক, হোমের দ্রব্য দিয়ে থাকি, আমাদের রক্ষা কর। হে হরিদ্বয় ঘোটক বিশিষ্ট ইন্দ্র! তোমার নিকট গমনপূর্বক আমরা যেন অপরাধী না হই। ২৩। হে উজ্জ্বলমূর্তি মিত্র ও বরুণ! গাভীর কামনায় অঙ্গিরাগণ যজ্ঞ করছিলেন, সর্বাগ্রগামী যম স্তবের ইচ্ছায় তাঁদের নিকট গমন করলেন, আমি নাভানেদিষ্ট সে স্তব বলে দিলাম এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করে দিলাম, সেহেতু আমি তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় বিপ্র হলাম। ২৪। এক্ষণে আমরা গোধন পাবার জন্য অবলীলাক্রমে স্তব করতে করতে জয়শীল বরুণের নিকট যাচ্ছি। শীঘ্রগামী ঘোটক সে বরুণের পুত্র। হে বরুণ! তুমি মেধাবী ও অন্নদানও করে থাক। ২৫। হে মিত্র ও বরুণ! অন্নসম্পন্ন পুরোহিত স্তব সমূহ প্রয়োগ করছেন, অভিপ্রায় এ যে, তোমরা আমাদের প্রতি আনুকূল্য করবে, কারণ তোমাদের বন্ধুত্ব অতি হিতকর। তোমাদের বন্ধুত্বলাভ হলে সকল স্থানেই স্তুতি বাক্য সকল উচ্চারিত হবে। চিরপরিচিত পথ যেরূপ সুখকর হয় সেরূপ তোমাদের বন্ধুত্ব যেন আমাদের স্তুতিবাক্য সকল সুখকর করে। ২৬। পরমবন্ধু সে বরুণ দেবতাবর্গ সমেত উত্তম উত্তম স্তব ও নমোবাক্য প্রাপ্ত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোন। গাভীর দুগ্ধের ধারা তাঁর যজ্ঞের জন্য বহমান হচ্ছে। ২৭। হে দেবতাগণ! তোমরাই যজ্ঞলাভের অধিকারী। আমাদের উত্তমরূপ রক্ষার জন্য তোমরা সকলে মিলিত হও। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা উদ্যোগী হয়ে আমাকে অন্ন দিয়েছ, তোমাদের মোহ নষ্ট হয়েছে, তোমরা এক্ষণে গোধন লাভ কর।

টীকা ঃ ১। পিতা রুদ্র, কন্যা উষা। সায়ণ। ২। সূর্যের পুত্র মনু, মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ট। সায়ণ।

৬২ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব প্রভৃতি দেবতা। নাভানেদিষ্ট ঋষি। জগতী, অনুষ্টুপ্, বৃহতী. সতোবৃহতী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তা ইন্দ্রস্য সখ্যমমৃতত্বমানশ।
তেভ্যো ভদ্রমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ১
য উদাজন্পিতরো গোময়ং বস্বৃতেনাভিন্দন্পরিবৎসরে বলম্।
দীর্ঘায়ুত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ২
য ঋতেন সূর্যমারোহয়ন্ দিব্যপ্রথয়ন্ পৃথিবীং মাতরং বি।
সুপ্রজাস্ত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ৩
অয়ং নাভা বদতি বল্গু বো গৃহে দেবপুত্রা ঋষয়স্তচ্ছৃণোতন।
সুব্রহ্মণ্যমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ৪
বিরূপাস ইদৃষয়স্ত ইদ্গম্ভীরবেপসঃ।
তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে ॥ ৫
যে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে বিরূপাসো দিবস্পরি।
নবগ্বো নু দশগ্বো অঙ্গিরস্তমঃ সচা দেবেষু মংহতে ॥ ৬
ইন্দ্রেণ যুজা নিঃ সৃজন্ত বাঘতো ব্রজং গোমন্তমশ্বিনম্।
সহস্রং মে দদতো অষ্টকর্ণ্যঃ শ্রবো দেবেষ্বক্রত ॥ ৭
প্র নূনং জায়তাময়ং মনুস্তোক্মেব রোহতু।
যঃ সহস্রং শতাশ্বং সদ্যো দানায় মংহতে ॥ ৮
ন তমশ্নোতি কশ্চন দিব ইব সান্বারভম্।
সাবর্ণ্যস্য দক্ষিণা বি সিন্ধুরিব পপ্রথে ॥ ৯
উত দাসা পরিবিষে স্মদ্দিষ্টী গোপরীণসা। যদুস্তুর্বশ্চ মামহে ॥ ১০
সহস্রদা গ্রামণীর্মা রিষন্মনুঃ সূর্যেণাস্য যতমানৈতু দক্ষিণা।
সাবর্ণের্দেবাঃ প্র তিরন্ত্বায়ুর্যস্মিন্নশ্রান্তা অসনাম বাজম্ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা যজ্ঞীয়দ্রব্য ও দক্ষিণা সংগ্রহ করে ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছ। অতএব তোমাদের মঙ্গল হোক। হে মেধাবিগণ! আমি মানব এসেছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর। ২। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা আমাদের পিতাস্বরূপ, তোমরা গোধন তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলে। তোমরা এক বৎসরকাল যজ্ঞ করে গোধনের অপহরণকারী বল নামক শত্রুকে নিধন করেছিলে। তোমরা দীর্ঘায়ু হও। আমি মানব ইত্যাদি [পূর্ব ঋকের শেষ-ভাগের সাথে অভিন্ন]। ৩। যে তোমরা যজ্ঞ প্রভাবে আকাশে সূর্যকে আরোহণ করিয়েছ এবং সকলের জননীভূতা পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ণ করেছ, সে তোমরা উৎকৃষ্ট সন্তানসন্ততি সম্পন্ন হও। আমি মানব (ইত্যাদি)। ৪। এ আমি নাভানেদিষ্ট তোমাদের ভবনে এসে মনোহর বক্তৃতা করছি। হে দেবপুত্র ঋষিগণ! শোন। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মতেজ লাভ কর। আমি মানব (ইত্যাদি)। ৫। সে সমস্ত অঙ্গিরা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিধারী, তাঁদের ক্রিয়াকলাপ গম্ভীর, অর্থাৎ কেউ সন্ধান পায় না। সে অঙ্গিরাগণ অগ্নির পুত্র তাঁরা চতুর্দিকে আবির্ভূত হলেন। ৬। তাঁরা অগ্নির চতুর্দিকে আবির্ভূত হলেন, নানা মূর্তিতে গগনের চতুর্দিকে উদয় হলেন। কেউ নবগু অর্থাৎ নয় মাস যজ্ঞের পর গোধন পেয়েছেন, কেউ দশগ্ব অর্থাৎ দশ মাস যজ্ঞ করে গোধন পেয়েছেন। (১) যিনি অঙ্গিরাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদের সাথে একত্র অবস্থিতি করে আমাকে ধনদান করছেন। ৭। তাঁরা ইন্দ্রের সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করতে করতে

অশ্বযুক্ত ও গোধনযুক্ত গোষ্ঠ উদ্ধার করেছেন, তাঁরা বিস্তীর্ণ কর্ণযুক্ত একসহস্র গাভী আমাকে দান করে দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞীয় অন্ন উৎসর্গ করেছেন। ৮। এ মনুর বংশ শীঘ্র বৃদ্ধি হোক, ইনি জলসংযুক্ত আর্দ্রবৃক্ষ বীজের ন্যায় শীঘ্র অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোন, কারণ ইনি শত অশ্ব ও সহস্রগাভী এখনই দান করতে উদ্যত হয়েছেন। ৯। তিনি স্বর্গের উচ্চ প্রদেশের ন্যায় উন্নতভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁর তুল্য কার্য করতে কারও সাধ্য নেই। সাবর্ণ্য মনুর দান নদীর ন্যায় ধরাতলে বিস্তীর্ণ হয়েছে। ১০। যদু ও তুর্বনামে দাস জাতীয় দু রাজা (২) গাভীবর্গে পরিবৃত হয়ে এবং অতি সুন্দর বাক্য বলতে বলতে সে মনুর ভোজনের জন্য আয়োজন করে দেয়। ১১। মনু সহস্রগাভী দান করেন, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। তাঁর দান সূর্যের সঙ্গে স্পর্ধা করে সর্বত্র গতিবিধি করুক। দেবতাগণ সে সাবর্ণি মনুর পরমায়ু বৃদ্ধি করুন। তাঁর নিকট আমরা অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হয়ে থাকি।

টীকা ঃ ১।-১।৬২।৪ ঋকের টীকা দেখুন। ২। দাস রাজাদের উল্লেখ।

৬৩ সূক্ত ॥ পথ্যাস্বস্তি ও বিশ্বদেব দেবতা। গয় ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পরাবতো যে দিধিষন্ত আপ্যং মনুপ্রীতাসো জনিমা বিবস্বতঃ।
যযাতের্যে নহুষ্যস্য বর্হিষি দেবা আসতে তে অধি ব্রুবন্তু নঃ ॥ ১
বিশ্বা হি বো নমস্যানি বন্দ্যা নামানি দেবা উত যজ্ঞিয়ানি বঃ।
যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হ বম্ ॥ ২
যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীয়ূষং দ্যৌ. দিতিরদ্রিবর্হাঃ।
উক্থশুষ্মান্বৃষভরান্ত্স্বপ্নসস্তাঁ আদিত্যাঁ অনু মদা স্বস্তয়ে ॥ ৩
নৃচক্ষসো অনিমিষন্তো অর্হণা বৃহদ্দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ।
জ্যোতীরথা অহিমায়া অনাগসো দিবো বর্ষ্মাণং বসতে স্বস্তয়ে ॥ ৪
সম্রাজো যে সুবৃধো যজ্ঞমাযযুরপরিহ্বৃতা দধিরে দিবি ক্ষয়ম্
তাঁ আ বিবাস নমসা সুবৃক্তিভির্মহো আদিত্যাঁ অদিতিং স্বস্তয়ে ॥ ৫
কো বঃ স্তোমং রাধতি যং জুজোষথ বিশ্বে দেবাসো মনুষো যতি ষ্টন।
কো বোঽধ্বরং তুবিজাতা অরং করদ্যো নঃ পর্ষদত্যংহঃ স্বস্তয়ে ॥ ৬
যেভ্যো হোত্রাং প্রথমামায়েজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নির্মনসা সপ্ত হোতৃভিঃ।
ত আদিত্যা অভয়ং শর্ম যচ্ছত সুগা নঃ কর্ত সুপথা স্বস্তয়ে ॥ ৭
য ঈশিরে ভুবনস্য প্রচেতসো বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ মন্তবঃ।
তে নঃ কৃতাদকৃতাদেনসস্পর্যদ্যা দেবাসঃ পিপৃতা স্বস্তয়ে ॥ ৮
ভরেষ্বিন্দ্রং সুহবং হবামহেঽংহোমুচং সুকৃতং দৈব্যং জনম্।
অগ্নিং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং দ্যাবাপৃথিবী মরুতঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯
সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবী নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ১০
বিশ্বে যজত্রা অধি বোচতোতয়ে ত্রায়ধ্বং নো দুরেবায়া অভিহ্রুতঃ।
সত্যয়া বো দেবহূত্যা হুবেম শৃণ্বতো দেবা অবসে স্বস্তয়ে ॥ ১১
অপামীবামপ বিশ্বামনাহুতিমপারাতিং দুর্বিদত্রামঘায়তঃ।
আরে দেবা দ্বেষো অস্মদ্যুয়োতনোরু ণঃ শর্ম যচ্ছতা স্বস্তয়ে ॥ ১২
অরিষ্টঃ স মর্তো বিশ্ব এধতে প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পরি।
যমাদিত্যাসো নয়থা সুনীতিভিরতি বিশ্বানি দুরিতা স্বস্তয়ে ॥ ১৩

যং দেবাসোঽবথ বাজসাতৌ যংশূরসাতা মরুতো হিতে ধনে।
প্রাতর্যাবাণং রথমিন্দ্র সানসিমরিষ্যন্তমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ১৪
স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু স্বস্ত্যপ্সু বৃজনে স্বর্বতি।
স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন ॥ ১৫
স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ণস্বত্যভি বা বামমেতি।
সা নো অমা সো অরণে নি পাতু স্বাবেশা ভবতু দেবগোপা ॥ ১৬
এবা প্লতেঃ সূনুরবীবৃধদ্বো বিশ্ব আদিত্যা অদিতে মনীষী।
ঈশানাসো নরো অমর্ত্যেনাস্তাবি জনো দিব্যো গয়েন ॥ ১৭

অনুবাদ : ১। যে সকল দেবতা অতি দূরদেশ হতে এসে মনুষ্যদের সাথে বন্ধুত্ব করেন, যাঁরা বিবস্বানের পুত্র মনুর সন্তানদের অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের আশ্রয় দান করেন, যারা নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হন, তাঁরা আমাদের মঙ্গল করুন। ২। হে দেবতাগণ! তোমাদের সকল নামই নমস্কার করবার যোগ্য, বন্দনীয় এবং যজ্ঞে উচ্চারণযোগ্য। যাঁরা অদিতির গর্ভে জন্মেছেন কিংবা জলে বা পৃথিবী হতে জন্মেছেন তাঁরা সকলে আমার এ আহ্বান শুনুন। ৩। সকলের ননীভূতা পৃথিবী যাদের জন্য মধুময় দুগ্ধ বইয়ে দেন এবং মেঘ সমাকীর্ণ অবিনাশী আকাশ অমৃত ধারণ করেন সে সকল অদিতি সন্তান দেবতাদের স্তব কর, তাতে মঙ্গল হবে, তাদের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তারা বৃষ্টি আহরণ করেন, তাদের কার্য অতি সুন্দর। ৪। সে সকল প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা লোকের নিকট পূজো পাবার জন্য অমরত্বগুণ লাভ করেছেন। তারা অনিমেষ নয়নে মনুষ্যদের দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন। তাদের রথ জ্যোতির্ময়, তাদের কার্যের বিঘ্ন নেই, তারা নিষ্পাপ, তারা লোকের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নত প্রদেশে বাস করেন। ৫। যাঁরা উত্তম শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়ে উজ্জ্বলমূর্তিতে যজ্ঞে এসেছেন, যাঁরা দুর্ধর্ষ হয়ে স্বর্গে বাস করেন, সে সকল প্রধান দেবতাকে নমোবাক্যে এবং সুরচিত স্তবের দ্বারা সেবা কর এবং মঙ্গলের জন্য অদিতিকে সেবা কর। ৬। হে জ্ঞানসম্পন্ন সমস্ত দেবতা! তোমরা যতগুলি আছ, তোমরা যে স্তব প্রাপ্ত হয়ে থাক, কে তোমাদের জন্য সে স্তব প্রস্তুত করে? হে বংশবৃদ্ধিসম্পন্ন দেবতাগণ! যে যজ্ঞ পাপ হতে ত্রাণ-পূর্বক কল্যাণ বিতরণ করে, কে তোমাদের জন্য সে যজ্ঞের আয়োজন করে? ৭। মনু অগ্নি প্রজ্বলিত করে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সাতজন হোতা নিয়ে যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের দ্রব্য উৎসর্গ করেছেন, সে সমস্ত দেবতাগণ আমাদের অভয় দান করুন এবং সুখী করুন, আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা করে দিন এবং কল্যাণ বিতরণ করুন। ৮। যাদের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞান সুন্দর, যারা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাদৃশ দেবতাগণ! এক্ষণে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ হতে পার কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর। ৯। আমরা সকল যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করে থাকি, তাঁকে আহ্বান করতে আনন্দ হয়। সকল দেবতাবর্গকেও আহ্বান করি, তাঁরা পাপ হতে মুক্তি দেন, তাঁদের কার্য সুন্দর, আমরা কল্যাণ ও ধন লাভের জন্য অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ভগ, দ্যাবাপৃথিবী ও মরুদ-গণকে আহ্বান করে থাকি। ১০। আমরা মঙ্গলের জন্য দ্যুলোকস্বরূপ নৌকাতে আরোহণ করে যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই (১)। এ নৌকাতে আরোহণ করলে রক্ষা পাবার বিষয়ে কোন ভয়ই নেই এ অতি বিস্তীর্ণ, এতে আরোহণ করলে সুখী হওয়া যায়, এর ক্ষয় নেই, এর গঠন অতি চমৎকার; এর চরিত্র সুন্দর এ নিষ্পাপ ও অবিনাশী। ১১। হে যজ্ঞভাগগ্রাহী সকল দেবতাগণ! আমাদের আশ্রয় দেবে

এ স্বীকার কর। সাংঘাতিক দুর্গতি হতে আমাদের ত্রাণ কর। এ সত্যস্বরূপ যজ্ঞের আয়োজন করে তোমাদের আহ্বান করছি। শোন, রক্ষা কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর। ১২। হে দেবতাগণ! আমাদের রোগ ও সর্বপ্রকার অধর্ম বুদ্ধি দূর কর। দান না করবার বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। দুষ্টাশয় ব্যক্তির দুর্বুদ্ধি দূর কর। আমাদের শত্রুবর্গকে অতিদূরে নিয়ে যাও। আমাদের বিশিষ্ট সুখ ও কল্যাণ দান কর। ১৩। হে অদিতি সন্তান দেবতাগণ! তোমরা যাকে উত্তম পথ দেখিয়ে দিয়ে সমস্ত পাপ হতে পার করে কল্যাণে উপনীত কর, এরূপ যে কোন ব্যক্তিই শ্রীবৃদ্ধিশালী হয়, তার কোন অনিষ্ট ঘটে না, সে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তার বংশ বৃদ্ধি হয়। ১৪। হে দেবতাগণ! অন্ন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর, হে মরুদ্‌গণ! যুদ্ধের সময় সঞ্চিত ধন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর, হে ইন্দ্র! তোমার সে যে রথ—যা প্রাতকালে যুদ্ধে গমন করে, তাকে ভজনা করা উচিত, যাকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না, আমরা যেন সে রথে আরোহণপূর্বক কল্যাণভাগী হই। ১৫। কি সুপথে, কি মরুভূমিতে, আমাদের কল্যাণ হোক। জলে কি যুদ্ধে আমাদের কল্যাণ হোক। যে স্থানে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ হচ্ছে এরূপ সৈন্যমধ্যে আমাদের কল্যাণ হোক, যেখানে পুত্র উৎপন্ন হয়, আমাদের সম্বন্ধীয় সে স্ত্রীযোনিতে কল্যাণ হোক। হে দেবতাগণ! ধন লাভের জন্য আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ১৬। যে পৃথিবী পথে গমন কালে মঙ্গল করে থাকেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধনে পরিপূর্ণ, যিনি রমণীয় যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত আছেন তিনি কি গৃহে কি অরণ্যে আমাদের রক্ষা করুন। দেবতারা তাঁকে রক্ষা করুন, আমরা যেন সুখে তাতে বাস করি। ১৭। হে সমস্ত অদিতিসন্তানগণ! হে অদিতি! ধ্যানপরায়ণ প্লুতি তনয় গয় এরূপে তোমাদের সংবর্ধনা করলেন। অমরদের প্রসাদে মনুষ্যগণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল দেবতাগণকে গয় স্তব করলেন।

টীকা ঃ ১। দেবত্ব প্রাপ্তির কথা।

৬৪ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। গয় ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

কথা দেবানাম্‌ কতমস্য যামনি সুমন্তু নাম শৃণ্বতাম্‌ মনামহে।
কো মৃলাতি কতমো নো ময়স্করৎ কতম ঊতী অভ্যা ববর্তিতি ॥ ১
ক্রতুয়ন্তি ক্রতবো হৃৎসু ধীতয়ো বেনন্তি বেনাঃ পতয়ন্ত্যা দিশঃ।
ন মর্ডিতা বিদ্যতে অন্য এভ্যো দেবেষু মে অধি কামা অযংসত ॥ ২
নরা বা শংসং পূষণমগোহ্যমগ্নিং দেবেদ্ধমভ্যর্চসে গিরা।
সূর্যামাসা চন্দ্রমসা যমং দিবি ত্রিতং বাতমুষসমক্তুমশ্বিনা ॥ ৩
কথা কবিস্তুবীরবান্‌ কয়া গিরা বৃহস্পতির্বাবৃধতে সুবৃক্তিভিঃ।
অজ একপাৎ সুহবেভির্ঋক্বভিরহিঃ শৃণোতু বুধ্ন্যোহহবীমনি ॥ ৪
দক্ষস্য বাদিতে জন্মনি ব্রতে রাজানা মিত্রাবরুণা বিবাসসি।
অতূর্তপন্থাঃ পুরুরথো অর্যমা সপ্তহোতা বিষুরূপেষু জন্মসু ॥ ৫
তে নো অর্বন্তো হবনশ্রুতো হবং বিশ্বে শৃণ্বন্তু বাজিনো মিতদ্রবঃ।
সহস্রসা মেধসাতাবিব ত্মনা মহো যে ধনং সমিথেষু জভ্রিরে ॥ ৬
প্র বো বায়ুং রথযুজং পুরন্ধিং স্তোমৈঃ কৃণুধ্বং সখ্যায় পূষণম্‌।
তে হি দেবস্য সবিতুঃ সবীমনি ক্রতুং সচন্তে সচিতঃ সচেতসঃ ॥ ৭
ত্রিঃ সপ্ত সস্রা নদ্যো মহীরপো বনস্পতীন্‌ পর্বতাঁ অগ্নিমূতয়ে।
কৃশানুমস্তৄন্তিষ্যং সধস্থ আ রুদ্রং রুদ্রেষু রুদ্রিয়ং হবামহে ॥ ৮

সরস্বতী সরয়ুঃ সিন্ধুরুর্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।
দেবীরাপো মাতরঃ সূদয়িত্ন্বো ঘৃতবৎ পয়ো মধুমন্নো অর্চত ॥ ৯
উত মাতা বৃহদ্দিবা শৃণোতু নস্ত্বষ্টা দেবেভির্জনিভিঃ পিতা বচঃ।
ঋভুক্ষা বাজো রথস্পতির্ভগো রণ্বঃ শংসঃ শশমানস্য পাতু নঃ ॥ ১০
রণ্বঃ সন্দৃষ্টৌ পিতুমাঁ ইব ক্ষয়ো ভদ্রা রুদ্রাণাং মরুতামুপস্তুতিঃ।
গোভি ষ্যাম যশসো জনেম্বা সদা দেবাস ইলয়া সচেমহি ॥ ১১
যাং মে ধীয়ং মরুত ইন্দ্র দেবা অদদাত বরুণ মিত্র যূয়ম্।
তাং পীপয়ত পয়সেব ধেনুং কুবিদ্গিরো অধি রথে বহাথ ॥ ১২
কুবিদঙ্গ প্রতি যথা চিদস্য নঃ সজাত্যস্য মরুতো বুবোধথ।
নাভা যত্র প্রথমং সন্নসামহে তত্র জামিত্বমদিতির্দধাতু নঃ ॥ ১৩
তে হি দ্যাবাপৃথিবী মাতরা মহী দেবী দেবাঞ্জন্মনা যজ্ঞিয়ে ইতঃ।
উভে বিভৃত উভয়ং ভরীমভিঃ পুরূ রেতাংসি পিতৃভিশ্চ সিঞ্চতঃ ॥ ১৪
বি ষা হোত্রা বিশ্বমশ্নোতি বার্যং বৃহস্পতিররমতিঃ পনীয়সী।
গ্রাবা যত্র মধুষুদুচ্যতে বৃহদবীবশন্ত মতিভির্মনীষিণঃ ॥ ১৫
এবা কবিস্তুবীরবাঁ ঋতজ্ঞা দ্রবিণস্যুর্দ্রবিণসশ্চকানঃ।
উক্থেভিরত্র মতিভিশ্চ বিপ্রোঽপীপয়দ্গয়ো দিব্যানি জন্ম ॥ ১৬
এবা প্লতেঃ সূনুরবীবৃধদ্বো আদিত্যা অদিতে মনীষী।
ঈশানাসো নরো অমর্ত্যেনাস্তাবি জনো দিব্যো গয়েন ॥ ১৭

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদের স্তব শুনে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কার স্তব কি উপায়ে উত্তম রূপে রচনা করি? কে আমাদের কৃপা করেন? কে সুখ বিধান করেন? কেই বা রক্ষা করবার জন্য আমাদের নিকট আসেন? ২। অনুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠিত হচ্ছে, দেবতাদের স্তব সকল হৃদয়ের মধ্যে আছে, উৎকৃষ্ট ভাব সকল স্ফূর্তি পাচ্ছে, মনের প্রার্থনা সকল উপস্থিত হয়েছে, আমার মনের অভিলাষ-গুলি দেবতাদের দিকেই বাঁধা আছে। তাঁরা ব্যতীত সুখদাতা আর কেউ নেই। ৩। মনুষ্যগণ যাঁকে বর্ণনা করেন, সে পূর্বদেবকে স্তবের দ্বারা পূজা কর, দেবতারা যাঁকে প্রজ্বলিত করেছেন, সে দুর্ধর্ষ অগ্নিকে স্তবের দ্বারা পূজা কর। সূর্য চন্দ্র যম দিব্যলোকবাসী ত্রিত বায়ু উষা রাত্রি ও অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর। ৪। জ্ঞানী অগ্নি কি প্রকারে এবং কি বাক্যদ্বারা বৃদ্ধিযুক্ত হন। বৃহস্পতি নামক দেবতা সুরচিত স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট হন। অজ একপাদ ও অহিবুধ্ন্য আমাদের আহ্বানকালে সুরচিত স্তব সকল শুনুন। ৫। হে জীবনাশী পৃথিবী! সূর্যের জন্ম ব্যাপারের সময় তুমি, মিত্র ও বরুণ এ দুই রাজার পরিচর্যা করে থাক। সে সূর্য বৃহৎ রথে আরোহণপূর্বক শনৈঃ শনৈঃ গমন করেন, তাঁর জন্ম নানা মূর্তিতে হয়; সপ্তঋষি তাঁর আহ্বানকর্তা। ৬। ইন্দ্রের যে সকল ঘোটক নিজে হতে যুদ্ধের সময় বিস্তর ধন শত্রুদের নিকট হরণ করল, তারা যেন যজ্ঞের সময় সর্বদাই সহস্র ধন দান করেন, যারা সুশিক্ষিত ঘোটকের মত পরিমিতরূপে চরণ ক্ষেপ করে, তারা সকলে আমাদের আহ্বান শুনুক, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে তারা কখনই পরাঙ্মুখ নয়। ৭। হে স্তবকর্তাগণ! রথযোজনাকারী বায়ুকে এবং বহুকার্যকারী ইন্দ্রকে এবং পূষাকে স্তব করে তোমাদের বন্ধুত্ব স্বীকার করাও। তারা সকলে এক মন ও অনন্যমনা হয়ে সূর্যের প্রসব সময়ে অর্থাৎ প্রভাতে যজ্ঞে উপস্থিত হন। ৮। প্রবাহশালিনী ত্রিগুণিত সপ্ত সংখ্যক প্রকাণ্ড নদী এবং জল, বনতরুগণ পর্বত অগ্নি কৃশানু নামক দেব, বাণক্ষেপকারী গন্ধর্বগণ, তিষ্য, রুদ্র এবং রুদ্রদের মধ্যে

প্রধান রুদ্র, আশ্রয় পাবার জন্য এদের সকলকে আমরা আহ্বান করছি। ৯। সরস্বতী সরযু এবং সিন্ধু (১) এ সকল মহাতরঙ্গশালিনী প্রবাহশালিনী নদী রক্ষা করতে আসুন। জলপ্রেরণকারিনী জননীস্বরূপা এ সকল দেবী আমাদের ঘৃততুল্য মধুতুল্য জল দান করুন। ১০। সে বিপুল দীপ্তিশালিনী দেবতা এবং দেবপিতা ত্বষ্টা নিজ পুত্র দেবতাদের সাথে আমাদের বাক্য শুনুন। আমরা উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করছি, আমাদের ইন্দ্র, বাজ এবং রথপতি ভগ রক্ষা করুন। ১১। যেমন অন্ন পরিপূর্ণ গৃহ রমণীয়, মরুদগণ দেখতে তেমনি রমণীয়! রুদ্রপুত্র মরুদ-গণের স্তবে মঙ্গল হয়ে থাকে। লোকদের মধ্যে আমরা গোধনে ধনী হয়ে যেন যশস্বী হই। যেন সর্বদাই আমরা স্তবের দ্বারা দেবতাদের ভজনা করি। ১২। হে মরুদগণ! হে ইন্দ্র! হে দেবতাগণ! হে বরুণ! হে মিত্র! তোমাদের প্রসাদে আমি যে সুমতি প্রাপ্ত হয়েছি, যেরূপ গাভী দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়, সেরূপ সেই সুমতিকে পরিপূর্ণ কর। তোমরা আমার স্তব শুনে অনেকবার রথারোহণে যজ্ঞে এসেছ। ১৩। হে মরুদগণ! তোমরা যেমন পূর্বে অনেকবার আমাদের বন্ধুত্বের অনুরোধ রক্ষা করেছ সেরূপ এখনও কর। আমরা যে স্থানে সর্বপ্রথম যজ্ঞবেদী সংস্থাপন করি সেখানে পৃথিবী আমাদের আত্মীয়ের ন্যায় কার্য করুন। ১৪। সে সর্বজনবিদিত দ্যাবাপৃথিবী অতিমহতী জননীস্বরূপা, সে দুই দেবী যজ্ঞের সময় নিজ পুত্র দেবতাদের সাথে আসেন, তাঁরা উভয়ে দু ভুবনকে নানা উপায়ে ধারণ করে রাখেন। তাঁরা পিতৃলোকদের সাথে মিলিত হয়ে প্রচুর শুক্র অর্থাৎ বৃষ্টিবারি সেচন করেন! ১৫। সে হোমের মন্ত্র সর্বপ্রকার কাম্য বস্তুর বিষয়ই উল্লেখ করে, সে মন্ত্র প্রধান ব্যক্তিদের পালন করে, সে অবিশ্রান্ত দেবতাদের স্তব করছে। সে মন্ত্রে মধু উৎপাদনকারী প্রস্তর বৃহৎ বলে কীর্তিত আছে। বিদ্বানগণ স্তবের দ্বারা দেবতাদের যজ্ঞকামুক করেছেন। ১৬। যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁর বিস্তর স্তবের সঞ্চয় আছে, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান জানেন, সে মেধাবী গয় ঋষি বিশিষ্ট ধন কামনাদ্বারা প্রবর্তিত হয়ে সকল দেবতাদের উত্তম উত্তম স্তব ও স্তবের দ্বারা এরূপে আপ্যায়িত করলেন। ১৭। পূর্ব সূক্তের শেষ ঋকের সাথে অভিন্ন।

টীকা ঃ ১। সরস্বতী, সরযু ও সিন্ধু নদীর উল্লেখ। সরযু নদী সিন্ধু-নদীর শাখা, আধুনিক সরযু নদী নয়।

৬৫ সূক্ত ।। বিশ্বদেব দেবতা। বসুকর্ণ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নিরিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা বায়ুঃ পূষা সরস্বতী সজোষসঃ।
আদিত্যা বিষ্ণুর্মরুতঃ স্বর্বৃহৎসোমো রুদ্রো অদিতির্ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ১
ইন্দ্রাগ্নী বৃত্রহত্যেষু সৎপতী মিথো হিন্বানা তন্বা সমোকসা।
অন্তরিক্ষং মহ্যা পপ্রুরোজসা সোমো ঘৃতশ্রীর্মহিমানমীরয়ন্ ॥ ২
তেষাং হি মহ্না মহতামনর্বণাং স্তোমাঁ ইয়র্ম্যৃতজ্ঞা ঋতাবৃধাম্।
যে অপ্সবমর্ণবং চিত্ররাধসস্তে নো রাসন্তাং মহয়ে সুমিত্র্যাঃ ॥ ৩
স্বর্ণরমন্তরিক্ষাণি রোচনা দ্যাবাভূমী পৃথিবীং স্কম্ভুরোজসা।
পৃক্ষা ইব মহয়ন্তঃ সুরাতয়ো দেবাঃ স্তবন্তে মনুষায় সূরয়ঃ ॥ ৪
মিত্রায় শিক্ষ বরুণায় দাশুষে যা সম্রাজা মনসা ন প্রযুচ্ছতঃ।
যয়োর্ধাম ধর্মণা রোচতে বৃহদ্যয়োরুভে রোদসী নাধসী বৃতৌ ॥ ৫
যা গৌর্বর্তনিং পর্যেতি নিষ্কৃতং পয়ো দুহানা ব্রতনীরবারতঃ।
সা প্রব্রুবাণা বরুণায় দাশুষে দেবেভ্যো দাশদ্ধবিষা বিবস্বতে ॥ ৬

দিবক্ষসো অগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধ ঋতস্য যোনিং বিমৃশন্ত আসতে।
দ্যাং স্কভিৎব্যপ আ চক্রুরোজসা যজ্ঞং জনিত্বী তন্বী নি মামৃজুঃ ॥ ৭
পরিক্ষিতা পিতরা পূর্বজাবরী ঋতস্য যোনা ক্ষয়তঃ সমোকসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণায় সব্রতে ঘৃতবৎ পয়ো মহিষায় পিন্বতঃ ॥ ৮
পর্জন্যাবাতা বৃষভা পুরীষিণেন্দ্রবায়ু বরুণো মিত্রো অর্যমা।
দেবাঁ আদিত্যাঁ অদিতিং হবামহে যে পার্থিবাসো দিব্যাসো অপ্সু যে ॥ ৯
ত্বষ্টারং বায়ুমৃভবো য ওহতে দৈব্যা হোতারা উষসং স্বস্তয়ে।
বৃহস্পতিং বৃত্রখাদং সুমেধসমিন্দ্রিয়ং সোমং ধনসা উ ঈমহে ॥ ১০
ব্রহ্ম গামশ্বং জনয়ন্ত ওষধীর্বনস্পতীন্ পৃথিবীং পর্বতাঁ অপঃ।
সূর্যং দিবি রোহয়ন্তঃ সুদানব আর্যা ব্রতা বিসৃজন্তো অধি ক্ষমি ॥ ১১
ভুজ্যুমংহসঃ পিপৃথো নিরশ্বিনা শ্যাবং পুত্রং বধ্রিমত্যা অজিন্বতম্।
কমদ্যুবং বিমদায়োহথুর্যুবং বিষ্ণাপ্বং বিশ্বকায়াব সৃজথঃ ॥ ১২
পাবীরবী তন্যতুরেকপাদজো দিবো ধর্তা সিন্ধুরাপঃ সমুদ্রিয়ঃ।
বিশ্বে দেবাসঃ শৃণবন্বচাংসি মে সরস্বতী সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা ॥ ১৩
বিশ্বে দেবাঃ সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
রাতিষাচো অভিষাচঃ স্বর্বিদঃ স্বর্গিরো ব্রহ্ম সূক্তং জুষেরত ॥ ১৪
দেবান্বসিষ্ঠো অমৃতান্ববন্দে যে বিশ্বা ভুবনাভি প্রতস্থুঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫

অনুবাদঃ ১। অগ্নি ইন্দ্র বরুণ মিত্র অর্যমা বায়ু পূষা সরস্বতী আদিত্যগণ বিষ্ণু মরুদগণ বৃহৎ স্বর্গ সোম রুদ্র অদিতি ব্রহ্মণস্পতি এঁরা সকলে পরস্পর মিলিত আছেন। ২। ইন্দ্র ও অগ্নি, এরা শিষ্টপালন কর্তা, এঁরা যুদ্ধের সময় একত্র হয়ে নিজ ক্ষমতাদ্বারা শত্রুদের তাড়িয়ে দেন এবং প্রকাণ্ড আকাশ আপন তেজে পরিপূর্ণ করেন। ঘৃতযুক্ত সোমরস তাঁদের বল বাড়িয়ে দেয়। ৩। সে মহৎ অপেক্ষাও মহৎ অবিচলিত ও যজ্ঞবৃদ্ধিকারী দেবতাদের উদ্দেশে আমি যজ্ঞ অবগত হয়ে স্তবসমূহ প্রেরণ করছি. যাঁরা সুশ্রী মেঘ হতে জল বর্ষণ করেন সে পরম বন্ধু দেবতাগণ আমাদের ধন দান করে শ্রেষ্ঠ করুন। ৪। সে দেবতারা সকলের নায়কস্বরূপ সূর্যকে এবং আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রদের এবং দ্যুলোক ভূলোক ও পৃথিবীকে নিজবলে স্বস্থানবর্তী করে রেখেছেন। তাঁরা ধনদানকারী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় উত্তম দান করে মনুষ্যদের শ্রেষ্ঠ করছেন। মনুষ্যদের নিকট ধন প্রেরণ করেন, একারণ তাঁদের স্তব করা হচ্ছে। ৫। মিত্র ও দাতাবরুণকে হোমের দ্রব্য নিবেদন কর। তাঁরা দু জন রাজার রাজা, তাঁরা কখন অমনোযোগী হন না, তাঁদের ধাম উত্তমরূপে সংধারিত হয়ে অত্যন্ত দীপ্তি পাচ্ছে। দু দ্যাবাপৃথিবী তাঁদের নিকট যাচকের ভাবে অবস্থিত আছেন। ৬। যে গাভী অপ্রার্থিত হয়ে পবিত্রস্থান যজ্ঞে আসে, যে দুগ্ধ দানপূর্বক যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করে। সে গাভী আমার প্রস্তাবমতে দাতাবরুণকে এবং অন্য অন্য দেবতাকে হোমের দ্রব্য দান করুন এবং দেবতার সেবক যে আমি, আমাকে রক্ষা করুন। ৭। যাঁরা নিজ তেজে আকাশ পূর্ণ করেন, অগ্নিই যাঁদের জিহ্বা যাঁরা যজ্ঞের বৃদ্ধি করেন, তাঁরা আপন আপন স্থান বুঝে যজ্ঞস্থানে বসছেন। তাঁরা আকাশকে উন্নত করে জল নির্গত করেছেন এবং যজ্ঞ সৃষ্টি করে আপনাদের শরীর ভূষিত করে দেন। ৮। দ্যাবা ও পৃথিবী এঁরা সর্বস্থান ব্যেপে আছেন, এঁরা সকলের মাতা পিতৃস্বরূপ, সকলের পূর্বে জন্মেছেন, উভয়েরই স্থান এক, উভয়েই যজ্ঞস্থানে বাস করেন। উভয়ে একমনা হয়ে সে মহীয়ান বরুণকে

ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ দিচ্ছেন। ৯। মেঘ আর বায়ু, এ'রা বৃষ্টি বর্ষণকারী জলের ভাণ্ডার ধারণ করেন। ইন্দ্র বায়ু বরুণ মিত্র অর্যমা এ'দের এবং অদিতিসন্তান দেবতাদের এবং অদিতিকে আহ্বান করছি। যাঁরা পৃথিবীতে আকাশে বা জলে থাকেন, তাঁদেরও ডাকছি। ১০। হে ঋভুগণ! যে সোম দেবতাদের আহ্বানকর্তা ত্বষ্টা ও বায়ুর নিকট তোমাদের মঙ্গলের জন্য গমন করে, অপিচ বৃহস্পতি ও বৃত্র-নিধনকারী সুবুদ্ধি ইন্দ্রের নিকট গমন করে, ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ সে সোমকে আমরা ধনের জন্য যাচ্ঞা করি। ১১। সে দেবতারা পুণ্যকর্ম গাভী ও অশ্ব উৎপাদন করেছেন, বৃক্ষলতা, বনতরু, পৃথিবী ও পর্বতদের সৃষ্টি করেছেন, সূর্যকে আকাশে আরোপিত করেছেন, তাঁদের দান অতি চমৎকার, তাঁরা পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কার্য সম্পন্ন করেছেন। ১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভুজ্যুকে বিপদ হতে উদ্ধার করেছিলে, বধ্রিমতী নাম্নী রমণীকে পিঙ্গলবর্ণ এক পুত্র দিয়েছিলে, বিমদ ঋষিকে সুরূপা ভার্যা এনে দিয়েছিলে এবং বিশ্বক ঋষিকে বিষ্টাপু নামক পুত্র দান করেছিলে। ১৩। অস্ত্রধারিণী ও বজ্রের ন্যায় নির্দোষযুক্তা দৈববাণী এবং এক পাদ অজ এবং আকাশে ধারণকর্তা ও নদী ও সমুদ্রের জল এবং সকল দেবতা এরা সকলে আমার বাক্য শুনুন। আর নানা ভাব ও নানা চিন্তা যাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে সে সরস্বতীও শুনুন। ১৪। যাঁদের সঙ্গে নানা ভাব ও নানা চিন্তা বিদ্যমান আছে, যাঁদের উদ্দেশে মনু যজ্ঞ করেছেন, যাঁরা অমর, যাঁরা যজ্ঞ উত্তমরূপ জানেন, যাঁরা সকলে একত্র হয়ে হোমের দ্রব্য গ্রহণ করেন, যাঁরা সকলি অবগত আছেন, সে সকল দেবতাগণ আমাদের সমস্ত স্তব এবং উত্তমরূপে নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করুন। ১৫। বশিষ্ঠবংশসম্ভূত এ ঋষি অমর দেবতাদের বন্দনা করেছেন। সে দেবতারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করে রেখেছেন। তাঁরা আমাদের অদ্য উৎকৃষ্ট ধন দান করুন। হে দেবতাগণ! তোমরা মঙ্গল বিধানপূর্বক আমাদের সর্বদা রক্ষা কর।

৬৬ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী; ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দেবান্ হুবে বৃহচ্ছ্রবসঃ স্বস্তয়ে জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্য প্রচেতসঃ।
যে বাবৃধুঃ প্রতরং বিশ্ববেদস ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাসো অমৃতা ঋতাবৃধঃ ॥ ১
ইন্দ্রপ্রসূতা বরুণপ্রশিষ্টা সূর্যস্য জ্যোতিষো ভাগমানশুঃ।
মরুদ্গণে বৃজনে মন্ম ধীমহি মাঘোনে যজ্ঞং জনয়ন্ত সূরয়ঃ ॥ ২
ইন্দ্রো বসুভিঃ পরি পাতু নো গয়মাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু।
রুদ্রো রুদ্রেভির্দেবো মৃলয়াতি নস্ত্বষ্টা নো গ্নাভিঃ সুবিতায় জিন্বতু ॥ ৩
অদিতির্দ্যাবাপৃথিবী ঋতং মহদিন্দ্রাবিষ্ণূ মরুতঃ স্বর্বৃহৎ।
দেবাঁ আদিত্যাঁ অবসে হবামহে বসূন্রুদ্রান্ত্সবিতারং সুদংসসম্ ॥ ৪
সরস্বান্ধীভির্বরুণো ধৃতব্রতঃ পূষা বিষ্ণুর্মহিমা বায়ুরশ্বিনা।
ব্রহ্মকৃতো অমৃতা বিশ্ববেদসঃ শর্ম নো যংসন্ ত্রিবরূথমংহসঃ ॥ ৫
বৃষা যজ্ঞো বৃষণ সন্তু যজ্ঞিয়া বৃষণো দেবা বৃষণো হবিষ্কৃতঃ।
বৃষণা দ্যাবাপৃথিবী ঋতাবরী বৃষা পর্জন্যো বৃষণো বৃষস্তুভঃ ॥ ৬
অগ্নীষোমা বৃষণা বাজসাতয়ে পুরুপ্রশস্তা বৃষণা উপ ব্রুবে।
যাবীজিরে বৃষণো দেবযজ্যয়া তা নঃ শর্ম ত্রিবরূথং বি যংসতঃ ॥ ৭
ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়া যজ্ঞনিষ্কৃতো বৃহদ্দিবা অধ্বরাণামভিশ্রিয়ঃ।
অগ্নিহোতার ঋতসাপো অদ্রুহোঽপো অসৃজন্ননু বৃত্রতূর্যে ॥ ৮
দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন্নভি ব্রতাপ ওষধীর্বনিনানি যজ্ঞিয়া।
অন্তরিক্ষং স্বরা পপ্রুরূতয়ে বশং দেবাসস্তন্বী নি মামৃজুঃ ॥ ৯

ধর্তারো দিব ঋভবঃ সুহস্তা বাতাপর্জন্যা মহিষস্য তন্যতোঃ।
আপ ওষধীঃ প্র তিরন্তু নো গিরা ভগো রাতির্বাজিনো যন্তু মে হবম্ ॥ ১০
সমুদ্রঃ সিন্ধু রজো অন্তরিক্ষমজ একপাত্তনয়িত্নুরর্ণবঃ।
অহির্বুধ্ন্যঃ শৃণবদ্বচাংসি মে বিশ্বে দেবাস উত সূরয়ো মম ॥ ১১
স্যাম বো মনবো দেববীতয়ে প্রাঞ্চং নো যজ্ঞং প্রণয়ত সাধুয়া।
আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুদানব ইমা ব্রহ্ম শস্যমানানি জিন্বত ॥ ১২
দৈব্যা হোতারা প্রথমা পুরোহিত ঋতস্য পন্থামন্বেমি সাধুয়া।
ক্ষেত্রস্য পতিং প্রতিবেশমীমহে বিশ্বান্দেবাঁ অমৃতাঁ অপ্রযুচ্ছতঃ ॥ ১৩
বসিষ্ঠাসঃ পিতৃবদ্বাচমক্রত দেবাঁ ঈলানা ঋষিবৎ স্বস্তয়ে।
প্রীতা ইব জ্ঞাতয়ঃ কামমেত্যাস্মে দেবাসোহব ধূনুতা বসু ॥ ১৪
দেবান্বসিষ্ঠো অমৃতান্ববন্দে যে বিশ্বা ভুবনাভি প্রতস্থুঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। যে সকল দেবতা সর্বজ্ঞ, ইন্দ্রই যাঁদের প্রধান, যাঁরা অমর, যজ্ঞের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন এবং অতি চমৎকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, যাঁদের মন উৎকৃষ্ট, যাঁরা যজ্ঞকে আলোকময় করেন, সে বহু অন্নসম্পন্ন দেবতাদের ডাকছি। ২। যাঁরা ইন্দ্রকর্তৃক উৎপাদিত হয়ে এবং বরুণকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে জ্যোতির্ময় সূর্যের গতিপথ পরিপূর্ণ করেছেন, সে শত্রুসংহারকারী মরুদগণের স্তব চিন্তা করি। হে বিদ্বানগণ! ইন্দ্রপুত্রদের যজ্ঞ আয়োজন কর। ৩। ইন্দ্র বসুদের সাথে আমাদের গৃহ রক্ষা করুন। অদিতি আদিত্যদের সাথে আমাদের সুখ বিধান করুন। রুদ্রদেব রুদ্রপুত্র মরুদগণের সাথে আমাদের সুখী করুন। ত্বষ্টা পত্নীসমেত আমাদের সুখ বর্ধন করুন। ৪। অদিতি দ্যাবাপৃথিবী প্রধান সত্য ইন্দ্র ও বিষ্ণু মরুদগণ প্রকাণ্ড স্বর্গ অদিতি সন্তান দেবতাগণ বসুগণ রুদ্রগণ এবং উত্তমদাতা সূর্য এঁদের ডাকছি, এঁরা আমাদের রক্ষা করুন। ৫। জলাধিপতি বিবিধ বুদ্ধিযুক্ত বরুণ ব্রতরক্ষাকারী পূষা মহীয়ান বিষ্ণু বায়ু অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞসৃষ্টিকারী সর্বজ্ঞ অমরগণ এঁরা আমাদের পাপ হতে ত্রাণ করে তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন। ৬। যজ্ঞ অভিলষিত ফল দান করুক, যজ্ঞভাগগ্রাহিগণ বাঞ্ছাপূর্ণ করুন, দেবতারা এবং হোমের দ্রব্য আয়োজনকারীরা এবং যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দ্যাবাপৃথিবী এবং পর্জ্জন্য এবং স্তবকারিগণ সকলেই আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ৭। অন্ন পাবার জন্য অভিমত ফলদানকারী অগ্নি ও সোমকে স্তব করছি। বিস্তর লোকে তাঁদের দাতা বলে প্রশংসা করে। পুরোহিতগণ তাঁদের উভয়কে যজ্ঞ উপলক্ষে পূজা দিয়ে থাকেন। তাঁরা আমাদের তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন। ৮। যাঁরা কর্তব্য পালনে সদা উদ্যোগী, যাঁরা বলবান যজ্ঞকে অলঙ্কৃত করেন, যাঁদের ঔজ্জ্বল্য অতি মহৎ, যাঁরা যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হন, অগ্নি যাঁদের আহ্বানকর্তা, যাঁরা সত্যের সপক্ষস্বরূপ, সে দেবতাগণ বৃত্রের সাথে যুদ্ধ উপলক্ষে বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করলেন। ৯। দেবতারা নিজ কার্যদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ও জল, বৃক্ষলতাদি এবং যজ্ঞের উপযোগী উত্তম উত্তম দ্রব্য সৃষ্টি করে আকাশ ও স্বর্গ নিজ তেজে পরিপূর্ণ করলেন। তাঁরা যজ্ঞের সাথে আপন দেহ মিলিত করে যজ্ঞ বিভূষিত করলেন। ১০। ঋভুগণের হস্ত সুন্দর অর্থাৎ কৌশলসম্পন্ন, তাঁরা আকাশের ধারণকর্তা। বায়ু আর মেঘ এঁদের শব্দ অতি মহৎ। জল ও বৃক্ষলতাদি আমাদের স্তববাক্য শিখিয়ে দিন। আর ধন দানকর্তা ভগ ও অর্যমা এঁরা সকলে আমার যজ্ঞে আসুন। ১১। সমুদ্র, নদী, ধূলিময় পৃথিবী, আকাশ, অজ, একপাদ শব্দকারী মেঘ, অহির্বুধ্ন্য,

এ'রা আমার বাক্য সকল শুনুন। আর প্রজাবান সকল দেবতাও আমার বাক্য শুনুন। ১২। হে দেবগণ! আমরা মনুসন্তান, তোমাদের যজ্ঞ দিতে যেন সমর্থ হই। আমাদের চিরপ্রচলিত যজ্ঞকে সুচারুরূপে সম্পন্ন কর। হে অদিতি-সন্তানগণ! রুদ্রগণ! বসুগণ! তোমাদের দানশক্তি অতি চমৎকার। আমরা এ মন্ত্র সকল পাঠ করছি, পরিতোষপূর্বক শোন। ১৩। যে দু ব্যক্তি দেবতাদের আহ্বান-কর্তা, যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তাঁদের উদ্দেশে উত্তমরূপে যজ্ঞের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, আমাদের নিকটস্থ ক্ষেত্রপতিকে এবং সকল অবিনাশী দেবতাকে আমাদের আশ্রয় দিতে প্রার্থনা করি, তাঁরা প্রার্থনা পূর্ণ করতে কখন অমনোযোগী হন না। ১৪। বসিষ্ঠ সন্তানগণ পিতার দৃষ্টান্তে স্তব করল, তারা মঙ্গল কামনাতে বসিষ্ঠ ঋষির ন্যায় দেবপূজা করল। হে দেবগণ! তোমরা আমাদের আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় এসে সন্তুষ্ট মনে অভিলষিত অর্থ দান কর। ১৫। পূর্ব সূক্তের শেষ ঋকের সাথে অভিন্ন।

৬৭ সূক্ত ॥ বৃহস্পতি দেবতা। অযাস্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋত প্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ।
তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্বিশ্বজন্যোঽযাস্য উকথ্‌মিন্দ্রায় শংসন্ ॥ ১
ঋতং শংসন্ত ঋজু দীধ্যানা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিপ্রং পদমঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত ॥ ২
হংসৈরিব সখিভির্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্।
বৃহস্পতিরভিকনিক্রদদ্গা উত প্রাস্তৌদুচ্চ বিদ্বাঁ অগায়ৎ ॥ ৩
অবো দ্বাভ্যাং পর একয়া গা গুহা তিষ্ঠন্তীরনৃতস্য সেতৌ।
বৃহস্পতিস্তমসি জ্যোতিরিচ্ছন্নুদুস্রা আকর্বি হি তিস্র আবঃ ॥ ৪
বিভিদ্যা পুরং শয়থেমপাচীং নিস্ত্রীণি সকমুদধেরকৃন্তৎ।
বৃহস্পতিরুষসং সূর্যং গামর্কং বিবেদ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ॥ ৫
ইন্দ্রো বলং রক্ষিতারং দুঘানাং করেণেব বি চকর্তা রবেণ।
স্বেদাঞ্জিভিরাশিরমিচ্ছমানোঽরোদয়ৎ পণিমা গা অমুষ্ণাৎ ॥ ৬
স ঈং সত্যেভিঃ সখিভিঃ শুচদ্ভির্গোধায়সং বি ধনসৈরদর্দঃ।
ব্রহ্মণস্পতির্বৃষভির্বরাহৈর্ঘর্মস্বেদেভির্দ্রবিণং ব্যানট্ ॥ ৭
তে সত্যেন মনসা গোপতিং গা ইয়ানাস ইষণয়ন্ত ধীভিঃ।
বৃহস্পতির্মিথো অবদ্যপেভিরুদুস্রিয়া অসৃজত স্বয়ুগ্‌ভিঃ ॥ ৮
তং বর্ধয়ন্তো মতিভিঃ শিবাভিঃ সিংহমিব নানদতং সধস্থে।
বৃহস্পতিং বৃষণং শূরসাতৌ ভরেভরে অনু মদেম জিষ্ণুম্ ॥ ৯
যদা বাজমসনদ্বিশ্বরূপমা দ্যামরুক্ষদুত্তরাণি সদ্ম।
বৃহস্পতিং বৃষণং বর্ধয়ন্তো নানা সন্তো বিভ্রতো জ্যোতিরাসা ॥ ১০
সত্যামাশিষং কৃণুতা বয়োধৈ কীরিং চিদ্ধ্যবথ স্বেভিরেবৈঃ।
পশ্চা মৃধো অপ ভবন্তু বিশ্বাস্তদ্রোদসী শৃণুতং বিশ্বমিন্বে ॥ ১১
ইন্দ্রো মহ্না মহতো অর্ণবস্য বি মূর্ধানমভিনদর্বুদস্য।
অহন্নহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। আমাদের পিতা এ সপ্ত শীর্ষকযুক্ত মহৎ স্তব রচনা করেছেন। সত্য হতে এর উৎপত্তি। সকল লোকের হিতকারী, অযাস্য ঋষি ইন্দ্রের প্রশংসা করতে করতে চতুর্থ একটি স্তব সৃষ্টি করেছেন (১)। ২। অঙ্গিরার বংশধরেরা

যজ্ঞের সুন্দর স্থানে যেতে মনস্থ করল। তারা সত্যবাদী, তাদের মনের ভাব সরল, তারা স্বর্গের পুত্র, মহাবলে বলী, তারা বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করে থাকে। ৩। বৃহস্পতির সহায়গণ হংসের ন্যায় কোলাহল করতে লাগল, তাদের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দ্বার খুলে দিলেন। অভ্যন্তরে রুদ্ধ গাভীগণ চীৎকার করে উঠল। তিনি উৎকৃষ্টরূপে স্তব ও উচ্চৈস্বরে গান করে উঠলেন। ৪। গাভীগণ নিম্নের দিকে একটি দ্বারের দ্বারা এবং উপরের দিকে দুটি দ্বারের দ্বারা অধর্মের আলয় স্বরূপ সে গুহা মধ্যে রুদ্ধ ছিল। বৃহস্পতি অন্ধকারের মধ্যে আলোক নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে তিনটি দ্বার খুলে দিলেন এবং গাভীগণকে নিষ্কাশিত করলেন। ৫। তিনি রাত্রে নিভৃতভাবে শয়নপূর্বক পুরীর পশ্চাৎভাগ বিদীর্ণ করলেন এবং সমুদ্রতুল্য সে গুহার তিনটি দ্বারই খুলে দিলেন। প্রাতকালে তিনি পূজনীয় সূর্য আর গাভী একসঙ্গে দর্শন পেলেন, তখন তিনি মেঘের ন্যায় বীরহুঙ্কার ছেড়েছিলেন। ৬। যে বল গাভী রুদ্ধ করেছিল, তাকে ইন্দ্র আপনার হুঙ্কার-রবেই ছেদন করলেন। এরূপে ছেদন করলেন, যেন তার প্রতি অস্ত্রই প্রয়োগ করেছেন। ঘর্মাক্ত কলেবর বন্ধুদের সাথে সোমপান ইচ্ছা করে, তিনি পণিকে কাঁদালেন, তার গাভী কেড়ে নিলেন। ৭। তিনিই সত্যবাদী, দীপ্তিমান, ধনদানকারী সহায়দের সাথে গাভীরোধকারী বলকে বিদীর্ণ করলেন। আর ব্রহ্মণস্পতি বিপুলমূর্তি, বদান্য, ঘর্মাক্ত কলেবর দেবতাদের সাথে সে গোধন অধিকার করলেন। ৮। তারা এক্ষণে গাভীর অধিকারী হয়ে সরল চিত্তে স্তুতি-বাক্যদ্বারা গোপতি দেবতাকে ধন্যবাদ করল। পরস্পর সাহায্যকারী নিজ সহায়দের সাথে বৃহস্পতি গাভীগণকে বার করে আনলেন। ৯। যখন সে বৃহস্পতি যজ্ঞে এসে সিংহনাদ করেন তখন যেন আমরা সে জয়ী দাতাবীরপুরুষ বৃহস্পতিকে সকল যুদ্ধে সকল বীরজন সমাগমস্থলে উত্তম উত্তম প্রশংসাবচনের দ্বারা সংবর্ধনা করি এবং অভিনন্দন করি। ১০। যখন সে বৃহস্পতি নানাবিধ অন্নদান করলেন, যখন আকাশ পথ দিয়ে তিনি পরমধামে গমন করলেন তখন বুদ্ধিমানগণ সে বদান্য বৃহস্পতিকে নানা প্রকারে সংবর্ধনা করতে লাগলেন, তা করতে করতে তাঁদের মূর্তি জ্যোতির্ময় হল। ১১। অন্নলাভের জন্য আমার যে প্রার্থনা তাকে সফল কর, আমি ভক্তই আছি, আমাকে নিজ আশ্রয় দান করে রক্ষা কর। সকল শত্রু পরাজিত ও দূর হোক। বিশ্বব্যাপিনী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের এ বাক্য শুনুন। ১২। ইন্দ্র অতিবৃহৎ একজলপূর্ণ মেঘের মস্তক বিদীর্ণ করলেন। অহি অর্থাৎ বৃত্রকে বধ করলেন, সপ্ত সিন্ধু বইয়ে দিলেন। হে দ্যাবাপৃথিবি-! দেবতাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তের সায়নের ব্যাখ্যা অত্যন্ত কষ্ট কল্পনা বোধ হয়।

৬৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদপ্রুতো ন বয়ো রক্ষমাণা বাবদতো অভ্রিয়স্যেব ঘোষাঃ।
গিরিভ্রজো নোর্ময়ো মদন্তো বৃহস্পতিমভ্যর্কা অনাবন্ ॥ ১
সং গোভিরাঙ্গিরসো নক্ষমাণো ভগ ইবেদর্যমণং নিনায়।
জনে মিত্রো ন দম্পতী অনক্তি বৃহস্পতে বাজয়াশূঁরিবাজৌ ॥ ২
সাধ্বর্যা অতিথিনীরিষিরাঃ স্পার্হাঃ সুবর্ণা অনবদ্যরূপাঃ।
বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিতূর্যা নির্গা ঊপে যবমিব স্থিবিভ্যঃ ॥ ৩
আপ্রুষায়ন্মধুন ঋতস্য যোনিমবক্ষিপন্নর্ক উল্কামিব দ্যোঃ।
বৃহস্পতিরুদ্ধরন্নশ্মনো গা ভূম্যা উদ্নেব বি ত্বচং বিভেদ ॥ ৪

অপ জ্যোতিষা তমো অন্তরিক্ষাদুদ্মঃ শীপালমিব বাত আজৎ।
বৃহস্পতিরনুমৃশ্যা বলস্যাভ্রমিব বাত আ চক্র আ গাঃ ॥ ৫
যদা বলস্য পীয়তো জসুং ভেদ্‌বৃহস্পতিরগ্নিতপোভিরর্কৈঃ।
দদ্ভির্ন জিহ্বা পরিবিষ্টমাদদাবির্নিধীঁরকৃণোদুস্রিয়াণাম্ ॥ ৬
বৃহস্পতিরমত হি ত্যদাসাং নাম স্বরীণাং সদনে গুহা যৎ।
আণ্ডেব ভিত্ত্বা শকুনস্য গর্ভমুদুস্রিয়াঃ পর্বতস্য ত্মনাজৎ ॥ ৭
অশ্নাপিনদ্ধং মধু পর্যপশ্যন্মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষিয়ন্তম্।
নিষ্টজ্জভার চমসং ন বৃক্ষাদ্‌বৃহস্পতির্বিরবেণা বিকৃত্য ॥ ৮
সোষামবিন্দৎসঃ স্বঃ সো অগ্নিং সো অর্কেণ বি ববাধে তমাংসি।
বৃহস্পতির্গোবপুষো বলস্য নির্মজ্জানং ন পর্বণো জভার ॥ ৯
হিমেব পর্ণা মুষিতা বনানি বৃহস্পতিনাকৃপয়দ্বলো গাঃ।
অনানুকৃত্যমপুনশ্চকার যাৎসূর্যামাসা মিথ উচ্চরাতঃ ॥ ১০
অভি শ্যাবং ন কৃশনেভিরশ্বং নক্ষত্রেভিঃ পিতরো দ্যামপিংশন্।
রাত্র্যাং তমো অদধুর্জ্যোতিরহন্‌বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্‌গাঃ ॥ ১১
ইদমকর্ম নমো অভ্রিয়ায় যঃ পূর্বীরন্বানোনবীতি।
বৃহস্পতিঃ স হি গোভিঃ সো অশ্বৈঃ স বীরেভিঃ স নৃভির্নো বয়ো ধাৎ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। যেরূপ জলসেচনকারী কৃষকগণ পক্ষীদের শস্য ক্ষেত্র হতে তাড়িয়ে দেবার সময় কোলাহল করে (১) অথচ যেরূপ মেঘবৃন্দের নির্ঘোষ হয় অথবা যেমন তরঙ্গবর্গ পর্বতে অভিঘাত কালে কলরব করে সেরূপ বৃহস্পতির উদ্দেশে প্রশংসা ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল। ২। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি সূর্যদেবকে গাভীগণের সাথে সংসৃষ্ট করলেন অর্থাৎ গুহাবর্তিনী গাভীদের নিকট সূর্যের আলোক আনয়ন করলেন। ভগদেবের ন্যায় তাঁর তেজ চতুর্দিকব্যাপী হল। যেমন স্ত্রী পুরুষের বন্ধুবর্গ পতিপত্নী মিলন করিয়ে দেয় সেরূপ তিনি গাভীদের লোকদের সাথে মিলিত করে দিলেন। হে বৃহস্পতি ! যুদ্ধের সময় যেমন ঘোটকদের ধাবিত করে, সেরূপ গাভীদের ধাবিত কর। ৩। যেমন যবের কুশূল (মরাই) হতে যব বার করে (২) সেরূপ বৃহস্পতি গাভীদের শীঘ্র শীঘ্র পর্বত হতে বার করলেন। তাদের গাভী অতি সুন্দর, ক্রমাগত তারা চলতে লাগল, তাদের বর্ণ এমনি মনোহর এবং আকৃতি এমন সুগঠন যে দেখলেই নিতে ইচ্ছা হয়। ৪। বৃহস্পতি গাভী উদ্ধার করে যেন সৎকর্মের আকরস্থান মধুবিন্দু সিক্ত করলেন অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সুবিধা করে দিলেন। তিনি এমনি দীপ্তিযুক্ত হলেন যেন সূর্যদেব আকাশে উল্কা নিক্ষেপ করছেন, তিনি প্রস্তরের আচ্ছাদন হতে গাভীদের উদ্ধার করে তাদের খুরপুটের দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করে দিলেন যেমন নীচ হতে জল উঠবার সময় ধরাতল বিদীর্ণ করে। ৫। যেমন বায়ু জল হতে শৈবাল অপসারিত করে সেরূপ বৃহস্পতি আকাশ হতে অন্ধকার অপসারিত করলেন (৩)। যেমন বায়ু মেঘসমূহকে বিকাশ করে দেয় সেরূপ বৃহস্পতি সুবিবেচনাপূর্বক বলের গোপন স্থান হতে গাভীদের নিষ্কাশিত করলেন। ৬। যখন হিংস্র বলের অস্ত্র, বৃহস্পতির অগ্নিতুল্য প্রতপ্ত উজ্জ্বল অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হয়ে গেল তখন তিনি সেরূপে গোধন অধিকার করলেন, যেমন দন্তগণ আহারের দ্রব্য মুখের মধ্যে পরিবেশন করে দিলে জিহ্বা তা অধিকার করে। তিনি সে বহুমূল্য গোধন প্রকাশিত করলেন। ৭। যখন সে গোপন স্থান মধ্যে গাভীগণ শব্দ করছিল তখনই বৃহস্পতি বুঝতে পেরেছিলেন যে তন্মধ্যে গাভী রুদ্ধ আছে। যেমন পক্ষী ডিম্বভঙ্গ করে শাবককে নিষ্কাশিত করে সেরূপ তিনি আপনিই পর্বত

মধ্য হতে গাভীদের তাড়িয়ে আনলেন। ৮। তিনি দেখলেন যে, যেমন মৎস্য অল্পজলে থাকলে ক্লেশ পায় সেরূপ সে মধুর ন্যায় পরম অভিলষিত গোধন প্রস্তররুদ্ধ হয়ে ক্লেশ পাচ্ছে। যেমন কাষ্ঠ হতে চমস নামক পানপাত্র কুঁদে বার করে সেরূপ বৃহস্পতি কোলাহলসহকারে দ্বার উদ্ঘাটন করে সে গোধন বার করলেন। ৯। তিনি প্রভাত স্বর্গ অগ্নি সকলই পেলেন অর্থাৎ গোধনোদ্ধার কার্যদ্বারা আবার যেন রাত্রি প্রভাত হল, অগ্নি যেন প্রজ্বলিত হল। তিনি সূর্যালোক প্রবেশ করিয়ে গুহামধ্যের অন্ধকার নষ্ট করলেন। বলে গাভীদের রুদ্ধ করেছিল, বৃহস্পতি সে গাভী উদ্ধার করে যেন তার অস্থিমধ্য হতে মজ্জা বার করে আনলেন। ১০। যেমন শীতকাল অরণ্যের সকল পত্র অপহরণ করে সেরূপ বলের সকল গাভী বৃহস্পতি-কর্তৃক গৃহীত হল। যা কেউ কখন করে নি, কেউ কখন অনুকরণ করতে পারবে না। এরূপ কার্য তিনি করলেন, তাঁর এ কার্যদ্বারা পুনর্বার সূর্য চন্দ্রের উদয় হল। ১১। যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোটককে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে সেরূপ পিতাস্বরূপ দেবতাগণ গগনকে নক্ষত্রে সুসজ্জিত করলেন। তাঁরা অন্ধকার রাত্রিতে রেখে দিলেন এবং আলোক দিবসে রেখে দিলেন। বৃহস্পতি পর্বত ভেদ করে গোধন লাভ করলেন। ১২। যিনি পূর্বতন অনেক ঋক রচনা করে গিয়েছেন, যিনি এখন মেঘলোকবাসী হয়েছেন, সে বৃহস্পতিকে এ নমস্কার করলাম। সে বৃহস্পতি আমাদের গাভী, ঘোটক, সন্তান, ভৃত্য ও অন্ন দান করুন।

টীকা ঃ ১। পক্ষিগণ উক্ত বীজ না খেয়ে যায় এ জন্য কৃষকগণ তাদের তাড়িয়ে দেয়। ২। যবের মরাইয়ের উল্লেখ। ৩। উপমার কাব্যিক সৌন্দর্য লক্ষ্য করার মত।

৬৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। সুমিত্র ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ভদ্রা অগ্নের্বধ্র্যশ্বস্য সন্দৃশো বামী প্রণীতিঃ সুরণা উপেতয়ঃ।
যদীং সুমিত্রা বিশো অগ্র ইন্ধতে ঘৃতেনাহুতো জরতে দবিদ্যুতৎ ॥ ১
ঘৃতমগ্নের্বধ্র্যশ্বস্য বর্ধনং ঘৃতমন্নং ঘৃতম্বস্য মেদনম্।
ঘৃতেনাহুত উর্বিয়া বি পপ্রথে সূর্য ইব রোচতে সর্পিরাসুতিঃ ॥ ২
যত্তে মনুর্যদনীকং সুমিত্রঃ সমীধে অগ্নে তদিদং নবীয়ঃ।
স রেবচ্ছোচ স গিরো জুষস্ব স বাজং দর্ষি স ইহ শ্রবো ধাঃ ॥ ৩
যং ত্বা পূর্বমীলিতো বধ্র্যশ্বঃ সমীধে অগ্নে স ইদং জুষস্ব।
স ন স্তিপা উত ভবা তনূপা দাত্রং রক্ষস্ব যদিদং তে অস্মে ॥ ৪
ভবা দ্যুম্নী বাধ্র্যশ্বোত গোপা মা ত্বা তারীদভিমাতির্জনানাম্।
শূর ইব ধৃষ্ণুশ্চ্যবনঃ সুমিত্রঃ প্র নু বোচং বাধ্র্যশ্বস্য নাম ॥ ৫
সমজ্র্যা পর্বত্যাবসূনি দাসা বৃত্রাণ্যার্যা জিগেথ।
শূর ইব ধৃষ্ণুশ্চ্যবনো জনানাং ত্বমগ্নে পৃতনায়ূঁরভি ষ্যাঃ ॥ ৬
দীর্ঘতন্তুর্বৃহদুক্ষায়মগ্নিঃ সহস্রস্তরীঃ শতনীথ ঋভ্বা।
দ্যুমান্ দ্যুমৎসু নৃভির্মৃজ্যমানঃ সুমিত্রেষু দীদয়ো দেবয়ৎসু ॥ ৭
ত্বে ধেনুঃ সুদুঘা জাতবেদোঽসশ্চতেব সমনা সবর্ধুক্।
ত্বং নৃভির্দক্ষিণাবদ্ভিরগ্নে সুমিত্রেভিরিধ্যসে দেবয়দ্ভিঃ ॥ ৮
দেবাশ্চিত্তে অমৃতা জাতবেদো মহিমানং বাধ্র্যশ্ব প্র বোচন্।
যৎ সংপৃচ্ছং মানুষীর্বিশ আয়ন্ত্বং নৃভিরজয়স্ত্বাবৃধেভিঃ ৯ ॥
পিতেব পুত্রমবিভরুপস্থে ত্বামগ্নে বধ্র্যশ্বঃ সপর্যন্।
জুষাণো অস্য সমিধং যবিষ্ঠোত পূর্বাঁ অবনোর্ব্রাধতশ্চিৎ ॥ ১০

শশ্বদগ্নির্বধ্র্যশ্বস্য শত্রূন্নৃভির্জিগায় সুতসোমবদ্ভিঃ।
সমনং চিদদহশ্চিত্রভানোঽব ব্রাধন্তমভিনদ্বৃধশ্চিৎ ॥ ১১
অয়মগ্নির্বধ্র্যশ্বস্য বৃত্রহা সনকাৎপ্রেদ্ধো নমসোপবাক্যঃ।
স নো অজামীঁরুত বা বিজামীনভি তিষ্ঠ শর্ধতো বাধ্র্যশ্ব ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। বধ্রিঅশ্ব [সুমিত্রের পিতা] যে অগ্নি স্থাপিত করেছেন, তার মূর্তিগুলি অতি সুন্দর, তার স্থাপনাও চমৎকার এবং আগমনও রমণীয়। সুমিত্র নামক ব্যক্তিগণ যখন সর্বসমক্ষে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, অগ্নি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে উদ্দীপ্ত হন, তাঁকে সকলে স্তব করতে থাকে। ২। বধ্রিঅশ্বের অগ্নি ঘৃতদ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, ঘৃতই তাঁর আহার, ঘৃতই তাঁকে স্নিগ্ধ করে। ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি বিশিষ্টরূপে বিস্তৃত হলেন। ঘৃত ঢেলে দেওয়াতে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পাচ্ছেন। ৩। হে অগ্নি ! যেমন মনু তোমার মূর্তি উজ্জ্বল করেছিলেন, সেরূপ আমিও তোমাকে প্রজ্বলিত করছি। আমার এ কার্য সম্প্রতি করা হয়েছে। অতএব তুমি ধনবান হয়ে দীপ্যমান হও, আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ কর, শত্রুসৈন্য বিদীর্ণ কর, এ স্থানে অন্ন স্থাপন কর। ৪। যে তোমাকে বধ্রি অশ্ব প্রথমে স্তব করে প্রজ্বলিত করেছেন, সে তুমি আমাদের গৃহ ও দেহ রক্ষা কর, তুমিই এই যা কিছু দিয়েছ, আমার সে দান সমস্ত রক্ষা কর। ৫। হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি ! দীপ্যমান হও, রক্ষাকর্তা হও লোকদের যে হিংসা করে, সে যেন তোমাকে পরাভব না করে। বীরের ন্যায় দুর্ধর্ষ এবং শত্রু পাতনকারী হও। আমি সুমিত্র, বধ্রি অশ্বের অগ্নিস্তব রচনা করলাম। ৬। হে অগ্নি ! পর্বতের যে সকল উত্তম উত্তম জঙ্গম ধন, তা তুমি দাসদের নিকট জয় করে আর্যদের দিয়েছ (১). তুমি দুর্ধর্ষ বীরের ন্যায় শত্রু নিপাত কর, যারা যুদ্ধ করতে আসে, তাদের প্রতি অগ্রসর হও। ৭। এ অগ্নি দীর্ঘতন্তু অর্থাৎ এঁর বংশ অতি বিস্তারিত, ইনি প্রধান দাতা, ইনি সহস্রস্থান আচ্ছাদন করেন, শতসংখ্য পথ দিয়ে গমন করেন, ইনি উজ্জ্বল দীপ্তিশালীদের মধ্যেও দীপ্তিশালী, প্রধান পুরোহিতগণ এঁকে অলঙ্কৃত করছেন। হে অগ্নি ! দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয়দের ভবনে দীপ্যমান থাক। ৮। হে জাতবেদা অগ্নি ! তোমার গাভীকে বড় সুখে দোহন করা যায়। তার দোহনে কোন বাধা বিঘ্ন নেই। সে অমনোযোগী হয়ে কত দোহন করে দেয়। দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ দক্ষিণাসম্পন্ন হয়ে তোমাকে প্রজ্বলিত করছে। ৯। হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি ! হে জাতবেদা ! মরণরহিত দেবতারাই নিজে তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। যখন মনুষ্যগণ মহিমার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা সব বলেছেন। তোমার সম্মানকারী ব্যক্তিদের সাথে একত্র হয়ে তুমি জয়ী হয়েছ। ১০। হে অগ্নি ! যেমন পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করে লালন করে, সেরূপ বধ্রিঅশ্ব তোমার পরিচর্যা করেছেন। হে যুবা অগ্নি ! এর নিকট কাষ্ঠ প্রাপ্ত হয়ে তুমি পূর্বতন সকল হিংসককে নষ্ট করেছ। ১১। বধ্রি অশ্বের অগ্নি সোমরস প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদের সাথে একত্র হয়ে শত্রুদের চিরকালই জয় করে আসছেন। হে বিচিত্র কিরণধারী অগ্নি ! তুমি হিংসককে বিশেষ মনোযোগের সাথে দগ্ধ করেছ। যাদের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছিল, তাদের অগ্নি বিদীর্ণ করেছেন। ১২। বধ্রি অশ্বের এ যে অগ্নি, ইনি শত্রুনিধনকারী চিরকাল প্রজ্বলিত আছেন, নমস্কারবাক্য এর প্রতি প্রয়োগ করতে হবে। হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি ! যারা আমাদের অনাত্মীয় কিংবা যারা স্পর্দ্ধাপূর্বক আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তুমি তাদের সম্মুখীন হও।

টীকা ঃ ১। আর্য ও দাসের উল্লেখ।

৭০ সূক্ত ॥ আপ্রী দেবতা। সুমিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইমাং মে অগ্নে সমিধং জুষস্বেলস্পদে প্রতি হর্যা ঘৃতাচীম্।
বর্ষ্মন্ পৃথিব্যাঃ সুদিনত্বে অহ্নামূর্ধ্বো ভব সুক্রতো দেবযজ্যা ॥ ১
আ দেবানামগ্রয়াবেহ যাতু নরাশংসো বিশ্বরূপেভিরশ্বৈঃ।
ঋতস্য পথা নমসা মিয়েধো দেবেভ্যো দেবতমঃ সুষূদৎ ॥ ২
শশ্বত্তমমীলতে দূত্যায় হবিষ্মন্তো মনুষ্যাসো অগ্নিম্।
বহিষ্ঠৈরশ্বৈঃ সুবৃতা রথেনা দেবান্বক্ষি নি ষদেহ হোতা ॥ ৩
বি প্রথতাং দেবজুষ্টং তিরশ্চা দীর্ঘং দ্রাঘ্মা সুরভি ভূত্বস্মে।
অহেলতা মনসা দেব বর্হিরিন্দ্রজ্যেষ্ঠাঁ উশতো যক্ষি দেবান্ ॥ ৪
দিবো বা সানু স্পৃশতা বরীয়ঃ পৃথিব্যা বা মাত্রয়া বি শ্রয়ধ্বম্।
উশতীর্দ্বারো মহিনা মহদ্ভির্দেবং রথং রথয়ুর্ধারয়ধ্বম্ ॥ ৫
দেবী দিবো দুহিতরা সুশিল্পে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
আ বং দেবাস উশতী উশন্ত উরৌ সীদন্তু সুভগে উপস্থে ॥ ৬
ঊর্ধ্বো গ্রাবা বৃহদগ্নিঃ সমিদ্ধঃ প্রিয়া ধামান্যদিতেরুপস্থে।
পুরোহিতাবৃত্বিজা যজ্ঞে অস্মিন্ বিদুষ্টরা দ্রবিণমা যজেথাম্ ॥ ৭
তিস্রো দেবীর্বর্হিরিদং বরীয় আ সীদত চকৃমা বঃ স্যোনম্।
মনুষ্বদ্যজ্ঞং সুধিতা হবীংষীলা দেবী ঘৃতপদী জুষন্ত ॥ ৮
দেব ত্বষ্টর্যদ্ধ চারুত্বমানড্যদঙ্গিরসামভবঃ সচাভূঃ।
স দেবানাং পাথ উপ প্র বিদ্বানুশন্যক্ষি দ্রবিণোদঃ সুরত্নঃ ॥ ৯
বনস্পতে রশনয়া নিয়ূয়া দেবানাং পাথ উপ বক্ষি বিদ্বান্।
স্বদাতি দেবঃ কৃণবদ্ধবীংষ্যবতাং দ্যাবাপৃথিবী হবং মে ॥ ১০
অগ্নে বহ বরুণমিষ্টয়ে ন ইন্দ্রং দিবো মরুতো অন্তরিক্ষাৎ।
সীদন্তু বর্হির্বিশ্ব আ যজত্রাঃ স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। বেদীর স্থানে এ যে সমিধ আমি দিয়েছি তুমি তার প্রতি অভিলাষী হও, তা গ্রহণ কর। বেদীর উপরিভাগে তুমি উত্তম কার্য সম্পাদন করতে করতে এ দেবযজ্ঞ উপলক্ষে ঊর্ধাভিমুখ হও, তা হলে দিন সকল সাফল্য লাভ করবে। ২। দেবতাদের অগ্রে অগ্রে যিনি আসেন যিনি নরাশংস যজ্ঞের পদ্ধতি অনুসারে নমোবচনসহকারে পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল দেবতাদের নিকট প্রেরণ করেন সে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা নানা বর্ণধারী ঘোটকযোগে এ স্থানে আসুন। ৩। যে সকল মনুষ্যের যজ্ঞীয় দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তারা সর্বদাই অগ্নিকে দূতের কার্য সম্পাদন করবার জন্য ইল অর্থাৎ স্তব করে। বহন করতে বিলক্ষণ পটু ঘোটক সকল যে রথে যোজিত আছে, সে রথযোগে দেবতাদের এ স্থানে আন, এ স্থানে হোতা হয়ে উপবেশন কর। এরূপ স্তব কর। ৪। দেবতারা যে যজ্ঞ গ্রহণ করছেন, সে যজ্ঞ উভয় পার্শ্বে বিস্তারিত হোক, তা অত্যন্ত দীর্ঘতা প্রাপ্ত হোক। আমাদের পক্ষে সুগন্ধযুক্ত হোক। অবিচলচিত্তে দেবতাদের উদ্দেশে এ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এ কামনা করছেন। হে বর্হিরূপ অগ্নি! তুমি তাঁদের পূজা দাও। ৫। হে দ্বারদেবীগণ! তোমরা আকাশের অত্যুন্নত স্থানকেও স্পর্শ কর, পৃথিবী-তলের সাথেও আশ্রয়যুক্ত হয়ে থাক। তোমরা বিশেষ প্রযত্নসহকারে সাভিলাষমনে রথ প্রস্তুত করে সে উজ্জ্বল রথ ধারণ কর। ৬। উৎকৃষ্ট শিল্পসহকারে বিরচিত এ যে যজ্ঞস্থান, এতে দ্যুলোকের দুহিতাস্বরূপ ঊষাদেবী, আর রাত্রিদেবী উপবেশন করুন। হে উষা ও রাত্রি! তোমরাও দেবতাদের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তাঁরাও তোমাদের

প্রতি প্রীতিযুক্ত, তোমাদের যে বৃহৎ সুন্দর ক্রোড়দেশ তাতে দেবতারা উপবেশন করুন। ৭। সোম প্রস্তুত করবার জন্য প্রস্তর সজ্জিত হয়েছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, বেদীর নিকটে সুন্দর সুন্দর স্থান রচনা করা হয়েছে। দুজন সুবিদ্বান ঋত্বিক দৈব হোতাদ্বয় সম্মুখে উপবেশন করেছেন, এ'রা এ যজ্ঞে হোমের দ্রব্য সমস্ত দেবোদ্দেশে নিবেদন করুন। ৮। হে বেদীত্রয়! (ইলা সরস্বতী ও মহী) এ উৎকৃষ্ট কুশময় আসন তোমাদের জন্য বিস্তারিত করা হয়েছে, উপবেশন কর। মনুর যজ্ঞের ন্যায় এ যজ্ঞে হোমের দ্রব্য উত্তমরূপে আয়োজন করা হয়েছে। ইড়াদেবীও ঘৃতপদী এরা গ্রহণ করুন। ৯। হে দেবত্বষ্টা! তুমি সুশ্রী মূর্তি প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি অঙ্গিরাদের সহায় হয়েছ, তুমি জান কোন দেবতার কোন ভাগ, তোমার উৎকৃষ্ট ধন আছে, তুমি সে ধন দান করে থাক। এক্ষণে দেবতাদের তাঁদের খাদ্য প্রদান কর। ১০। হে বনস্পতি অর্থাৎ বনতরু হতে নির্মিত যূপকাষ্ঠ! তুমি জান অতএব রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক দেবতাদের অন্ন বহন করে নিয়ে যাও। হোমের দ্রব্য সে বনস্পতি নিয়ে যান এবং নিজে আস্বাদ করুন। আমার যজ্ঞকে দ্যাবাপৃথিবী রক্ষা করুন। ১১। হে অগ্নি! যজ্ঞের জন্য বরুণকে নিয়ে এস, স্বর্গ হতে ইন্দ্রকে এবং আকাশ হতে মরুদগণকে নিয়ে এস, যজ্ঞভাগাধিকারিগণ সকলে কুশে উপবেশন করুন। অবিনাশী দেবগণ স্বাহা শব্দ শ্রবণপূর্বক আনন্দিত হোন।

৭১ সূক্ত ॥ ব্রহ্মজ্ঞান দেবতা। বৃহস্পতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎপ্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎপ্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ ॥ ১
সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি ॥ ২
যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভি সং নবন্তে ॥ ৩
উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বংবি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ ৪
উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।
অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাম্ ॥ ৫
যস্তিত্যাজ সচিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি নহি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থাম্ ॥ ৬
অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্ত সখায়ো মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে ॥ ৭
হ্রদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্‌ব্রাহ্মণাঃ সংযজন্তে সখায়ঃ।
অত্রাহ ত্বং বি জহুর্বেদ্যাভিরোহব্রহ্মাণো বি চরন্তু ত্বে ॥ ৮
ইমে যে নার্বাঙ্ ন পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ ॥ ৯
সর্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ।
কিল্বিষস্পৃৎ পিতুষণির্হ্যেষামরং হিতো ভবতি বাজিনায় ॥ ১০
ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তী শক্করীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উ ত্বঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্বপ্রথম বস্তুর নাম মাত্র করতে পারে,

তাই তাদের ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান। তাদের যা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তা বাগ্দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশ হয় (১)। ২। যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে সেরূপ বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করেছেন। সে ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হন। তাঁদের বচনরচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে। ৩। বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হন। ঋষিদের অন্তকরণ মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তা তাঁরা প্রাপ্ত হলেন। সে ভাষা আহরণপূর্বক তাঁরা নানাস্থানে বিস্তার করলেন। সপ্তছন্দ সে ভাষাতেই স্তব করে। ৪। কেউ কেউ কথা দেখেও কথার ভাবার্থ গ্রহণ করতে পারে না, কেউ শুনেও শুনে না। যেমন প্রেম পরিপূর্ণা সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী ভার্যা আপন স্বামীর নিকটে নিজ দেহ প্রকাশ করেন সেরূপ বাগ্দেবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন। ৫। পণ্ডিত সমাজে কোন কোন ব্যক্তির এ প্রতিষ্ঠা হয় যে সে উত্তম ভাবগ্রাহী, তাঁকে ছেড়ে কোন কার্য হয় না। কেউ বা পুষ্পফল বিহীন অর্থাৎ অসারবাক্য অভ্যাস করে, তার যে বাক্য তা যেন বাস্তবিক দুগ্ধপ্রদ গাভী নয়, কাল্পনিক মায়াময় গাভী মাত্র। ৬। বিদ্বান বন্ধুকে যে ত্যাগ করে, তার কথায় কোন ফল নেই। সে যা কিছু শুনে বৃথাই শুনে, সে সৎকর্মের পন্থা অবগত হতে পারে না। ৭। যাদের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হয়ে উঠলেন। যে হ্রদের জলে কেবল মুখা বা কক্ষ পর্যন্ত নিমগ্ন হয়, সে যেমন অগভীর, কেউ কেউ তেমনি অগভীর। কেউ কেউ বা স্নান করবার উপযুক্ত সুগভীর হ্রদের ন্যায় দৃষ্ট হয়ে থাকেন। ৮। যখন অনেক স্তোতা (২) একত্র হয়ে মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনা পূর্বক অবধারিত করতে প্রবৃত্ত হন তখন কোন কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না। কেউ কেউ স্তোত্রজ্ঞ (৩) বলে পরিচিত হয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। ৯। এ যে সকল ব্যক্তি যারা ইহকাল বা পরকাল কিছুই পর্যালোচনা করে না, যারা স্তুতি প্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না (৪), তারা পাপযুক্ত অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করে নির্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করবার উপযুক্ত হয় অথবা তন্তুবায়ের কার্য করবার উপযুক্ত হয়। ১০। যশ মিত্রের ন্যায় কার্য করে, এ সভাতে প্রাধান্য প্রদান করে সে যশ প্রাপ্ত হলে সকলেই আহ্লাদিত হয় কারণ যশের দ্বারা দুর্নাম দূর হয়, অন্নলাভ হয়, বল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা প্রকারে উপকৃত হওয়া যায়। ১১। একজন প্রচুর পরিমাণে ঋকসমূহ উচ্চারণ করে যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে সাহায্য করেন আর এক জন গায়ত্রীচ্ছন্দে সাম গান করেন। যিনি ব্রহ্মা নামক পুরোহিত, তিনি জাতবিদ্যা বিষয় ব্যাখ্যা করেন, অপর এক জন পুরোহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কার্যগুলি ক্রমশ সম্পন্ন করেন।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি অতিশয় জ্ঞাতব্য। এতে ভাষা, বাক্য ও অর্থের কথা সমালোচিত হয়েছে। ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ কি ভাবে শুরু হয় তারও ইংগিত আছে। ২। অর্থ 'ব্রহ্ম' বা স্তোত্র উচ্চারণকারী। ৩। অর্থ 'ব্রহ্ম' বা স্তোত্রবিশারদ। ৪। ঋকের মর্ম এ যে যারা ইহকাল ও পরকাল পর্যালোচনা করত ও স্তুতি অভ্যাস ও সোম যাগ করত, তারাই স্তোতা হত। যারা ঐ ধর্ম ক্রিয়া সাধনে অসমর্থ তারা কৃষক বা তন্তুবায় হত। সেকালে বুদ্ধি বা কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করত, জন্ম অনুসারে নয়।

৭২ সূক্ত ॥　দেবগণ দেবতা । বৃহস্পতি ঋষি । অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

দেবানাং নু বয়ং জানা প্র বোচাম বিপন্যয়া ।
উক্থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে ॥ ১
ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্মার ইবাধমৎ ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥ ২
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত ।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি ॥ ৩
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত ।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥ ৪
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ বা দুহিতা তব ।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫
যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত ।
অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরপায়ত ॥ ৬
যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত ।
অত্রা সমুদ্র আ গূঢ়্হমা সূর্যমজভর্তন ॥ ৭
অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেযে জাতাস্তন্বস্পরি ।
দেবাঁ উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্তাণ্ডমাস্যৎ ॥ ৮
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপ প্রৈৎপূর্ব্যং যুগম্ ।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্তাণ্ডমাভরৎ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ　১ । দেবতাদের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বলা হচ্ছে । ভবিষ্যতে যখন স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হবে তখনও দেবতারা যজ্ঞানুষ্ঠান দেখবেন । ২ । দেবতারা উৎপন্ন হবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেবকর্মকারের ন্যায় দেবতাদের নির্মাণ করলেন । অবিদ্যমান হতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হল । ৩ । দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে অবিদ্যমান হতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হল । পরে উত্তানপদ হতে দিক সকল জন্ম গ্রহণ করল (১) । ৪ । উত্তানপদ হতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হতে দিক সকল জন্মিল, অদিতি হতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হতে আবার অদিতি জন্মিলেন (২) । ৫ । হে দক্ষ ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা । তাঁর পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, এঁরা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী । ৬ । দেবতারা এ বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থেকে মহোৎসাহ প্রকাশ করতে লাগলেন । তাঁরা যেন নৃত্য করতে লাগলেন, সে হেতুতে প্রচুর ধূলির উদয় হল । ৭ । মেঘসমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করলেন, এ সমুদ্রতুল্য আকাশ মধ্যে সূর্য নিগূঢ় ছিলেন, দেবতারা সে সূর্যকে প্রকাশ করলেন । ৮ । অদিতির দেহ হতে আট পুত্র জন্মেছিলেন, তিনি তন্মধ্যে সাতটি নিয়ে দেবলোকে গেলেন কিন্তু মার্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করলেন (৩) । ৯ । পূর্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র নিয়ে গেলেন । আর মার্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করলেন (৪) ।

টীকা ঃ　১ । সায়ণ বলেন উত্তানপদ বলতে বৃক্ষ । ২ । অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ আবার অদিতির পুত্র । এ অদিতি কি পরে পৌরাণিক 'সতী' নামে খ্যাতা হলেন ? ৩ । অদিতির ৮ পুত্র সম্বন্ধে ১।১৪।৩ ঋকের টীকা দেখুন । ৪ । এ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন ।

৭৩ সূক্ত ।। মরুৎ দেবতা । গৌরিবীতি ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায় মন্দ্র ওজিষ্ঠো বহুলাভিমানঃ ।
অবর্ধন্নিন্দ্রং মরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধনিষ্ঠা ॥ ১
দ্রুহো নিষত্তা পৃশনী চিদেবৈঃ পুরু শংসেন বাবৃধুষ্ট ইন্দ্রম্ ।
অভীবৃতেব তা মহাপদেন ধ্বান্তাৎপ্রপিত্বাদুদরন্ত গর্ভাঃ ॥ ২
ঋষ্বা তে পাদা প্র যজ্জিগাস্যবর্ধন্বাজা উত যে চিদত্র ।
ত্বমিন্দ্র সালাবৃকান্ত্সহস্রমাসন্দধিষে অশ্বিনা ববৃত্যাঃ ॥ ৩
সমনা তূর্ণিরুপ যাসি যজ্ঞমা নাসত্যা সখ্যায় বক্ষি ।
বসাব্যামিন্দ্র ধারয়ঃ সহস্রাশ্বিনা শূর দদতুর্মঘানি ॥ ৪
মন্দমান ঋতাদধি প্রজায়ৈ সখিভিরিন্দ্র ইষিরেভিরর্থম্ ।
আভির্হি মায়া উপ দস্যুমাগান্মিহঃ প্র তম্রা অবপত্তমাংসি ॥ ৫
সনামানা চিদ্ধ্বসয়ো ন্যস্মা অবাহন্নিন্দ্র উষসো যথানঃ ।
ঋষ্বৈরগচ্ছঃ সখিভির্নিকামৈঃ সাকং প্রতিষ্ঠা হৃদ্যা জঘন্থ ॥ ৬
ত্বং জঘন্থ নমুচিং মখস্যুং দাসং কৃণ্বান ঋষয়ে বিমায়ম্ ।
ত্বং চকর্থ মনবে স্যোনান্পথো দেবত্রাঞ্জসেব যানান্ ॥ ৭
ত্বমেতানি পপ্রিষে বি নামেশান ইন্দ্র দধিষে গভস্তৌ ।
অনু ত্বা দেবাঃ শবসা মদন্ত্যুপরিবুধ্নান্বনিনশ্চকর্থ ॥ ৮
চক্রং যদস্যাপ্স্বা নিষত্তমুতো তদস্মৈ মধ্বিচ্চচ্ছদ্যাৎ ।
পৃথিব্যামতিষিতং যদূধঃ পয়ো গোষ্বদধা ওষধীষু ॥ ৯
অশ্বাদিয়ায়েতি যদ্বদন্ত্যোজসো জাতমুতো মন্য এনম্ ।
মন্যোরিয়ায় হর্ম্যেষু তস্থৌ যতঃ প্রজজ্ঞ ইন্দ্রো অস্য বেদ ॥ ১০
বয়ঃ সুপর্ণা উপ সেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ ।
অপ ধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্য স্মান্নিধয়েব বদ্ধান্ ১১

অনুবাদ ঃ ১। যখন ইন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতা বীর ইন্দ্রকে প্রসব করলেন তখন মরুৎগণ এ বলে ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করলেন যে তুমি বলপ্রকাশ ও যুদ্ধ করবার জন্য জন্মেছ, তুমি বীর উৎসাহযুক্ত তেজস্বী ও অত্যন্ত অভিমানী। ২। শত্রুসংহার-কারী মরুৎগণের সৈন্য ইন্দ্রকে রক্ষা করবার জন্য উপবেশন করলেন। তারা বিস্তর স্তবের দ্বারা ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করল, গাভীগণ যেমন বিশাল গোষ্ঠের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে সেরূপ গর্ভ অর্থাৎ বৃষ্টিবারি সকল বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্য হতে নির্গত হল। ৩। তুমি যে চরণে গমন কর, তা অতি মহৎ। তুমি যেখান দিয়ে গেলে সে স্থানে অন্নসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। হে ইন্দ্র! তুমি এক সহস্র বৃককে মুখে ধারণ করতে পার, অশ্বিদ্বয়কে ফিরাতে পার। ৪। তোমার যুদ্ধে যাবার ত্বরা থাকলেও যজ্ঞে গমন কর। অশ্বিদ্বয়ের সাথে বন্ধুত্ব ধারণ কর। হে ইন্দ্র! প্রচুর পরিমাণ ধন এনে দাও। হে বীর অশ্বিদ্বয়! ধনসমূহ দান করুন। ৫। যজ্ঞ উপলক্ষে আহ্লাদিত হয়ে ইন্দ্র নিজ মিত্র গতিশীল মরুৎগণের সাথে যজমানকে অর্থ দেন। তিনি যজমানের জন্য দস্যুর ছল ও কপটতা সমস্ত ধ্বংস করলেন। তিনি বৃষ্টিবারি সেক করলেন, ক্লেশকর অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করলেন। ৬। শত্রুগণ এঁর নিকট তুল্য নামধারী অর্থাৎ ইনি সকলকেই ধ্বংস করেন। উষার শকট যেরূপ ধ্বংস করেছিলেন সেরূপ ইন্দ্র শত্রু ধ্বংস করেন। উৎসাহযুক্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত বন্ধুস্বরূপ মরুৎগণের সাথে ইনি বিপক্ষের উত্তম উত্তম আবাস স্থান ধ্বংস করলেন। ৭। যজ্ঞানুষ্ঠানোদ্যত নমুচিকে তুমি বধ করেছ। দাসজাতীয়কে ঋষির নিকট

নিস্তেজ করে দিয়েছ। তুমি মনুকে সুবিস্তীর্ণ পথ সকল প্রস্তুত করে দিয়েছ, সেগুলি দেবলোকে যাবার অতি সরল পথ হয়েছে (১)। ৮। তুমি এ বিশ্বজগৎ তেজে পরিপূর্ণ কর। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, হস্তে বজ্র ধারণ কর। দেবতারা তোমার পশ্চাৎ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হন তুমি মেঘদের অধোমুখ করে দাও, অর্থাৎ জল ঢেলে দেওয়াও। ৯। জলের মধ্যে এ'র যে চক্র সংস্থাপিত আছে সে চক্র যেন এ'র জন্য মধু ছেদন করে দেয়। হে ইন্দ্র! তুমি তৃণলতাদির মধ্যে যে দুগ্ধ সংস্থাপন করেছ তা গাভীদের আপীন হতে অত্যন্ত শুভ্র মূর্তিতে নির্গত হয়। ১০। কেউ কেউ বলেন ইন্দ্রের উৎপত্তি অশ্ব হতে। কিন্তু আমি জ্ঞান করি তাঁর উৎপত্তি তেজ হতে। ইনি ক্রোধ হতে উৎপন্ন হয়ে শত্রুর অট্টালিকার উপর দাঁড়িয়েছেন। ইন্দ্র কোথা হতে জন্মেছেন তা তিনিই জানেন। ১১। সুন্দর পক্ষধারী কতকগুলি পক্ষী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হল অর্থাৎ যজ্ঞাভিলাষী কতকগুলি ঋষিই সে পক্ষী, ইন্দ্রের নিকট তাদের প্রার্থনা ছিল। তাঁরা প্রার্থনা করলেন, হে ইন্দ্র! অন্ধকার দূর কর, চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর, আমরা যেন পাশবদ্ধ আছি, আমাদের মোচন করে দাও।

টীকা ঃ ১। এ ঋকে দাসজাতিদের উল্লেখ আছে এবং মনুষ্যের দেবত্ব লাভের উল্লেখ আছে।

৭৪ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বসূনাং বা চর্কৃষ ইয়ক্ষন্ধিয়া বা যজ্ঞৈর্বা রোদস্যোঃ।
অর্বন্তো বা যে রয়িমন্তঃ সাতৌ বনুং বা যে সুশ্রুণং সুশ্রুতো ধুঃ ॥ ১
হব এষামসুরো নক্ষত দ্যাং শ্রবস্যতা মনসা নিংসত ক্ষাম্।
চক্ষাণা যত্র সুবিতায় দেবা দ্যৌর্ন বারেভিঃ কৃণবন্ত স্বৈঃ ॥ ২
ইয়মেষামমৃতানাং গীঃ সর্বতাতা যে কৃপণন্ত রত্নম্।
ধিয়ং চ যজ্ঞং চ সাধন্তস্তে নো ধান্তু বসব্য মসামি ॥ ৩
আ তত্ত ইন্দ্রায়বঃ পনন্তাভি য ঊর্বং গোমন্তং তিতৃৎসান্।
সকৃৎস্ব যে পুরুপুত্রাং মহীং সহস্রধারাং বৃহতীং দুদুক্ষন্ ॥ ৪
শচীব ইন্দ্রমবসে কৃণুধ্বমনানতং দময়ন্তং পৃতন্যূন্।
ঋভুক্ষণং মঘবানং সুবৃক্তিং ভর্তা যো বজ্রং নর্যং পুরুক্ষুঃ ॥ ৫
যদ্বাবান পুরুতমং পুরাষালা বৃত্রহেন্দ্রো নামান্যপ্রাঃ।
অচেতি প্রাসহস্পতিস্তুবিষ্মানযদীমুশ্মসি কর্তবে করত্তৎ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র বুঝি ধন দান করবার জন্য স্থানান্তরে আকৃষ্ট হয়েছেন? বুঝি বা দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে স্তবের দ্বারা, কি যজ্ঞের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে স্থানান্তরে গিয়েছেন? অথবা যুদ্ধে ধন উপার্জন করে, এরূপ ঘোটকেরা তাঁকে আকর্ষণ করেছে? অথবা যে সকল যশস্বী ব্যক্তি আশ্চর্যরূপ শত্রু সংহার করছে, তারাই বা ইন্দ্রকে আকর্ষণ করেছেন? ২। এ'দের প্রবল নিমন্ত্রণধ্বনি আকাশপূর্ণ করল, দেবতাদের চালিত করে দিল, তাঁরা যজ্ঞভাগলোলুপ চিত্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। তথায় তাঁরা যজ্ঞভাগের জন্য চতুর্দিকে দেখছেন। আকাশ হতে যেমন বৃষ্টি হয়, তেমনি তাঁরা নিজ নিজ ধন বর্ষণ করতে উদ্যত। ৩। অবিনাশী দেবতাদির জন্য এ স্তুতি উচ্চারণ করলাম। তাঁরা যজ্ঞে উত্তর উত্তম নানা বস্তু বিতরণ করেন। তাঁরা আমাদের স্তব ও যজ্ঞ সফল করুন এবং নিরুপম ধনরাশি ধরে দিন। ৪। হে ইন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি বহুপরিমাণ

গোধন বিপক্ষের নিকট কেড়ে নিতে চায়, তারা তোমাকেই স্তব করে। এ যে প্রকাণ্ড পৃথিবী, ইনি একবার মাত্র প্রসব হন, কিন্তু অনেক সন্তান প্রসব করেন, অর্থাৎ প্রচুর শস্যাদি এককালে উৎপন্ন করেন। ইনি সহস্র ধারায় সম্পত্তিস্বরূপ দুগ্ধদান করেন, যাঁরা এ পৃথিবীস্বরূপ গাভীকে দোহন করতে চান, তাঁরা ইন্দ্রকেই স্তব করেন। ৫। হে কর্মনিষ্ঠ পুরোহিতগণ! যে ইন্দ্র কারও নিকট নত হন না, যিনি বিপক্ষ যোদ্ধাদের দমন করেন, যিনি মহান ও ধনশালী, যাঁকে স্তব করলে শুভ হয়, যিনি মনুষ্যের হিতার্থে বজ্র ধারণপূর্বক বিবিধ শব্দ করেন, তাঁর শরণাগত হও। ৬। শত্রুপুরী ধ্বংসকারী ইন্দ্র যখন অতি বিপুল শত্রুকে সংহার করলেন, তখন তিনি বৃত্রের নিধনকারী হয়ে পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ করলেন, তখন সকলে তাঁকে জানল যে, তিনি অতি বলবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভু। এঁকে যা করতে প্রার্থনা করবে, ইনি তাই করবেন।

৭৫ সূক্ত ।। নদী দেবতা। সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি। জগতী ছন্দ।

প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ।
প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ প্র সৃত্বরীণামতি সিন্ধুরোজসা ॥ ১
প্র তেঽরদদ্বরুণো যাতবে পথঃ সিন্ধো যদ্বাজাঁ অভ্যদ্রবস্ত্বম্।
ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা যদেষামগ্রং জগতামিরজ্যসি ॥ ২
দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপর্যনন্তং শুষ্মমুদিয়র্তি ভানুনা।
অভ্রাদিব প্র স্তনয়ন্তি বৃষ্টয়ঃ সিন্ধুর্যদেতি বৃষভো ন রোরুবৎ ॥ ৩
অভি ত্বা সিন্ধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনবঃ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥ ৪
ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচেতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া ॥ ৫
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।
ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহত্ন্বা সরথং যাভিরীয়সে ॥ ৬
ঋজীত্যেনী রুশতি মহিত্বা পরি জ্রয়াংসি ভরতে রজাংসি।
অদব্ধা সিন্ধুরপসামপস্তমাশ্বা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা ॥ ৭
স্বশ্বা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্ময়ী সুকৃতো বাজিনীবতী।
ঊর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধম্ ॥ ৮
সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদস্মিন্নাজৌ।
মহান্ হ্যস্য মহিমা পনস্যতেঽদব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্শিনঃ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে জলগণ! যজমানের গৃহে কবি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করছেন। তারা সাত সাত করে তিন শ্রেণীতে চলল, সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ। ২। হে সিন্ধু নদি! যখন তুমি অন্নশালী অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ লক্ষ্য করে ধাবিত হলে তখন বরুণদেব তোমার যাবার নানা পথ কেটে দিলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়ে গমন কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ কর। ৩। পৃথিবী হতে সিন্ধুর শব্দ উঠে আকাশ পর্যন্ত আচ্ছাদন করছে। মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্তিতে ইনি চলেছেন। এঁরা শব্দ প্রবল করলে জ্ঞান হয়, যেন মেঘ হতে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়ছে। সিন্ধু আসছেন, যেন বৃষ গর্জ্জন করতে করতে আসছেন। ৪। হে সিন্ধু! যেমন শিশু বৎসের নিকট তাদের জননী গাভীর দুগ্ধ নিয়ে যায় সেরূপ আর আর নদী শব্দ করতে করতে জল

নিয়ে তোমার চতুর্দিকে আসছে। যেমন যুদ্ধ করবার সময় রাজা সৈন্য নিয়ে যায় সেরূপ তোমার সহগামিনী এ দুটি নদী শ্রেণীকে নিয়ে তুমি অগ্রে অগ্রে চলছ। ৫। হে গঙ্গা! হে যমুনা সরস্বতি শতদ্রু ও পরুষ্ণি! আমার এ স্তবগুলি তোমরা ভাগ করে নাও। হে অসিক্নী-সঙ্গত মরুদবৃধা নদি! হে বিতস্তা ও সুষোমা সঙ্গত আর্জীকীয়া নদি! তোমরা শোন (১)। ৬। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চললে। পরে সুসর্তু ও রসা ও শ্বেতীর সাথে মিললে। তুমি ক্রমু ও গোমতীকে, কুভা ও মেহৎনুর সাথে মিলিত করলে। এ সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে গিয়ে থাক (২)। ৭। এ দুর্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে যাচ্ছে, তাঁর বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, তিনি অতি মহৎ, তাঁর জল সকল মহাবেগে গিয়ে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করছে। যত গতিশালী আছে, এঁর তুল্য গতিশালী কেউ নেই। ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত, ইনি স্থূলকায়া রমণীর ন্যায় সৌষ্ঠবদর্শনা। ৮। সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী, এঁর উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি উত্তমরূপে সজ্জিত হয়েছেন। এঁর বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, এঁর তীরে সীলমা খড় আছে। ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত। ৯। সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করেছিলেন, তা দ্বারা এ যজ্ঞে অন্ন এনে দিয়েছেন। এর মহিমা অতি মহৎ বলে স্তব করে। ইনি দুর্ধর্ষ, আপনার যশে যশস্বী এবং মহৎ।

টীকা: ১। "Satadru (Sutlej)". "Parushni (Iravati, Ravi)". Asikni, which means black". "It is the modern Chinab". "Marudvridha, a general name for river. According to Roth the combined course of the Akesines and Hydaspes". "Vitasta, the last of the rivers of the Punjab, changed in Greek into Hydaspes". "It is the modern Behat or Jilam". "According to Yaska the Arjikiya is the Vipas". "Its modern name is Bias or Bejah". "According to Yaska the Sushoma is the Indus." Max Muller's India, what can it teach us. ২। ৫ ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্বদিকের অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ৬ ঋকে পশ্চিম দিগের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। আমরা এখানে মক্ষমূলর কৃত ৬ ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করছি: "First thou goest united with the Trishtama on this journey, with the Susartu, the Rasa (Ramha Araxes ?), and the Sveti,—O Sindhu, with the Kubha (Kophen, Cabul river) to the Gomoti (Gomal), with the Mehatnu to the Krumu (Kurum)—with whom thou proceedest together."

৭৬ সূক্ত ॥ সোমনিষ্পীড়ন উপযোগী প্রস্তর দেবতা। জরৎকর্ণ ঋষি। জগতী ছন্দ।

আ ব ঋঞ্জস ঊর্জাং ব্যুষ্টিষিন্দ্রং মরুতো রোদসী অনক্তন।
উভে যথা নো অহনী সচাভুবা সদঃসদো বরিবস্যাত উদ্ভিদা ॥ ১
তদু শ্রেষ্ঠং সবনং সুনোতনাত্যো ন হস্তয়তো অদ্রিঃ সোতরি।
বিদদ্ধ্যর্যো অভিভূতি পৌংস্যং মহো রায়ে চিত্তরুতে যদর্বতঃ ॥ ২
তদিদ্ধ্যস্য সবনং বিরেরপো যথা পুরা মনবে গাতুমশ্রেৎ।
গোঅর্ণসি ত্বাষ্ট্রে অশ্বনির্ণিজি প্রেমধ্বরেষ্বধ্বরাঁ অশিশ্রয়ুঃ ॥ ৩
অপ হত রক্ষসো ভঙ্গুরাবতঃ স্কভায়ত নিঋতিং সেধতামতিম্।
আ নো রয়িং সর্ববীরং সুনোতন দেবাব্যং ভরত শ্লোকমদ্রয়ঃ ॥ ৪

দিবশ্চিদা বোঽমবত্তরেভ্যো বিভ্বনা চিদাশ্বপস্তরেভ্যঃ।
বায়োশ্চিদা সোমরভস্তরেভ্যোঽগ্নেশ্চিদর্চ পিতুকৃত্তরেভ্যঃ ॥ ৫
ভুরন্তু নো যশসঃ সোত্বন্ধসো গ্রাবাণো বাচা দিবিতা দিবিত্মতা।
নরো যত্র দুহতে কাম্যং মধ্বাঘোষয়ন্তো অভিতো মিথস্তুরঃ ॥ ৬
সুন্বন্তি সোমং রথিরাসো অদ্রয়ো নিরস্য রসং গবিষো দুহন্তি তে।
দুহন্ত্যূধরুপসেচনায় কং নরো হব্যা ন মর্জয়ন্ত আসভিঃ ॥ ৭
এতে নরঃ স্বপসো অভূতন য ইন্দ্রায় সুনুথ সোমমদ্রয়ঃ।
বামং বামং বো দিব্যায় ধাম্নে বসুবসু বঃ পার্থিবায় সুন্বতে ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রস্তরগণ! প্রভাত হলেই তোমাদের সজ্জিত করি। তোমরা সোম দিয়ে ইন্দ্র ও মরুৎ ও দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করেছ। সে দুই দ্যাবা-পৃথিবী যেন একত্র হয়ে আমাদের প্রত্যেক গৃহে সেবা গ্রহণপূর্বক গৃহ ধনে পূর্ণ করেন। ২। নিষ্পীড়নকর্তা যখন প্রস্তরকে হস্তে ধারণ করল তখন সে যেন হস্তগৃহীত ঘোটকের ন্যায় হল এবং চমৎকার সোম প্রস্তুত করল। প্রস্তর যিনি প্রয়োগ করেন, তিনি শত্রুজয়োপযোগী পুরস্কার লাভ করেন। এ প্রস্তর ঘোটক দান করে, তাতে প্রচুর ধন লাভ হয়। ৩। যেমন পূর্বকালে মনুর যজ্ঞে সোমরস এসেছিল, সেরূপ এ প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত সোম জলে প্রবেশ করুন। গাভীদের জলে স্নান করাবার সময়ে এবং গৃহ নির্মাণ কার্যে এবং ঘোটকদের স্নান করাবার সময় যজ্ঞকালে এ অবিনাশী সোমরসদের আশ্রয় লওয়া যায়। ৪। হে প্রস্তরগণ! কর্মবিঘ্নকারী রাক্ষসাদিকে নষ্ট কর, নির্ঋতিকে রুদ্ধ কর, দুর্মতি দূর কর, আমাদের ধন ও জন সম্পাদন করে দাও। দেবতাদের প্রীতিকর শ্লোকের স্ফূর্তি করে দাও। ৫। যাঁরা আকাশের অপেক্ষাও অধিক তেজোযুক্ত, যাঁরা বিভ্বা অপেক্ষাও অধিক শীঘ্র কর্মকারী, যাঁরা বায়ু অপেক্ষাও সোম প্রস্তুত করতে অধিক পটু এবং যাঁরা অগ্নি অপেক্ষাও অধিক অন্নদাতা, সে প্রস্তরদের পূজা কর। ৬। এ সকল প্রস্তর উজ্জ্বল বাক্যদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়েছে, এ যশস্বী প্রস্তর অন্নস্বরূপ সোমের রস প্রস্তুত করুক। এদের সাহায্যে কর্মাধ্যক্ষগণ কোলাহল করতে করতে এবং পরস্পরকে ত্বরা দিতে দিতে অতি চমৎকার মধু প্রস্তুত করেন। ৭। এ সকল প্রস্তর চালিত হয়ে সোম প্রস্তুত করছে, সোম দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হবেন বলে তাঁর সমস্ত রস এরা দোহন করছে। কর্মাধ্যক্ষগণ গাভীর আপীন হতে দুগ্ধ দোহন করছেন। সোমে সেচন করবেন এই অভিপ্রায়। এ হোম করতে হবে অতএব এখন মুখে অর্পণ করছেন না। ৮। হে কর্মাধ্যক্ষগণ! হে প্রস্তরগণ! তোমরা ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করছ, উত্তমরূপে এ কার্য সম্পন্ন কর। দিব্যলোকের জন্য তোমাদের চমৎকার সম্পত্তি উপস্থিত কর, আর পৃথিবীস্থিত সোমযাগকারী ব্যক্তির জন্য উত্তম ধন নিয়ে এস।

৭৭ সূক্ত ॥ মরুৎ দেবতা। স্যূম রশ্মি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

অভ্রপ্রুষো ন বাচা প্রুষা বসু হবিষ্মন্তো ন যজ্ঞা বিজানুষঃ।
সুমারুতং ন ব্রহ্মাণমর্হসে গণমস্তোষ্যেষাং ন শোভসে ॥ ১
শ্রিয়ে মর্যাসো অঞ্জীঁরকৃণ্বত সুমারুতং ন পূর্বীরতি ক্ষপঃ।
দিবস্পুত্রাস এতা ন যেতির আদিত্যাসস্তে অক্রা ন বাবৃধুঃ ॥ ২
প্র যে দিবঃ পৃথিব্যা ন বর্হণা ত্মনা রিরিচ্রে অভ্রান্ন সূর্যঃ।
পাজস্বন্তো ন বীরাঃ পনস্যবো রিশাদসো ন মর্যা অভিদ্যবঃ ॥ ৩

যুষ্মাকং বুধ্নে অপাং ন যামনি বিথুর্যতি ন মহী শ্রথর্যতি।
বিশ্বপ্সুর্যজ্ঞো অর্বাগয়ং সু বঃ প্রয়স্বন্তো ন সত্রাচ আ গত ॥ ৪
যূয়ং ধূর্ষু প্রযুজো ন রশ্মিভির্জ্যোতিষ্মন্তো ন ভাসা ব্যুষ্টিষু।
শ্যেনাসো ন স্বযশসো রিশাদসঃ প্রবাসো ন প্রসিতাসঃ পরিপ্রুষঃ ॥ ৫
প্র যদ্বহধ্বে মরুতঃ পরাকাদ্যূয়ং মহঃ সম্বরণস্য বস্বঃ।
বিদানাসো বসবো রাধ্যস্যারাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতর্যুযোত ॥ ৬
য উদৃচি যজ্ঞে অধ্বরেষ্ঠা মরুদ্ভ্যো ন মানুষো দদাশৎ।
রেবৎস বয়ো দধতে সুবীরং স দেবানামপি গোপীথে অস্তু ॥ ৭
তে হি যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াস ঊমা আদিত্যেন নাম্না শম্ভবিষ্ঠাঃ।
তে নোঽবন্তু রথতূর্মনীষাং মহশ্চ যামন্নধ্বরে চকানাঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। মরুৎগণ স্তবে তুষ্ট হয়ে মেঘনির্গত বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় ধন বর্ষণ করছেন। প্রচুর হোম দ্রব্যযুক্ত যজ্ঞের ন্যায়, এরা উৎপত্তির কারণস্বরূপ হন। মরুৎদেবতাদের এ বৃহৎগণকে আমি পূজা বা স্তব করি নি, শোভার জন্যও আমার স্তব করা হয় নি। ২। এ মরুৎগণ পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, পুণ্যদ্বারা দেবতা হয়েছেন, এরা শরীর শোভার্থে অলঙ্কার ধারণ করেন। বিস্তর সৈন্য একত্র হয়েও মরুৎগণকে অতিক্রম করতে পারে না। আমরা এখনও স্তব করি নি বলে এ সকল দ্যুলোকের পুত্রগণ অর্থাৎ মরুৎগণ এখনও দেখা দেন নি, মহাবল পরাক্রান্ত এ সকল অদিতি সন্তানগণ এখনও বৃদ্ধিযুক্ত হন নি। ৩। এ সকল মরুৎ আপনা হতেই স্বর্গের ও পৃথিবীর উপযুক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। সূর্য যেমন মেঘ হতে বার হন, সেরূপ এঁরা বার হন। এঁরা বীরপুরুষের ন্যায় বলবান, এঁরা স্তব কামনা করেন, বিপক্ষদের দূর করে এরূপ মনুষ্যের দীপ্তিসম্পন্ন। ৪। হে মরুৎগণ! যখন তোমরা পরস্পর প্রতিঘাত কর এবং বৃষ্টিপাত হতে থাকে তখন পৃথিবী তাতে কাতর হন না, দুর্বলও হন না। এ নানাবিধ যজ্ঞীয় সামগ্রী তোমাদের নিমিত্ত উত্তমরূপে দেওয়া হয়েছে, তোমরা অন্নসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ন্যায় একত্র হয়ে এস। ৫। রজ্জুদ্বারা রথে যোজিত ঘোটকের ন্যায় তোমরা দ্রুতগামী, প্রভাতকালের আলোকে যেন তোমরা আলোকযুক্ত হয়েছ, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তোমরা বিপক্ষ দূর কর এবং নিজের কীর্তি নিজে উপার্জন কর, প্রবাসে গমনকারী ব্যক্তিদের ন্যায় তোমরা চতুর্দিকে গমনপূর্বক বারি সেচন করে থাক। ৬। হে মরুৎগণ! তোমরা অতি দূর দেশ হতে প্রচুর পরিমাণ গুপ্তধন বহন করে এনে থাক। চমৎকার সম্পত্তি লাভ করে তোমরা দ্বেষকারীদের গোপনে দূর করে দিয়ে থাক। ৭। যে মনুষ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে যজ্ঞ সমাপন হলে মরুৎগণকে দান করেন, তাঁর অন্ন ও সম্পত্তি ও পুত্রাদি লাভ হয়, তিনি দেবতাদের সঙ্গে একত্রে সোম পান করেন। ৮। সে মরুৎগণ যজ্ঞভাগে অধিকারী, যজ্ঞের সময় রক্ষা করেন, অদিতি আকাশের জলদ্বারা সুখ বিতরণ করেন। তাঁরা ত্বরিত রথে এসে আমাদের বুদ্ধিকে রক্ষা করুন, তাঁরা যজ্ঞে গিয়ে প্রচুর যজ্ঞ সামগ্রী অভিলাষ করুন।

৭৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

বিপ্রাসো ন মন্মভিঃ স্বাধ্যো দেবাব্যো ন যজ্ঞৈঃ স্বপ্নসঃ।
রাজানো ন চিত্রাঃ সুসন্দৃশঃ ক্ষিতীনাং ন মর্যা অরেপসঃ ॥ ১
অগ্নির্ন যে ভ্রাজসা রুক্মবক্ষসো বাতাসো ন স্বযুজঃ সদ্য ঊতয়ঃ।
প্রজ্ঞাতারো ন জ্যেষ্ঠাঃ সুনীতয়ঃ সুশর্মাণো ন সোমা ঋতং যতে ॥ ২

বাতাসো ন যে ধুনয়ো জিগত্নবোঽগ্নীনাং ন জিহ্বা বিরোকিণঃ।
বর্মণ্বন্তো ন যোধাঃ শিমীবন্তঃ পিতৄণাং ন শংসাঃ সুরাতয়ঃ ॥ ৩
রথানাং ন যেরাঃ সনাভয়ো জিগীবাংসো ন শূরা অভিদ্যবঃ।
বরেয়বো ন মর্যা ঘৃতপ্রুষোঽভিস্বর্তারো অর্কং ন সুষ্টুভঃ ॥ ৪
অশ্বাসো ন যে জ্যেষ্ঠাস আশবো দিধিষবো ন রথ্যঃ সুদানবঃ।
আপো ন নিম্নৈরুদভির্জিগত্নবো বিশ্বরূপা অঙ্গিরাসো ন সামভিঃ ॥ ৫
গ্রাবাণো ন সূরয়ঃ সিন্ধুমাতর আদর্দিরাসো অদ্রয়ো ন বিশ্বহা।
শিশূলা ন ক্রীলয়ঃ সুমাতরো মহাগ্রামো ন যামন্নুত ত্বিষা ॥ ৬
উষসাং ন কেতবোঽধ্বরশ্রিয়ঃ শুভংযবো নাঞ্জিভির্ব্যশ্বিতন্।
সিন্ধবো ন যয়িয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ পরাবতো ন যোজনানি মমিরে ॥
সুভাগান্নো দেবাঃ কৃণুতা সুরত্নানস্মান্ স্তোতৄন্মরুতো বাবৃধানাঃ।
অধি স্তোত্রস্য সখ্যস্য গাত সনাদ্ধি বো রত্নধেয়ানি সন্তি ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। মরুৎগণ স্তোতাদের মত উত্তম উত্তম স্তবের ধ্যান করতে পারেন, যাঁরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের পরিতৃপ্ত করে, সে যজমানদের ন্যায় উত্তম কার্য করেন, রাজাদের ন্যায় তাঁরা সুশ্রী ও চিত্রবিচিত্র মূর্তি ধারণ করেন. গৃহস্বামিদের ন্যায় তাঁরা নিষ্পাপ। ২। অগ্নির ন্যায় তাঁদের দীপ্তি, তাঁদের বক্ষস্থলে যেন স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাচ্ছে, তাঁরা বায়ুর ন্যায় নিজে সজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ গমন করেন, তাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় প্রধান হন এবং উত্তম নেতার কার্য করেন, তাঁরা সোমরসের ন্যায় সুন্দর সুখ বিধান করেন এবং যজ্ঞে গমন করেন। ৩। তাঁরা বায়ুর ন্যায় যেতে যেতে কম্পিত করে যান, অগ্নি জিহ্বার ন্যায় চাকচিক্যময় হন. কবচধারী যোদ্ধাদের ন্যায় বীরত্ব করেন, পিতৃলোকদের স্তবের ন্যায় সুফল দান করেন। ৪। তাঁরা রথচক্রের অরসমূহের ন্যায় এক নাভি, অর্থাৎ এক আশ্রয় ধরে আছেন, বিজয়ী বীরের ন্যায় দীপ্তিশালী, দান করতে উদ্যত মনুষ্যদের ন্যায় জলবিন্দু সেক করেন, স্তুতিবাক্য উচ্চারণকারীদের ন্যায় সুন্দর শব্দ করেন। ৫। তাঁরা ঘোটকদের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী। রথারূঢ় ধনস্বামিদের ন্যায় উত্তম দান করেন। তাঁরা নদীর ন্যায় নিম্ন দিকে জল নিয়ে যান, অঙ্গিরাদের ন্যায় যেন সাম গান করেন, তাঁদের মূর্তি নানাবিধ। ৬। জল প্রেরণকারী মেঘের ন্যায় তাঁরা নদী নির্মাণ করেন। বিদীর্ণকারী অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় সকলি তাঁরা ধ্বংস করেন। বৎসল মাতার শিশুদের ন্যায় তাঁরা ক্রীড়া করেন। বহুলোকসমূহের ন্যায় তাঁরা দীপ্তিসহকারে গমন করেন। ৭। প্রভাতের কিরণের ন্যায় তাঁরা যজ্ঞ আশ্রয় করেন, বিবাহার্থে বরের ন্যায় তাঁরা অলঙ্কার ধারণপূর্বক শোভাযুক্ত হন (১), নদীর ন্যায় তাঁরা ক্রমাগত চলেছেন, তাঁদের অস্ত্র শস্ত্র চাকচিক্য প্রকাশ করছে, দূরে পথের পথিকের ন্যায় তাঁরা বহুযোজন পথ অতিক্রম করেন। ৮। হে মরুৎদেবতাগণ! আমরা স্তবের দ্বারা তোমাদের সংবর্ধনা করছি, আমাদের উৎকৃষ্ট ভাগ দাও, উৎকৃষ্ট রত্ন দাও, স্তবের অনুরোধে বন্ধুত্ব কর। চিরকালই তোমরা রত্ন বিতরণ করে থাক।

টীকা ঃ ১। সেকালে বিবাহে সাজ-সজ্জা ছাড়াও বরেরাও অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করত।

৭৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। সপ্তি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অপশ্যমস্য মহতো মহিত্বমমর্ত্যস্য মর্ত্যাসু বিক্ষু।
নানা হনূ বিভৃতে সং ভরেতে অসিন্বতী বপ্সতী ভূর্যত্তঃ ॥ ১

গুহা শিরো নিহিতমৃধগক্ষী অসিন্বন্নত্তি জিহ্বয়া বনানি।
অত্রান্যস্মৈ পড়্‌ভিঃ সং ভরন্ত্যুত্তানহস্তা নমসাধি বিক্ষু ॥ ২
প্র মাতুঃ প্রতরং গুহ্যমিচ্ছন্ কুমারো ন বীরুধঃ সর্পদুর্বীঃ।
সসং ন পক্বমবিদচ্ছুচন্তং রিরিহ্বাংসং রিপ উপস্থে অন্তঃ ॥ ৩
তদ্বামৃতং রোদসী প্র ব্রবীমি জায়মানো মাতরা গর্ভো অত্তি।
নাহং দেবস্য মর্ত্যশ্চিকেতাগ্নিরঙ্গ বিচেতাঃ স প্রচেতাঃ ॥ ৪
যো অস্মা অন্নং তৃষ্বা দধাত্যাজ্যৈর্ঘৃতৈর্জুহোতি পুষ্যতি।
তস্মৈ সহস্রমক্ষভির্বি চক্ষেঽগ্নে বিশ্বতঃ প্রত্যঙ্ঙসি ত্বম্ ॥ ৫
কিং দেবেষু ত্যজ এনশ্চকর্থাগ্নে পৃচ্ছামি নু ত্বামবিদ্বান্।
অক্রীলন্ ক্রীলন্ হরিরত্তবেঽদন্বি পর্বশশ্চকর্ত গামিবাসিঃ ॥ ৬
বিষূচো অশ্বান্যুযুজে বনেজা ঋজীতিভী রশনাভির্গৃভীতান্।
চক্ষদে মিত্রো বসুভিঃ সুজাতঃ সমানৃধে পর্বভির্বাবৃধানঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। এ অগ্নি অমর, মরণ ধর্মাক্রান্ত মনুষ্যদের মধ্যে এঁর মহত্ত্ব দেখছি। এর হনু দুটি নানামূর্ত্তি ও পরিপূর্ণাকৃতি। এরা পরিপূর্ণ হচ্ছে এবং চর্বণ না করে বিস্তর বস্তু আহার করছে। ২। এঁর মস্তক নিভৃতস্থানে আছে, দু চক্ষুও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ইনি চর্বণ না করে কেবল জিহ্বাদ্বারা কাষ্ঠসমূহ ভোজন করছেন, মনুষ্যদের মধ্যে অনেকগুলি লোক হস্ত উন্নত করে নমোবাক্য বলতে বলতে এর নিকট এসে আহার যোগাচ্ছে। ৩। এ অগ্নিরূপী বালক আপনার মাতা পৃথিবীর উপর অগ্রসর হয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লতাগুলি গ্রাস করতে যান, তাদের অপ্রকাশ মূল পর্যন্ত ভক্ষণ করে। পৃথিবীর উপর যে গগনস্পর্শী বৃক্ষ আছে, তাকে ইনি পক্ক অন্নের ন্যায় গ্রহণ করলেন, তাঁর জিহ্বাস্পর্শে বৃক্ষ প্রজ্বলিত হল। ৪। হে দ্যাবাপৃথিবি! আমি তোমাদের এ কথা সত্য বলছি, এ বালক জাতমাত্র আপনার দু মাতাকে গ্রাস করে অর্থাৎ অরণিদ্বয় হতে জন্মে তাদেরই দগ্ধ করে। আমি মনুষ্য, অগ্নি দেবতা, এঁর বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, তিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কি জ্ঞানহীন, তা আমি জানি না। ৫। যে ব্যক্তি এ অগ্নিকে শীঘ্র শীঘ্র অন্নদান করে, গব্যঘৃত ও অন্যান্য ঘৃত হোম করে, এঁর পুষ্টি সাধন করে, অগ্নি সহস্র চক্ষে তার উপর দৃষ্টি রাখেন। হে অগ্নি! তুমি তার প্রতি সর্বপ্রকারে অনুকূল থাক। ৬। হে অগ্নি! তুমি কি দেবতাদের মধ্যে কোন অপরাধ পেয়ে ক্রোধ ধারণ করেছ? আমি জানি না, এ জন্য তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করছি? যেমন খড়্গাদ্বারা কোন গাভীকে খণ্ড খণ্ড করে ছেদন করে সেরূপ তুমি ক্রীড়া কর আর না কর, তুমি উজ্জ্বল হয়ে তোমার আহারীয়দ্রব্য ভোজনকালে পর্বে পর্বে তা কর্তন কর (১)। ৭। এ অগ্নি বনে জন্মে এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছেন যেন সরল রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক দ্রুতগামী কতকগুলি ঘোটক রথে যোজনা করেছেন, এ বন্ধু কাষ্ঠস্বরূপ ধন পেয়ে বৃহৎ হয়ে উঠেছেন এবং সকলি চূর্ণ করছেন, ইনি বৃক্ষ গ্রাস করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিপুলমূর্তি হয়েছেন।

টীকা ঃ ১। খাদ্যের জন্য গাভী পর্বে পর্বে কাটা হত তা এ ঋক হতে অনুমিত হয়।

৮০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বৈশ্বানর অগ্নি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নিঃ সপ্তিং বাজম্ভরং দদাত্যগ্নির্বীরং শ্রুত্যং কর্মনিষ্ঠাম্।
অগ্নী রোদসী বি চরৎসমঞ্জন্নগ্নির্নারীং বীরকুক্ষিং পুরন্ধিম্ ॥ ১
অগ্নেরপ্নসঃ সমিদস্তু ভদ্রাগ্নির্মহী রোদসী আ বিবেশ।
অগ্নিরেকং চোদয়ৎ সমৎস্বগ্নির্বৃত্রাণি দয়তে পুরূণি ॥ ২

অগ্নিহ্ ত্যং জরতঃ কর্ণমাবাগ্নিরদ্ভ্যো নিরদহজ্জরূথম্
অগ্নিরত্রিং ঘর্ম উরুষ্যদন্তরগ্নির্নৃমেধং প্রজয়াসৃজৎ সম্ ॥ ৩
অগ্নির্দাদ্‌দ্রবিনং বীরপেশা অগ্নির্ঋষিং যঃ সহস্রা সনোতি।
অগ্নির্দিবি হব্যমা ততানাগ্নের্ধামানি বিভৃতা পুরুত্রা ॥ ৪
অগ্নিমুক্‌থৈর্ঋষয়ো বি হ্বয়ন্তেঽগ্নিং নরো যামনি বাধিতাসঃ।
অগ্নিং বয়ো অন্তরিক্ষে পতন্তোঽগ্নিঃ সহস্রা পরি যাতি গোনাম্ ॥ ৫
অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্যা অগ্নিং মনুষো নহুষো বি জাতাঃ।
অগ্নির্গান্ধর্বীং পথ্যামৃতস্যাগ্নের্গব্যূতির্ঘৃত আ নিষত্তা ॥ ৬
অগ্নয়ে ব্রহ্ম ঋভবস্তক্ষুরগ্নিং মহামবোচামা সুবৃক্তিম্।
অগ্নে প্রাব জরিতারং যবিষ্ঠাগ্নে মহি দ্রবিণমা যজস্ব ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। অগ্নি এরূপ ঘোটক দান করেন, যাতে আরোহণপূর্বক শত্রুর অন্ন লুণ্ঠনপূর্বক আমরা গৃহ পরিপূর্ণ করি। অগ্নি যে পুত্র প্রদান করেন, সে কর্মতৎপর হয়ে যশস্বী হয়। অগ্নি দ্যুলোক ও ভূলোককে শোভাময় করে বিচরণ করেন। অগ্নি নারীকে বহুবীরপ্রসবিনী করেন। ২। অগ্নিকার্যের উপযোগী সমিৎকাষ্ঠ কল্যাণকর হোক। অগ্নি প্রকাণ্ড দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করেছেন। অগ্নিই এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে যাবার সাহস প্রদান করেন। অগ্নি মহৎ মহৎ অভিলাষ সকল দয়া করে পূর্ণ করেন। ৩। অগ্নি জরৎকর্ণ নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করেছিলেন। অগ্নিই জরূথ নামক শত্রুকে জলের মধ্য হতে নির্গত করে দগ্ধ করেছেন। যখন প্রতপ্ত কুণ্ডের মধ্যে অত্রি পতিত হন, তখন অগ্নিই তাঁকে উদ্ধার করেন। অগ্নি নুমেধ ঋষিকে সন্তানবান করেছিলেন। ৪। অগ্নি পুত্রস্বরূপ মহামূল্য পদার্থ দান করেন অগ্নি ঋষিকে সহস্র দান করেন, অগ্নি হোমের দ্রব্য নিয়ে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, অগ্নির বৃহৎ বৃহৎ অনেক স্থান আছে। ৫। ঋষিগণ স্তবের দ্বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন, বিপদগ্রস্ত পথিকগণ অগ্নিকে আহ্বান করেন, আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীরা অগ্নিকে আহ্বান করে, অগ্নি এক সহস্র গাভী বেষ্টন করে থাকেন। ৬। মনুষ্যজাতীয় প্রজাবর্গ অগ্নিকে স্তব করে, নহুষের সন্তান মনুষ্যগণও তাই করেন। গন্ধর্বদের নিকটও অগ্নি যজ্ঞকালে স্তব প্রাপ্ত হন। অগ্নি গতি যেন ঘৃতের মধ্যে নিমগ্ন আছে। ৭। ঋভুগণ অগ্নির জন্য বৈদিক স্তব রচনা করেছেন। হে অগ্নি! তোমার এ সুরচিত বৃহৎ স্তব পাঠ করলাম। হে যুবা অগ্নি! এ স্তবকারীকে রক্ষা কর। বিস্তর সম্পত্তি এনে দাও।

৮১ সূক্ত ॥ বিশ্বকর্মা দেবতা। বিশ্বকর্মা ঋষি। (১) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ ॥ ১
কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্বিশ্বকর্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥ ২
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ ॥ ৩
কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥ ৪
যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্মন্নুতেমা।
শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ ॥ ৫

বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্ ।
মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু ॥ ৬
বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোজুবং বাজে অদ্যা হুবেম ।
স নো বিশ্বানি হবনানি জোষদ্বিশ্বশম্ভূরবসে সাধুকর্মা ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। আমাদের পিতা সে যে ঋষি, যিনি বিশ্বভুবনে হোম করতে বসেছিলেন, তিনি অভিলাষসহকারে ধনের কামনা করে প্রথমাগত ব্যক্তিদের আচ্ছাদন-পূর্বক পশ্চাদাগতদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন। ২। সৃষ্টিকালে তাঁর অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়স্থলে কি ছিল ? কোন স্থান হতে কিরূপে তিনি সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করলেন ? সে বিশ্বকর্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন স্থান থেকে পৃথিবী নির্মাণ-পূর্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করে দিলেন। ৩। সে এক প্রভু, তাঁর সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ (২), ইনি দু হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্বাণ করেন, তাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয়। ৪। সে কোন বন ? কোন বৃক্ষের কাষ্ঠ ? যা হতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হয়েছে ? হে বিদ্বানগণ ! তোমরা একবার আপন আপন মনে জিজ্ঞাসা করে দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন (৩) ? ৫। হে বিশ্বকর্মা ! হে যজ্ঞভাগগ্রাহী ! তোমার যে সকল উত্তম ও মধ্যম ও নিম্নবর্তী ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদের বলে দাও। তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করে নিজ শরীর পুষ্টি কর। ৬। হে বিশ্বকর্মা ! কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ করে নিজ শরীর পুষ্টি কর। চতুর্দিকের সকল লোক নির্বোধ। ইন্দ্র আমাদের প্রেরণকর্তা হোন, অর্থাৎ বুদ্ধি-স্ফূর্তি করে দিন। ৭। অদ্য এ যজ্ঞে সে বিশ্বকর্মাকে রক্ষার জন্য ডাকছি, তিনি বাচস্পতি অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি, মন তাতে সংলগ্ন হয়, তিনি সকল কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, তাঁর কার্যমাত্রই চমৎকার, তিনি আমাদের সকল যজ্ঞ স্বীকারপূর্বক আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা ঃ ১। ঋষিগণ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন কার্যসমূহের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। ৮১ ও ৮২ সূক্তে সে বিশ্বের নিয়ন্তাকে বিশ্বকর্মা নাম দিয়ে অভিহিত করা হয়েছে। ২। এগুলি উপমা মাত্র। এ দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অপরিমিত দর্শনশক্তি, কার্যশক্তি, গতি প্রভৃতিমাত্র প্রকটিত হয়েছে। ৩। অর্থাৎ কোনও নির্মাণের উপকরণ, বা অবলম্বনই ছিল না। শূন্য হতে সৃষ্টিকর্তা বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেছেন।

৮২ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে ।
যদেদন্তা অদদৃহন্ত পূর্ব আদিদ্দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্ ॥ ১
বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সন্দৃক্ ।
তেষামিষ্টানি সমিষা মদন্তি যত্রা সপ্তঋষীন্ পর একমাহুঃ ॥ ২
যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা ।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা ॥ ৩
ত আয়জন্ত দ্রবিণং সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্বে জরিতারো ন ভূনা ।
অসূর্তে সূর্তে রজসি নিষত্তে যে ভূতানি সমকৃণ্বন্নিমানি ॥ ৪
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি ।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ॥ ৫

তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥ ৬
ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। সে সুধীর পিতা উত্তমরূপে দৃষ্টি করে, মনে মনে আলোচনা করে জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এ দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করলেন (১)। যখন এর চতুঃসীমা ক্রমশ দূর হয়ে উঠল তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক হয়ে গেল। ২। যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁর মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্তঋষির পরবর্তী যে স্থান সেখানে তিনি একাকী আছেন, বিদ্বানগণ এরূপ বলেন; সে বিদ্বানদের অভিলাষ সকল অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ৩। যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন (২), অন্য সকল ভুবনের লোকে তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়। ৪। স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ এ বিশ্বভুবন গঠিত হবার পর যে সকল ঋষি এ সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন, সে প্রাচীন ঋষিগণ প্রভৃত স্তব করতে করতে অনেক ধন ব্যয় করে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। ৫। যা দ্যুলোকের অপর পারে, যা এ পৃথিবী অতিক্রম করে বিদ্যমান আছে, যা অসুর দেবগণকে (৩) অতিক্রম করে আছে, জলগণ এমন কোন গর্ভ ধারণ করেছিলেন, যার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থেকে পরস্পরকে একস্থানে মিলিত দেখছে? ৬। সে অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হয়েছিল, তাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, এই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করেছিল, এর মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন। ৭। যিনি এ সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে তোমরা বুঝতে পার না, তোমাদের অন্তঃকরণ তা বুঝবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নি। কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হয়ে লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে (৪), তারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তব স্তুতি উচ্চারণ করে বিচরণ করে।

টীকাঃ ১। বিশ্বভুবন প্রথমে জলাকৃতি ছিল একথা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে যেরূপ দেখা যায়, বেদেও সেরূপ দেখা যায়। ২। ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ কেবল এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, তা এ ঋকের ঋষি অনুভব করেছেন। ৩। মূলে 'দেবেভিঃ অসুরৈঃ', আছে। অর্থাৎ বলবান দেবগণ। ৪। সৃষ্টির ও সৃষ্টিকর্তার কথা আলোচনা করে ঋগ্বেদের ঋষি চার সহস্র বৎসর পূর্বে যা বলে গিয়েছেন, অদ্য সভ্য জগতের ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ সে কথাই বলছেন, মনুষ্যেরা তাঁকে বুঝতে পারে না, কুজঝটিকাতে আচ্ছন্ন হয়ে লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে।

৮৩ সূক্ত ॥ মন্যু দেবতা। মন্যু ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যস্তে মন্যোঽবিধদ্বজ্র সায়ক সহ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্বমানুষক্।
সাহ্যাম দাসমার্যং ত্বয়া যুজা সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা ॥ ১
মন্যুরিন্দ্রো মন্যুরেবাস দেবো মন্যুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মন্যুং বিশ ঈলতে মানুষীর্যাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ ॥ ২
অভীহি মন্যো তবসস্তবীয়াস্তপসা যুজা বি জহি শত্রূন্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহা চ বিশ্বা বসূন্যা ভরা ত্বং নঃ ॥ ৩

ত্বং হি মন্যো অভিভূত্যোজাঃ স্বয়ম্ভূর্ভামো অভিমাতিষাহঃ।
বিশ্বচর্ষণিঃ সহুরিঃ সহাবানস্মাস্বোজঃ পৃতনাসু ধেহি ॥ ৪
অভাগঃ সন্নপ পরেতো অস্মি তব ক্রত্বা তবিষস্য প্রচেতঃ।
তং ত্বা মন্যো অক্রতুর্জিহীলাহং স্বা তনূর্বলদেয়ায় মেহি ॥ ৫
অয়ং তে অস্ম্যুপ মেহ্যর্বাঙ্ প্রতীচীনঃ সহুরে বিশ্বধায়ঃ।
মন্যো বজ্রিন্নভি মামা ববৃৎস্ব হনাব দস্যূঁরুত বোধ্যাপেঃ ॥ ৬
অভি প্রেহি দক্ষিণতো ভবা মেঽধা বৃত্রাণি জঙ্ঘনাব ভূরি।
জুহোমি তে ধরুণং মধ্বো অগ্রমুভা উপাংশু প্রথমা পিবাব ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে মন্যু অর্থাৎ ক্রোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! হে বজ্রতুল্য! হে বাণসদৃশ! যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্যা করে সে সর্বদা সর্বপ্রকার তেজ ও বল ধারণ করে, তোমাকে সহায় পেয়ে আমরা যেন দাসজাতি ও আর্যজাতি উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পারি (১), কারণ, তুমি বলের কর্তা, নিজে বলরূপ ও বলবান। ২। মন্যুই নিজে ইন্দ্র, মন্যুই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি জাতবেদা বহ্নি। মনুষ্যজাতীয় সকল প্রজা মন্যুকে স্তব করে। হে মন্যু! তপস অর্থাৎ আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের রক্ষা কর। ৩। হে মন্যু অতি বিপুল মূর্তি ধারণপূর্বক এস, তপস অর্থাৎ আমার পিতাকে সহায় করে শত্রুদের ধ্বংস কর। তুমি শত্রু সংহারকারী, বৃত্র নিধনকারী এবং দস্যুজাতির প্রাণবধকারী (২)। আমাদের জন্য সর্বপ্রকার সম্পত্তি এনে দাও। ৪। হে মন্যু তোমার তেজ সকলকে পরাভব করে? তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি দীপ্তিশীল, শত্রু জয়কারী, চতুর্দিক দর্শনকারী, শত্রুর আক্রমণ সহ্য করতে সমর্থ এবং বলবান। আমাদের সেনাবর্গকে তেজোযুক্ত কর। ৫। হে উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন! যজ্ঞভাগের আয়োজন করতে না পেরে আমি তোমাকে পূজা দিতে বিমুখ হয়েছি। যদিও তুমি মহান তবুও আমি পূজা দিই নি। হে মন্যু! এরূপে তোমার যজ্ঞ সম্পাদনে শৈথিল্য করে এখন লজ্জা পাচ্ছি। তুমি নিজ গুণে আপন ইচ্ছায় আমাকে বল দিতে এস। ৬। হে মন্যু! এ আমি তোমার নিকটে এসেছি, তুমি অনুকূল হয়ে আমার নিকট এসে অবতীর্ণ হও। তুমি আক্রমণ সহ্য করতে সমর্থ, তুমি সকলের ধারণকর্তা। হে বজ্রধারী মন্যু! আমার নিকটে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর, তা হলে আমি দস্যুদের বধ করতে পারি (৩)। ৭। নিকটে এস, আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে অবস্থিত হও, তা হলে বৃত্রদের নিধন করতে পারি, তোমার নিমিত্ত মধুর উৎকৃষ্ট অংশ হোম করছি, এ দিয়ে প্রাণধারণ সম্পন্ন হবে। এস, তোমাতে আমাতে সর্বাগ্রে গোপনে মধু পান করা যাক।

টীকা ঃ ১। দাসজাতি ও আর্যজাতির উল্লেখ। ২। দস্যুজাতির কথা। ৩। পুনরায় দস্যুজাতির উল্লেখ।

৮৪ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

ত্বয়া মন্যো সরথমারুজন্তো হর্ষমাণাসো ধৃষিতা মরুত্বঃ।
তিগ্মেষব আয়ুধা সংশিশানা অভি প্র যন্তু নরো অগ্নিরূপাঃ ॥ ১
অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব সেনানীর্নঃ সহুরে হূত এধি।
হত্বায় শত্রূন্বি ভজস্ব বেদ ওজো মিমানো বি মৃধো নুদস্ব ॥ ২
সহস্ব মন্যো অভিমাতিমস্মে রুজন্মৃণন্ প্রমৃণন্ প্রেহি শত্রূন্।
উগ্রং তে পাজো নন্বা রুরুধ্রে বশী বশং নয়স একজ ত্বম্ ॥ ৩

একো বহূনামসি মন্যবীলিতো বিশং বিশং যুধয়ে সং শিশাধি।
অকৃত্তরুক্ত্বয়া যুজা বয়ং দ্যুমন্তং ঘোষং বিজয়ায় কৃণ্মহে ॥ ৪
বিজেষকৃদিন্দ্র ইবানববরবোঽস্মাকং মন্যো অধিপা ভবেহ।
প্রিয়ং তে নাম সহুরে গৃণীমসি বিদ্মা তমুৎসং যত আবভূথ ॥ ৫
আভূত্যা সহজা বজ্র সায়ক সহো বিভর্ষ্যভিভূত উত্তরম্।
ক্রত্বা নো মন্যো সহ মেদ্যেধি মহাধনস্য পুরুহূত সংসৃজি ॥ ৬
সংসৃষ্টং ধনমুভয়ং সমাকৃতমস্মভ্যং দত্তাং বরুণশ্চ মন্যুঃ।
ভিয়ং দধানা হৃদয়েষু শত্রবঃ পরাজিতাসো অপ নি লয়ন্তাম্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে মন্যু! মরুদগণ তোমার সাথে এক রথে আরোহণপূর্বক আহ্লাদিত ও দুর্ধর্ষ হয়ে তীক্ষ্ণবাণ নিয়ে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করতে করতে অগ্নি মূর্তিতে নেতার কার্য করতে করতে যুদ্ধ যাত্রা করুন। ২। হে মন্যু! তুমি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে শত্রু পরাভব কর, তুমি সহ্য করতে সমর্থ, তোমাকে আহ্বান করা হয়েছে, তুমি আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ হও। শত্রুদের নিধন করে তাদের অন্ন ভাগ করে দাও। তেজ সৃষ্টি করে বিপক্ষদের তাড়িয়ে দাও। ৩। হে মন্যু! আমাদের হিংসককে পরাজয় কর, ভাঙতে ভাঙতে মারতে মারতে, নিধন করতে করতে, শত্রুদের সম্মুখীন হও। তোমার দুর্ধর্ষ বল কে রোধ করবে? তুমি একাই সকলকে বশীভূত কর, কিন্তু নিজে নিজেরি বশ। ৪। হে মন্যু! তুমি এক, অনেকে তোমাকে স্তব করে। প্রত্যেক মনুষ্যকে যুদ্ধের জন্য তীক্ষ্ণতেজা কর, তোমাকে সহায় পেলে আমাদের উজ্জ্বলতা কখন নষ্ট হয় না, আমরা জয় লাভের জন্য প্রবল সিংহনাদ করতে থাকি। ৫। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় বিজয়ী, তোমার কোন অপভাষা বা নিন্দা নেই, এ স্থানে তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা হও। হে সহনশীল! তোমার প্রিয় নাম আমরা উচ্চারণ করছি, যে উৎপত্তিস্থান হতে তুমি জন্মেছ তা আমরা জানি। ৬। হে বজ্রতুল্য! হে বাণতুল্য! শত্রুপরাভব করা তোমার সহজ অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধ। হে শত্রুপরাভবকারী! তুমি উৎকৃষ্ট তেজ ধারণ কর, হে মন্যু! তোমাকে বিস্তর লোকে ডাকে। আমরা তোমাকে যজ্ঞ দিচ্ছি, অতএব যখন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আমাদের প্রতি স্নেহবান হও। ৭। বরুণ এবং মন্যু তাঁদের দু জনের ধন একত্র মিশ্রিত করে আমাদের দান করুন, শত্রুগণ মনের মধ্যে ভয় প্রাপ্ত ও পরাজিত হোক এবং বিলীন হয়ে যাক।

৮৫ সূক্ত ॥ (১) সোম প্রভৃতি দেবতা। সূর্যা ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, উরোবৃহতী ছন্দ।

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥ ১
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২
সোমং মন্যতে পপিবান্যৎসংপিংষন্ত্যোষধিম্।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন ॥ ৩
আচ্ছদ্বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাবণামিচ্ছৃণ্বন্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৪
যত্ত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আ প্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৫

রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসী ন্যোচনী।
সূর্যায়া ভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতম্ ॥ ৬
চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্।
দ্যৌভূমিঃ কোশ আসীদ্যদয়াৎ সূর্যা পতিম্ ॥ ৭
স্তোমা আসন্ প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছন্দ ওপশঃ।
সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎ পুরোগবঃ ॥ ৮
সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা।
সূর্যাং যৎপত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯
মনো অস্যা অন আসীদ্দ্যৌরাসীদুত ছদিঃ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎসূর্যা গৃহম্ ॥ ১০
ঋক্সামাভ্যামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবিতঃ।
শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পন্থাশ্চরাচরঃ ॥ ১১
শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনো মনস্ময়ং সূর্যারোহৎ প্রয়তী পতিম্ ॥ ১২
সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যন্তে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে ॥ ১৩
যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবয়াতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়াঃ।
বিশ্বে দেবা অনু তদ্বামজানন্ পুত্রঃ পিতরাববৃণীত পূষা ॥ ১৪
যদয়াতং শুভস্পতী বরেয়ং সূর্যামুপ।
ক্বৈকং চক্রং বামাসীৎ ক্ব দেষ্ট্রায় তস্থথুঃ ॥ ১৫
দ্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিদুঃ ॥ ১৬
সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ।
যে ভূতস্য প্রচেতস ইদং তেভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ১৭
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীলন্তৌ পরি যাতো অধ্বরম্।
বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ ॥ ১৮
নবো নবো ভবতি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেত্যগ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্ প্র চন্দ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১৯
সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্।
আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ ॥ ২০
উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি ॥ ২১
উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ ॥ ২২
অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থা যেভিঃ সখায়ো যন্তি নো বরেয়ম্।
সমর্যমা সং ভগো নো নিনীয়াৎ সং জাস্পত্যং সুয়মমস্তু দেবাঃ ॥ ২৩
প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্যেন ত্বাবধ্নাৎ সবিতা সুশেবঃ।
ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকেঽরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি ॥ ২৪
প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করম্।
যথেয়মিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি ॥ ২৫
পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি ॥ ২৬

ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা জিব্রী বিদথমা বদাথঃ ॥ ২৭
নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তির্ব্যজ্যতে।
এধন্তে অস্যা জ্ঞাতয়ঃ পতির্বন্ধেষু বধ্যতে ॥ ২৮
পরা দেহি শামুল্যং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসু।
কৃত্যৈষা পদ্বতী ভূত্ব্যা জায়া বিশতে পতিম্ ॥ ২৯
অশ্রীরা তনূর্ভবতি রুশতী পাপয়ামুয়া।
পতির্যদ্বধ্বোবাসসা স্বমঙ্গমভিধিৎসতে ॥ ৩০
যে বধ্বশ্চন্দ্রং বহতুং যক্ষ্মা যন্তি জনাদনু।
পুনস্তান্যজ্ঞিয়া দেবা নয়ন্তু যত আগতাঃ ॥ ৩১
মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী।
সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥ ৩২
সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বি পরেতন ॥ ৩৩
তৃষ্টমেতৎ কটুকমেতদপাষ্ঠবদ্বিষবন্নৈতদত্তবে।
সূর্যাং যো ব্রহ্মা বিদ্যাৎ স ইদ্বাধূয়মর্হতি ॥ ৩৪
আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনম্।
সূর্যায়াঃ পশ্য রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুন্ধতি ॥ ৩৫
গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৩৬
তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি।
যা ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপম্ ॥ ৩৭
তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ত্সূর্যাং বহতুনা সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮
পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্ ॥ ৩৯
সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৪০
সোমো দদদ্গন্ধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্ ॥ ৪১
ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্।
ক্রীলন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে ॥ ৪২
আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্যমা।
অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৩
অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।
বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৪
ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ৪৫
সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রূাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥ ৪৬
সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ ॥ ৪৭

অনুবাদ : ১। সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করে রেখেছেন, সূর্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করে রেখেছেন, ঋতপ্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, ওরই প্রভাবে সোম সে স্থান আশ্রয় করে আছেন। ২। সোমের প্রভাবে আদিত্যগণ বলবান হন, সোমের প্রভাবে পৃথিবী প্রকাণ্ড হয়েছে, অপিচ, এ সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রেখে দেওয়া হয়েছে। ৩। যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোমকে নিষ্পীড়ন করে তখন লোকে ভাবে, তার সোম পান করা হল। কিন্তু স্তোতাগণ যা প্রকৃত সোম বলে জানেন, তা কেউই পান করতে পায় না। ৪। হে সোম! স্তোতাগণ গোপন করবার ব্যবস্থা করে তোমাকে গোপন করে রাখেন। তুমি পাষাণের শব্দ শুনতে থাক, পৃথিবীর কেউই তোমাকে পান করতে পায় না। ৫। হে দেবসোম! তোমাকে যে পান করা হয়, তাতে তোমার ক্ষয় না হয়ে আবার বৃদ্ধিই হয়ে থাকে। যেরূপ সংবৎসরকে মাসগুলি রক্ষা করে, সেরূপ বায়ু সোমকে রক্ষা করেন, উভয়ের আকৃতি অর্থাৎ স্বরূপ এক। ৬। সূর্যার অর্থাৎ সূর্যদুহিতার বিবাহকালে রৈভী নাম্নী ঋকগুলি ঐ সূর্যার সহচরী হয়েছিল, নরাশংসী নামক ঋকগুলি তার দাসী হল। সূর্যার অতি সুন্দর বস্ত্র গাথা অর্থাৎ সামগান দ্বারা পরিষ্কৃত হয়ে এসেছিল। ৭। যখন সূর্যা পতিগৃহে গমন করলেন তখন চৈতন্য স্বরূপ উপবর্হন সঙ্গে চলল, চক্ষুই তাঁর অভ্যঞ্জন। দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁর কেশস্বরূপ হয়েছিল। ৮। স্তব-সমূহ তার রথের প্রতিধি অর্থাৎ চক্রাশয় ছিল, কুরীর নামক ছন্দ রথের অভ্যন্তরভাগ হল। অশ্বিদ্বয় সূর্যার বর হলেন, অগ্নি অগ্রগামী দূতস্বরূপ হলেন। ৯। সূর্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করছিলেন, তাতে সূর্য যখন সূর্যাকে সম্প্রদান করলেন তখন সোম তাঁর বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁর বরস্বরূপে পরিগৃহীত হলেন (২)। ১০। মনই তাঁর শকট হল, আকাশই ঊর্ধাচ্ছাদন হল। দুই শুক্র, (অর্থাৎ দুটি শুকতারা) তাঁর শকটবাহী হল, এরূপে সূর্যা পতির গৃহে গমন করলেন। ১১। ঋক ও সামদ্বারা বর্ণিত দুই বৃষ তাঁর শকট, এ স্থান হতে বয়ে নিয়ে গেল। হে সূর্যা! দু কর্ণ তোমার রথচক্র হল আর সে রথের পথ আকাশে ঐ পথে সর্বদা গতায়াত হয়ে থাকে। ১২। যাবার সময় তোমার দু রথচক্র অতি উজ্জ্বল হল, সে রথে বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছিল। সূর্যা পতিগৃহে যেতে উদ্যত হয়ে মন স্বরূপ শকটে আরোহণ করলেন। ১৩। পতিগৃহে গমনকালে সূর্য সূর্যাকে যে উপঢৌকন দিয়েছিলেন, তা অগ্রে অগ্রে চলল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সে উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, অর্জুনী, অর্থাৎ ফাল্গুণী নামক দু নক্ষত্রের উদয়কালে সে উপঢৌকন বয়ে নিয়ে যায়। ১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক জিজ্ঞাসা করতে করতে সূর্যার বিবাহদান গ্রহণ করলে তখন সকল দেবতা তোমাদের সেই গ্রহণকার্য অনুমোদন করলেন, পূষা, তোমাদের পুত্র হয়ে তোমাদের কন্যার বরস্বরূপ বরণ করলেন। ১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বর হয়ে সূর্যাকে বরণ করতে নিকটে গমন করলে তখন তোমাদের একখানি চক্র কোথায় ছিল, তোমরা পথ জিজ্ঞাসা করবার জন্য কোথায় দাঁড়িয়েছিলে? ১৬। স্তোতাগণ জানেন যে, কালে কালে অগ্রসর হয়ে থাকে এরূপ দুখানি চক্র প্রসিদ্ধ আছে, আর অতি গোপনীয় একখানি যে চক্র আছে, তা বিদ্বানেরা জানেন। ১৭। সূর্যা ও দেবগণ এবং মিত্র ও বরুণ, এঁরা প্রাণিবর্গের শুভচিন্তা করেন, এঁদের নমস্কার করলাম। ১৮। এ দুটি শিশু ক্ষমতাবলে পূর্ব ও পশ্চিমে বিচরণ করেন, এঁরা ক্রীড়া করতে করতে যজ্ঞে যান। একজন (অর্থাৎ চন্দ্র) ভুবনে ঋতু ব্যবস্থা করতে করতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয় (অর্থাৎ সূর্য) ঋতুগণ বিধান করতে করতে বার বার জন্মগ্রহণ

করেন। ১৯। সে সূর্য দিনের পতাকা অর্থাৎ জ্ঞাপনকর্তা, প্রত্যহ নতুন নতুন হয়ে প্রভাতের অগ্রে এসে থাকেন। এসে দেবতাদের যজ্ঞভাগ দেবার ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র দীর্ঘ আয়ু বিতরণ করেন। ২০। হে সূর্যা! তোমার পতিগৃহে যাবার পথে সুন্দর পলাশ তরু, সুন্দর শাল্মলীবৃক্ষ আছে অর্থাৎ ঐ কাষ্ঠে নির্মিত এর মূর্তি উৎকৃষ্ট সুবর্ণের ন্যায় প্রভা। এ উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, এর সুন্দর চক্র, এ সুখের আবাসস্থান। তোমার পতিগৃহে অতি প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে যাও। ২১। হে বিশ্বাবসু! (৩) এ স্থান হতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এ কন্যার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহ লক্ষণযুক্তা হয়ে আছে, তার নিকটে গমন কর, সে তোমার ভাগস্বরূপ জন্মেছে, তার বিষয় অবগত হও। ২২। হে বিশ্বাবসু! এ স্থান হতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কার দ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাকে পত্নী করে স্বামিসংসর্গিণী করে দাও (৪)। ২৩। যে সকল পথ দিয়ে আমাদের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করতে যান সে সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয়, অর্যমা এবং ভগ আমাদের উত্তমরূপে নিয়ে চলুন। হে দেবগণ! পতি পত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয়। ২৪। হে কন্যা! সুন্দরমূর্তিধারী সূর্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করেছিলেন, সে বরুণের বন্ধন হতে তোমাকে মোচন করছি। যা সত্যের আধার, যা সৎকর্মের আবাসস্থান-স্বরূপ, এরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সঙ্গে স্থাপন করছি। ২৫। এ নারীকে এ স্থান হতে মোচন করছি, অপর স্থান হতে নয় (৫)। অপর স্থানের সাথে একে উত্তমরূপ গ্রথিত করে দিলাম। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি যেন সৌভাগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হন। ২৬। পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ করে এস্থান হতে নিয়ে যান। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে গিয়ে গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হয়ে প্রভুত্ব কর। ২৭। এ স্থানে সন্তানসন্ততি জন্মে তোমার প্রীতিলাভ হোক। এ গৃহে সাবধান হয়ে গৃহকার্য সম্পাদন কর। এ স্বামির সাথে আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর। ২৮। নীল ও লোহিত বর্ণ হচ্ছে, এতে অনুমান হচ্ছে যে, কৃত্যার আক্রমণ হয়েছে। এ নারীর জ্ঞাতিগণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর স্বামী নানা বন্ধনে বদ্ধ হচ্ছে। ২৯। মলিন বস্ত্র ত্যাগ কর। স্তোতাদের ধন দান কর। এ কৃত্যা পাদযুক্তা হয়েছে, অর্থাৎ চলে গিয়েছে। পত্নী পতির সাথে এক হয়ে যাচ্ছে। ৩০। যদি পতি বধূর বস্ত্রদ্বারা আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করবার চেষ্টা করেন তা হলে এ কৃত্যা আক্রমণ করে, উজ্জ্বল শরীরও শ্রীভ্রষ্ট হয়ে যায়। ৩১। যারা বরের নিকট হতে বধূর নিকট লব্ধ আহ্লাদজনক উপঢৌকন সরিয়ে নিতে আসে, তারা সে স্থান হতে এসে সেখানে যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ তাদের পাঠিয়ে দিন অর্থাৎ বিফল-প্রয়াস করে দিন। ৩২। যারা বিপক্ষতাচরণ করবার জন্য এ পতি পত্নীর নিকটে আসে, তারা বিনাশ প্রাপ্ত হোক। পতি পত্নী যেন সুবিধার দ্বারা অসুবিধা সমস্ত কাটিয়ে উঠেন। শত্রুগণ দূরে পলায়ন করুক। ৩৩। এ বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা এস একে দেখ। সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হোক, একে এরূপ আশীর্বাদ করে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর। ৩৪। এ বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। এ ব্যবহারের যোগ্য নয়। যে, ব্রহ্মা নামা ঋত্বিক বিদ্বান সে বধূর বস্ত্র পেতে পারে (৬)। ৩৫। দেখ সূর্যার মূর্তি কি প্রকার, এর বস্ত্র কোথাও অর্ধেক ছিন্ন, কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও চতুর্দিকে ছিন্ন। যিনি ব্রহ্মা নামক, ঋত্বিক তিনি তা শোধন অর্থাৎ নবীকৃত করেন। ৩৬। [স্বামীর উক্তি]

তুমি সৌভাগ্যবতী হবে বলে তোমার হস্তধারণ করছি। আমাকে পতি পেয়ে তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এ প্রার্থনা করি, ভগ ও অর্যমা ও অতি বদান্য সবিতা, এ সকল দেবতা আমার সঙ্গে গৃহকার্য করবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করেছেন। ৩৭। হে পূষা! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে, তাকে তুমি যারপরনাই কল্যাণসম্পন্না করে পাঠিয়ে দাও। সে কামবশ হয়ে নিজ শরীর সমর্পণ করে, আমরা কামবশ হয়ে আলিঙ্গন করি। ৩৮। হে অগ্নি! উপঢৌকন সমেত সূর্যাকে অগ্রে তোমার নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তুমি সন্তানসন্ততিসমেত বনিতাকে পতিদের নিকট সমর্পণ করলে। ৩৯। অগ্নি আবার লাবণ্য ও পরমায়ু দিয়ে বনিতাকে প্রদান করলেন। এ বনিতার পতি দীর্ঘায়ু হয়ে একশত বৎসর জীবিত থাকবে (৭)। ৪০। প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি। ৪১। সোম সে নারী গন্ধর্বকে দিলেন, গন্ধর্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধনপুত্র সমেত এ নারী আমাকে দিলেন (৮)। ৪২। [বর বধূর প্রতি উক্তি] হে বরবধূ! তোমরা এস্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক হয়ো না, নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে থেকে পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর। ৪৩। [বধূর প্রতি উক্তি] প্রজাপতি আমাদের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে দিন, অর্যমা আমাদের বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত মিলন করে রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হয়ে পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদের দাসদাসী এবং আমাদের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর। ৪৪। তোমার চক্ষু যেন দোষ শূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকারী হও, পশুদের মঙ্গলকারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য, যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্রপ্রসবিনী এবং দেবতাদের প্রতি ভক্ত হও। আমাদের দাস দাসী (ইত্যাদি পূর্বঋকের শেষ অংশের সাথে এক)। ৪৫। [ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা] হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! এ নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। এঁর গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে নিয়ে একাদশ ব্যক্তি কর। ৪৬। [বধূর প্রতি উক্তি] তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও। ৪৭। [বর বধূর উক্তি] সকল দেবতাগণ আমাদের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করে দিন। বায়ু ও ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন।

টীকা: ১। পণ্ডিতবর রোথ এ ৮৫ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন। Nirukta, p. 147. ২। সূর্যার বিবাহ সম্বন্ধে ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাতা। ৪। কন্যা বিবাহে লক্ষণপ্রাপ্তা হলে তার বিবাহ দেওয়া বিধেয়, এ মত ২১ ও ২২ ঋকে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ স্থান হতে সূক্তের শেষ পর্যন্ত বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায়। ৫। অর্থ বোধ হয় পিতৃকুল হতে মোচন করে স্বামিকুলে গ্রথিত করলাম, ২৬ ও ২৭ ঋকে বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি উপদেশ। ৬। এ ঋকগুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্রলাভ করে, সেকালে বোধহয় সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল। ৭। মনুষ্য জীবনের সীমা শত বৎসর। ৮। কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধর্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করে পরে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হত।

৮৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা। ইন্দ্র প্রভৃতিই ঋষি। পংক্তিঃ ছন্দ।

বি হি সোতোরসৃক্ষত নেন্দ্রং দেবমমংসত।
যত্রামদদ্বৃষাকপিরর্যঃ পুষ্টেষু মৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১

পরা হীন্দ্র ধাবসি বৃষাকপেরতি ব্যথিঃ।
নো অহ প্র বিন্দস্যন্যত্র সোমপীতয়ে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২
কিময়ং ত্বাং বৃষাকপিশ্চকার হরিতো মৃগঃ।
যস্মা ইরস্যসীদু ন্বর্যো বা পুষ্টিমদ্বসু বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৩
যমিমং ত্বং বৃষাকপিং প্রিয়মিন্দ্রাভিরক্ষসি।
শ্বা ন্বস্য জম্ভিষদপি কর্ণে বরাহয়ুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৪
প্রিয়া তষ্টানি মে কপির্ব্যক্তা ব্যদূদুষৎ।
শিরো ন্বস্য রাবিষং ন সুগং দুষ্কৃতে ভুবং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৫
ন মৎস্ত্রী সুভসত্তরা ন সুযাশুতরা ভুবৎ।
ন মৎপ্রতিচ্যবীয়সী ন সক্থ্যুদ্যমীয়সী বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৬
উবে অম্ব সুলাভিকে যথেবাঙ্গ ভবিষ্যতি।
ভসন্মে অম্ব সক্থি মে শিরো মে বীব হৃষ্যতি বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৭
কিং সুবাহো স্বঙ্গুরে পৃথুষ্টো পৃথুজাঘনে।
কিং শূরপত্নি নস্ত্বমভ্যমীষি বৃষাকপিং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৮
অবীরামিব মাময়ং শরারুরভি মন্যতে।
উতাহমস্মি বীরিণীন্দ্রপত্নী মরুৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৯
সংহোত্রং স্ম পুরা নারী সমনং বাব গচ্ছতি।
বেধা ঋতস্য বীরিণীন্দ্রপত্নী মহীয়তে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১০
ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্।
নহ্যস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১১
নাহমিন্দ্রাণি রারণ সখ্যুর্বৃষাকপেঋতে।
যস্যেদমপ্যং হবিঃ প্রিয়ং দেবেষু গচ্ছতি বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১২
বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুস্নুষে।
ঘসত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৩
উক্ষ্ণো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্।
উতাহমদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণন্তি মে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৪
বৃষভো ন তিগ্মশৃঙ্গোঽন্তর্যূথেষু রোরুবৎ।
মন্থস্ত ইন্দ্র শং হৃদে যং তে সুনোতি ভাবয়ুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৫
ন সেশে যস্য রংবতেঽন্তরা সক্থ্যাকপৃৎ।
সেদীশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃম্ভতে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৬
ন সেশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃম্ভতে।
সেদীশে যস্য রম্বতেঽন্তরা সক্থ্যা কপৃদ্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৭
অয়মিন্দ্র বৃষাকপিঃ পরস্বন্তং হতং বিদৎ।
অসিং সূনাং নবং চরুমাদেধস্যান আচিতং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৮
অয়মেমি বিচাকশদ্বিচিন্বন্দাসমার্যম্।
পিবামি পাকসুত্বনোঽভি ধীরমচাকশং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৯
ধন্ব চ যৎকৃন্তত্রং চ কতি স্বিত্তা বি যোজনা।
নেদীয়সো বৃষাকপেঽস্তমেহি গৃহাঁ উপ বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২০
পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।
য এষঃ স্বপ্ননংশনোঽস্তমেষি পথা পুনর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২১
যদুদঞ্চো বৃষাকপে গৃহমিন্দ্রাজগন্তন।
ক্বস্য পুল্বঘো মৃগঃ কমগঞ্জনয়োপনো বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২২

পর্শুর্হ নাম মানবী সাকং সসূব বিংশতিম্‌ ।
ভদ্রং ভল ত্যস্যা অভূদ্যস্যা উদরমাময়দ্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২৩

অনুবাদ : ১। সোম প্রস্তুত করবার জন্য তাদের ইন্দ্র বিদায় দিলেন, কিন্তু তারা ইন্দ্রকে স্তব করল না। আমার সখা অর্থাৎ আমার পুত্র বৃষাকপি সে সোম পানে মত্ত হল, হৃষ্টপুষ্টদের মধ্যে প্রধান হল। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২। হে ইন্দ্র! তুমি বৃষাকপিকে দেখে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রতিগমন করছ। অথচ আর কোথাও সোমপান করতে পাচ্ছ না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি যে ধনস্বামী দাতাব্যক্তির ন্যায় হরিদবর্ণ নৃগমূর্তিধারী এ বৃষাকপিকে পুষ্টিকর বিবিধ সামগ্রী অর্পণ করছ, এ বৃষাকপি তোমার কি উপকার করেছে? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৪। হে ইন্দ্র! তোমার প্রেমাস্পদী যে এ বৃষাকপিকে তুমি রক্ষা করছ, বরাহ অনুসরণকারী কুকুর এর কর্ণে দংশন করেছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৫। আমি উত্তম উত্তম সামগ্রী পৃথক পৃথক সাজিয়ে রেখেছিলাম, এ বৃষাকপি সকলই নষ্ট করে দিল। আমার ইচ্ছা যে এর মস্তক ছেদন করি, এ দুষ্টাশয়ের প্রতি ভদ্রতা করতে পারি না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৬। [ইন্দ্রাণী বলছেন] কোনও নারীই আমা অপেক্ষা অঙ্গসৌষ্ঠববতী নহে, কোনও নারীই আমা অপেক্ষা বিলাস-গতি জানে না, কোন নারীই আমা অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে স্বামী সহবাস করতে অথবা প্রণয়বশে আলিঙ্গন করতে জানে না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৭। [বৃষাকপি বলছে] হে মাতঃ! তুমি উত্তম পতি পেয়েছে। তোমার অঙ্গ ও উরু ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনিই হবে। পতি সংসর্গে আনন্দলাভ করে থাক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৮। [ইন্দ্র বলছেন] হে ইন্দ্রাণী! তোমার বাহু, জঘন, কেশ, কপাল ও অঙ্গুলিগুলি অতি সুন্দর। তুমি বীরের পত্নী হয়ে বৃষাকপিকে কেন দ্বেষ করছ। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৯। [ইন্দ্রাণী বলছেন] এ হিংস্রক বৃষাকপি আমাকে যেন পতিপুত্রবিহীনার ন্যায় জ্ঞান করছে। কিন্তু আমি পতিপুত্রবতী ও ইন্দ্রের পত্নী, মরুৎগণ আমার সহায়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১০। যখন একত্রে হোম হয় বা যুদ্ধ হয়, পতিপুত্রবতী ইন্দ্রাণী তথায় যান। তিনি যজ্ঞের বিধানকর্ত্রী, তাঁকে সকলে পূজা করে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১১। এ সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলে শুনেছি তাঁর পতিকে অন্যান্য ব্যক্তির মত জরাগ্রস্ত হয়ে মরতে হয় না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১২। হে ইন্দ্রাণী! আমার বন্ধু বৃষাকপি ব্যতিরেকে প্রীতিলাভ করি না। সে বৃষাকপির সরস হোমদ্রব্য দেবতাদের নিকটে যাচ্ছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৩। হে বৃষাকপিবনিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধূ। তোমার বৃষদের ইন্দ্র ভক্ষণ করুন (১) তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৪। আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করে দাও (২), আমি খেয়ে শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দু পার্শ্ব পূর্ণ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৫। হে ইন্দ্র! তোমার ভক্ত তোমার জন্য যে দধিমন্থ পূজা দেয়, তা প্রস্তুত হবার সময় যূথ মধ্যে গর্জনকারী বৃষের ন্যায় শব্দ করতে থাকে। ঐ মন্থ তোমার হৃদয়কে সুখী করুক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৬। যার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানভাবে থাকে, সে সমর্থ হয় না। উপবেশন করলে যার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করে উঠে, সে সমর্থ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৭। উপবেশনকালে যার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করে উঠে, সে সমর্থ হয় না। যার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ

লম্বমানভাবে থাকে, সে পারে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৮। হে ইন্দ্র! এ বৃষাকপি পরধন গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বধ করুক, সে খড়্গ ও সূনা ও অভিনব পশুহত্যা স্থান ও দাহ্যকাষ্ঠপূর্ণ একখানি শকট প্রাপ্ত হোক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৯। এ আমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে করতে আসছি। দাসজাতি ও আর্যজাতি অন্বেষণ করছি। যারা যজ্ঞান্ন পাক করে অথবা সোমরস প্রস্তুত করে তাদের নিকট সোম পান করছি (৩)। সুবুদ্ধি কে, তা আমি নিরূপণ করেছি। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২০। মরুদেশ আর ছেদন করবার উপযুক্ত অরণ্যপ্রদেশ ও উভয়ের কত যোজনই বা অন্তর? হে বৃষাকপি! নিকটবর্তী লোকালয়ের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২১। হে বৃষাকপি! পুনর্বার এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করছি। এ যে নিদ্রাবিলাসী সূর্যদেব, ইনি যেমন অস্তধামে গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে এস। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২২। হে বৃষাকপি! হে ইন্দ্র! তোমরা ঊর্ধ্বাভিমুখ হয়ে গৃহে গমন করলে, সে বহুভোজী হরিণ কোথায় গেল? লোকদের সে শোভা-সম্পাদক কোথায়? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২৩। পর্শু নামে মানবী এককালে বিংশতি সন্তান প্রসব করল। যার উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, হে বাণ! তার মঙ্গল হোক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ (৪)।

টীকা ঃ ১। এখানে বৃষ ভক্ষণের কথা পাওয়া যায়। ২। এখানেও পনের কি কুড়ি বৃষ পাক করবার কথা পাওয়া যায়। ৩। দাস অর্থাৎ অনার্যদের মধ্যেও অনেকে আর্যধর্ম অবলম্বন করে যজ্ঞাদি করত, এ ঋক হতে প্রকাশ হয়। ৪। বৃষাকপির প্রকরণ একটি দুরূহ অংশ। বোধ হয় একটি গল্প ছিল যে বৃষাকপি নামক কোন ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র ইন্দ্রের প্রাপ্য যজ্ঞসামগ্রী নষ্ট করেছিল এবং যজমান ও ইন্দ্রাণী তাতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এ সূক্তটি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৮৭ সূক্ত ।। রাক্ষসনিধনকারী অগ্নিদেবতা। পায়ু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

রক্ষোহণং বাজিনমা জিঘর্মি মিত্রং প্রথিষ্ঠমুপ যামি শর্ম।
শিশানো অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ॥ ১
অয়োদংষ্ট্রো অর্চিষা যাতুধানানুপ স্পৃশ জাতবেদঃ সমিদ্ধঃ।
আ জিহ্বয়া মূরদেবানভস্ব ক্রব্যাদো বৃক্ত্ব্যপি ধৎস্বাসন্ ॥ ২
উভোভয়াবিন্নুপ ধেহি দংষ্ট্রা হিংস্রঃ শিশানোঽবরং পরং চ।
উতান্তরিক্ষে পরি যাহি রাজঞ্জম্ভৈঃ সং ধেহ্যভি যাতুধানান্ ॥ ৩
যজ্ঞৈরিষূঃ সংনমমানো অগ্নে বাচা শল্যাঁ অশনিভির্দিহানঃ।
তাভির্বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ প্রতীচো বাহূন্ প্রতি ভঙ্ধ্যেষাম্ ॥ ৪
অগ্নে ত্বচং যাতুধানস্য ভিন্ধি হিংস্রাশনির্হরসা হন্ত্বেনম্।
প্র পর্বাণি জাতবেদঃ শৃণীহি ক্রব্যাৎ ক্রবিষ্ণুর্বি চিনোতু বৃক্ণম্ ॥ ৫
যত্রেদানীং পশ্যসি জাতবেদস্তিষ্ঠন্তমগ্ন উত বা চরন্তম্।
যদ্বান্তরিক্ষে পথিভিঃ পতন্তং তমস্তা বিধ্য শর্বা শিশানঃ ॥ ৬
উতালব্ধং স্পৃণুহি জাতবেদ আলেভানাদৃষ্টিভির্যাতুধানাৎ।
অগ্নে পূর্বো নি জহি শোশুচান আমাদঃ ক্ষ্বিঙ্কাস্তমদন্ত্বেনীঃ ॥ ৭
ইহ প্র ব্রূহি যতমঃ সো অগ্নে যো যাতুধানো য ইদং কৃণোতি।
তমা রভস্ব সমিধা যবিষ্ঠ নৃচক্ষসশ্চক্ষুষে রন্ধয়েনম্ ॥ ৮

তীক্ষ্ণেনাগ্নে চক্ষুষা রক্ষ যজ্ঞং প্রাঞ্চং বসুভ্যঃ প্র ণয় প্রচেতঃ।
হিংস্রং রক্ষাংস্যভি শোশুচানং মা ত্বা দভন্যাতুধানা নৃচক্ষঃ ॥ ৯
নৃচক্ষা রক্ষঃ পরি পশ্য বিক্ষু তস্য ত্রীণি প্রতি শৃণীহ্যগ্রা।
তস্যাগ্নে পৃষ্টীর্হরসা শৃণীহি ত্রেধা মূলং যাতুধানস্য বৃশ্চ ॥ ১০
ত্রির্যাতুধানঃ প্রসিতিং ত এত্বৃতং যো অগ্নে অনৃতেন হন্তি।
তমর্চিষা স্ফূর্জয়ঞ্জাতবেদঃ সমক্ষমেনং গৃণতে নি বৃঙ্‌ধি ॥ ১১
তদগ্নে চক্ষুঃ প্রতি ধেহি রেভে শফারুজং যেন পশ্যসি যাতুধানম্।
অথর্ববজ্জ্যোতিষা দৈব্যেন সত্যং ধূর্বন্তমচিতং ন্যোষ ॥ ১২
যদগ্নে অদ্য মিথুনা শপাতো যদ্বাচস্তৃষ্টং জনয়ন্ত রেভাঃ।
মন্যোর্মনসঃ শরব্যা জায়তে যা তয়া বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ ॥ ১৩
পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্ পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি।
পরার্চিষা মূরদেবাঞ্ছৃণীহি পরাসুতৃপো অভি শোশুচানঃ ॥ ১৪
পরাদ্য দেবা বৃজিনং শৃণন্তু প্রত্যগেনং শপথা যন্তু তৃষ্টাঃ।
বাচাস্তেনং শরব ঋচ্ছন্তু মর্মন্বিশ্বস্যৈতু প্রসিতিং যাতুধানঃ ॥ ১৫
যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমংক্তে যো অশ্ব্যেন পশুনা যাতুধানঃ।
যো অঘ্ন্যায়া ভরতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষাণি হরসাপি বৃশ্চ ॥ ১৬
সংবৎসরীণং পয় উস্রিয়ায়াস্তস্য মাশীদ্যাতুধানো নৃচক্ষঃ।
পীয়ূষমগ্নে যতমস্তিতৃপ্সাত্তং প্রত্যঞ্চমর্চিষা বিধ্য মর্মন্ ॥ ১৭
বিষং গবাং যাতুধানাঃ পিবন্ত্বা বৃশ্চ্যন্তামদিতয়ে দুরেবাঃ।
পরৈনান্দেবঃ সবিতা দদাতু পরা ভাগমোষধীনাং জয়ন্তাম্ ॥ ১৮
সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
অনু দহ সহমূরান্ ক্রব্যাদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥ ১৯
ত্বং নো অগ্নে অধরাদুদক্তাত্ত্বং পশ্চাদুত রক্ষা পুরস্তাৎ।
প্রতি তে ত অজরাসস্তপিষ্ঠা অঘশংসং শোশুচতো দহন্তু ॥ ২০
পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদুদক্তাৎ কবিঃ কাব্যেন পরি পাহি রাজন্।
সখে সখায়মজরো জরিম্ণেঽগ্নে মর্তাঁ অমর্ত্যস্ত্বং নঃ ॥ ২১
পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি।
ধৃষদ্বর্ণং দিবে দিবে হন্তারং ভঙ্গুরাবতাম্ ॥ ২২
বিষেণ ভঙ্গুরাবতঃ প্রতি ষ্ম রক্ষসো দহ।
অগ্নে তিগ্মেন শোচিষা তপুরগ্রাভির্ঋষ্টিভিঃ ॥ ২৩
প্রত্যগ্নে মিথুনা দহ যাতুধানা কিমীদিনা।
সং ত্বা শিশামি জাগৃহ্যদব্ধং বিপ্র মন্মভিঃ ॥ ২৪
প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ শৃণীহি বিশ্বতঃ প্রতি।
যাতুধানস্য রক্ষসো বলং বি রুজ বীর্যম্ ॥ ২৫

অনুবাদ ঃ ১। রাক্ষসনিধনকারী বলবান সুবিস্তারিত বন্ধুস্বরূপ অগ্নিকে আহুতি-যুক্ত করছি। গৃহে গমন করছি। অগ্নি যজ্ঞ সহযোগে তীক্ষ্ণ ও প্রজ্বলিত হয়ে দিবারাত্র আমাদের শত্রুদের হস্ত হতে রক্ষা করুন। ২। হে জাতবেদা! লৌহের ন্যায় দৃঢ় দণ্ড ধারণপূর্বক রাক্ষসদের শিখাদ্বারা স্পর্শ কর। প্রজ্বলিত হয়ে জিহ্বা-দ্বারা মূঢ়দেবতা অর্থাৎ অপদেবতাদের আক্রমণ কর। মাংসভোজী রাক্ষসদের ছেদন করে মুখমধ্যে ধারণপূর্বক চর্বণ কর। ৩। হে দন্তদ্বয়ধারী অগ্নি! হিংসাশীল ও তীক্ষ্ণ হয়ে দু দিকেই দন্ত বসাও। হে শোভাময়! আকাশে উঠে যাও।

রাক্ষসদের আক্রমণদ্বারা তাড়না কর। ৪। হে অগ্নি! যজ্ঞদ্বারা বাণগুলিকে নত করে এবং বাণের অগ্রভাগ বজ্রদ্বারা সংযুক্ত করে ঐ সকল অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসদের হৃদয়ে আঘাত কর, ওদের পার্শ্বদ্বয়বর্তী বাহু সকল ভঙ্গ করে দাও। ৫। হে অগ্নি! রাক্ষসের চর্ম বিদীর্ণ কর! প্রাণবধকারী বজ্র শীঘ্র ওকে নিধন করুক। হে জাতবেদা! ওর ভিন্ন ভিন্ন দেহসন্ধি ছেদন কর। ছেদন করা হলে মাংসাশী, পশুমাংসলোভী হয়ে ওর নিকটে গমন করুক। ৬। হে জাতবেদা অগ্নি! যেখানেই তুমি রাক্ষসকে দেখ সে দণ্ডায়মান থাকুক অথবা ইতস্তত বিচরণ করুক, আকাশে থাকুক অথবা পথে গমন করুক, তুমি তীক্ষ্ণবাণ ক্ষেপণপূর্বক তাকে বিদ্ধ কর। ৭। হে জাতবেদা! আক্রমণকারী রাক্ষসের হস্ত হতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঋষ্টিনামক অস্ত্রদ্বারা রক্ষা কর। হে অগ্নি! উজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করে সর্বাগ্রে আমমাংসভোজী-দের বধ কর। এ সকল পক্ষী তাকে ভোজন করুক। ৮। হে অগ্নি! বলে দাও কোন রাক্ষস এ যজ্ঞের বিঘ্ন করছে, হে অতিযুবা অগ্নি! কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে তুমি সে রাক্ষসকে আক্রমণ কর। তুমি মনুষ্যদের উপর তোমার কৃপাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাক, সে দৃষ্টিতে ঐ রাক্ষসকে দমন কর। ৯। হে অগ্নি! তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা এ যজ্ঞ রক্ষা কর. এ যজ্ঞ ধনের অনুকূল; হে শুভ চিত্রধারী! এ যজ্ঞ সম্পন্ন কর। হে মনুষ্য দর্শনকারী! তুমি উজ্জ্বল হয়ে রাক্ষসদের নিধন কর, তোমাকে যেন রাক্ষসেরা পরাভব করতে না পারে। ১০। হে মনুষ্য দর্শনকারী! রাক্ষসদের বিষয়ে সতর্ক হও, মনুষ্যদের দৃষ্টি কর। রাক্ষসদের তিন মস্তক ছেদন কর। শীঘ্র তার পার্শ্বদেশ ছেদন কর। ঐ রাক্ষসের তিনটি চরণ ছেদন কর। ১১। হে অগ্নি! যে রাক্ষস অসত্যদ্বারা সত্যকে নষ্ট করে, সে রাক্ষস তিনবার তোমার বন্ধনসীমার মধ্যে আগমন করুক অর্থাৎ দগ্ধ হোক। হে জাতবেদা! শিখা-দ্বারা তাকে স্পর্শ করে স্তবকারীর সমীপেই একে ভেঙ্গে ফেল। ১২। রাক্ষস খুরতুল্য নখের দ্বারা সাধুদের আঘাত করে, সে রাক্ষসের প্রতি তুমি দৃষ্টি প্রয়োগ করে থাক, শব্দকারী রাক্ষসের প্রতি এক্ষণে সে দৃষ্টি প্রয়োগ কর। অথর্ব নামক ঋষির ন্যায় তুমি সত্য ধ্বংসকারী নির্বোধকে দিব্য তেজের দ্বারা দগ্ধ করে ফেল। ১৩। হে অগ্নি! দেখ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পর গালি দিচ্ছে, দেখ চীৎকার করতে করতে কটু কথা বলছে অতএব মনে ক্রোধোদয় হলে যে বাণ ক্ষেপণ করা হয় তা দিয়ে রাক্ষসদের হৃদয় বিদ্ধ কর কারণ ঐ সকল কটু কথা প্রয়োগ করা রাক্ষসদের প্রবর্ত্তনাতে ঘটে। ১৪। উত্তাপের দ্বারা রাক্ষসদের বধ কর, হে অগ্নি! বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিধন কর। শিখাদ্বারা সে মূঢ় নির্বোধ অপদেবতাদের ধ্বংস কর, উজ্জ্বল হয়ে সে প্রাণসংহারকারীদের নষ্ট কর। ১৫। দেবতাগণ অন্য পাপ নষ্ট করে দিন। অতি বিরস দুর্বাক্য সকল সে রাক্ষসের দিকে গমন করুক। বাণগণ সে বাক্যচোর অর্থাৎ মিথ্যাবাদী রাক্ষসকে মর্মস্থানে আনীত করুক। রাক্ষস বিশ্বব্যাপী অগ্নির বন্ধনে পতিত হোক। ১৬। যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে অথবা অশ্ব প্রভৃতি পশুদের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, হে অগ্নি! নিজ বলে তাদের মস্তক ছেদন করে দাও। ১৭। গাভীর যে দুগ্ধ এক বৎসর ধরে সঞ্চয় হয়, হে মনুষ্য দর্শনকারী অগ্নি! রাক্ষস যেন সে দুগ্ধ পান না করে। হে অগ্নি! যে রাক্ষস সে অমৃত তুল্য দুগ্ধপানের প্রয়াসী হয়, সে পুরোবর্তী হলে শিখাদ্বারা তার মর্ম বিদ্ধ কর। ১৮। রাক্ষসগণ গাভীদের যে দুগ্ধ পান করে, তা যেন তাদের বিষতুল্য হয়, সে দুষ্টাশয়দের ছেদন করে অদিতির নিকট বলিদান দাও। সূর্যদেব তাদের উচ্ছিন্ন করুন। তৃণলতাদির যে অসার পরিত্যাজ্য অংশ আছে, রাক্ষসেরা তাই গ্রহণ করুক। ১৯। হে অগ্নি! ক্রমাগত রাক্ষসদের মেরে

ফেল, যুদ্ধে রাক্ষসেরা যেন তোমার উপর জয়ী না হয়, আমমাংসভোজী রাক্ষসদের সমূলে ধ্বংস কর, তারা যেন তোমার দিব্য অস্ত্র হতে মুক্তি লাভ না করে। ২০। হে অগ্নি! তুমি আমাদের দক্ষিণে উত্তরে পশ্চিমে ও পূর্বে রক্ষা কর। তোমার অতি উজ্জ্বল অবিনাশী অতি উত্তপ্ত শিখা আছে, তারা পাপাত্মা রাক্ষসকে ভস্মীভূত করুক। ২১। হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি কবি অর্থাৎ কার্যকুশল, অতএব ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা আমাদের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম রক্ষা কর। হে বন্ধু অগ্নি! আমি তোমার সখা, তোমার জরা নেই কিন্তু আমি যেন দীর্ঘ আয়ু ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হই। তুমি অমর, আমরা মৃত্যুশীল, আমাদের রক্ষা কর। ২২। হে অগ্নি! বলের পূরণকর্তা বুদ্ধিমান তোমার মূর্তি দেখলেই ভীত হতে হয়, তুমি নিত্য নিত্য রাক্ষসদের বধ কর, তোমাকে বিশিষ্ট রূপে ধ্যান করি। ২৩। হে অগ্নি! বিঘ্নকারী রাক্ষসদের বিষের দ্বারা, তীক্ষ্ণ শিখার দ্বারা এবং ঋষ্টি নামক উত্তপ্ত অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ কর। ২৪। হে অগ্নি! যে রাক্ষসগণ স্ত্রীপুরুষে কোথায় কি আছে দেখে বেড়ায়, তাদের দগ্ধ কর। হে বুদ্ধিমান! তুমি দুর্ধর্ষ, তোমাকে আমি স্তবের দ্বারা উত্তেজিত করছি, তুমি জাগ্রত হও। ২৫। হে অগ্নি! তোমার নিজ তেজের দ্বারা রাক্ষসের তেজ সর্বত্র নষ্ট করে দাও, যাতুবান রাক্ষসের বল বীর্য ভেঙ্গে দাও (১)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি রাক্ষসদের সম্বন্ধে। রাক্ষসগণ আম মাংস খায়, গরুর দুগ্ধ চুরি করে, আকাশ পৃথিবীতে বিচরণ করে, মনুষ্যের হানি করে, এরূপ বিশ্বাস ছিল। এ সূক্তটি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৮৮ সূক্ত ॥ অগ্নি ও সূর্য উভয়ে মিলিত দেবতা। মূর্ধান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হবিষ্পান্তমজরং স্বর্বিদি দিবিস্পৃশ্যাহুতং জুষ্টমগ্নৌ।
তস্য ভর্মণে ভুবনায় দেবা ধর্মণে কং স্বধয়া পপ্রথন্ত ॥ ১
গীর্ণং ভুবনং তমসাপগূড়্হমাবিঃ স্বরভবজ্জাতে অগ্নৌ।
তস্য দেবাঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপোঽরণয়ন্নোষধীঃ সখ্যে অস্য ॥ ২
দেবেভির্ন্বিষিতো যজ্ঞিয়েভিরগ্নিং স্তোষাণ্যজরং বৃহন্তম্।
যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমামাততান রোদসী অন্তরিক্ষম্ ॥ ৩
যো হোতাসীৎ প্রথমো দেবজুষ্টো যং সমাঞ্জন্নাজ্যেনা বৃণানাঃ।
স পতত্রীত্বরং স্থা জগদ্যচ্ছ্বাত্রমগ্নিরকৃণোজ্জাতবেদাঃ ॥ ৪
যজ্জাতবেদো ভুবনস্য মূর্ধন্নতিষ্ঠো অগ্নে সহ রোচনেন।
তং ত্বাহেম মতিভির্গীর্ভিরুক্থৈঃ স যজ্ঞিয়ো অভবো রোদসিপ্রাঃ ॥ ৫
মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।
মায়ামূ তু যজ্ঞিয়ানামেতামপো যত্তূর্ণিশ্চরতি প্রজানন্ ॥ ৬
দৃশেন্যো যো মহিনা সমিদ্ধোঽরোচত দিবিয়োনির্বিভাবা।
তস্মিন্নগ্নৌ সূক্তবাকেন দেবা হবির্বিশ্ব আজুহবুস্তনূপাঃ ॥ ৭
সূক্তবাকং প্রথমমাদিদগ্নিমাদিদ্ধবিরজনয়ন্ত দেবাঃ।
স এষাং যজ্ঞো অভবত্তনূপাস্তং দ্যৌর্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ ॥ ৮
যং দেবাসোঽজনয়ন্তাগ্নিং যস্মিন্নাজুহবুর্ভুবনানি বিশ্বা।
সো অর্চিষা পৃথিবীং দ্যামুতেমামৃজূয়মানো অতপন্মহিত্বা ॥ ৯
স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনঞ্ছক্তিভী রোদসিপ্রাম্।
তমূ অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ ॥ ১০

যদেদেনমদধুর্যজ্ঞিয়াসো দিবি দেবাঃ সূর্যমাদিতেয়ম্ ।
যদা চরিষ্ণু মিথুনাবভূতামাদিৎ প্রাপশ্যন্ ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১১
বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্ ।
আ যস্ততানোষসো বিভাতীরপো ঊর্ণোতি তমো অর্চিষা যন্ ॥ ১২
বৈশ্বানরং কবয়ো যজ্ঞিয়াসোঽগ্নিং দেবা অজনয়ন্নজুর্যম্ ।
নক্ষত্রং প্রত্নমমিনচ্চরিষ্ণু যক্ষস্যাধ্যক্ষং তবিষং বৃহন্তম্ ॥ ১৩
বৈশ্বানরং বিশ্বহা দীদিবাংসং মন্ত্রৈরগ্নিং কবিমচ্ছা বদামঃ ।
যো মহিম্না পরিবভূবোর্বী উতাবস্তাদুত দেবঃ পরস্তাৎ ॥ ১৪
দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৄণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্ ।
তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎসমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ ॥ ১৫
দ্বে সমীচী বিভৃতশ্চরন্তং শীর্ষতো জাতং মনসা বিমৃষ্টম্ ।
স প্রত্যঙ্বিশ্বা ভুবনানি তস্থাবপ্রযুচ্ছন্তরণির্ভ্রাজমানঃ ॥ ১৬
যত্রা বদেতে অবরঃ পরশ্চ যজ্ঞন্যোঃ কতরো নৌ বি বেদ ।
আ শেকুরিৎসধমাদং সখায়ো নক্ষন্ত যজ্ঞং ক ইদং বি বোচৎ ॥ ১৭
কত্যগ্নয়ঃ কতি সূর্যাসঃ কত্যুষাসঃ কত্যু স্বিদাপঃ ।
নোপস্পিজং বঃ পিতরো বদামি পৃচ্ছামি বঃ কবয়ো বিদ্মনে কম্ ॥ ১৮
যাবন্মাত্রমুষসো ন প্রতীকং সুপর্ণ্যো বসতে মাতরিশ্বঃ ।
তাবদ্দধাত্যুপ যজ্ঞমায়ন্ ব্রাহ্মণো হোতুরবরো নিষীদন্ ॥ ১৯

অনুবাদ : ১। পান করবার উপযুক্ত যে হোমদ্রব্য অর্থাৎ সোমরস যা চিরকাল নূতন থাকে, যা দেবতারা সেবন করেন, তা স্বর্গগামী আকাশস্পর্শ অগ্নিতে হোম করা হয়েছে। সে সোমরসের উৎপাদন পরিপূরণ ও ধারণের জন্য দেবতারা সুখকর অগ্নিকে বর্ধিত করেন। ২। অন্ধকার ভুবনকে গ্রাস করে। তাতে ভুবন অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়। অগ্নি জন্মিলে সে সমস্ত ভুবন প্রকাশ পায়। সে অগ্নির বন্ধুত্ব লাভে সকলেই প্রীত হয়, দেবতারা পৃথিবী আকাশ জল ও বৃক্ষাদি সকলই সন্তুষ্ট হয়। ৩। যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, তাই আমি জরারহিত প্রকাণ্ড অগ্নিকে স্তব করছি। তিনি নিজ কিরণে পৃথিবী আকাশ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ছেয়ে ফেললেন। ৪। তিনিই সর্ব প্রথম হোতা ছিলেন, দেবতারা তাঁকে পরিবেষ্টন করেন, যজমানগণ বর চাহিতে চাহিতে তাঁকে ঘৃতসংযুক্ত করেন। সে অগ্নি পশু পক্ষী স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সকলি অবিলম্বে রচনা করেন। ৫। হে অগ্নি! হে জাতবেদা! হে ভুবনের মস্তকস্বরূপ! তুমি যখন দীপ্তসূর্যের সাথে একত্রে দণ্ডায়মান হও তখন তোমাকে আমরা ধ্যান এবং স্তবস্তুতির দ্বারা উপাসনা করি। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করে যজ্ঞের উপযোগী হও। ৬। রাত্রিকালে অগ্নিই সকল সংসারের মস্তকস্বরূপ হন, পরে প্রাতে তিনি সূর্যরূপে উদিত হন। তিনি বিবেচনাপূর্বক সকল স্থানে শীঘ্র শীঘ্র বিচরণ করেন, এ যজ্ঞসম্পাদনকারী দেবতাদের ক্রিয়াকৌশল। ৭। যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হয়ে সুশ্রী মূর্তি ধারণ করে আকাশে স্থান গ্রহণ করে ঔজ্জ্বল্যের সাথে শোভা পেতে লাগলেন, সে অগ্নিতে শরীর রক্ষাকারী সকল দেবতা সূক্ত পাঠ করতে করতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ করলেন। ৮। দেবতারা প্রথমে সূক্ত সৃষ্টি করলেন, পরে অগ্নি, পরে হোমের দ্রব্য সৃষ্টি করলেন। সে অগ্নি এঁদের শরীর রক্ষাকারী যজ্ঞস্বরূপ হলেন, আকাশ পৃথিবী ও জলের সাথে সে অগ্নির পরিচয় আছে। ৯। যে অগ্নিকে দেবতারা উৎপাদন করলেন, সর্বমেধ নামক যজ্ঞের সময় যে অগ্নিতে সকল বস্তুরই

হোম হয়, তিনি সকল গতি ধারণপূর্বক নিজ প্রকাণ্ড শিখাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোকে তাপ দিতে লাগলেন। ১০। দেবলোকে দেবতারা নানা ক্ষমতাদ্বারা কেবল স্তব সহকারেই সে অগ্নিকে উৎপাদন করলেন, যিনি দ্যাবাপৃথিবী পরিপূর্ণ করেন। সে সুখকর অগ্নিকে তাঁরা ত্রিবিধ করে সৃষ্টি করলেন। সে অগ্নি নানা প্রকার বৃক্ষাদিকে পরিণত অবস্থায় উপনীত করেন। ১১। যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা যখন এ অগ্নিকে আর অদিতি পুত্র সূর্যকে আকাশে স্থাপন করলেন, যখন তাঁরা উভয়ে যুগ্মরূপী হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন তখন সকল প্রাণিবর্গ তাঁদের দেখতে পেল। ১২। দেবতারা সকল মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে সমস্ত ভুবনের জন্য দিনের কেতুস্বরূপ করেছেন। সে অগ্নি বিশিষ্ট দীপ্তিশালী প্রভাতকে বিস্তার করেন এবং যেতে যেতে শিখাদ্বারা অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করেন। ১৩। ক্রিয়াকুশল যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা অবিনাশী ও সকল মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে উৎপাদন করেছেন। ইনি যখন স্থূল ও বৃহৎ হন তখন আকাশে চিরকাল বিচরণশীল নক্ষত্রকে দেবতার সমক্ষেই প্রভাহীন করে দেন। ১৪। বৈশ্বানর অগ্নি নিত্য নিত্য দীপ্তিশালী হন, সে ক্রিয়াকুশল অগ্নির অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রপাঠ করছি। তিনি আপন মহিমাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদন করেন এবং ঊর্ধে ও নিম্নে উত্তাপ দেন। ১৫। কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবর্গ, এঁদের আমি দ্বিবিধ গতি শুনেছি। এ বিশ্বভুবন অগ্রসর হতে হতে সে গতিপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে কেউ মাতা পিতার মধ্যে জন্মলাভ করে, তাদের ঐ দু ব্যতীত গতি নেই। ১৬। যে সূর্য মস্তক অর্থাৎ উধস্থান হতে জন্মেছেন, যাঁকে স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়, তিনি যখন বিচরণ করেন তখন দ্যাবাপৃথিবী তাঁকে ধারণ করেন, সে পরিত্রাণকর্তা কখন নিজ কর্মে শৈথিল্য করেন না, তিনি দীপ্তি পেতে পেতে সকল ভুবনের দিকে অতি সুখে অবস্থিত থাকেন। ১৭। যে স্থানে নিম্নস্থিত অগ্নি আর ঊর্ধস্থিত অগ্নি পরস্পর এ বলে বিবাদ করেন যে আমরা উভয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকি কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? তখন বন্ধুগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন বটে কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে কে ঐ প্রশ্নের নির্ণয় করতে পারে। ১৮। হে পিতৃগণ! তোমাদের নিকট তর্ক বিতর্কের কথা বলছি না, কেবল উত্তমরূপে জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি যে অগ্নি ক জন? সূর্য ক জন, উষা ক জন, জল অর্থাৎ জলদেবীই বা ক জন? ১৯। হে বায়ু! যে পর্যন্ত রাত্রিগণ ঊষার মুখের আচ্ছাদন খুলে না দেন তখনই নিম্নস্থিত পার্থিব অগ্নি এসে যজ্ঞের নিকট স্থান গ্রহণ করেন, তিনি হোতা, তিনিই স্তোত্রকারী।

৮৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। রেণু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রং স্তবা নৃতমং যস্য মহ্না বিববাধে রোচনা বি জ্মো অন্তান্।
আ যঃ পপ্রৌ চর্ষণীধৃদ্বরোভিঃ প্র সিন্ধুভ্যো রিরিচানো মহিত্বা ॥ ১
স সূর্যঃ পর্যুরু বরাংসেন্দ্রো ববৃত্যাদ্রথ্যেব চক্রা।
অতিষ্ঠন্তমপস্যং ন সর্গং কৃষ্ণা তমাংসি ত্বিষ্যা জঘান ॥ ২
সমানমস্মা অনপাবৃদর্চ ক্ষ্ময়া দিবো অসমং ব্রহ্ম নব্যম্।
বি যঃ পৃষ্ঠেব জনিমান্যর্য ইন্দ্রশ্চিকায় ন সখায়মীষে ॥ ৩
ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রেরয়ং সগরস্য বুধ্নাৎ।
যো অক্ষেণেব চক্রিয়া শচীভির্বিষ্বক্তস্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥ ৪
আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মা ধুনিঃ শিমীবাঞ্ছরুমাঁ ঋজীষী।
সোমো বিশ্বান্যতসা বনানি নার্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দেভুঃ ॥ ৫

ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী ন ধন্ব নান্তরিক্ষং নাদ্রয়ঃ সোমো অক্ষাঃ।
যদস্য মন্যুরধিনীয়মানঃ শৃণাতি বীলু রুজতি স্থিরাণি ॥ ৬
জঘান বৃত্রং স্বধিতির্বনেব রুরোজ পুরো অরদন্ন সিন্ধূন্।
বিভেদ গিরিং নবমিন্ন কুম্ভমা গা ইন্দ্রো অকৃণুত স্বযুগ্‌ভিঃ ॥ ৭
ত্বং হ ত্যদৃণয়া ইন্দ্র ধীরোঽসির্ন পর্ব বৃজিনা শৃণাসি।
প্র যে মিত্রস্য বরুণস্য ধাম যুজং ন জনা মিনন্তি মিত্রম্ ॥ ৮
প্র যে মিত্রং প্রার্যমণং দুরেবাঃ প্র সঙ্গিরঃ প্র বরুণং মিনন্তি।
ন্য মিত্রেষু বধমিন্দ্র তুম্রং বৃষন্বৃষাণমরুষং শিশীহি ॥ ৯
ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যা ইন্দ্রো অপামিন্দ্র ইৎ পর্বতানাম্।
ইন্দ্রো বৃধামিন্দ্র ইন্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্রঃ ॥ ১০
প্রাক্তুভ্য ইন্দ্রঃ প্র বৃধো অহভ্যঃ প্রান্তরিক্ষাৎ প্র সমুদ্রস্য ধাসেঃ।
প্র বাতস্য প্রথসঃ প্র জ্মো অন্তাৎ প্র সিন্ধুভ্যো রিরিচে প্র ক্ষিতিভ্যঃ ॥ ১১
প্র শোশুচত্যা উষসো ন কেতুরসিন্বা তে বর্ততামিন্দ্র হেতিঃ।
অশ্মেব বিধ্য দিব আ সৃজানস্তপিষ্ঠেন হেষসা দ্রোঘমিত্রান্ ॥ ১২
অন্বহ মাসা অন্বিদ্বনান্যন্বোষধীরনু পর্বতাসঃ।
অন্বিন্দ্রং রোদসী বাবশানে অন্বাপো অজিহত জায়মানম্ ॥ ১৩
কর্হি স্বিৎসা ত ইন্দ্র চেত্যাসদঘস্য যদ্ভিনদো রক্ষ এষৎ।
মিত্রক্রুবো যচ্ছসনে ন গাবঃ পৃথিব্যা আপৃগমুয়া শয়ন্তে ॥ ১৪
শত্রূয়ন্তো অভি যে নস্ততস্রে মহি ব্রাধন্ত ওগণাস ইন্দ্র।
অন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাং সুজ্যোতিষো অক্তবস্তাঁ অভি ষ্যুঃ ॥ ১৫
পুরূণি হি ত্বা সবনা জনানাং ব্রহ্মাণি মন্দন্ গৃণতামৃষীণাম্।
ইমামাঘোষন্নবসা সহূতিং তিরো বিশ্বাঁ অর্চতো যাহ্যর্বাঙ্ ॥ ১৬
এবা তে বয়মিন্দ্র ভুঞ্জতীনাং বিদ্যাম সুমতীনাং নবানাম্।
বিদ্যাম বস্তোরবসা গৃণন্তো বিশ্বামিত্রা উত ত ইন্দ্র নূনম্ ॥ ১৭
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১৮

অনুবাদ: ১। সকল অধ্যক্ষের প্রধান ইন্দ্রকে স্তব কর। তাঁর মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সকলের তেজ হীন করেছে। তিনি মনুষ্যদের ধারণ করেন, তাঁর মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তাঁর তেজ সমস্ত সংসার পরিপূর্ণ করে। ২। বীর্যবান ইন্দ্র আপনার তেজ সমস্ত তেমনিভাবে চতুর্দিকে ঘূর্ণিত করতে থাকেন যেমন রথী চক্র ঘূর্ণিত করে। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সমস্ত যেন একটি অস্থায়ী ও অদৃশ্য সৃষ্টিস্বরূপ, তাকে ইন্দ্র আপন জ্যোতিদ্বারা নষ্ট করেন। ৩। হে স্তবকারী! আমার সাথে মিলিত হয়ে সে ইন্দ্রের উদ্দেশে এরূপ একটি নূতন স্তব উচ্চারণ কর, যা নিকৃষ্ট না হয়, যা পৃথিবী ও স্বর্গে উপমারহিত হয়। তিনি যজ্ঞে উচ্চারিত স্তবগুলি পাবার জন্য যেরূপ ইচ্ছুক হন শত্রুদের দর্শন পাবার জন্যও সেরূপ ব্যস্ত হন। তিনি বন্ধুকে অনুসন্ধান করেন না অর্থাৎ অনিষ্ট করবার জন্য অনুসন্ধান করেন না। ৪। ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হয়েছে, আকাশের মস্তক হতে জল এনেছি, যেমন অক্ষদ্বারা চক্র ধারিত হয়, সেরূপ সে ইন্দ্র নিজ কার্ষ্ঠের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে উত্তম্ভিত করে রাখেন (১)। ৫। যাঁকে পান করলে মনে তেজ উদয় হয়, যিনি শীঘ্র প্রহার করেন, যিনি বীরত্ব করে শত্রুদের কম্পান্বিত করেন, যিনি অস্ত্রশস্ত্রধারী ও সরল গতিশীল, সে সোম অরণ্যসমূহকে

বৃদ্ধিযুক্ত করেন। কিন্তু বর্ধিত হয়েও সে-অরণ্যসমূহ ইন্দ্রের সাথে সমতুল হতে পারে না কিংবা তাঁর ভারের লাঘব করতে পারে না। ৬। দ্যাবাপৃথিবী বা মরুদেশ বা আকাশ বা পর্বতগণ যে ইন্দ্রের সমতুল্য হতে পারে না, তাঁর নিমিত্ত সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে। এর ক্রোধ যখন শত্রুদের উপর চালিত হয় তখন ইনি বিলক্ষণ হিংসা করেন, দুর্ভেদ্যদেরও ভেদ করেন। ৭। যেরূপ পরশু অরণ্য ছেদন করে সেরূপ ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করলেন, শত্রুর পুরী ধ্বংস করলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ করে নদীর পথ পরিষ্কার করে দিলেন, অপক্ব কলসের ন্যায় পর্বতকে ভঙ্গ করলেন। আপন সহায়দের সঙ্গে গাভীসমূহ নিষ্কাশিত করলেন। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি ভক্তের ঋণ মোচন কর, তুমি অবিচলিত। খড়্গ যেমন গ্রন্থি ছেদন করে সেরূপ তুমি অকল্যাণ নষ্ট কর। যে সকল ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের কার্য নষ্ট করে তারা জানে না যে তাঁদের কার্য তাদের পক্ষে হিতকর বন্ধুর কার্যের ন্যায়, ইন্দ্র তাদেরও হিংসা করেন। ৯। যে সকল দুষ্টাশয় ব্যক্তি মিত্র অর্যমা বরুণ ও মরুদগণকে দ্বেষ করে হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! তাদের বধ করবার জন্য শব্দকারী ও বৃষ্টিবর্ষণকারী উজ্জ্বল বজ্র শাণিত কর। ১০। কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি জল, কি পর্বত সকলেরই উপর ইন্দ্রের আধিপত্য আছে। প্রবল ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উপর ইন্দ্রেরই আধিপত্য। কি নূতন বস্তু লাভ করবার সময় কি লব্ধ বস্তু রক্ষা করবার সময় সকল অবসরেই ইন্দ্রকে প্রার্থনা করতে হয়। ১১। কি রাত্রি, কি দিন, কি আকাশ, কি জলধারী সমুদ্র, কি সুবিস্তীর্ণ বায়ু, কি পৃথিবীর সীমা, কি নদী, কি মনুষ্য সকল অপেক্ষাই ইন্দ্র প্রধান, সকলকেই ইন্দ্র অতিক্রম করে আছেন। ১২। হে ইন্দ্র! তোমার অস্ত্র, ভঙ্গ হবার নয়, দীপ্তিময়ী ঊষা পতাকার ন্যায় তোমার অস্ত্র জ্যোতির্ময় হোক। যেরূপ আকাশ হতে প্রস্তর পতিত হয়ে বৃক্ষ ধ্বংস করে, সেরূপ তুমি অনিষ্টকারী শত্রুদের অতি উত্তপ্ত ও গর্জনকারী অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ কর। ১৩। যখন ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করলেন তখন মাস সকল বনসমূহ উদ্ভিজ্জবর্গ, ও পর্বতগণ এবং পরস্পর সংযুক্ত দ্যাবাপৃথ্বী, এঁরা সকলে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগল। ১৪। হে ইন্দ্র! যে অস্ত্র ক্ষেপণ করে পাপাত্মা রাক্ষসকে বিদীর্ণ করলে, তোমার সে নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায় রইল? যেরূপ গোহত্যাস্থানে গাভীগণ হত হয় (২) সেরূপ তোমার ঐ অস্ত্রদ্বারা নিহত হয়ে বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হয়ে শয়ন করে। ১৫। যে সকল রাক্ষস শত্রুতা করতে করতে এবং অত্যন্ত পীড়া দিতে দিতে আমাদের বেষ্টন করল, হে ইন্দ্র! তারা গাঢ় অন্ধকারে পতিত হোক, নিতান্ত জ্যোতির্ময় রজনীও তাদের পক্ষে অন্ধকারময় হোক। ১৬। লোক সকল তোমার উদ্দেশে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, স্তবকারী ঋষিদের মন্ত্রগুলি তোমাকে আহ্লাদিত করে। তোমাকে এ যে সকলে মিলে আহ্বান করা হচ্ছে, তা তুমি ঘোষণা করে দাও। সকল পূজকের প্রতি অনুকূল হয়ে তাদের নিকট গমন কর। ১৭। হে ইন্দ্র! তোমার স্তবগুলি আমাদের রক্ষা করে থাকে। আমরা যেন নূতন নূতন উৎকৃষ্ট স্তব লাভ করি। আমরা বিশ্বামিত্র সন্তান, রক্ষার জন্য তোমার স্তব করছি, আমরা যেন নানা বস্তু লাভ করি। ১৮। সে স্থূলকায় ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। এ যুদ্ধের সময় যখন অন্ন ইত্যাদি দ্রব্য বণ্টন হবে তখন তিনিই প্রধানরূপে অধ্যক্ষতা করবেন। যুদ্ধে তিনি স্বপক্ষ রক্ষার জন্য উগ্রমূর্তি ধারণ-পূর্বক শত্রুদের হিংসা করেন, বৃত্রদের বধ করেন, ধন সমস্ত জয় করেন।

টীকা ঃ ১। আচার্য লুডউইগ বিবেচনা করেন, ইন্দ্রের নিজ কাষ্ঠ অর্থে Axis of the Earth. ২। গোহত্যা প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, নচেৎ গোহত্যার জন্য ভিন্ন স্থান নির্ধারিত থাকা সম্ভব নয়।

৯০ সূক্ত ॥ পুরুষ দেবতা। নারায়ণ ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্য।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬

অনুবাদ: ১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থিত থাকেন(১)। ২। যা হয়েছে অথবা যা হবে সকলই সে পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হন, কেন না তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন। ৩। তাঁর এরূপ মহিমা, তিনি কিন্তু এ অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁর একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁর তিন পাদ। ৪। পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) নিয়ে উপরে উঠলেন। তাঁর চতুর্থ অংশ এ স্থানে রইল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত হলেন। ৫। তিনি হতে

বিরাট জন্মিলেন এবং বিরাট হতে সে পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করলেন। ৬। যখন পুরুষকে হব্য রূপে গ্রহণ করে দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হল, শরৎ হব্য হল। ৭। যিনি সকলের অগ্রে জন্মেছিলেন, সে পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপে সে বর্হিতে পূজা দেওয়া হল। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ তা দ্বারা যজ্ঞ করলেন। ৮। সে সর্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হল। তিনি সে বায়ব্য পশু নির্মাণ করলেন, তারা বন্য এবং গ্রাম্য। ৯। সে সর্ব হোম-সম্বলিত যজ্ঞ হতে ঋক ও সামসমূহ উৎপন্ন হল, ছন্দ সকল তথা হতে আবির্ভূত হল, যজু তা হতে জন্ম গ্রহণ করল (২)। ১০। ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল। তা হতে গাভীগণ ও ছাগ ও মেষগণ জন্মিল। ১১। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হল, কয় খণ্ড করা হয়েছিল? এর মুখ কি হল, দু হস্ত, দু উরু, দু চরণ কি হল? ১২। এর মুখ ব্রাহ্মণ হল, দু বাহু রাজন্য হল, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হল, দু চরণ হতে শূদ্র হল (৩)। ১৩। মন হতে চন্দ্র হলেন, চক্ষু হতে সূর্য, মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হতে বায়ু। ১৪। নাভি হতে আকাশ, মস্তক হতে স্বর্গ, দু চরণ হতে ভূমি, কর্ণ হতে দিক ও ভুবন সকল নির্মাণ করা হল। ১৫। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করলেন তখন সাতটি পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্মাণ করা হল এবং তিনসপ্ত সংখ্যাক যজ্ঞকাষ্ঠ হল (৪)। ১৬। দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, তাই সর্ব প্রথম ধর্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করলেন।

টীকা ঃ ১। এ প্রসিদ্ধ সূক্তকে পুরুষসূক্ত বলে এবং এ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত। ২। এ সূক্তটি কত আধুনিক, তা এ ঋকের দ্বারা কতক প্রকাশ হচ্ছে। এর রচনাকালে ঋক সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি পৃথক পৃথক করা হয়েছে। ৩। ঋগ্বেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ চার জাতির উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে জাতি বিভাগ ছিল না। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে এ পুরুষ সূক্তের ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। ৪। বিশ্বজগতের নিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করা, এ অনুভবটি ঋগ্বেদের সময়ের নয়, ঋগ্বেদে আর কোথাও পাওয়া যায় না, এ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অনুভব। "It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was largely developed. * * Penetrated with a sense of the sanctity and efficacy of the rite, and familiar with all its details, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purusha himself as forming the victim.',—Muir's Sanskrit Texts.

৯১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অরুণ ঋষিঃ। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সং জাগৃবদ্ভির্জরমাণ ইধ্যতে দমূনা ইষয়ন্নিলস্পদে।
বিশ্বস্য হোতা হবিষো বরেণ্যো বিভুর্বিভাবা সুষখা সখীয়তে ॥ ১
স দর্শতশ্রীরতিথির্গৃহে গৃহে বনে বনে শিশ্রিয়ে তক্ববীরিব।
জনং জনং জন্যো নাতি মন্যতে বিশ আ ক্ষেতি বিশ্যোঽবিশংবিশম্ ॥ ২

সুদক্ষো দক্ষৈঃ ক্রতুনাসি সুক্রতুরগ্নে কবিঃ কাব্যেনাসি বিশ্ববিৎ।
বসুর্বসূনাং ক্ষয়সি ত্বমেক ইদ্দ্যাবা চ যানি পৃথিবী চ পুষ্যতঃ ॥ ৩
প্রজানন্নগ্নে তব যোনিমৃত্বিয়মিলায়াস্পদে ঘৃতবন্তমাসদঃ।
আ তে চিকিত্র উষসামিবেতয়োঽরেপসঃ সূর্যস্যেব রশ্ময়ঃ ॥ ৪
তব শ্রিয়ো বর্ষস্যেব বিদ্যুতশ্চিত্রাশ্চিকিত্র উষসাং ন কেতবঃ।
যদোষধীরভিসৃষ্টো বনানি চ পরি স্বয়ং চিনুষে অন্নমাস্যে ॥ ৫
তমোষধীর্দধিরে গর্ভমৃত্বিয়ং তমাপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ।
তমিৎসমানং বনিনশ্চ বীরুধোঽন্তর্বতীশ্চ সুবতে চ বিশ্বহা ॥ ৬
বাতোপধূত ইষিতো বশাঁ অনু তৃষু যদন্না বেবিষদ্বিতিষ্ঠসে।
আ তে যতন্তে রথ্যো যথা পৃথক্‌শর্ধাংস্যগ্নে অজরাণি ধক্ষতঃ ॥ ৭
মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনমগ্নিং হোতারং পরিভূতমং মতিম্।
তমিদর্ভে হবিষ্যা সমানমিত্তমিন্মহে বৃণতে নান্যং ত্বৎ ॥ ৮
ত্বামিদত্র বৃণতে ত্বায়বো হোতারমগ্নে বিদথেষু বেধসঃ।
যদ্দেবয়ন্তো দধতি প্রয়াংসি তে হবিষ্মন্তো মনবো বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ৯
তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে ॥ ১০
যস্তুভ্যমগ্নে অমৃতায় মর্ত্যঃ সমিধা দাশদুত বা হবিষ্কৃতি।
তস্য হোতা ভবসি যাসি দূত্যমুপ ব্রূষে যজস্যধ্বরীয়সি ॥ ১১
ইমা অস্মৈ মতয়ো বাচো অস্মদাঁ ঋচো গিরঃ সুষ্টুতয়ঃ সমগ্মত।
বসূয়বো বসবে জাতবেদসে বৃদ্ধাসু চিদ্বর্ধনো যাসু চাকনৎ ॥ ১২
ইমাং প্রত্নায় সুষ্টুতিং নবীয়সীং বোচেয়মস্মা উশতে শৃণোতু নঃ।
ভূয়া অন্তরা হৃদ্যস্য নিস্পৃশে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ ১৩
যস্মিন্নশ্বাস ঋষভাস উক্ষণো বশা মেষা অবসৃষ্টাস আহুতাঃ।
কীলালপে সোমপৃষ্ঠায় বেধসে হৃদা মতিং জনয়ে চারুমগ্নয়ে ॥ ১৪
অহাব্যগ্নে হবিরাস্যে তে স্রুচীব ঘৃতং চম্বীব সোমঃ।
বাজসনিং রয়িমস্মে সুবীরং প্রশস্তং ধেহি যশসং বৃহন্তম্ ॥ ১৫

অনুবাদঃ ১। সতর্ক সাবধান স্তবকারিগণ অগ্নিকে স্তব করছেন, বদান্য অগ্নি বেদির উপর উপবেশনপূর্বক অন্ন লাভের জন্য প্রজ্বলিত হচ্ছেন, তিনি সকল যজ্ঞ সামগ্রীর হোমকর্তা, তিনি শ্রেষ্ঠ দীপ্তিশালী। তাঁর সাথে যে বন্ধুত্ব করে তিনি তার প্রতি বন্ধুত্বাচরণ করেন। ২। তিনি সুশ্রী প্রত্যেক গৃহের অতিথিস্বরূপ, তিনি গমনকারী ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক বন আশ্রয় করছেন। তিনি লোকের হিতকারী কোন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন না, তিনি প্রজাবর্গের হিতকারী, প্রত্যেক প্রজার ভবনে গমন করেন। ৩। হে অগ্নি! তুমি নানা বলে বলী, তোমার কার্য অতি সুন্দর, তুমি ক্রিয়া কৌশলবান, ধনস্বরূপ সকল বস্তুই লাভ কর, দ্যুলোক ও ভূলোক যে সমস্ত ধন ধারণ করে, তুমি সে সকল ধনের প্রভু। ৪। যজ্ঞবেদির উপর যথাকালে ঘৃতযুক্ত উপবেশনস্থান প্রস্তুত করা হয়, হে অগ্নি! তা কোন স্থান? তুমি নিজে তোমার জন্য চিনে লও এবং বিবেচনাপূর্বক তাতে উপবেশন কর। তোমার শিখা সমস্ত প্রভাতের আভার ন্যায় অথবা সূর্যের কিরণের ন্যায় নির্মল হয়ে দৃষ্ট হতে থাকে। ৫। তোমার বিচিত্র শোভাগুলি জলবর্ষণকারী মেঘ হতে উদ্ধৃত বিদ্যুতের ন্যায় অথবা প্রভাতের আগমনসূচক আভাসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হতে থাকে, তুমি তখন যেন বন্ধন হতে মুক্তি পেয়ে ওষধি অর্থাৎ শস্যাদি

এবং বন অর্থাৎ কাষ্ঠ ইত্যাদি অন্বেষণ করতে থাক, তারা তোমার মুখে অন্নস্বরূপ। ৬। ওষধিগণ সে অগ্নিকে যথাকালে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে, জলগণ জননীর ন্যায় তাঁকে জন্মদান করে। বনস্থিত লতাগণ গর্ভবতী হয়ে দিন দিন একভাবে তাঁকে প্রসব করে। ৭। হে অগ্নি! তুমি বায়ুদ্বারা কম্পিত হয়ে সঞ্চালিত হও এবং চমৎকার অন্ন সমস্তের মধ্যে প্রবেশপূর্বক অবস্থিতি কর। হে অগ্নি! যখন তুমি দগ্ধ করতে উদ্যত হও, তোমার প্রবল ও অক্ষয় শিখাগণ রথারূঢ় যোদ্ধাদের ন্যায় পৃথক পৃথক হয়ে বল প্রকাশ করে। ৮। অগ্নি লোককে মেধাযুক্ত করেন, তিনি যজ্ঞের সিদ্ধি বিধাতা, তিনি হোমকর্তা, অতি মহৎ ও জ্ঞানবান, অল্প হোমের দ্রব্যই দেওয়া হোক, আর অধিক পরিমাণেই বা দেওয়া হোক, অগ্নিকেই সকল সময়ে বরণ করা হয়, আর কাকেও নহে। ৯। হে অগ্নি! যজমানগণ যজ্ঞের সময় তোমাকে পাবার অভিলাষী হয়ে তোমাকেই হোতারূপে বরণ করে। সেকালে দেবভক্ত মনুষ্যগণ হোমদ্রব্য আহরণ ও কুশসমূহ ছেদনপূর্বক তোমার নিমিত্ত অস্ব সমস্ত স্থাপন করে থাকেন। ১০। হে অগ্নি! তোমাকেই হোতা ও যথা সময়ে পোতার কার্য করতে হয়। যজ্ঞকারীব্যক্তির জন্য তুমিই নেষ্টা ও অগ্নি। তুমি প্রশাস্তা ও অধ্বর্যু ও ব্রহ্মার কার্য সম্পাদন কর। তুমিই আমাদের গৃহে গৃহপতি স্বরূপ। ১১। হে অগ্নি! যে মনুষ্য তোমাকে অমর জেনে যজ্ঞ কাষ্ঠ দান করে এবং হোমি দ্রব্য অর্পণ করে, তুমি তার হোতা হও, দেবতাদের নিকট তার জন্য দূতের কার্য কর, দেবতাদের নিমন্ত্রণ কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর এবং অধ্বর্যুর কার্য কর। ১২। অগ্নির উদ্দেশে এ সমস্ত ধ্যান, বেদবাক্য এবং স্তব করা হচ্ছে। জাতবেদা অগ্নি নিজ অর্থস্বরূপ. এ স্তব সকল অর্থের কামনাতে তাতে গিয়ে মিলিত হচ্ছেন। শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনকারী অগ্নি এ সকল স্তব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে সন্তুষ্ট হন। ১৩। স্তবের কামনাকারী সে প্রাচীন অগ্নির উদ্দেশে আমি অতি নূতন এ চমৎকার স্তব উচ্চারণ করব, তিনি শুনুন। যেরূপ নারী প্রণয় পরবশ হয়ে উত্তম পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক পতির বক্ষস্থলে নিজদেহ মিলিত করে সেরূপ আমি যেন এ অগ্নির হৃদয়ের মধ্যে স্থান স্পর্শ করি। ১৪। যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ পুরুষত্ব বিহীন মেষ আহুতি-রূপে অর্পণ করা হয়েছে (১), যিনি জলের পালনকর্তা, যাঁর পৃষ্ঠে সোমরস, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সে অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা করে এ সুন্দর স্তব রচনা করেছি। ১৫। যেমন স্রুক নামক পাত্রে ঘৃত স্থাপন করা হয়, যেমন চমূ নামক পানপাত্রে সোমরস রক্ষা করা হয় সেরূপ হে অগ্নি! তোমার মুখে হোমের দ্রব্য হোম করা হয়েছে। তুমি অন্ন ও অর্থ ও উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদি এবং বিপুল যশ দান কর।

টীকা ঃ ১। এখানে ঘোটক, বৃষ ও মেষ আহুতি দেবার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯২ সূক্ত ॥ নানা দেবতা। শর্য্যাতি ঋষি। জগতী ছন্দ।

যজ্ঞস্য বো রথ্যং বিশ্পতিং বিশাং হোতারমক্তোরতিথিং বিভাবসুম্।
শোচঞ্ছুষ্কাসু হরিণীষু জর্ভুরদ্বৃষা কেতুর্যজতো দ্যামশায়ত ॥ ১
ইমমঞ্জস্পামুভয়ে অকৃণ্বত ধর্মাণমগ্নিং বিদথস্য সাধনম্।
অক্তুং ন যহ্বমুষসঃ পুরোহিতং তনূনপাতমরুষস্য নিংসতে ॥ ২
বলস্য নীথা বি পণেশ্চ মন্মহে বয়া অস্য প্রহুতা আসুরত্তবে।
যদা ঘোরাসো অমৃতত্বমাশতাদিজ্জনস্য দৈব্যস্য চর্কিরন্ ॥ ৩
ঋতস্য হি প্রসিতির্দ্যোরুরু ব্যচো নমো মহ্য রমতিঃ পনীয়সী।
ইন্দ্রো মিত্রো বরুণঃ সং চিকিত্রিরেহথো ভগঃ সবিতা পূতদক্ষসঃ ॥ ৪

প্র রুদ্রেণ যয়িনা যন্তি সিন্ধবস্তিরো মহীমরমতিং দধন্বিরে।
যেভিঃ পরিজ্মা পরিয়ন্নুরু জ্রয়ো বি রোরুবজ্জঠরে বিশ্বমুক্ষতে ॥ ৫
ক্রাণা রুদ্রা মরুতো বিশ্বকৃষ্টয়ো দিবঃ শ্যেনাসো অসুরস্য নীলয়ঃ।
তেভিশ্চষ্টে বরুণো মিত্রো অর্যমেন্দ্রো দেবেভিরর্বশেভিরর্বশঃ ॥ ৬
ইন্দ্রে ভুজং শশমানাস আশত সূরো দৃশীকে বৃষণশ্চ পৌংস্যে।
প্র যে ন্বস্যার্হণা ততক্ষিরে যুজং বজ্রং নৃষদনেষু কারবঃ ॥ ৭
সূরশ্চিদা হরিতো অস্য রীরমদিন্দ্রাদা কশ্চিদ্ভয়তে তবীয়সঃ।
ভীমস্য বৃষ্ণো জঠরাদভিশ্বসো দিবেদিবে সহুরিঃ স্তন্নবাধিতঃ ॥ ৮
স্তোমং বো অদ্য রুদ্রায় শিক্বসে ক্ষয়দ্বীরায় নমসা দিদিষ্টন।
যেভিঃ শিবঃ স্ববাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষক্তি স্বযশা নিকামভিঃ ॥ ৯
তে হি প্রজায়া অভরন্ত বি শ্রবো বৃহস্পতির্বৃষভঃ সোমজাময়ঃ।
যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বি ধারয়দ্দেবা দক্ষৈর্ভৃগবঃ সং চিকিত্রিরে ॥ ১০
তে হি দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা নরাশংসশ্চতুরঙ্গো যমোঽদিতিঃ।
দেবস্ত্বষ্টা দ্রবিণোদা ঋভুক্ষণঃ প্র রোদসী মরুতো বিষ্ণুরর্হিরে ॥ ১১
উত স্য ন উশিজামুর্বিয়া কবিরহিঃ শৃণোতু বুধ্ন্যো হবীমনি।
সূর্যামাসা বিচরন্তা দিবিক্ষিতা ধিয়া শমীনহুষী অস্য বোধতম্ ॥ ১২
প্র নঃ পূষা চরথং বিশ্বদেব্যোঽপাং নপাদবতু বায়ুরিষ্টয়ে।
আত্মানং বস্যো অভি বাতমর্চত তদশ্বিনা সুহবা যামনি শ্রুতম্ ॥ ১৩
বিশামাসামভয়ানামধিক্ষিতং গীর্ভিরু স্বযশসং গৃণীমসি।
গ্নাভির্বিশ্বাভিরদিতিমনর্বণমক্তোর্যুবানং নৃমণা অধা পতিম্ ॥ ১৪
রেভদত্র জনুষা পূর্বো অঙ্গিরা গ্রাবাণ ঊর্ধ্বা অভি চক্ষুরধ্বরম্।
যেভির্বিহায়া অভবদ্বিচক্ষণঃ পাথঃ সুমেকং স্বধিতির্বনন্বতি ॥ ১৫

অনুবাদঃ ১। যিনি যজ্ঞের রথী অর্থাৎ প্রধান স্বরূপ, যিনি সকল প্রজার অধিপতি, যিনি হোতা, রাত্রিকালের অতিথি এবং প্রভাতে সমৃদ্ধ হন, তাঁকে স্তব কর। তিনি শুষ্ককাষ্ঠে প্রজ্বলিত হন, অশুষ্ককাষ্ঠে চুরচুর শব্দ (১) করেন ও অভিলাষ সিদ্ধ করেন, যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ আকাশে অবগাহন করেন। ২। দেবগণ ও মনুষ্যগণ এরা উভয়ে এ অগ্নিকে শীঘ্র প্রস্তুত করলেন, ধারণকর্তা ও যজ্ঞের সম্পাদনকর্তা। ইনি মহৎ, ইনি পুরোহিত এবং উজ্জ্বলের বংশধর। উষাদেবীগণ একে সূর্যের ন্যায় চুম্বন করছে। ৩। স্তবযোগ্য এ অগ্নি যে পথ দেখিয়ে দেন, তাই প্রকৃত পথ, আমরা যা হোম করছি, তা তিনি ভোজন করুন। যখন তাঁর প্রবল শিখাগণ অক্ষয় অর্থাৎ দীপ্তিশীল হল, তখন দেবতাদের জন্য বিক্ষিপ্ত হতে লাগল। ৪। যজ্ঞকাষ্ঠের আশ্রয়ভূতা অদিতি, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ এবং স্তবযোগ্য অসীম পৃথিবী, অগ্নিকে নমস্কার করেন। ইন্দ্র মিত্র বরুণ ভগ ও সবিতা পবিত্র বলধারী এ সকল দেবতা আবির্ভূত হন। ৫। বেগবান মরুদগণের সহায়তা পেয়ে নদীরা বহমান হয় এবং অসীম ভূমি আচ্ছাদন করে। সর্বত্রবিচরণকারী ইন্দ্র সর্বত্রগমন করে ঐ মরুৎগণের সাহায্যে আকাশে গর্জন করেন এবং মহাবেগে জগতে জল সেচন করেন। ৬। মরুৎগণ যখন কার্য আরম্ভ করেন তখন জগৎকে যেন কর্ষণ করে ফেলেন, তাঁরা যেন আকাশের শ্যেনপক্ষী, তারা মেঘের আশ্রয়। বরুণ মিত্র অর্যমা এবং অশ্বারূঢ় ইন্দ্র, অশ্বারূঢ় সে মরুৎ দেবতাদের সাথে ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখতে থাকেন। ৭। স্তবকারিগণ ইন্দ্রের নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হল, সূর্যের নিকট দৃষ্টিশক্তি এবং বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট পুরুষত্ব প্রাপ্ত হল। যারা উৎকৃষ্টরূপে

ইন্দ্রের পূজা প্রস্তুত করেছিল, তারা যজ্ঞকালে ইন্দ্রের বজ্রকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হল। ৮। সূর্যও আপন অশ্বদের ইন্দ্রের ভয়ে চালিয়ে থাকেন এবং পথে গমন কালে সকলকে প্রীত করেন। সে অতি মহান ইন্দ্রকে কে না ভয় করে? তিনি ভয়ানক এবং বৃষ্টিবর্ষণকারী, আকাশে শব্দ করতে থাকেন, বিপক্ষ পরাভবকারী বজ্রধ্বনি তাঁরই ভয়ে প্রতিদিন আবির্ভূত হয়। ৯। অদ্য সে কর্মক্ষম রুদ্রকে নমস্কার ও অনেক স্তব অর্পণ কর। তিনি শত্রুদের ক্ষয় করেন। তিনি অশ্বারূঢ় উৎসাহবান মরুৎগণকে আপনার সহায় পেয়ে আকাশ হতে জল সেচন করে মঙ্গলকর হন এবং আপন যশ বিস্তার করেন। ১০। বৃহস্পতি এবং সোমাভিলাষী অন্যান্য দেবতা প্রজাদের জন্য অন্ন সঞ্চিত করলেন। অথর্বা নামে ঋষি সর্বপ্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করলেন। দেবতারা এবং ভৃগুবংশীয়েরা বল প্রকাশপূর্বক গমন করে সে যজ্ঞ অবগত হলেন। ১১। নরাশংস নামক সে যজ্ঞে চার অগ্নি স্থাপিত হয়েছিল, বহুবৃষ্টিবর্ষণকারী দ্যাবাপৃথিবী যম অদিতি ধনদানকারী ত্বষ্টাদেব ঋভুগণ রুদ্রের পত্নী মরুৎগণ ও বিষ্ণু, এঁরা সে যজ্ঞে স্তব প্রাপ্ত হয়ে ছিলেন। ১২। অভিলাষী হয়ে আমরা যে সকল বৃহৎ বৃহৎ স্তব করছি, আকাশবাসী অহির্বুধ্ন্য যজ্ঞের সময় তা শুনুন। হে আকাশে পরিভ্রমণকারী সূর্য ও চন্দ্র! তোমরা আকাশে বাস কর, তোমরা মনে মনে এর স্তব অবগত হও। ১৩। সকল দেবতার হিতকারী ও জলের বংশধর পূষাদেব আমাদের পশু ইত্যাদিকে রক্ষা করুন। বায়ু ও যজ্ঞের জন্য রক্ষা করুন। ধনের জন্য আত্মস্বরূপ বায়ুকে তোমরা স্তব কর। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আহ্বান করলে কল্যাণ হয়। তোমরা পথে গমন কালে সে স্তব শোন। ১৪। এ সমস্ত প্রজাকে যিনি অভয় দেবার প্রভু, যিনি আপনার কীর্তি আপনি উপার্জন করেন, তাঁকে স্তবের দ্বারা স্তব করি। সকল দেবনারীদের সাথে অবিচলিত অদিতিকে এবং রাত্রির স্বামী চন্দ্রকে স্তব করি। তিনি মনুষ্যদের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন। ১৫। বয়োজ্যেষ্ঠ অঙ্গিরা এ যজ্ঞে বাক্য উচ্চারণ করলেন। প্রস্তরগুলি ঊর্ধ হয়ে যজ্ঞীয় সোম প্রস্তুত করল। তা পান করে বৃদ্ধিমান ইন্দ্র স্থূলকায় হলেন, তাঁর অস্ত্র উৎকৃষ্ট বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করল।

টীকা ঃ ১। ঋষিদের বাস্তবতা পর্যবেক্ষণে দৃষ্টি গভীরতা লক্ষ্যণীয়।

৯৩ সূক্ত ।। বিশ্বদেব দেবতা। তান্ব ঋষি। প্রস্তার পংক্তিঃ, অনুষ্টুপ্, অক্ষরৈ পংক্তি, নংকুসারিণী, পুরস্তাদ্বৃহতী ছন্দ।

মহি দ্যাবাপৃথিবী ভূতমুর্বী নারী যহ্বী রোদসী সদং নঃ।
তেভির্নঃ পাতঃ সহ্যস এভির্নঃ পাতঃ শূষণি ॥ ১
যজ্ঞে যজ্ঞে স মর্ত্যো দেবান্ত্ সপর্যতি।
যঃ সুম্নৈর্দীর্ঘশ্রুত্তম আবিবাসাত্যেনান্ ॥ ২
বিশ্বেষামিরজ্যবো দেবানাং বার্মহঃ।
বিশ্বে হি বিশ্বমহসো বিশ্বে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াঃ ॥ ৩
তে ঘা রাজানো অমৃতস্য মন্দ্রা অর্যমা মিত্রো বরুণঃ পরিজ্মা।
কদ্রুদো নৃণাং স্তুতো মরুতঃ পূষণো ভগঃ ॥ ৪
উত নো নক্তমপাং বৃষণ্বসূ সূর্যামাসা সদনায় সধন্যা।
সচা যৎসাদ্যেষামহির্বুধ্নেষু বুধ্ন্যঃ ॥ ৫
উত নো দেবাবশ্বিনা শুভস্পতী ধামভির্মিত্রাবরুণা উরুষ্যতাম্।
মহঃ স রায় এষতেঽতি ধন্বেব দুরিতা ॥ ৬

উত নো রুদ্রা চিন্মৃলতামশ্বিনা বিশ্বে দেবাসো রথস্পতির্ভগঃ।
ঋভুর্বাজ ঋভুক্ষণঃ পরিজ্মা বিশ্ববেদসঃ ॥ ৭
ঋভুর্ঋভুক্ষা ঋভুর্বিধতো মদ আ তে হরী জূজুবানস্য বাজিনা।
দুষ্টরং যস্য সাম চিদৃধগ্‌যজ্ঞো ন মানুষঃ ॥ ৮
কৃধী নো অহ্রয়ো দেব সবিতঃ স চ স্তুষে মঘোনাম্‌।
সহো ন ইন্দ্রো বহ্নিভির্ন্যেষাং চর্ষণীনাং চক্রং রশ্মিং ন যোয়ুবে ॥ ৯
ঐষু দ্যাবাপৃথিবী ধাতং মহদস্মে বীরেষু বিশ্বচর্ষণি শ্রবঃ।
পৃক্ষং বাজস্য সাতয়ে পৃক্ষং রায়োত তুর্বণে ॥ ১০
এতং শংসমিন্দ্রাস্ময়ুষ্টং কূচিৎসন্তং সহসাবন্নভিষ্টয়ে সদা পাহ্যভিষ্টয়ে।
মেদতাং বেদতা বসো ॥ ১১
এতং মে স্তোমং তনা ন সূর্যে দ্যুতদ্যামানং বাবৃধন্ত নৃণাম্‌।
সংবননং নাশ্ব্যং তষ্টেবানপচ্যুতম্‌ ॥ ১২
বাবর্ত যেষাং রায়া যুক্তৈষাং হিরণ্যয়ী।
নেমধিতা ন পৌংস্যা বৃথেব বিষ্টান্তা ॥ ১৩
প্র তদ্দুঃশীমে পৃথবানে বেনে প্র রামে বোচমসুরে মঘবৎসু।
যে যুক্ত্বায় পঞ্চ শতাস্ময়ু পথা বিশ্রাব্যেষাম্‌ ॥ ১৪
অধীন্ন্বত্র সপ্ততিং চ সপ্ত চ।
সদ্যো দিদিষ্ট তান্বঃ সদ্যো দিদিষ্ট পার্থ্যঃ সদ্যো দিদিষ্ট মায়বঃ ॥ ১৫

অনুবাদঃ ১। হে দ্যাবাপৃথিবি! আপনারা বিলক্ষণ বিস্তারিত হোন। আপনারা বৃহন্মূর্তি হয়ে নারীর ন্যায় আমাদের গৃহে আসুন। সে সকল সুবিদিত কার্যদ্বারা আমাদের শত্রু হতে রক্ষা করুন, এ সকল কার্য দ্বারা উত্তাপের সময় রক্ষা করুন। ২। যিনি বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করে উৎকৃষ্ট বস্তুদ্বারা দেবতাদের মনোরঞ্জন করেন, সে ব্যক্তিরই প্রকৃতরূপে সকল যজ্ঞ দেবতাদের সেবা করা হয়। ৩। দেবতারা সকলের প্রভু, তাঁদের দান অতি মহৎ। তাঁরা সকলে সর্বপ্রকার বলে বলী। তাঁরা সকলে যজ্ঞের সময় যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন। ৪। অর্যমা ও মিত্র ও সর্বত্রগামী বরুণ এবং যে রুদ্রকে স্তব করলে মনুষ্যগণের সুখ লাভ হয়। তিনি ও মরুৎগণ এবং ভগ, এরা অমৃতের রাজা, স্তবের যোগ্য এবং পুষ্টিবিধানকর্তা। ৫। যখন অহির্বুধ্ন্য জলের সাথে একত্র হয়ে উপবেশন করেন, তখন সূর্য ও চন্দ্র একত্র উপবেশনপূর্বক দিবারাত্র জলস্বরূপ ধন বর্ষণ করেন। ৬। কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক সে দু দেব এবং মিত্র ও বরুণ নিজ তেজের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। তাঁদের রক্ষিত ব্যক্তিগণ বিস্তর ধন প্রাপ্ত হয়, মরুভূমি তুল্য দুরবস্থা হতে পরিত্রাণ পায়। ৭। আমরা স্তব করছি, রুদ্রপুত্র বায়ুগণ, অশ্বিদ্বয়, সকল দেবতা, রথারূঢ় ভগ, বলবান ঋভু, ঋভুক্ষা এবং সর্বত্রগামী ইন্দ্র, এ সকল সর্বজ্ঞ দেবতা রক্ষা করুন। ৮। ইন্দ্র ঋভু অর্থাৎ বৃদ্ধি পাচ্ছেন। হে ইন্দ্র! যখন তুমি বেগবান ঘোটক যোজনা কর তখন যজ্ঞকর্তাব্যক্তির আনন্দ বৃদ্ধি পায়। সে ইন্দ্রের উদ্দেশে যে সোম পান হয়, তা অসামান্য। তাঁর উদ্দেশে যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, তা মানুষের উপযুক্ত নয়, তা পৃথক প্রকারের যজ্ঞ। ৯। হে দেব সবিতা! এ রূপ কর, আমাদের যেন লজ্জিত হতে না হয়। এ নিমিত্ত তোমাকে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের গৃহে স্তব করা হয়ে থাকে, ইন্দ্র আমাদের বলস্বরূপ। তিনি এ সকল ব্যক্তির যজ্ঞে আসবার জন্য আপনার উজ্জ্বল রথ চক্রে যেন বায়ুগণকে যোজনা করলেন অর্থাৎ মহাবেগে আগমন করলেন। ১০। হে দ্যাবাপৃথিবি! আমাদের পুত্রদের

প্রভৃত অন্ন দান কর, সে অন্ন যেন সকল লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়, যেন তা বলকর হয়, যেন তা ধন লাভের জন্য এবং বিপদ হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য উপযোগী হয়। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি যখন আমাদের নিকট আসতে ইচ্ছা কর তখন স্তবকারী এ ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন একে যজ্ঞ করবার সময় রক্ষা কর। হে ধনদাতা! তোমাকে যারা স্নেহ করে, তাদের সংবাদ লও। ১২। আমার এ বিস্তৃত স্তব দীপ্তির সাথে সূর্যের উদ্দেশে যাচ্ছে ও মনুষ্যদের শ্রীবৃদ্ধি করছে। যেরূপ ছুতার অশ্বে আকর্ষণ করবার উপযুক্ত দৃঢ়তর রথ নির্মাণ করে। একে আমি তেমনিভাবে রচনা করেছি। ১৩। যাঁদের নিকট ধন কামনা করি, তাঁদের উদ্দেশে এ সুবর্ণময় অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট স্তব বার বার আবৃত্তি করছি। যেরূপ যুদ্ধের সৈন্যগণ বার বার অগ্রসর হয় অথবা ঘটীচক্র শ্রেণীবদ্ধ হয়ে অগ্রপশ্চাৎভাবে উঠতে থাকে, আমার স্তবগুলিও সেরূপ (১)। ১৪। যে সকল দেবতা পঞ্চশত রথে ঘোটক যোজনা করে পথে গমন করেন, (অর্থাৎ যজ্ঞে যাবার জন্য), তাঁদের বর্ণনাযুক্ত স্তব আমি দুঃশীম ও পৃথবান ও বেন ও অসুর রাম এ সকল ধনাঢ্য রাজার নিকট পাঠ করেছি। ১৫। এ স্থানে তান্ব ও পার্থ্য ও মায়ব এ কয়েক জন ঋষি সপ্তসপ্ততি গাভী তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করলেন।

টীকা ঃ ১। এক খানি চক্রের পরিধিতে অনেক গুলি ঘটি সংযোজিত থাকে, কূপের মধ্যে সে চক্র ঘূর্ণিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ঘটীগুলি জলে পূর্ণ হতে থাকে। একে ঘটিচক্র বলে। এরূপ ঘটিচক্র জল সেচের জন্য অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়, আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও রাজস্থানে দেখেছি।

৯৪ সূক্ত।। সোম নিষ্পীড়িত করবার প্রস্তর দেবতা। অর্বুদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রৈতে বদন্তু প্র বয়ং বদাম গ্রাবভ্যো বাচং বদতা বদদ্ভ্যঃ।
যদদ্রয়ঃ পর্বতাঃ সাকমাশবঃ শ্লোকং ঘোষং ভরথেন্দ্রায় সোমিনঃ ॥ ১
এতে বদন্তি শতবৎ সহস্রবদভি ক্রন্দন্তি হরিতেভিরাসভিঃ।
বিষ্ট্বী গ্রাবাণঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া হোতুশ্চিৎপূর্বে হবিরদ্যমাশত ॥ ২
এতে বদন্ত্যবিদন্না মধু ন্যূংখয়ন্তে অধি পক্ব আমিষি।
বৃক্ষস্য শাখামরুণস্য বপ্সতস্তে সূভর্বাঃ বৃষভাঃ প্রেমরাবিষুঃ ॥ ৩
বৃহদ্বদন্তি মদিরেণ মন্দিনেন্দ্রং ক্রোশন্তোঽবিদন্নমা মধু।
সংরভ্যা ধীরাঃ স্বসৃভিরনর্তিষুরাঘোষয়ন্তঃ পৃথিবীমুপাব্দিভিঃ ॥ ৪
সুপর্ণা বাচমক্রতোপ দ্যবাখরে কৃষ্ণা ইষিরা অনর্তিষুঃ।
ন্যঙ্নি যন্ত্যুপরস্য নিষ্কৃতং পুরূ রেতো দধিরে সূর্যশ্বিতঃ ॥ ৫
উগ্রা ইব প্রবহন্তঃ সমায়মুঃ সাকং যুক্তা বৃষণো বিভ্রতো ধুরঃ।
যচ্ছ্বসন্তো জগ্রসানা অরাবিষুঃ শৃণ্ব এষাং প্রোথথো অর্বতামিব ॥ ৬
দশাবনিভ্যো দশকক্ষ্যেভ্যো দশযোক্ত্রেভ্যো দশযোজনেভ্যঃ।
দশাভীশুভ্যো অর্চতাজরেভ্যো দশ ধুরো দশ যুক্তা বহদ্ভ্যঃ ॥ ৭
তে অদ্রয়ো দশযন্ত্রাস আশবস্তেষামাধানং পর্যেতি হর্যতম্।
ত উ সুতস্য সোম্যস্যান্ধসোংঽশোঃ পীয়ূষং প্রথমস্য ভেজিরে ॥ ৮
তে সোমাদো হরী ইন্দ্রস্য নিংসতেঽংশুং দুহন্তো অধ্যাসতে গবি।
তেভির্দুগ্ধং পপিবান্ত্সোম্যং মধ্বিন্দ্রো বর্ধতে প্রথতে বৃষায়তে ॥ ৯
বৃষা বো অংশুর্ন কিলা রিষাথনেলাবন্তঃ সদমিৎস্থনাশিতাঃ।
রৈবত্যেব মহসা চারবঃ স্থন যস্য গ্রাবাণো অজুষধ্বমধ্বরম্ ॥ ১০

তৃদিলা অতৃদিলাসো অদ্রয়োঽশ্রমণা অশৃথিতা অমৃত্যবঃ।
অনাতুরা অজরাঃ স্থামবিষ্ণবঃ সুপীবসো অতৃষিতা অতৃষ্ণজঃ ১১
ধ্রুবা এব বঃ পিতরো যুগে যুগে ক্ষেমকামাসঃ সদসো ন যুঞ্জতে।
অজুর্যাসো হরিষাচো হরিদ্রবো আ দ্যাং রবেণ পৃথিবীমশুশ্রবুঃ ॥ ১২
তদিদ্বদন্ত্যদ্রয়ো বিমোচনে যামন্নঞ্জস্পা ইব ঘেদুপব্দিভিঃ।
বপন্তো বীজমিব ধান্যাকৃতঃ পৃঞ্চন্তি সোমং ন মিনন্তি বপ্সতঃ ॥ ১৩
সুতে অধ্বরে অধি বাচমক্রতা ক্রীলয়ো ন মাতরং তুদন্তঃ।
বি ষূ মুঞ্চা সুষুবুষো মনীষাং বি বর্তন্তামদ্রয়শ্চায়মানাঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। এ সকল প্রস্তর কথা বলুক, অর্থাৎ শব্দ করুক ; আমরাও কথা বলি, এরা কথা বলছে, এদের কথার কথা বল। যখন ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়তর এ প্রস্তরগুলি একত্র হয়ে স্তব করবার ভঙ্গিতে শব্দ করে তখন হে সোম সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! ইন্দ্রের জন্য সোমপাত্র পূর্ণ কর। ২। এ প্রস্তরগণ একশত ব্যক্তি অথবা একসহস্র ব্যক্তির ন্যায় শব্দ করছে, এরা হরিদ্বর্ণ মুখ দিয়ে চীৎকার করছে। যজ্ঞের সময় এ সকল পুণ্যবান প্রস্তর অগ্নির অগ্রেই হোমের দ্রব্য ভোজন করে। ৩। এরা শব্দ করছে। এরা মুখে সোমস্বরূপ মধু ধারণ করেছে। যেমন মাংসাশীরা মাংস পাক হলে আহ্লাদসূচক রব করে, এরাও সেরূপ রব করছে। নবীন বৃক্ষের শাখা ভক্ষণ কালে সুন্দর রূপে ভক্ষণ করতে করতে বৃষগণ যেরূপ শব্দ করে, এরাও সেরূপ শব্দ করছে। ৪। এরা মুখে ধারণপূর্বক মত্ততাজনক সোমরস প্রস্তুত করে উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রকে আহ্বান করছে। সোমনিষ্পীড়নকারী অঙ্গুলিদের সঙ্গে সংরম্ভ করে এরা নৃত্য করছে, এদের শব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ৫। এ শব্দ শুনে মনে হয় যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব করছে, যেন মৃগ বিচরণ স্থানে কৃষ্ণসার হরিণেরা চলাচল করে নৃত্য করছে। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত রসকে এরা নিম্নে পাতিত করছে, যেন সূর্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিস্তর শুক্র নির্গত করল। ৬। যেমন বলবান ঘোটকগণ পরস্পর মিলিত হয়ে রথের ধুরা ধারণপূর্বক রথ বহন করে, প্রস্রাব ত্যাগ করে এবং শরীর আয়ত করে, সেরূপ প্রস্তরগুলিও আয়ত হয়ে সোমরস বর্ষণ করছে। এরা সোম গ্রাস করতে করতে শ্বাসসহকারে শব্দ করল, ঘোটকদের ন্যায় এদের মুখনির্গত এ শব্দ আমি শুনছি। ৭। এ অবিনাশী প্রস্তরদের গুণ-কীর্তন কর। দশ অঙ্গুলি যখন সোমরস নিষ্পীড়নকালে এদের স্পর্শ করে, সে দশ অঙ্গুলিকে যেন প্রস্তরস্বরূপ ঘোটকদের দশটি বরত্রা বোধ হয় অথবা দশটি ঘোড়ার সাজ অথবা দশটি রথে যুতিবার রজ্জু অথবা দশটি ঘোড়ার রাশ বলে জ্ঞান হয়। অথবা যেন দশটি রথধুরা একত্র হয়ে এরা বহন করছে। ৮। সে প্রস্তরগুলি দশটি অঙ্গুলিকে বন্ধন রজ্জুস্বরূপ পেয়ে শীঘ্র শীঘ্র কার্য করছে। তাদের উৎপাদিত সোমরস হরিদ্বর্ণ হয়ে আসছে। সোমের অংশু ডাঁটা নিষ্পীড়িত হয়ে অন্নরূপ ধারণপূর্বক অমৃত রস নির্গত করে, তার প্রথম যে অংশ এরাই পেয়ে থাকে। ৯। সে প্রস্তরগণ সোম ভক্ষণপূর্বক ইন্দ্রের দু ঘোটককে চুম্বন করছে অর্থাৎ ইন্দ্রের রথে উপনীত হচ্ছে। অংশু ডাঁটা হতে রস নির্গত করে গোচর্মের উপর যাচ্ছে। তারা সোমের যে মধু নির্গত করে দেয় তা পান করে ইন্দ্র স্ফীত ও বিস্তারিত হচ্ছেন এবং বৃষের ন্যায় বল প্রকাশ করছেন। ১০। হে প্রস্তরগণ! সোমের অংশু ডাঁটা তোমাদের রস দান করবে, তোমরা যেন ভগ্ন হয়ো না। তোমরা যার যজ্ঞে উপস্থিত থাক, তারা সর্বদাই অন্নবান ও কৃতভাজন হয়, তারা ধনবান লোকের ন্যায় উজ্জ্বল তেজোযুক্ত হয়। ১১। হে প্রস্তরগণ! তোমরা নিজে ভগ্ন

না হয়ে অন্যকে ভগ্ন কর, তোমাদের পরিশ্রম নেই, শৈথিল্য নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, রোগ নেই, তৃষ্ণা নেই, স্পৃহা নেই, তোমরা স্থূল অথচ উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়া বিষয়ে তোমাদের যথেষ্ট পটুতা আছে। ১২। আমাদের পিতাস্বরূপ পর্বতগণ যুগ যুগান্তর ধরে স্থির আছে, তারা পূর্ণাভিলাষ হয়েছে, কোন কারণে নিজ স্থান ত্যাগ করে না। তারা জরারহিত, হরিদ্বর্ণ বৃক্ষাবিশিষ্ট, হরিদ্বর্ণ সংযুক্ত হয়ে পক্ষীদের কলরব দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করে। ১৩। যে রূপ রথারোহিগণ রথচর্যা ক্ষেত্রে রথ চালিয়ে শব্দ উত্থাপন করে সেরূপ প্রস্তর সোমরস নির্গত করবার সময় শব্দ করে। ধান্য বপনকারীরা বীজ যেমন বপন করে সেরূপে এরা সোম বিকীর্ণ করছে। ভক্ষণ করে তা নষ্ট করছে না। ১৪। সোম নিষ্পীড়িত হলে, প্রস্তরেরা শব্দ করছে, যেন ক্রীড়াসক্ত শিশুরা ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত করে ঠেলে দিয়ে শব্দ করছে। যে প্রস্তর সোমরস নিষ্পীড়ন করেছে, তাকে স্তব কর, প্রস্তরগণ সংবর্ধনা পেয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকুক।

৯৫ সূক্ত ॥ পুরূরবা ও উর্বশী দেবতা। তাঁহারাই ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করন্ পরতরে চনাহন্ ॥ ১
কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং প্রাক্রমিষমুষসামগ্রিয়েব।
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি ॥ ২
ইষুর্ন শ্রিয় ইষুধেরসনা গোষাঃ শতসা ন রংহিঃ।
অবীরে ক্রতৌ বি দবিদ্যুতন্নোরা ন মায়ুং চিতয়ন্ত ধুনয়ঃ ॥ ৩
সা বসু দধতী শ্বশুরায় বয় উষো যদি বষ্ট্যন্তি গৃহাৎ।
অস্তং ননক্ষে যস্মিঞ্চাকন্দিবা নক্তং শ্নথিতা বৈতসেন ॥ ৪
ত্রিঃ স্ম মাহ্নঃ শ্নথয়ো বৈতসেনোত স্ম মেহব্যত্যৈ পৃণাসি।
পুরূরবোহনু তে কেতমায়ং রাজা মে বীর তন্বস্তদাসীঃ ॥ ৫
যা সুজূর্ণিঃ শ্রেণিঃ সুম্ন আপির্হ্রদেচক্ষুর্ন গ্রন্থিনী চরণ্যুঃ।
তা অঞ্জয়োহরুণয়ো ন সস্রুঃ শ্রিয়ে গাবো ন ধেনবোহনবন্ত ॥ ৬
সমস্মিঞ্জায়মান আসত গ্না উতেমবর্ধন্নদ্যঃ স্বগূর্তাঃ।
মহে যত্ত্বা পুরূরবো রণায়াবর্ধয়ন্দস্যুহত্যায় দেবাঃ ॥ ৭
সচা যদাসু জহতীষ্বৎকমমানুষীষু মানুষো নিষেবে।
অপ স্ম মত্তরসন্তী ন ভুজ্যুস্তা অত্রসন্রথস্পৃশো নাশ্বাঃ ॥ ৮
যদাসু মর্তো অমৃতাসু নিস্পৃক্ সং ক্ষোণীভিঃ ক্রতুভির্ন পৃংক্তে।
তা আতয়ো ন তন্বঃ শুম্ভত স্বা অশ্বাসো ন ক্রীলয়ো দন্দশানাঃ ॥ ৯
বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দবিদ্যোদ্ভরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।
জনিষ্টো অপো নর্যঃ সুজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১০
জজ্ঞিষ ইত্থা গোপীথ্যায় হি দধাথ তৎপুরূরবো ম ওজঃ।
অশাসং ত্বা বিদুষী সস্মিন্নহন্ন ম আশৃণোঃ কিমভুগ্বদাসি ॥ ১১
কদা সূনুঃ পিতরং জাত ইচ্ছাচ্চক্রন্নাশ্রু বর্তয়দ্বিজানন্।
কো দম্পতী সমনসা বি যুয়োদধ যদগ্নিঃ শ্বশুরেষু দীদয়ৎ ॥ ১২
প্রতি ব্রবাণি বর্তয়তে অশ্রু চক্রন্ন ক্রন্দদাধ্যে শিবায়ৈ।
প্র তত্তে হিনবা যত্তে অস্মে পরেহ্যস্তং নহি মূরমাপঃ ॥ ১৩

সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ পরাবতং পরমাং গন্তবা উ।
অধা শয়ীত নির্ঋতেরুপস্থেঽধৈনং বৃকা রভসাসো অদ্যুঃ ॥ ১৪
পুরূরবো মা মৃথা মা প্র পপ্তো মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উ ক্ষন্।
ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা ॥ ১৫
যদ্বিরূপাচরং মর্ত্যেষ্ববসং রাত্রীঃ শরদশ্চতস্রঃ।
ঘৃতস্য স্তোকং সকৃদহ্ন আশ্নাং তাদেবেদং তাতৃপাণা চরামি ॥ ১৬
অন্তরিক্ষপ্রাং রজসো বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠান্নি বর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে ॥ ১৭
ইতি ত্বা দেবা ইম আহুরৈল যথেমেতদ্ভবসি মৃত্যুবন্ধুঃ।
প্রজা তে দেবান্ হবিষা যজাতি স্বর্গ উ ত্বমপি মাদয়াসে ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। [পুরূরবার উক্তি] হে পত্নি ! তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর ! অতি শীঘ্র চলে যেও না, আমাদের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হচ্ছে। এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করে না বলা হয়, ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হবে না। ২। [উর্বশীর উক্তি] তোমার সাথে বাক্যালাপ করে আমার কি হবে ? আমি প্রথম ঊষার ন্যায় (২) চলে এসেছি। হে পুরূরবা, আপন গৃহে ফিরে যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করতে পারবে না। ৩। [পুরূরবার উক্তি] তোমার বিরহে আমার তূণীর হতে বাণ নির্গত হয় নি, জয়শ্রী লাভ হয় নি, আমি যুদ্ধে গমনপূর্বক শতসহস্র গাভী আনতে পারি নি। রাজকার্য বীরশূন্য হয়েছে, এর কোন শোভা নেই, আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করবার চিন্তা এককালে ত্যাগ করছে। ৪। হে ঊষাদেবি ! সে উর্বশী শ্বশুরকে ভোজনের সামগ্রী দিতে যদি ইচ্ছা করতেন, তা হলে সন্নিহিত গৃহ হতে শয়ন গৃহে যেতেন, তথায় দিবারাত্রি স্বামির নিকট রমণ সুখ সম্ভোগ করতেন। ৫। [উর্বশীর উক্তি] হে পুরূরবা ! তুমি প্রতিদিন তিনবার আমাকে আলিঙ্গন করতে। কোনও সপত্নীর সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, আমাকেই নিয়ত সন্তুষ্ট করতে। তোমার গৃহে আমি আগমন করলাম, তুমি আমার রাজা, তুমি আমার অশেষ সুখের বিধাতা হলে। ৬। [পুরূরবার উক্তি] সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুম্ন, আপি, হ্রদে চক্ষু, গ্রন্থিনী, চরণ্যু, আমার এ যে কয় মহিলা ছিল, তুমি আসবার পর তারা আর আমার নিকট বেশভূষা করে আসত না। গাভীগণ গৃহে যাবার সময় যেমন শব্দ করে, তারা আর সেরূপ শব্দ করে আমার গৃহে আসত না। ৭। [উর্বশীর উক্তি] পুরূরবা যখন জন্মগ্রহণ করলেন, দেব মহিলারা দেখতে এল, নিজ ক্ষমতায় যারা গমন করে, সে নদীরা পর্যন্ত সংবর্ধনা করল। হে পুরূরবা ! দেবতারা দস্যুবধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাবার জন্য সংবর্ধনা করতে লাগলেন( ) ৮। [পুরূরবার উক্তি] পুরূরবা নিজে মনুষ্য হয়ে যখন অপ্সরাদের দিকে অগ্রসর হলেন তখন তারা আপন রূপ ত্যাগ করে অন্তর্হিত হল। যেমন হরিণী ভয় পেয়ে পলায়ন করে অথবা রথে যোজিত ঘোটকেরা যেমন ধাবমান হয় সেরূপ তারা চলে গেল। ৯। [উর্বশীর উক্তি] পুরূরবা নিজে মনুষ্য হয়ে দেবলোকবাসিনী অপ্সরাদের সঙ্গে যখন কথা বলতে এবং তাদের শরীর স্পর্শ করতে অগ্রসর হলেন তখন তারা অদৃশ্য হল, নিজ শরীর দেখাল না, ক্রীড়াসক্ত ঘোটকদের ন্যায় পলায়ন করল। ১০। [পুরূরবার উক্তি] যে উর্বশী আকাশ হতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করেছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করেছিল, তার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্ম গ্রহণ করল। উর্বশী তাকে দীর্ঘায়ু করুন।

১১। [উর্বশীর উক্তি] হে পুরূরবা ! তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করলে, আমার গর্ভে নিজ বীর্য পাতিত করলে। সর্বদা আমি তোমাকে বলেছি যে, কি হলে আমি তোমার নিকট থাকব না, কারণ আমি তা জানতাম। তুমি তা শুনলে না, এক্ষণে পৃথিবী পালন কার্য পরিত্যাগ করে কেন বৃথা বাক্যব্যয় করছ। ১২। [পুরূরবার উক্তি] তোমার পুত্র কবেই বা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করবে ? আর যদি আমার নিকটে আসে, তা হলে সে কি রোদন করবে না ? অশ্রুপাত করবে না ? পরস্পর প্রীতিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাতে কার ইচ্ছা হয় ? তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন অগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল অর্থাৎ তোমার বিরহ সন্তাপ অসহ্য। ১৩। [উর্বশীর উক্তি] আমি তোমার কথার উত্তরে বলছি ; পুত্র তোমার নিকট গিয়ে অশ্রুপাত বা ক্রন্দন করবে না। আমি তার মঙ্গল চিন্তা করব। আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেছ তাকে তোমার নিকট প্রেরণ করব। হে নির্বোধ ! গৃহে ফিরে যাও। আমাকে আর পাবে না। ১৪। [পুরূরবার উক্তি] তবে তোমার প্রণয়ী (আমি) অদ্য পতিত হোক, আর কখনও যেন উত্থিত না নয় : সে যেন বহু দূরে দূর হয়ে যাক। সে যেন নিঃঋতির অঙ্কে শায়িত হোক, বলবান বৃকগণ তাকে ভক্ষণ করুক। ১৫। [উর্বশীর উক্তি] হে পুরূরবা। এরূপে মৃত্যু কামনা কর না ; উচ্ছন্ন যেও না, দুর্দান্ত বৃকরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই এক প্রকার। ১৬। আমি পরিবর্তিত-রূপে ভ্রমণ করেছি, মনুষ্যদের মধ্যে চার বৎসর রাত্রিবাস করেছি (৪), দিনের মধ্যে একবার কিঞ্চিৎমাত্র ঘৃত পান করে তাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্বক ভ্রমণ করেছি। ১৭। [পুরূরবার উক্তি] আমি বসিষ্ঠ অন্তরিক্ষ পূর্ণকারিণী আকাশপ্রিয়া উর্বশীকে আমি আলিঙ্গন করছি। তোমার সুকৃতের সুফল যেন তোমার নিকট বর্তমান থাকে। হে উর্বশী ! ফিরে এস, আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। ১৮। [উর্বশীর উক্তি] হে ইলাপুত্র পুরূরবা ! এ সকল দেবতা তোমাকে বলছেন যে, তুমি মৃত্যুজয়ী হবে, স্বকীয় হোমদ্রব্যদ্বারা দেবতাদের পূজা করবে, তুমি স্বর্গে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করবে।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তে উর্বশী ও পুরূরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হয়েছে। পুরূরবা উর্বশীর সাথে কিছুকাল বসবাস করেছেন, উর্বশী এক্ষণে পুরূরবাকে ছেড়ে যাচ্ছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি, উর্বশীর আদি অর্থ ঊষা, পুরূরবার আদি অর্থ সূর্য। সূর্য উদয় হলে ঊষা আর থাকে না। ২। উর্বশীর আদি অর্থ ঊষা, তা যেন এ উপমাদ্বারা কবির মনে অস্পষ্টরূপে উদ্রেক হচ্ছে। ৩। সূর্য-রূপ ইন্দ্রই দস্যুরূপ অন্ধকারকে হনন করেন। পুরূরবাও সূর্যের সাথে এক, এ ঋকদ্বারা এরূপ চিন্তা কতক পরিমাণে সূচিত হচ্ছে। "That Pururavas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof." "I therefore accept the common Indian explanation by which this name (Urvasi) is derived from Uru, wide * * and a root, As, to pervade, and thus compare Uru asi with another frequent epithet of the dawn, Uruki."—Max Muller's Selected Essays. ৪। মূলে অবসং রাত্রীঃ শরদঃ চতস্রঃ আছে। মক্ষমূলর অনুবাদ করেছেন ঃ "I dwelt with thee four nights of the autumn.

৯৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্রের ঘোটকদ্বয় দেবতা। বরু ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র তে মহে বিদথে শংসিষং হরী প্র তে বন্বে বনুষো হর্যতং মদম্।
ঘৃতং ন যো হরিভিশ্চারু সেচত আ ত্বা বিশন্তু হরিবর্পসং গিরঃ ॥ ১
হরিং হি যোনিমভি যে সমস্বরন্ হিন্বন্তো হরী দিব্যং যথা সদঃ।
আ যং পৃণন্তি হরিভির্ন ধেনব ইন্দ্রায় শূষং হরিবন্তমর্চত ॥ ২
সো অস্য বজ্রো হরিতো য আয়সো হরির্নিকামো হরিরা গভস্ত্যোঃ।
দ্যুম্নী সুশিপ্রো হরিমন্যুসায়ক ইন্দ্রে নি রূপা হরিতা মিমিক্ষিরে ॥ ৩
দিবি ন কেতুরধি ধায়ি হর্যতো বিব্যচদ্বজ্রো হরিতো ন রংহ্যা।
তুদদহিং হরিশিপ্রো য আয়সঃ সহস্রশোকা অভবদ্ধরিম্ভরঃ ॥ ৪
ত্বন্ত্বমহর্যথা উপস্তুতঃ পূর্বেভিরিন্দ্র হরিকেশ যজ্বভিঃ।
ত্বং হর্যসি তব বিশ্বমুক্থ্যমসামি রাধো হরিজাত হর্যতম্ ॥ ৫
তা বজ্রিণং মন্দিনং স্তোম্যং মদ ইন্দ্রং রথে বহতো হর্যতা হরী।
পুরূণ্যস্মৈ সবনানি হর্যত ইন্দ্রায় সোমা হরয়ো দধন্বিরে ॥ ৬
অরং কামায় হরয়ো দধন্বিরে স্থিরায় হিন্বন্ হরয়ো হরী তুরা।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্জোষমীয়তে সো অস্য কামং হরিবন্তমানশে ॥ ৭
হরিশ্মশারুর্হরিকেশ আয়সস্তুরস্পেয়ে যো হরিপা অবর্ধত।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্বাজিনীবসুরতি বিশ্বা দুরিতা পারিষদ্ধরী ॥ ৮
স্রুবেব যস্য হরিণী বিপেততুঃ শিপ্রে বাজায় হরিণী দবিধ্বতঃ।
প্র যৎকৃতে চমসে মর্মৃজদ্ধরী পীত্বা মদস্য হর্যতস্যান্ধসঃ ॥ ৯
উত স্ম সদ্ম হর্যতস্য পস্ত্যোরত্যো ন বাজং হরিবাঁ অচিক্রদৎ।
মহী চিদ্ধি ধিষণাহর্যদোজসা বৃহদ্বয়ো দধিষে হর্যতশ্চিদা ॥ ১০
আ রোদসী হর্যমাণো মহিত্বা নব্যং নব্যং হর্যসি মন্ম নু প্রিয়ম্।
প্র পস্ত্যমসুর হর্যতং গোরাবিষ্কৃধি হরয়ে সূর্যায় ॥ ১১
আ ত্বা হর্যন্তং প্রযুজো জনানাং রথে বহন্তু হরিশিপ্রমিন্দ্র।
পিবা যথা প্রতিভৃতস্য মধ্বো হর্যন্যজ্ঞং সধমাদে দশোণিম্ ॥ ১২
অপাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ সুতানামথো ইদং সবনং কেবলং তে।
মমদ্ধি সোমং মধুমন্তমিন্দ্র সত্রা বৃষঞ্জঠর আ বৃষস্ব ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! এ মহাযজ্ঞে তোমার দু ঘোটককে স্তব করেছি। তুমি শত্রুহিংসাকারী, তুমি প্রকৃষ্টরূপে মত্ত অর্থাৎ উৎসাহযুক্ত হও, এ প্রার্থনা করি। তুমি হরিদবর্ণ অশ্বযোগে এসে ঘৃতের ন্যায় চমৎকার জল বর্ষণ কর, তুমি উজ্জ্বলরূপী, তোমার নিকট আমার স্তুতিবাক্য সকল যাক। ২। তোমরা ইন্দ্রকে যজ্ঞের দিকে ডেকেছ, দেবায়তন অর্থাৎ যজ্ঞগৃহের দিকে ইন্দ্রের দু ঘোটককে চালিয়ে এনেছ, তোমরা ইন্দ্রের বলবীর্য ঘোটকসমেত স্তব কর, দেখ, যেমন গাভীগণ দুগ্ধ দেয় সেরূপ ইন্দ্রকে হরিদবর্ণ সোমরসের দ্বারা আপ্যায়িত করা হচ্ছে। ৩। এঁর যে লৌহনির্মিত বজ্র, তা হরিদবর্ণ। তা বিলক্ষণ শত্রু সংহার করে, তা দু হস্তে ধৃত হয়। ইন্দ্র নিজে ধনবান, সুগঠন হনুবিশিষ্ট এবং বাণ দ্বারা সক্রোধে শত্রু সংহার করেন। হরিৎমূর্তি সোমরসদ্বারা ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করা হল। ৪। আকাশে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বজ্র ধৃত হল। সে যেন আপন বেগে সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করল, সুগঠন হনুবিশিষ্ট সোমরস পানকারী ইন্দ্র লৌহময় বজ্রদ্বারা বৃত্রকে নিধন করবার সময় অপরিসীম দীপ্তি প্রাপ্ত হলেন। ৫। হে উজ্জ্বলকেশধারী ইন্দ্র! পূর্বকালের যজমানেরা তোমাকে স্তব করত, তুমি যজ্ঞে আসতে। তুমি উজ্জ্বল হও। হে

উজ্জ্বলরূপী। তোমার সর্বপ্রকার অন্ন প্রশংসার যোগ্য, নিরূপম ও উজ্জ্বল। ৬। স্তবযোগ্য বজ্রধারী ইন্দ্র যখন সোমরস পানের আমোদে প্রবৃত্ত হন তখন দুই উজ্জ্বল ঘোটক রথে যোজিত হয়ে তাঁকে বহন করে। উজ্জ্বল ইন্দ্রের জন্য অনেক বার সোমরস নিষ্পীড়িত হয় এবং হরিদবর্ণ সোমরস সংস্থাপিত হয়ে থাকে। ৭। অবিচলিত ইন্দ্রের জন্য যথেষ্ট সোমরস রাখা হয়েছে, সে সোমরস ইন্দ্রের ঘোটককে যজ্ঞের দিকে ত্বরাযুক্ত করছে। হরিদবর্ণ ঘোটকেরা তাঁর যে রথকে যুদ্ধে নিয়ে যায়, সে রথ এ রমণীয় সোমযাগে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছে। ৮। ইন্দ্রের শ্মশ্রু উজ্জ্বল, কেশ উজ্জ্বল, তিনি লৌহের ন্যায় দৃঢ়কায়, তিনি সোমপায়ী, শীঘ্র শীঘ্র সোমপান করে শরীর স্ফীত করেন। যজ্ঞই তাঁর সম্পত্তিস্বরূপ, হরিদবর্ণ ঘোটকেরা তাঁকে যজ্ঞে নিয়ে যায়। তিনি দু ঘোটকে আরোহণপূর্বক সকল দুর্গতি দূর করে দিন। ৯। তাঁর দু উজ্জ্বল চক্ষু স্রুবা নামক যজ্ঞপাত্রের মত যজ্ঞের উপর নিক্ষিপ্ত হল। তিনি অন্ন ভক্ষণ করবার জন্য উজ্জ্বল হনুদ্বয় কম্পিত করছেন। পরিষ্কার চমসের মধ্যে যে চমৎকার সোমরস ছিল, তা পান করে তিনি আপনার দু ঘোটকের গাত্র মার্জনা করছেন। ১০। উজ্জ্বল ইন্দ্রের আবাসস্থান দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তিনি অশ্বারূঢ় হয়ে ঘোটকের ন্যায় মহাবেগে যুদ্ধে যান। অতি উৎকৃষ্ট স্তব তাঁকে বর্ণনা করছে। হে উজ্জ্বল ইন্দ্র! তুমি আপনার ক্ষমতাদ্বারা প্রচুর অন্ন দিয়ে থাক। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি মহিমাদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করে নিত্য নূতন চমৎকার স্তব পেয়ে থাক। হে অসুর! গাভীগণের উৎকৃষ্ট স্থান উজ্জ্বল সূর্যের নিকট প্রকাশ কর। উত্তম গোষ্ঠ দেখাও। ১২। হে উজ্জ্বল সুগঠন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! ঘোটকগণ তোমার রথে যোজিত হয়ে তোমাকে মনুষ্যের যজ্ঞে আনুক। তোমার জন্য যে মধুর সোমরস প্রস্তুত হয়েছে, তা পান কর। দশ অঙ্গুলিদ্বারা যে সোম প্রস্তুত হয়ে যজ্ঞের উপকরণস্বরূপ হয়, যুদ্ধের সময় তা পান করতে ইচ্ছা কর। ১৩। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! প্রথমে যে সোম প্রস্তুত হয়েছিল, তা পান করেছ। এক্ষণে যা প্রস্তুত হয়েছে, তা কেবল তোমারই জন্য। হে ইন্দ্র! এ মধুযুক্ত সোম আস্বাদন কর। হে প্রচুর বৃষ্টিকারী! তোমার উদর আর্দ্র কর।

৯৭ সূক্ত ।। ওষধি দেবতা। ভিষক্ ঋষি (১)। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

যা ওষধীঃ পূর্বা জাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা।
মনৈ নু বভ্রূণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ ॥ ১
শতং বো অম্ব ধামানি সহস্রমুত বো রুহঃ।
অধা শতক্রত্বো যূয়মিমং মে অগদং কৃত ॥ ২
ওষধীঃ প্রতি মোদধ্বং পুষ্পবতীঃ প্রসূবরীঃ।
অশ্বা ইব সজিত্বরীর্বীরুধঃ পারয়িষ্ণ্বঃ ॥ ৩
ওষধীরিতি মাতরস্তদ্বো দেবীরুপ ব্রুবে।
সনেয়মশ্বং গাং বাস আত্মানং তব পূরুষ ॥ ৪
অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা।
গোভাজ ইৎকিলাসথ যৎসনবথ পূরুষম্ ॥ ৫
যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহামীবচাতনঃ ॥ ৬
অশ্বাবতীং সোমাবতীমূর্জয়ন্তীমুদোজসম্।
আবিৎসি সর্বা ওষধীরস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৭

উচ্ছুষ্মা ওষধীনাং গাবো গোষ্ঠাদিবেরতে ।
ধনং সনিষ্যন্তীনামাত্মানং তব পুরুষ ॥ ৮
ইষ্কৃতির্নাম বো মাতাথো যূয়ং স্থ নিষ্কৃতীঃ ।
সীরা পতত্রিণীঃ স্থন যদাময়তি নিষ্কৃথ ॥ ৯
অতি বিশ্বাঃ পরিষ্ঠাঃ স্তেন ইব ব্রজমক্রমুঃ ।
ওষধীঃ প্রাচুচ্যবুর্যৎ কিঞ্চ তন্বোরপঃ ॥ ১০
যদিমা বাজয়ন্নহমোষধীর্হস্ত আদধে ।
আত্মা যক্ষ্মস্য নশ্যতি পুরা জীবগৃভো যথা ॥ ১১
যস্যৌষধীঃ প্রসর্পথাঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ ।
ততো যক্ষ্মং বি বাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব ॥ ১২
সাকং যক্ষ্ম প্র পত চাষেণ কিকিদীবিনা ।
সাকং বাতস্য ধ্রাজ্যা সাকং নশ্য নিহাকয়া ॥ ১৩
অন্যা বো অন্যামবত্বন্যান্যস্যা উপাবত ।
তাঃ সর্বাঃ সংবিদানা ইদং মে প্রাবতা বচঃ ॥ ১৪
যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ ।
বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১৫
মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদথো বরুণ্যাদুত ।
অথো যমস্য পড্বীশাৎ সর্বস্মাদ্দেবকিল্বিষাৎ ॥ ১৬
অবপতন্তীরবদন্দিব ওষধয়স্পরি ।
যং জীবমশ্নবামহৈ ন স রিষ্যাতি পুরুষঃ ॥ ১৭
যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ ।
তাসাং ত্বমস্যুত্তমারং কামায় শং হৃদে ॥ ১৮
যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবীমনু ।
বৃহস্পতিপ্রসূতা অস্যৈ সং দত্ত বীর্যম্ ॥ ১৯
মা বো রিষৎখনিতা যস্মৈ চাহং খনামি বঃ ।
দ্বিপচ্চতুষ্পদস্মাকং সর্বমস্ত্বনাতুরম্ ॥ ২
যাশ্চেদমুপশৃণ্বন্তি যাশ্চ দূরং পরাগতাঃ ।
সর্বাঃ সঙ্গত্য বরুধোহস্যৈ সং দত্ত বীর্যম্ ॥ ২১
ওষধয়ঃ সং বদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা ।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি ॥ ২২
ত্বমুত্তমাস্যোষধে তব বৃক্ষা উপস্তয়ঃ
উপস্তিরস্তু সোস্মাকং যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ২৩

অনুবাদ ঃ ১। পূর্বকালে তিন যুগ ধরে দেবতারা যে সমস্ত প্রাচীন ওষধি সৃষ্টি করেছেন, সে সকল পিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশত সপ্ত স্থান বিদ্যমান আছে, আমি এরূপ জ্ঞান করি। ২। হে জননীস্বরূপা ওষধিগণ! তোমরা মৃত্তিকাতে রোহণ কর অর্থাৎ উৎপন্ন। তোমাদের একশত এমন কি একসহস্র স্থান আছে। তোমাদের ক্রিয়া শত প্রকার, তোমরা আমার আরোগ্য বিধান কর। ৩। হে পুষ্পবতী ফলপ্রসবকারিণী ওষধিগণ! তোমরা রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের ন্যায় জয়শীল মৃত্তিকাতে জন্ম গ্রহণ কর, রোগীকে রক্ষা কর। ৪। হে দীপ্তিশালী ওষধিগণ! তোমরা জননীস্বরূপা। তোমাদের সমক্ষে আমি স্বীকার করছি যে আমি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো অশ্ব বস্ত্র এমন কি আপনাকে পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত

আছি। ৫। হে ওষধিগণ! অশ্বত্থ বৃক্ষে তোমরা উপবেশন কর। পলাশ বৃক্ষে তোমরা বাস কর। যখন রোগীর প্রতি অনুগ্রহ কর তখন তোমাদের গাভী দান করা উচিত হয় অর্থাৎ বিশিষ্ট কৃতজ্ঞতার ভাজন হও। ৬। যেমন রাজাগণ যুদ্ধে একত্র হন সেরূপ যে ব্যক্তির নিকট ওষধিগণ মিলিত হয় অর্থাৎ যে ওষধী জানে সে বুদ্ধিমান ভিষক ব্যক্তিকে চিকিৎসক বলে, সে রোগদের ধ্বংস করে। ৭। অশ্ববতী সোমবতী উর্জয়ন্তী উদোজস প্রভৃতি সকল ওষধি সংগ্রহ করেছি, অভিপ্রায় যে এ ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করব। ৮। হে রোগী! এ দেখ, যেমন গোষ্ঠ হতে গাভীগণ বাহির হয় সেরূপ ওষধিবর্গ হতে তাদের গুণ সমস্ত বার হচ্ছে, এরা তোমাকে তোমার স্বাস্থ্য, ধন প্রদান করবে। ৯। হে ওষধিগণ! তোমাদের মাতার নাম ইষ্কৃতি। তোমরা রোগের নিষ্কৃতি স্বরূপ। যা কিছু শরীরকে পীড়া দেয়, তোমরা তা বেগবতী পক্ষিণীর ন্যায় বার করে দাও। ১০। যেরূপ কোন চোর গোষ্ঠ অতিক্রম করে যায় সেরূপ বিশ্বব্যাপী সর্বত্রগামী ওষধিগণ রোগদের অতিক্রম করল। শরীরে যে কিছু পীড়া বিদ্যমান ছিল, ওষধিগণ তা দূরীকৃত করল। ১১। যখনই আমি এ সকল ওষধিকে হস্তে গ্রহণ করলাম এবং রোগীর দৌর্বল্য নিরাকরণ করলাম তখনই রোগের আত্মা নষ্ট হল, সে রোগ তৎপূর্বে যেন প্রাণকে আক্রমণ করে বসেছিল। ১২। যেরূপ বলবান ও মধ্যবর্তী ব্যক্তি সকলকেই আয়ত্ত করেন সেরূপ হে ওষধিগণ! তোমরা যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ কর, তার রোগ সে সে স্থান হতে দূরীকৃত কর। ১৩। চাষ ও কিকিদীবি পক্ষী যেমন দ্রুতবেগে উড়ে যায় অথবা বায়ু যেমন বেগে গমন করে অথবা গোধা যেমন ধাবমান হয়, হে রোগ! তুমিও তদ্রূপ শীঘ্র অপসৃত হও। ১৪। হে ওষধিগণ! তোমাদের একজন আর একজনকে রক্ষা করুক, তাকে আর একজন রক্ষা করুক। এরূপে সকলে পরস্পর একমত ও এক কার্যকারিণী হয়ে আমার এ কথা রক্ষা কর। ১৫। যারা ফলবতী অথবা যারা ফলবতী নয়, যারা পুষ্পবতী অথবা যারা সেরূপ নয়, বৃহস্পতিকর্তৃক উৎপাদিত সে সমস্ত ওষধি আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুক। ১৬। কেউ অভিসম্পাত করাতে আমার যে পাপ হয়েছে অথবা বরুণের পাশ অথবা যমের নিগড় হতে এবং অন্যান্য সকল দেবতাসংক্রান্ত পাপ হতে ওষধিগণ আমাকে রক্ষা করুক। ১৭। ওষধিগণ স্বর্গ হতে নিম্নে পতিত হবার সময় বলেছিল, আমরা যে প্রাণীকে অনুগ্রহ করি তার কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় না। ১৮। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যারা অসংখ্য এবং নানা উপকার করে থাকে, হে ওষধি! তুমি তাদের শ্রেষ্ঠ, তুমি বাসনা পূর্ণ করতে এবং হৃদয়কে সুখী করতে সমর্থ। ১৯। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যারা পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত আছে, বৃহস্পতি কর্তৃক উৎপাদিত, সে সকল ওষধি এ রোগী ব্যক্তির বলাধান করুক অথবা এ উপস্থিত ওষধিকে বীর্যবতী করুক। (এ স্থলে ভিষক যে ওষধিটি উপস্থিত রোগে ব্যবহার করবেন, তার বিষয়ে বলছেন)। ২০। হে ওষধিগণ! আমি তোমাদের খননকর্তা, আমি যেন নষ্ট না হই এবং যার জন্য খনন করছি, সেও যেন নষ্ট না হয়। আমাদের যা কিছু সম্পত্তি আছে, দ্বিপদ হোক, চতুষ্পদ হোক, সকলি যেন নীরোগ থাকে। ২১। যে সকল ওষধি আমার এ বাক্য শুনছে অথবা যারা অতি দূরে আছে সে সকল ওষধি একত্র হয়ে এ উপস্থিত ওষধিকে বীর্যবতী করুক। ২২। ওষধিগণ সোমরাজার সাথে এ কথোপকথন করছে, হে রাজন! স্তোতা যার চিকিৎসা করে, তাকেই আমরা পরিত্রাণ করি। ২৩। হে ওষধি! তুমি শ্রেষ্ঠ, যেখানে যত বৃক্ষ আছে, সকলেই তোমার নিকট হীন। যে আমাদের অনিষ্ট চিন্তা করে, সে যেন আমাদের নিকট হীন হয়।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি ঔষধ ও রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে। এ হতে প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক কালে নানা রোগের জন্য নানা রূপ উদ্ভিজ্জ ব্যবহৃত হত।

৯৮ সূক্ত ॥ নানা দেবতা। দেবাপি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৃহস্পতে প্রতি মে দেবতামিহি মিত্রো বা যদ্বরুণো বাসি পূষা।
আদিত্যৈর্বা যদ্বসুভির্মরুত্বান্ত্স পর্জন্যং শন্তনবে বৃষায় ॥ ১
আ দেবো দূতো অজিরশ্চিকিত্বান্ত্বদ্দেবাপে অভি মামগচ্ছৎ।
প্রতীচীনঃ প্রতি মামা ববৃৎস্ব দধামি তে দ্যুমতীং বাচমাসন্ ॥ ২
অস্মে ধেহি দ্যুমতীং বাচমাসন্বৃহস্পতে অনমীবামিষিরাম্।
যয়া বৃষ্টিং শন্তনবে বনাব দিবো দ্রপ্সো মধুমাঁ আ বিবেশ ॥ ৩
আ নো দ্রপ্সা মধুমন্তো বিশন্ত্বিন্দ্র দেহ্যধিরথং সহস্রম্।
নি ষীদ হোত্রমৃতুথা যজস্ব দেবান্দেবাপে হবিষা সপর্য ॥ ৪
আর্ষ্টিষেণো হোত্রমৃষির্নিষীদন্দেবাপির্দেবসুমতিং চিকিত্বান্।
স উত্তরস্মাদধরং সমুদ্রমপো দিব্যা অসৃজদ্বর্ষ্যা অভি ॥ ৫
অস্মিন্ত্সমুদ্রে অধ্যুত্তরস্মিন্নাপো দেবেভির্নিবৃতা অতিষ্ঠন্।
তা অদ্রবন্নার্ষ্টিষেণেন সৃষ্টা দেবাপিনা প্রেষিতা মৃক্ষিণীষু ॥ ৬
যদ্দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতো হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ।
দেবশ্রুতং বৃষ্টিবনিং ররাণো বৃহস্পতির্বাচমস্মা অযচ্ছৎ ॥ ৭
যং ত্বা দেবাপিঃ শুশুচানো অগ্ন আর্ষ্টিষেণো মনুষ্যঃ সমীধে।
বিশ্বেভির্দেবৈরনুমদ্যমানঃ প্র পর্জন্যমীরয়া বৃষ্টিমন্তম্ ॥ ৮
ত্বাং পূর্ব ঋষয়ো গীর্ভিরায়ন্ত্বামধ্বরেষু পুরুহূত বিশ্বে।
সহস্রাণ্যধিরথান্যস্মে আ নো যজ্ঞং রোহিদশ্বোপ যাহি ॥ ৯
এতান্যগ্নে নবতির্নব ত্বে আহুতান্যধিরথা সহস্রা।
তেভির্বর্ধস্ব তন্বঃ শূর পূর্বীর্দিবো নো বৃষ্টিমিষিতো রিরীহি ॥ ১০
এতান্যগ্নে নবতিং সহস্রা সং প্র যচ্ছ বৃষ্ণ ইন্দ্রায় ভাগম্।
বিদ্বান্ পথ ঋতুশো দেবযানানপ্যৌলানং দিবি দেবেষু ধেহি ॥ ১১
অগ্নে বাধস্ব বি মৃধো বি দুর্গহাপামীবামপ রক্ষাংসি সেধ।
অস্মাৎ সমুদ্রাদ্বৃহতো দিবো নোঽপাং ভূমানমুপ নঃ সৃজেহ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে বৃহস্পতি! তুমি আমার জন্য প্রত্যেক দেবতার নিকটে যাও। তুমি মিত্র বা বরুণ বা পূষাই হও অথবা আদিত্যগণ ও বসুগণসমেত ইন্দ্রই বা হও, তুমি শন্তনু রাজার জন্য (১) মেঘকে বারিবর্ষণ করাও। ২। হে দেবাপি! কোন এক বিজ্ঞ শীঘ্রগামী দেব তোমার নিকট হতে দূতস্বরূপ হয়ে আমার নিকট আসুক। হে বৃহস্পতি! আমাদের প্রতি অভিমুখ হয়ে এস। তোমার জন্য উজ্জ্বল স্তব মুখে ধারণ করেছি। ৩। হে বৃহস্পতি! আমাদের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলে দাও যা অস্পষ্টতা দোষে দূষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়। তা দিয়ে আমরা শন্তনুর জন্য বৃষ্টি উপস্থিত করি। মধুযুক্ত রস আকাশ হতে আগমন করুক। ৪। মধুযুক্ত রসগুলি অর্থাৎ বৃষ্টিবারি আমাদের নিমিত্ত আসুক। হে ইন্দ্র! রথের উপর সংস্থাপনপূর্বক বিস্তর ধন দান কর। হে দেবাপি! এ হোমকার্যে এসে বস, কালে কালে দেবতাদের পূজা কর, হোমের দ্রব্য দিয়ে সন্তুষ্ট কর। ৫। ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি ঋষি দেবতাদের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব স্থির করে হোম করতে বসলেন। তখন তিনি উপরের সমুদ্র হতে স্বর্গের বৃষ্টিবারি

নীচের সমুদ্রে আনলেন। ৬। এ উপরের সমুদ্র (২) অর্থাৎ আকাশমধ্যে দেবতারা জল আচ্ছাদন করে রেখেছিলেন। ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি সে জল সঞ্চালিত করলেন, তখন জলগুলি সুপরিষ্কৃত ক্ষেত্রভূমির উপর ধাবমান হল। ৭। যখন শন্তনুর পুরোহিত দেবাপি হোম করবার জন্য উদ্যোগী হয়ে বৃষ্টি উৎপাদনকারী দেবস্তব ধ্যানদ্বারা নিরূপিত করলেন তখন বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মনে সে স্তুতিবাক্যের উদয় করে দিয়েছিলেন। ৮। হে অগ্নি! ঋষ্টিসেনের পুত্র মনুষ্য-জাতীয় দেবাপি উজ্জ্বল হয়ে তোমাকে প্রজ্বলিত করেছে। সকল দেবতার সহকারিতা প্রাপ্ত হয়ে তুমি বৃষ্টিবর্ষণকারী মেঘকে প্রবর্তিত কর। ৯। তোমাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে। যাবতীয় প্রাচীন ঋষি যজ্ঞের সময় স্তুতিবাক্য দ্বারা তোমার সেবা করেছিলেন। হে রোহিতনামক অশ্ববিশিষ্ট অগ্নি! আমাদের যজ্ঞের দিকে সহস্রসংখ্যক সম্পত্তি রথে বহনপূর্বক নিয়ে এস। ১০। হে অগ্নি! এ দেখ নবনবতিসহস্র রথবাহিত সম্পত্তি তোমাকে আহুতি দেওয়া হল। হে বীর! তার দ্বারা তোমার প্রাচীন শরীর সকল বৃদ্ধিযুক্ত কর। আমাদের প্রার্থনা শুনে আকাশ হতে বৃষ্টি আন। ১১। হে অগ্নি! এ নবতিসহস্র আহুতি। বৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে এর ভাগ দাও। কালে কালে দেবতাদের নিকট যাবার জন্য যে পথ বিদ্যমান আছে, তা তুমি জান অতএব ঔলান নামক ব্যক্তিকে দেবলোকে দেবতাদের নিকট সংস্থাপন কর। ১২। হে অগ্নি! শত্রুদের দুর্গম পুরী সকল ধ্বংস কর। রোগ দূর কর. রাক্ষসদের তাড়িয়ে দাও। প্রকাণ্ড আকাশে যে এ সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তথা হতে অপরিসীম জল এনে দাও।

টীকা ঃ ১। শন্তনু রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে বোধ হয় এ সূক্ত রচিত বা উচ্চারিত হয়েছিল। ২। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে আকাশকে সমুদ্র বলা হয়েছে। আকাশ জলীয় বলে অনুভব ছিল। ১২ ঋক দেখুন।

৯৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বম্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কং নশ্চিত্রমিষণ্যসি চিকিত্বান্ পৃথুগ্মানং বাশ্রং বাবৃধধ্যৈ।
কত্তস্য দাতু শবসো ব্যুষ্টৌ তক্ষদ্বজ্রং বৃত্রতুরমপিন্বৎ ॥ ১
স হি দ্যুতা বিদ্যুতা বেতি সাম পৃথুং যোনিমসুরত্বা সসাদ।
স সনীলেভিঃ প্রসহানো অস্য ভ্রাতুর্ন ঋতে সপ্তথস্য মায়াঃ ॥ ২
স বাজং যাতাপদুষ্পদা সন্ত্স্বর্ষাতা পরি ষদৎসনিষ্যন্।
অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি বর্পসা ভূৎ ॥ ৩
স যহ্ব্যো বনীর্গোষ্বর্বা জুহোতি প্রধন্যাসু সস্রিঃ।
অপাদো যত্র যুজ্যাসোঽরথা দ্রোণ্যশ্বাস ঈরতে ঘৃতং বাঃ ॥ ৪
স রুদ্রেভিরশস্তবার ঋভ্বা হিত্বী গয়মারে অবদ্য আগাৎ।
বম্রস্য মন্যে মিথুনা বিবব্রী অন্নমভীত্যারোদয়ন্মুষায়ন্ ॥ ৫
স ইদ্দাসং তুবীরবং পতির্দন্ষলক্ষং ত্রিশীর্ষাণং দমন্যৎ।
অস্য ত্রিতো ন্বোজসা বৃধানো বিপা বরাহময়ো অগ্রয়া হন্ ॥ ৬
স দ্রুহ্বণে মনুষ ঊর্ধ্বসান আ সাবিষদর্শসানায় শরুম্।
স নৃতমো নহুষোঽস্মৎসুজাতঃ পুরোঽভিনদর্হন্দস্যুহত্যে ॥ ৭
সো অভ্রিয়ো ন যবস উদন্যন্ ক্ষয়ায় গাতুং বিদন্নো অস্মে।
উপ যৎ সীদদিন্দুং শরীরৈঃ শ্যেনোঽয়োপাষ্টির্হন্তি দস্যূন্ ॥ ৮
স ব্রাধতঃ শবসানেভিরস্য কুৎসায় শুষ্ণং কৃপণে পরাদাৎ।
অয়ং কবিমনয়চ্ছস্যমানমৎকং যো অস্য সনিতোত নৃণাম্ ॥ ৯

অয়ং দশস্যান্নর্যেভিরস্য দস্মো দেবেভির্বরুণো ন মায়ী ।
অয়ং কনীন ঋতুপা অবেদ্যমিমীতাররুং যশ্চতুষ্পাৎ ॥ ১০
অস্য স্তোমেভিরৌশিজ ঋজিশ্বা ব্রজং দরয়দ্বৃষভেণ পিপ্রোঃ ।
সুত্বা যদ্যজতো দীদয়দ্গীঃ পুর ইয়ানো অভি বর্পসা ভূৎ ॥ ১১
এবা মহো অসুর বক্ষথায় বম্রকঃ পড়ভিরুপ সর্পদিন্দ্রম্ ।
স ইয়ানঃ করতি স্বস্তিমস্মা ইষমূর্জং সুক্ষিতিং বিশ্বমাভাঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! তুমি বুঝে বুঝে চমৎকার সম্পত্তি আমাদের প্রেরণ করে থাক, এ প্রচুর হয়ে উঠে, এ অতি উৎকৃষ্ট, এ দিয়ে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। সে ইন্দ্রের বল বৃদ্ধির জন্য কিই বা দেওয়া যেতে পারে ? তাঁর নিমিত্ত বৃত্রনিধনকারী বজ্র নির্মিত হয়েছে। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। ২। তিনি দীপ্তি ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত করে যজ্ঞে সামগানের নিকট গমন করেন। তিনি বলপূর্বক অনেক স্থান অধিকার করেন। তিনি একস্থানবাসী মরুদগণের সাথে শত্রু পরাভব করেন। তিনি আদিত্যদের সপ্তম ভ্রাতা, তাঁকে ত্যাগ করে কোন কার্যই হবার নয়। ৩। তিনি সুচারু গতিতে গমনপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্ববস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হয়ে যুদ্ধে অবস্থিত হন। তিনি অবিচলিতভাবে শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুরী হতে ধন অপহরণ করেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাত্মাদের নিজতেজে পরাভব করেন। ৪। তিনি মেঘের দিকে গমন করে মেঘে ভ্রমণপূর্বক উর্বরা ভূমিতে প্রচুর জল সেচন করেন। সে সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হয়ে ঘৃততুল্য জল বইয়ে দেয়, তাদের চরণ নেই, রথ নেই, দ্রোণিই তাদের অশ্ব (১)। ৫। সে ইন্দ্র বিনা প্রার্থনায় অভিলাষ পূর্ণ করেন, তিনি প্রকাণ্ড, দুর্নাম তাঁর নিকটেও যায় না, তিনি নিজ স্থান ত্যাগ করে রুদ্রপুত্র মরুদগণের সাথে এ স্থানে আসুন। আমি বম্র, আমার পিতামাতার মনের ক্লেশ বোধ হয় দূর হল, কারণ আমি গিয়ে শত্রুর অন্ন হরণ করেছি এবং শত্রুদের রোদন করিয়েছি। ৬। সে প্রভু ইন্দ্র বহুল চিৎকারকারী দাস জাতীয়কে শাসন করেছেন, মস্তকত্রয়বিশিষ্ট ষটচক্ষু শত্রুকে দমন করেছেন। ত্রিত এর তেজে তেজস্বী হয়ে লৌহের ন্যায় তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা বরাহকে বধ করেছে। ৭। তাঁর কোন ভক্তকে যদি শত্রুরা যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তা হলে তিনি দর্পভরে শরীর উন্নত করে শত্রু হিংসা করবার উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করেন। তিনি মনুষ্যদের সর্বোৎকৃষ্ট নেতা, দস্যু হত্যার সময় উত্তমরূপে দর্শন দিয়ে মান্য ইন্দ্র অনেক শত্রু পুরী ধ্বংস করলেন। ৮। তিনি মেঘসমূহের তৃণময়ী ভূমিতে জল বর্ষণ করেন, আমাদের ভবনের পথ দেখিয়েছেন। তিনি আপন শরীরের সর্বাংশে সোম সেচন করে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় লৌহতুল্য তীক্ষ্ণ দৃঢ়পার্ষ্ণি ভাগের দ্বারা দস্যুদের বধ করেন। ৯। তিনি পরাক্রান্ত শত্রুদের দৃঢ় অস্ত্রদ্বারা দূর করে দেন। কুৎস নামক ব্যক্তির স্তব শুনে শুষ্ণ নামক অসুরকে ছেদন করেছেন। যিনি স্তবকারী কবি উশনাকে কবচ নিয়ে দান করলেন, তিনি তাঁকে ও অন্য অন্য মনুষ্যকে দান করেন। ১০। তিনি মনুষ্যহিতকারী মরুদগণের সাথে ধন দিতে ইচ্ছা করে ধন পাঠিয়েছেন। তিনি বরুণের ন্যায় নিজ তেজে সুশ্রী এবং ক্ষমতাবান। তিনি রম্যমূর্তি, কালে কালে রক্ষাকর্তা বলে সকলে তাঁকে জানে। তিনি চতুষ্পাদ শত্রুকে নিধন করলেন। ১১। ঋজিশ্বা নামক উশিজের পুত্র তাঁকে স্তব করে বজ্রদ্বারা পিপ্রুর গোষ্ঠ বিদীর্ণ করলেন। যখন সে উশিজের পুত্র সোম প্রস্তুত করে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক স্তববাক্য বলেছিলেন তখন ইন্দ্র এসে নিজতেজে শত্রুপুরী ধ্বংস করলেন। ১২। হে অসুর ইন্দ্র ! আমি বম্র,

প্রচুর হোমদ্রব্য দেবার জন্য পাদচারী হয়ে তোমার নিকট এসেছি। তুমি এসে এ ব্যক্তির অর্থাৎ আমার মঙ্গল কর, অন্ন ও বল এবং উৎকৃষ্ট গৃহ, এমন কি সকল বস্তুই দান কর।

টীকা ঃ ১। দ্রোণি অর্থাৎ সেচনী দ্বারা জল নিয়ে ক্ষেত্রে সেচন কর।

১০০ সূক্ত ॥ বিশ্বে দেবা দেবতা। দুবস্যু ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্র দৃহ্য মঘবন্ত্বাবদিদ্ভুজ ইহ স্তুতঃ সুতপা বোধি নো বৃধে।
দেবেভির্নঃ সবিতা প্রাবতু শ্রুতমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১
ভরায় সু ভরত ভাগমৃত্বিয়ং প্র বায়বে শুচিপে ক্রন্দদিষ্টয়ে।
গৌরস্য যঃ পয়সঃ পীতিমানশ আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ২
আ নো দেবঃ সবিতা সাবিষদ্বয় ঋজূয়তে যজমানায় সুন্বতে।
যথা দেবান্প্রতিভূষেম পাকবদা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৩
ইন্দ্রো অস্মে সুমনা অস্তু বিশ্বহা রাজা সোমঃ সুবিতস্যাধ্যেতু নঃ।
যথাযথ মিত্রধিতানি সন্দধুরা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৪
ইন্দ্র উক্থেন শবসা পরুর্দধে বৃহস্পতে প্রতরীতাস্যায়ুষঃ।
যজ্ঞো মনুঃ প্রমতির্নঃ পিতা হি কমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৫
ইন্দ্রস্য নু সুকৃতং দৈব্যং সহোঽগ্নির্গৃহে জরিতা মেধিরঃ কবিঃ।
যজ্ঞশ্চ ভূদ্বিদথে চারুরন্তম আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৬
ন বো গুহা চকৃম ভূরি দুষ্কৃতং নাবিষ্ট্যং বসবো দেবহেলনম্।
মাকির্নো দেবা অনৃতস্য বর্পস আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৭
অপামীবাং সবিতা সাবিষন্ন্যগ্বরীয় ইদপ সেধন্ত্বদ্রয়ঃ।
গ্রাবা যত্র মধুষুদুচ্যতে বৃহদা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৮
ঊর্ধ্বো গ্রাবা বসবোঽস্তু সোতরি বিশ্বা দ্বেষাংসি সনুতর্যুযোত।
স নো দেবঃ সবিতা পায়ুরীড্য আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৯
ঊর্জং গাবো যবসে পীবো অত্তন ঋতস্য যাঃ সদনে কোশে অঙ্ধ্বে।
তনূরেব তন্বো অস্তু ভেষজমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১০
ক্রতুপ্রাবা জরিতা শশ্বতামব ইন্দ্র ইদ্ভদ্রা প্রমতিঃ সুতাবতাম্।
পূর্ণমূধর্দিব্যং যস্য সিক্তয় আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১১
চিত্রস্তে ভানুঃ ক্রতুপ্রা অভিষ্টিঃ সন্তি স্পৃধো জরণিপ্রা অধৃষ্টাঃ।
রজিষ্ঠয়া রজ্যা পশ্ব আ গোস্তূতূর্ষতি পর্যগ্রং দুবস্যুঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমার সমকক্ষ এ শত্রু সৈন্যকে বধ কর। স্তব গ্রহণ ও সোমপানপূর্বক আমাদের রক্ষা করবার জন্য জাগরূক হও, আমাদের শ্রীবৃদ্ধিবিধান কর। অন্যান্য দেবতার সাথে সবিতা আমাদের বিখ্যাত যজ্ঞ রক্ষা করুন। সর্ব-সংগ্রাহিণী অদিতি দেবীকে প্রার্থনা করি। ২। উপস্থিত ঋতুর উপযুক্ত যজ্ঞভাগ যুদ্ধের জন্য বায়ুকে দাও, তিনি বিশুদ্ধ সোমপান করেন, তাঁর যাবার সময় শব্দ হয়। তিনি শুভ্রবর্ণ দুগ্ধের পানক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৩। আমাদের ঋজুতাভিলাষী ও অভিষবকারী যজমানকে দেবসবিতা অন্নদান করুন। যেন সে পরিপক্ক অন্নদ্বারা দেবগণের অর্চনা করতে পারি। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৪। ইন্দ্র প্রতিদিন আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। সোমরাজা আমাদের যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হোন। বন্ধুগণ যে প্রকার আয়োজন করেছেন, উক্ত কার্য সে প্রকারে সম্পন্ন হোক। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৫। ইন্দ্র চমৎকার অন্নদান

করে আমাদের দেহ রক্ষা করলেন। হে বৃহস্পতি! তুমি পরমায়ু প্রদান করে থাক। যজ্ঞই আমাদের গতি, মতি, রক্ষক ও সুখস্বরূপ। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৬। দেবতাদের বল ইন্দ্রই সৃষ্টি করেছেন। গৃহস্থিত অগ্নি দেবতাদের স্তব করেন, যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, কার্য নির্বাহ করেন। তিনি যজ্ঞের সময় পূজ্য ও রমণীয় এবং অস্মদাদির অতি আত্মীয়। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৭। হে বসুগণ! তোমাদের অগোচরে বিশেষ কোন অপরাধ করি নি অথবা তোমাদের সাক্ষাতেও এমন কোন কার্য করিনি যাতে দেবতাদের ক্রোধ হয়। হে দেবগণ! আমাদের মিথ্যারূপী কর না। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৮। যে স্থানে মধুতুল্য সোমরস প্রস্তুত হয় এবং পরে নিষ্পীড়নের প্রস্তরকে উত্তমরূপে স্তব করা হয়, সবিতা যেন তথাকার রোগ দূর করেন, পর্বতগণ যেন গুরুতর অনর্থ অধপাতিত করেন। ৯। হে বসুগণ! সোম প্রস্তুত হবার জন্য প্রস্তর উন্নত হোক, সকল শত্রুকে অপ্রকাশভাবে পৃথক পৃথক করে দাও। দেব সবিতা রক্ষা করেন, তাঁকে স্তব করা উচিত। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ১০। হে গাভীগণ! তোমরা ঘাসভূমিতে বিচরণ-পূর্বক স্থূল হও, তোমরা যজ্ঞগৃহে দুগ্ধপাত্রে দুগ্ধ দিয়ে থাক। তোমাদের দেহ-নির্গত দুগ্ধ সোমরসের ঔষধ স্বরূপ হোক। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ১১। ইন্দ্র যজ্ঞ পূর্ণ করেন, সকলকে জরাযুক্ত করেন, তিনি যুবা ও সোমযাগকারীদের রক্ষা করেন ও উত্তম স্তব পেয়ে অনুকূল হন। তাঁর স্বর্গীয় আপীন পৃথিবীকে অভিষেক করবার জন্য পরিপূর্ণ আছে। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ১২। হে ইন্দ্র! তোমার ঔজ্জ্বল্য চমৎকার, তা যজ্ঞ পূরণ করে, সেরূপ ঔজ্জ্বল্য প্রার্থনা করবার যোগ্য। তোমার দুর্ধর্ষ কার্য সকল স্তবকর্তার অভিলাষ পূর্ণ করে। এ নিমিত্ত দুবস্যু নামক ঋষি অতি সরল রজ্জুদ্বারা গাভীর অগ্রভাগ সত্বর আকর্ষণ করছেন।

১০১ সূক্ত ॥ বিশ্বে দেবা দেবতা। বুধ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, বৃহতী, জগতী ছন্দ।

উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধ্বং বহবঃ সনীলাঃ।
দধিক্রামগ্নিমুষসং চ দেবীমিন্দ্রাবতোঽবসে নি হ্বয়ে বঃ ॥ ১
মন্দ্রা কৃণুধ্বং ধিয় আ তনুধ্বং নাবমরিত্রপরণীং কৃণুধ্বম্।
ইষ্কৃণুধ্বমায়ুধারং কৃণুধ্বং প্রাঞ্চং যজ্ঞং প্রণয়তা সখায়ঃ ॥ ২
যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ ॥ ৩
সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুম্নয়া ॥ ৪
নিরাহাবান্ কৃণোতন সং বরত্রা দধাতন।
সিঞ্চামহা অবতমুদ্রিণং বয়ং সুষেকমনুপক্ষিতম্ ॥ ৫
ইষ্কৃতাহাবমবতং সুবরত্রং সুষেচনং। উদ্রিণং সিঞ্চে অক্ষিতম্ ॥ ৬
প্রীণীতাশ্বান্ হিতং জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎ কৃণুধ্বম্।
দ্রোণাহাবমবতমশ্মচক্রমংসত্রকোশং সিঞ্চতা নৃপাণম্ ॥ ৭
ব্রজং কৃণুধ্বং স হি বো নৃপাণো বর্ম সীব্যধ্বং বহুলা পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধ্বমায়সীরধৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসো দৃংহতা তম্ ॥ ৮
আ বো ধিয়ং যজ্ঞিয়াং বর্ত উতয়ে দেবা দেবীং যজতাং যজ্ঞিয়ামিহ।
সা নো দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গোঃ ॥ ৯
আ তূ ষিঞ্চ হরীমিং দ্রোরুপস্থে বাশীভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়ীভিঃ।
পরি ষ্বজধ্বং দশ কক্ষ্যাভিরুভে ধুরৌ প্রতি বহ্নিং যুনক্ত ॥ ১০

উভে ধুরৌ বহ্নিরাপিব্দমানোঽন্তর্যোনেব চরতি দ্বিজানিঃ।
বনস্পতিং বন আস্থাপয়ধ্বং নি ষূ দধিধ্বমখনন্ত উৎসম্ ॥ ১১
কপৃন্নরঃ কপৃথমুদ্দধাতন চোদয়ত খুদত বাজসাতয়ে।
নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবয়োতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ সোমপীতয়ে ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে সখাগণ! একমন হয়ে জাগরূক হও, অনেকে একস্থানবর্তী হয়ে অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। দধিক্রা এবং দেবী ঊষা ও ইন্দ্রকে এঁদের রক্ষা করবার জন্য আহ্বান করছি। ২। গম্ভীর স্বরে স্তব কর (১), অরিত্র সহযোগদ্বারা পর পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর, অস্ত্রসকল শাণিত ও শোভিত কর, হে সখাগণ! উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ৩। লাঙ্গলগুলি যোজনা কর, যুগগুলি বিস্তারিত কর, এ স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে বীজ বপন কর, আমাদের স্তবের সাথে আমাদের অন্ন পরিপূর্ণ হোক। সৃণিগুলি (কাস্তে) নিকটবর্তী পক্কশস্যে পতিত হোক। ৪। লাঙ্গলগুলি যোজিত হচ্ছে, কর্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করছে, বুদ্ধিমানগণ দেবোদ্দেশে সুন্দর স্তব পড়ছেন। ৫। পশুদের জলপানস্থান প্রস্তুত কর, বরত্রা (চর্মরজ্জু) যোজনা কর, এ উদ্রিক্ত অক্ষয় ও সৌকার্যযুক্ত গর্ত হতে জল সেচন করি। ৬। পশুদের জলপানস্থান প্রস্তুত হয়েছে, এ উদ্রিক্ত অক্ষয় জলপূর্ণ গর্তে সুন্দর চর্মরজ্জু বিদ্যমান আছে, অক্লেশে জল সেচন করা যায়, এ হতে জল সেচন কর। ৭। ঘোটকদের পরিতৃপ্ত কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করে এরূপ রথ প্রস্তুত কর। এ জলপূর্ণ পশুদের জলাধার এক দ্রোণ প্রমাণ হবে। এতে প্রস্তরনির্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদের পানোপযোগী জলাধার স্কন্দ পরিমাণ হবে। এ জলপূর্ণ কর। ৮। গোষ্ঠ প্রস্তুত কর, সে স্থানই মনুষ্যদের জল পান করবার জন্য উপযুক্ত, বহুসংখ্যক স্থূল কবচ সীবন কর, দৃঢ়তর লৌহময় পাত্র নিষ্কাশিত কর, চমস দৃঢ়ীভূত কর, এ হতে যেন জল পরিস্রুত না হয়। ৯। হে দেবগণ! তোমাদের ধ্যান আবৃত্তি করছি, অভিপ্রায় যে তোমরা রক্ষা কর। সে ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী, সে ধ্যান তোমাদের যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন ঘাস ভোজন করে গাভী সহস্রধারায় দুগ্ধ দেয়, সেরূপ সে ধ্যান যেন আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করে। ১০। কাষ্ঠময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিদবর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠারের দ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দশ অঙ্গুলি দ্বারা পাত্রটি বেষ্টনপূর্বক ধারণ কর। বহনকারী পশুকে রথের দু ধুরাতে যোজিত কর। ১১। বহনকারী পশু রথের দু ধুরা শব্দায়মান করে বিচরণ করছে, যেন দু ভার্যার স্বামী রতিক্রিয়া করছে। কাষ্ঠনির্মিত শকটকে এর কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপন কর, এর মূলদেশে যেন খনন কর না, অর্থাৎ শকট যেন আধার ভ্রষ্ট না হয়। ১২। হে কর্মাধ্যক্ষগণ! এ ইন্দ্র সুখের দাতা, এঁকে সুখময় সোম দান কর, অন্ন দেবার জন্য এঁকে প্রেরণ কর, অনুরোধ কর। সে ইন্দ্র নিষ্টিগ্রীর অর্থাৎ অদিতির পুত্র তোমাদের সকলের সমান পীড়াভয়, অতএব রক্ষার জন্য তাঁকে এখানে আহ্বান কর যে তিনি সোমপান করবেন।

টীকা ঃ ১। এ স্থান হতে কয়েকটি ঋকে কৃষি কার্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

১০২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। মুদ্গল ঋষি। বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র তে রথং মিথূকৃতমিন্দ্রোঽবতু ধৃষ্ণুয়া।
অস্মিন্নাজৌ পুরুহূত শ্রবায্যে ধনভক্ষেষু নোঽব ॥ ১

"উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্।
রথীরভূন্মুদ্‌গলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা ॥ ২
অন্তর্যচ্ছ জিঘাংসতো বজ্রমিন্দ্রাভিদাসতঃ।
দাসস্য বা মঘবন্নার্যস্য বা সনুতর্যবয়া বধম্ ॥ ৩
উদ্নো হ্রদমপিবজ্জর্হৃষাণঃ কূটং স্ম তৃংহদভিমাতিমেতি।
প্র মুষ্কভারঃ শ্রব ইচ্ছমানোঽজিরং বাহূ অভরংসিষাসন্ ॥ ৪
ন্যক্রন্দয়ন্নুপযন্ত এনমমেহয়ন্‌বৃষভং মধ্য আজেঃ।
তেন সূভর্বং শতবৎসহস্রং গবাং মুদ্‌গলঃ প্রধনে জিগায় ॥ ৫
ককর্দবে বৃষভো যুক্ত আসীদবাবচীৎসারথিরস্য কেশী।
দুধের্যুক্তস্য দ্রবতঃ সহানস ঋচ্ছন্তি ষ্মা নিষ্পদো মুদ্‌গলানীম্ ॥ ৬
উত প্রধিমুদহন্নস্য বিদ্বানুপায়ুনগ্‌ বংসগমত্র শিক্ষন্।
ইন্দ্র উদাবৎপতিমঘ্ন্যানামরংহত পদ্যাভিঃ ককুদ্মান্ ॥ ৭
শুনমষ্ট্রাব্যচরৎ কপর্দী বরত্রায়াং দার্বানহ্যমানঃ।
নৃম্ণানি কৃণ্বন্‌বহবে জনায় গাঃ পস্পশানস্তবিষীরধত্ত ॥ ৮
ইমং তং পশ্য বৃষভস্য যুঞ্জং কাষ্ঠায়া মধ্যে দ্রুঘণং শয়ানম্।
যেন জিগায় শতবৎসহস্রং গবাং মুদ্‌গলঃ পৃতনাজ্যেষু ॥ ৯
আরে অঘা কো ন্বিত্থা দদর্শ যং যুঞ্জন্তি তম্বা স্থাপয়ন্তি।
নাস্মৈ তৃণং নোদকমা ভরন্ত্যুত্তরো ধুরো বহতি প্রদেদিশৎ ॥ ১০
পরিবৃক্তেব পতিবিদ্যমানট্ পীপ্যানা কূচক্রেণেব সিঞ্চন্।
এষৈষ্যা চিদ্রথ্যা জয়েম সুমঙ্গলং সিনবদস্তু সাতম্ ॥ ১১
ত্বং বিশ্বস্য জগতশ্চক্ষুরিন্দ্রাসি চক্ষুষঃ।
বৃষা যদাজিং বৃষণা সিষাসসি চোদয়ন্বধ্রিণা যুজা ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে মুদ্‌গল ! যুদ্ধে তোমার রথ যখন অসহায় হয় তখন দুর্ধর্ষ ইন্দ্র তা রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র ! এ বিখ্যাত যুদ্ধে ধনোপার্জনের সময় তুমি আমাদের রক্ষা কর। ২। মুদ্‌গলের পত্নী যখন রথারূঢ়া হয়ে সহস্রজয়িনী হলেন তখন বায়ু তাঁর বস্ত্র সঞ্চালিত করল, গাভীজয়ের সময় মুদ্‌গলপত্নী রথী হলেন। ইন্দ্রসেনা নাম্নী সে মুদ্‌গলানী যুদ্ধের সময় গাভীগণকে শত্রু সৈন্য হতে বার করে আনলেন (১)। ৩। হে ইন্দ্র ! অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুদের উপর বজ্রপাত কর। দাসজাতীয় হোক, বা আর্যজাতীয় হোক, ওকে অপ্রকাশরূপে বধ কর (২)। ৪। দেখ এ বৃষ মহানন্দে জলপান করল, মৃত্তিকাস্তূপ শৃঙ্গদ্বারা খননপূর্বক শত্রুর দিকে যাচ্ছে। তার মুষ্ক ভারবৎ লম্বমান আছে, সে আহারার্থী হয়ে দুই শৃঙ্গ শাণিত করে শীঘ্র আসছে। ৫। মনুষ্যগণ এ বৃষের নিকটে গিয়ে একে চীৎকার করাল, যুদ্ধ মধ্যে একে প্রস্রাব করাল। তাতে মুদ্‌গল উত্তম আহারপুষ্ট শতসহস্র গাভী জয় করলেন। ৬। শত্রু হিংসার জন্য বৃষ যোজিত হল, এর কেশধারিণী সারথি অর্থাৎ মুদ্‌গলানী শব্দ করতে লাগলেন। রথে যোজিত সে বৃষকে ধরে রাখা গেল না, সে শকট নিয়ে ধাবমান হল, সৈন্যগণ নির্গত হয়ে মুদ্‌গলানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলল। ৭। সে বিদ্বান মুদ্‌গল রথের চক্রের পরিধি বেঁধে দিয়েছিলেন। কৌশলসহকারে রথে বৃষকে যোজনা করলেন। সে গাভীগণের পতি অর্থাৎ বৃষকে ইন্দ্র রক্ষা করলেন। সে বৃষ দ্রুতবেগে পথে চলল। ৮। প্রতোদধারী ও কপর্দী চর্মরজ্জুদ্বারা কাষ্ঠ বাঁধতে বাঁধতে সুচারুরূপে বিচরণ করলেন। বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করলেন। বহুসংখ্যক গাভী স্পর্শ করে ধরে আনলেন। ৯। দেখ,

যুদ্ধ সীমার মধ্যে এ যে মুদ্গর পতিত আছে, এ সে বৃষের সহকারিতা করেছিল। এ দ্বারা মুদ্গল শত্রুসৈন্য মধ্যে শতসহস্র গাভী জয় করেছিলেন। ১০। অতি দূরদেশেও কে বা এপ্রকার কখন দেখেছে ? যাকে রথে যোজনা করেছে, তাকেই আরোহণ করিয়েছে। একে ঘাসজল দেয়না অথচ এ রথধুরার উক্ত ভার বহন করছে, এবং প্রভুকে জয়ীও করছে (৩)। ১১। মুদ্গলানী বিধবার ন্যায় নিজে ক্ষমতা প্রকাশ করে পতির ধন গ্রহণ করলেন, তিনি যেন মেঘের ন্যায় বাণবর্ষণ করলেন। এরূপ সারথি দ্বারা আমরা যেন জয়শ্রী লাভ করি। আমাদেরও যেন অন্ন প্রভৃতি লাভ হয়। ১২। হে ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত জগতের চক্ষু স্বরূপ, যাদের চক্ষু আছে তাদের তুমি চক্ষু। তুমি বারিবর্ষণকারী, তুমি দুটি পুরুষজাতীয় অশ্ব রজ্জুদ্বারা একত্র বন্ধন করে চালিত কর এবং ধনদান কর।

টীকা : ১। যুদ্ধরথে নারীর সারথিরূপে বর্তমান থাকার কথা। ৬, ৮ ও ১১ ঋক দেখুন। ২। দাস ও আর্য জাতির উল্লেখ। এ ঋকের অর্থ অস্পষ্ট।

১০৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অপ্বা দেবতা। অপ্রতিরথ ঋষি। ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্।
সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ ॥ ১
সংক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।
তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা ॥ ২
স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন।
সংসৃষ্টজিৎসোমপা বাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা ॥ ৩
বৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ।
প্রভঞ্জংসেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্ ॥ ৪
বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্বাজী সহমান উগ্রঃ।
অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমা তিষ্ঠ গোবিৎ ॥ ৫
গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা।
ইমং সজাতা অনু বীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনু সং রভধ্বম্ ॥ ৬
অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদয়ো বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ।
দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষালয়ুধ্যোস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু ॥ ৭
ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রম্ ॥ ৮
ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রম্।
মহামনসাং ভুবনচ্যবানং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ ॥ ৯
উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎসত্বনাং মামকানাং মনাংসি।
উদ্বৃত্রহন্বাজিনাং বাজিনান্যুদ্রথানাং জয়তাং যন্তু ঘোষাঃ ॥ ১০
অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু ॥ ১১
অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি।
অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্ ॥ ১২
প্রেতা জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম যচ্ছতু।
উগ্রা বঃ সন্তু বাহবোঽনাধৃষ্যা যথাসথ ॥ ১৩

অনুবাদ : ১। ইন্দ্র সর্বব্যাপী শত্রুদের পক্ষে তীক্ষ্ণ, বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রুক্ষয়কারী,

মনুষ্যদের বিচলিত করেন, মনুষ্যেরা ত্রস্ত হয়। শত্রুদের রোদন করান, সর্বদা সকল দিকে বৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তর সৈন্য তিনি একাকী জয় করেছেন। ২। হে যুদ্ধকারী মনুষ্যগণ! ইন্দ্রকে সহায় পেয়ে জয়ী হও, বিপক্ষ পরাভব কর। তিনি শত্রুকে রোদন করান, সর্বদা সকল দিক দেখেন, যুদ্ধ করে জয়ী হন, তাঁকে কেউ স্থান ভ্রষ্ট করতে পারে না, তিনি দুর্ধর্ষ, তাঁর হস্তে বাণ আছে, তিনি বারিবর্ষণ করেন। ৩। বাণধারী ও তূণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান আছে, তিনি সকলকে বশ করেন। যুদ্ধকালে বিস্তর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাঁরই অভিমুখে গমন করেন, তাকেই জয় করেন, তিনি সোম পান করেন, তাঁর বিলক্ষণ ভুজবল ও ভয়ানক ধনু, সে ধনু হতে বাণ ত্যাগ করে শত্রু পাতিত করেন। ৪। হে বৃহস্পতি! রাক্ষসদের বধ করতে করতে এবং শত্রুদের পীড়া দিতে দিতে রথযোগে এস। শত্রুসেনা ধ্বংস কর, বিপক্ষ যোদ্ধাদের মেরে ফেল, জয়ী হও, আমাদের রথগুলি রক্ষা কর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুর বলাবল জান, তুমি বহুকালের প্রাচীন, উৎকৃষ্ট বীর তেজস্বী বেগবান ভয়ঙ্কর ও বিপক্ষ পরাভবকারী। বীরদের প্রতি ধাবমান হও, প্রাণিদের প্রতি ধাবমান হও, তুমি বলের পুত্র স্বরূপ। তুমি গাভী জয়ের জন্য জয়শীল রথে আরোহণ কর। ৬। ইন্দ্র মেঘদের বিদীর্ণ করেন, গাভী লাভ করেন, তাঁর হস্তে বজ্র, তিনি অস্থির শত্রুসৈন্য নিজ তেজে জয় ও বধ করেন। হে আত্মীয়গণ! এঁর দৃষ্টান্তে বীরত্ব কর, হে সখাগণ! এঁর অনুসারী হয়ে পরাক্রম প্রকাশ কর। ৭। শত যজ্ঞকারী বীর ইন্দ্র মেঘদের দিকে ধাবমান হচ্ছেন, তাঁর দয়া নেই, তিনি স্থানভ্রষ্ট হন না, শত্রুসেনা পরাভব করেন, তাঁর সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে পারে না, যুদ্ধস্থলে তিনি আমাদের সেনাবর্গকে রক্ষা করুন। ৮। ইন্দ্র সে সকল সেনার সেনাপতি। বৃহস্পতি তাদের দক্ষিণে থাকুন, যজ্ঞোপযোগী সোম তাদের অগ্রে থাকুন, মরুদগণ বিপক্ষভঙ্গকারী জয়শীল দেবসেনাদের অগ্রে অগ্রে গমন করুন। ৯। বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র, রাজা বরুণ আদিত্যগণ ও মরুদগণ, এঁদের ক্ষমতা অতি ভয়ানক। মহানুভব দেবতাগণ যখন ভুবনকে কম্পান্বিত করে জয়ী হতে লাগলেন তখন কোলাহল উপস্থিত হল। ১০। হে ইন্দ্র! অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত কর, আমার অনুচরদের মন উৎসাহিত কর। হে বৃত্রবধকারী! ঘোটকদের বল উদ্রিক্ত হোক, জয়শীল রথের নির্ঘোষ ধ্বনি উত্থিত হোক। ১১। যখন ধ্বজা উত্তোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আমাদেরই দিকে থাকেন, আমাদের বাণগুলি যেন জয়ী হয়, আমাদের বীরগণ যেন শ্রেষ্ঠ হয়, হে দেবতাগণ! যুদ্ধে আমাদের রক্ষা কর। ১২। হে অপ্বা (১)! তুমি চলে যাও, ঐ সকল শত্রুর মনকে প্রলোভিত কর, এদের শরীরে প্রবেশ কর, ওদের দিকে যাও, শোকের দ্বারা ওদের হৃদয়ে দাহ উৎপাদন কর, শত্রুগণ অন্ধকারময় রজনীর সাথে একত্র হোক। ১৩। হে মনুষ্যগণ! অগ্রসর হও, জয়ী হও, ইন্দ্র তোমাদের সুখী করুন। তোমরা নিজে যেমন দুর্ধর্ষ, তোমাদের বাহুও তেমনি ভয়ঙ্কর হোক।

টীকা ঃ ১। 'পাপ দেবতা।' সায়ণ। 'ব্যাধির্বা ভয়ং বা।' নিরুক্ত। ৬।১২। 'Roth says the word means a disease. In the improvements and addition to his Lexicon, Vol. V. he refers to the word as denoting a goddess.'—Muir's Sanskrit Texts.

১০৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অষ্টক ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অসাবি সোমঃ পুরুহূত তুভ্যং হরিভ্যাং যজ্ঞমুপ যাহি তূয়ম্।
তুভ্যং গিরো বিপ্রবীরা ইয়ানা দধন্বির ইন্দ্র পিবা সুতস্য ॥ ১

অপ্সু ধূতস্য হরিবঃ পিবেহ নৃভিঃ সুতস্য জঠরং পৃণস্ব ।
মিমিক্ষুর্যমদ্রয় ইন্দ্র তুভ্যং তেভির্বর্ধস্ব মদমুক্থবাহঃ ॥ ২
প্রোগ্রাং পীতিং বৃষ্ণ ইয়র্মি সত্যাং প্রয়ৈ সুতস্য হর্যশ্ব তুভ্যম্ ।
ইন্দ্র ধেনাভিরিহ মাদয়স্ব ধীভির্বিশ্বাভিঃ শচ্যা গৃণানঃ ॥ ৩
ঊতী শচীবস্তব বীর্যেণ বয়ো দধানা উশিজ ঋতজ্ঞাঃ ।
প্রজাবদিন্দ্র মনুষো দুরোণে তস্থুর্গৃণন্তঃ সধমাদ্যাসঃ ॥ ৪
প্রণীতিভিষ্টে হর্যশ্ব সুষ্টোঃ সুষুম্নস্য পুরুরুচো জনাসঃ ।
মংহিষ্ঠামূতিং বিতিরে দধানাঃ স্তোতার ইন্দ্র তব সূনৃতাভিঃ ॥ ৫
উপ ব্রহ্মাণি হরিবো হরিভ্যাং সোমস্য যাহি পীতয়ে সুতস্য ।
ইন্দ্র ত্বা যজ্ঞঃ ক্ষমমাণমানড্ দাশ্বাঁ অস্যধ্বরস্য প্রকেতঃ ॥ ৬
সহস্রবাজমভিমাতিষাহং সুতেরণং মঘবানং সুবৃক্তিম্ ।
উপ ভূষন্তি গিরো অপ্রতীতমিন্দ্রং নমস্যা জরিতুঃ পনন্ত ॥ ৭
সপ্তাপো দেবীঃ সুরণা অমৃক্তা যাভিঃ সিন্ধুমতর ইন্দ্র পূর্ভিৎ ।
নবতিং স্রোত্যা নব চ স্রবন্তীর্দেবেভ্যো গাতুং মনুষে চ বিন্দঃ ॥ ৮
অপো মহীরভিশস্তেরমুঞ্চোঽজাগরাস্বধি দেব একঃ ।
ইন্দ্র যাস্ত্বং বৃত্রতূর্যে চকর্থ তাভির্বিশ্বায়ুস্তন্বং পুপুষ্যাঃ ॥ ৯
বীরেণ্যঃ ক্রতুরিন্দ্রঃ সুশস্তিরুতাপি ধেনা পুরুহূতমীট্টে ।
আর্দয়দ্বৃত্রমকৃণোদু লোকং সসাহে শক্রঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ ॥ ১০
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে পুরুহূত ! তোমার জন্য সোম প্রস্তুত করা হয়েছে, দুই ঘোটকের দ্বারা শীঘ্র যজ্ঞে এস। প্রধান প্রধান স্তোতাগণ তোমার উদ্দেশে স্তব উচ্চারণ করতে করতে ঐ সোম দিয়েছেন। হে ইন্দ্র ! সোম পান কর। ২। হে হরি-নামক ঘোটকের স্বামী ! কর্মাধ্যক্ষকগণ যা প্রস্তুত করে জলে পরিষ্কার করে নিয়েছেন, সে সোম পান কর, উদর পূর্ণ কর। প্রস্তরগণ যা তোমার জন্য সেচন করে দিয়েছে, তা দ্বারা মত্ত হও প্রশংসা সকল গ্রহণ কর। ৩। হে হরি নামক অশ্বের স্বামী ! সোম প্রস্তুত হয়েছে, তুমি বর্ষণকারী, যজ্ঞে আসবে বলে তোমার পানের জন্য প্রচুর সোম দিচ্ছি। হে ইন্দ্র ! উত্তম উত্তম স্তব পেয়ে আমোদ কর। বিবিধ কার্য কর, নানা প্রকারে তোমার স্তব হোক। ৪। হে ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্দ্র ! উশিজ বংশীয়েরা যজ্ঞ করতে জানে। তোমার আশ্রয় পেয়ে তোমার প্রভাবে অন্ন-লাভ করে এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হয়ে যজমানের গৃহে রইল, তারা সকলে আমোদ করে তোমাকে স্তব করতে লাগল ! ৫। হে হরিনামক ঘোটকের প্রভু ! তোমার স্তব সুন্দর, তোমার সম্পত্তি চমৎকার, তোমার ঔজ্জ্বল্য সাতিশয়, তুমি যে সকল সুন্দর যথার্থ স্তব প্রণয়ন করেছ, তা দিয়ে তোমাকে স্তব করে বিস্তর লোকে নিজে রক্ষা পেয়েছে এবং অপরকে রক্ষা করেছে। ৬। হে হরিনামক অশ্বের প্রভু ইন্দ্র ! যে সোম প্রস্তুত করা হয়েছে, তা পান করবার জন্য হরিনামক দু ঘোটকযোগে সকল যজ্ঞে যাও। তুমি ক্ষমতাবান, যজ্ঞ তোমাকেই প্রাপ্ত হয়, তুমি যজ্ঞের বিষয় অবগত হয়ে দান কর। ৭। যাঁর অপরিমিত অন্ন আছে, যিনি শত্রুদের পরাভব করেন যিনি সোমে প্রীতিলাভ করেন, যাঁকে স্তব করলে আনন্দ হয়, যাঁর বিপক্ষে কেউ যেতে পারে না, স্তব সকল তাঁকে ভূষিত করছে, স্তবকর্তার প্রণামগুলি তাঁকে পূজা করছে। ৮। হে ইন্দ্র ! অতি চমৎকার ও অপ্রতিহত গতিযুক্তা সাত নদী

আছে, তুমি সে নদীযোগে শত্রুপুরী ভেদ করে সিন্ধু পার হলে। তুমি দেব মনুষ্যের উপকারার্থে নবনব ত নদীর পথ পরিষ্কার করে দিয়েছ। ৯। তুমি জল সমূহের আচ্ছাদন খুলে দিয়েছ. তুমি একাকী উল্লিখিত জল আনার জন্য মনোযোগী হয়েছিলে। হে ইন্দ্র! বৃত্রবধ উপলক্ষে তুমি যে সকল কার্য করেছ তা দিয়ে সকল সংসারের শরীর পোষণ করেছ। ১০। ইন্দ্র মহাবীর ক্রিয়াকুশল, তাঁকে স্তব করলে আনন্দ হয়। উৎকৃষ্ট স্তব উদয় হয়ে একে পূজা করে। তিনি বৃত্রকে বধ করলেন, সংসার সৃষ্টি করলেন, ক্ষমতাযুক্ত হয়ে শত্রুপরাভব করলেন, বিপক্ষসেনার প্রতিকূলে গমন করলেন। ১১। (১০।৮৯।১৮ ঋকের সাথে এক)।

১০৫ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। সুমিত্র অথবা দুর্মিত্র ঋষি। গায়ত্রী, পিপীলিকামধ্যা, উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কদা বসো স্তোত্রং হর্যত আব শ্মশা রুধদ্বাঃ। দীর্ঘং সুতং বাতাপ্যায় ॥ ১
হরী যস্য সুযুজা বিব্রতা বেরর্বন্তানু শেপা। উভা রজী ন কেশিনা পতির্দন্ ॥ ২
অপ যোরিন্দ্রঃ পাপজ আ মর্তো ন শশ্রমাণো বিভীবান্।
শুভে যদ্যুযুজে তবিষীবান্ ॥ ৩
সচায়োরিন্দ্রশ্চর্কৃষ আঁ উপানসঃ সপর্যন্। নদয়োর্বিব্রতয়োঃ শূর ইন্দ্রঃ ॥ ৪
অধি যস্তস্থৌ কেশবন্তা ব্যচস্বন্তা ন পুষ্ট্যৈ। বনোতি শিপ্রাভ্যাং শিপ্রিণীবান্ ॥ ৫
প্রাস্তৌদৃষ্বৌজা ঋষ্বেভিস্ততক্ষ শূরঃ শবসা। ঋভুর্ন ক্রতুভির্মাতরিশ্বা ॥ ৬
বজ্রং যশ্চক্রে সুহনায় দস্যবে হিরীমশো হিরীমান্। অরুতহনুরদ্ভুতং ন রজঃ ॥ ৭
অব নো বৃজিনা শিশীহ্যচা বনেমানৃচঃ। নাব্রহ্মা যজ্ঞ ঋধগ্জোষতি ত্বে ॥ ৮
উর্ধ্বা যত্তে ত্রেতিনী ভূদ্যজ্ঞস্য ধূর্ষু সদ্মন্। সজূর্নাবং স্বযশসং সচায়োঃ ॥ ৯
শ্রিয়ে তে পৃশ্নিরুপসেচনী ভূচ্ছ্রিয়ে দর্বিররেপা। যয়া স্বে পাত্রে সিঞ্চস উৎ ॥ ১০
শতং বা যদসুর্য প্রতি ত্বা সুমিত্র ইথাস্তৌদ্দুর্মিত্র ইথাস্তৌৎ।
আবো যদ্দস্যুহত্যে কুৎসপুত্রং প্রাবো যদ্দস্যুহত্যে কুৎসবৎসম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তব বাঞ্ছা কর, স্তব দিয়েছি; বৃষ্টির জন্য প্রচুর সোম প্রস্তুত করেছি, কবে আমাদের ক্ষেত্রের জলপ্রণালী বারিপূর্ণ হবে? ২। তাঁর দুটি পুরুষ ঘোটক সুশিক্ষিত, অনেক কার্য করে, দুটিই উজ্জ্বল ও কেশযুক্ত। তাদের পতি অর্থাৎ ইন্দ্র দান করবার জন্য আসুন। ৩। বলবান ইন্দ্র যখন শোভার জন্য ঘোটক যোজনা করলেন তখন পাপের ফল সকল অপগত হল, তখন মনুষ্যের পরিশ্রম ও ভয় আর রইল না অর্থাৎ মনুষ্য সুখী হল। ৪। ইন্দ্র মনুষ্যের নিকট পূজা প্রাপ্ত হয়ে ধন সমস্ত একত্র আকর্ষণ করে দিলেন। তিনি নানা কার্যকারী শব্দায়মান দু ঘোটক চালাতে লাগলেন। ৫। তিনি কেশ-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড দু ঘোটকে আরোহণপূর্বক আপনার দেহ পুষ্টির জন্য আপনার সুগঠন দু হনু চালনাপূর্বক আহার প্রার্থনা করেন। ৬। ইন্দ্রের ক্ষমতা অতি সুন্দর, তিনি সুশ্রী, মরুৎদেবতাদের সাথে যজমানকে সাধুবাদ করলেন। তিনি মাতরিশ্বাতে থাকেন, যেরূপ ঋভুগণ ক্রিয়াকৌশলে রথ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন সেরূপ বীর ইন্দ্র নিজ বলে নানা বীরের কার্য সম্পাদন করলেন। ৭। তিনি দস্যুকে বধ করবার জন্য বজ্র প্রস্তুত করেছেন, তাঁর শ্মশ্রু হরিৎবর্ণ, তাঁর ঘোটকও হরিৎবর্ণ, তাঁর হনুদেশ সুশ্রী, তিনি আকাশের ন্যায় বিশাল। ৮। আমাদের পাপ সমস্ত লঘু কর, আমরা যেন ঋকের প্রভাবে ঋকশূন্য ব্যক্তিদের বধ করতে

পারি, যে যজ্ঞে স্তবের সম্পর্ক নেই, তা কখন স্তবযুক্ত যজ্ঞের ন্যায় তোমার প্রীতিকর হয় না (১)। ৯। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞভারবহনকারী ঋত্বিকগণ যখন ক্রিয়া আরম্ভ করলেন তখন তুমি যজমানের সঙ্গে এক নৌকায় আরোহণ করে আপনার কীর্তি প্রতিষ্ঠা কর অর্থাৎ যজমানকে তারণ কর। ১০। যে গাভী দুগ্ধ বর্ষণ করে সে তোমার শুভের জন্য হোক, যে পাত্র দ্বারা তুমি নিজ পাত্রে মধু তুলে লও, সে দর্ব্বী (হাতা) যেন নির্মল ও কল্যাণকর হয়। ১১। হে বলশালী! তোমার উদ্দেশে সুমিত্র এ প্রকার শত স্তব উচ্চারণ করলেন, দুর্মিত্র এরূপ স্তব করলেন, যেহেতু তুমি দস্যুহত্যাব্যাপারে কুৎসের পুত্রকে রক্ষা করেছে। (কুৎসের পুত্রই সুমিত্র এবং এ সূক্তের ঋষি)।

টীকা ঃ ১। ঋক্‌শূন্য লোকের উল্লেখ। তাদের ধর্মানুষ্ঠান স্তবশূন্য।

১০৬ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভূতাংশ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

উভা উ নূনং তদিদর্থয়েথে বি তন্বাথে ধিয়ো বস্ত্রাপসেব।
সধ্রীচীনা যাতবে প্রেমজীগঃ সুদিনেব পৃক্ষ আ তংসয়েথে ॥ ১
উষ্টারেব ফর্বরেষু শ্রয়েথে প্রায়োগেব শ্বাত্র্যা শাসুরেথঃ।
দূতেব হি ষ্ঠো যশসা জনেষু মাপ স্থাতং মহিষেবাবপানাৎ ॥ ২
সাকং যুজা শকুনস্যেব পক্ষা পশ্বেব চিত্রা যজুরা গমিষ্টম্‌।
অগ্নিরিব দেবয়োদীদিবাংসা পরিজ্মানেব যজথঃ পুরুত্রা ॥ ৩
আপী বো অস্মে পিতরেব পুত্রোগ্রেব রুচা নৃপতীব তুর্যৈ।
ইর্যেব পুষ্ট্যৈ কিরণেব ভুজ্যৈ শ্রুষ্টীবানেব হবমা গমিষ্টম্‌ ॥ ৪
বংসগেব পূষর্যা শিম্বাতা মিত্রেব ঋতা শতরা শাতপন্তা।
বাজেবোচ্চা বয়সা ঘর্ম্যেষ্ঠা মেষেবেষা সপর্যা পুরীষা ॥ ৫
সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ নৈতোশেব তুর্ফরী পর্ফরীকা।
উদন্যজেব জেমনা মদেরূ তা মে জরায্বজরং মরায়ু ॥ ৬
পজ্রেব চর্চরং জারং মরায়ু ক্ষদ্মেবার্থেষু তর্তরীথ উগ্রা।
ঋভূ নাপৎখরমজ্রা খরজ্রুর্বায়ুর্ন পর্ফরৎ ক্ষয়দ্রয়ীণাম্‌ ॥ ৭
ঘর্মেব মধু জঠরে সনেরূ ভগেবিতা তুর্ফরী ফারিবারম্‌।
পতরেব চচরা চন্দ্রনির্ণিঙ্‌মনঋঙ্গা মনন্যান জগ্মী ॥ ৮
বৃহন্তেব গম্ভরেষু প্রতিষ্ঠাং পাদেব গাধং তরতে বিদাথঃ।
কর্ণেব শাসুরনু হি স্মরাথোহংশেব নো ভজতং চিত্রমপ্নঃ ॥ ৯
আরঙ্গরেব মধ্বেরয়েথে সারঘেব গবি নীচীনবারে।
কীনারেব স্বেদমাসিষ্বিদানা ক্ষামেবোর্জা সূযবসাৎ সচেথে ॥ ১০
ঋধ্যাম স্তোমং সনুয়াম বাজমা নো মন্ত্রং সরথেহোপ যাতম্‌।
যশো ন পক্বং মধু গোষ্বন্তরা ভূতাংশো অশ্বিনোঃ কামমপ্রাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দুজনে আমাদের আহুতি অভিলাষ করছ, যেরূপ তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, সেরূপ আমাদের স্তব বিস্তার করে দিচ্ছে (১)। এ যজমান উত্তমরূপে এ বলে স্তব করছে যে তোমরা একত্রে এস। চন্দ্র সূর্যের ন্যায় তোমরা খাদ্য দ্রব্যকে আলোকিত করে বসেছ। ২। যেরূপ দুটি বলীবর্দ ঘাসপূর্ণ স্থানে বিচরণ করে, সেরূপ তোমরা যজ্ঞদানক্ষম ব্যক্তির নিকটে গমন কর। রথে যোজিত দুটি বৃষের ন্যায় ধন দানের জন্য তোমরা স্তবকর্তার নিকট এসে থাক। তোমরা দূতের ন্যায় লোকদের নিকট যশস্বী হও।

দুটি মহিষ যেমন জলপান স্থান হতে অপসৃত হয় না সেরূপ তোমরাও সোম পান হতে অপসৃত হয়ো না। ৩। যেরূপ পক্ষীর দুটি পক্ষ পরস্পর মিলিত সেরূপ তোমরাও পরস্পর মিলিত। বিচিত্র দুটি পশুর ন্যায় তোমরা এ যজ্ঞে এসেছ। যজ্ঞকর্তা অগ্নির ন্যায় তোমরা দীপ্তিযুক্ত। সর্বত্রবিহারী দুটি পুরোহিতের ন্যায় তোমরা নানাস্থানে দেবপূজা করে থাক। ৪। পিতা মাতা যেরূপ পুত্রের প্রতি সেরূপ তোমরা আমাদের আত্মীয় হও। অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তোমরা দীপ্তিশীল হও, রাজার ন্যায় ক্ষিপ্রকারী হয়, ধনবান ব্যক্তির ন্যায় উপকারী হও, সূর্যকিরণের ন্যায় আলোক দান পূর্বক লোকদের সুখভোগের অনুকূলতা কর। সুখী লোকের ন্যায় তোমরা এ যজ্ঞে এস। ৫। সুচারুগতিশীল দুটি বৃষের ন্যায় তোমরা হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী, মিত্র ও বরুণের ন্যায় তোমরা যথার্থদর্শী, বদান্য এবং দুঃখ হরণ করে স্তব লাভ কর, দুটি ঘোটকের ন্যায় তোমরা খেয়ে খেয়ে উন্নতশরীরবিশিষ্ট হয়েছ এবং আলোকময় আকাশে বাস কর। দুটি মেষের ন্যায় তোমরা আহারাদি পরিচর্যা প্রাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হয়েছ। ৬। অঙ্কুশ তাড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমরা শরীর অবনত করে শত্রু সংহার কর। শত্রুনিধনকারীর সন্তানের ন্যায় তোমরা শত্রুকে বিদীর্ণ ও বধ কর। তোমরা এমনি নির্মল, যেন জলমধ্যে জন্মেছ, তোমরা বলবান ও জয়শীল। সে তোমরা আমার মরণধর্মশীল দেহকে পুনর্বার যৌবনাবস্থা দান কর। ৭। হে তীব্রবলশালী অশ্বিদ্বয়! যেরূপ দীর্ঘচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যকে জল পার করে দেয় সেরূপ তোমরা আমার জরাজীর্ণ মরণধর্মশীল দেহকে বিপদ হতে পার করে অভিলষিত বিষয়ে নিয়ে চল, তোমরা ঋভুর ন্যায় অতি পরিষ্কার রথ পেয়েছ। সে শীঘ্রগামী রথ বায়ুর ন্যায় উড়ে গিয়ে শত্রুর ধন এনে দিয়েছে। ৮। তোমরা মহাবীরের ন্যায় আপন উদরে ঘৃত ঢেলে দাও। তোমরা ধন রক্ষা কর এবং অস্ত্রধারী হয়ে শত্রু হিংসা কর। তোমরা পক্ষীর ন্যায় রূপবান ও সর্বত্র বিহারী, ইচ্ছামাত্র তোমরা ভূষিত হও এবং স্তবের জন্য যজ্ঞে আগমন কর। ৯। যেরূপ সুদীর্ঘ দুই চরণ থাকিলে গভীর জল পার হবার সময় আশ্রয় পাওয়া যায়, তোমরা সেরূপ আশ্রয় দাও। তোমরা দুই কর্ণের ন্যায় স্তবকারীর কথা মনোযোগপূর্বক শোন। যজ্ঞের দুই অঙ্গের ন্যায় আমাদের এ বিচিত্র যজ্ঞে এস। ১০। শব্দকারী দুই মধুমক্ষিকা যেমন মধু চক্রে মধুসেচন করে সেরূপ তোমরা গাভীর আপীনে মধুতুল্য দুগ্ধ সঞ্চার করে দাও। শ্রমজীবী যেমন শ্রম করে ঘর্মাক্ত কলেবর হয় সেরূপ তোমরা ঘর্মের ন্যায় জল সেচন কর। যেমন দুর্বল গাভী ঘাসযুক্ত স্থানে গিয়ে আহার প্রাপ্ত হয় সেরূপ তোমরা যজ্ঞে এসে আহার পাও। ১১। আমরা স্তব বিস্তারিত করছি, আহার বিতরণ করছি, তোমরা একরথারূঢ় হয়ে আমাদের যজ্ঞে এস। গাভীর আপীন মধ্যে সুমিষ্ট আহারের ন্যায় দুগ্ধসঞ্চার হয়েছে। ভূতাংশ ঋষি এ স্তব করে অশ্বিদ্বয়ের মনোরথ পূর্ণ করলেন।

টীকা ঃ ১। তন্তুবায়ের উল্লেখ।

১০৭ সূক্ত ॥ দক্ষিণা দেবতা। দিব্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

আবিরভূন্মহি মাঘোনমেষাং বিশ্বং জীবং তমসো নিরমোচি।
মহি জ্যোতিঃ পিতৃভির্দত্তমাগাদুরুঃ পন্থা দক্ষিণায়া অদর্শি ॥ ১
উচ্চা দিবি দক্ষিণাবন্তো অস্থুর্যে অশ্বদাঃ সহ তে সূর্যেণ।
হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে বাসোদাঃ সোম প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥ ২
দৈবী পূর্তির্দক্ষিণা দেবযজ্যা ন কবারিভ্যো নহি তে পৃণন্তি।
অথা নরঃ প্রযতদক্ষিণাসোঽবদ্যভিয়া বহবঃ পৃণন্তি ॥ ৩

শতধারং বায়ুমর্কং স্বর্বিদং নৃচক্ষসস্তে অভি চক্ষতে হবিঃ।
যে পৃণন্তি প্র চ যচ্ছন্তি সঙ্গমে তে দক্ষিণাং দুহতে সপ্তমাতরম্ ॥ ৪
দক্ষিণাবান্ প্রথমো হূত এতি দক্ষিণাবান্ গ্রামণীরগ্রমেতি।
তমেব মন্যে নৃপতিং জনানাং যঃ প্রথমো দক্ষিণামাবিবায় ॥ ৫
তমেব ঋষিং তমু ব্রহ্মাণমাহুর্যজ্ঞন্যং সামগামুকথশাসম্।
স শুক্রস্য তন্বো বেদ তিস্রো যঃ প্রথমো দক্ষিণয়া ররাধ ॥ ৬
দক্ষিণাশ্বং দক্ষিণা গাং দদাতি দক্ষিণা চন্দ্রমুত যদ্ধিরণ্যম্।
দক্ষিণান্নং বনুতে যো ন আত্মা দক্ষিণাং বর্ম কৃণুতে বিজানন্ ॥ ৭
ন ভোজা মম্রুর্ন ন্যর্থমীয়ুর্ন রিষ্যন্তি ন ব্যথন্তে হ ভোজাঃ।
ইদং যদ্বিশ্বং ভুবনং স্বশ্চৈতৎ সর্বং দক্ষিণৈভ্যো দদাতি ॥ ৮
ভোজা জিগ্যুঃ সুরভিং যোনিমগ্রে ভোজা জিগ্যুর্বধ্বংয়া সুবাসাঃ।
ভোজা জিগ্যুরন্তঃ পেয়ং সুরায়া ভোজা জিগ্যুর্যে অহূতাঃ প্রয়ন্তি ॥ ৯
ভোজায়াশ্বং সং মৃজন্ত্যাশুং ভোজায়াস্তে কন্যাশুম্ভমানা।
ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম পরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রম্ ॥ ১০
ভোজমশ্বাঃ সুষ্ঠুবাহো বহন্তি সুবৃদ্রথো বর্ততে দক্ষিণায়াঃ।
ভোজং দেবাসোঽবতা ভরেষু ভোজঃ শত্রূন্ত্সমনীকেষু জেতা ॥ ১১

অনুবাদ ঃ　১। এ সকল যজমানদের যজ্ঞ নির্বাহের জন্য সূর্যরূপী ইন্দ্রের বিপুল তেজ প্রকাশ হল। সকল প্রাণী অন্ধকার হতে মুক্তি পেল, পিতৃলোকগণ যে বিপুল জ্যোতি দিয়েছিলেন, তা উপস্থিত হল। দক্ষিণা দেবার প্রশস্ত পদ্ধতি দৃষ্ট হল। ২। যারা দক্ষিণা দেয়, তারা স্বর্গে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয় (১) অশ্ব-দানকারীরা সূর্যের সাথে একত্র হয়। সুবর্ণ দান করে অমরত্ব লাভ করে, বস্ত্র দাতারা সোমের নিকট যায়। সকলেই দীর্ঘায়ু হয়। ৩। দক্ষিণা দেবতাদের উপযুক্ত কর্মের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তিস্বরূপ অর্থাৎ দক্ষিণাদ্বারা পুণ্যকর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এ দেবপূজার অঙ্গস্বরূপ। যারা কুৎসিতাচার তাদের কার্য দেবতারা পূর্ণ করেন না। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি পবিত্র দক্ষিণা দেয়, নিন্দার ভয় করে, তারা অনেকেই নিজ কর্ম পূর্ণ করতে পারে। ৪। যে বায়ু শতপথে বহমান হন, তাঁর জন্য ও আকাশবর্তী সূর্য ও অন্যান্য মনুষ্যহিতকারী দেবতাদের উদ্দেশে হোমের দ্রব্য দেওয়া হয়। যাঁরা দেবতাদের পরিতৃপ্ত করেন এবং দানও করেন, দক্ষিণা তাঁদের অভিলাষ দোহন অর্থাৎ পূরণ করে দেন। এ দক্ষিণা প্রাপ্ত হবার অধিকারী সপ্তপুরোহিত বিদ্যমান আছেন। ৫। দক্ষিণাদাতাকে সকলের অগ্রে আহ্বান করা হয়, তিনি গ্রামের অধ্যক্ষ হন, সকলের অগ্রে অগ্রে যান। যিনি সর্ব প্রথম দক্ষিণা উপস্থিত করেন, তাঁকেই আমি লোকদের রাজা জ্ঞান করি। ৬। যিনি অগ্রে দক্ষিণা দিয়ে পুরোহিতদের তুষ্ট করেন, তিনিই ঋষি ও ব্রহ্মা বলে কথিত হন, তিনি যজ্ঞের অধ্যক্ষ, সামগানকর্তা, স্তব উচ্চারণকর্তা। তিনি অগ্নির তিন মূর্তি অবগত হন। ৭। দক্ষিণার নিকট ঘোটক, দক্ষিণার নিকট গাভী লাভ হয়, দক্ষিণা হতে মন প্রীতিকর সুবর্ণ লাভ হয়। আমাদের আত্মাস্বরূপ যে আহার তা দক্ষিণা হতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞব্যক্তি দক্ষিণাকে দেহরক্ষোপযোগী কবচের ন্যায় ব্যবহার করেন। ৮। ভোজগণের (২) মৃত্যু নেই, তাঁরা অর্থহীনতা প্রাপ্ত হন না, ক্লেশ, ব্যথা বা দুঃখ পান না। এ পৃথিবী অথবা স্বর্গে যা কিছু বিদ্যমান আছে, তা সমস্তই দক্ষিণা তাদের দেন। ৯। ভোজেরা ঘৃত দুগ্ধাদির উৎপাদনকারিণী গাভী সর্বাগ্রে প্রাপ্ত হয়, তারা মদিরার সারাংশ প্রাপ্ত হয়, সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী

নারী তারাই পায়, ভোজেরাই স্পর্দ্ধাযুক্ত শত্রুদের জয় করে। ১০। ভোজকে শীঘ্রগামী ঘোটক ভূষিত করে দেওয়া হয়ে থাকে, তাঁরই নিমিত্ত সুরূপা নারী উপস্থিত থাকে পুষ্করিণীর ন্যায় নির্মল এবং দেবালয়ের ন্যায় বিচিত্র এ গৃহ ভোজের জন্যই বিদ্যমান আছে। ১১। সুন্দরবহনকারী ঘোটকেরা ভোজকে বহন করে তারই জন্য সুগঠন রথ উপস্থিত থাকে। দেবতাগণ যুদ্ধের সময় ভোজকে রক্ষা করুন যুদ্ধের সময় ভোজ শত্রুদের জয় করে।

টীকা ঃ ১। স্বর্গলাভের কথা। দক্ষিণা অর্থাৎ দানই এ সূক্তের দেবতা। ২। 'ভোজ' অর্থে সায়ণ ভোজনদাতা অর্থাৎ দক্ষিণাদাতা করেছেন। ১১৭ সূক্তের ৩ ঋক দেখুন।

১০৮ সূক্ত ॥ পণিগণ, সরমা দেবতা। তারাই ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি ॥ ১
ইন্দ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্বঃ।
অতিষ্কদো ভিয়সা তন্ন আবত্তথা রসায়া অতরং পয়াংসি ॥ ২
কীদৃঙ্ঙিন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা যস্যেদং দূতীরসরঃ পরাকাৎ।
আ চ গচ্ছান্মিত্রমেনা দধামাথা গবাং গোপতির্নো ভবাতি ॥ ৩
নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎস যস্যেদং দতীরসরং পরাকাৎ।
ন তং গূহন্তি স্রবতো গভীরা হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে ॥ ৪
ইমা গাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ পরি দিবো অন্তান্ত্সুভগে পতন্তী।
কস্ত এনা অব সৃজাদয়ুধ্ব্যুতাস্মাকমায়ুধা সন্তি তিগ্মা ॥ ৫
অসন্যা বঃ পণয়ো বচাংস্যনিষব্যাস্তন্বঃ সন্তু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবা অস্তু পন্থা বৃহস্পতির্ব উভয়া ন মৃলাৎ ॥ ৬
অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপা রেকু পদমলকমা জগন্থ ॥ ৭
এহ গমন্নৃষয়ঃ সোমশিতা অযাস্যো অঙ্গিরসো নবগ্বাঃ।
ত এতমূর্বং বি ভজন্ত গোনামথৈতদ্বচঃ পণয়ো বমন্নিৎ ॥ ৮
এবা চ ত্বং সরম আজগন্থ প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন।
স্বসারং ত্বা কৃণবৈ মা পুনর্গা অপ তে গবাং সুভগে ভজাম ॥ ৯
নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বমিন্দ্রো বিদুরাঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ।
গোকামা মে অচ্ছদয়ন্যদায়মপাত ইত পণয়ো বরীয়ঃ ॥ ১০
দূরমিত পণয়ো বরীয় উদ্গাবো যন্তু মিনতী ঋতেন।
বৃহস্পতির্যা অবিন্দন্নিগূড়্হাঃ সোমো গ্রাবাণ ঋষয়শ্চ বিপ্রাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে সরমা! তুমি কি বানায় এ স্থানে এসেছ! এ অতি দূরের পথ। এ পথে আসতে হলে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করলে আসা যায় না, আমাদের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যার জন্য এসেছ? ক' রাত্রি ধরে এসেছ? নদীর জল পার হলে কিরূপে? ২। [সরমার উক্তি] ইন্দ্রের দূতী স্বরূপ প্রেরিত হয়ে আমি এসেছি। হে পণিগণ! তোমরা যে বিস্তর গোধন সংগ্রহ করেছ তা গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করেছে, জলের ভয় হল, পাছে আমি-উল্লঙ্ঘনপূর্বক চলে যাই। এরূপে নদীর জল পার হয়েছি (১)। ৩। [পণিদের উক্তি] হে সরমা! যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে তুমি দূরদেশ হতে এসেছ, সে ইন্দ্র

কিরূপ ? তাঁকে দেখতে কি প্রকার ? তিনি আসুন, তাঁকে আমরা বন্ধু বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি, তিনি আমাদের গাভী নিয়ে গাভীগণের সত্ত্বাধিকারী হোন। ৪। [সরমার উক্তি] যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে আমি দূরদেশ হতে আসছি, তাঁকে পরাজয় করে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখি না। তিনিই সকলকে পরাজয় করেন। গম্ভীর নদীগণ তাঁকে আচ্ছাদন অর্থাৎ তাঁর গতিরোধ করতে সমর্থ নয়। হে পণিগণ ! নিশ্চয় তোমরা ইন্দ্রের হস্তে নিধন হয়ে শয়ন করবে। ৫। [পণিদের উক্তি] হে সুন্দরি সরমে ! তুমি স্বর্গের শেষ সীমা হতে আসছ, অতএব তোমাকে এ সকল গাভীর মধ্য হতে যে কয়েকটি ইচ্ছা কর, দিতেছি, বিনা যুদ্ধে এ সকল গাভী কেইবা তোমাকে দিত ? তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনেক অস্ত্র আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে। ৬। [সরমার উক্তি] হে পণিগণ ! সৈনিক পুরুষের উপযুক্ত তোমাদের এ সকল কথা হয় নি। তোমাদের শরীরে পাপ আছে, এ শরীর যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হয়। তোমাদের গৃহে আসবার এ যে পথ, এ যেন দেবতারা আক্রমণ না করেন। আমি আশঙ্কা করছি, পাছে বৃহস্পতি তোমাদের ক্লেশ দেন। অর্থাৎ যদি তোমরা নম্র হয়ে গাভী না দাও, তা হলে তোমাদের বিপদ নিকট। ৭। [পণিদের উক্তি] হে সরমা ! আমাদের এ ধন পর্বতদ্বারা রক্ষিত, এ গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। যারা উত্তমরূপ রক্ষা করতে পারে, এরূপ পণিগণ সে ধন রক্ষা করছে। তুমি গাভীর শব্দ শুনে এ স্থানে এসেছ, কিন্তু তোমার বৃথাই আসা হয়েছে। ৮। [সরমার উক্তি] অযাস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগুগণ, সোমপানে, উৎসাহিত হয়ে আসবেন। তাঁরা এ বহু পরিমাণ গাভী ভাগ করে নেবেন, হে পণিগণ ! তখন তোমাদের এপ্রকার দর্পের উক্তি ত্যাগ করতে হবে। ৯। [পণিগণের উক্তি] হে সরমা ! দেবতারা ভয় প্রদর্শন করে তোমাকে এ স্থানে পাঠিয়েছেন, সে নিমিত্তই তুমি এসেছ। তোমাকে আমরা ভগিনীস্বরূপে পরিগ্রহ করছি, তুমি আর ফিরে যেও না। হে সুন্দরি ! তোমাকে এ গোধনের ভাগ দিচ্ছি। ১০। [সরমার উক্তি] আমি ভ্রাতৃভগিনী-সংক্রান্ত কোন কথা বুঝতে পারি না। ইন্দ্র ও পরাক্রান্ত অঙ্গিরার সন্তানেরা সকলি জানেন, তাঁরা গাভী পাবার জন্য আমাকে রক্ষাপূর্বক পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁদের আশ্রয় পেয়ে এসেছি। হে পণিগণ ! এ স্থান হতে অতি দূরে পালাও। ১১। হে পণিগণ ! এস্থান হতে অতি দূরে পলাও। গাভীগণ কষ্ট পাচ্ছে, তারা ধর্মের আশ্রয়ে এ পর্বত হতে উঠে যাক। বৃহস্পতি, সোম, সোমপ্রস্তুতকারী প্রস্তরগণ, ঋষিগণ এবং মেধাবীগণ এ সকল গুপ্ত স্থানস্থিত গাভীদের বিষয় জানতে পেরেছেন।

টীকা ঃ ১। উষাকর্তৃক প্রাতকালে আলোক উদ্ধারই উপমাচ্ছলে সরমাকর্তৃক গাভী উদ্ধাররূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এ আখ্যান আবার গ্রীকদের মধ্যে ট্রয়ের যুদ্ধের গল্পরূপে বর্ণিত হয়েছে, এ ইউরোপীয় মতটি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। ১।৬।৫ ঋকের টীকা দেখুন। "If, then, we may be allowed a guess, we would recognise in Helen, the sister, of the Dioskuroi, the Indian Sarama, their names being phonetically identical, not only in every consonant and vowel, but even in their accent. "And as the Sanskrit name Panis betrays the former presence of an Paris himself might possibly be identified with the robber who tempted Sarama"—Max Muller's Science of Language.

১০৯ সূক্ত । বিশ্বে দেবা দেবতা । জুহূ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

তেঽবদন্ প্রথমা ব্রহ্মকিল্বিষেঽকূপারঃ সলিলো মাতরিশ্বা ।
বীলুহরাস্তপ উগ্রো ময়োভূরাপো দেবীঃ প্রথমজা ঋতেন ॥ ১
সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রাযচ্ছদহৃণীয়মানঃ
অন্বর্তিতা বরুণো মিত্র আসীদগ্নির্হোতা হস্তগৃহ্যা নিনায় ॥ ২
হস্তেনৈব গ্রাহ্য আধিরস্যা ব্রহ্মজায়েয়মিতি চেদবোচন ।
ন দূতায় প্রহ্যে তস্থ এষা তথা রাষ্ট্রং গুপিতং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৩
দেবা এতস্যামবদন্ত পূর্বে সপ্তঋষয়স্তপসে যে নিষেদুঃ ।
ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্যোপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪
ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্ ।
তেন জায়ামন্ববিন্দদ্বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বং ন দেবাঃ ॥ ৫
পুনর্বৈ দেবা অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা উত ।
রাজানঃ সত্যং কৃণ্বানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দদুঃ ॥ ৬
পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিল্বিষম্ ।
ঊর্জং পৃথিব্যা ভক্ত্বায়োরুগায়মুপাসতে ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। যখন বৃহস্পতি ব্রহ্মকিল্বিষ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি আপন পত্নী জুহূকে ত্যাগ করেন তখন সূর্য বরুণ শীঘ্রগামী বায়ু প্রজ্বলিত অগ্নি সুখকর সোম জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সত্যস্বরূপ প্রজাপতির আর আর অগ্রজ সন্তান বললেন। ২। সোমরাজা কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে পবিত্র চরিত্রশালিনী ভার্যাকে সর্বপ্রথম সমর্পণ করেছিলেন। মিত্র ও বরুণ সে বিষয়ের অনুমোদন করলেন। হোমকর্তা অগ্নি হস্তে ধারণপূর্বক পত্নীকে এনে দিলেন। ৩। 'এ পত্নীর দেহ হস্ত দ্বারাই স্পর্শ করা কর্তব্য, ইনি যথাবিধানে পরিণীত পত্নী।' এ কথা তাঁরা বললেন। যে দূত পাঠান হয়েছিল, ইনি তার প্রতি আসক্ত হন নি। যেরূপ বলবান রাজার রাজ্য সুরক্ষিত হয় সেরূপ এঁর সতীত্ব রক্ষা হয়েছে। ৪। যে সপ্তঋষি তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁরা এবং প্রাচীন দেবতারা এ পত্নীর বিষয়ে বলেছেন। ইনি অতি শুদ্ধ চরিত্রা, স্তোতাকে বিবাহ করেছেন। তপস্যা ও সচ্চরিত্রতা প্রভাবে নিকৃষ্ট পদার্থও পরমধামে স্থাপিত হতে পারে। ৫। বৃহস্পতি পত্নী অভাবে এক্ষণে ব্রহ্মচর্য নিয়ম পালন করছেন, তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্মা হয়ে তাঁদের অবয়ব বিশেষ হয়েছেন। তাতে তিনি পূর্বে যেমন সোমের হস্তে পত্নী পেয়েছিলেন সেরূপ এক্ষণেও পুনর্বার সে জুহূ নামক পত্নীকে প্রাপ্ত হলেন। ৬। দেবতারা আবার তাঁকে পত্নী এনে দিলেন, মনুষ্যেরাও এনে দিলেন। রাজারা শপথপূর্বক শুদ্ধচরিত্রা পত্নী তাঁকে পুনর্বার সমর্পণ করলেন। ৭। শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পুনর্বার এনে দিয়ে দেবতারা বৃহস্পতিকে অপাপ করলেন। পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ন সমস্ত ভাগ করে সর্ব সুখে অবস্থিতি করছেন (১)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তের মর্ম গ্রহণ করতে পারলাম না। সূক্তটি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাতে সন্দেহ নেই এবং অনেক আধুনিক সূক্তের ন্যায় বড়ই জটিল। বৃহস্পতির স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জনই এ সূক্তের বিষয়।

১১০ সূক্ত ॥ আপ্রী দেবতা । জমদগ্নি ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ

সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবান্যজসি জাতবেদঃ ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ॥ ১

তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানান্মধ্বা সমঞ্জন্ত্স্বদয়া সুজিহ্ব।
মন্মানি ধীভির্ুত যজ্ঞমৃন্ধন্দেবত্রা চ কৃণুহ্যধ্বরং নঃ ॥ ২
আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চা যাহ্যগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ।
ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা স এনান্যক্ষীষিতো যজীয়ান্ ॥ ৩
প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যা বস্তোরস্যা বৃজ্যতে অগ্রে অহ্নাম্;
ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয়ো দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনম্ ॥ ৪
ব্যচস্বতীরুর্বিয়া বি শ্রয়ন্তাং পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুম্ভমানাঃ।
দেবীর্দ্বারো বৃহতীর্বিশ্বমিন্বা দেবেভ্যো ভবত সুপ্রায়ণাঃ ॥ ৫
আ সুষ্বয়ন্তী যজতে উপাকে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
দিব্যে যোষণে বৃহতী সুরুক্মে অধি শ্রিয়ং শুক্রপিশং দধানে ॥ ৬
দৈব্যা হোতারা প্রথমা সুবাচা মিমানা যজ্ঞং মনুষো যজধ্যৈ।
প্রচোদয়ন্তা বিদথেষু কারু প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা ॥ ৭
আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিলা মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু ॥ ৮
য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ভুবনানি বিশ্বা।
তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্দেবং ত্বষ্টারমিহ যক্ষি বিদ্বান্ ॥ ৯
উপাবসৃজ ত্মন্যা সমঞ্জন্দেবানাং পাথ ঋতুথা হবীংষি।
বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ স্বদন্তু হব্যং মধুনা ঘৃতেন ॥ ১০
সদ্যো জাতো ব্যমিমীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোগাঃ।
অস্য হোতুঃ প্রদিশ্যৃতস্য বাচি স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ ॥ ১১

অনুবাদঃ ১। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি মনুষ্যের গৃহে অদ্য সমিদ্ধ হয়ে, নিজে দেব অথচ আর আর দেবতাদের পূজা কর। তোমার বন্ধু তোমাকে পূজা করেন, তুমি দেখিয়ে দেখিয়ে দেবতাদের নিয়ে এস, কারণ তুমি প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্রিয়াকুশল দূত। ২। হে তনূনপাৎ! যজ্ঞের গমনের যে সকল পথ অর্থাৎ হোমের দ্রব্য আছে তাদের মধুমিশ্রিত করে তোমার সুন্দর জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন লও। সুন্দর সুন্দর ভাবের দ্বারা স্তবগুলিকে এবং যজ্ঞকে সমৃদ্ধ কর এবং আমাদের যজ্ঞকে দেবতা অর্থাৎ দেবভোগ্য করে দাও। ৩। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদের আহ্বান-কর্তা, তুমি ইড্য ও প্রণামের যোগ্য, বসুদের সঙ্গে একত্র হয়ে এস। হে প্রকাণ্ড পুরুষ! তুমি দেবতাদের হোতা, তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে, তোমার মত যজ্ঞ করতে কেউ পারে না, তুমি এ সমস্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর। ৪। দিনের প্রথমাংশে অর্থাৎ পূর্বাহ্নে বেদিকে আচ্ছাদন করবার জন্য বর্হি পূর্বমুখ করে বিস্তারিত হচ্ছে। সে পরম সুন্দর কুশ আরও বিস্তৃত হচ্ছে, ওতে দেবতারা এবং অদিতি অতি সুখে উপবেশন করবেন। ৫। বনিতারা বেশভূষা করে পতিদের নিকট যেমন নিজদেহ প্রকাশ করে সেরূপ এ সকল বৃহৎ বৃহৎ সুনির্মিত দ্বারদেবীগণ পৃথক হয়ে যাক বিস্তারভাবে খুলে যাক, হে দ্বারদেবীগণ! যাতে দেবতারা সুখে যেতে পারেন, এরূপে উদ্ঘাটিত হও। ৬। উষাদেবী আর রাত্রিদেবী এঁরা সুষুপ্তির হেতু অর্থাৎ লোকের উত্তম নিদ্রাজনিত সুখ উৎপাদন করে দেন, তাঁরা যজ্ঞভাগের অধিকারী, তাঁরা পরস্পর মিলিত হয়ে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন। তাঁরা দিব্যলোকবাসিনী দুই নারীর ন্যায়, অতি গুণবতী, পরম শোভান্বিতা; উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করেন। ৭। দৈব্য হোতাদ্বয়ই অগ্রে উত্তম বাক্যে স্তব করেন; মনুষ্যের যজ্ঞের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানকার্যকে নির্মাণ করে

তুলেন। পুরোহিতদের ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রেরণ করেন, তাঁরা ক্রিয়াকুশল এবং মন্ত্রসহকারে পূর্বদিগ্‌বর্তী আলোক উৎপাদন করেন। ৮। ভারতীদেবী শীঘ্র আমাদের যজ্ঞে আসুন, ইলাদেবী এ যজ্ঞের বিষয় স্মরণপূর্বক মনুষ্যের ন্যায় আসুন। তাঁরা দুজন এবং সরস্বতী এ তিন চমৎকার কর্মকারিণী দেবী পুরোবর্তী সুখকর কুশাসনে এসে উপবেশন করুন। ৯। দ্যাবাপৃথিবী দেবতাদের জননী-স্বরূপা, যে দেব তাঁদের উভয়কে উৎপাদন করে সমস্ত জগতে নানা প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, হে হোতা! তুমি সে ত্বষ্টা দেবকে অদ্য পূজা কর, কারণ তোমার অন্ন আছে, তোমার মত যজ্ঞ করতে কেউ পারে না এবং তুমি বিজ্ঞ। ১০। হে যূপ! (যজ্ঞে পশু বন্ধন করবার কাষ্ঠ), তুমি নিজেই যথাসময়ে দেবতাদের অন্ন এবং অন্যান্য হোমদ্রব্য উপস্থিত করে নিবেদন করে দাও। বনস্পতি, শমিতা নামক দেব এবং অগ্নি এঁরা মধু ও ঘৃতের সাথে হোমের দ্রব্য আস্বাদন করুন। ১১। অগ্নি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনির্মাণ করলেন, দেবতাদের অগ্রগামী দূতস্বরূপ হলেন। এ অগ্নিস্বরূপ হোতা মন্ত্র পাঠ করুন, যজ্ঞোপযোগী দেববাক্য উচ্চারিত হোক, 'স্বাহা' মন্ত্রে যে হোমের দ্রব্য দেওয়া হয়, তা দেবতারা ভক্ষণ করুন।

১১১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অষ্টাদংষ্ট্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মনীষিণঃ প্র ভরধ্বং মনীষাং যথাযথা মতয়ঃ সন্তি নৃণাম্।
ইন্দ্রং সত্যৈরেরয়ামা কৃতেভিঃ স হি বীরো গিৰ্বণস্যুর্বিদানঃ ॥ ১
ঋতস্য হি সদসো ধীতিরদ্যৌৎসং গার্ষ্টেয়ো বৃষভো গোভিরানট্।
উদতিষ্ঠত্তবিষেণা রবেণ মহান্তি চিৎসং বিব্যাচা রজাংসি ॥ ২
ইন্দ্রঃ কিল শ্রুত্যা অস্য বেদ স হি জিষ্ণুঃ পথিকৃৎ সূর্যায়।
আন্মেনাং কৃণ্বন্নচ্যুতো ভুবদ্গোঃ পতির্দিবঃ সনজা অপ্রতীতঃ ॥ ৩
ইন্দ্রো মহ্না মহতো অর্ণবস্য ব্রতামিনাদঙ্গিরোভির্গৃণানঃ।
পুরূণি চিন্নি ততানা রজাংসি দাধার যো ধরুণং সত্যতাতা ॥ ৪
ইন্দ্রো দিবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা বিশ্বা বেদ সবনা হন্তি শুষ্ণম্।
মহীং চিদ্দ্যামাতনোৎ সূর্যেণ চাস্কম্ভ চিৎকম্ভনেন স্কভীয়ান্ ॥ ৫
বজ্রেণ হি বৃত্রহা বৃত্রমস্তরদেবস্য শূশুবানস্য মায়াঃ।
বি ধৃষ্ণো অত্র ধৃষতা জঘন্থথাভবো মঘবন্বাহ্বোজাঃ ॥ ৬
সচন্ত যদুষসঃ সূর্যেণ চিত্রামস্য কেতবো রামবিন্দন্।
আ যন্নক্ষত্রং দদৃশে দিবো ন পুনর্যতো নকিরদ্ধা নু বেদ ॥ ৭
দূরং কিল প্রথমা জগ্মুরাসামিন্দ্রস্য যাঃ প্রসবে সস্রুরাপঃ।
ক্ব স্বিদগ্রং ক্ব বুধ্ন আসামাপো মধ্যং ক্ব বো নূনমন্তঃ ॥ ৮
সৃজঃ সিন্ধূঁরহিনা জগ্রসানাঁ আদিদেতাঃ প্র বিবিজ্রে জবেন।
মুমুক্ষমাণা উত যা মুমুচ্রেঽধেদেতা ন রমন্তে নিতিক্তাঃ ॥ ৯
সধ্রীচীঃ সিন্ধুমুশতীরিবায়ন্ত্সনাজ্জার আরিতঃ পূর্ভিদাসাম্।
অস্তমা তে পার্থিবা বসূন্যস্মে জগ্মুঃ সূনৃতা ইন্দ্র পূর্বীঃ ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। হে বিপ্রগণ! মনুষ্যদের যেমন যেমন বুদ্ধির উদয় হয়, তদনুরূপ স্তব পাঠ কর। সৎকর্ম অনুষ্ঠানপূর্বক ইন্দ্রকে আনা যাক। কারণ সে বীর ইন্দ্র স্তব জানতে পারলে স্তবকারীদের স্নেহ করেন। ২। জলের আধার যিনি ধারণ করেন, সে ইন্দ্র জাজ্জ্বল্যমান হলেন। অল্পবয়স্ক গাভীর গর্ভজাত বৃষ যেমন গাভীদের সাথে মিলিত হয় সেরূপ ইন্দ্র সর্বব্যাপী হলেন। বিলক্ষণ কোলাহলের

সাথে তিনি উদয় হলেন। বৃহৎ বৃহৎ জলরাশি তিনি সৃষ্টি করলেন। ৩। ইন্দ্রই কেবল এ স্তব শুনতে জানেন, তিনি জয়শীল, তিনি সূর্যের পথ নির্মাণ করে দিয়েছেন। অবিচলিত ইন্দ্র সেনাকে আবির্ভূত করলেন। তিনি গাভীর স্বত্বাধিকারী ও স্বর্গের প্রভু হলেন। তিনি চিরস্থায়ী, তাঁর বিপক্ষে কেউ গমন করতে পারে না। ৪। অঙ্গিরার সন্তানেরা যখন স্তব করলেন, তখন ইন্দ্র নিজ মহিমাদ্বারা প্রকাণ্ড সমুদ্রের অর্থাৎ মেঘের কার্য সকল নষ্ট করলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ জল সৃষ্টি করলেন, তিনি সত্যস্বরূপ দ্যুলোকে বলধারণ করলেন। ৫। ইন্দ্র এক দিকে, পৃথিবী ও আকাশ এক দিকে অর্থাৎ তিনি একাকী হয়ে সমবেত ঐ উভয়ের তুল্য। তিনি সকল সোমযাগের সংবাদ রাখেন, তাপ নষ্ট করেন। তিনি সূর্যদ্বারা প্রকাণ্ড আকাশকে সজ্জিত করেছেন, তিনি ধারণ করতে পটু, তিনি যেন স্তম্ভের দ্বারা আকাশকে উন্নত করে রেখেছেন। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রনিধনকারী, বজ্রদ্বার বৃত্রকে বধ করেছ, দেববিরোধী সে বৃত্র যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন দুর্ধর্ষ তুমি বজ্রদ্বারা তার সকল মায়া নষ্ট করলে। হে ধনশালী! তৎপর তুমি বাহুবলে বলী হলে। ৭। যখন উষাদেবীগণ সূর্যের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন সূর্যের রশ্মিগুলি নানা বর্ণের শোভা ধারণ করল। পরে যখন আকাশের নক্ষত্র দৃষ্ট হল তখন কেউই আর গমনকারী সূর্যের কিছুই দেখতে পেল না। ৮। ইন্দ্রের আজ্ঞায় যে সকল জল প্রবাহিত হল, সেই সর্ব প্রথম জলগুলি অতি দূরে গিয়েছিল, সে জলদের অগ্রভাগই বা কোথায়? মস্তকই বা কোথায়? হে জলগণ! তোমাদের মধ্যস্থান বা চরম সীমা কোথায়? ৯। হে ইন্দ্র! বৃত্র যখন জলদের গ্রাস করছিল, তুমি তাদের মোচন করে দিলে। তখনই জলগুলি সর্বত্র বেগে ধাবিত হল। ইন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক যখন জল মোচন করে দিলেন, তখন সে পরিশুদ্ধ জল সকল আর স্থির থাকতে পারল না। ১০। জলগণ যেন কামাতুর হয়ে একত্র মিলনপূর্বক সমুদ্রে চলল, শত্রুপুরধ্বংসকারী এবং শত্রুজর্জরকারী ইন্দ্র চিরকালই এ সকল জলের প্রভু হয়ে আছেন। হে ইন্দ্র! আমাদের পৃথিবীস্থিত নানা যজ্ঞসামগ্রী এবং চিরাভ্যস্ত নানা প্রীতিকর স্তব তোমার নিকটে গমন করুক।

১১২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। নভঃ প্রভেদন ঋষি। ত্রিস্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্র পিব প্রতিকামং সুতস্য প্রাতঃ সাবস্তব হি পূর্বপীতিঃ।
হর্ষস্ব হন্তবে শূর শত্রুনুক্থেভিষ্টে বীর্যা প্র ব্রবাম ॥ ১
যস্তে রথো মনসো জবীয়ানেন্দ্র তেন সোমপেয়ায় যাহি।
তূয়মা তে হরয়ঃ প্র দ্রবন্তু যেভির্যাসি বৃষভির্মন্দমানঃ ॥ ২
হরিত্বতা বর্চসা সূর্যস্য শ্রেষ্ঠৈ রূপৈস্তন্বং স্পর্শয়স্ব।
অস্মাভিরিন্দ্র সখিভির্হুবানঃ স ধ্রীচীনো মাদয়স্বা নিষদ্য ॥ ৩
যস্য ত্যত্তে মহিমানং মদেষ্বিমে মহী রোদসী নাবিবিক্তাম্।
তদোক আ হরিভিরিন্দ্র যুক্তৈঃ প্রিয়েভির্যাহি প্রিয়মন্নমচ্ছ ॥ ৪
যস্য শশ্বৎপপিবাঁ ইন্দ্র শত্রূননানুকৃত্যা রণ্যা চকর্থ।
স তে পুরন্ধিং তবিষীমিয়র্তি স তে মদায় সুত ইন্দ্র সোমঃ ॥ ৫
ইদং তে পাত্রং সনবিত্তমিন্দ্র পিবা সোমমেনা শতক্রতো।
পূর্ণ আহাবো মদিরস্য মধ্বো যং বিশ্ব ইদভিহর্যন্তি দেবাঃ ॥ ৬
বি হি ত্বামিন্দ্র পুরুধা জনাসো হিতপ্রয়সো বৃষভ হ্বয়ন্তে।
অস্মাকং তে মধুমত্তমানীমা ভুবন্ত্সবনা তেষু হর্য ॥ ৭

প্র ত ইন্দ্র পূর্ব্যাণি প্র নূনং বীর্যা বোচং প্রথমা কৃতানি।
সতীনমন্যুরশ্রথায়ো অদ্রিং সুবেদনামকৃণোর্ব্রহ্মণে গাম্ ॥ ৮
নি ষূ সীদ গণপতে গণেষু ত্বামাহুর্বিপ্রতমং কবীনাম্।
ন ঋতে ত্বৎক্রিয়তে কিং চনারে মহামর্কং মঘবঞ্চিত্রমর্চ ॥ ৯
অভিখ্যা নো মঘবন্নাধমানান্ত্সখে বোধি বসুপতে সখীনাম্।
রণং কৃধি রণকৃৎ সত্যশুষ্মাভক্তে চিদা ভজা রায়ে অস্মান্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! সোম প্রস্তুত হয়েছে, যত ইচ্ছা পান কর। প্রাতকালে যে সোম প্রস্তুত হয়, তা সর্বাগ্রে তোমারই পান করবার যোগ্য। হে বীর! শত্রুনিধনের জন্য উৎসাহযুক্ত হও, শ্লোক উচ্চারণপূর্বক তোমার বীরত্ব বর্ণনা করছি। ২। হে ইন্দ্র! তোমার রথ মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, সে রথযোগে সোমপানের জন্য এস। যে সকল পুরুষজাতী ঘোটকের সাহায্যে তুমি আনন্দ মনে গমন কর, তোমার সে হরিনামক ঘোটকগুলি শীঘ্র ধাবিত হোক। ৩। হে ইন্দ্র! হরিৎবর্ণ ঔজ্জ্বল্যদ্বারা এবং সূর্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতর নানা শোভাদ্বারা তোমার শরীর বিভূষিত কর। আমরা বন্ধুভাবে তোমাকে ডাকছি, আমাদের সঙ্গে উপবেশনপূর্বক আমোদ কর। ৪। সোমপানে মত্ত হলে তোমার যে মহিমা হয়, এ দ্যাবাপৃথিবী তা সংধারণ করতে পারে না। অতএব হে ইন্দ্র! তোমার প্রেমাস্পদ ঘোটকগুলি যোজনা করে সুস্বাদু যজ্ঞসামগ্রী অভিমুখে যজমানের গৃহে এস। ৫। হে ইন্দ্র! নিত্য নিত্য যার সোমপান করে তুমি অতুল বল প্রকাশপূর্বক শত্রুহিংসা করেছ, সে যজমান তোমার উদ্দেশে বিস্তর স্তব প্রেরণ করছে, তোমার আমোদের জন্য সে সোম প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬। হে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র! এ সোমপাত্র তুমি চিরকাল পেয়ে থাক, এ পান কর। সকল দেবতা যা পেতে অভিলাষ করেন, সে মধুতুল্য এবং মত্ততাজনক সোমের এ নিপান পরিপূর্ণ করা হয়েছে। ৭। হে ইন্দ্র! বিস্তর লোকে অন্নসংগ্রহপূর্বক তোমাকে নানাস্থানে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু আমাদের প্রস্তুত করা এ সোমগুলি তোমার সর্বাপেক্ষা মধুর হোক, এগুলিতেই তোমার রুচি উৎপন্ন হোক। ৮। হে ইন্দ্র! পূর্বকালে সকলের অগ্রে তুমি যে সকল বীরত্ব করেছিলে, তা আমি বর্ণনা করেছি। জলের জন্য তুমি মেঘ বিদীর্ণ করেছ, গাভীকে স্তোতার পক্ষে অনায়াসলভ্য করে দিয়েছ। ৯। হে বহুলোকের অধিপতি! স্তবকর্তাদের মধ্যে উপবেশন কর, ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদের মধ্যে তোমাকেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলে। কি নিকটে, কি দূরে, তোমা ব্যতিরেকে কিছুই অনুষ্ঠান হয় না। হে ধনশালী! আমাদের ঋক সমূহকে বিস্তারিত ও বিচিত্র রূপ করে দাও। ১০। হে ধনশালী! আমরা তোমার নিকট যাচক, আমাদের তেজস্বী কর। হে ধনের অধিপতি! হে বন্ধু! আমরা যে তোমার বন্ধু আছি, আমাদের সংবাদ লও। হে যুদ্ধকারী! তোমার ক্ষমতাই যথার্থ। যে স্থানে ধনলাভের কোন সম্ভাবনা নেই, সে স্থানেও আমাদের ধনের ভাগী করে।

১১৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রভেদন ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তমস্য দ্যাবাপৃথিবী সচেতসা বিশ্বেভির্দেবৈরনু শুষ্মমাবতাম্।
যদৈৎকৃণ্বানো মহিমানমিন্দ্রিয়ং পীত্বী সোমস্য ক্রতুমাঁ অবর্ধত ॥ ১
তমস্য বিষ্ণুর্মহিমানমোজসাংশুং দধন্বান্মধুনো বি রপ্শতে।
দেবেভিরিন্দ্রো মঘবা সয়াবভির্বৃত্রং জঘন্বাঁ অভবদ্বরেণ্যঃ ॥ ২
বৃত্রেণ যদহিনা বিভ্রদায়ুধা সমস্থিথা যুধয়ে শংসমাবিদে।
বিশ্বে তে অত্র মরুতঃ সহ ত্মনাবর্ধন্নুগ্র মহিমানমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩

জজ্ঞান এব ব্যবাধত স্পৃধঃ প্রাপশ্যদ্বীরো অভি পৌংস্যং রণম্ ।
অবৃশ্চদদ্রিমব সস্যদঃ সৃজদস্তভ্নান্নাকং স্বপস্যয়া পৃথুম্ ॥ ৪
আদিন্দ্রঃ সত্রা তবিষীরপত্যত বরীয়ো দ্যাবাপৃথিবী অবাধত ।
অবাভরদ্ধৃষিতো বজ্রমায়সং শেবং মিত্রায় বরুণায় দাশুষে ॥ ৫
ইন্দ্রস্যাত্র তবিষীভ্যো বিরপ্শিন ঋঘায়তো অরংহয়ন্ত মন্যবে ।
বৃত্রং যদুগ্রো ব্যবৃশ্চদোজসাপো বিভ্রতং তমসা পরীবৃতম্ ॥ ৬
যা বীর্যাণি প্রথমানি কর্ত্বা মহিত্বেভির্যতমানৌ সমীয়তুঃ ।
ধ্বান্তং তমোঽব দধ্বসে হত ইন্দ্রো মহ্না পূর্বহূতাবপত্যত ॥ ৭
বিশ্বে দেবাসো অধ বৃষ্ণ্যানি তেঽবর্ধয়ন্ত্ সোমবত্যা বচস্যয়া ।
রদ্ধং বৃত্রমহিমিন্দ্রস্য হন্মনাগ্নির্ন জম্ভৈস্তৃষ্বন্নমাব যৎ ॥ ৮
ভূরি দক্ষেভির্বচনেভির্ঋক্বভিঃ সখ্যেভিঃ সখ্যানি প্র বোচত ।
ইন্দ্রো ধুনিং চ চুমুরিং চ দম্ভয়ঞ্ছ্রদ্ধামনস্যা শৃণুতে দভীতয়ে ॥ ৯
ত্বং পুরূণ্যা ভরা স্বশ্ব্যা যেভির্মংসৈর্নিবচনানি শংসন্ ।
সুগেভির্বিশ্বা দুরিতা তরেম বিদো ষু ণ উর্বিয়া গাধমদ্য ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে দ্যাবাপৃথিবী মনোযোগী হয়ে ইন্দ্রের বল রক্ষা করুন। যখন তিনি বীরত্ব করতে করতে আপনার উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত হলেন তখন সোমপানপূর্বক নানা কার্য সম্পাদন করে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। ২। বিষ্ণু মধুযুক্ত লতাখণ্ড অর্থাৎ সোমলতাখণ্ড প্রেরণপূর্বক ইন্দ্রের সে মহিমা উৎসাহের সাথে ঘোষণা করেন। ধনশালী ইন্দ্র সহযায়ী দেবতাদের সাথে একত্র হয়ে বৃত্রকে নিধনপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন। ৩। হে উগ্রতেজা ইন্দ্র! যখন তুমি স্তবের বাসনাতে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক দুর্ধর্ষ বৃত্রের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য অগ্রসর হলে তখন সমস্ত মরুৎগণ তোমার মহিমা বাড়িয়ে দিলেন, নিজেও তারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। ৪। ইন্দ্র জন্মমাত্র শত্রু দমন করেছিলেন, তিনি যুদ্ধের অভিসন্ধি করে আপনার পুরুষকার বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি বৃত্রকে ছেদন করলেন, জলসমূহ মোচন করে দিলেন, উত্তম উদ্যোগ করে বিস্তীর্ণ স্বর্গলোককে স্তম্ভযুক্ত করলেন অর্থাৎ উন্নতভাবে সংস্থাপিত রাখলেন। ৫। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শত্রুসেনার দিকে ইন্দ্র একেবারেই ধাবিত হলেন। বিশিষ্ট মহিমাদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করলেন। যে বজ্র দানশীল বরুণ ও মিত্রদেবের সুখের উৎপাদক হয়, তিনি সে লৌহময় বজ্র দুর্ধর্ষভাবে ধারণ করলেন। ৬। ইন্দ্র নানা শব্দ করছিলেন, শত্রুদের নিধন করছিলেন, তাঁর বলবিক্রম ঘোষণা করবার জন্য জল সকল নির্গত হল। বৃত্র অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হয়ে জল ধারণ করে রেখেছিল, তীক্ষ্ণতেজা ইন্দ্র বলপূর্বক সে বৃত্রকে ছেদ করলেন। ৭। ইন্দ্র ও বৃত্র পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্বক প্রথমে নানা বীরত্ব করতে লাগলেন এবং মহারোষে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বৃত্র নিধন হলে গাঢ় অন্ধকার নষ্ট হল। ইন্দ্রের মহিমা এপ্রকার যে, বীরদের নামোল্লেখ কালে সর্বাগ্রে এর নাম হয়। ৮। হে ইন্দ্র! সোমরস ও স্তবের দ্বারা সকল দেবতা তোমার বল-বিক্রমের সংবর্ধনা করলেন। ইন্দ্র দুর্ধর্ষ বৃত্রকে বধ করলেন, তাতে শীঘ্রই লোকের অন্ন লাভ হল। যেরূপ অগ্নি শিখাদ্বারা দাহ্যবস্তু ভক্ষণ করেন সেরূপ লোকে দন্তদ্বারা অন্ন চর্বণ করতে লাগল। ৯। হে স্তবকর্তাগণ! ইন্দ্র যে সকল বন্ধুত্বের কার্য করেছেন, তা উত্তম উত্তম নানা বাক্য এবং বন্ধুজনোচিত নানা ছন্দের দ্বারা বর্ণনা কর, ইন্দ্র ধুনি ও চুমুরিকে বধ করেছেন এবং আস্থাযুক্ত চিত্তে দভীতি রাজার প্রার্থনাতে কর্ণপাত করেছেন। ১০। আমি স্তব উচ্চারণ কালে যা

অভিলাষ করেছিলাম, হে ইন্দ্র ! সে সমস্ত প্রভূত পরিমাণ সম্পত্তি এবং উত্তম উত্তম ঘোটক বিতরণ কর। সকল পাপ যেন অতিক্রম করি এবং কল্যাণ লাভ করি। আমরা যে স্তব রচনা করছি, যত্নপূর্বক তাতে মনোযোগ প্রদান কর।

১১৪ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা । সধ্রি ঋষি । ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ ।

ঘর্মা সমন্তা ত্রিবৃতং ব্যাপতুস্তয়োর্জুষ্টিং মাতরিশ্বা জগাম ।
দিবস্পয়ো দিধিষাণা অবেষন্বিদুর্দেবাঃ সহসামানমর্কম্ ॥ ১
তিস্রো দেষ্ট্রায় নির্ঋতীরুপাসতে দীর্ঘশ্রুতো বি হি জানন্তি বহ্নয়ঃ ।
তাসাং নি চিক্যুঃ কবয়ো নিদানং পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ॥ ২
চতুষ্কপর্দা যুবতিঃ সুপেশা ঘৃতপ্রতীকা বয়ুনানি বস্তে ।
তস্যাং সুপর্ণা বৃষণা নি ষেদতুর্যত্র দেবা দধিরে ভাগধেয়ম্ ॥ ৩
একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমা বিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চষ্টে ।
তং পাকেন মনসাপশ্যমন্তিতস্তং মাতা রেল্হি স উ রেল্হি মাতরম্ ॥ ৪
সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি ।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্ত্সোমস্য মিমতে দ্বাদশ ॥ ৫
ষট্ত্রিংশাংশ্চ চতুরঃ কল্পয়ন্তশ্ছন্দাংসি চ দধত আদ্বাদশম্ ।
যজ্ঞং বিমায় কবয়ো মনীষ ঋক্সামাভ্যাং প্র রথং বর্তয়ন্তি ॥ ৬
চতুর্দশান্যে মহিমানো অস্য তং ধীরা বাচা প্র ণয়ন্তি সপ্ত ।
আপ্নানং তীর্থং ক ইহ প্র বোচদ্যেন পথা প্রপিবন্তে সুতস্য ॥ ৭
সহস্রধা পঞ্চদশান্যুক্থা যাবদ্দ্যাবাপৃথিবী তাবদিত্তৎ ।
সহস্রধা মহিমানঃ সহস্রং যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্ ॥ ৮
কশ্ছন্দসাং যোগমা বেদ ধীরঃ কো ধিষ্ণ্যাং প্রতি বাচং পপাদ ।
কমৃত্বিজামষ্টমং শূরমাহুর্হরী ইন্দ্রস্য নি চিকায় কঃ স্বিৎ ॥ ৯
ভূম্যা অন্তং পর্যেকে চরন্তি রথস্য ধূর্ষু যুক্তাসো অস্থুঃ ।
শ্রমস্য দায়ং বি ভজন্ত্যেভ্যো যদা যমো ভবতি হর্ম্যে হিতঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। সূর্য আর অগ্নি, এ যে দুই প্রতপ্ত দেবতা আছেন, তাঁরা চতুর্দিকে গমনপূর্বক ত্রিভুবনব্যাপী হলেন ; মাতরিশ্বা তাঁদের প্রীতি লাভ করলেন। যখন দেবতারা সাম ও সূর্যকে প্রাপ্ত হলেন তখন তাঁরা ত্রিভুবন রক্ষার জন্য আকাশের জল সৃষ্টি করলেন। ২। যজ্ঞ দেবার জন্য যজ্ঞকর্তারা তিন নিঃঋতির উপাসনা করে পরে যশস্বী অগ্নিরা দেবতাদের সাথে পরিচিত হন। বিদ্বানেরা তাঁদের নিদান অবগত আছেন, তাঁরা পরম গুহ্যব্রতে অবস্থান করেন। ৩। এক যুবতী নারী আছেন, তাঁর মস্তকে চার বেণী তাঁর মূর্তি সুন্দর ও স্নিগ্ধ. তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন। দুই পক্ষী তাঁর উপর উপবেশন করে. সেখানে দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হন (১)। ৪। এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করল, সে এ সমস্ত বিশ্বভুবন অবলোকন করে। পরিণত বুদ্ধিদ্বারা তাকে আমি দেখেছি, সে নিকটবর্তিনী মাতাকে লেহন করে, মাতাও তাকে লেহন করে (২)। ৫। পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাঁকে কল্পনাপূর্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন। তাঁরা যজ্ঞের সময় নানা ছন্দ উচ্চারণ করেন এবং দ্বাদশসংখ্যক সোমপাত্র সংস্থাপন করেন (৩)। ৬। পণ্ডিতগণ চত্বারিংশৎ প্রকার ছন্দ উচ্চারণ করেন এবং দ্বাদশ সোমপাত্র সংস্থাপন করেন এরূপে তাঁরা বুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করে ঋক ও সাম দ্বারা রথ চালিয়ে থাকেন। অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ৭। এ যজ্ঞের আরও

চতুর্দশ মহিমা আছে, সাত জন বিদ্বান বাক্যদ্বারা সে যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞের পথে উপস্থিত হয়ে দেবতারা সোম পান করেন, সে বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় কে বর্ণনা করতে পারে ? ৮। পঞ্চদশ সহস্র উকথ আছে, দ্যাবাপৃথিবী যত বৃহৎ, উকথও তত বৃহৎ। স্তোত্রের মহিমা সহস্র প্রকার, স্তোত্র যেরূপ অসীম, বাক্যও সেরূপ অসীম (৪)। ৯। কোন পণ্ডিত এরূপ আছেন, যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত আছেন ? কেই বা মূলীভূত বাক্যকে বুঝেছেন ? কে এরূপ প্রধান পুরুষ আছেন, যিনি সমস্ত পুরোহিতের উপর অষ্টম হতে পারেন ? কেই বা ইন্দ্রের দুই হরিৎ বর্ণ ঘোটককে নিশ্চিত বুঝেছে অথবা দেখেছে ? ১০। কোন কোন ঘোটক পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত বিচরণ করে, কেউ বা রথের ধুরাতে যোজিত হয়েই থাকে। যখন সারথি রথের উপরে সংস্থাপিত হন তখন পরিশ্রম দূর করবার জন্য ঐ সকল ঘোটকদের উপযুক্ত আহার দেওয়া হয়। (৫)

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ যজ্ঞ বেদিই সে নারী, চার কোণে ঘৃত থাকাতে স্নিগ্ধ যজ্ঞসামগ্রীই ভাল ভাল বস্ত্র, দু পক্ষী অর্থে যজমান ও পুরোহিত। সায়ণ। ২। অর্থাৎ পক্ষী এস্থানে প্রাণ বায়ু, সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আর মাতা অর্থে বাক্য। প্রাণ না থাকলে বাক্য থাকে না। সায়ণ। ৩। অর্থাৎ পরমাত্মা এক, তাঁকে নানারূপকল্পনা করা হয়। সায়ণ। ৪। "As early as about 600 B. C. we find that in the theological schools of India every verse, every word, every syllable, of the (Rig) Veda had been counted. The number of verses as computed in treatises of that date varies from 10,402 to 10,622 ; that of the words is 153,826 ; that of the syllables, 432,000"—Max Muller's Selected Essays, vol II (1881), p. 119. ৫। বলা বাহুল্য যে এ জটিল সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রচিত।

১১৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। উপস্তুত ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্, শকরী ছন্দ।

চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণস্য বক্ষথো ন যো মাতরাবপ্যেতি ধাতবে।
অনূধা যদি জীজনদধা চ নু ববক্ষ সদ্যো মহি দূত্যং চরণ্ ॥ ১
অগ্নির্হ নাম ধায়ি দন্নপস্তমঃ সং যো বনা যুবতে ভস্মনা দতা।
অভিপ্রমুরা জুহ্বা স্বধ্বর ইনো ন প্রোথমানো যবসে বৃষা ॥ ২
তং বো বিং ন দ্রুষদং দেবমন্ধস ইন্দুং প্রোথন্তং প্রবপন্তমর্ণবম্।
আসা বহ্নিং ন শোচিষা বিরপ্শিনং মহিব্রতং ন সরজন্তমধ্বনঃ ॥ ৩
বি যস্য তে জ্রয়সানস্যাজর ধক্ষোর্ন বাতাঃ পরি সন্ত্যচ্যুতাঃ।
আ রণ্বাসো যুযুধয়ো ন সত্বনং ত্রিতং নশন্ত প্র শিষন্ত ইষ্টয়ে ॥ ৪
স ইদগ্নিঃ কণ্বতমঃ কণ্বসখার্যঃ পরস্যান্তরস্য তরুষঃ।
অগ্নিঃ পাতু গৃণতো অগ্নিঃ সূরীনগ্নির্দাতু তেষামবো নঃ ॥ ৫
বাজিন্তমায় সহ্যসে সুপিত্র্য তৃষু চ্যবানো অনু জাতবেদসে।
অনুদ্রে চিদ্যো ধৃষতা বরং সতে মহিন্তমায় ধন্বনেদবিষ্যতে ॥ ৬
এবাগ্নির্মর্তৈঃ সহ সূরিভির্বসুঃ ষ্টবে সহসঃ সূনরো নৃভিঃ।
মিত্রাসো ন যে সুধিতা ঋতায়বো দ্যাবো ন দ্যুম্নৈরভি সন্তি মানুষান্ ॥ ৭
ঊর্জো নপাৎ সহসাবন্নিতি ত্বোপস্তুতস্য বন্দতে বৃষা বাক্।
ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৮

ইতি ত্বাগ্নে বৃষ্টিহব্যস্য পুত্রা উপস্তুতাস ঋষয়োঽবোচন্ ।
তাংশ্চ পাহি গৃণতশ্চ সূরীন্বষড্বষলিত্যূর্ধ্বাসো অনক্ষন্নমো
নম ইত্যূর্ধ্বাসো অনক্ষন্ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। এ নবীন বালকের (অর্থাৎ অগ্নির) কি আশ্চর্য প্রভাব, এ বালক দুগ্ধ পানের জন্য মাতা পিতার নিকটে যায় না। এর পান করবার জন্য স্তনদুগ্ধ নেই অথচ এ বালক জন্মেছে। তৎক্ষণাৎ এ বালক গুরুতর দৌত্যকার্যের ভার গ্রহণপূর্বক তা নির্বাহ করল। ২। যিনি নানা কর্মকারী ও দাতা, সে অগ্নিকে আধান করা হলে, ইনি জ্যোতির্ময় দন্তদ্বারা বলদের ভক্ষণ করেন। জুহূ নামক উচ্চ পাত্রে এঁকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হয়েছে। হৃষ্টপুষ্ট বলবান বৃষ যেমন ঘাস ভক্ষণ করে, ইনি তদ্রূপ যজ্ঞ ভাগ ভক্ষণ করছেন। ৩। সে অগ্নি পক্ষীর ন্যায় বৃক্ষ আশ্রয় করেন। তিনি দীপ্তিশীল, অন্ন দাতা, শব্দসহকারে বন দাহ করেন, জল ধারণ করেন, মুখে করে হব্য বহন করেন, আলোকের দ্বারা বৃহৎ হয়ে আছেন, তাঁর কার্য মহৎ, আপনার যাবার পথকে তিনি রক্তবর্ণ করে যান। সে অগ্নিকে তোমরা স্তব কর। ৪। হে জরারহিত অগ্নি! যখন তুমি দাহ করতে থাক তখন বায়ুগণ এসে তোমার চতুর্দিকে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ অবিচলিত পুরোহিতগণ, যজ্ঞোপলক্ষে স্তব করতে করতে তোমাকে বেষ্টন করে দণ্ডায়মান হয়, তখন তুমি তিন মূর্তি ধারণ কর, বল প্রকাশ কর, ইতস্তত গমন কর, পুরোহিতেরা যোদ্ধাদের মত কোলাহল করতে থাকে। ৫। সে অগ্নিই সর্বাপেক্ষা শব্দ করেন। যারা সশব্দে স্তব করে, তিনি তাদের বন্ধু। তিনি প্রভু, শত্রু নিকটে পেলে বিনাশ করেন। অগ্নি স্তবকারীদের রক্ষা করুন, বিদ্বানদের রক্ষা করুন। তাঁদের এবং আমাদের আশ্রয় দিন। ৬। হে উৎকৃষ্ট পিতার সন্তান! অগ্নির তুল্য অন্নবান কেউ নেই, তিনি বলবান সর্ব শ্রেষ্ঠ, বিপদের সময় ধনুর্ধারণপূর্বক রক্ষা করেন। সে জাতবেদা অগ্নিকে উৎসাহপূর্বক উত্তম উত্তম যজ্ঞ সামগ্রী দাও এবং শীঘ্র স্তব করবার জন্য উদ্যোগী হও। ৭। বিদ্বান কার্যাধ্যক্ষ মনুষ্যগণ অগ্নিকে এরূপ স্তব করেন যে, অগ্নি বসু এবং বলের পুত্রস্বরূপ। যাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বন্ধুর ন্যায় তাঁরা অগ্নির কৃপায় তৃপ্তিলাভ করেন। তাঁরা জ্যোতির্ময় গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় নিজ তেজ মানুষদের পরাভব করেন। ৮। হে বলের পুত্র! হে বলবান অগ্নি! আমি উপস্তুত, সিদ্ধিদাতা আমার স্তববাক্য তোমাকে এ রূপ স্তব করছে। তোমাকে স্তব করি, তোমার কৃপায় অতি দীর্ঘায়ু হই এবং সন্তান সন্ততি সম্পন্ন হই। ৯। বৃষ্টি-হব্য নামক ঋষির পুত্র উপস্তুতগণ তোমাকে এ কথা বললেন। তাঁদের এবং স্তবকারী বিদ্বানদের রক্ষা কর। তাঁরা বষট্ এ বাক্যে এবং নমো নমঃ এ বাক্যে স্তব করে উঠলেন।

১১৬ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা। অগ্নিযুত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পিবা সোমং মহত ইন্দ্রিয়ায় পিবা বৃত্রায় হন্তবে শবিষ্ঠ।
পিব রায়ে শবসে হূয়মানঃ পিব মধ্বস্তৃপদিন্দ্রা বৃষস্ব ॥ ১
অস্য পিব ক্ষুমতঃ প্রস্থিতস্যেন্দ্র সোমস্য বরমা সুতস্য।
স্বস্তিদা মনসা মাদয়স্বার্বাচীনো রেবতে সৌভগায় ॥ ২
মমত্তু ত্বা দিব্যঃ সোম ইন্দ্র মমত্তু যঃ সূয়তে পার্থিবেষু।
মমত্তু যেন বরিবশ্চকর্থ মমত্তু যেন নিরিণাসি শত্রূন্ ॥ ৩
আ দ্বিবর্হা অমিনো যাত্বিন্দ্রো বৃষা হরিভ্যাং পরিষিক্তমন্ধঃ।
গব্যা সুতস্য প্রভৃতস্য মধ্বঃ সত্রা খেদামরুশহা বৃষস্ব ॥ ৪

নি তিগ্মানি ভ্রাশয়ন্ ভ্রাশ্যানাব স্থিরা তনূহি যাতুজূনাম্ ।
উগ্রায় তে সহো বলং দদামি প্রতীত্যা শত্রূন্বিগদেষু বৃশ্চ ॥ ৫
ব্যর্য ইন্দ্র তনুহি শ্রবাংস্যোজঃ স্থিরেব ধন্বনোঽভিমাতীঃ ।
অস্মদ্র্যগ্বাবৃধানঃ সহোভিরনিভৃষ্টস্তন্বং বাবৃধস্ব ॥ ৬
ইদং হবির্মঘবন্তুভ্যং রাতং প্রতি সম্রালহৃণানো গৃভায় ।
তুভ্যং সুতো মঘবন্তুভ্যং পক্বোঽদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য ॥ ৭
অদ্ধীদিন্দ্র প্রস্থিতেমা হবীংষি চনো দধিষ্ব পচতোত সোমম্ ।
প্রয়স্বন্তঃ প্রতি হর্যামসি ত্বা সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ ॥ ৮
প্রেন্দ্রাগ্নিভ্যাং সুবচস্যামিয়র্মি সিন্ধাবিব প্রেরয়ং নাবমর্কৈঃ ।
অয়া ইব পরি চরন্তি দেবা যে অস্মভ্যং ধনদা উদ্ভিদশ্চ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে বলবানদের অগ্রগণ্য ইন্দ্র ! প্রভূত বললাভের জন্য সোম পান কর, বৃত্রকে বধ করবার জন্য সোমপান কর। ধন ও অন্নের জন্য তোমাকে ডাকা হচ্ছে, পান কর। মধু পান কর, তৃপ্তি লাভ করে বৃষ্টি বর্ষণ কর। ২। হে ইন্দ্র ! এ সোম প্রস্তুত করা হয়েছে, এর সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য আছে, সোম ক্ষরিত হচ্ছে, এর সারভাগ পান কর। কল্যাণদান কর, মনে মনে আনন্দলাভ কর, ধন ও সৌভাগ্য-দানের জন্য উন্মুখ হও। ৩। হে ইন্দ্র ! স্বর্গের সোম তোমাকে মত্ত করুক। পৃথিবীস্থ মনুষ্যদের মধ্যে যা প্রস্তুত হয়, তাও মত্ত করুক। যা দ্বারা ধনদান কর, সে সোম মত্ত করুক। যা দ্বারা শত্রুনাশ কর, তা মত্ত করুক। ৪। ইন্দ্র ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই দৃঢ়, তিনি সর্বত্রগামী, তিনি বৃষ্টিবর্ষণকারী। আমরা সোমস্বরূপ আহারীয় দ্রব্য চতুর্দিকে সেচন করেছি, দু ঘোটকের দ্বারা তিনি তার নিকটে গমন করুন। হে শত্রু নিধনকারী ! মধুতুল্য সোম গোচরণের উপর ঢালা হয়েছে, পরিপূর্ণ রাখা হয়েছে। বৃষের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্বক যজ্ঞের শত্রুদের বিনাশ কর। ৫। সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল প্রদর্শনপূর্বক রাক্ষসদের ভূমিশায়ী কর, তুমি ভীমমূর্তি, তোমাকে বলকর ও উৎসাহকর এ সোম দিচ্ছি। শত্রুদের অভিমুখীন হয়ে কোলাহলময় যুদ্ধমধ্যে তাদের ছেদন কর। ৬। হে প্রভু ইন্দ্র ! অন্ন বিস্তার কর, শত্রুদের প্রতি আপনার অবিচলিত প্রভাব ও ধনু বিস্তার কর, আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে বৃদ্ধি লাভ কর। শত্রুদের নিকট পরাভব প্রাপ্ত না হয়ে নিজ বলের দ্বারা শরীরকে দ্বিগুণ কর। ৭। হে ধনশালী ! এ যজ্ঞসামগ্রী তোমাকে উপঢৌকন দিলাম। হে সম্রাট ! কুপিত না হয়ে গ্রহণ কর। হে ধনশালী ইন্দ্র ! তোমার জন্য সোম প্রস্তুত হয়েছে, তোমার জন্য আহার পাক করা হয়েছে, এ সমস্ত দ্রব্য তোমার নিকট যাচ্ছে, পান ভোজন কর। ৮। হে ইন্দ্র ! এ সমস্ত যজ্ঞসামগ্রী তোমার নিকট যাচ্ছে, আহারের যে দ্রব্য পাক করা হয়েছে, তা এবং সোম উভয়ই ভোজন কর। অন্ন নিয়ে তোমাকে আহারার্থে নিমন্ত্রণ করছি। যজমানের মনের বাসনাগুলি সফল হোক। ৯। ইন্দ্র ও অগ্নির প্রতি সুরচিত স্তব প্রেরণ করছি। স্তবমন্ত্রের দ্বারা আমি যেন সমুদ্রে নৌকা ভাসালাম। দেবতারা পুরোহিতদের ন্যায় পরিচর্যা করছেন, তাঁরা শত্রু উন্মূলনপূর্বক আমাদের ধন দান করছেন।

১১৭ সূক্ত ॥ দান দেবতা। ভিক্ষু ঋষি। (১) জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্বধং দদুরুতাশিতমুপ গচ্ছন্তি মৃত্যবঃ ।
উতো রয়িঃ পৃণতো নোপ দস্যত্যুতাপৃণন্মর্ডিতারং ন বিন্দতে ॥ ১
য আধ্রায় চকমানায় পিত্বোঽন্নবান্ত্সন্রফিতায়োপজগ্মুষে ।
স্থিরং মনঃ কৃণুতে সেবতে পুরোতো চিৎস মর্ডিতারং ন বিন্দতে ॥ ২

স ইদ্ভোজো যো গৃহবে দদাত্যন্নকামায় চরতে কৃশায়।
অরমস্মৈ ভবতি যামহূতা উতাপরীষু কৃণুতে সখায়ম্ ॥ ৩
ন স সখা যো ন দদাতি সখ্যে সচাভুবে সচমানায় পিত্বঃ।
অপাস্মাৎপ্রেয়ান্ন তদোকো অস্তি পৃণন্তমন্যমরণং চিদিচ্ছেৎ ॥ ৪
পৃণীয়াদিন্নাধমানায় তব্যান্দ্রাঘীয়াংসমনু পশ্যেত পন্থাম্।
আ হি বর্তন্তে রথ্যেব চক্রান্যমন্যমুপ তিষ্ঠন্ত রায়ঃ ॥ ৫
মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী ॥ ৬
কৃষন্নিৎফাল আশিতং কৃণোতি যন্নধ্বানমপ বৃংক্তে চরিত্রৈঃ।
বদন্ ব্রহ্মাবদতো বনীয়ান্ পৃণন্নাপিরপৃণন্তমভি ষ্যাৎ ॥ ৭
একপাদ্ভূয়ো দ্বিপদো বি চক্রমে দ্বিপাত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ।
চতুষ্পাদেতি দ্বিপদামভিস্বরে সংপশ্যন্পংক্তীরুপতিষ্ঠমানঃ ॥ ৮
সমৌ চিদ্ধস্তৌ ন সমং বিবিষ্টঃ সম্মাতরা চিন্ন সমং দুহাতে।
যময়োশ্চিন্ন সমা বীর্যাণি জ্ঞাতী চিৎসন্তৌ ন সমং পৃণীতঃ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। দেবতারা যে ক্ষুধার সৃষ্টি করেছেন, সে ক্ষুধা প্রাণনাশিনী। আহার করলেও মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি নেই। কিন্তু দাতার ধন হ্রাস হয় না। অদাতাকে কেউই সুখী করে না। ২। যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাচ্ঞা রব করতে করতে উপস্থিত হয় এবং অন্ন ভিক্ষা করে তখন যে অন্নবান হয়েও হৃদয় কঠিন করে রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাকে কেউ কখন সুখী করে না। ৩। কোন কৃশ ব্যক্তি অন্নলোভে এসে ভিক্ষা করলে, যিনি অন্ন দান করেন তিনি ভোজ অর্থাৎ দাতা। তাঁর সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়, শত্রুগণের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন। ৪। এক সঙ্গের সঙ্গী যদি নিকটে আসেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হয়ে তাঁকে অন্ন দান না করে, সে বন্ধুই নয়। তার নিকট হতে চলে যাওয়াই উচিত। তার গৃহ গৃহই নয়। তখন উচিত, অন্য কোন ধনাঢ্য দাতাব্যক্তির নিকট গমন করা। ৫। যাচককে অবশ্য ধন দান করবে। সে দাতাব্যক্তি অতি দীর্ঘ পথ প্রাপ্ত হয়। রথের চক্র যেমন ঊর্ধ্বাধোভাবে ঘূর্ণিত হয় সেরূপ ধন কখন এক ব্যক্তির নিকট, কখন অপর ব্যক্তির নিকট গমন করে অর্থাৎ এক স্থানে চিরকাল থাকে না। ৬। যার মন উদার নয়, তার মিথ্যা ভোজন করা। বলতে কি, তার ভোজন তার মৃত্যু স্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না। যে কেবল নিজে ভোজন করে, তার কেবল পাপই ভোজন করা হয়। ৭। লাঙ্গল কৃষিকাজ করে অন্ন প্রস্তুত করে, সে আপন পথে গমন করে আপনার ক্রিয়াদ্বারা শস্য উৎপাদন করে। পুরোহিত যদি বিদ্বান হয়, তবে সে মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ দাতাব্যক্তি অদাতার উপরিবর্তী। ৮। যার এক অংশমাত্র সম্পত্তি থাকে, সে দু অংশ সম্পত্তির অধিকারীকে উপাসনা করে, যার দু অংশ আছে, সে তিন অংশ বিশিষ্টের পশ্চাদ্বর্তী হয়। চতুরংশবান আবার তাদের উপরে স্থান গ্রহণ করেন। এরূপ অগ্র পশ্চাদ-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে। অল্প ধনী অধিক ধনীর উপাসনা করে। ৯। আমাদের দুহস্ত পরস্পর সমানাকৃতি বটে, কিন্তু ধারণক্ষমতা সমান নয়। দুটি গাভী একমাতার উদরে জন্মগ্রহণ করলেও, সমান দুধ দেয় না। দু ব্যক্তি যমজ ভ্রাতা হলেও তাদের পরাক্রম সমান হয় না। দুজনে এক বংশের সন্তান হয়েও সমান দাতা হয় না।

টীকা : ১। এ সূক্তটি দান সম্বন্ধে। এর কতকগুলি ঋক বড় হৃদয়গ্রাহী।

১১৮ সূক্ত ॥ রাক্ষসবধকারী অগ্নি দেবতা। উরুক্ষয় ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নে হংসি ন্যত্রিণং দীদ্যন্মর্তেষ্বা। স্বে ক্ষয়ে শুচিব্রত ॥ ১
উত্তিষ্ঠসি স্বাহুতো ঘৃতানি প্রতি মোদসে। যত্ত্বা স্রুচঃ সমস্থিরন্ ॥ ২
স আহুতো বি রোচতেঽগ্নিরীলেন্যো গিরা। স্রুচা প্রতীকমজ্যতে ॥ ৩
ঘৃতেনাগ্নিঃ সমজ্যতে মধুপ্রতীক আহুতঃ। রোচমানো বিভাবসুঃ ॥ ৪
জরমাণঃ সমিধ্যসে দেবেভ্যো হব্যবাহন। তং ত্বা হবন্ত মর্ত্যাঃ ॥ ৫
তং মর্তা অমর্ত্যং ঘৃতেনাগ্নিং সপর্যত। অদাভ্যং গৃহপতিম্ ॥ ৬
অদাভ্যেন শোচিষাগ্নে রক্ষস্ত্বং দহ। গোপা ঋতস্য দীদিহি ॥ ৭
স ত্বমগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ যাতুধান্যঃ। উরুক্ষয়েষু দীদ্যৎ ॥ ৮
তং ত্বা গীর্ভিরুরুক্ষয়া হব্যবাহং সমীধিরে। যজিষ্ঠং মানুষে জনে ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে পবিত্র ব্রতধারী অগ্নি! মনুষ্যদের মধ্যে তুমি আপন স্থানে দীপ্তিমান হও, শত্রুকে বধ কর। ২। স্রুচ্ নামক যজ্ঞপাত্র তোমার প্রতি উত্তোলন করা হয়েছে, তোমাকে উত্তম আহুতি দেওয়া হয়েছে। তুমি উৎকৃষ্ট ঘৃতের প্রতি রুচিবিশিষ্ট হও। ৩। অগ্নিকে আহ্বান করা হয়েছে। তিনি বাক্যদ্বারা স্তব করবার যোগ্য। তিনি দীপ্তি পাচ্ছেন। সকল দেবতার অগ্রে তাঁকে স্রুচ্ দ্বারা ঘৃতাক্ত করা হচ্ছে। ৪। অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল, তাঁর দেহ ঘৃতময় হল, তিনি দীপ্যমান ও সুসমৃদ্ধ আলোকযুক্ত হলেন, তিনি ঘৃতাক্ত হলেন। ৫। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদের নিকট হোমের দ্রব্য বহন কর, স্তব করলে তুমি প্রজ্বলিত হও। এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা আহ্বান করছে। ৬। হে মরণধর্মশীল মনুষ্যগণ! সে অগ্নি অমর, দুর্ধর্ষ এবং গৃহের স্বামী। ঘৃতদ্বারা তাঁর পূজা কর। ৭। হে অগ্নি! দুর্ধর্ষ তেজের দ্বারা তুমি রাক্ষসকে দগ্ধ কর। যজ্ঞের রক্ষকস্বরূপ হয়ে দীপ্তি ধারণ কর। ৮। হে অগ্নি! তোমার স্বভাবসিদ্ধ তেজ প্রয়োগ করে রাক্ষসদের দগ্ধ কর। তোমার যে সকল প্রশস্ত স্থান আছে সেখানে অবস্থিতিপূর্বক দীপ্তি ধারণ কর। ৯। মনুষ্য জাতির মধ্যে তোমার তুল্য যজ্ঞকর্তা কেউ নেই, তোমার নিবাসস্থান অতি চমৎকার, তুমি হব্য বহন কর. তোমাকে স্তব সহকারে প্রজ্বলিত করা হয়েছে।

১১৯ সূক্ত ॥ লবরূপী ইন্দ্র দেবতা। তিনিই ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইতি বা ইতি মে মনো গামশ্বং সনুয়ামিতি। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১
প্র বাতা ইব দোধত উন্মা পীতা অযংসত। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ২
উন্মা পীতা অযংসত রথমশ্বা ইবাশবঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৩
উপমা মতিরস্থিত বাশ্রা পুত্রমিব প্রিয়ম্। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৪
অহং তষ্টেব বন্ধুরং পর্যচামি হৃদা মতিম্। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৫
নহি মে অক্ষিপচ্চনাচ্ছান্ৎসুঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৬
নহি মে রোদসী উভে অন্যং পক্ষং চন প্রতি। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৭
অভি দ্যাং মহিনা ভুবমভী মাং পৃথিবীং মহীম্। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৮
হন্তাহং পৃথিবীমিমাং নি দধানীহ বেহ বা। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৯
ওষমিৎ পৃথিবীমহং জঙ্ঘনানীহ বেহ বা। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১০
দিবি মে অন্যঃ পক্ষো ধো অন্যমতীকৃষম্। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১১
অহমস্মি মহামহোঽভিনভ্যমুদীষিতঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১২
গৃহো যাম্যরংকৃতো দেবেভ্যো হব্যবাহনঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। আমার মানসই এই যে, গো অশ্ব দান করি। আমি অনেক বার

সোম পান করেছি। ২। যেমন বায়ু বৃক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে সেরূপ সোমরস আমাকর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত করেছে। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৩। যেরূপ শীঘ্রগামী ঘোটকেরা রথকে উন্নমিত করে রাখে সেরূপ সোমরসগুলি আমা কর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত করে রেখেছে। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৪। যেরূপ গাভী হম্বারবে বৎসের প্রতি যায় সেরূপ স্তব আমার দিকে আসছে। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৫। যেরূপ ত্বষ্টা (ছুতার) রথের উপরিভাগ নির্মাণ করে সেরূপ আমি মনে মনে স্তব রচনা করেছি অর্থাৎ স্তোতার মনে স্তব উদয় করে দিই। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৬। পঞ্চ-জনপদের যে মনুষ্য আছে, তারা কেউ কখন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৭। দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হয়ে আমার এক পার্শ্বেরও সমান হবে না। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৮। আমার মহিমা স্বর্গলোককে এবং এ বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করে। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৯। আমার এরূপ ক্ষমতা যে যদি বল, তবে এ পৃথিবীকে একস্থান হতে অন্য স্থানে সরিয়ে রাখতে পারি। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ১০। এ পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করতে পারি। যে স্থান বল সে স্থান ধ্বংস করতে পারি। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ১১। আমার এক পার্শ্বদেশ আকাশে আছে আর এক পার্শ্বদেশ নীচের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীতে রেখেছি। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ১২। আমি মহত্তেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠেছি। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ১৩। আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাদের নিকট হব্য বহন করি এবং আমি হব্য গ্রহণপূর্বক চলে যাই। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১২০ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বৃহদ্দিব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যং বিশ্বে মদন্ত্যূমাঃ ॥ ১
বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চবনচ্চ সস্নি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥ ২
ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ।
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সু মধু মধুনাভি যোধীঃ ॥ ৩
ইতি চিদ্ধি ত্বা ধনা জয়ন্তং মদেমদে অনুমদন্তি বিপ্রাঃ।
ওজীয়ো ধৃষ্ণো স্থিরমা তনুষ্ব মা ত্বা দভন্যাতুধানা দুরেবাঃ ॥ ৪
ত্বয়া বয়ং শাশদ্মহে রণেষু প্রপশ্যন্তো যুধেন্যানি ভূরি।
চোদয়ামি ত আয়ুধা বচোভিঃ সং তে শিশামি ব্রহ্মণা বয়াংসি ॥ ৫
স্তুষেয্যং পুরুবর্পসমৃভ্বমিনতমমাপ্ত্যমাপ্ত্যানাম্।
আ দর্ষতে শবসা সপ্ত দানূন্প্র সাক্ষতে প্রতিমানানি ভূরি ॥ ৬
নি তদ্দধিষেঽবরং পরং চ যস্মিন্নাবিথাবসা দুরোণে।
আ মাতরা স্থাপয়সে জিগত্নু অত ইনোষি কর্বরা পুরূণি ॥ ৭
ইমা ব্রহ্ম বৃহদ্দিবো বিবক্তীন্দ্রায় শূষমগ্রিয়ঃ স্বর্ষাঃ।
মহো গোত্রস্য ক্ষয়তি স্বরাজো দুরশ্চ বিশ্বা অবৃণোদপ স্বাঃ ॥ ৮
এবা মহান্বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বমিন্দ্রমেব।
স্বসারো মাতরিভ্বরীররিপ্রা হিন্বন্তি চ শবসা বর্ধয়ন্তি চ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যিনি হতে জ্যোতির্ময় সূর্য জন্মেছেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা জে

অর্থাৎ বয়োধিক ছিলেন অর্থাৎ তাঁর পূর্বে কেউ ছিল না। তিনি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শত্রু ধ্বংস করেন। সকল দেবতা তাঁকে অভিনন্দন করে। ২। সে অতি তেজস্বী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হয়ে দাসজাতির হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করে দেন। স্থাবর, জঙ্গম, সর্বভূতকে তুমি সোম পানের আনন্দে সুখী কর, তাদের শোধন কর, তখন তারা তোমাকে স্তব করে। ৩। দেবতাদের তৃপ্তি-সম্পাদনকারী যজমানগণ যখন এক হতে দুই হয় অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করে, পরে যখন তিন্ হয় অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করে তখন তোমার উপরেই সকল যজ্ঞ কার্য সমাপন করে অর্থাৎ তুমি না হলে যজ্ঞ হয় না। যা সুস্বাদু আছে তার সাথে তদপেক্ষা আরও সুস্বাদু বস্তু তুমি মিলন করে দাও। এ চমৎকার যে মধু আছে, তার সাথে আরও মধু মিলন কর অর্থাৎ সৌভাগ্যের উপর আরও সৌভাগ্য বিধান কর। ৪। সোম পানপূর্বক মত্ত হয়ে তুমি যখন ধন জয় কর তখন স্তোতাগণও সে সঙ্গে সোমপানমদে মত্ত হয়। হে দুর্ধর্ষ! অটল তেজ প্রদর্শন কর। দুঃসাহসিক রাক্ষসেরা তোমাকে যেন পরাভব করতে না পারে। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা পেয়ে আমরা যুদ্ধে বিলক্ষণ শত্রু নিপাত করি, আমরা যেন যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বিস্তর শত্রুর সাক্ষাৎ পাই, স্তববাক্য উচ্চারণপূর্বক তোমার অস্ত্রশস্ত্রকে উৎসাহিত করছি। বেদবাক্যদ্বারা তোমার তেজ তীক্ষ্ণ করে দিচ্ছি। ৬। সে ইন্দ্রকে স্তব করি, যিনি স্তবের যোগ্য, যাঁর মূর্তি নানা, যাঁর দীপ্তি চমৎকার, যাঁর তুল্য প্রভু নেই, যিনি সকল আত্মীয়ের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। তিনি ক্ষমতাবলে সপ্ত-দানবকে বিদীর্ণ করেন, বিস্তর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করেন। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি যে গৃহে আপনার আশ্রয় দান করেছ সেখানে পার্থিব ও দিব্য দু প্রকার সম্পত্তি সংস্থাপন করেছ। সর্বভূতের নির্মাণকারিণী দ্যাবাপৃথিবী যখন চঞ্চল হয় তখন তুমিই তাদের সুস্থির কর। সে উপলক্ষে নানা কার্য তোমাকে করতে হয়। ৮। ঋষিশ্রেষ্ঠ বৃহদ্দিব স্বর্গ লাভের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশে এ সকল প্রীতিকর বেদবাক্য পড়ছেন। সে দীপ্তিশালী ইন্দ্র বৃহৎ পর্বতকে অপসারিত করেন এবং শত্রুর অশেষ দ্বার উদ্ঘাটন করেন। ৯। অথর্বার সন্তান মহামতি বৃহদ্দিব ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে আপনার স্তব পাঠ করলেন। পৃথিবীস্থ নির্মল নদীগণ জল প্রবাহিত করছে এবং অন্নদ্বারা প্রজা লোকের কল্যাণ বর্ধন করছে।

১২১ সূক্ত ॥ "ক" এ নামধারী প্রজাপতি দেবতা। হিরণ্যগর্ভ ঋষি। (১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বি ভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬

আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্ ।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্ ।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান ।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। সর্ব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন। তিনি এ পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? ২। যিনি জীবাত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, যাঁর আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে, যাঁর ছায়া অমৃত-স্বরূপ, মৃত্যু যাঁর বশতাপন্ন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? ৩। যিনি নিজ মহিমাদ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদের অদ্বিতীয় রাজা হয়েছেন, যিনি এ সকল দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? ৪। যাঁর মহিমাদ্বারা এ সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হয়েছে, সসাগরা ধরা যাঁরই সৃষ্টি বলে উল্লিখিত হয়, এ সকল দিক বিদিক যাঁর বাহুস্বরূপ। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? ৫। এ সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করেছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাকলোককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন, যিনি অন্তরিক্ষলোক পরিমাণ করেছেন; কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করব? ৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁর দ্বারা স্তম্ভিত ও উল্লসিত হয়েছিল, এবং সে দীপ্তিশীল দ্যাবাপৃথিবী যাঁকে মনে মনে মহিমান্বিত বলে বুঝতে পারল যাঁকে আশ্রয় করে সূর্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করব? ৭। ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করেছিল, তারা গর্ভ ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করল, তা হতে দেবতাদের এক মাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হলেন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব? ৮। যখন জলগণ বল ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করল, তখন যিনি নিজ মহিমাদ্বারা সে জলের উপরে সর্বভাগে নিরীক্ষণ করেছিলেন, যিনি দেবতাদের উপরে অদ্বিতীয় দেবতা হলেন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করব? ৯। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁর ধারণক্ষমতা যথার্থ অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করেছেন তিনি যেন আমাদের হিংসা না করেন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করব? ১০। হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অন্য আর কেউ এ সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করে রাখতে পারে নি। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করছি, তা যেন আমাদের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।

টীকা ঃ ১। এ 'ক' অক্ষরটি প্রকৃতপক্ষে প্রজাপতির নাম নয়। কোন দেবকে (কস্মৈ দেবায়) পূজা দিতে হবে, তাই ঋগ্বেদের ঋষি জিজ্ঞাসা করেছেন এবং যতদূর পেরেছেন তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। ঋগ্বেদের অনেক পরের সময়ের উপাসকগণ এ ক অক্ষরটিকেই দেব বলে গ্রহণ করেছেন। প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ নামে এক সৃষ্টিকর্তার অনুভব এ সুক্তে প্রকাশিত হচ্ছে। এ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

১২২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। চিত্রমহা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

বসুং ন চিত্রমহসং গৃণীষে বামং শেবমতিথিমদ্বিষেণ্যম্।
স রাসতে শুরুধো বিশ্বধায়সোঽগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ সুবীর্যম্ ॥ ১
জুষাণো অগ্নে প্রতি হর্য মে বচো বিশ্বানি বিদ্বান্বয়ুনানি সুক্রতো।
ঘৃতনির্ণিগ্ ব্রহ্মণে গাতুমেরয় তব দেবা অজনয়ন্ননু ব্রতম্ ॥ ২
সপ্ত ধামানি পরিয়ন্নমর্ত্যো দাশদ্দাশুষে সুকৃতে মামহস্ব।
সুবীরেণ রয়িণাগ্নে স্বাভুবা যস্ত আনট্ সমিধা তং জুষস্ব ॥ ৩
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতং হবিষ্মন্ত ঈলতে সপ্ত বাজিনম্।
শৃণ্বন্তমগ্নিং ঘৃতপৃষ্ঠমুক্ষণং পৃণন্তং দেবং পৃণতে সুবীর্যম্ ॥ ৪
ত্বং দূতঃ প্রথমো বরেণ্যঃ স হূয়মানো অমৃতায় মৎস্ব।
ত্বাং মর্জয়ন্মরুতো দাশুষো গৃহে ত্বাং স্তোমেভির্ভৃগবো বি রুরুচুঃ ॥ ৫
ইষং দুহন্ত্সুদুঘাং বিশ্বধায়সং যজ্ঞপ্রিয়ে যজমানায় সুক্রতো।
অগ্নে ঘৃতস্নুস্ত্রির্ঋতানি দীদ্যদ্বর্তির্যজ্ঞং পরিয়ন্ত্সুক্রতূয়সে ॥ ৬
ত্বামিদস্যা উষসো ব্যুষ্টিষু দূতং কৃণ্বানা অযজন্ত মানুষাঃ।
ত্বাং দেবা মহয়ায্যায় বাবৃধুরাজ্যমগ্নে নিমৃজন্তো অধ্বরে ॥ ৭
নি ত্বা বসিষ্ঠা অহ্বন্ত বাজিনং গৃণন্তো অগ্নে বিদথেষু বেধসঃ।
রায়স্পোষং যজমানেষু ধারয় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নির বিচিত্র তেজ, তিনি সূর্যের তুল্য, রমণীয় সুখকর এবং প্রেমাস্পদ অতিথির ন্যায়। তাঁকে স্তব করি। যারা দুগ্ধদ্বারা সংসারকে ধারণ করে এবং ক্লেশ নিবারণ করে, তিনি সে গাভী ও উৎকৃষ্ট বল দান করেন। তিনি হোতা ও গৃহের স্বামী। ২। হে অগ্নি! তুমি সন্তুষ্ট হয়ে আমার স্তবের প্রতি রুচিযুক্ত হও, হে উৎকৃষ্টকর্মকারী! তুমি যা জানবার আছে, সকলি জান। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে স্তোতাকে গান করতে বল, তোমার কার্য দেখে পশ্চাৎ অন্যান্য দেবতা নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করেন। ৩। হে অগ্নি! তুমি অমর। তুমি সর্বস্থানে গতিবিধি করে উত্তম কর্মকারী দাতা ব্যক্তিকে দান কর এবং পূজা গ্রহণ কর। যে তোমাকে যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা সংবর্ধন করে, তার নিকটে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি উপঢৌকন নিয়ে যাও। ৪। যজ্ঞ সামগ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সপ্ত অশ্বের স্বামী অগ্নিকে স্তব করছে, সে অগ্নি যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তিনি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে কামনা শ্রবণপূর্বক অভিলাষিত ফল বর্ষণ করেন এবং দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বল দান করেন। ৫। হে অগ্নি! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য দূত। অমরত্ব লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি আনন্দ কর। দাতার গৃহে মরুদগণ তোমাকে সুশোভিত করে। ভৃগুসন্তানেরা স্তবের দ্বারা তোমার ঔজ্জ্বল্য বর্ধন করল। ৬। হে অগ্নি! তোমার কর্ম চমৎকার। যে যজমান যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হয়, তার জন্য তুমি যজ্ঞস্বরূপ প্রচুর দুগ্ধদায়িনী বিশ্বপালনকারিণী গাভী হতে যজ্ঞফল দোহন করে দাও। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে তিন স্থান আলোকময় কর, তুমি যজ্ঞগৃহের সর্বত্র আছ, সর্বত্র গমন কর, সৎকর্মকারীর যে আবরণ, তা তোমাতে দৃষ্ট হয়। ৭। উষা জাগরিত হলেই মনুষ্যগণ তোমাকেই দূতস্বরূপ গ্রহণ করে যজ্ঞ করে। হে অগ্নি! দেবতারাও তোমাকেই যজ্ঞে ঘৃতদ্বারা প্রদীপ্ত করে পূজা করবার জন্য সংবর্ধনা করেন। ৮। হে অগ্নি! সন্তানেরা যজ্ঞ উপলক্ষে অনুষ্ঠান আরম্ভ করে অন্নসম্পন্ন তোমাকে আহ্বান করতে লাগল। যজমানদের গৃহে প্রচুর পরিমাণ ধন সংস্থাপন কর, তোমরা স্বস্তি বচনদ্বারা আমাদের সর্বদা রক্ষা কর।

১২৩ সূক্ত ।। বেন দেবতা । বেন ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎপৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে ।
ইমমপাং সঙ্গমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি ॥ ১
সমুদ্রাদূর্মিমুদিয়র্তি বেনো নভোজাঃ পৃষ্ঠং হর্যতস্য দর্শি ।
ঋতস্য সানাবধি বিষ্টপি ভ্রাট্ সমানং যোনিমভ্যনূষত ব্রাঃ ॥ ২
সমানং পূর্বীরভি বাবশানাস্তিষ্ঠন্বৎসস্য মাতরঃ সনীলাঃ ।
ঋতস্য সানাবধি চক্রমাণা রিহন্তি মধ্বো অমৃতস্য বাণীঃ ॥ ৩
জানন্তো রূপমকৃপন্ত বিপ্রা মৃগস্য ঘোষং মহিষস্য হি গ্মন্ ।
ঋতেন যন্তো অধি সিন্ধুমস্থুর্বিদদ্গন্ধর্বো অমৃতানি নাম ॥ ৪
অপ্সরা জারমুপসিষ্মিয়ানা যোষা বিভর্তি পরমে ব্যোমন্ ।
চরৎপ্রিয়স্য যোনিষু প্রিয়ঃ সন্ত্ সীদৎপক্ষে হিরণ্যয়ে স বেনঃ ॥ ৫
নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা ।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্ ॥ ৬
ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাৎ প্রত্যঙ্ চিত্রা বিভ্রদস্যায়ুধানি ।
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বর্ণ নাম জনত প্রিয়াণি ॥ ৭
দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি পশ্যন্গৃধ্রস্য চক্ষসা বিধর্মন্ ।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা চকানস্তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১ । বেন নামে যে দেবতা তিনি (১), জ্যোতিদ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি জল নির্মাণকারী আকাশমধ্যে সূর্যকিরণের সন্তানস্বরূপ জলদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেন । যখন সূর্যের সাথে জলের মিলন হয় তখন বুদ্ধিমান স্তবকারিগণ সে বেন দেবকে বালকের ন্যায় নানা মিষ্ট বচনে সন্তুষ্ট করেন । ২ । বেনদেব আকাশ-স্বরূপ সমুদ্র হতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করছেন, এ কারণে আকাশে সে উজ্জ্বলমূর্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হল, জলের যে সমুন্নত স্থান অর্থাৎ আকাশ সেখানে তিনি দীপ্তি পান । তাঁর পারিষদেরা সর্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করল । ৩ । জলগুলি বেনের সাথে একস্থানবর্তী অর্থাৎ আকাশে থাকে, তারা বৎসের মাতা, অর্থাৎ বিদ্যুতের জননীরূপা তারা একস্থানবর্তী বেনের দিকে শব্দ করতে লাগল । জলের উন্নত উৎপত্তিস্থানে অর্থাৎ আকাশে মধু তুল্য বৃষ্টিবারির শব্দ উদয় হয়ে বেনকে সংবর্ধনা করছে । ৪ । বুদ্ধিমান স্তবকারিগণ প্রকাণ্ড পশুবিশেষের ন্যায় বেনের শব্দ শ্রবণ করল, তাতে তারা বুদ্ধিপূর্বক তাঁর রূপ কল্পনা করল । তারা বেনকে যজ্ঞদানপূর্বক নদীর ন্যায় প্রভূত জল প্রাপ্ত হল । সে গন্ধর্বরূপী বেন জলের প্রভু । ৫ । বিদ্যুৎ যেন একটি অপ্সরা, বেন যেন তার উপপতি, তিনি যেন বেনকে দেখে ঈষৎ হাস্যপূর্বক আলিঙ্গন করছেন । বেন তাঁর প্রেমাস্পদ নায়কের ন্যায় প্রেয়সীর রতিকামনা পূর্ণ করে সুবর্ণময় পক্ষে উপবেশন বা শয়ন করলেন । ৬ । হে বেন ! তুমি স্বর্গে উড্ডীন একটি পক্ষীর ন্যায়, তোমার দু পক্ষ সুবর্ণময়, তুমি সর্বলোক শাসনকারী বরুণের দূত, তুমি জগতের ভরণপোষণকারী পক্ষী তুল্য । এরূপে তোমাকে সকলে দর্শন করে এবং মনে মনে তোমার প্রতি প্রীতিভাব ধারণ করে । ৭ । সে গন্ধর্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হলেন । তিনি চতুর্দিকে বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে আছেন, তিনি আপনার অতি সুন্দরমূর্তি আচ্ছাদন করেছেন । এরূপে অন্তর্হিত হয়ে তিনি অভিলষিত বৃষ্টিবারি উৎপাদন করছেন । ৮ । বেনদেব জলরূপী, তিনি নিজকর্ম সাধনকালে গৃধ্রের তুল্য দূরবিস্তারি চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি করতে

করতে আকাশস্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন করেন। তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হন। দীপ্যমান হয়ে তিনি তৃতীয় লোকে অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হতে সর্বলোকবাঞ্ছিত জলের সৃষ্টি করেন।

টীকা ঃ ১। বৃষ্টিদাতা আলোকময় কোন দেবকে বেন নামে এ সূক্তে উপাসনা করা হচ্ছে।

১২৪ সূক্ত ।। অগ্নি প্রভৃতি দেবতা। তাঁরাই ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

ইমং নো অগ্ন উপ যজ্ঞমেহি পঞ্চযামং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুম্।
অসো হব্যবালুত নঃ পুরোগা জ্যোগেব দীর্ঘন্তম আশয়িষ্ঠাঃ ॥ ১
অদেবাদ্দেবঃ প্রচতা গুহা যন্ প্রপশ্যমানো অমৃতত্বমেমি।
শিবং যৎ সন্তমশিবো জহামি স্বাৎ সখ্যাদরণীং নাভিমেমি ॥ ২
পশ্যন্নন্যস্যা অতিথিং বয়ায়া ঋতস্য ধাম বি মিমে পুরূণি।
শংসামি পিত্রে অসুরায় শেবমযজ্ঞিয়াদ্যজ্ঞিয়ং ভাগমেমি ॥ ৩
বহ্বীঃ সমা অকরমন্তরস্মিন্নিন্দ্রং বৃণানঃ পিতরং জহামি।
অগ্নিঃ সোমো বরুণস্তে চ্যবন্তে পর্যাবর্দ্রাষ্ট্রং তদবাম্যায়ন্ ॥ ৪
নির্মায়া উ ত্যে অসুরা অভূবন্ত্বং চ মা বরুণ কাময়াসে।
ঋতেন রাজন্ননৃতং বিবিঞ্চন্মম রাষ্ট্রস্যাধিপত্যমেহি ॥ ৫
ইদং স্বরিদমিদাস বামময়ং প্রকাশ উর্বন্তরিক্ষম্।
হনাব বৃত্রং নিরেহি সোম হবিষ্ট্বা সন্তং হবিষা যজাম ॥ ৬
কবিঃ কবিত্বা দিবি রূপমাসজদপ্রভূতী বরুণো নিরপঃ সৃজৎ।
ক্ষেমং কৃণ্বানো জনয়ো ন সিন্ধবস্তা অস্য বর্ণং শুচয়ো ভরিভ্রতি ॥ ৭
তা অস্য জ্যেষ্ঠমিন্দ্রিয়ং সচন্তে তা ঈমা ক্ষেতি স্বধয়া মদন্তীঃ।
তা ঈং বিশো ন রাজানং বৃণানা বীভৎসুবো অপ বৃত্রাদতিষ্ঠন্ ॥ ৮
বীভৎসূনাং সযুজং হংসমাহুরপাং দিব্যানাং সখ্যে চরন্তম্।
অনুষ্টুভমনু চর্চূর্যমাণমিন্দ্রং নি চিক্যুঃ কবয়ো-মনীষা ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! আমাদের এ যে যজ্ঞ, যাঁর ঋত্বিক যজমান প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তি নিয়ামক অর্থাৎ অধ্যক্ষ আছেন, যাঁর অনুষ্ঠান তিন প্রকারে হয়ে থাকে, যাঁর সাত জন অনুষ্ঠানকর্তা আছেন, সে যজ্ঞের দিকে তুমি এস। তুমিই আমাদের হবির্বহনকারী ও অগ্রগামী দূতস্বরূপ। তুমি চিরকালই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে শয়ন করে থাক। ২। [অগ্নির উক্তি] দেবতারা আমাকে প্রার্থনা করেন, সে নিমিত্ত আমি দীপ্তিহীন অদর্শনের অবস্থা হতে দীপ্তিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে অমরত্ব লাভ করি। যখন যজ্ঞ নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হয় তখন আমি অদর্শন হয়ে যজ্ঞকে পরিত্যাগ করে যাই। চিরকালের বন্ধুত্বপ্রযুক্ত নিজ উৎপত্তি-স্থান অরণির মধ্যেই গমন করি। ৩। পৃথিবী ভিন্ন আর এক যে গমন পথ আছে অর্থাৎ আকাশ, তথাকার যিনি অতিথি অর্থাৎ সূর্য, আমি তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ তাঁর বার্ষিক গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকি। অসুর দেবগণ পিতাস্বরূপ, তাঁদের মুখোদ্দেশে আমি স্তব উচ্চারণ করে থাকি। যজ্ঞের অযোগ্য অপবিত্র স্থান হতে আমি যজ্ঞের উপযুক্তস্থানে গমন করি। ৪। ঐ স্থানে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ করেছি। সেখানে ইন্দ্রকে বরণ করে আপন পিতা অরণিকে ত্যাগ করি অর্থাৎ অরণি হতে নির্গত হই। আমি অদর্শন হওয়াতে অগ্নি ও সোম ও বরুণের পতন হল, রাজা বিপর্যস্ত হল, তখন

এসে আমি রক্ষা করি। ৫। আমি এলে সে অসুরগণ শক্তিহীন হয়ে গেল। হে বরুণ! তুমিও আমাকে প্রার্থনা কর। অতএব হে প্রভু! সত্য হতে মিথ্যাকে পৃথক করে আমার রাজত্বের আধিপত্য গ্রহণ কর। ৬। [অগ্নি বা বরুণের উক্তি] হে সোম! এ দেখ স্বর্গ। এ অতি সুন্দর ছিল। এ দেখ আলোক। এ বিস্তীর্ণ আকাশ। হে সোম! তুমি নির্গত হও, বৃত্রকে বধ করা যাক। তুমি নিজে হোমের দ্রব্য, অন্যান্য হোমের দ্রব্যদ্বারা তোমাকে পূজা করি। ৭। ক্রিয়াকুশল মিত্রদেব, ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা আকাশে নিজ তেজ সংলগ্ন করলেন। বরুণদেব অবলীলাক্রমে জল সৃষ্টি করলেন। সে সমস্ত জল নদীরূপ ধারণ করে জগতের মঙ্গল বিধান করছেন। সে সকল নির্মল নদী বরুণের পত্নীর ন্যায় বরুণের শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করছে। ৮। সে সকল জলদেবতা বরুণের সর্বশ্রেষ্ঠ তেজ প্রাপ্ত হচ্ছে, তার ন্যায় হোম দ্রব্য পেয়ে আনন্দিত হচ্ছে। বরুণ নিজ পত্নীর ন্যায় তাদের নিকট গমন করছেন যেরূপ প্রজাবর্গ ভয় পেয়ে রাজাকে আশ্রয় করে সেরূপ জলেরা ভয়প্রযুক্ত বরুণকে আশ্রয় করে বৃত্রের নিকট হতে পলায়ন করছে। ৯। সে সকল ভীত দিব্য জলের সঙ্গী হয়ে যিনি তাদের বন্ধুত্ব আচরণ করেন, তাঁকে হংস বলে। তিনি স্তবের যোগ্য, তিনি জলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করেন। বিদ্বানগণ বুদ্ধিবলে তাঁকে ইন্দ্র বলে স্থির করেছেন।

১২৫ সূক্ত ।। পরমাত্মা দেবতা। বাক্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮

অনুবাদ : ১। [বাগ্দেবীর উক্তি] আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এ উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দু অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি। ২। যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হন, আমিই তাঁকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টা ও পূষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করে দেবতাদের উত্তমরূপে সন্তুষ্ট করে, আমিই তাকে ধন দান করি। ৩। আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করেছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং

যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরূপে আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি। ৪। যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তাতে সে সকল কার্য করেন। আমাকে যারা মানে না, তারা ক্ষয় হয়ে যায়। হে বিদ্বান! শোন, আমি যা বলছি তা শ্রদ্ধার যোগ্য। ৫। দেবতারা এবং মনুষ্যেরা যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিষয় আমিই উপদেশ দিই। যাকে ইচ্ছা আমি বলবান অথবা স্তোতা অথবা ঋষি অথবা বুদ্ধিমান করতে পারি। ৬। রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হন তখন আমিই তাঁর ধনু বিস্তার করে দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হয়ে আছি। ৭। আমি পিতা, আকাশকে প্রসব করেছি। সে আকাশ এ জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সে স্থান হতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহদ্বারা এ দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি। ৮। আমিই সকল ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এরূপ বৃহৎ হয়েছে যে দ্যুলোককেও অতিক্রম করেছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করেছে (১)।

টীকা ঃ ১। বাগ্‌দেবীকে এ সূক্তের বক্তা অর্থাৎ ঋষি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্ যে এ সূক্তের বক্তা, সূক্তের ভিতর তার কোনও নিদর্শন নেই। বক্তা আপনাকে সর্বনিয়ন্তা ও সর্বনির্মাতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। ফলে একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনীয়, অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর।

১২৬ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। কুলমল বার্হিষ ঋষি। উপরিষ্টাদ্বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ন তমংহো ন দুরিতিং দেবাসো অষ্ট মর্ত্যম্।
সজোষসো যমর্যমা মিত্রো নয়ন্তি বরুণো অতি দ্বিষঃ ॥ ১
তদ্ধি বয়ং বৃণীমহে বরুণ মিত্রার্যমন্।
যেনা নিরংহসো যূয়ং পাথ নেথা চ মর্ত্যমতি দ্বিষঃ ॥ ২
তে নূনং নোঽয়মূতয়ে বরুণো মিত্রো অর্যমা।
নয়িষ্ঠা উ নো নেষণি পর্ষিষ্ঠা উ নঃ পর্ষণ্যতি দ্বিষঃ ॥ ৩
যূয়ং বিশ্বং পরি পাথ বরুণো মিত্রো অর্যমা।
যুষ্মাকং শর্মণি প্রিয়ে স্যাম সুপ্রণীতয়োঽতি দ্বিষঃ ॥ ৪
আদিত্যাসো অতি স্রিধো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
উগ্রং মরুদ্ভী রুদ্রং হুবেমেন্দ্রমগ্নিং স্বস্তয়েঽতি দ্বিষঃ ॥ ৫
নেতার উ ষু ণস্তিরো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
অতি বিশ্বানি দুরিতা রাজানশ্চর্ষণীনামতি দ্বিষঃ ॥ ৬
শুনমস্মভ্যমূতয়ে বরুণো মিত্রো অর্যমা।
শর্ম যচ্ছন্তু সপ্রথ আদিত্যাসো যদীমহে অতি দ্বিষঃ ॥ ৭
যথা হ ত্যদ্বসবো গৌর্যং চিৎপদি যিতামমুঞ্চতা যজত্রাঃ।
এবো ষ্ব স্মন্মুঞ্চতা ব্যংহঃ প্র তার্যগ্নে প্রতরং ন আয়ুঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। অর্যমা মিত্র বরুণ যাঁকে শত্রুর হস্ত হতে পার করে দেন, হে দেবগণ! কোনও পাপ, কোনও অমঙ্গল সে মনুষ্যকে আক্রমণ করতে পারে না। ২। হে বরুণ! হে মিত্র! হে অর্যমা! যাতে তোমরা পাপ হতে মনুষ্যকে রক্ষা কর এবং শত্রুর হস্ত হতে উদ্ধার করে দাও, আমরা তাই প্রার্থনা করি। ৩। এ

বরুণ, মিত্র ও অর্যমা নিশ্চয় আমাদের রক্ষা করবেন। হে বরুণ প্রভৃতি ! আমাদের নিয়ে চল, নিয়ে যাবার কালে পার করে দাও, পার করবার কালে শত্রুর হস্ত হতে পরিত্রাণ কর। ৪। হে বরুণ, মিত্র ও অর্যমা ! তোমরা বিশ্বকে রক্ষা করে থাক, তোমরা নেতার কার্য উত্তমরূপে সম্পাদন কর। তোমাদের দ্বারা আমরা শত্রুর হস্ত হতে পরিত্রাণ পেয়ে তোমাদের নিকট যেন চমৎকার সুখ প্রাপ্ত হই। ৫। আদিত্য-গণ, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা শত্রুদের হস্ত হতে পার করে দিন। শত্রুর নিকট পরিত্রাণ পেয়ে কল্যাণলাভের জন্য আমরা উগ্রমূর্তি রুদ্রদেব, মরুদগণ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। ৬। বরুণ, মিত্র ও অর্যমা এরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে অতি পটু এঁরা পাপগুলির অন্তর্ধান করে দিন। মনুষ্যগণের অধীশ্বর ঐ সকল দেব সমস্ত পাপ ও শত্রুর হস্ত হতে আমাদের উদ্ধার করে দিন। ৭। বরুণ, মিত্র ও অর্যমা রক্ষাপূর্বক আমাদের সুখী করুন। যে সুখ আমরা প্রার্থনা করি, আদিত্যগণ আমাদের প্রচুর পরিমাণে সে সুখ দিন, শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করুন। ৮। যখন শুভ্রবর্ণ গাভীর চরণ বন্ধন করে রেখেছিল তখন যজ্ঞভাগভাগী বসুগণ যেমন সে গাভীকে মোচন করে দিয়েছিলেন সেরূপ আমাদের পাপ হতে মুক্ত কর। হে অগ্নি ! আমাদের প্রকৃষ্ট পরমায়ু প্রদান কর।

১২৭ সূক্ত ॥ রাত্রি দেবতা। কুশিক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২
নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। অপেদু হাসতে তমঃ ॥ ৩
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি। বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫
যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে। অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮

অনুবাদ : ১। রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করেছেন। ২। দেবরূপিণী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করেছেন, যাঁরা নীচে থাকেন, কি যাঁরা ঊর্ধ্বে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করেছেন। ৩। রাত্রিদেবী এসে ঊষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করলেন। ৪। পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, সেরূপ যাঁর আগমনে আমরা শয়ন করেছি, সে রাত্রি আমাদের শুভকরী হোন। ৫। গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হয়েছে, পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শয়ন করেছে। ৬। হে রাত্রি ! বৃকী ও বৃককে আমাদের নিকট হতে দূরে নিয়ে যাও, চোরকে দূরে নিয়ে যাও। আমাদের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও (১)। ৭। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করেছে। হে ঊষাদেবি ! আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর সেরূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর। ৮। হে আকাশের কন্যা রাত্রি ! তুমি যাচ্ছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এ সমস্ত স্তব অর্পণ করলাম, তুমি গ্রহণ কর।

টীকা : ১। রাত্রিতে গ্রামসমূহে পশুপক্ষী নিস্তব্ধ হয়েছে, কেবল হিংস্রজন্তু আর চোরের ভয়।

১২৮ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। বিহব্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

মমাগ্নে বর্চো বিহবেষ্বস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম।
মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম ॥ ১
মম দেবা বিহবে সন্তু সর্ব ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ।
মমান্তরিক্ষমুরুলোকমস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামে অস্মিন্ ॥ ২
ময়ি দেবা দ্রবিণমা যজন্তাং ময্যাশীরস্তু ময়ি দেবহূতিঃ।
দৈব্যা হোতারো বনুষন্ত পূর্বেহরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ ॥ ৩
মহ্যং যজন্তু মম যানি হব্যাকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু।
এনো মা নি গাং কতমচ্চনাহং বিশ্বে দেবাসো অধি বোচতা নঃ ॥ ৪
দেবীঃ ষলুর্বীরুরু নঃ কৃণোত বিশ্বে দেবাস ইহ বীরয়ধ্বম্।
মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ ॥ ৫
অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্ পরেষামদব্ধো গোপাঃ পরি পাহি নস্ত্বম্।
প্রত্যঞ্চো যন্তু নিগুতঃ পুনস্তেঽমৈষাং চিত্তং প্রবুধাং বি নেশৎ ॥ ৬
ধাতা ধাতৄণাং ভুবনস্য যস্পতির্দেবং ত্রাতারমভিমাতিষাহম্।
ইমং যজ্ঞমশ্বিনোভা বৃহস্পতির্দেবাঃ পান্তু যজমানং ন্যর্থাৎ ॥ ৭
উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম যংসদস্মিন্ হবে পুরুহূতঃ পুরুক্ষুঃ।
স নঃ প্রজায়ৈ হর্যশ্ব মৃলয়েন্দ্র মা নো রীরিষো মা পরা দাঃ ॥ ৮
যে নঃ সপত্না অপ তে ভবন্ত্বিন্দ্রাগ্নিভ্যামব বাধামহে তান্।
বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরিস্পৃশং মোগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রন ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! যুদ্ধের সময় আমার তেজের উদয় হোক। তোমাকে প্রজ্বলিত করে আমরা নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করে থাকি। চার দিক আমার নিকট নত হোক, তোমাকে প্রভু পেয়ে আমরা যেন শত্রুদের জয় করি। ২। ইন্দ্রাদি সকল দেবতা, মরুদগণ, বিষ্ণু ও অগ্নি যুদ্ধের সময় আমার পক্ষে থাকুন। আকাশ-স্বরূপ বিস্তীর্ণ ভুবন আমার পক্ষ হোক। আমার উপস্থিত প্রার্থনা বিষয়ে বায়ু আমার অনুকূল হয়ে আমাকে পবিত্র করুন। ৩। দেবতারা আমার যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ধন দান করুন। আমি যেন আশীর্বাদ লাভ করি, দেবতাদের আহ্বানপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান যেন আমারই ঘটে। পূর্বতন কালে যাঁরা দেবতাদের উদ্দেশে হোম করেছেন, তাঁরা অনুকূল হোন। আমাদের শরীর নিরুদ্রব হোক, সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হোক। ৪। আমার যে সকল যজ্ঞসামগ্রী আছে, তা আমার জন্য দেবসাৎ করা হোক। আমার মনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হোক। আমি যেন কোন প্রকার পাপে লিপ্ত না হই। অশেষ দেবতাগণ আমাদের এ আশীর্বাদ করুন। ৫। ছয় জন প্রধান প্রধান দেবী আমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন। হে সকল দেবতা! এ স্থানে বীরত্ব কর। আমাদের সন্তানসন্ততির, কি আমাদের শরীরের যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে। হে রাজা সোম! শত্রুর নিকট আমরা যেন বিনষ্ট না হই। ৬। হে অগ্নি! তুমি শত্রুদের আক্রোশ বিফল করে রক্ষাকর্তা হও এবং দুর্ধর্ষ হয়ে আমাদের সর্ববিধায় রক্ষা কর। সে সকল শত্রু ব্যর্থপ্রয়াস হয়ে ফিরে যাক। যদিও বুদ্ধিমান হয়, তবুও এদের বুদ্ধি যেন লোপ হয়ে যায়। ৭। যিনি সৃষ্টি-কর্তাদেরও সৃষ্টিকর্তা, যিনি ভুবনের অধীশ্বর, যিনি রক্ষাকর্তা ও শত্রুনিবারণকারী, সে দেবকে স্তব করি। এ যজ্ঞকে দুই অশ্বী এবং বৃহস্পতি ও অন্যান্য দেবতা রক্ষা করুন। যজমানের ক্রিয়া যেন নিরর্থক না হয়। ৮। যিনি বহুবিস্তীর্ণ তেজের অধিকারী, যিনি বৃহৎ, সর্বাগ্রে আহূত হন, বিবিধ স্থানে বাস করেন, সে

ইন্দ্র এ যজ্ঞে আমাদের সুখী করুন। হে হরিদ্বর্ণ অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! এতাদৃশ তুমি আমাদের সুখী কর, সন্তানসন্ততি সম্পন্ন কর। আমাদের অনিষ্ট করো না, প্রতিকূল হয়ো না। ৯। যারা আমাদের শত্রু, তারা দূর হোক। ইন্দ্র ও অগ্নির সাহায্যে আমরা তাদের পরাভব করি। বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ এরূপ করুন, যাতে আমি সর্বোপরিবর্তী, দুর্ধর্ষ, বুদ্ধিমান ও অধিরাজ হই।

১২৯ সূক্ত ॥ পরমাত্মা দেবতা। প্রজাপতি ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥ ১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ ২
তম আসীত্তমসা গূড়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥ ৩
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭

অনুবাদ: ১। সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? ২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সে একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না (২)। ৩। সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল (৩)। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সে এক বস্তু জন্মিলেন। ৪। সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হল, তা হতে সর্ব প্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করলেন। ৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হলেন, মহিমা সকল উদ্ভব হলেন। ওদের রশ্মি দু পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্ধ দিকে বিস্তারিত হল, নিম্ন দিকে স্বধা রইল, প্রয়তি ঊর্ধ দিকে রইলেন (৪)। ৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করবে? কোথা হতে জন্মিল? কোথা হতে এ সকল নানা সৃষ্টি হল? দেবতারা এ সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হয়েছেন (৫) কোথা হতে যে হল, তা কেই বা জানে? ৭। এ নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হল, কার থেকে হল, কেউ সৃষ্টি করেছেন, কি করেন নি, তা তিনিই জানেন, যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন! অথবা তিনিও না জানতে পারেন।

টীকা: ১। এ সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাতব্য, কেন না সৃষ্টির আদি কারণ ও

প্রণালীর কথা এতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূক্তটির ভাব দেখলে এ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে বিবেচনা হয়। ২। সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্মার অনুভব। ৩। সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা বর্ণনা। ৪। সায়ণ বলেন মহিমা বলতে পঞ্চভূত আর স্বধা অর্থে অন্ন এই অন্ন নিকৃষ্ট এবং প্রযতি অর্থে ভোক্তা পুরুষ, সে ভোক্তা জীব উপরে অর্থাৎ প্রধান। A self supporting principle beneath, and energy aloft – Muir. ৫। প্রকৃতির যে কার্যসমূহ ও সৌন্দর্যকে ঋষিগণ দেব বলে পূজা করতেন, তাঁরা আদি দেব নহেন, তাঁরাও সৃষ্ট অর্থাৎ কার্য মাত্র, তা ঋষির মনে উদয় হল। তবে কারণ কে? আদি কে? এ সূক্ত সে প্রশ্নেরই উত্তর। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নয়, ঋষি তা স্বীকার করছেন।

১৩০ সূক্ত॥ প্রজাপতি দেবতা। যজ্ঞ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভিস্তত একশতং দেবকর্মেভিরাযতঃ।
ইমে বয়ন্তি পিতরো য আযযুঃ প্র বয়াপ বয়েত্যাসতে ততে॥ ১
পুমাঁ এনং তনুত উৎকৃণত্তি পুমান্বি তত্নে অধি নাকে অস্মিন্।
ইমে ময়ূখা উপ সেদুরূ সদঃ সামানি চক্রুস্তসরাণ্যোতবে॥ ২
কাসীৎপ্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎপরিধিঃ ক আসীৎ।
ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থং যদ্দেবা দেবমযজন্ত বিশ্বে॥ ৩
অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎ সযুগ্বোষ্ণিহয়া সবিতা সম্বভূব।
অনুষ্টুভা সোম উক্থৈর্মহস্বান্বৃহস্পতের্বৃহতী বাচমাবৎ॥ ৪
বিরাণ্মিত্রাবরুণয়োরভিশ্রীরিন্দ্রস্য ত্রিষ্টুবিহ ভাগো অহ্নঃ।
বিশ্বান্দেবাঞ্জগত্যা বিবেশ তেন চাকৢপ্র ঋষয়ো মনুষ্যাঃ॥ ৫
চাকৢপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যা যজ্ঞে জাতে পিতরো নঃ পুরাণে।
পশ্যন্মন্যে মনসা চক্ষসা তান্য ইমং যজ্ঞমযজন্ত পূর্বে॥ ৬
সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ সহপ্রমা ঋষয়ঃ সপ্ত দৈব্যাঃ।
পূর্বেষাং পন্থামনুদৃশ্য ধীরা অন্বালেভিরে রথ্যোন রশ্মীন্॥ ৭

অনুবাদঃ ১। যজ্ঞস্বরূপ বস্ত্র চতুর্দিকে সূত্র বিস্তারের দ্বারা বয়ন করা হয়েছে, দেবতাদের উদ্দেশে একশত অর্থাৎ বহুসংখ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা তার বিস্তার সংঘটন হয়েছে, যজ্ঞে যে পিতৃলোকগণ এসেছেন তাঁরা বয়ন করছেন। দীর্ঘতার দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, এ বাক্য উচ্চারণ করতে করতে তাঁরা এ বস্ত্র বয়নকার্য নির্বাহ করছেন। ২। এক ব্যক্তি সে বস্ত্রকে দীর্ঘীকৃত করছে, অপর এক ব্যক্তি বিস্তারের জন্য প্রসারিত করছে। এ ঐ স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত হচ্ছে। ঐ সকল তেজপুঞ্জ দেবতা যজ্ঞগৃহে বসেছেন। এ বস্ত্রবয়নব্যাপারে সামগুলিকে তসর অর্থাৎ পড়েন রূপে কল্পনা করা হয়েছে (১)। ৩। যেকালে সকল দেবতা দেবপূজা করলেন তখন তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল? দেব মূর্তিই বা কি ছিল? সংকল্প কি ছিল? ঘৃত ছিল কি? পরিধি অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের চতুর্দিকের বৃত্তি স্বরূপ সীমা বন্ধনই বা কি হয়েছিল? ছন্দ প্রয়োগ বা উক্থ কি ছিল? ৪। গায়ত্রী নামক ছন্দ অগ্নির সহযোগিনী হলেন। দেব সবিতা উষ্ণিক্ নামক ছন্দের সাথে মিলিত হলেন। সোম অনুষ্টুভ্ ছন্দের সাথে ও তেজোমূর্তি সূর্য উক্থ ছন্দের সাথে মিলিত হলেন। আর বৃহতী নামক ছন্দ বৃহস্পতির বাক্যকে আশ্রয় করল। ৫। বিরাট নামক ছন্দ মিত্র ও বরুণ দেবকে আশ্রয় করল। ত্রিষ্টুভ ছন্দ ইন্দ্রের ভাগে পড়ল এবং দিবা ভাগের যে সোম, তাও

তাঁর ভাগে পড়ল। জগতী নামক ছন্দ সকল দেবতাকে আশ্রয় করল (২)। এরূপে ঋষি ও মনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। ৬। পুরাকালে যজ্ঞ উৎপন্ন হলে, আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষি ও মনুষ্যগণ উক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। প্রাচীনকালে যাঁরা এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন, আমার বোধ হচ্ছে যেন আমি মনের চক্ষে তাঁদের দেখতে পাচ্ছি। ৭। সাতজন দিব্য ঋষি স্তবসমূহ ও ছন্দ সংগ্রহ-পূর্বক বার বার অনুষ্ঠান করলেন, যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করলেন। যেরূপ সারথিরা ঘোটকের রশ্মি হস্তে ধারণ করে সেরূপ সে বিদ্বান ঋষিগণ পূর্ব-পুরুষদের প্রথার প্রতি দৃষ্টি রেখে তদনুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন।

টীকা ঃ ১। এ দুটি ঋকে যজ্ঞকে বস্ত্রের সাথে এবং মন্ত্রগুলিকে টানা ও পড়েনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। পিতৃলোকগণ যজ্ঞে-উপস্থিত আছেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২। এ সূক্তটিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এখানে আটটি ছন্দের নাম পাওয়া গেল, এক একটি ছন্দকে এক এক দেবের সাথে মিলিয়ে দেওয়া কবির কল্পনা।

১৩১ সূক্ত ।। অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্র দেবতা। সুকীর্তি ঋষি। ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বাঁ অমিত্রানপাপাচো অভিভূতে নুদস্ব।
অপোদীচো অপ শূরাধরাচ উরৌ যথা তব শর্মন্মদেম ॥ ১
কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবং চিদ্যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিয়ূয়।
ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নমোবৃক্তিং ন জগ্মুঃ। ২
নহি স্থূর্যৃতুথা যাতমস্তি নোত শ্রবো বিবিদে সঙ্গমেষু।
গব্যন্ত ইন্দ্রং সখ্যায় বিপ্রা অশ্বায়ন্তো বৃষণং বাজয়ন্তঃ ॥ ৩
যুবং সুরামমশ্বিনা নমুচাবাসুরে সচা।
বিপিপানা শুভস্পতী ইন্দ্রং কর্মস্বাবতম্ ॥ ৪
পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংসনাভিঃ।
যৎসুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্ ॥ ৫
ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃলীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৬
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।
স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মে আরাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতর্যুয়োতু ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে শত্রুপরাভবকারী ইন্দ্র! সম্মুখের দিকে অথবা পশ্চাৎ দিকে যে সকল শত্রু আছে, উত্তরে অথবা দক্ষিণে যারা আছে, সকলকেই দূরীভূত কর। হে বীর! আমরা যেন তোমার নিকট বিশিষ্ট সুখলাভ করে আনন্দিত হতে পারি। ২। যাদের ক্ষেত্রে যব জন্মেছে, তারা যেমন পৃথক পৃথক করে ক্রমশ সে যব অনেক বারে কর্তন করে সেরূপ হে ইন্দ্র! যারা যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে নমঃ শব্দ প্রয়োগ না করে অর্থাৎ যারা পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাদের ভোজনের সামগ্রী এখনই নষ্ট করে দাও। ৩। যে শকটে একমাত্র পশু যোজিত আছে, তা কখনও যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হতে পারে না। যুদ্ধের সময় তা দ্বারা অন্ন লাভ করা যায় না। যাঁরা গো অশ্ব অন্ন কামনা করেন, সে বুদ্ধিমানগণ ঐ কারণে ইন্দ্রের বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হন। অর্থাৎ ইন্দ্রের সহায় না হলে ঐ ঐ অভিলাষ সিদ্ধ হয় না। ৪। হে কল্যাণমূর্তি অশ্বিদ্বয়! যখন নমুচির সাথে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তখন তোমরা উভয়ে মিলিত হয়ে চমৎকার সোম পান করতে করতে ইন্দ্রের কর্মে

তাঁকে রক্ষা করেছিলে। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! যেরূপ পিতা মাতা পুত্রকে রক্ষা করে সেরূপ তোমরা চমৎকার সোম পান করে নিজ শক্তি ও অদ্ভুত কার্য সমূহদ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে। হে ইন্দ্র! সরস্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন। ৬। ৭। ইন্দ্র উত্তম ত্রাণকর্তা ধনশালী সর্বজ্ঞ, তিনি রক্ষা করে সুখদায়ী হোন। শত্রুদের নিবারণ পূর্বক তিনি অভয় দান করুন। আমরা যেন উত্তম ক্ষমতার অধিকারী হই। সে যজ্ঞভাগগ্রাহী ইন্দ্রের নিকট যেন আমরা প্রসাদভাজন হই। তিনি যেন আমাদের প্রতি উত্তমরূপে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি উৎকৃষ্ট ত্রাণকর্তা ও ধনশালী। সে ইন্দ্র যেন, কি দূরবর্তী, কি নিকটবর্তী সকল শত্রুকে আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করে দেন।

১৩২ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। শকপূত ঋষি। প্রাস্তার পংক্তি,
বিরাড়, মহাসতোবৃহতী ছন্দ।

ঈজানমিদ্দ্যৌর্গূর্তাবসুরীজানং ভূমিরভি প্রভূষণি।
ঈজানং দেবাবশ্বিনাবভি সুম্নৈরবর্ধতাম্ ॥ ১
তা বাং মিত্রাবরুণা ধারয়ৎ ক্ষিতী সুষুম্নেষিতত্বতা যজামসি।
যুবোঃ ক্রাণায় সখ্যৈরভি ষ্যাম রক্ষসঃ ॥ ২
অধা চিন্নু যদ্দিধিষামহে বামভি প্রিয়ং রেক্ণঃ পত্যমানাঃ।
দদ্বাঁ বা যৎপুষ্যতি রেক্ণঃ সম্বারন্নকিরস্য মঘানি ॥ ৩
অসাবন্যো অসুর সূয়ত দ্যৌস্ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা।
মূর্ধা রথস্য চাকন্নৈতাবতৈনসান্তকধ্রুক্ ॥ ৪
অস্মিন্ত্স্বে তচ্ছকপূত এনো হিতে মিত্রে নিগতান্ হন্তি বীরান্।
অবোর্বা যদ্ধাত্তনূষবঃ প্রিয়াসু যজ্ঞিয়াস্বর্বা ॥ ৫
যুবোর্হি মাতাদিতির্বিচেতসা দ্যৌর্ন ভূমিঃ পয়সা পুপূতনি।
অব প্রিয়া দিদিষ্টন সূরো নিনিক্ত রশ্মিভিঃ ॥ ৬
যুবং হ্যপ্নরাজাবসীদতং তিষ্ঠদ্রথং ন ধূর্ষদং বনর্ষদম্।
তা নঃ কণূকয়ন্তীর্নৃমেধস্ত্রে অংহসঃ সুমেধস্ত্রে অংহসঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। যিনি যজ্ঞ করেন তাঁরই জন্য আকাশ ধন তুলে ধরে আছেন। তাঁকেই পৃথিবী শ্রীযুক্ত করেন। যজ্ঞকারীকেই অশ্বিদ্বয় নানা সুখসামগ্রী দান করে সন্তুষ্ট করেন। ২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা পৃথিবীকে ধারণ কর। উত্তম সুখ সামগ্রীর প্রার্থনাতে তোমাদের উভয়কে পূজা করছি। যজমানের প্রতি তোমাদের যে সকল বন্ধুতাচরণ হয়ে থাকে, তার প্রভাবে আমরা যেন শত্রু জয় করি। ৩। হে মিত্রাবরুণ! যখনই তোমাদের উদ্দেশে যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন করি তখনই চমৎকার ধনের নিকটে উপস্থিত হই। যজ্ঞদানকারী ব্যক্তি যে ধন প্রাপ্ত হয়, তার উপর কোন উপদ্রব সংঘটন হয় না। ৪। হে অসুর মিত্র! আকাশ যাঁকে প্রসব করেছেন অর্থাৎ সূর্য তিনি তোমা হতে ভিন্ন। হে বরুণ! তুমি সকলের রাজা। তোমাদের রথের মস্তক এ দিকে আসছে। হিংসাকারীদের বিনাশকর্তা এ যে যজ্ঞ, এর উপর এতটুকু অকল্যাণও স্পর্শ হবে না। ৫। এ আমি শকপূত, আমাতে যে পাপ আছে, তা আমার সে নীচস্বভাব শত্রুদের নষ্ট করছে, যেহেতু মিত্রদেব আমার হিতকারী আছেন। সে মিত্রদেব এসে শরীরের রক্ষা বিধান করুন, যে সকল উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী আছে, তিনি তাও রক্ষা করুন। ৬। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ! অদিতিই তোমাদের উভয়ের মাতা, দ্যুলোক ও ভূলোককে

জলের দ্বারা পরিষ্কার কর, এ নিম্নলোকে উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও, সূর্যকিরণদ্বারা সমস্ত ভুবন পবিত্র কর। ৫। তোমরা উভয়ে কার্যের দ্বারা রাজা হয়ে বসেছ। তোমাদের যে রথ বন মধ্যে বিহার করে, তা এক্ষণে ধূরার উপর অবস্থিতি করুক। যেহেতু সে সকল শত্রুলোক আক্রোশপূর্বক চীৎকার করছে। বুদ্ধিমান নৃমেধ (আমার পিতা) উপদ্রব হতে উদ্ধার পেয়েছেন।

১৩৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুদাস ঋষি। শকরী, মহাপংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রোম্বস্মৈ পুররথমিন্দ্রায় শূষমর্চত। অভীকে চিদু লোককৃৎসঙ্গে সমৎসু বৃত্রহাস্মাকং বোধি চোদিতা নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ১
ত্বং সিন্ধূঁরবাসৃজোহধরাচো অহন্নহিম্। অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্যং তং ত্বা পরি ষ্বজামহে নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ২
বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্যো নশন্ত নো ধিয়ঃ। অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি যা তে রাতির্দদির্বসু নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৩
যো ন ইন্দ্রাভিতো জনো বৃকায়ুরাদিদেশতি। অধস্পদং তমী কৃধি বিবাধো অসি সাসহির্নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৪
যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি সনাভির্যশ্চ নিষ্ট্যঃ। অব তস্য বলং তির মহীব দ্যৌরধ ত্মনা নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকো অধি ধন্বসু ॥ ৫
বয়মিন্দ্র ত্বায়বঃ সখিত্বমা রভামহে। ঋতস্য নঃ পথা নয়াতি বিশ্বানি দুরিতা নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৬
অস্মভ্যং সু ত্বমিন্দ্র তাং শিক্ষ যা দোহতে প্রতি বরং জরিত্রে।
অচ্ছিদ্রোধ্নী পীপয়দ্যথা নঃ সহস্রধারা পয়সা মহী গোঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্রের যে সৈন্য তাঁর রথের সম্মুখভাগে আছে, উত্তমরূপে তাঁর পূজা কর। যুদ্ধের সময় দু শত্রু নিকটবর্তী হয়ে পরস্পর সম্মিলিত হয়ে যায়, তখন তিনি পলায়ন করেন না। এরূপে বৃত্রকে বধ করেন। আমাদের প্রভু সে ইন্দ্র আমাদের সংবাদ নিন। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ ছিন্ন হয়ে যাক। ২। যে সকল জলরাশি নীচে আসে, তা তুমিই মোচন করে দাও এবং বৃত্রকে বধ কর। হে ইন্দ্র! তুমি অজেয় ও শত্রুর অবধ্য হয়ে জন্মেছ, বিশ্বকে পালন করে থাক। তোমাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ জেনে আমরা নিকটে এসেছি। বিপক্ষদের ধনুর্গুণ (ইত্যাদি পূর্ব ঋক দেখুন)। ৩। যারা দান করেনা, এরূপ সকল শত্রু দৃষ্টিপথ হতে দূর হোক। আমাদের স্তবগুলি চলতে থাকুক। হে ইন্দ্র! যে শত্রু আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, তুমি তার প্রতি মৃত্যু প্রেরণ কর: তোমার যে দানশীলতা, তা আমাদের ধন দান করুক। বিপক্ষদের ধনুর্গুণ, ইত্যাদি। ৪। হে ইন্দ্র! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণপূর্বক যে সকল লোক আমাদের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, তাদের ধরাশায়ী কর, কারণ তুমি শত্রু পরাভব কর ও শত্রুকে পীড়া দাও। বিপক্ষদের ধনুর্গুণ ইত্যাদি। ৫। আমাদের সনাভি হোক বা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হোক, যে কেউ আমাদের বিনষ্ট করে, যেমন প্রকাণ্ড আকাশ সকল বস্তুকে নীচস্থ করে রেখেছে সেরূপ তুমি তার বল নীচস্থ কর। আপনা হতেই বিপক্ষের ধনুর্গুণ ইত্যাদি। ৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার অনুগত, তোমার বন্ধুত্বের উপযুক্ত কার্যের উদ্যোগ করছি। পুণ্যকর্মের পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে চল, আমরা যেন সকল পাপ অতিক্রম করি। বিপক্ষদিগের ইত্যাদি। ৭। হে ইন্দ্র! আমাদের তুমি সে বিদ্যা উপদেশ কর, যার প্রভাবে স্তবকারীর মনোরথ পূর্ণ হয়। এ পৃথিবীস্বরূপ যে গাভী, এ

যেন বিপুল আপীনবিশিষ্ট হয়ে এবং সহস্র ধারায় দুগ্ধ ক্ষরিত করে আমাদের পরিতৃপ্ত করে।

১৩৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। মান্ধাতা ঋষি, এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋকের গোধা ঋষি। পংক্তিঃ ছন্দ।

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব। মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাং দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ১

অব স্ম দুর্হণায়তো মর্তস্য তনুহি স্থিরম্। অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ আদিদেশতি দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ২

অব ত্যা বৃহতীরিষো বিশ্বশ্চন্দ্রা অমিত্রহন্। শচীভিঃ শক্র ধূনুহীন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৩

অব যত্ত্বং শতক্রতবিন্দ্র বিশ্বানি ধূনুষে। রয়িং ন সুন্বতে সচা সহস্রিণীভিরূতিভির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৪

অব স্বেদা ইবাভিতো বিষ্বক্পতন্তু দিদ্যবঃ। দূর্বায়া ইব তন্তবো ব্যস্মদেতু দুর্মতির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৫

দীর্ঘং হ্যঙ্কুশং যথা শক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ। পূর্বেণ মঘবন্ পদাজো বয়াং যথা যমো দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৬

নকি দেবা মিনীমসি নকিরা যোপয়ামসি মন্ত্রশ্রুত্যং চরামসি।
পক্ষেভিরপি কক্ষেভিরত্রাভি সং রভামহে ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি ঊষার ন্যায় দ্যুলোক ও ভূলোককে পরিপূর্ণ কর, তুমি মহতেরও মহৎ, মনুষ্যদের উপরিবর্তী সম্রাট। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করেছেন। ২। যে দুরাত্মা ব্যক্তি আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে তার বল অধিক থাকলেও তুমি সে বলকে ন্যূন করে দাও, যে আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাকে ধরাশায়ী কর। কল্যাণময়ী ইত্যাদি। ৩। হে ক্ষমতাবান শত্রুসংহারী ইন্দ্র! সে যে প্রচুর অন্ন সমস্ত, যাতে সকলেরই আনন্দ হয়, তা তোমার ক্ষমতাবলে আমাদের দিকে প্রেরণ কর। সে সঙ্গে আমাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি। ৪। শতক্রতু ইন্দ্র! তুমি যখন নানা অন্ন প্রেরণ করবে তখন সোমযাগকারী যজমানকে সহস্রপ্রকারে রক্ষা করবে এবং ধনও দেবে। কল্যাণময়ী ইত্যাদি। ৫। উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রগুলি ঘর্মবিন্দুর ন্যায় চতুর্দিকে পতিত হোক, দূর্বার প্রতানের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিশ্বব্যাপী হোক, আমাদের দুর্মতি দূর হোক। কল্যাণময়ী ইত্যাদি। ৬। হে জ্ঞানবান ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করে থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখস্থিত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে সেরূপ তুমি সে শক্তি অস্ত্রদ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী ইত্যাদি। ৭। হে দেবতাগণ! তোমাদের বিষয়ে কিছুই ত্রুটি করি নি, কোনও কর্মেই শৈথিল্য বা ঔদাস্য করি নি। মন্ত্র ও শ্রুতি অনুসারে আচরণ করে থাকি। দু হস্তে রাশীকৃত যজ্ঞসামগ্রী নিয়ে তন্মাত্র সহায়ে এ যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করে থাকি।

১৩৫ সূক্ত ॥ যম দেবতা। কুমার ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

যস্মিন্বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।
অত্রা নো বিশ্পতিঃ পিতা পুরাণাঁ অনু বেনতি ॥ ১
পুরাণাঁ অনুবেনন্তং চরন্তং পাপয়ামুয়া।
অসূয়ন্নভ্যচাকশং তস্মা অস্পৃহয়ং পুনঃ ॥ ২

যং কুমার নবং রথমচক্রং মনসাকৃণোঃ।
একেষং বিশ্বতঃ প্রাঞ্চমপশ্যন্নধি তিষ্ঠসি ॥ ৩
যং কুমার প্রাবর্তয়ো রথং বিপ্রেভ্যস্পরি।
তং সামানু প্রাবর্তত সমিতো নাব্যাহিতম্ ॥ ৪
কঃ কুমারমজনয়দ্রথং কো নিরবর্তয়ৎ।
কঃ স্বিত্তদদ্য নো ব্রূয়াদনুদেয়ী যথাভবৎ ॥ ৫
যথাভবদনুদেয়ী ততো অগ্রমজায়ত।
পুরস্তাদ্বুধ্ন আততঃ পশ্চান্নিরয়ণং কৃতম্ ॥ ৬
ইদং যমস্য সাদনং দেবমানং যদুচ্যতে।
ইয়মস্য ধম্যতে নাল়ীরয়ং গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। চমৎকার পত্রদ্বারা শোভিত যে বৃক্ষের উপরে যমদেব দেবতাদের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আমাদের নরপতি পিতা ইচ্ছা করেছেন, যে আমি সে বৃক্ষে গিয়ে পূর্বপুরুষদের সঙ্গী হই। ২। পিতা আমার প্রতি নির্দয় হয়ে 'পূর্বপুরুষদের সঙ্গী' হও, এ আদেশ করাতে আমি তাঁর প্রতি বিরক্তিসূচক দৃষ্টিপাত করেছিলাম, পরে সে বিরাগ ত্যাগ করে পুনর্বার অনুরক্ত হয়েছি। ৩। [যমের উক্তি] ওহে কুমার! তুমি মনে মনে এমন এক খানি নূতন রথ প্রার্থনা করেছিলে, যার চক্র নেই, যার একমাত্র ঈষা অথচ যা সর্বত্র গতিবিধি করতে সমর্থ; তুমি না বুঝে সে রথে আরোহণ করেছ। ৪। ওহে কুমার! বুদ্ধিমান বন্ধুবান্ধবদের পরিত্যাগপূর্বক তুমি সে রথ ধাবিত করেছ, এ তোমার পিতার সান্ত্বনা-পূর্ণ উপদেশবাক্য অনুসারে চলেছে, সে উপদেশ তার নৌকাস্বরূপ এবং আশ্রয়স্বরূপ হয়েছে। সে নৌকাতে সংস্থাপিত হয়ে ঐ রথ এ স্থান হতে চলে গিয়েছে। ৫। কে এ বালকের জন্মদাতা? কে এ রথ প্রেরণ করেছে? যাতে এ বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হবে, সে সন্ধান অদ্য আমাদের কে বলে দেবে? ৬। যাতে বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হবে, তা আগেই বলা হয়েছিল। প্রথমে পিতার উপদেশের মূল অংশ প্রকাশ হল, পশ্চাৎ প্রত্যাগমনের উপায় বলা হল। ৭। এ দেখছি, যমের বাটি, লোকে বলে এ দেবতাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে; এই দেখছি, এর সর্বাঙ্গে শিরা নির্গত হয়ে আছে, এই দেখছি, এঁকে লোকে স্তব করছে (১)।

টীকা ঃ ১। কুমার নচিকেতা পিতার কথায় যমপুরী দেখতে যান, সেই আখ্যান নিয়ে সম্ভবত এ সূক্ত রচিত হয়েছে। কঠ উপনিষদে এ নচিকেতার কথা বিস্তীর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে।

১৩৬ সূক্ত ॥ অগ্নি, সূর্য ও বায়ু দেবতা। জূতি প্রভৃতি ঋষিগণ। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী।
কেশী বিশ্বং স্বদৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ॥ ১
মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা।
বাতস্যানু ধ্রাজিং যন্তি যদ্দেবাসো অবিক্ষত ॥ ২
উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতাঁ আ তস্থিমা বয়ম্।
শরীরেদস্মাকং যূয়ং মর্তাসো অভি পশ্যথ ॥ ৩
অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপাবচাকশৎ।
মুনির্দেবস্য দেবস্য সৌকৃত্যায় সখা হিতঃ ॥ ৪

বাতস্যাশ্বো বায়োঃ সখাথো দেবেষিতো মুনিঃ।
উভৌ সমুদ্রাবা ক্ষেতি যশ্চ পূর্ব উতাপরঃ ॥ ৫
অপ্সরসাং গন্ধর্বাণাং মৃগাণাং চরণে চরণ্‌।
কেশী কেতস্য বিদ্বান্তসখা স্বাদুর্মদিন্তমঃ ॥ ৬
বায়ুরস্মা উপামন্থৎ পিনষ্টি স্মা কুনংনমা।
কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্রুদ্রেণাপিবৎ সহ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। কেশীনামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে তিনিই জলকে তিনিই দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এ যে জ্যোতি, এরই নাম কেশী। ২। বাতরশনের বংশীয় মুনিরা পিঙ্গলবর্ণ মলিন বস্ত্র ধারণ করেন, তাঁরা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে বায়ুর গতির অনুগামী হয়েছেন। ৩। তপস্যা-রসের রসিক হয়ে আমরা তাতে উন্মত্তবৎ, আমরা বায়ুর উপর আরোহণ করলাম। হে মনুষ্যগণ! তোমরা কেবল আমাদের শরীর মাত্র দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ আমাদের প্রকৃত আত্মা বায়ুরূপী হয়েছে। ৪। যিনি মুনি হন, তিনি আকাশে উড্ডীন হতে পারেন, সকল বস্তু দেখতে পান। যে স্থানে যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রিয় বন্ধু, সৎকর্মের জন্যই তিনি জীবিত আছেন। ৫। যিনি মুনি হন, তিনি বায়ুপথে ভ্রমণ করবার ঘোটকস্বরূপ, তিনি বায়ুর সহচর, দেবতারা তাঁকে পেতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব ও পশ্চিম এ দুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন। ৬। কেশীদেব অপ্সরাদের, গন্ধর্বদের এবং হরিণদের বিচরণ স্থানে বিহার করেন। তিনি জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই জানেন ও তিনি অতি চমৎকার, সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ী বন্ধুস্বরূপ। ৭। কেশী যখন রুদ্রের সাথে একত্রে জলপান করেন তখন বায়ু সে জল আলোড়িত করে দেন এবং কঠিন করকাগুলি ভঙ্গ করে দেন (১)।

টীকা ঃ ১। কেশী দেব কে, তা বোঝা গেল না। এ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

১৩৭ সূক্ত ॥ বিশ্বেদেবা দেবতা। ভরদ্বাজ কশ্যপ গোতম অত্রি বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ও বসিষ্ঠ যথাক্রমে সাত ঋষি। অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ।

উত দেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ ॥ ১
দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আ সিন্ধোরা পরাবতঃ।
দক্ষ্যং তে অন্য আ বাতু পরান্যো বাতু যদ্রপঃ ॥ ২
আ বাত বাহি ভেষজং বি বাত বাহি যদ্রপঃ।
ত্বং হি বিশ্বভেষজো দেবানাং দূত ঈয়সে ॥ ৩
আ ত্বাগমং শন্তাতিভিরথো অরিষ্টতাতিভিঃ।
দক্ষং তে ভদ্রমাভার্ষং পরা যক্ষ্মং সুবামি তে ॥ ৪
ত্রায়ন্তামিহ দেবাস্ত্রায়তাং মরুতাং গণঃ।
ত্রায়ন্তাং বিশ্বা ভূতানি যথায়মরপা অসৎ ॥ ৫
আপ ইদ্বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ।
আপঃ সর্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্‌ ॥ ৬
হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী।
অনাময়িত্নুভ্যাং ত্বা তাভ্যাং ত্বোপ স্পৃশামসি ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবতাবর্গ! তোমরাই আমাকে নিম্নে পাতিত করেছ, তোমরাই

আবার ঊর্ধ্বে তুলে লও। হে দেবগণ! হয়ত আমি অপরাধ করেছি, পুনর্বার প্রাণদান কর। ২। সমুদ্র পর্যন্ত এমনকি আরও দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত, এ দুই বায়ু বয়ে থাকে, এক বায়ু তোমার বলাধান করতে করতে আগমন করুক, অন্য বায়ু তোমার পাপ ধ্বংসের জন্য বহমান হোক। ৩। হে বায়ু! তুমি এ দিকে ঔষধ বয়ে আন, যা অহিতকর, এ দিক হতে বয়ে নিয়ে যাও। যেহেতু তুমিই সংসারের ঔষধ স্বরূপ, তুমিই দেবতাদের দূত হয়ে যাও। ৪। হে যজমান! তোমার মঙ্গলকর স্বস্ত্যয়ন শান্তি করেছি তোমার অমঙ্গল নিবারণের কার্যও করেছি। যাতে তোমার উৎকৃষ্ট বলাধান হয় সে কার্য করেছি। তোমার রোগ এখনই দূর করে দিচ্ছি। ৫। দেবতারা এক্ষণে রক্ষা করুন, মরুদ্‌গণ রক্ষা করুন, সকল চরাচর রক্ষা করুন, এ ব্যক্তি নীরোগ হোক। ৬। জলই ঔষধরূপ, জলই রোগশান্তির কারণ, জল সকল রোগেরই ঔষধ। সে জল যেন তোমার ঔষধ বিধান করে দেয়। ৭। দুই হস্তে দশ অঙ্গুলি আছে, বাক্যের অগ্রে অগ্রে জিহ্বা বিচলিত হয়, তোমার রোগশান্তির জন্য ঐ হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করছি (১)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি রোগ নিবারণের জন্য একটি ওঝার মন্ত্র স্বরূপ।

১৩৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গ ঋষি। জগতী ছন্দ।

তব ত্য ইন্দ্র সখ্যেষু বহ্নয় ঋতং মন্বানা ব্যদর্দিরুর্বলম্।
যত্রা দশস্যন্নুষসো রিণন্নপঃ কুৎসায় মন্মন্নহ্যশ্চ দংসয়ঃ ॥ ১
অবাসৃজঃ প্রস্বঃ শ্বঞ্চয়ো গিরীনুদাজ উস্রা অপিবো মধু প্রিয়ম্।
অবর্ধয়ো বনিনো অস্য দংসসা শুশোচ সূর্য ঋতজাতয়া গিরা ॥ ২
বি সূর্যো মধ্যে অমুচদ্রথং দিবো বিদদ্দাসায় প্রতিমানমার্যঃ।
দৃড়্‌হানি পিপ্রোরসুরস্য মায়িন ইন্দ্রো ব্যাস্যচ্চকৃবাঁ ঋজিশ্বনা ॥ ৩
অনাধৃষ্টানি ধৃষিতো ব্যাস্যন্নিধীঁরদেবাঁ অমৃণদয়াস্যঃ।
মাসেব সূর্যো বসু পুর্যমা দদে গৃণানঃ শত্রুঁরশৃণাদ্বিরুক্মতা ॥ ৪
অযুদ্ধসেনো বিভ্বা বিভিন্দতা দাশদ্বৃত্রহা তুজ্যানি তেজতে।
ইন্দ্রস্য বজ্রাদবিভেদভিশ্নথঃ প্রাক্রামচ্ছুন্ধ্যূরজহাদুষা অনঃ ॥ ৫
এতা ত্যা তে শ্রুত্যানি কেবলা যদেক একমকৃণোরযজ্ঞম্।
মাসাং বিধানমদধা অধি দ্যবি ত্বয়া বিভিন্নং ভরতি প্রধিং পিতা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমার প্রতি বন্ধুত্ব করবার জন্য যজ্ঞকর্তারা যজ্ঞ সামগ্রী বহন করে যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক বলকে বিদীর্ণ করলেন। তখন স্তব করা হল, কুৎসকে তুমি প্রভাতের আলোক দিলে, জল মোচন করলে এবং বৃত্রের কার্য সমস্ত ধ্বংস করলে। ২। হে ইন্দ্র! তুমি জননীতুল্য জলদের মোচন করেছ, পর্বতদের বিচলিত করলে, গাভীদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলে, সুমিষ্ট মধু (সোম) পান করলে, বনের বৃক্ষদের বৃষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করলে, যজ্ঞোপযোগী স্তুতিবাক্য দ্বারা ইন্দ্রের স্তব হল, এঁর ক্রিয়াদ্বারা সূর্য দীপ্তিশালী হলেন। ৩। সূর্যদেব আকাশের মধ্যে আপনার রথ চালিত করে দিলেন, তিনি দেখলেন, আর্যজাতি দাসজাতীর সমকক্ষ। ইন্দ্র ঋজিশ্বা নামক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করে পিপ্রু নামক মায়াবী অসুরের বল বীর্য নষ্ট করে দিলেন। ৪। দুর্ধর্ষ ইন্দ্র দুর্ধর্ষ শত্রুসৈন্যদের নষ্ট করলেন, তিনি, দেবশূন্যদের ধনসমূহ ধ্বংস করলেন। সূর্য যেরূপ মাসে মাসে পৃথিবীতে রস আকর্ষণ করেন সেরূপ তিনি শত্রুপুরীস্থিত ধন হরণ করলেন। তিনি স্তব গ্রহণ করতে করতে উজ্জ্বল অস্ত্রদ্বারা শত্রু নিপাত

করলেন। ৫। ইন্দ্রের সেনার সাথে কেউ যুদ্ধ করতে সমর্থ হয় না, সর্বত্রগামী বিদীর্ণকারী বজ্রদ্বারা তিনি বৃত্র নিপাতপূর্বক অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করেন, বিদীর্ণকারী ইন্দ্র-বজ্র হতে শত্রুগণ ভীত হল। সর্ববস্তু শোধনকারী সূর্যদেব চলতে আরম্ভ করলেন। ঊষা দেবী আপনার শকট চালিত করে দিলেন। ৬। হে ইন্দ্র! এ সকল বীরত্বের কার্য কেবল তোমারই শুনা যায়, যেহেতু তুমি অসহায়ে যজ্ঞ বিঘ্নকারী অসহায় শত্রুকে হিংসা করেছ। তুমি আকাশের উপর চন্দ্রের গতয়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছ। সূর্যের রথ চক্রকে যখন বৃত্র ভঙ্গ করে তখন সকলের পিতা দ্যুলোক তোমার দ্বারাই সে চক্র ধারণ করিয়ে থাকেন।

১৩৯ সূক্ত ।। সবিতা ও বিশ্বাবসু দেবতা। বিশ্বাবসু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎ সবিতা জ্যোতিরুদয়াঁ অজস্রম্।
তস্য পূষা প্রসবে যাতি বিদ্বান্ত্ সম্পশ্যান্বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ১
নৃচক্ষা এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্রোদসী অন্তরিক্ষম্।
স বিশ্বাচীরভি চষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্বমপরং চ কেতুম্ ॥ ২
রায়ো বুধ্নঃ সঙ্গমনো বসূনাং বিশ্বা রূপাভি চষ্টে শচীভিঃ।
দেব ইব সবিতা সত্যধর্মেন্দ্রো ন তস্থৌ সমরে ধনানাম্ ॥ ৩
বিশ্বাবসুং সোম গন্ধর্বমাপো দদৃশুষীস্তদৃতেনা ব্যায়ন্।
তদন্ববৈদিন্দ্রো রারহাণ আসাং পরি সূর্যস্য পরিধীঁরপশ্যৎ ॥ ৪
বিশ্বাবসুরভিতন্নো গৃণাতু দিব্যো গন্ধর্বো রজসো বিমানঃ।
যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম ধিয়ো হিন্বানো ধিয় ইন্নো অব্যাঃ ॥ ৫
সস্নিমবিন্দচ্চরণে নদীনামপাবৃণোদ্দুরো অশ্মব্রজানাম্।
প্রাসাং গন্ধর্বো অমৃতানি বোচদিন্দ্রো দক্ষং পরি জানাদহীনাম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। দেবসবিতা সূর্যের কিরণে কিরণযুক্ত, উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট, তিনি পূর্বদিকে ক্রমাগত আলোকের উদয় করতে থাকেন। তাঁর জন্ম হলে পূষাদেব অগ্রসর হন, ইনি জ্ঞানী, সমস্ত ভুবন দর্শন ও রক্ষা করেন। ২। ইনি মনুষ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে আকাশের মধ্যে অবস্থিতি করেন; দ্যুলোক ও ভূলোক ও মধ্যস্থিত আকাশ আলোকে পূর্ণ করেন। তিনি দিক সমস্ত ও কোণ সমস্ত প্রকাশিত করেছেন। তিনি পূর্বভাগ, পরভাগ, মধ্যভাগ ও প্রান্তভাগ, সকলি প্রকাশিত করেন। ৩। সে সূর্যদেব ধনের মূলস্বরূপ, সম্পত্তির মিলনস্থানস্বরূপ। তিনি নিজ ক্ষমতায় সকল দ্রষ্টব্য পদার্থকে প্রকাশিত করেন। তিনি সবিতাদেবের ন্যায় সত্যকর্মা অর্থাৎ যা করেন, তা সফল হয়। যে স্থানে ধন সকল একত্র মিলিত হয় সেখানে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। ৪। হে সোম! যখন জল সকল বিশ্বাবসু গন্ধর্বকে দেখল তখন পুণ্যকর্মপ্রভাবে তারা বিলক্ষণরূপে নির্গত হল। সে জল সমস্ত যিনি প্রেরণ করেছেন, সে ইন্দ্র উক্ত বৃত্তান্ত জানতে পারলেন। তিনি সূর্য মণ্ডলের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করলেন। ৫। বিশ্বাবসু নামে দেবলোকবাসী গন্ধর্ব জলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ঐ সকল বিষয় আমাদের উপদেশ দিন। যা যথার্থ অথবা যা আমাদের অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ে তিনি আমাদের চিন্তাপ্রবর্তিত করুন, আমাদের বুদ্ধিগুলি রক্ষা করুন (১)। ৬। নদীদের চরণদেশে ইন্দ্র একটি মেঘ দেখলেন, তিনি প্রস্তরময় দ্বার উদ্ঘাটন করে দিলেন। গন্ধর্ব এ সমস্ত জলের কথা উল্লেখ করলেন, ইন্দ্র মেঘদের বল উত্তম জানেন।

টীকা ঃ ১। বিশ্বাবসু গন্ধর্বই বৃষ্টিদাতা দেবরূপে উপাসিত হচ্ছেন।

১৪০ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা । অগ্নি ঋষি । বিষ্টারপংক্তি, বৃহতী, জ্যোতি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি ভ্রাজন্তে অর্চয়ো বিভাবসো ।
বৃহদ্ভানো শবসা বাজমুক্থ্যং দধাসি দাশুষে কবে ॥ ১
পাবকবর্চাঃ শুক্রবর্চা অনূনবর্চা উদিয়র্ষি ভানুনা ।
পুত্রো মাতরা বিচরন্নুপাবসি পৃণক্ষি রোদসী উভে ॥ ২
ঊর্জো নপাজ্জাতবেদঃ সুশস্তিভির্মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ ।
ত্বে ইষঃ সং দধুর্ভূরিবর্পসশ্চিত্রোতয়ো বামজাতাঃ ॥ ৩
ইরজ্যন্নগ্নে প্রথয়স্ব জন্তুভিরস্মে রায়ো অমর্ত্য ।
স দর্শতস্য বপুষো বি রাজসি পৃণক্ষি সানসিং ক্রতুম্ ॥ ৪
ইষ্কর্তারমধ্বরস্য প্রচেতসং ক্ষয়ন্তং রাধসো মহঃ ।
রাতিং বামস্য সুভগাং মহীমিষং দধাসি সানসিং রয়িম্ ॥ ৫
ঋতাবানং মহিষং বিশ্বদর্শতমগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ ।
শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং ত্বা গিরা দৈব্যং মানুষা যুগা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তোমার প্রশস্ত অন্ন আছে, তোমার শিখাগুলি বিলক্ষণ দীপ্তি পাচ্ছে, ঔজ্জ্বল্যই তোমার সম্পত্তি, তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড, তুমি ক্রিয়াকুশল, তুমি দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও বল দাও। ২। হে অগ্নি! যখন তুমি দীপ্তির সাথে উদয় হও তখন তোমার তেজ সকলকে পরিশুদ্ধ করতে থাকে, এ শুক্লবর্ণ ধারণপূর্বক বৃহৎ হয়ে উঠে! তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ করতে থাক, তুমি যেন পুত্র, তারা যেন মাতা, সে নিমিত্ত যেন তুমি ক্রীড়া করে তাদের আলিঙ্গন কর। ৩। হে তেজের পুত্র জাতবেদা! উৎকৃষ্ট স্তবপাঠসহকারে তোমাকে সংস্থাপন করা হয়েছে, তুমি আনন্দ কর। তোমার উপরেই নানাবিধ ও নানাপ্রকারে সংগৃহীত উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী হোম করা হয়েছে। ৪। হে অমর অগ্নি! নবজাতকিরণমণ্ডলে বিভূষিত হয়ে আমাদের নিকট ধন বিস্তার কর, তুমি সুদৃশ্য মূর্তিতে সুশোভিত হয়েছ, সর্বফলদাতা যজ্ঞকে সংস্পর্শ করছ। ৫। হে অগ্নি। তুমি যজ্ঞের শোভাসম্পাদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্ন দান করে থাক, উত্তম উত্তম বস্তুও দান কর। এরূপ তোমাকে স্তব করি। অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন দাও এবং সর্বফলোৎপাদক ধন দান কর। ৬। যজ্ঞোপযোগী সর্বদ্রষ্টা প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ সুখের জন্য আধান করেছে। তোমার কর্ণ সকল শুনে, তোমার মত বিস্তারশালী কিছু নেই, তুমি দেবলোকবাসী, এরূপ তোমাকে মনুষ্যেরা স্ত্রীপুরুষে স্তব করে।

১৪১ সূক্ত ।। বিশ্বেদেবা দেবতা। অগ্নি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ প্রত্যঙ্নঃ সুমনা ভব ।
প্র নো যচ্ছ বিশস্পতে ধনদা অসি নস্ত্বম্ ॥ ১
প্র নো যচ্ছত্বর্যমা প্র ভগঃ প্র বৃহস্পতিঃ ।
প্র দেবাঃ প্রোত সূনৃতা রায়ো দেবী দদাতু নঃ ॥ ২
সোমং রাজানমবসেঽগ্নিং গীর্ভির্হবামহে ।
আদিত্যান্বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥ ৩
ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং সুহবেহ হবামহে ।
যথা নঃ সর্ব ইজ্জনঃ সঙ্গত্যাং সুমনা অসৎ ॥ ৪
অর্যমণং বৃহস্পতিমিন্দ্রং দানায় চোদয় ।
বাতং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারং চ বাজিনম্ ॥ ৫

ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয় ।
ত্বং নো দেবতাতয়ে রায়ো দানায় চোদয় ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! উপযুক্তমত উপদেশ দাও, আমাদের প্রতি অনুকূল ও প্রসন্ন হও। হে নরপতি! তুমি ধনের দানকর্তা, অতএব আমাদের ধন দান কর। ২। অর্যমা ভগ বৃহস্পতি দেবগণ সত্যপ্রিয় বাকময়ী সরস্বতী দেবী এঁরা সকলে আমাদের দান করুন। ৩। আমাদের রক্ষা করবার জন্য আমরা সোম রাজাকে অগ্নি সূর্য আদিত্যগণ বিষ্ণু ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতিকে স্তবের দ্বারা আহ্বান করছি। ৪। ইন্দ্র বায়ু ও বৃহস্পতি, এঁদের ডাকলে আনন্দ হয়, এঁদের ডাকছি, এঁরা যেন সকলেই ধনলাভবিষয়ে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। ৫। অর্যমা বৃহস্পতি ইন্দ্র বায়ু বিষ্ণু সরস্বতী এবং শীঘ্রগামী সবিতাদেবকে দানের জন্য অনুরোধ কর। ৬। হে অগ্নি! তুমি অপরাপর অগ্নিদের সাথে এক হয়ে আমাদের স্তব ও যজ্ঞের শ্রীবৃদ্ধি কর। আমাদের যজ্ঞের জন্য তুমি দাতাদের ধনদান করতে অনুরোধ কর।

১৪২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। জরিতা প্রভৃতি চারপক্ষী, প্রত্যেকে দুই দুই ঋকের ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়মগ্নে জরিতা ত্বে অভূদপি সহসঃ সূনো নহ্য ন্যদস্ত্যাপ্যম্ ।
ভদ্রং হি শর্ম ত্রিবরূথমস্তি ত আরে হিংসানামপ দিদ্যুমা কৃধি ॥ ১
প্রবত্তে অগ্নে জনিমা পিতূয়তঃ সাচীব বিশ্বা ভুবনা ন্যৃঞ্জসে ।
প্র সপ্তয়ঃ প্র সনিষন্ত নো ধিয়ঃ পুরশ্চরন্তি পশুপা ইব ত্মনা ॥ ২
উত বা উ পরি বৃণক্ষি বপ্সদ্বহোরগ্ন উলপস্য স্বধাবঃ ।
উত খিল্যা উর্বরাণাং ভবন্তি মা তে হেতিং তবিষীং চুক্রুধাম ॥ ৩
যদুদ্বতো নিবতো যাসি বপ্সৎপৃথগেষি প্রগর্ধিনীব সেনা ।
যদা তে বাতো অনুবাতি শোচির্বপ্তেব শ্মশ্রু বপসি প্র ভূম ॥ ৪
প্রত্যস্য শ্রেণয়ো দদৃশ্র একং নিয়ানং বহবো রথাসঃ।
বাহূ যদগ্নে অনুমর্মৃজানো ন্যঙ্ঙুত্তানামন্বেষি ভূমিম্ ॥ ৫
উত্তে শুষ্মা জিহতামুত্তে অর্চিরুত্তে অগ্নে শশমানস্য বাজাঃ ।
উচ্ছ্বঞ্চস্ব নি নম বর্ধমান আ ত্বাদ্য বিশ্বে বসবঃ সদন্তু ॥ ৬
অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনম্ ।
অন্যং কৃণুষ্বেতঃ পন্থাং তেন যাহি বশাঁ অনু ॥ ৭
আয়নে তে পরায়ণে দূর্বা রোহন্তু পুষ্পিণীঃ ।
হ্রদাশ্চ পুণ্ডরীকাণি সমুদ্রস্য গৃহা ইমে ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! এ জরিতা তোমার স্তবকর্তা হয়েছেন। হে বলের পুত্র! তোমার ন্যায় আত্মীয় কেউ নেই। তোমার বাসস্থান সুন্দর, তার তিনটি প্রকোষ্ঠ। তোমার উত্তাপে দগ্ধ হচ্ছি, তোমার উজ্জ্বলশিখা আমাদের নিকট হতে দূরে নিয়ে যাও। ২। হে অগ্নি! অন্ন কামনা বশত তুমি যখন উৎপন্ন হও তখন তোমার উৎপত্তি কি সুন্দর। তুমি বন্ধুর ন্যায় সকল ভুবন বিভূষিত কর। ইতস্ততোগামী শিখাগুলি আমাদের স্তবের উদয় করে দিয়েছে, তারা পশুপালকের ন্যায় আপনা হতেই অগ্রে অগ্রে যাচ্ছে। ৩। হে দীপ্তিশালী অগ্নি! তুমি যখন দাহ কর তখন অনেক তৃণ আপন হতে ত্যাগ করে যাও। হয়ত তুমি শস্যযুক্ত ভূমিকে শস্য শূন্য করে ফেল। আমরা যেন তোমার প্রবল শিখার কোপে পতিত না হই। ৪। যখন তুমি উপরিস্থিত ও নিম্নস্থিত বসুদের দগ্ধ করতে যাও তখন

লুণ্ঠনকারী সৈন্যদের ন্যায় পৃথক পৃথকরূপে গমন কর। যখন বায়ু তোমার পশ্চাৎ বইতে থাকে তখন তুমি বিস্তর প্রদেশ তেমনি মুণ্ডন করে দাও, যেমন নাপিত লোকের শ্মশ্রু মুণ্ডন করে দেয় (১)। ৫। এ অগ্নির অনেক শিখা দৃষ্ট হচ্ছে। এ'র গন্তব্য স্থান এক কিন্তু রথ অনেক। হে অগ্নি! তুমি যেন দু বাহু মার্জনা করতে করতে স্বয়ং নম্রমূর্তি হয়ে ঊর্ধ ভূমিতে আরোহণ কর। ৬। হে অগ্নি! তোমাকে স্তব করা যাচ্ছে, তোমার তেজ, তোমার শিখা, তোমার বলবিক্রম উদয় হোক, তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, ঊর্ধে গমন কর, নিম্নে নেমে এস। তোমার চতুর্দিকে এক্ষণে সকল বসু উপবেশন করুক। ৭। এ স্থান জলের আধার, এ স্থানে সমুদ্র অবস্থিত আছেন, হে অগ্নি! তুমি আর এক পথ ধর, সে পথ দিয়ে যথা ইচ্ছা যাও। ৮। হে অগ্নি! তুমি এলে অথবা প্রতিগমন করলে বিস্তর পুষ্পবতী দূর্বা এ স্থানে উৎপন্ন হোক। এ স্থানে হ্রদ আছে, শ্বেতপদ্ম আছে, সমুদ্রের অবস্থিতি আছে।

টীকা ঃ ১। এ ঋকে লুণ্ঠনকারী সেনার ও শ্মশ্রুমুণ্ডনকারী নাপিতের উল্লেখ আছে।

১৪৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্যং চিদত্রিমৃতজুরমর্থমশ্বং ন যাতবে।
কক্ষীবন্তং যদী পুনা রথং ন কৃণুথো নবম্ ॥ ১
ত্যং চিদশ্বং ন বাজিনমরেণবো যমত্নত।
দৃড়্হং গ্রন্থিং ন বি ষ্যতমত্রিং যবিষ্ঠমা রজঃ ॥ ২
নরা দংসিষ্ঠাবত্রয়ে শুভ্রা সিষাসতং ধিয়ঃ।
অথা হি বাং দিবো নরা পুনঃ স্তোমো ন বিশসে ॥ ৩
চিতে তদ্বাং সুরাধসো রাতিঃ সুমতিরশ্বিনা।
আ যন্নঃ সদনে পৃথৌ সমনে পর্ষথো নরা ॥ ৪
যুবং ভুজ্যুং সমুদ্র আ রজসঃ পার ঈঙ্খিতম্।
যাতমচ্ছা পতত্রিভির্নাসত্যা সাতয়ে কৃতম্ ॥ ৫
আ বাং সুম্নৈঃ শংযূ ইব মংহিষ্ঠা বিশ্ববেদসা।
সমস্মে ভূষতং নরোৎসং ন পিপ্যুষীরিষঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! অত্রিঋষি যজ্ঞ করে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে তোমরা এরূপ করলে, যে তিনি ঘোটকের ন্যায় গন্তব্য স্থানে গেলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয় সেরূপ তোমরা কক্ষীবান ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করলে। ২। প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুরা অত্রিকে শীঘ্রগামী ঘোটকের ন্যায় বন্ধন করে রেখেছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলে দেয় সেরূপ তোমরা অত্রিকে মোচন করলে, তিনি যুবা পুরুষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে চলে এলেন। ৩। হে শুভ্রবর্ণ সুশ্রী নায়কদ্বয়! অত্রিকে বুদ্ধিদান করতে ইচ্ছা কর। হে স্বর্গের নায়কদ্বয়! তাহলে আবার স্তবকীর্তন করতে পারি। ৪। হে উত্তম অন্নসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! হে নায়কদ্বয়! মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হলে তোমরা যখন আমাদের গৃহে এসে রক্ষা করেছ তখন বুঝছি যে আমাদের দান এবং আমাদের স্তব তোমরা জানতে পেরেছ। ৫। ভুজ্যু নামক ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হয়েছিল, তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হচ্ছিল, তোমরা পক্ষযুক্ত নৌকা নিয়ে তাঁর নিকটে উপস্থিত হলে। হে সত্যস্বরূপ অশ্বিদ্বয়! তোমরা তাঁকে পুনর্বার যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ করে দিলে। ৬। হে সর্বজ্ঞ নায়কদ্বয়! তোমরা ভাগ্যবন্ত

লোকের ন্যায় দাতা হয়ে আমাদের নিকটে ধনের সাথে এস। যেরূপ দুগ্ধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে গাভীর আপীন পূর্ণ করে সেরূপ আমাদের ধনে পূর্ণ কর।

১৪৪ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। সুপর্ণ ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী, সতোবৃহতী, বিস্টারপংক্তি ছন্দ।

অয়ং হি তে অমর্ত্য ইন্দুরত্যো ন পত্যতে। দক্ষো বিশ্বায়ুর্বেধসে ॥ ১
অয়মস্মাসু কাব্য ঋভুর্বজ্রো দাস্বতে। অয়ং-বিভর্ত্যূর্ধ্বকৃশনং মদমৃভুর্ন কৃত্ব্যং মদম্ ॥ ২
ঘৃষুঃ শ্যেনায় কৃত্বন আসু স্বাসু বংসগঃ। অব দীধেদহীশুব ॥ ৩
যং সুপর্ণঃ পরাবতঃ শ্যেনস্য পুত্র আভরৎ। শতচক্রং যো হ্যো বর্তনিঃ ॥ ৪
যং তে শ্যেনশ্চারুমবৃকং পদাভরদরুণং মানমন্ধসঃ। এনা বয়ো বি তার্যাযুর্জীবস এনা জাগার বন্ধুতা ॥ ৫
এবা তদিন্দ্র ইন্দুনা দেবেষু চিদ্ধারয়াতে মহি ত্যজঃ। ক্রত্বা বয়ো বি তার্যায়ুঃ সুক্রতো ক্রত্বায়মস্মাদা সুতঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! তুমি সৃষ্টিকর্তা। তোমার জন্য এ অমৃততুল্য সোম ঘোটকের ন্যায় ধাবিত হচ্ছে। এ বলের আধানকারী এবং সকলের জীবনস্বরূপ। ২। দাতা ইন্দ্রের উজ্জ্বল বজ্র আমাদের স্তবের যোগ্য। ইন্দ্র ঊর্ধ্বকৃশন নামক স্তবকর্তাকে পালন করেন। যেমন ঋভুদেব যজ্ঞকর্তাকে পালন করেন, সেরূপ ইনি পালন করেন। ৩। উজ্জ্বলমূর্তি ইন্দ্র যজমানস্বরূপ নিজ প্রজাদের নিকট অতি সুচারুরূপে গতিবিধি করেন। আমি যে শ্যেন (অর্থাৎ সুপর্ণ) ঋষি, তিনি যেন আমার বংশ বৃদ্ধি করেছেন। ৪। শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ অতি দূর দেশ হতে সোম এনেছেন, তা অশেষ কর্মের উপযোগী, তা বৃত্রের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। ৫। তা রক্তবর্ণ, তা অন্যের সৃষ্টিকর্তা, তা দেখতে সুন্দর, তা কেউই নষ্ট করতে পারে না, তা শ্যেন আপন চরণের দ্বারা আহরণ করেছে। হে ইন্দ্র! এ সোমের অনুরোধে অন্ন, পরমায়ু ও জীবন বিতরণ কর, এর অনুরোধে আমাদের সাথে বন্ধুত্ব কর। ৬। সোম পান করে ইন্দ্র দেবতাদের এবং আমাদের বিশিষ্ট রূপ রক্ষা করেন। হে উৎকৃষ্ট কর্মকারী ইন্দ্র! যজ্ঞের অনুরোধে আমাদের অন্ন ও পরমায়ু প্রদান কর, যজ্ঞের অনুরোধে এ সোম আমাদের কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৪৫ সূক্ত ॥ সপত্নীপীড়ন দেবতা। ইন্দ্রাণী ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাম্।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্ ॥ ১
উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি।
সপত্নীং মে পরা ধম পতিং মে কেবলং কুরু ॥ ২
উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ।
অথা সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ ॥ ৩
নহ্যস্যা নাম গৃভ্ণামি নো অস্মিন্রমতে জনে।
পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি ॥ ৪
অহমস্মি সহমানাথ ত্বমসি সাসহিঃ।
উভে সহস্বতী ভূত্বী সপত্নীং মে সহাবহৈ ॥ ৫
উপ তেঽধাং সহমানামভি ত্বাধাং সহীয়সা।
মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু ॥ ৬

অনুবাদ : ১। এই যে তীব্র শক্তিযুক্ত লতা, এ ওষধি, এ আমি খননপূর্বক

উদ্ধৃত করছি, এ দ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, এ দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়। ২। হে ওষধি! তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হবার উপায়-স্বরূপ, দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার তেজ অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূরে করে দাও, যাতে আমার স্বামী আমারই বশীভূত থাকেন, তুমি তা করে দাও। ৩। হে ওষধি! তুমি প্রধান, আমি যেন প্রধান হই, প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হয়ে থাকে। ৪। সে সপত্নীর নাম পর্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপ্রিয়, দূর অপেক্ষা আরও দূরে আমি সপত্নীকে পাঠিয়ে দিই। ৫। হে ওষধি! তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা, আমারও ক্ষমতা আছে, এস আমরা উভয়ে ক্ষমতাপন্ন হয়ে সপত্নীকে হীনবল করি। ৬। হে পতি! এ ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখলাম। সে শক্তিযুক্ত উপাধান (বালিশ) তোমার মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয় (১)।

টীকাঃ ১। এ সূক্তটি সপত্নীদের উপর প্রভুত্ব লাভের মন্ত্র। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক তা বলা বাহুল্য। এসূক্ত রচনার সময় বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীদের মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ভাব ছিল, তা স্পষ্টই দৃষ্ট হচ্ছে।

১৪৬ সূক্ত ।। অরণ্যানী দেবতা। দেবমুনি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী ॥ ১
বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে ॥ ২
উত গাব ইবাদন্ত্যুত বেশ্মেব দৃশ্যতে।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি ॥ ৩
গামঙ্গৈষ আ হ্বয়তি দার্বঙ্গৈষো অপাবধীৎ।
বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষদিতি মন্যতে ॥ ৪
ন বা অরণ্যানি র্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নি পদ্যতে ॥ ৫
আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্ ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। হে অরণ্যানি! (বৃহৎ বন)। তুমি যেন দেখতে দেখতে অন্তর্হিত হয়ে যাও, (অর্থাৎ কতদূরে চলেছ, স্থির করা যায় না)। তুমি কেন গ্রামে যাবার পথ জিজ্ঞাসা কর না? তোমার কি একাকী থাকতে ভয় হয় না? ২। এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করছে আর এক জন্তু চীচী ইত্যাকার শব্দ করে যেন তার উত্তর দিচ্ছে, যেন এরা বীণার ঘটায় ঘটায় (পর্দ্দায় পর্দ্দায়) শব্দ নির্গত করে অরণ্যানীকে বর্ণনা করছে। ৩। অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী চরছে, এরূপ ভ্রম হয়, কোথাও যেন একটি অট্টালিকার মত দৃষ্ট হয়, সন্ধ্যাবেলা যেন তার মধ্য হতে শত শত শকট নির্গত হয়ে আসছে (১)। ৪। তবে কি এ ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করছে? তবে কি এ আর এক ব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করছে? অরণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জ্ঞান করে যেন সন্ধ্যাবেলা কেউ চীৎকার করে উঠল। ৫। বাস্তবিক অরণ্যানী কারও প্রাণ বধ করেন না। অন্য অন্য পশু না এলে সেখানে

কোন আশঙ্কা নেই, সেখানে সুস্বাদ: ফল আহার করে অতি সুখে কালক্ষেপ হয়। ৬। মৃগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার সেখানে বিদ্যমান আছে, সেখানে কৃষক লোক আদৌ নেই। অরণ্যানী হরিণদের জননী স্বরূপা। এরূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করলাম।

টীকা ঃ ১। আলোক ও অন্ধকারের ক্রীড়া বশত এ সকল অলীক দৃষ্টি। এ সূক্তটি অরণ্য সম্বন্ধে একটি কবিতা মাত্র।

১৪৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুবেদা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শ্রত্তে দধামি প্রথমায় মন্যবেঽহন্যদ্বৃত্রং নর্যং বিবেরপঃ।
উভে যত্ত্বা ভবতো রোদসী অনু রেজতে শুষ্মাৎ পৃথিবী চিদদ্রিবঃ ॥ ১
ত্বং মায়াভিরনবদ্য মায়িনং শ্রবস্যতা মনসা বৃত্রমর্দয়ঃ।
ত্বামিন্নরো বৃণতে গবিষ্টিষু ত্বাং বিশ্বাসু হব্যাস্বিষ্টিষু ॥ ২
ঐষু চাকন্ধি পুরুহূত সূরিষু বৃধাসো যে মঘবন্নানশুর্মঘম্।
অর্চন্তি তোকে তনয়ে পরিষ্টিষু মেধসাতা বাজিনমহ্রয়ে ধনে ॥ ৩
স ইন্নু রায়ঃ সুভৃতস্য চাকনন্মদং যো অস্য রংহ্যং চিকেততি।
ত্বাবৃধো মঘবন্দাশ্বধ্বরো মক্ষূ স বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ ॥ ৪
ত্বং শর্ধায় মহিনা গৃণান উরু কৃধি মঘবঞ্ছগ্ধি রায়ঃ।
ত্বং নো মিত্রো বরুণো ন মায়ী পিত্বো ন দস্ম দয়সে বিভক্তা ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমার ক্রোধকে আমি প্রধান বলে মান্য করি। কারণ তুমি বৃত্রকে বধ করেছ এবং লোকহিতার্থে বৃষ্টি সৃষ্টি করেছ। দ্যুলোক ও ভূলোক তোমারই অধীন হয়ে থাকে। হে বজ্রধারী! এ পৃথিবী তোমার প্রভাবে কাঁপতে থাকে। ২। হে ইন্দ্র! তোমার কিছুমাত্র নিন্দা নেই। তুমি অন্ন সৃষ্টি করবার সংকল্প করে আপনার ক্ষমতা দ্বারা মায়াবী বৃত্রকে পীড়া দিলে। মনুষ্যগণ গো-কামনা করে তোমার নিকট যাচক হয়। সকল যজ্ঞ ও হোমের সময় তোমাকেই প্রার্থনা করে। ৩। হে ধনশালী! হে পুরুহূত! এ সকল বিদ্বান ব্যক্তির নিকট প্রাদুর্ভূত হও, এরা তোমার প্রসাদে শ্রীবৃদ্ধিশালী ও ধনবান হয়েছেন। পুত্রপৌত্র ও অন্যান্য অভিলষিত বস্তুলাভের জন্য এবং বিশিষ্ট ধন পাবার নিমিত্ত এঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক বলবান ইন্দ্রেরই পূজা করেন। ৪। যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে সোমপান-জনিত আনন্দ প্রদান করতে জানে, সে প্রচুর পরিমাণ ধন প্রার্থনা করে। হে ধনশালী ইন্দ্র! তুমি যে যজ্ঞদাতা ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কর, সে শীঘ্রই নিজ কিঙ্করদের দ্বারা ধনে অন্নে পরিপূর্ণ হয়। ৫। বল পাবার জন্য তোমাকে বিশিষ্টরূপ স্তব করা হয়, তুমি বিপুল বল প্রদান কর, ধনও দাও। হে প্রিয়দর্শন! তুমি মিত্র ও বরুণের ন্যায় অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী, তুমি আমাদের অন্ন সমস্ত ভাগ করে দিয়ে থাক।

১৪৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। পৃথু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সুষ্বাণাস ইন্দ্র স্তুমসি ত্বা সসবাংসশ্চ তুবিনৃমণ বাজম্।
আ নো ভর সুবিতং যস্য চাকন্ত্মনা তনা সনুয়াম ত্বোতাঃ ॥ ১
ঋষ্বস্ত্বমিন্দ্র শূর জাতো দাসীর্বিশঃ সূর্যেণ সহ্যাঃ।
গুহা হিতং গুহ্যং গূঢ়হমপ্সু বিভৃমসি প্রস্রবণে ন সোমম্ ॥ ২
অর্যো বা গিরো অভ্যর্চ বিদ্বানৃষীণাং বিপ্রঃ সুমতিং চকানঃ।
তে স্যাম যে রণয়ন্ত সোমৈরেনোত তুভ্যং রথোড়হ ভক্ষৈঃ ॥ ৩

ইমা ব্রহ্মেন্দ্র তুভ্যং শংসি দা নৃভ্যো নৃণাং শূর শবঃ।
তেভির্ভব সক্রতুর্যেষু চাকন্নুত ত্রায়স্ব গৃণত উত স্তীন্ ॥ ৪
শ্রুধী হবমিন্দ্র শূর পৃথ্যা উত স্তবসে বেন্যস্যার্কৈঃ।
আ যস্তে যোনিং ঘৃতবন্তমস্বারূর্মির্ন নিম্নৈর্দ্রবয়ন্ত বক্কাঃ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রচুর ধনশালী ইন্দ্র! আমরা সোম প্রস্তুত করে এবং অন্নের আয়োজন করে তোমাকে স্তব করছি। যে সম্পত্তি তোমার মনের অনুরূপ, তা আমাদের প্রচুর পরিমাণে দান কর। তোমার আশ্রয়ে আমরা নিজ উদ্যোগেই যেন ধন লাভ করি। ২। হে বীর প্রিয়দর্শন ইন্দ্র! তুমি জন্ম গ্রহণ করবার পরই সূর্যমূর্তিতে দাসজাতীয় প্রজাদের পরাভব কর। যে গুহার মধ্যে লুকাইত বা জলের মধ্যে নিগূঢ় আছে তাকেও পরাভব কর। বৃষ্টিপতন হলেই আমরা সোম প্রস্তুত করব। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, বিদ্বান ও মেধাবী, তুমি ঋষিদের স্তব-কামনা কর এবং সে স্তুতিবাক্যগুলি অনুমোদন কর। আমরা সোমের দ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করেছি, অতএব আমরা যেন তোমার অন্তরঙ্গ হই। হে রথারূঢ়! এ সকল আহারের দ্রব্য তোমাকে নিবেদন করি। ৪। হে ইন্দ্র! এ সকল প্রধান প্রধান স্তব তোমার উদ্দেশে পাঠ করা হয়েছে। হে বীর! যাঁরা প্রধানের প্রধান, তাঁদের অন্ন দান কর। যাদের স্নেহ কর, তারা যেন তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে। যাঁরা স্তব করবার জন্য একত্রে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের রক্ষা কর। ৫। হে বীর ইন্দ্র। আমি পৃথু তোমাকে ডাকছি, আমার আহ্বান শোন, বেনের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমাকে স্তব করা হচ্ছে। এ বেনপুত্র ঘৃতযুক্ত যজ্ঞগৃহে এসে তোমাকে স্তব করেছে। আর আর স্তবোচ্চারণকারিগণও ধাবিত হচ্ছে, যেরূপ তরঙ্গগণ নিম্নপথে ধাবিত হয় সেরূপ ধাবিত হচ্ছে।

১৪৯ সূক্ত ॥ সবিতা দেবতা। অর্চং ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরম্ণাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ।
অশ্বামিবাধুক্ষদ্ধুনিমন্তরিক্ষমতূর্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রম্ ॥ ১
যত্রা সমুদ্রঃ স্কভিতো ব্যৌনদপাং নপাৎ সবিতা তস্য বেদ।
অতো ভূরত আ উত্থিতঃ রজোহতো দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্ ॥ ২
পশ্চেদমন্যদভবদ্যজত্রমমর্ত্যস্য ভুবনস্য ভূনা।
সুপর্ণো অঙ্গ সবিতুর্গরুত্মান্ পূর্বো জাতঃ স উ অস্যানু ধর্ম ॥ ৩
গাব ইব গ্রামং যূযুধিরিবাশ্বান্বাশ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা।
পতিরিব জায়ামভি নো ন্যেতু ধর্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ॥ ৪
হিরণ্যস্তুপঃ সবিতর্যথা ত্বাঙ্গিরসো জুহ্বে বাজে অস্মিন্।
এবা ত্বার্চন্নবসে বন্দমানঃ সোমস্যেবাংশুং প্রতি জাগরাহম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন, তিনি বিনা অবলম্বনে দ্যুলোককে দৃঢ়রূপে বেঁধে রেখেছেন। এ দেখ আকাশে সমুদ্রের ন্যায় মেঘরাশি অবস্থিত আছে, এরা ঘোটকের ন্যায় গাত্র কম্পিত করে, এরা নিরুপদ্রব স্থানে বদ্ধ আছে, এ হতে সবিতাই জল নির্গত করেন। ২। সমুদ্রতুল্য মেঘরাশি যে স্থানে বদ্ধ থেকে পৃথিবীকে আর্দ্র করে, জলের পুত্র সবিতা ঐ স্থান জানেন। তিনি হতেই পৃথিবী, তিনি হতেই আকাশ উদয় হয়েছে, তিনি হতেই দ্যুলোক ও ভূলোক বিস্তীর্ণ হয়েছে। ৩। যে সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হয়ে থাকে, যাঁরা অমর, ভুবনের উৎপন্ন জীবস্বরূপ, তাঁরা শেষে জন্মেছেন। সুপর্ণ গরুত্মান সবিতা

হতে অগ্রে জন্মেছেন। তিনি এ'র ধারণক্রিয়ার পশ্চাৎবর্তী। ৪। সে সবিতা যাঁকে সংসারশুদ্ধ সকলে প্রার্থনা করে, তিনি স্বর্গের ধারণকর্তা, তিনি আমাদের নিকট সেরূপ ঔৎসুক্যের সঙ্গে আসুন, যেমন গাভীগণ গ্রামের দিকে যায়, যেমন যোদ্ধা ব্যক্তি অশ্বের দিকে যায়, যেমন নবপ্রসূতা ধেনু প্রসন্নমনে দুগ্ধ বর্ষণ করতে করতে বৎসের দিকে যায়, যেমন স্বামী স্ত্রীর নিকটে যায় (১)। ৫। হে সবিতা! যেমন অঙ্গিরার বংশসম্ভূত আমার পিতা হিরণ্যস্তূপ এ যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করছেন, তদ্রূপ আমি তাঁর পুত্র অর্চৎ তোমার নিকট আশ্রয় লাভের জন্য বন্দনা করতে করতে তোমার সেবার জন্য তেমনি সতর্ক আছি, যেমন যজমানেরা সোমলতা রক্ষার জন্য সতর্ক থাকে।

টীকা ঃ ১। উপমাগুলি লক্ষণীয়।

১৫০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। মৃড়ীক ঋষি। বৃহতী, উপরিষ্টাজ্জ্যোতি ছন্দ।

সমিদ্ধশ্চিৎসমিধ্যসে দেবেভ্যো হব্যবাহন।
আদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভির্ন আ গহি মৃলীকায় ন আ গহি ॥ ১
ইমং যজ্ঞমিদম্ বচো জুজুষাণ উপাগহি।
মর্তাসস্ত্বা সমিধান হবামহে মৃলীকায় হবামহে ॥ ২
ত্বামু জাতবেদসং বিশ্ববারং গৃণে ধিয়া।
অগ্নে দেবাঁ আ বহ নঃ প্রিয়ব্রতান্মৃলীকায় প্রিয়ব্রতান্ ॥ ৩
অগ্নির্দেবো দেবানামভবৎ পুরোহিতোঽগ্নিং মনুষ্যা ঋষয়ঃ সমীধিরে।
অগ্নিং মহো ধনসাতাবহং হুবে মৃলীকং ধনসাতয়ে ॥ ৪
অগ্নিরত্রিং ভরদ্বাজং গবিষ্ঠিরং প্রাবন্নঃ কণ্বং ত্রসদস্যুমাহবে।
অগ্নিং বসিষ্ঠো হবতে পুরোহিতো মৃলীকায় পুরোহিতঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদের নিকটে হব্য বহন করে থাক, তোমাকে প্রজ্বলিত করা হয়েছে, তুমি প্রদীপ্ত হয়েছ। আদিত্যগণ, বসুগণ ও রুদ্রগণের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস, সুখ দেবার জন্য এস। ২। এ যজ্ঞ, এ স্তব, এ গ্রহণ কর, নিকটে এস। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা মনুষ্য, তোমাকে ডাকছি, সুখের জন্য ডাকছি। ৩। তুমি জাতবেদা, সকলের প্রার্থিত, তোমাকে স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করি। হে অগ্নি! যাঁদের কার্য সুখকর, সে সকল দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে এস, সুখের জন্য এস। ৪। দেব অগ্নি দেবতাদের পুরোহিত হয়েছেন। মনুষ্যেরা ঋষিরা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছে। প্রচুর অর্থলাভ উদ্দেশে অগ্নিকে ডাকছি। তিনি আমাকে সুখী করুন। ৫। অগ্নি যুদ্ধের সময় অত্রি ভরদ্বাজ গবিষ্ঠির কণ্ব ও ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলেন। বসিষ্ঠ পুরোহিত অগ্নিকে আহ্বান করেন, সুখের জন্য আহ্বান করেন।

১৫১ সূক্ত ॥ শ্রদ্ধা দেবতা। শ্রদ্ধা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।
শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি বচসা বেদয়ামসি ॥ ১
প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।
প্রিয়ং ভোজেষু যজ্বস্বিদং ন উদিতং কৃধি ॥ ২
যথা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে।
এবং ভোজেষু যজ্বস্বস্মাকমুদিতং কৃধি ॥ ৩

শ্রদ্ধাং দেবা যজমানা বায়ুগোপা উপাসতে।
শ্রদ্ধাং হৃদয্যাকূত্যা শ্রদ্ধয়া বিন্দতে বসু ॥ ৪
শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্বলিত হন (১)। শ্রদ্ধাপ্রযুক্তই যজ্ঞসামগ্রী আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা সম্পত্তির মস্তকের উপরে থাকেন, এ আমি স্পষ্ট বাক্যে জানাচ্ছি। ২। হে শ্রদ্ধা! যে দান করে তুমি তার প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান কর, যে দান করতে ইচ্ছা করেছে, তাকেও সন্তুষ্ট কর। যারা ভোজন করায়, যজ্ঞ করে, তারা প্রীতি লাভ করুক। হে শ্রদ্ধা! আমার এ কথাটি রক্ষা কর। ৩। যখন অসুরেরা প্রবল হল তখন দেবতারা এ শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস করলেন যে এদের বধ করতেই হবে। হে শ্রদ্ধা! যারা ভোজন করায় ও যজ্ঞ করে, তাদের বিষয়ে আমি যা বললাম সে কথাটি সফল কর। ৪। দেবতারা এবং যজমান ব্যক্তিরা বায়ুকে রক্ষকস্বরূপ পেয়ে শ্রদ্ধারই উপাসনা করেন। মনে কোন সংকল্প উদয় হলে লোকে শ্রদ্ধারই শরণাগত হয়। শ্রদ্ধার প্রসাদে ধন লাভ করা যায়। ৫। শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতকালে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকেই মধ্যাহ্নকালে ডাকি, যখন সূর্য অস্ত যান তখনও শ্রদ্ধারই নাম করি। হে শ্রদ্ধা! এ স্থানে আমাদের শ্রদ্ধাযুক্ত করে দাও।

টীকা ঃ ১। শ্রদ্ধা অর্থে ধর্মে বা সত্যে বিশ্বাস, তা হতে একটি দেবীরূপে উপাসিত হলেন। এ সূক্তটি আধুনিক, ৩ ঋকে অসুর শব্দ পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শাস ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

শাস ইত্থা মহাঁ অস্যমিত্রখাদো অদ্ভুতঃ।
ন যস্য হন্যতে সখা ন জীয়তে কদা চন ॥ ১
স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ঙ্করঃ ॥ ২
বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।
বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥ ৩
বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
যো অস্মাঁ অভিদাসত্যধরং গময়া তমঃ ॥ ৪
অপেন্দ্র দ্বিষতো মনোঽপ জিজ্যাসতো বধম্।
বি মন্যোঃ শর্ম যচ্ছ বরীয়ো যবয়া বধম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। আমি শাস এরূপে ইন্দ্রকে স্তব করছি। হে ইন্দ্র! তুমি মহৎ, শত্রুভক্ষণকারী ও আশ্চর্য, তোমার সখার মৃত্যু নেই, তার কখনও পরাজয় হয় না। ২। যিনি কল্যাণ দান করেন, যিনি প্রজাবর্গের অধিপতি, বৃত্রের বিনাশকর্তা, যুদ্ধে রত, শত্রুকে বশ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, সোম পান করেন, অভয় দান করেন, সে ইন্দ্র আমাদের সমক্ষে আসুন। ৩। হে বৃত্র-সংহারী ইন্দ্র! রাক্ষসকে ও শত্রুদের বধ কর, বৃত্রের দন্ত, হনু ভঙ্গ করে দাও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের ক্রোধকে নিষ্ফল কর। ৪। হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রুদের বধ কর; যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষদের হীনবল কর। যে আমাদের মন্দ করে, তাকে জঘন্য অন্ধকারে নিমগ্ন কর। ৫। হে ইন্দ্র! শত্রুর মন নষ্ট করে দাও, যে আমাদের জরাজীর্ণ করতে চায়, তার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্র

প্রয়োগ কর। শত্রুর আক্রোশ হতে রক্ষা কর, উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান কর, শত্রুর সাংঘাতিক অস্ত্র খণ্ডন করে দাও।

১৫৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র মাতা নামে ঋষিগণ। গায়ত্রী ছন্দ।

ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে। ভেজানাসঃ সুবীর্যম্ ॥ ১
ত্বমিন্দ্র বলদধি সহসো জাত ওজসঃ। ত্বং বৃষন্বৃষেদসি ॥ ২
ত্বমিন্দ্রাসি বৃত্রহা ব্যন্তরিক্ষমতিরঃ। উদ্দ্যামস্তভ্না ওজসা ॥ ৩
ত্বমিন্দ্র সজোষসমর্কং বিভর্ষি বাহ্বোঃ। বজ্রং শিশান ওজসা ॥ ৪
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি বিশ্বা জাতান্যোজসা। স বিশ্বা ভুব আভবঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। ক্রিয়ানিপুণ ইন্দ্রমাতাগণ সদ্যপ্রসূত ইন্দ্রের নিকটে গিয়ে তাঁর সেবা করছেন এবং তাঁর প্রসাদে উৎকৃষ্ট ধন প্রাপ্ত হয়েছেন। ২। হে ইন্দ্র! তুমি বলবীর্য ও তেজ হতে জন্মগ্রহণ করেছ অর্থাৎ ঐ গুলিই তোমার উপাদান। হে বর্ধনকারী! তুমিই অভিলাষ পূরণকর্তা। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রের নিধনকর্তা, তুমি আকাশকে বিস্তারিত করেছ। তুমি আপন ক্ষমতাদ্বারা স্বর্গকে উন্নত করে রেখেছ। ৪। হে ইন্দ্র! সূর্য তোমার সহচর, তুমি তাকে দুই হস্তে ধারণ করে আছ। তুমি বলপূর্বক বজ্রকে শাণিত করে থাক। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি সকল জন্তুকে নিজ তেজে অভিভব কর, এরূপ তুমি সমস্ত স্থানই আক্রমণ করে আছ।

১৫৪ সূক্ত ॥ মৃতব্যক্তির অবস্থা দেবতা। যমী ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

সোম একেভ্যঃ পবতে ঘৃতমেক উপাসতে।
যেভ্যো মধু প্রধাবতি তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাম্ ॥ ১
তপসা যে অনাধৃষ্যাস্তপসা যে স্বর্যযুঃ।
তপো যে চক্রিরে মহস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ২
যে যুধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো যে তনুত্যজঃ।
যে বা সহস্রদক্ষিণাস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৩
যে চিৎপূর্ব ঋতসাপ ঋতাবান ঋতাবৃধঃ।
পিতৄন্তপস্বতো যম তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৪
সহস্রণীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্যম্।
ঋষীন্তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। কোন কোন প্রেতের জন্য সোমরস ক্ষরিত হয়, কেউ কেউ ঘৃত সেবন করে, যে সকল প্রেতের জন্য মধুর স্রোত বয়ে থাকে, হে প্রেত! তুমি তাদের নিকটে গমন কর। ২। যাঁরা তপস্যাবলে দুর্ধর্ষ হয়েছেন, যাঁরা তপস্যাবলে স্বর্গে গিয়েছেন, যাঁরা অতি কঠোর তপস্যা করেছেন, হে প্রেত! তুমি তাঁদের নিকটে গমন কর। ৩। যাঁরা যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন, যে সকল বীর শরীরের মায়া ত্যাগ করেছেন কিংবা যাঁরা সহস্রদক্ষিণা দান করেন, হে প্রেত! তুমি তাঁদের নিকটে যাও। ৪। যে সকল পূর্বতন ব্যক্তি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক পুণ্যবান হয়েছেন, পুণ্যের স্রোত বৃদ্ধি করেছেন, যাঁরা তপস্যা করেছেন হে যম! এ প্রেত তাঁদের নিকটেই যাক। ৫। যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র প্রকার সৎকর্মের পদ্ধতি প্রদর্শন করেছেন, যাঁরা সূর্যকে রক্ষা করেন, যাঁরা তপস্যা হতে উৎপন্ন হয়ে তপস্যাই করেছেন; হে যম! এ প্রেত সে সকল ঋষিদের নিকট যাক (১)।

টীকা ঃ ১। পুণ্যকর্মে স্বর্গলাভ হয়, তা এ সূক্তে প্রকাশিত হচ্ছে! বেদের যম স্বর্গসুখদাতা, দণ্ডের নিয়ন্তা নন, তাও এ হতে প্রকাশ পাচ্ছে।

১৫৫ সূক্ত ॥ অলক্ষ্মী নাশ ও ব্রহ্মণস্পতি ও বিশ্বদেব দেবতা।
শিরিম্বিঠ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অরায়ি কাণে বিকটে গিরিং গচ্ছ সদান্বে।
শিরিম্বিঠস্য সত্বভিস্তেভিষ্ট্বা চাতয়ামসি ॥ ১
চত্তো ইতশ্চত্তামুতঃ সর্বা ভ্রূণান্যারুষী।
অরায্যং ব্রহ্মণস্পতে তীক্ষ্ণশৃঙ্গোদৃষন্নিহি ॥ ২
অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্।
তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥ ৩
যদ্ধ প্রাচীরজগন্তোরো মণ্ডূরধাণিকীঃ।
হতা ইন্দ্রস্য শত্রবঃ সর্বে বুদ্বুদয়াশবঃ ॥ ৪
পরীমে গামনেষত পর্যগ্নিমহৃষত।
দেবেষ্বক্রত শ্রবঃ ক ইমাং আ দধর্ষতি ॥৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অলক্ষ্মি! তুমি বদান্যতার বিপক্ষ, সর্বদা কুৎসিত শব্দ কর, তোমার আকৃতি বিকট, আক্রোশ করাই তোমার একমাত্র কার্য। তুমি পর্বতে যাও। আমি শিরিম্বিঠ, আমি এরূপ উপায় করছি, যাতে তোমাকে অবশ্যই দূর করব। ২। সে অলক্ষ্মী সর্বজাতীয় ভ্রূণকে নষ্ট করে, (অর্থাৎ বৃক্ষলতা শস্যাদির অংকুর নষ্ট করে দুর্ভিক্ষ আনে); তাকে আমি এ স্থান হতে এবং ঐ স্থান হতে দূর করলাম। হে তীক্ষ্ণতেজা ব্রহ্মণস্পতি! বদান্যতার বিপক্ষস্বরূপা সে অলক্ষ্মীকে এ স্থান হতে দূর করে এস। ৩। ঐ একখানি কাষ্ঠ সমুদ্র তীরের নিকটে ভাসছে, ওর পুরুষ অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী কেউ নেই। হে বিরূপাকৃতি অলক্ষ্মী! ওর উপর আরোহণপূর্বক সমুদ্রের অপর পারে যাও। ৪। হে হিংসাময়ী কুৎসিতশব্দকারিণী অলক্ষ্মীগণ! যখন তোমরা তৎপর হয়ে প্রকৃষ্টগমনে চলে গেলে তখন ইন্দ্রের সকল শত্রু নষ্ট হল, জলবুদ্বুদের ন্যায় তারা মিলিয়ে গেল। ৫। এ সকল ব্যক্তি গাভীদের প্রত্যুদ্ধার করেছে, এরা অগ্নিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করেছে, দেবতাদের উদ্দেশে অন্ন উৎসর্গ করেছে; কার সাধ্য যে এদের আক্রমণ করে (১)?

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি অমঙ্গলনাশের মন্ত্র। বলা বাহুল্য, এটি আধুনিক।

১৫৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কেতু ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নিং হিন্বন্তু নো ধিয়ঃ সপ্তিমাশুমিবাজিষু। তেন জেষ্ম ধনন্ধনম্ ॥ ১
যয়া গা আকরামহে সেনয়াগ্নে তবোত্যা। তাং নো হিন্ব মঘত্তয়ে ॥ ২
অগ্নে স্থূরং রয়িং ভর পৃথুং গোমন্তমশ্বিনম্। অঙ্গ্ধি খং বর্তয়া পণিম্ ॥ ৩
অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্যং রোহয়ো দিবি। দধজ্জ্যোতির্জনেভ্যঃ ॥ ৪
অগ্নে কেতুর্বিশামসি প্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ। বোধা স্তোত্রে বয়ো দধৎ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যেরূপ আজিতে অর্থাৎ ঘোটক ধাবন স্থানে শীঘ্রগামী ঘোটককে ধাবিত করা হয় সেরূপ আমাদের স্তবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করছে, তাঁর প্রসাদে আমরা যেন যাবতীয় ধন জয় করি। ২। হে অগ্নি! তোমার নিকট যেরূপ আশ্রয় পেয়ে আমরা গাভীদের উপার্জ্জন করি, তোমার যে রক্ষা আমাদের সাহায্যকারিণী সেনাস্বরূপা, সে রক্ষা আমাদের পাঠিয়ে দাও, তা হলে আমরা ধন লাভ করব। ৩। হে অগ্নি! প্রচুর ধন দাও, তার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে। আকাশকে বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত কর, বাণিজ্যকারীর বাণিজ্যকার্য প্রবর্তিত কর। ৪। হে অগ্নি! যে সূর্য সর্বদাই যাচ্ছেন, যিনি লোকদের আলোক দিচ্ছেন,

তাঁকে আকাশে বসিয়ে দাও। ৫। হে অগ্নি! তুমি প্রজাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দাও অর্থাৎ তোমাকে দেখলেই সেখানে লোকালয় আছে এরূপ অনুমান হয়। তুমি প্রিয়তম, তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি যজ্ঞধামে উপবেশন কর, স্তবের প্রতি কর্ণপাত কর, অন্ন এনে দাও।

১৫৭ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবা দেবতা। ভুবন ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ১
যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ চীক্লৃপাতি ॥ ২
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মাকং ভূত্ববিতা তনূনাম্ ॥ ৩
হত্বায় দেবা অসুরান্যদায়ন্দেবা দেবাত্বমভিরক্ষমাণাঃ ॥ ৪
প্রত্যঞ্চমর্কমনয়ঞ্চচীভিরাদিৎস্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন্ ॥ ৫

অনুবাদঃ ১। এ সমস্ত ভুবন হতে আমরা যেন সুখের উপায় করতে পারি, ইন্দ্র ও সকল দেবতা সে উপায় করে দিন। ২। ইন্দ্র ও আদিত্যগণ মিলিত হয়ে আমাদের যজ্ঞ, দেহ ও সন্তান-সন্ততিকে নিরুপদ্রব করে দিন। ৩। ইন্দ্র আদিত্যদের ও মরুদ্‌গণকে সহকারীস্বরূপ নিয়ে আমাদের দেহের রক্ষাকর্তা হোন। ৪। দেবতারা যখন অসুরদের বধ করে প্রত্যাগমন করলেন তখন তাঁদের অমরত্ব পদ রক্ষা হল (১)। ৫। নানা কার্যদ্বারা স্তবকে দেবতাদের নিকট প্রেরণ করা হল। তদনন্তর আকাশ হতে বৃষ্টি পতন হতে দেখা গেল।

টীকাঃ ১। অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে প্রয়োগ এ সূক্তের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা প্রকাশ করছে।

১৫৮ সূক্ত ॥ সূর্য দেবতা। চক্ষু ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ। অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ ॥ ১
জোষা সবিতর্যস্য তে হরঃ শতং সবাঁ অর্হতি।
পাহি নো দিদ্যুতঃ পতন্ত্যাঃ ॥ ২
চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্বতঃ। চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ ॥ ৩
চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ। সং চেদং বি চ পশ্যেম ॥ ৪
সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য। বি পশ্যেম নৃচক্ষসঃ ॥ ৫

অনুবাদঃ ১। সূর্য আমাদের স্বর্গের উপদ্রব হতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হতে রক্ষা করুন। ২। হে সবিতা! আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তোমার যে তেজ, তার উদ্দেশে একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, শত্রুদের যে সকল উজ্জ্বল অস্ত্র এসে পড়ছে, তা হতে আমাদের রক্ষা কর। ৩। সবিতাদেব আমাদের চক্ষু দান করুন, পর্বতদেব চক্ষু দান করুন। বিধাতা আমাদের চক্ষু দান করুন। ৪। আমাদের চক্ষুকে চক্ষু, অর্থাৎ দর্শনশক্তি দান কর, যাতে সকল বস্তু উত্তমরূপে প্রকাশ পায়, সে জন্য আমাদের শরীরকে চক্ষু দান কর। আমরা যেন সকল বস্তু একত্রে সংগৃহীতরূপে দর্শন করতে পারি এবং যেন বিশেষ ভাবে দর্শন করতে পারি। ৫। হে সূর্য! তোমাকে যেন আমরা অতি উৎকৃষ্টরূপে দর্শন করতে পারি আর মনুষ্যগণ যা দেখতে পায়, তা যেন আমরা বিশেষ ভাবে দর্শন করতে পারি।

১৫৯ সূক্ত ॥ শচী দেবতা । শচীই ঋষি (১) । অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

উদসৌ সূর্যো অগাদুদয়ং মামকো ভগঃ ।
অহং তদ্বিদ্বলা পতিমভ্যসাক্ষি বিষাসহিঃ ॥ ১
অহং কেতুরহং মূর্ধাহমুগ্রা বিবাচনী ।
মমেদনু ক্রতুং পতিঃ সেহানায়া উপাচরেৎ ॥ ২
মম পুত্রাঃ শত্রুহণোহথো মে দুহিতা বিরাট্ ।
উতাহমস্মি সঞ্জয়া পত্যৌ মে শ্লোক উত্তমঃ ॥ ৩
যেনেন্দ্রো হবিষা কৃত্ব্যভবদ্দ্যুম্ন্যুত্তমঃ ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্না কিলাভুবম্ ॥ ৪
অসপত্না সপত্নঘ্নী জয়ন্ত্যভিভূবরী ।
আবৃক্ষমন্যাসাং বর্চো রাধো অস্থেয়ারামিম ॥ ৫
সমজৈষমিমা অহং সপত্নীরভিভূবরী ।
যথাহমস্য বীরস্য বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । এ যে সূর্য উদয় হয়েছেন, এ আমার সৌভাগ্যই উদয় হয়েছে । আমি এ বুঝেছি, সকল সপত্নী আমার নিকট পরাস্ত, আমি স্বামীকেও বশ করেছি । ২ । আমিই কেতু, আমিই মস্তক । আমি প্রবল হয়ে স্বামীর নিকট মিষ্ট বাক্য লাভ করি । আমাকে সর্বোপরিবর্তিনী জেনে আমার স্বামী আমার কার্যেই অনুমোদন করেন, আমার মতেই চলেন । ৩ । আমার পুত্রগণ শত্রুনিধনকারী অর্থাৎ বলবান । আমার কন্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ শোভায় শোভিত । আমি সকলকে জয় করি । আমারই নাম স্বামীর নিকট আদরণীয় হয় । ৪ । যে যজ্ঞ করে ইন্দ্র বলবান ও শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, হে দেবগণ ! আমি তাই করেছি, তাতে আমার সকল শত্রু নষ্ট হয়েছে । ৫ । আমার শত্রু জীবিত থাকে না, শত্রুদের আমি বধ করি, জয় করি, পরাস্ত করি । যেমন অস্থিরবুদ্ধি লোকের সম্পত্তি অন্যে হরণ করে সেরূপ আমি অপর নারীগণের তেজ খণ্ডন করে দিয়েছি । ৬ । আমি এ সকল সপত্নীদের জয় করেছি, পরাস্ত করেছি । সে কারণে আমি এ বীরের উপর প্রভুত্ব করি, পরিবারবর্গের উপরও প্রভুত্ব করি ।

টীকা ঃ ১ । এটিও সপত্নীর উপর প্রভুত্ব লাভ করবার মন্ত্র মাত্র । শচীকে এ সূক্তের দেবতা ও ঋষি বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সূক্তটি যে ইন্দ্রাণীর উক্তি, সূক্তের মধ্যে তার কোনও নিদর্শন নেই । ফলতঃ দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং পাছে লোকে সেগুলিকে অশ্রদ্ধা করে, সেজন্য ঋষির স্থলে দেবতাদের নাম বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

১৬০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা । পূরণ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

তীব্রস্যাভিবয়সো অস্য পাহি সর্বরথা বি হরী ইহ মুঞ্চ ।
ইন্দ্র মা ত্বা যজমানাসো অন্যে নি রীরমন্তুভ্যামিমে সুতাসঃ ॥ ১
তুভ্যং সুতাস্তুভ্যমু সোত্বাসস্ত্বাং গিরঃ শ্বাত্র্যা আ হ্বয়ন্তি ।
ইন্দ্রেদমদ্য সবনং জুষাণো বিশ্বস্য বিদ্বাঁ ইহ পাহি সোমম্ ॥ ২
য উশতা মনসা সোমমস্মৈ সর্বহৃদা দেবকামঃ সুনোতি ।
ন গা ইন্দ্রস্তস্য পরা দদাতি প্রশস্তমিচ্চারুমস্মৈ কৃণোতি ॥ ৩
অনুস্পষ্টো ভবত্যেষো অস্য যো অস্মৈ রেবান্ন সুনোতি সোমম্ ।
নিররত্নৌ মঘবা তং দধাতি ব্রহ্মদ্বিষো হন্ত্যনানুদিষ্টঃ ॥ ৪

অশ্বায়ন্তো গব্যন্তো বাজয়ন্তো হবামহে ত্বোপগন্তবা উ।
আভূষন্তস্তে সুমতৌ নবায়াং বয়মিন্দ্র ত্বা শুনং হুবেম ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। এ সোমরস তীব্র করে প্রস্তুত করা হয়েছে, এর সঙ্গে আহারের সামগ্রী আছে, এ পান কর। তোমার রথবহনকারী দু ঘোটককে এ দিকে আনবার জন্য ছেড়ে দাও। হে ইন্দ্র! যেন আর আর যজমান তোমাকে সন্তুষ্ট করতে না পারে। তোমারই নিমিত্ত এ সকল সোমরস প্রস্তুত হয়েছে। ২। যে সোমরস প্রস্তুত হয়েছে, তা তোমারই জন্য, যা প্রস্তুত হবে তাও তোমারই জন্য। এ সকল স্তব উচ্চারিত হয়ে তোমাকে আহ্বান করছে। হে ইন্দ্র! আমাদের এ যজ্ঞ গ্রহণ কর। সকলি তুমি জান, এ স্থানেই সোম পান কর। ৩। যে ব্যক্তি একান্তমনে, অমায়িকভাবে, প্রীতিযুক্ত অন্তকরণে ও দেবভক্তিসহকারে এ ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তার গাভীদের নষ্ট করেন না, অতি সুন্দর সুচারু মঙ্গল তার জন্য বিধান করেন। ৪। যে ধনবান ব্যক্তি এঁর জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাকে প্রত্যক্ষরূপে নিজ মূর্তিতে দর্শন দেন। তিনি এসে তার হস্ত ধারণ করেন। আর যারা পুণ্যকর্মের দ্বেষী, তিনি কারও প্রবর্তনা ব্যতিরেকে তাদের বিনাশ করেন। ৫। হে ইন্দ্র! গাভী, ঘোটক ও অন্নের কামনাতে আমরা তোমার আগমন প্রার্থনা করছি। তোমার জন্য এ নূতন ও উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করতে করতে তোমাকে সুখকর জেনে ডাকছি।

১৬১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। যক্ষ্ম নাশন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ।
গ্রাহির্জগ্রাহ যদি বৈতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্ ॥ ১
যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্ষমেনং শতশারদায় ॥ ২
সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্।
শতং যথেমং শরদো নয়াতীন্দ্রো বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্ ॥ ৩
শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমন্তাঞ্ছতমু বসন্তান্।
শতমিন্দ্রাগ্নী সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দুঃ ॥ ৪
আহার্ষং ত্বাবিদং ত্বা পুনরাগাঃ পুনর্নব।
সর্বাঙ্গ সর্বং তে চক্ষুঃ সর্বমায়ুশ্চ তেঽবিদম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে রোগী! এ যজ্ঞসামগ্রী দ্বারা তোমাকে অপরিজ্ঞাত যক্ষ্মারোগ হতে, রাজযক্ষ্মারোগ হতে মোচন করে দিচ্ছি, তা হলে তোমার জীবন রক্ষা হবে। যদি কোন পাপগ্রহ এ রোগীকে ধরে থাকে, তা হলে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! একে তার হস্ত হতে মোচন করে দাও। ২। যদিও এ রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে থাকে অথবা যদি এ মরেও গিয়ে থাকে, যদি একেবারে মৃত্যুর নিকটেই গিয়ে থাকে তথাপি আমি মৃত্যুদেবতা নির্ঋতির নিকট হতে তাকে ফিরিয়ে আনছি। আমি একে এরূপ স্পর্শ করেছি যে এ ব্যক্তি একশত বৎসর জীবিত থাকবে। ৩। আমি এ যে আহুতি দিলাম, এর একশত চক্ষু, একশত বৎসর পরমায়ু দেয়, একশত আয়ু দেয়, এরূপ আহুতিদ্বারা আমি রোগীকে ফিরিয়ে এনেছি। ইন্দ্র যেন সমস্ত পাপ হতে একে পরিত্রাণ করে একশত বৎসর জীবিত রাখেন। ৪। হে রোগী! একশত শরৎকাল জীবিত থাক, সুখে সচ্ছন্দে একশত হেমন্ত, একশত বসন্ত জীবিত থাক। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা ও বৃহস্পতি হব্যদ্বারা তৃপ্ত হয়ে একে একশত বৎসর পরমায়ু প্রদান

করুন। ৫। হে রোগী! তোমাকে আমি পেয়েছি, তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি। তুমি পুনর্বার নবীন হয়ে এসেছ। তোমার সমস্ত অঙ্গ, সমস্ত চক্ষু, সমস্ত পরমায়ু আমি আবার পেয়েছি (১)।

টীকা ঃ ১। এটি যক্ষ্মারোগ আরাম করবার মন্ত্র। এটি যে আধুনিক তা বলা বাহুল্য। ৪ ঋকে প্রকাশ যে মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসর।

১৬২ সূক্ত ॥ গর্ভরক্ষণ দেবতা। রক্ষোহা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ব্রহ্মণাগ্নিঃ সংবিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ।
অমীবা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যোনিমাশয়ে ॥ ১
যস্তে গর্ভমমীবা দুর্ণামা যোনিমাশয়ে।
অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদমনীনশৎ ॥ ২
যস্তে হন্তি পতয়ন্তং নিষৎস্নুং যঃ সরীসৃপম্।
জাতং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৩
যস্ত ঊরূ বিহরত্যন্তরা দম্পতী শয়ে।
যোনিং যো অন্তরারেড়্হি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৪
যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৫
যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। রাক্ষস নিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সাথে একমত হয়ে এস্থান হতে গর্ভের সে সমস্ত বাধা, উপদ্রব ও রোগ দূর করে দিন হে নারি! যার দ্বারা, তোমার যোনি আক্রান্ত হয়েছে। ২। হে নারি! যে মাংসভোজী রাক্ষস অথবা যে রোগ বা উপদ্রব তোমার যোনি আক্রমণ করে, রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সাথে মিলিত হয়ে সে সমস্ত বিনাশ করুন। ৩। পুরুষের শুক্রসঞ্চারকালেই হোক অথবা গর্ভ উৎপন্ন হবার কালেই হোক অথবা গর্ভ মধ্যেই আন্দোলিত হবার কালে হোক অথবা ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে হোক, তোমার গর্ভকে যে নষ্ট করে বা নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তাকে আমরা এ স্থান হতে দূরীভূত করলাম। ৪। গর্ভ নষ্ট করবার জন্য যে তোমার দুই ঊরু বিশ্লেষিত করে দেয় অথবা যে ঐ উদ্দেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যস্থলে শয়ন করে অথবা যে যোনির মধ্যে নিপতিত পুরুষ শুক্রকে লেহন করে, তাকে এ স্থান হতে দূরীভূত করলাম। ৫। হে নারি! যে রাক্ষস তোমার ভ্রাতা, পতি, বা উপপতির মূর্তিধারণপূর্বক তোমার নিকটে গমন করে, তোমার সন্তানকে যে নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তাকে এ স্থান হতে দূরীভূত করি। ৬। যে রাক্ষস স্বপ্নাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় তোমাকে মুগ্ধ করে নিকটে যায়, যে তোমার সন্তানকে নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তাকে এ স্থান হতে দূরীভূত করি (১)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি গর্ভ রক্ষার মন্ত্র মাত্র। এটি আধুনিক, তা বলা বাহুল্য।

১৬৩ সূক্ত ॥ যক্ষ্মারোগের নাশ দেবতা। বিবৃহা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে ॥ ১
গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ।
যক্ষ্মং দোষণ্য মংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে ॥ ২

আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠোর্হৃদয়াদধি।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং যক্নঃ প্লাশিভ্যো বি বৃহামি তে ॥ ৩
ঊরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্।
যক্ষ্মং শ্রোণিভ্যাং ভাসদাদ্ভংসসো বি বৃহামি তে ॥ ৪
মেহনাদ্বনংকরণাল্লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ।
যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে ॥ ৫
অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্নো লোম্নো জাতং পর্বণি পর্বণি।
যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। তোমার দু চক্ষু, দু নাসারন্ধ্র, দু কর্ণ, চিবুক, মস্তক, মস্তিষ্ক, বা জিহ্বা এ সকল অবয়ব হতে যক্ষ্মা অর্থাৎ রোগকে আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি। ২। তোমার গ্রীবাস্থিত শিরাসমূহ হতে, স্নায়ু হতে, অস্থিসন্ধি, দুই বাহু, দুই হস্ত, দুই স্কন্ধ, এই সকল অবয়ব হতে ব্যাধিকে তাড়াচ্ছি। ৩। তোমার অন্ননাড়ী, ক্ষুদ্রনাড়ী, বৃহদণ্ড, হৃদয়স্থান, মূত্রাশয়, যকৃৎ ও অন্যান্য মাংসপিণ্ড হতে আমি ব্যাধিকে তাড়াচ্ছি। ৪। তোমার দুই ঊরু, দুই জানু, দুই পার্ষ্ণি (গোড়ালি) ও দুই চরণপ্রান্ত হতে এবং দুই নিতম্ব, কটিদেশ ও মলদ্বার হতে ব্যাধিকে আমি তাড়াচ্ছি। ৫। প্রস্রাবকারী তোমার পুরুষাঙ্গ হতে, লোম ও নখ হতে, এমন কি তোমার সর্বাঙ্গ শরীর হতে আমি এ ব্যাধিকে তাড়াচ্ছি। ৬। প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধি স্থান, তোমার সর্বাঙ্গের মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যাধি জন্মেছে, আমি তথা হতে তাকে তাড়াচ্ছি (১)।
টীকা ঃ ১। এটিও রোগ আরাম করবার মন্ত্র। এটিও আধুনিক।

১৬৪ সূক্ত ॥ দুঃস্বপ্ন নাশ দেবতা। প্রচেতা ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

অপেহি মনসস্পতেঽপ ক্রাম পরশ্চর।
পরো নির্ঋত্যা আ চক্ষ্ব বহুধা জীবতো মনঃ ॥ ১
ভদ্রং বৈ বরং বৃণতে ভদ্রং যুঞ্জন্তি দক্ষিণম্।
ভদ্রং বৈবস্বতে চক্ষুর্বহুত্রা জীবতো মনঃ ॥ ২
যদাশসা নিঃশসাভিশসোপারিম জাগ্রতো যৎস্বপন্তঃ।
অগ্নির্বিশ্বান্যপ দুষ্কৃতান্যজুষ্টান্যারে অস্মদ্দধাতু ॥ ৩
যদিন্দ্র ব্রহ্মণস্পতেঽভিদ্রোহং চরামসি।
প্রচেতা ন আঙ্গিরসো দ্বিষতাং পাত্বংহসঃ ॥ ৪
অজৈষ্মাদ্যাসনাম চাভূমানাগসো বয়ম্।
জাগ্রৎস্বপ্নঃ সঙ্কল্প পাপো যং দ্বিষ্মস্তং স ঋচ্ছতু যো নো
দ্বেষ্টি তমৃচ্ছতু ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে দুঃস্বপ্নদেবতা! তুমি মনকে অধিকার করেছ ; তুমি সরে যাও, পালাও, দূর স্থানে গিয়ে বিচরণ কর। অতিদূরে যে নির্ঋতি দেবতা আছেন, তাঁকে গিয়ে বল, যে জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ অতএব তিনি কেন মনোরথ ভঙ্গ করেন। ২। জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ থাকে সে উৎকৃষ্ট কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে, উৎকৃষ্ট ও সুন্দর ফল লাভ করবার ইচ্ছা করে। যম যেন কল্যাণ চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করেন। ৩। আশা করবার সময়, আশা ভঙ্গ হবার সময়, আশা সফল হবার সময়, কি জাগ্রতবস্থায়, কি নিদ্রাবস্থায়, যা কিছু অপকর্ম করি, সে সমস্ত ক্লেশকর পাপকে অগ্নি আমাদের নিকট হতে দূরে নিয়ে রাখুন। ৪। হে ইন্দ্র! হে ব্রহ্মণস্পতি!

যে পাপ আমরা করেছি, অঙ্গিরার সন্তান প্রচেতা শত্রুকৃত সে অকল্যাণ হতে আমাদের রক্ষা করুন। ৫। অদ্য আমরা জয়ী হয়েছি, যা লাভ করবার তা পেয়েছি, অপরাধমুক্ত হয়েছি। জাগ্রৎবস্থায় বা নিদ্রাবস্থার সময় বা সংকল্প জন্য যা কিছু পাপ ঘটেছে, তা আমাদের দ্বেষভাজন শত্রুর নিকটে যাক। যাকে আমরা দ্বেষ করি, তার নিকটে যাক (১)।

টীকা: ১। এটিও দুঃস্বপ্ন বা অন্য অমঙ্গল নাশের মন্ত্র, আধুনিক তা বলা বাহুল্য।

১৬৫ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। কপোত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দেবাঃ কপোত ইষিতো যদিচ্ছন্দুতো নির্ঋত্যা ইদমাজগাম।
তস্মা অর্চাম কৃণবাম নিষ্কৃতিং শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ১
শিবঃ কপোত ইষিতো নো অস্ত্বনাগা দেবাঃ শকুনো গৃহেষু।
অগ্নির্হি বিপ্রো জুষতাং হবির্নঃ পরি হেতিঃ পক্ষিণী নো বৃণক্তু ॥ ২
হেতিঃ পক্ষিণী ন দভাত্যস্মানাষ্ট্র্যাং পদং কৃণুতে অগ্নিধানে।
শং নো গোভ্যশ্চ পুরুষেভ্যশ্চাস্তু মা নো হিংসীদিহ দেবাঃ কপোতঃ ॥ ৩
যদুলূকো বদতি মোঘমেতদ্যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌ কৃণোতি।
যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতত্তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে ॥ ৪
ঋচা কপোতং নুদত প্রণোদমিষং মদন্তঃ পরি গাং নয়ধ্বম্।
সংয়োপয়ন্তো দুরিতানি বিশ্বা হিত্বা ন ঊর্জং প্র পতাৎপতিষ্ঠঃ ॥ ৫

অনুবাদ: ১। হে দেবগণ! ঐ কপোত নির্ঋতির প্রেরিত দূত, সে ক্লেশ দেবার অভিলাষে আমাদের গৃহে এসেছে, তার পূজা করছি, এ অকল্যাণ অপনয়ন করছি, আমাদের দ্বিপদ (দাস দাসী) ও চতুষ্পদগণ (গো, অশ্ব, মেষ, ইত্যাদি) যেন অমঙ্গলগ্রস্ত না হয়। ২। হে দেবগণ! যে কপোত আমাদের গৃহে প্রেরিত হয়েছে, এ পক্ষী আমাদের পক্ষে শুভকর হোক, যেন আমাদের কোন অকল্যাণ না করে। বুদ্ধিমান ও আমাদের আত্মীয়ভূত অগ্নি আমাদের হব্য গ্রহণ করুন। পক্ষবিশিষ্ট এ অস্ত্র আমাদের সর্বথা পরিত্যাগ করে যাক। ৩। এ পক্ষযুক্ত অস্ত্রস্বরূপ কপোত যেন আমাদের হিংসা না করে, যে বিস্তীর্ণ স্থানে অগ্নি সংস্থাপন হয়েছে, সে স্থানেই এ উপবেশন করুক। আমাদের গো মনুষ্যবর্গের মঙ্গল হোক। হে দেবগণ! কপোত যেন আমাদের এ স্থানে হিংসা না করে। ৪। এ পেচক (১) যা বলছে, তা মিথ্যা হোক। কারণ এ কপোত অগ্নিস্থানে উপবেশন করছে; যাঁর প্রেরিত দূতস্বরূপ এ এসেছে, সে মৃত্যুস্বরূপ যমকে নমস্কার। ৫। হে বন্ধুগণ! এ কপোত তাড়িয়ে দেবার যোগ্য, একে ঋকের দ্বারা তাড়িয়ে দাও। সকল অকল্যাণ ধ্বংসপূর্বক আনন্দের সাথে গাভীকে অন্নের দিকে অর্থাৎ তার আহার সামগ্রীর দিকে নিয়ে চল, এ কপোত অতিবেগে উড্ডীন হয় ও আমাদের অন্ন পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র উড্ডীন হোক।

টীকা: ১। এ সূক্ত পেচকডাকের অমঙ্গলনাশের মন্ত্র। আধুনিক, তা বলা বাহুল্য।

১৬৬ সূক্ত ॥ শত্রুবিনাশ দেবতা। ঋষভ ঋষি। অনুষ্টুপ্, মহাপংক্তি ছন্দ।

ঋষভং মা সমানানাং সপত্নানাং বিষাসহিম্।
হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাম্ ॥ ১

অহমস্মি সপত্নহেন্দ্র ইবারিষ্টো অক্ষতঃ।
অধঃ সপত্না মে পদোরিমে সর্বে অভিষ্ঠিতাঃ ॥ ২
অত্রৈব বোঽপি নহ্যাম্যুভে আর্ত্নী ইব জ্যয়া।
বাচস্পতে নি ষেধেমান্যথা মদধরং বদান্ ॥ ৩
অভিভূরহমাগমং বিশ্বকর্মেণ ধাম্না।
আ বশ্চিত্তমা বো ব্রতমা বোঽহং সমিতিং দদে ॥ ৪
যোগক্ষেমং ব আদায়াহং ভূয়াসমুত্তম আ বো মূর্ধানমক্রমীম্।
অধস্পদান্ম উদ্বদত মণ্ডূকা ইবোদকান্মণ্ডূকা উদকাদিব ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ! আমাকে এরূপ বর, যাতে আমি সমকক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, শত্রুদের পরাভব করি, বিপক্ষদের নিধন করি এবং সর্বোপরিবর্তী হয়ে অশেষ গোধনের অধিকারী হই। ২। আমি শত্রুনিধনকারী হলাম, আমাকে কেউ হিংসা বা আঘাত করতে পারে না। এ সকল শত্রু আমার দু চরণের নীচে অবস্থিতি করছে। ৩। হে শত্রুগণ ! যেমন ধনুকের দু প্রান্তভাগ ধনুর্গুণের দ্বারা বন্ধন করে সেরূপ তোমাদের এ স্থানেই বন্ধন করছি। হে বাচস্পতি ! এদের নিষেধ করে দাও, এরা যেন আমার কথার উপর কথা বলতে সমর্থ না হয়। ৪। আমার তেজ সকল কর্মের জন্যই উপযুক্ত। সে তেজ নিয়ে আমি শত্রু পরাজয় করতে এসেছি। হে শত্রুগণ ! আমি তোমাদের মন, তোমাদের কার্য, তোমাদের মিলন, সকলি অপহরণ করে নিচ্ছি। ৫। তোমাদের উপার্জন ক্ষমতা অপহরণপূর্বক আমি তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েছি, তোমাদের মস্তকে উঠেছি। যেমন জলমধ্য হতে ভেকেরা শব্দ করতে থাকে, সেরূপ তোমরা আমার চরণের তল হতে চীৎকার করতে থাক।

১৬৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি। জগতী ছন্দ।

তুভ্যেদমিন্দ্র পরি ষিচ্যতে মধু ত্বং সুতস্য কলশস্য রাজসি।
ত্বং রয়িং পুরুবীরামু নস্কৃধি ত্বং তপঃ পরিতপ্যাজয়ঃ স্বঃ ॥ ১
স্বর্জিতং মহি মন্দানমন্ধসো হবামহে পরি শক্রং সুতাঁ উপ।
ইমং নো যজ্ঞমিহ বোধ্যা গহি স্পৃধো জয়ন্তং মঘবানমীমহে ॥ ২
সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য ধর্মণি বৃহস্পতেরনুমত্যা উ শর্মণি।
তবাহমদ্য মঘবন্নুপস্তুতৌ ধাতর্বিধাতঃ কলশাঁ অভক্ষয়ম্ ॥ ৩
প্রসূতো ভক্ষমকরং চরাবপি স্তোমঃ চেমং প্রথমঃ সূরিরুন্মৃজে।
সুতে সাতেন যদ্যাগমং বাং প্রতি বিশ্বামিত্রজমদগ্নী দমে ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ! এ মধুতুল্য সোমরস তোমার জন্য ঢালা হচ্ছে, এ যে সোমের কলস প্রস্তুত করা হচ্ছে, তুমিই তার প্রভু। তুমি আমাদের জন্য প্রচুর ধন ও বিস্তর লোকজন উৎপাদন করে দাও। তুমি তপস্যা করে স্বর্গজয়ী হয়েছ (১)। ২। যে ইন্দ্র স্বর্গজয়ী হয়েছেন, যিনি সোমসদৃশ আহার পেলে বিশিষ্টরূপে আমোদ করেন, সে ইন্দ্রকে এ সকল প্রস্তুত করা সোমরসের নিকটে আসতে আহ্বান করছি। আমাদের এ যজ্ঞের সংবাদ লও, এ স্থানে এস। শত্রুবিজয়কারী ইন্দ্রের নিকট আমরা শরণাপন্ন হচ্ছি। ৩। সোম এবং রাজা বরুণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, বৃহস্পতি এবং অনুমতিদেবী মঙ্গল করছেন, হে ইন্দ্র ! তোমার স্তবে প্রবৃত্ত হয়েছি। হে ধাতা ! হে বিধাতা ! তোমাদের অনুমতিতে আমি কলস কলস সোমরস পান করলাম। ৪। হে ইন্দ্র ! তোমাকর্তৃক প্রেরিত হয়ে আমি চরুসহকারে আর আর

আহারের দ্রব্য প্রস্তুত করেছি, সর্বপ্রথম স্তবকর্তা হয়ে আমি এ স্তবটিকে পরিষ্কার করে রচনা করেছি। (ইন্দ্রের উক্তি)—হে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি! তোমরা সোম প্রস্তুত করলে আমি যখন ধন নিয়ে তোমাদের গৃহে আগমন করি তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কর।

টীকা : ১। তপস্যাদ্বারা স্বর্গজয়ের কথা আমরা এ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্তে দেখতে পাই।

১৬৮ সূক্ত। বায়ু দেবতা। অনিল ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বাতস্য নু মহিমানং রথস্য রুজন্নেতি স্তনয়ন্নস্য ঘোষঃ।
দিবিস্পৃগ্যাত্যরুণানি কৃণ্বন্নুতো এতি পৃথিব্যা রেণুমস্যন্ ॥ ১
সং প্রেরতে অনু বাতস্য বিষ্ঠা ঐনং গচ্ছন্তি সমনং ন যোষাঃ।
তাভিঃ সযুক্ সরথং দেব ঈয়তেঽস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ॥ ২
অন্তরিক্ষে পথিভিরীয়মানো ন নি বিশতে কতমচ্চনাহঃ।
অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা ক স্বিজ্জাতঃ কুত আ বভূব ॥ ৩
আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো যথাবশং চরতি দেব এষঃ।
ঘোষা ইদস্য শৃণ্বিরে ন রূপং তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম ॥ ৪

অনুবাদ : ১। যে বায়ু রথের ন্যায় বেগে ধাবিত হন, তাঁকে আমি বর্ণনা করব। এঁর শব্দ বজ্রের শব্দের ন্যায়, ইনি বৃক্ষাদি ভঙ্গ করতে করতে আসেন। ইনি চতুর্দিক রক্তবর্ণ করতে করতে আকাশ পথ অবলম্বনপূর্বক গমন করেন। এবং পৃথিবীর ধূলি বিকীরণ করতে করতে চলে যান। ২। সুস্থির পদার্থ অর্থাৎ পর্বতাদি পর্যন্ত বায়ুর গতিবশে কম্পমান হতে থাকে। ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায় সেরূপ এ বায়ুর দিকে গমন করে। তিনি সে ঘোটকীদের সহায় পেয়ে রথে আরোহণপূর্বক এ সমস্ত ভুবনের রাজার ন্যায় চলে যান। ৩। ইনি আকাশপথে গতিবিধি করবার সময় কোন দিনই স্থির হয়ে বসে থাকেন না। ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন হন, (অগ্রে বায়ু, পরে বৃষ্টি)। ইনি সত্যস্বভাব। বল দেখি, ইনি কোথায় জন্মেছেন? কোথা হতে এসেছেন? ৪। এ বায়ুদেব দেবতাদের আত্মাস্বরূপ, ভুবনের সন্তানস্বরূপ, যথা ইচ্ছা বিহার করেন। এঁর শব্দই অনেক প্রকার শোনা যায়, এঁর রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। এস, হবি দিয়ে সে বায়ুর পূজা করি।

১৬৯ সূক্ত।। গাভী দেবতা। শবর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ

ময়োভূর্বাতো অভি বাতূস্রা ঊর্জস্বতীরোষধীরা রিশন্তাম্।
পীবস্বতীর্জীবধন্যাঃ পিবন্ত্ববসায় পদ্বতে রুদ্র মৃল ॥ ১
যাঃ সরূপা বিরূপা একরূপা যাসামগ্নিরিষ্ট্যা নামানি বেদ।
যা অঙ্গিরসস্তপসেহ চক্রুস্তাভ্যঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ ॥ ২
যা দেবেষু উ তন্ব মৈরয়ন্ত যাসাং সোমো বিশ্বা রূপাণি বেদ।
তা অস্মভ্যং পয়সা পিন্বমানাঃ প্রজাবতীরিন্দ্র গোষ্ঠে রিরীহি ॥ ৩
প্রজাপতির্মহ্যমেতা ররাণো বিশ্বৈর্দেবৈঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
শিবাঃ সতীরূপ নো গোষ্ঠমাকস্তাসাং বয়ং প্রজয়া সং সদেম ॥ ৪

অনুবাদ : ১। সুখকর বায়ু গাভীদের বীজন করুন, গাভীগণ বলধায়ক তৃণ-পত্রাদি আস্বাদন করুক, প্রচুর ও প্রাণের পরিতৃপ্তিকর জল পান করুক, হে রুদ্রদেব!

চরণবিশিষ্ট অন্নস্বরূপ এ যে গাভীগণ এদের স্বচ্ছন্দে রাখ। ২। গাভীগণ কখন অনেকে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন সর্বঙ্গে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়। অগ্নি যজ্ঞ উপলক্ষে তাদের নাম সকল অবগত হন। অঙ্গিরার সন্তানেরা তপস্যাদ্বারা তাদের পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। হে পর্জ্জন্যদেব! তাদের সুখস্বচ্ছন্দ বিতরণ কর। ৩। গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদের যজ্ঞ জন্য দিয়ে থাকে (১); সোম তাদের অশেষ আকৃতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র! তাদের দুগ্ধে পরিপূর্ণ করে এবং সন্তানযুক্ত করে আমাদের জন্য গোষ্ঠে পাঠিয়ে দাও। ৪। সকল দেবতা ও পিতৃলোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রজাপতি আমাকে এ সকল গাভী উপঢৌকন দিয়েছেন। সে সকল গাভীকে কল্যাণযুক্ত করে তিনি আমাদের গোষ্ঠমধ্যে সংস্থাপন করুন, যেন আমরা সে সকল গাভীর সন্তান প্রাপ্ত হই।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ আহুতিরূপে গাভী অর্পণ করা যায়।

১৭০ সূক্ত ।। সূর্য দেবতা। বিভ্রাট্ ঋষি। জগতী, আস্তারপংক্তি ছন্দ।

বিভ্রাড়্ বৃহৎ পিবতু সোম্যং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্।
বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পুপোষ পুরুধা বি রাজতি ॥ ১
বিভ্রাড়্ বৃহৎসুভৃতং বাজসাতমং ধর্মন্দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা ॥ ২
ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ।
বিশ্বভ্রাড়্ ভ্রাজো মহি সূর্যো দৃশ উরু পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতম্ ॥ ৩
বিভ্রাজঞ্জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
যেনেমা বিশ্বা ভুবনান্যাভৃতা বিশ্বকর্মণা বিশ্বদেব্যাবতা ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। অতি দীপ্তিশালী সূর্যদেব মধুতুল্য সোমরস পান করুন, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরমায়ু বিধান করুন। তিনি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রজাদের স্বয়ং রক্ষা করেন, প্রজাবর্গের পুষ্টি বিধান করেন এবং অশেষ প্রকারে শোভা পান। ২। সূর্যরূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হচ্ছে; এ প্রকাণ্ড, অতিদীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত, এর মত অন্নদান কেউ করে না, এ আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত হয়ে আকাশকে আশ্রয় করে আছে। এ শত্রুনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দস্যুদের প্রধান নিধনকারী, অসুরদের বধকারী (১), বিপক্ষদের সংহারকারী। ৩। এ সূর্য সকল জ্যোতির্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য, ইনি সকলি জয় করেন, ধন জয় করেন; এঁকে প্রকাণ্ড বলে, ইনি সকল বস্তু আলোকযুক্ত করেন, ইনি অত্যন্ত দীপ্তিশালী, ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য বিস্তারিত হয়েছেন, ইনি বলস্বরূপ ও অবিচলিত তেজস্বরূপ। ৪। হে সূর্য! তুমি জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে আকাশের উজ্জ্বল স্থানে গিয়েছ। তোমার প্রতাপ সকল কর্মের সহায়স্বরূপ, সকল যাগযজ্ঞাদির অনুকূল, তা দিয়ে সকল ভুবন পুষ্টি লাভ করে।

টীকা ঃ ১। অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থ প্রয়োগ এ ঋকের আধুনিক রচনা প্রকাশ করছে।

১৭১ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। ইট ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ত্বং ত্যমিটতো রথমিন্দ্র প্রাবঃ সুতাবতঃ। অশৃণোঃ সোমিনো হবম্ ॥ ১
ত্বং মখস্য দোধতঃ শিরোঽব ত্বচো ভরঃ। অগচ্ছঃ সোমিনো গৃহম্ ॥ ২
ত্বং ত্যমিন্দ্র মর্তমাস্ত্রবুধ্নায় বেন্যম্। মুহুঃ শ্রথ্না মনস্যবে ॥ ৩
ত্যমিন্দ্র সূর্যং পশ্চা সন্তং পুরস্কৃধি। দেবানাং চিত্তিরো বশম্ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ! ইটঋষি যখন সোম প্রস্তুত করলেন, তখন তুমি তাঁর রথ রক্ষা করলে। সোমসম্পন্ন সে ইটের আহ্বান শ্রবণ করলে। ২। যজ্ঞ কম্পান্বিত হল, তুমি তার মস্তক শরীর হতে পৃথক করলে, সোমসম্পন্ন ইটের গৃহে গমন করলে। ৩। হে ইন্দ্র ! অশ্ববুধ্নের পুত্র বার বার তোমার স্তব করল, তাতে তুমি বেনপুত্রকে তার বশীভূত করে দিলে। ৪। যখন রম্যমূর্তি সূর্য পশ্চিম দিকে যান, দেবতারাও দেখতে পান না যে তিনি কোথায় গেছেন তখন তুমি সে সূর্যকে আবার পূর্বদিকে এনে দাও।

১৭২ সূক্ত ॥ ঊষা দেবতা। সংবর্ত ঋষি। দ্বিপদা ছন্দ।

আ যাহি বনসা সহ গাবঃ সচন্ত বর্তনিং যদূধভিঃ ॥ ১
আ যাহি বস্ব্যা ধিয়া মংহিষ্ঠো জারয়ন্মখঃ সুদানুভিঃ ॥ ২
পিতুভৃতো ন তন্তুমিৎ সুদানবঃ প্রতি দধ্মো যজামসি ॥ ৩
উষা অপ স্বসুস্তমঃ সং বর্তয়তি বর্তনিং সুজাততা ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে ঊষা ! চমৎকার তেজের সাথে তুমি এস, এ দেখ গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন নিয়ে পথে চলেছে। ২। হে ঊষা ! উৎকৃষ্ট স্তব গ্রহণ করতে এস, এই দেখ যজ্ঞকর্তা বিশিষ্ট দানের সামগ্রী নিয়ে যৎপরোনাস্তি বদান্যতার সাথে যজ্ঞ সম্পাদন করছেন। ৩। এই দেখ আমরা অন্নের সংগ্রহ করে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু দান করতে উদ্যত হয়েছি, সূত্রের ন্যায় এ যজ্ঞ বিস্তার করছি, তোমাকে যজ্ঞ দিচ্ছি। ৪। ঊষা আপনার ভগিনী রজনীর অন্ধকার নষ্ট করলেন। প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে রথ চালালেন।

১৭৩ সূক্ত ॥ রাজস্তুতি দেবতা। ধ্রুব ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আ ত্বাহার্যমন্তরেধি ধ্রবাস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধি ভ্রশৎ ॥ ১
ইহৈবৈধি মাপ চ্যোষ্ঠাঃ পর্বত ইবাবিচাচলিঃ।
ইন্দ্র ইবেহ ধ্রুবস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রমু ধারয় ॥ ২
ইমমিন্দ্রো অদীধরদ্ ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষা।
তস্মৈ সোমো অধি ব্রবত্তস্মা উ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩
ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগদ্ধ্রুবো রাজা বিশাময়ম্ ॥ ৪
ধ্রুবং তে রাজা বরুণো ধ্রুবং দেবো বৃহস্পতিঃ।
ধ্রুবং ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবম্ ॥ ৫
ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষাভি সোমং মৃশামসি।
অথো ত ইন্দ্রঃ কেবলীর্বিশো বলিহৃতস্করৎ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে রাজন ! তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করলাম। তুমি এ জনপদের মধ্যে প্রভু হও, অটল অবিচলিত এবং স্থির হয়ে থাক। সকল প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়। ২। তুমি এ স্থানেই পর্বতের ন্যায় অবিচলিত হয়ে থাক, রাজ্যচ্যুত হয়ো না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হয়ে এ স্থানে থাক। এ স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর। ৩। অক্ষয় হোমদ্রব্য পেয়ে ইন্দ্র এ নবাভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় দিয়েছেন। সোম তাকে আশীর্বাদ করেছেন। ব্রহ্মণস্পতি আশীর্বাদ করেছেন। ৪। আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এ সমস্ত পর্বত নিশ্চল, এ বিশ্বজগৎ

ইনিও প্রজাদের মধ্যে অবিচলিত রাজা হলেন। ৫। বরুণরাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন। ৬। এ দেখ অক্ষয় হোমদ্রব্যসহকারে অক্ষয় সোমরসকে সংযোজিত করছি অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাদের একায়ত্ত ও করপ্রদানোন্মুখ করেছেন। (১)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্ত রাজাকে অভিষেক করবার মন্ত্র। এটিও আধুনিক।

১৭৪ সূক্ত ॥ রাজস্তুতি দেবতা। অভীবর্ত ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অভীবর্তেন হবিষা যেনেন্দ্রো অভিবাবৃতে।
তেনাস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেঽভি রাষ্ট্রায় বর্তয় ॥ ১
অভিবৃত্য সপত্নানভি যা নো অরাতয়ঃ।
অভি পৃতন্যন্তং তিষ্ঠাভি যো ন ইরস্যতি ॥ ২
অভি ত্বা দেবঃ সবিতাভি সোমো অবীবৃতৎ।
অভি ত্বা বিশ্বা ভূতান্যভীবর্তো যথাসসি ॥ ৩
যেনেন্দ্রো হবিষা কৃৎব্যভবদ্দ্যুম্ন্যুত্তমঃ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্নঃ কিলাভুবম্ ॥ ৪
অসপত্নঃ সপত্নহাভিরাষ্ট্রো বিষাসহিঃ।
যথাহমেষাং ভূতানাং বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞসামগ্রী নিয়ে দেবতাদের নিকটে যেতে হয়, এরূপ যজ্ঞ সামগ্রী প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্র অনুকূল হয়েছেন। হে ব্রহ্মণস্পতি! এরূপ রাজসামগ্রীসহকারে আমরা যজ্ঞ করেছি, অতএব আমাদের পদ দাও। ২। যারা বিপক্ষ, যারা আমাদের হিংসাকারী শত্রু, যে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে, যে আমাদের দ্বেষ করে, হে রাজন্! এরূপ সকল ব্যক্তির সম্মুখীন হও। ৩। সবিতাদেব তোমার প্রতি অনুকূল হয়েছেন, সোম অনুকূল হয়েছেন, সর্বপ্রাণী তোমার প্রতি অনুকূল, তুমি অভীবর্ত অর্থাৎ সকলের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছ। ৪। হে দেবগণ! যে যজ্ঞসামগ্রীদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক ইন্দ্র সর্ব জ্যেষ্ঠ হয়েছেন, আমিও তাতেই যজ্ঞ করেছি; তা দিয়ে নিশ্চয়ই আমি শত্রুর দুর্ধর্ষ হয়েছি। ৫। আমার শত্রু নেই, আমি শত্রুদের বধ করেছি, আমি রাজ্যের প্রভু ও বিপক্ষ নিরাকরণে সক্ষম হয়েছি। এমতে আমি সকল প্রাণিবর্গের উপর এবং এ সকল লোকদের উপর অধীশ্বর হয়েছি।

১৭৫ সূক্ত ॥ সোম প্রস্তুত করবার উপযোগী প্রস্তর সকল দেবতা।
ঊর্ধ্বগ্রাবা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র বো গ্রাবাণঃ সবিতা দেবঃ সুবতু ধর্মণা। ধূর্ষু যুজ্যধ্বং সুনুত ॥ ১
গ্রাবাণো অপ দুচ্ছুনামপ সেধত দুর্মতিম্। উস্রাঃ কর্তন ভেষজম্ ॥ ২
গ্রাবাণ উপরেষ্বা মহীয়ন্তে সজোষসঃ। বৃষ্ণে দধতো বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৩
গ্রাবাণঃ সবিতা নু বো দেবঃ সুবতু ধর্মণা। যজমানায় সুন্বতে ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রস্তরগণ! দেব সবিতা নিজ ক্ষমতা দ্বারা তোমাদের সোম প্রস্তুত করবার জন্য নিযুক্ত করুন। তোমরা স্বকর্মে নিযুক্ত হও, সোম প্রস্তুত কর। ২। হে প্রস্তরগণ! অসুখের হেতু দূর করে দাও, দুর্মতি দূর করে দাও। গাভীদের আমাদের ঔষধরূপে পরিণত কর। ৩। প্রস্তরগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে মধ্যবর্তী বিস্তৃত একখানি প্রস্তরের চতুঃপার্শ্বে শোভা পাচ্ছে। রসবর্ষণকারী সোমের প্রতি তারা নিজবল প্রয়োগ করছে। ৪। হে প্রস্তরগণ! দেবসবিতা সোমযাগকারী যজমানের জন্য তোমাদের যথাযোগ্যরূপে সোম প্রস্তুত করতে নিযুক্ত করুন।

১৭৬ সূক্ত ॥ ঋভু দেবতা। পরে অগ্নি দেবতা। সুনু ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

প্র সূনব ঋভূণাং বৃহন্নবন্ত বৃজনা। ক্ষামা যে বিশ্বধায়সোঽশ্নন্ধেনুং ন মাতরম্ ॥ ১
প্র দেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসং। হব্যা নো বক্ষাদানুষক্ ॥ ২
অয়মু ষ্য প্র দেবয়ুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে।
রথো ন যোরভীবৃতো ঘৃণীবাঞ্চেততি ত্মনা ॥ ৩
অয়মগ্নিরুরুষ্যত্যমৃতাদিব জন্মনঃ। সহসশ্চিৎ সহীয়ান্দেবো জীবাতবে কৃতঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। ঋভু-সন্তানেরা তুমুল সংগ্রাম করবার জন্য নির্গত হলেন। যেমন বৎসগণ জননীভূতা গাভীকে ঘিরে দাঁড়ায় সেরূপ তাঁরা জগৎ ধারণ করবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হলেন। ২। দেব অগ্নিকে দেবযোগ্য স্তবের দ্বারা প্রসন্ন কর। তিনি যথানিয়মে আমাদের হব্য বহন করুন। ৩। এই সেই অগ্নি, ইনি দেবতাদের নিকটে যান, ইনি হোতা, যজ্ঞের জন্য এঁকে স্থাপনা করা হয়। ইনি রথের ন্যায় হব্য নিয়ে যান, পুরোহিত একে চতুর্দিকে বেষ্টন করে আছে, ইনি কিরণসম্পন্ন, নিজেই জানেন, কিরূপে যজ্ঞ করতে হয়। ৪। এ অগ্নি রক্ষা বিধান করেন, যেহেতু এঁর উৎপত্তি অমৃতবৎ, ইনি বলবানের অপেক্ষাও বলবান ইনি পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য উৎপাদিত হয়েছেন।

১৭৭ সূক্ত ॥ মায়া দেবতা। পতঙ্গ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পতঙ্গমক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।
সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ো বি চক্ষতে মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ ॥ ১
পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্তি তাং গন্ধর্বোঽবদদ্গর্ভে অন্তঃ।
তাং দ্যোতমানাং স্বর্যং মনীষামৃতস্য পদে কবয়ো নি পান্তি ॥ ২
অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। বিদ্বানগণ মনে মনে আলোচনাপূর্বক মানস চক্ষে একটি পতঙ্গের দর্শন পান, দেখেন যে অসুরের মায়া তাকে আক্রমণ করেছে। পণ্ডিতগণ বলেন যে তা সমুদ্রের মধ্যে ঘটছে। তাঁরা বিধাতার কিরণসমূহের ধামে যেতে ইচ্ছা করেন (১)। ২। পতঙ্গ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন, গর্ভের মধ্যে গন্ধর্ব তাঁকে সে বাক্য শিখিয়েছে, সে বাণী দিব্যরূপিণী, স্বর্গসুখের প্রদানকর্ত্রী, বুদ্ধির অধীশ্বরী। বিদ্বানগণ সে বাণীকে সত্যের পথে রক্ষা করেন (২)। ৩। দেখলাম, এক গোপাল তার কখন পতন নেই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করছে। সে কখন অনেক বস্ত্র একত্রে পরিধান করছে, কখন পৃথক পৃথক পরিধান করছে। এরূপে সে বিশ্বসংসার মধ্যে বার বার গতায়াত করছে (৩)।

টীকা ঃ ১। জীবাত্মা মায়াতে আচ্ছন্ন, এ চিন্তা জানা যায়। সমুদ্রবৎ পরব্রহ্মের মধ্যেই এ জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন, পরমাত্মার ধাম আলোকময়, সেখানে গেলেই মায়া হতে মুক্তি। সায়ণ। ২। জীবাত্মার মনে বীজরূপে সকল শব্দ বিদ্যমান থাকে, গন্ধর্ব অর্থাৎ দেবতা তাঁর মনে গর্ভাবস্থায় সে বীজ আধান করে রাখেন। বাক্যের শক্তি অসীম, বুদ্ধিমানগণ বাক্যকে কখন মিথ্যার দিকে নিয়ে যান না। সায়ণ। ৩। জীবাত্মার ধ্বংস নেই, নানা যোনি ভ্রমন করেন, কোন জন্মে নানা গুণ ধরেন, কোন জন্মে দুটি একটি গুণ ধরেন। নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ প্রদর্শন করা হয়। সায়ণ। বলা বাহুল্য যে জীবাত্মা সম্বন্ধে সূক্তটি আধুনিক।

১৭৮ সূক্ত ॥ তার্ক্ষ্য দেবতা। অরিষ্টনেমি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতং সহাবানং তরুতারং রথানাম্।
অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ॥ ১
ইন্দ্রস্যেব রাতিমাজোহুবানাঃ স্বস্তয়ে নাবমিবা রুহেম।
উর্বী ন পৃথ্বী বহুলে গভীরে মা বামেতৌ মা পরেতৌ রিষাম ॥ ২
সদ্যশ্চিদ্যঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ সূর্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।
সহস্রসাঃ শতসা অস্য রংহির্ন স্মা বরন্তে যুবতিং ন শর্যাম্ ॥ ৩

অনুবাদ : ১। যে তার্ক্ষ্য পক্ষী বলবান, যাঁকে দেবতারা সোম আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যিনি বিপক্ষপরাভবকারী এবং শত্রুদের রথ সকল জয় করেন, যাঁর রথ কেউ ধ্বংস করতে পারে না, যিনি সেনাদের যুদ্ধে প্রেরণ করেন, সে তার্ক্ষ্য পক্ষীকে আমরা মঙ্গলকামনাতে এস্থলে আহবান করছি। ২। তার্ক্ষ্য পক্ষীর দানশক্তিকে আহবান করছি। যেমন ইন্দ্রের দানশক্তিকে আহবান করি সেরূপ আহবান করছি। আমরা মঙ্গলকামনাতে ঐ দানশক্তির উপর নৌকার ন্যায় আরোহণ করছি অর্থাৎ বিপদ পার হবার জন্য নৌকার ন্যায় আশ্রয় করছি। হে দ্যাবাপৃথিবি! তোমরা বৃহৎ বিস্তীর্ণ সর্বব্যাপী ও গম্ভীর। কি যাবার সময়, কি আসবার সময়, আমরা যেন নিধন না হই। ৩। সূর্য যেমন নিজ তেজের দ্বারা বৃষ্টিবারি বিস্তারিত করেন, সেরূপ সে তার্ক্ষ্য পক্ষী অতি শীঘ্র পঞ্চজনপদের মনুষ্যকে অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ ভাণ্ডার করে দিলেন। তাঁর যে আগমন, তা সাতসহস্র সংখ্যায় দান করে। যেরূপ বাণ যখন লক্ষ্যে সংলগ্ন হয়, তখন তাঁকে কেউই বাধা দিতে পারে না, সেরূপ তার্ক্ষ্যের আগমন কেউ বাধা দিতে পারে না।

১৭৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শিবি, প্রতর্দন ও বসুমনা যথাক্রমে ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ

উত্তিষ্ঠতাব পশ্যতেন্দ্রস্য ভাগমৃত্বিয়ম্।
যদি শ্রাতো জুহোতন যদ্যশ্রাতো মমত্তন ॥ ১
শ্রাতং হবিরো ষ্বিন্দ্র প্র যাহি জগাম সূরো অধ্বনো বিমধ্যম্।
পরি ত্বাসতে নিধিভিঃ সখায়ঃ কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্ ॥ ২
শ্রাতং মন্য ঊধনি শ্রাতমগ্নৌ সুশ্রাতং মন্যে তদৃতং নবীয়ঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য দধ্নঃ পিবেন্দ্র বজ্রিন্ পুরুকৃজ্জুষাণঃ ॥ ৩

অনুবাদ : ১। হে পুরোহিতগণ! গাত্রোত্থান কর। সময়োচিত ইন্দ্রের যে যজ্ঞ ভাগ তার উদ্যোগ কর। যদি তা পক্ক হয়ে থাকে, হোম কর। যদি পক্ক না হয়ে থাকে উৎসাহিত হও, অর্থাৎ উৎসাহপূর্বক পাক কর। ২। হে ইন্দ্র! এ হব্য পাক করা হয়েছে, এর নিকটে এস। দেখ সূর্যদেব আপনার দৈনন্দিন পথের অর্ধেক অতিক্রম করছেন। এই দেখ যেমন কুলতিলক পুত্রেরা ইতস্ততো বিচরণকারী গৃহকর্তার মুখাপেক্ষা করে সেরূপ বন্ধুগণ বিবিধ যজ্ঞসামগ্রী নিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করেছেন। ৩। গাভীর আপীন মধ্যে দুগ্ধ একপ্রকার পাক করা হয়, আমি জ্ঞান করি যে পরে তা অগ্নিতে পাক হয়ে অতি উত্তম পাকের অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অতি পবিত্র নবীন মূর্তি ধারণ করে। হে বহুধন বিতরণকারী বজ্রধারী ইন্দ্র! দুই প্রহরের যজ্ঞে তোমাকে যে দধি দেওয়া হচ্ছে, তা আস্থার সাথে পান কর।

১৮০সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা । জয় ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

প্র সসাহিষে পুরুহূতো শত্রূঞ্জ্যেষ্ঠস্তে শুষ্ম ইহ রাতিরস্তু ।
ইন্দ্রা ভর দক্ষিণেনা বসূনি পতিঃ সিন্ধুনামসি রেবতীনাম্ ॥ ১
মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবতঃ আ জগন্থা পরস্যাঃ ।
সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং বি শত্রূন্তাড়্হি বি মৃধো নুদস্ব ॥ ২
ইন্দ্র ক্ষত্রমভি বামমোজোঽজায়থা বৃষভ চর্ষণীনাম্ ।
অপানুদো জনমমিত্রয়ন্তমুরুং দেবেভ্যো অকৃণোরু লোকম্ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। হে পুরুহূত ! তুমি বিপক্ষদের পরাভব করে থাক। তোমার তেজ সর্বশ্রেষ্ঠ। এ স্থানে তোমার দান প্রবৃত্ত হোক। হে ইন্দ্র। দক্ষিণ হস্তে করে পরিপূর্ণ ধন দাও, তুমি ধনপূর্ণ নদী সকলের অর্থাৎ ধনের স্রোতের অধীশ্বর। ২। পর্বতবাসী ক্ষুদ্রচরণবিশিষ্ট পশু যেরূপ ঘোরাকৃতি, হে ইন্দ্র ! সেরূপ তুমি ভয়ংকর মূর্তিতে অতিদূরবর্তী স্বর্গধাম হতে এসেছ, সর্বত্র গতিশীল তীক্ষ্ম বজ্রকে আরো শাণিত করে শত্রুদের তাড়না কর বিপক্ষদের দূরীভূত কর। ৩। হে ইন্দ্র ! তুমি এরূপ সুন্দর তেজ নিয়ে জন্মেছ যে তেজের দ্বারা পরের অত্যাচার নিবারণ করে থাক। তুমি মনুষ্যবর্গের কামনা পূর্ণ কর, শত্রুতাচরণকারী লোকদের তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ। দেবতাদের জন্য ভুবন বিস্তীর্ণ করে দিয়েছ।

১৮১ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। প্রথ, সপ্রথ ও ঘর্ম যথাক্রমে ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নামাঽনুষ্টুভস্য হবিষো হবির্যৎ ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণো রথন্তরমা জভারা বসিষ্ঠঃ ॥ ১
অবিন্দন্তে অতিহিতং যদাসীদ্যজ্ঞস্য ধামা পরমং গুহা যৎ !
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোর্ভরদ্বাজো বৃহদা চক্রে অগ্নেঃ ॥ ২
তেঽবিন্দন্মনসা দীধ্যানা যজুঃ ষ্কন্নং প্রথমং দেবযানম্ ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোরা সূর্যাদভরন্ ঘর্মমেতে ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। প্রথ নামে যাঁর পুত্র অর্থাৎ বসিষ্ঠ, এবং সপ্রথ নামে যাঁর পুত্র অর্থাৎ ভরদ্বাজ, তন্মধ্যে বসিষ্ঠ ধাতার নিকট, দীপ্তিময় সবিতা দেবের নিকট এবং বিষ্ণুর নিকট হতে "রথন্তর" আহরণ করেছেন। তা অনুষ্টুপছন্দো-বিশিষ্ট ঘর্ম নামক হবির পবিত্রতাধায়ক। ২। যে অতিগূঢ় "বৃহাতর" দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যা কেউই জানত না, তা সবিতা প্রভৃতি আবিষ্কৃত করেছিলেন। ভরদ্বাজ ধাতা দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু এবং অগ্নির নিকট হতে সে বৃহৎ আবিষ্কৃত করলেন। ৩। যে অভিষেকক্রিয়ানিষ্পাদক "ঘর্ম" যজ্ঞকার্যে অতি প্রধানরূপে উপযোগী হয়ে থাকে, ধাতা প্রভৃতি দেবতারা তা মনে মনে ধ্যান করে আবিষ্কৃত করেছেন। এ সকল পুরোহিতগণ ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু ও সূর্যের নিকট হতে সে ঘর্ম আহরণ করেছেন (১)।

টীকা ঃ ১। এ অতিশয় অস্পষ্ট সূক্তটি আধুনিক, তা বলা বাহুল্য। সায়ণ রথন্তর অর্থে রথান্তর সাম, বৃহৎ অর্থে বৃহৎ সাম এবং ঘর্ম অর্থে যজুর্বেদের অংশ করেছেন।

১৮২ সূক্ত ॥ বৃহস্পতি দেবতা। তপুর্মূর্ধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৃহস্পতির্নয়তু দুর্গহা তিরঃ পুনর্নেষদঘশংসায় মন্ম ।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ১

নরাশংসো নোঽবতু প্রযাজে শং নো অস্ত্বনুযাজো হবেষু ।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ২
তপুর্মূর্ধা তপতু রক্ষসো যে ব্রহ্মদ্বিষঃ শরবে হন্তবা উ ।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। বৃহস্পতি ! দুর্গতিসমূহকে নষ্ট করুন, পাপনাশের জন্য স্তবের স্ফূর্তি করে দিন। অকল্যাণ নষ্ট করুন, দুর্মতি দূর করুন, যজমানের রোগ নাশ ও ভয় অপহরণ করুন। ২। প্রযাজের সময় নরাশংস আমাদের রক্ষা করুন, যজ্ঞকালে অনুযাজ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, অকল্যাণ নষ্ট, (ইত্যাদি পূর্ব ঋকের ন্যায়)। ৩। স্তোত্রদ্বেষী রাক্ষসদের বৃহস্পতি আপনার প্রতপ্ত মস্তকের দ্বারা ব্যথিত করুন। তা হলে হিংসাকারী নিধন প্রাপ্ত হবে। (অবশিষ্ট পূর্ব ঋকের ন্যায়)।

১৮৩ সূক্ত ॥ যজমান, প্রভৃতির আশীর্বাদ দেবতা। প্রজাবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ

অপশ্যং ত্বা মনসা চেকিতানং তপসো জাতং তপসো বিভূতম্ ।
ইহ প্রজামিহ রয়িং ররাণঃ প্র জায়স্ব প্রজয়া পুত্রকাম ॥ ১
অপশ্যং ত্বা মনসা দীধ্যানাং স্বায়াং তনূ ঋত্ব্যে নাধমানাম্ ।
উপ মামুচ্চা যুবতির্বভূয়াঃ প্র জায়স্ব প্রজয়া পুত্রকামে ॥ ২
অহং গর্ভমদধামোষধীষ্বহং বিশ্বেষু ভুবনেষ্বন্তঃ ।
অহং প্রজা অজনয়ং পৃথিব্যামহং জনিভ্যো অপরীষু পুত্রান্ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। হে যজমান ! আমি মনের চক্ষে তোমাকে দেখলাম, তুমি জ্ঞানবান তপস্যা হতে উৎপন্ন, তপস্যাদ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছো। এ স্থানে সন্তানসন্ততি ও ধন লাভপূর্বক প্রীতিযুক্ত হও। পুত্রই তোমার কামনা, অতএব পুত্র উৎপাদন কর। ২। হে পত্নি ! আমি মনের চক্ষে দেখলাম, যে তোমার মূর্তি উজ্জ্বল, তুমি নিজ শরীরের যথাযোগ্য কালে গর্ভাধান কামনা করছ। তুমি পুত্র কামনা করেছ, আমার নিকটে তুমি উন্নত শরীরবতী যুবতী হও, তোমার সন্তান উৎপন্ন হোক। ৩। আমি হোতা, আমি বৃক্ষলতাদিতে গর্ভাধান করি, আমি সমস্ত ভুবনের মধ্যে গর্ভাধান করতে পারি। আমি পৃথিবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদান করেছি , আমি নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর গর্ভেও পুত্র উৎপাদন করেছি (১)।

টীকা ঃ ১। এটি গর্ভসঞ্চারকরণ বিষয়ক মন্ত্র, এটি যে আধুনিক, তা বলা বাহুল্য।

১৮৪ সূক্ত ॥ বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা। ত্বষ্টা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু ।
আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ১
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি ।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবা ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ২
হিরণ্ময়ী অরণী যং নির্মন্থতো অশ্বিনা ।
তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। বিষ্ণু নারীর অঙ্গকে গর্ভাধানের উপযুক্ত করে দিন, ত্বষ্টা গর্ভস্থ সন্তানের অবয়ব স্থির করে দিন, প্রজাপতি শুক্রপাতন করুন, ধাতা তোমার গর্ভকে

ধারণ করুন। ২। হে সিনীবালী! গর্ভকে ধারণ কর, হে সরস্বতী! তুমিও গর্ভকে ধারণ কর। পদ্মমালাধারী দেব অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভ উৎপাদন করুন। ৩। হে পত্নি! অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সন্তানের জন্য সুবর্ণনির্মিত দুই অরণি পরস্পর ঘর্ষণ করছেন, দশম মাসে প্রসব হবার জন্য তোমার সে গর্ভস্থ সন্তানকে আমরা আহ্বান করছি (১)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটিও গর্ভসঞ্চারকরণের মন্ত্র। এটিও আধুনিক।

১৮৫ সূক্ত। আদিত্য দেবতা। সত্যধৃতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

মহি ত্রীণামবোঽস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥ ১
নহি তেষামমা চন নাধ্বসু বারণেষু। ঈশে রিপুরঘশংসঃ ॥ ২
যস্মৈ পুত্রাসো অদিতেঃ প্র জীবসে মর্ত্যায়। জ্যোতির্যচ্ছন্ত্যজস্রম্ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। আমরা যেন মিত্র, অর্যমা ও বরুণ এ তিন দেবতার আশ্রয় লাভ করি। ঐ আশ্রয় সতেজ, দুর্ধর্ষ ও মহৎ। ২। কি গৃহে, কি পথে, কি দুর্গম-স্থানে, তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তিদের উপর কোনও দ্বেষকারী শত্রুর ক্ষমতা চলে না। ৩। ঐ তিন অদিতি সন্তান যে মনুষ্যকে নিরন্তর জ্যোতি দান করেন, তার জীবন রক্ষা হয়, কোন শত্রুর ক্ষমতা তার উপর চলে না।

১৮৬ সূক্ত ॥ বায়ু দেবতা। উল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১
উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা। স নো জীবাতবে কৃধি ॥ ২
যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য নিধির্হিতঃ। ততো নো দেহি জীবসে ॥ ৩

অনুবাদ। ১। বায়ু ঔষধের ন্যায় হয়ে বইতে থাকুন, তিনি কল্যাণকর, সুখকর হোন। তিনি দীর্ঘ আয়ু দান করুন। ২। হে বায়ু! তুমি আমাদের পিতা ভ্রাতা ও বন্ধু সদৃশ। এরূপ তুমি আমাদের জীবনের ঔষধ করে দাও। ৩। হে বায়ু! তোমার গৃহমধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে, তা হতে অমৃত নিয়ে দাও, আমাদের জীবন দান কর।

১৮৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বৎস ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্রাগ্নয়ে বাচমীরয় বৃষভায় ক্ষিতীনাং। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ১
যঃ পরস্যাঃ পরাবতস্তিরো ধন্বাতিরোচতে। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ২
যো রক্ষাংসি নিজূর্বত্যগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৩
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৪
যো অস্য পারে রজসঃ শুক্রো অগ্নিরজায়ত। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে মনুষ্যগণ! মনুষ্যদের অধিপতি অগ্নিকে সম্বোধনপূর্বক স্তব প্রেরণ কর। তিনি আমাদের শত্রুহস্ত হতে উদ্ধার করুন। ২। সে অগ্নি অতি দূরদেশ হতে আকাশে পার হয়ে এসেছেন, তিনি আমাদের ইত্যাদি। ৩। বৃষ্টি-বর্ষণকারী অগ্নি শুভ্রবর্ণ শিখাদ্বারা রাক্ষসদের বধ করছেন তিনি আমাদের ইত্যাদি। ৪। তিনি সমস্ত ভুবনকে পৃথকপৃথক্‌ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, মিলিত ভাবেও

পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি আমাদের ইত্যাদি। ৫। সে অগ্নি, এ দ্যুলোকের অপর পারে শুভ্রবর্ণ মূর্তিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের ইত্যাদি।

১৮৮ সূক্ত ॥ জাতবেদা অগ্নি দেবতা। শ্যেন ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র নূনং জাতবেদসমশ্বং হিনোত বাজিনম্। ইদং নো বর্হিরাসদে ॥ ১
অস্য প্র জাতবেদসো বিপ্রবীরস্য মীড়্হুষঃ। মহীমিয়র্মি সুষ্টুতিম্ ॥ ২
যা রুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ। তাভির্নো যজ্ঞমিন্বতু ॥ ৩

অনুবাদ : ১। হে পুরোহিতগণ! জাতবেদা অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। তিনি চতুর্দিকব্যাপী, তিনি অন্নবান। তিনি এসে কুশে উপবেশন করুন। ২। এ যে জাতবেদা অগ্নি, বুদ্ধিমান যজমানেরা যার পক্ষে পুত্রবৎ, যিনি বৃষ্টিবারি সেচন করেন, এর জন্য এ বিস্তারিত ও অতি সুন্দর স্তব করছি। ৩। জাতবেদা অগ্নির যে সকল শিখা আছে, তা দিয়ে তিনি দেবতাদের নিকটে হব্য বহন করেন, সেগুলি নিয়ে আমাদের যজ্ঞে আসুন।

১৮৯ সূক্ত ॥ সূর্য দেবতা। সার্পরাজ্ঞী ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রয়ন্ত্স্বঃ ॥ ১
অন্তশ্চরতি রোচনাহস্য প্রাণাদপানতী। ব্যখ্যন্মহিষো দিবম্ ॥ ২
ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে। প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥ ৩

অনুবাদ : ১। এ যে উজ্জ্বল বর্ণধারী বৃষ অর্থাৎ সূর্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্বদিককে আলিঙ্গন করলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাচ্ছেন। ২। এর দেহের মধ্যে দীপ্তি বিচরণ করছে, সে দীপ্তি এর প্রাণের মধ্য হতে নির্গত হয়ে আসছে। ইনি বৃহৎ হয়ে আকাশ ব্যাপ্ত করলেন। ৩। এ সূর্যের ত্রিংশৎস্থান শোভা পাচ্ছে। এ গমনশীল সূর্যের উদ্দেশে স্তব উচ্চারিত হচ্ছে। প্রতিদিন তিনি নিজকিরণে ভূষিত হন (১)।

টীকা : ১। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ত্রিংশৎ ধাম অর্থাৎ ত্রিংশৎ মুহূর্ত। দু দণ্ডে এক মুহূর্ত। সুতরাং প্রতিদিন ত্রিশ মুহূর্ত। সায়ণ।

১৯০ সূক্ত ॥ সৃষ্টি দেবতা। অঘমর্ষণ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ২
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৩

অনুবাদ : ১। প্রজ্বলিত তপস্যা হতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। ২। জলপূর্ণ সমুদ্র হতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করলেন, সকল লোকে দেখছে। ৩। সৃষ্টিকর্তা যথাসময়ে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করলেন (১)।

টীকা : ১। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

১৯১ সূক্ত ॥ (১) প্রথম ঋকের অগ্নি দেবতা। অবশিষ্টগুলির সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত দেবতা। সংবনন ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ১
সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥ ২
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ৩
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! তুমি প্রভু, হে অভিলষিত ফলদাতা। তুমি সকল প্রাণীর সাথে বিশেষরূপে মিশ্রিত আছ। তুমি যজ্ঞ বেদিতে জ্বলছ। আমাদের ধন দান কর। ২। হে স্তবকর্তাগণ! তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর. তোমাদের মন পরস্পর একমত হোক। অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাদের ন্যায় একমত হয়ে যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করছেন। ৩। এ সকল পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণ এক প্রকার হোক, এঁর সঙ্গে সমাগত হোন, এঁদের মন, চিত্ত, সকলি একপ্রকার হোক। হে পুরোহিতগণ! আমি তোমাদের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করছি, তোমাদের সর্বসাধারণ হবি দ্বারা হোম করছি। ৪। তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও (২)।

টীকা : ১। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ২। ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক ঋগ্বেদের জ্বলন্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করতে সাহস করছে যে আমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক। আমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নেই।